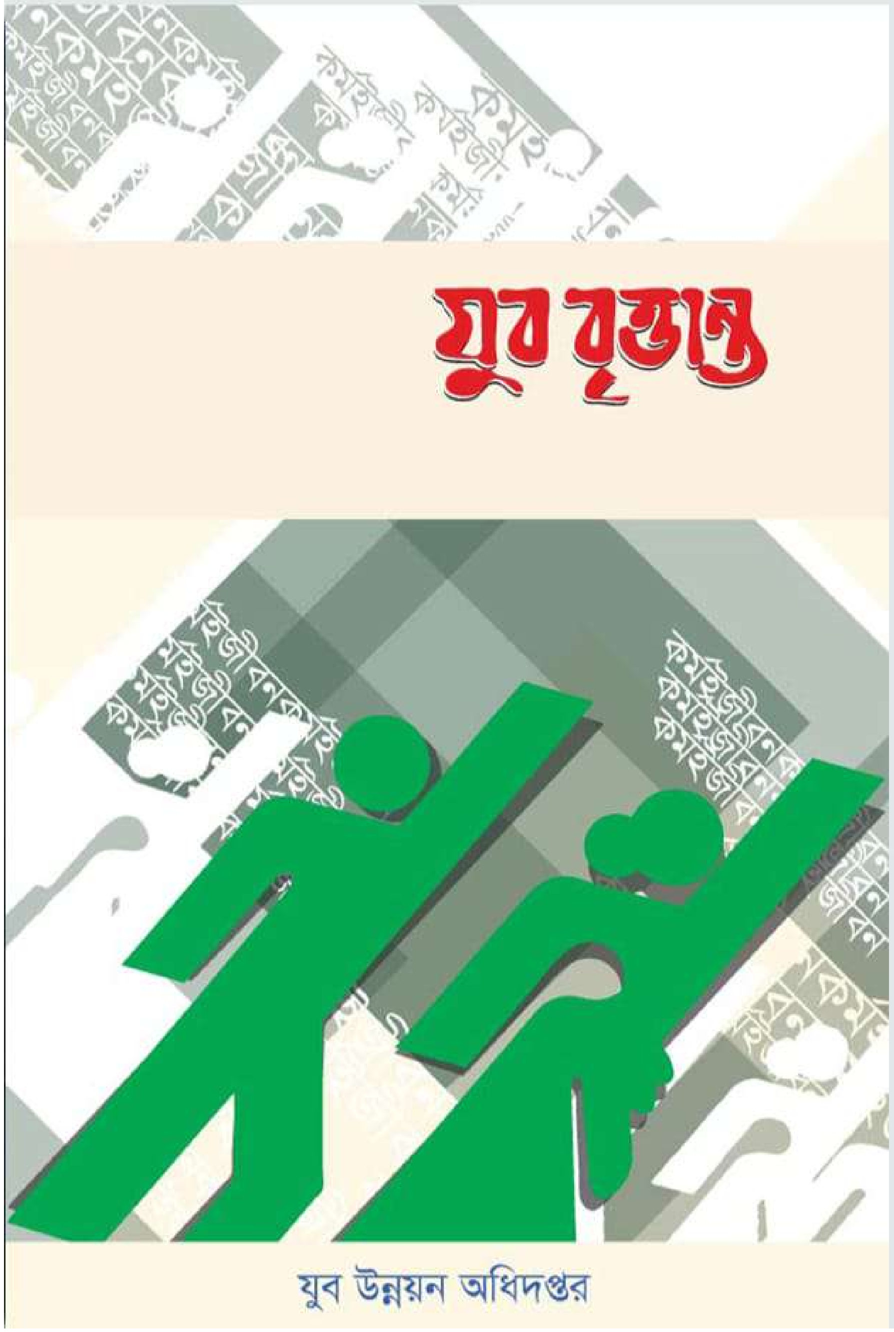

যুবরাই দেশের প্রাণশক্তি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দীর্ঘকাল ধরে যুবদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও ঋণ সহায়তা দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। 'যুব বৃত্তান্ত' গ্রন্থে এ অধিদপ্তরের সেই সকল কার্যক্রমের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে জানতে 'যুব বৃত্তান্ত' পাঠকদের নিকট আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়।

ISBN : 978-984-99218-0-6

যুব বৃত্তান্ত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক
হারুন পাশা

নির্বাহী সম্পাদক
লতিফা আক্তার

সহকারী সম্পাদক
শরিফুল ইসলাম

পাণ্ডুলিপি মূল্যায়ন কমিটি
জনাব এম এ আখের, পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
জনাব বিরাজ চন্দ্র সরকার, উপপরিচালক (বাস্তবায়ন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
জনাব মোঃ শাহীনুর রহমান, উপপরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
জনাব প্রজেষ কুমার সাহা, উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
জনাব কে এম জাহিদ হোসেন, উপপরিচালক (অর্থ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (প্রকাশনা ও আত্মকর্ম), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা

স্কেচ ও প্রচ্ছদ
আইয়ুব আল আমিন

মুদ্রণ
তিস্তা প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৭০০ টাকা

প্রকাশকাল : ৩০ অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশন : তিস্তা প্রকাশ

যোগাযোগ
৭১, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স (বেজমেন্ট)
২৫৩-২৫৪, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯২৫২৫৫৭৯৬, ০১৩০০৬৭২৬৯৩
ই-মেইল : harunpashaju@gmail.com
ফেসবুক পেজ : তিস্তা প্রকাশ

ISBN : 978-984-99218-0-6

উ।ৎ।স।র্গ

আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে
নিয়োজিত যুবদের উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

যুব সমাজ দেশমাতৃকার মূল চালিকাশক্তি। যুবরাই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। তারা সাহসী, অদম্য, প্রতিশ্রুতিশীল এবং সৃজনশীল। তাই যেকোনো দেশের জন্য যুবসমাজ অতিমূল্যবান সম্পদ।

বাংলাদেশের যুবসমাজ মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং সম্প্রতি জুলাই-আগস্ট/২০২৪-এর ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যুব সমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

একটি জ্ঞানমুখী, প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও আদর্শ যুবসমাজ জাতির মেরুদণ্ড। কাজেই যুবদের অবস্থান হবে মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে। দেশের মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য ও মমত্ববোধ সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে।

ডেমোগ্রাফি ডিভিডেন্টের সুফল ভোগ করছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬০% যুব। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের ধারা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশ রূপান্তরের লক্ষ্যে এ জনমিতি সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। আমাদের যুব সমাজকে পরিপূর্ণ দক্ষ, আধুনিক ও সচেতন রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষিত যুবদের প্রকল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা-সহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে। এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের অনেকেই আজ সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অনেকে বিদেশেও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে এবং দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক কার্যক্রম ও সফলতার তথ্য-উপাত্ত নির্ভর একটি গবেষণাধর্মী প্রকাশনার উপযোগিতা দীর্ঘদিনের। সেই চাহিদা পূরণে সামগ্রিক কার্যক্রম উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'যুব বৃত্তান্ত' শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো। এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সুধিজন ও অংশীজন বিশেষ করে যুব সমাজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

'যুব বৃত্তান্ত' প্রকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে শুভেচ্ছা। গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মে নিয়োজিত 'তিস্তা প্রকাশ' এবং তাদের গবেষকদের ধন্যবাদ।

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সূচিপত্র

গবেষণা কৌশল ও প্রসঙ্গ-কথা (১৩-১৮)

প্রথম অধ্যায়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইতিহাস (১৯-৪০)
গোড়ার কথা ২১
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিন্ন ভিন্ন উইং সৃষ্টি ২২
প্রশিক্ষণের সূত্রপাত ২৩
কারিগরি প্রশিক্ষণ ২৪
ঋণ কার্যক্রমের শুরু ২৫
জনবল বৃদ্ধি ২৬
জনবল সামর্থ্যবান হওয়া অথবা প্রশিক্ষণ সেন্টার বৃদ্ধি ২৭
প্রশাসনিক কাঠামো ২৮
জেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সূত্রপাত ২৮
উপজেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সূত্রপাত ২৮
উপজেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পৌঁছানোর কারণ ২৯
প্রকল্প যখন আসে ২৯
মেট্রোপলিটন ইউনিট ২৯
৭১টি আবাসিক এবং ৬৪ জেলায় ৭১টি নিজস্ব আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩০
আবাসিক এবং অনাবাসিকের পার্থক্য ৩০
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত পরিবর্তন ৩০
জেলা পর্যায়ে অফিসগুলোর অবকাঠামো যেমন ছিল ৩১
১৯৯৬ : পরিবর্তনের কাল ৩২
যুবদের কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা ৩২
নারীর ক্ষমতায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা ৩৪
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশনের বাস্তবায়ন ৩৮
দারিদ্র্য বিমোচনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন উইং ও কার্যক্রম (৪১-৪৬)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আহ্বান ৪৪
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী ৪৪
সাংগঠনিক কাঠামো ৪৫
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৬

তৃতীয় অধ্যায়
প্রশাসন উইং (৪৭-২৩৬)
এনাম কমিটি ৪৯
জেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়নের কার্যক্রমের সূত্রপাত ৫০

থারডেপ প্রকল্প ও অন্যান্য ৫২
আত্মকর্মসংস্থান ইউনিট প্রবর্তন ৭০
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৭৮
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৩৪
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পদের দায়িত্ব ১৮১

চতুর্থ অধ্যায়
অর্থ উইং (২৩৭-২৪০)

পঞ্চম অধ্যায়
পরিকল্পনা উইং (২৪১-২৭০)
শুরুর কথা ২৪৩
চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ ২৪৭
সমাপ্ত কর্মসূচি ২৫৩
আপকামিং প্রকল্প ২৫৭
বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে প্রস্তাবিত প্রকল্প ২৬৫
প্রকল্প বাস্তবায়ন কিংবা ব্যর্থ হলে প্রভাব ২৬৭
আশাবাদ ২৬৭
প্রকল্প বাস্তবায়ন কিংবা ব্যর্থ হলে প্রভাব ২৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রশিক্ষণ উইং (২৭১-৩০৪)
শুরুর কথা ২৭৩
প্রশিক্ষণ উইংয়ের কার্যাবলী ২৭৫
প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ২৭৬
মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২৭৭
ফলপ্রসূতা ও প্রশিক্ষণের মান যাচাই ২৮০
বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২৮০
প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ ২৮১
জেলা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স (আবাসিক) ২৮৫
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৯৩
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ২৯৩
প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ২৯৪
প্রশিক্ষণ ২৯৫
বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প ২৯৫
কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্য ২৯৫
প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিবরণ ২৯৬
প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণ ২৯৬
বিগত ৫ বছরের প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ, লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ২৯৬

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ২৯৭
কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ২৯৭
আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ২৯৯
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাস্তবায়িত কর্মসূচি ৩০০
যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ৩০০
প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ৩০১
যৌথ উদ্যোগে ঋণ কার্যক্রম ৩০৩

সপ্তম অধ্যায়
দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং (৩০৫-৩৪৪)
দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের ঋণের প্রকারভেদ ৩০৮
ঋণ কার্যক্রমের সূত্রপাত ৩১০
ঋণ তহবিল বরাদ্দ/পুনঃবন্টন ৩১২
সদস্য বাছাই পদ্ধতি ৩১২
ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া ৩১৩
গ্রাম নির্বাচন ৩১৬
ঋণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত পেশা ৩১৬
দফা অতিক্রম/পুনরায় ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ৩১৮
আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ৩২০
ঋণ/পুঁজি প্রাপ্তির শর্তাবলী ৩২০
নিশ্চয়তাকারীর যোগ্যতা ৩২১
ঋণ/পুঁজি প্রত্যাশীর করণীয় ৩২২
ঋণ তহবিলের উৎস ৩২২
ঋণ তহবিল বরাদ্দ/পুনঃবিতরণ ৩২২
আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এবং ঋণ প্রস্তাব প্রস্তুত ও মঞ্জুরী কমিটিতে পেশ ৩২৩
ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া ৩২৪
ঋণের পরিমাণ ৩২৪
ঋণের দফা ৩২৫
আত্মকর্মসংস্থান ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা ৩২৫
ঋণ আবেদনপত্র, প্রকল্প দাখিল ও পরিদর্শন এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ ৩২৫
নিশ্চয়তাকারীর যোগ্যতা ৩২৬
আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এবং ঋণপ্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুমোদন ৩২৭
যুব উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের নিয়ামক ৩২৮
যুব উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির শর্তাবলি ৩২৯
নিশ্চয়তাকারী ৩২৯
যুব উদ্যোক্তা ঋণের প্রস্তাবকারী ৩২৯
জেলা ঋণ মঞ্জুরি ও তদারকি কমিটি ৩৩০
যুব উদ্যোক্তা ঋণ তহবিলের উৎস ৩৩০
ঋণ বিতরণ ৩৩০
ঋণ আদায়ে সাফল্য ৩৩৮
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বছরওয়ারী ৩৩৯

কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থান ৩৪০
আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা ৩৪১
ঋণ ফেরত আসা ৩৪১
শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও আশাবাদ ৩৪২

অষ্টম অধ্যায়
বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন উইং (৩৪৫-৩৫৪)
বাস্তবায়ন উইংয়ের শুরুর কথা ৩৪৭
যুবদের উন্নয়নে বাস্তবায়ন উইং ৩৪৭
পুরস্কার প্রদানের প্রক্রিয়া ৩৪৯
যেখানে যেখানে সমস্যা তা উত্তরণের উপায় ৩৫০
বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন উইংয়ের কার্যক্রম ৩৫০

নবম অধ্যায়
সফল আত্মকর্মীর গল্প (৩৫৫-৭৯৪)
সফল আত্মকর্মীর জীবনালেখ্য : মাঠ পর্যায়ে কাজ ও পর্যালোচনা ৩৫৭
তুলনামূলক পর্যালোচনা ৩৬৩
আত্মকর্মীদের সাফল্যের গল্প ৩৬৫

দশম অধ্যায়
অন্যান্য কার্যক্রম (৭৯৫-৮০২)
যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং পরিচালনা ৭৯৭
জাতীয় যুবনীতি ৭৯৭
সহজিকরণস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাস্তবায়িত ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহ ৭৯৭
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ৭৯৮
স্বাস্থ্য ও বিনোদন ৭৯৮
ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও বিনোদন ৭৯৮
পরিবেশবান্ধব কৃষি ও শিল্পায়ন ৭৯৮
দেশপ্রেম ও নৈতিকতা ৭৯৯
যুব সংগঠন ও যুবকর্ম ৭৯৯
এসডিজি বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৭৯৯
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ৮০০
বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট প্রকল্প ৮০১

একাদশ অধ্যায়
বিশ্লেষণ ও গুচ্ছ তথ্য (৮০৩-৮০৮)
SWOT Analysis ৮০৫
এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ৮০৭

দ্বাদশ অধ্যায়
উপসংহার ৮০৯

গবেষণা কৌশল ও প্রসঙ্গ-কথা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'তিস্তা প্রকাশ'-এর গবেষকগণ সাত মাস ধরে গবেষণা করেছেন। গবেষণা কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিকতার সাথে তথ্য-উপাত্ত যুক্ত করে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা মাঠ-পর্যায়ে কাজ করেছেন এবং আত্মকর্মী বা উদ্যোক্তাদের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

যুবদের কেন্দ্র করে পরিচালিত হওয়া এ অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গবেষকগণ পেয়েছেন এ অধিদপ্তরের বিস্তৃত কাজের সন্ধান। যুবদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে এ অধিদপ্তরের বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার।

১৪৬ জন জনবল নিয়ে গঠিত হওয়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বর্তমানে ৬৪৬৭ জন জনবল নিয়ে বৃহৎ অধিদপ্তরে পরিণত হয়েছে এবং ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মহাপরিচালক, পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রচেষ্টায় এ অধিদপ্তর গতিশীলতা ও প্রাণ-প্রাচুর্যে পূর্ণতায় এগুচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাফল্যের জায়গা অনেক। অধিদপ্তর ট্রেনিং প্রদানের মধ্য দিয়ে যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। ফলে প্রশিক্ষণের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সারাদেশে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের যুবরা অধিদপ্তরের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে। প্রশিক্ষিত হয়ে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার সাথে অন্যদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সফলতার আরেকটি দিক।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রমে প্রদানকৃত ঋণের শতকরা ৯৫ ভাগ ফেরত আসে। এখন পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৭৬ জন যুবক ও যুব নারীকে প্রশিক্ষিত করেছে। অধিদপ্তর থেকে পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচিতে ৬,৫৮,২৪৯ জন, আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচিতে ৪,২০,৬১৮ জন এবং যুব উদ্যোক্তা ঋণ দিয়েছে ২২১ জনকে। ঋণ গ্রহীতাদের শতকরা ৯৬ ভাগ ক্ষুদ্র উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সমাজের যে সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করে তা প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তরুণদের মধ্যে রয়েছে স্বপ্ন ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন। এটি হলো এ অধিদপ্তরের প্লাস পয়েন্ট।

এ অধিদপ্তরের যে কোনো প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ কম, কেননা এখানে প্রকল্প গ্রহণের আগে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে উপযুক্ত প্রকল্প প্রণয়ন করার সাথে সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্ণয় করা হয় এবং ঝুঁকির সমাধানও নির্ণয় করা থাকে।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে বার্তা চলে যায় যে, অসৎ ও অন্যায় কাজ করলে শাস্তি পেতে হবে। এজন্য তারা এসব কাজ থেকে বিরত থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্নে তিনটি উইং থাকলেও বর্তমানে ছয়টি উইং রয়েছে। যেমন– প্রশাসন, অর্থ, পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন উইং। সব উইংয়ের সংশ্লিষ্টরা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করছে বলেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাফল্য ক্রমবর্ধিত হচ্ছে।

প্রশাসন উইং অধিদপ্তরের সকল উইংয়ের পরিচালকদের সাথে সার্বিক কাজের সমন্বয় সাধন, জনবলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনমতো নতুন পদ সৃষ্টি এবং নবসৃষ্ট ও বিদ্যমান শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণ, রাজস্বখাতভুক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, অর্জিত ছুটি, উচ্চতর শিক্ষা ছুটি-সহ অন্যান্য ছুটি, এল.পি.আর ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়াদি মঞ্জুর, শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, কর্মবণ্টন, অধিপ্তরের যাবতীয় সম্পত্তির হেফাজত, নিরাপত্তা, সংরক্ষণ, মেরামত-সহ যাবতীয় সেবামূলক কাজ করছে।

বিভিন্ন শাখার চাহিদা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন, রাজস্বখাতভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাহিদা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, স্টোর বিষয়ক কার্যক্রম, গাড়ির জ্বালানি ব্যবহার, পেনশন প্রদান, সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলের আওতায় সকল প্রাপ্য সুবিধা প্রদান, নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়-সহ অর্থ উইংয়ের মাধ্যমে সকল নথিপত্র অনুমোদন, সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যাদি পালন করছে অর্থ উইং।

পরিকল্পনা উইং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রক্রিয়াকরণ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ, নতুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারিত ছকে প্রস্তাবনা তৈরি, বরাদ্দকৃত অর্থ

ব্যয়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন, প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগের সাথে যোগাযোগ বা সমন্বয় সাধন-সহ নানাবিধ কাজ সম্পাদন করছে।

বাস্তবায়ন উইং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা, প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা ও সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস পরিদর্শন, চলমান প্রকল্প, কর্মসূচিসমূহের দুর্বলতা সচল ও বেগবান করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন, অনুন্নয়ন খাত ও যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণ নীতিমালা, যুব সংগঠন রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা, জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা এবং এ সংক্রান্ত সকল প্রকার কমিটি গঠন ও সংশোধন-সহ একাধিক কাজ সম্পাদন করে।

প্রশিক্ষণ উইং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন চলমান আবাসিক ও অনাবাসিক সব ধরনের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও রাজস্বখাতে আনয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, সিলেবাস, মডিউল তৈরি ও কেন্দ্রে প্রেরণ, ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ, নতুন ট্রেডের উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, কারিগরি পরামর্শ প্রদান, ঋণ প্রাপ্তি এবং বিভিন্ন উপকরণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা-সহ নানাবিধ কাজ করছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্পাদন, মাঠ পর্যায়ে বণ্টনকৃত ঋণ তহবিল, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, সুদ ও সার্ভিস চার্জ, প্রতিটি উপজেলা থেকে ঋণ কর্মসূচি ও আত্মকর্মসংস্থানের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করে তা প্রশাসন, বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা শাখায় প্রেরণ, নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন, তিন মাস অন্তর সভার আয়োজন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রস্তুতকরণ-সহ নানাবিধ কাজ করে থাকে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ট্রেনিং ও ঋণপ্রাপ্তির পর অনেকেই সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হয়েছেন তেমনি আরও অনেকের কর্মের ব্যবস্থা করেছেন। বেকারত্ব সংকট নিরসনে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এরকম ২০০ জন আত্মকর্মীর উপর 'তিস্তা প্রকাশ'-এর গবেষকগণ জরিপ কার্য পরিচালনা করেছেন। তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি আরও অনেককে স্বাবলম্বী করেছেন এবং যুবদের আত্মকর্মী হতে পরামর্শ দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন ৯৮% আত্মকর্মী।

তারা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বিভিন্ন দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সামান্য হলেও তাদের ভূমিকা আছে। সমাজের বিশৃঙ্খলা রোধে তাদের অবদান স্বীকার্য।

আত্মকর্মীরা শতভাগ বিদ্যুৎ ও ওয়াই-ফাই বা ইন্টারনেট পরিসেবা গ্রহণে সক্ষম। তাদের মধ্যে আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণের প্রবণতা ৯৩.৩৪%, বাসস্থানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছেন ৮৮% আত্মকর্মী, বাকি ১২% জমি ক্রয় করেছেন, কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিধি বাড়িয়েছেন, বাসস্থানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রস্তুতি রেখেছেন। তাদের আয় বেড়েছে ৯৫%। তাদের খামারে বা প্রতিষ্ঠানে কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৮৪%। আত্মকর্মীদের ৯৬.৬৭% তাদের পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া করাতে পারছেন। ৯৬.৬৭% আত্মকর্মী তাদের পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতায় উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে সক্ষম। ৯৮.৬৭% আত্মকর্মী পরিবারের বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন, স্মার্ট ফোন ও ল্যাপটপ ব্যবহার করে। আত্মকর্মীরা মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রায় শতভাগ সক্ষমতা অর্জন করেছেন।

আত্মকর্মীরা আগে হয়রানির শিকার হলেও স্বাবলম্বী হওয়ার পর এর হার কমেছে। হয়রানির ঘটনা ঘটলেও তারা তা সমাধানে সক্ষম হচ্ছেন। আত্মকর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সাথে সাথে সমাজেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের SWOT Analysis অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য সবল (Strengths) দিকগুলো হলো– জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী যুব কার্যক্রমের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, ২২ হাজারের অধিক যুব সংগঠন, প্রশিক্ষিত যুবদের সাফল্য, সাহসী, পরিশ্রমী ও সক্রিয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব শক্তি রয়েছে। উল্লেখযোগ্য দুর্বল (Weaknesses) দিকগুলো হলো বাজেটের অপ্রতুলতা, পুরাতন ও সংস্কারযোগ্য অবকাঠামো, ডাটাবেজ, প্রশিক্ষণ উপকরণ, যানবাহন ও প্রশিক্ষণ মান স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের অভাব, বিপুল পরিমাণ শূন্য পদ। সুযোগসমূহ (Opportunities) হলো ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবদের নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময়, কেননা যুবরা সংখ্যায় অধিক এবং প্রতিশ্রুতিশীল। অপরদিকে ঝুঁকিসমূহ (Threats) হলো যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্মসূচি প্রণয়ন না করা, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা, যুবদের চাহিদা উপলব্ধি না করা।

'তিস্তা প্রকাশ'-এর বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে পাঠকেরা মোটাদাগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের পরামর্শ ও নির্দেশনা আমাদের কাজ ঋদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছে। তাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের পরিচালক জনাব এ. কে এম মফিজুল ইসলামের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা আমাদের সঠিক তথ্য লাভে সহায়ক হয়েছে। একই উইংয়ের উপপরিচালক জনাব মো: শাহীনূর রহমানের সহযোগিতা অবশ্যই উল্লেখ করার মতো।

প্রশাসন উইংয়ের পরিচালক জনাব এম এ আখের-কেও ধন্যবাদ জানাই, তিনি তার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের বেশ কিছু সময় দিয়েছেন এবং গবেষণায় তথ্যগত সুবিধাপ্রাপ্তি হয়েছে।

পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক জনাব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠনের পরিচালক জনাব মো: আ: হামিদ খান, প্রশিক্ষণ উইংয়ের পরিচালক জনাব মো: মানিকহার রহমান এবং অর্থ উইংয়ের পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাকও আমাদের তথ্য-উপাত্ত পেতে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরও ধন্যবাদ।

প্রশাসন উইংয়ের উপপরিচালক জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, অর্থ উইংয়ের জনাব কে. এম জাহিদ হোসেন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন উইংয়ের উপপরিচালক শাহাব উদ্দিন সরকার এবং প্রশিক্ষণ উইংয়ের উপপরিচালক জনাব মো: হামিদুর রহমানও তথ্যপ্রাপ্তিতে সহযোগিতা করেছেন, তাদের জানাই ধন্যবাদ।

সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো: আনিসুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ উইংয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ জাকারিয়া জামিল এবং পরিকল্পনা উইংয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ শওকত আলী, অর্থ ও অডিট শাখার সহকারী পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা) সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ-কেও ধন্যবাদ, তারাও তথ্য-উপাত্ত পেতে সহযোগিতা করেছেন।

প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাবরক্ষক জনাব মোঃ ফজলুর রহমানের সহযোগিতা বিশেষভাবে বলতে হবে। কেননা, তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কিত তথ্যপ্রাপ্তির পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি।

মহাপরিচালকের দপ্তরের জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (পিএস টু ডিজি) এবং জনাব মোঃ মোরশেদ আলমের সহযোগিতাও স্মরণ করছি।

আরও অনেকেই আছেন যাদের সাথে বিভিন্ন ফ্লোরে দেখা হলে আন্তরিকতার সাথে কুশল বিনিময় করেছেন, এটিও ভালো লাগার ছিল।

প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন উইংয়ের অফিস সহকারী আমাদের আপ্যায়ন করেছেন আন্তরিকতার সাথে, তাদেরকেও ধন্যবাদ।

এ গবেষণা কাজে আমরা যে সকল প্রকাশনা থেকে তথ্য ব্যবহার করেছি তা হলো– যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ২০২৩, অগ্রযাত্রা জাতীয় যুব দিবস

২০১৯, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩, প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ২০২২-২০২৩, তারুণ্যের আলোক শিখা জাতীয় যুব দিবস ২০২৩, যুব বার্তা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২, যুব বার্তা ২০২০, স্মরণিকা জাতীয় যুব দিবস ২০২০, সমৃদ্ধির সোপান স্মরণিকা জাতীয় যুব দিবস ২০২১, যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্দেশিকা প্রভৃতি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সূচনালগ্ন থেকে ধাপে ধাপে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মাত্র ১৪৬ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৬৪৬৭ জন জনবল নিয়ে কাজ করছে। যেখানে মাত্র ২১টি জেলা কার্যালয় নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়, সেখানে তা এখন দেশব্যাপী প্রতিটি উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সফলতা আছে বলেই সরকার ধাপে ধাপে এই দপ্তরটিকে দেশব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করিয়েছে। সেদিক থেকে বলা-ই যায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সফল অধিদপ্তর।

এ গ্রন্থে ‘সফল আত্মকর্মীর গল্প’ অংশ অক্ষরবিন্যাস রীতিতে সাজানো হয়েছে।

সর্বোপরি, ‘তিস্তা প্রকাশ’-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আন্তরিক সহযোগিতার ফসল হলো এই আয়োজন।

হারুন পাশা

সম্পাদক : তিস্তা প্রকাশ

প্রথম অধ্যায়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইতিহাস

গোড়ার কথা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ছোটো পরিসরে চালু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে 'যুব উন্নয়ন বিভাগ' নামে। ১৯৮১ সালে 'যুব উন্নয়ন বিভাগ'-কে অধিদপ্তরে উন্নীত করে এর নামকরণ করা হয় 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর'। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি করার পর বিগ্রেডিয়ার এনামুল হক খানকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠনপূর্বক দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি দপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস বিষয়ক এ কমিটি 'এনাম কমিটি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এনাম কমিটি কর্তৃক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো ১৪৬ জন নির্ধারণ করা হয়।

ক্ষুদ্র পরিসরে প্রকল্পের আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব শ্রেণিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে না পারলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের কাজে লাগানো যাবে না। এই প্রশিক্ষণ প্রদানের ধ্যানধারণা থেকেই ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টি হয়।

কেবল যুবকদের রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম রাজস্বখাতের আওতায় শুরু হয়েছিল ২১টি জেলা নিয়ে। ২১টি জেলায় ছিল ১০৫টি পদ। আর বাকি ৪১টি পদ প্রধান কার্যালয়ের জন্য সৃষ্টি করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং তাকে সহায়তা করার জন্য দেওয়া হয় তিনজন পরিচালক। তিনজন পরিচালকের অধীনে ছিল তিনটি উইং। যথা : ক. প্রশাসন, খ. পরিকল্পনা এবং গ. বাস্তবায়ন। এই তিনটি উইং শুরু হয় ১৯৮১ সালে ১৪৬ জন জনবল নিয়ে। এ জনবল ছিল রাজস্ব খাতের জনবল। পরবর্তীসময়ে যুবদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে যুবদের নিয়ে কী করবে? তাদের কাজের ক্ষেত্র কী কী হতে পারে? অধিদপ্তর এ নিয়ে চিন্তা করে। ফলাফল হিসেবে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৮২ সালে সামরিক শাসনের সময়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমস্ত কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। এরপর ১৯৯১-৯৫ সালে দশটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হয়। প্রান্তিক পর্যায়ের যুবদের আয় সঞ্চার করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে ৩৬টি জেলার ৫০টি উপজেলায় ৯৬৫টি পদ সৃজনের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম বিস্তারের সূচনা হয়।

১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত ১১টি জেলায় ১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আরও একটি প্রকল্প নেওয়া হয়। ১৯৯৭ সালে আরও ২৬টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়। সারাদেশে যুবদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে একযোগে এই ৩৭টি সেন্টারের নির্মাণ কাজ চলতে থাকে।

২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চিন্তা করলো এটিকে আরও উন্নীত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ছোটো পরিসরে বাকি যে ১৯টি জেলা ছিল সেগুলোকে নিয়ে আসার চিন্তা করে। প্রথম পর্যায়ে নেওয়া হয়েছিল ৮টি সেন্টার, যা ২০১১ সালে গিয়ে শেষ হয়। আবার ২০১১ সালে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিটি জেলায় যাতে একটি করে প্রশিক্ষণ সেন্টার থাকে। যুবরা যাতে নিজ নিজ জেলায় প্রশিক্ষণ নিতে পারে এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সেন্টার জেলা পর্যায়ে করার সিদ্ধান্ত হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিন্ন ভিন্ন উইং সৃষ্টি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্নে এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনটি উইং ছিল, একটি হলো প্রশাসন উইং, একটি পরিকল্পনা উইং এবং অন্যটি বাস্তবায়ন উইং। পরিকল্পনা উইং দেশের যুবদের কল্যাণে নতুন নতুন প্রজেক্ট নেয় এবং দেশব্যাপী প্রোগ্রামগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে কাজ করে। প্রকল্পগুলো যে বাস্তবায়ন হচ্ছে সেগুলো নিয়মিত মনিটরিং করে বাস্তবায়ন উইং। আর প্রশাসন তো সবার প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখবেই। যেমন : জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড দেওয়া, শৃঙ্খলাভিত্তিক কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করা।

পরবর্তীকালে প্রশিক্ষণ উইং যুক্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণ উইং ক্ষুদ্র পরিসরে প্রকল্পের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। যখন প্রকল্প শেষ হয় তখন সরকার চিন্তা করেছে প্রশিক্ষণ ছাড়া ভালো ফলাফল আসবে না, কেননা এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই এটিকে রাজস্ব খাতে নিয়ে আসতে হবে। তখন রাজস্ব খাতে প্রশিক্ষণ উইং নতুন করে যুক্ত হয়েছে ১৯৯৫ সালে। কার্যক্রম ১৯৯৬/৯৭ সালের দিকে নেওয়া হলেও সরকারের আদেশ জারি হয়েছে ১৯৯৮ সালে।

১৯৯৮ সালের ৭ জানুয়ারি ২৩১টি পদ নিয়ে ১০টি জেলায় (ঢাকার জেলার সাভারে, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, ফেনী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, যশোর ও চট্টগ্রাম) ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। মাঠ-পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন দেখভাল করার জন্য প্রধান কার্যালয়ে ১১টি পদ নিয়ে প্রশিক্ষণ উইং সৃষ্টি হয়।

পারিবারিক গ্রুপ গঠন করে ভূমিহীন দরিদ্র যুবক ও যুব নারীদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা করার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে দুটি উপজেলায় থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থারডেপ) গ্রহণ করা হয়।

এ প্রকল্পটি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রথম পর্যায়ে দুটি থানা বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করা হলেও এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন যুবগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারায় প্রকল্পের কর্ম-এলাকা দুটি উপজেলা থেকে ৩২টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়। পাশাপাশি রাজস্ব খাতের আওতায় ৫০টি উপজেলায় একই প্রকৃতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রাজস্ব খাতের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৯৬৫টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

সময়ের সাথে সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে। সারাদেশে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তরের জনবল ৬৪৬৭ তে উন্নীত হয়েছে। এ বিশাল জনবলের প্রধান কার্যালয় থেকে মাঠ-পর্যায়ে এই কার্যক্রম তদারকি করার জন্য প্রধান কার্যালয়ে ২২টি পদ নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৫ সালে। মাঠ-পর্যায়ে এই কর্মসূচিটি পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত ছিল। পাশাপাশি থারডেপ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির একইরূপ হওয়ায় ১৯৯৯ সালে থারডেপ প্রকল্প সমাপ্ত হলে এ প্রকল্পে ৩২টি উপজেলাকেও পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির আওতায় এনে মোট ৮২টি উপজেলায় পরিবারভিত্তিক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। প্রকল্পের ৭৫০ জন জনবলকে পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্ট ৯৬৫ জন জনবলের সাথে সমন্বয় করা হয়।

মাঠ পর্যায়ের ৮২টি উপজেলায় কার্যক্রম দেখভালের দায়িত্ব অর্পিত হয় দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের উপর। সর্বশেষ জনবল কাঠামো অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ে জনবল সংখ্যা হলো ১৭ জন। এই উইংয়ের প্রধান হিসেবে একজন পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমরা জানি যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টি হয়েছিল ১৪৬ জনবল নিয়ে। তাহলে অর্থ উইং কি আগে ছিল না? আর্থিক কার্যক্রম কি ছিল না? অবশ্যই ছিল। অর্থ ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। জনবল ১৪৬ ছিল বলে অর্থ উইং প্রশাসনের সাথে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশাসনিক কার্যক্রম, শৃঙ্খলাভিত্তিক কার্যক্রম, পদোন্নতি, টাইম স্কেল, ছুটি সংক্রান্ত বিষয়াদি ইত্যাদি সামাল দিতেই প্রশাসনের পক্ষে অসুবিধা হচ্ছিল। এসবের সাথে বাজেট প্রণয়ন, মাঠ-পর্যায়ে বাজেট বিভাজন, নিয়মিত বাজেট চাহিদা নিরূপণের মতো বড়ো কাজ করা আর সম্ভব হয়ে উঠছিল না।

বর্তমানে অর্থ উইং সুশৃঙ্খলভাবে বাজেট প্রণয়নের কাজ দেখাশোনা করতে পারছে। কাজের পরিধিও বেড়েছে। অধিদপ্তর থেকে পুরো বাংলাদেশের যুবদের অ্যাড্রেস করতে হয়। আর সেই পরিমাণ বাজেট আনতে হলে জনবলকে সেভাবে দক্ষ করতে হবে। অর্থ উইং এ নিয়ে কাজ করছে।

প্রশিক্ষণের সূত্রপাত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যাত্রাকালে কম্পিউটারের যুগ ছিল না বিধায় তৎকালীন চাহিদা অনুযায়ী স্টেনো টাইপিং বা শর্টহ্যান্ড সংক্রান্ত বিষয় এবং মোটরযান মেরামতের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ছোটো পরিসরে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা হয়েছিল। এ ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যুবরা কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে থাকে। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনেক প্রশিক্ষিত যুবক আত্মকর্মেও নিয়োজিত হতে থাকে।

প্রথমদিকে ঢাকা জেলার সাভার, সিলেট এবং রাজশাহী তিনটি জেলায় কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৭৯-১৯৮২ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল

কেন্দ্রে স্বল্প জায়গায় বিজ্ঞানভিত্তিক, যেমন : পোলট্রি ফার্ম, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ বিষয়গুলোকে একীভূত করে সমন্বিত আকারে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে শুরু করা হয় এই তিনটি সেন্টার। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে ব্যাপক সফলতা আসে এবং যুবদের মধ্যে এ প্রশিক্ষণের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বেকার যুবদের তিন মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে ছোটো ছোটো পরিসরে হাঁস-মুরগির খামার, গরু ও দুগ্ধজাত গাভী পালন– এরকম খামারের মধ্য দিয়ে ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সরকার তা অনুধাবন করে ৩টি প্রশিক্ষণ সেন্টার থেকে প্রথম ধাপে আবাসিক এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১০টি সেন্টারে উন্নীত করে। ১৯৮১ সালে ১০টি সেন্টারের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছিল।

১৯৯১-১৯৯৫ মেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক রূপে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন' শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে ১০ জেলায় ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের একযোগে আবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু হয়েছিল। এই প্রকল্পে সফলতা লাভের পর ১৯৯৫ সালে আরেকটি প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ১১টি জেলায় আরও ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। এই ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পূর্ণাঙ্গভাবে সফল হয়েছিল। ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে সকল জনবল নিয়োজিত ছিল তাদের এই প্রজেক্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আবার সেটাকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছিল। এটিকে চলমান রাখার জন্য রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছিল, তবে এটি প্রজেক্ট আকারে ছিল না। এখন পর্যন্ত ১০টি কেন্দ্র রাজস্ব খাতের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি ১৯৯৫ সালে আরও একটি প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল ১১টি জেলায়। ১১টি জেলার প্রজেক্টও ২০০৩ সালে এসে সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত হওয়ার পরে দেখা গিয়েছে যে, এর কার্যক্রমের মধ্য দিয়েও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল বিধায় এটিও রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

এর পাশাপাশি আরও ২৬টি জেলায় ১৯৯৭ সালে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের প্রজেক্ট শেষ হয় ২০০৬ সালে। আর বাকি থাকে ১৭টি– এই ১৭টির জন্য আরও একটি নতুন প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল যাতে করে ৬৪ জেলাতেই যুব উন্নয়নের একটি করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকে।

আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সরকার প্রথম ফেজে ৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছিল। ১৭টির মধ্যে ৮টি চালু হয়েছিল। আর এই ৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শেষ হয়েছিল ২০০৭ সালে। এরপর ২০১১ সালে এসে আর যে ৯টি বাকি ছিল সেগুলোকে প্রকল্পের আওতায় নেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে এসে সারাদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ শেষ হয়েছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স ট্রেড, রেফ্রিজারেটর ট্রেড, ইলেক্ট্রিক হাউজওয়ারিং ইত্যাদি কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণ প্রদানের

সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সালে এসে প্রজেক্টি শেষ হয়েছিল। তখন বিভাগ ছিল ৫টি। ৫টি বিভাগের জন্য ৫টি কারিগরিধর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেওয়া হয়েছিল, যার মাধ্যমে এই চারটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছিল।

চারটি বিভাগের পাঁচটি সেন্টার নিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের যাত্রা শুরু হয়েছিল। যেমন– কুমিল্লা (চট্টগ্রাম বিভাগ), বগুড়া (রাজশাহী বিভাগ) ঢাকা (ঢাকা বিভাগ), খুলনা (খুলনা বিভাগ), বরিশাল (বরিশাল তখন বিভাগ ছিল না)।

এ প্রশিক্ষণ ১৯৯৬ সালে যখন শেষ হয়েছিল তখন বাজারে কম্পিউটার সহজলভ্য হতে শুরু করেছিল বিধায় যুবদের মধ্যে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে সরকার উদ্যোগ নেয় প্রত্যেক জেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের। ওই সময় ৬৪ জেলায় এক সাথে ৫৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিল শুধু কম্পিউটার ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে। পাশাপাশি আরও তিনটা ট্রেড ছিল ইলেকট্রিক্যাল হাউজওয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স এবং রেফ্রিজারেশনের উপর। এটি প্রথম পর্যায়ে ছিল ১০টি। বাকিগুলো নেওয়া হয়েছিল ২০০৫ সালে। আর ২০০৫ সালে সকল জেলায় একটি করে কারিগরিধর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকবে– এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যেখানে ছিল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইলেকট্রিক্যাল হাউজওয়ারিং এবং ছিল রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ। ২০১১ সালে এ প্রকল্পটি শেষ হয়েছে। শেষ হওয়ার পরেও থোক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। সর্বশেষ ২০২২ সালে এ প্রকল্পও রাজস্ব খাতে একীভূত করা হয়েছে। এখন সারাদেশে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারিগরিভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু আছে।

ঋণ কার্যক্রমের শুরু

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহায়তার আওতায় আনার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে ঋণ কার্যক্রম শুরু করেছিল। তারপর ধারাবাহিকভাবে ১৯৯৫ সালে এসে ৮১টি উপজেলায় এ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল উপজেলায়। প্রথম দুটি উপজেলায় ঋণ প্রদানের মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত হয়েছিল।

১৯৯৩ সালে যারা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল তাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। এই ঋণ কার্যক্রমের প্রজেক্ট ২০০৩ সালে শেষ হয়েছিল। ২০০৩ সালেই এ প্রজেক্ট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আর যে প্রজেক্ট ৮২টি উপজেলায় প্রান্তিক পর্যায়ে ছিল ওই প্রজেক্ট ১৯৯৯ সালে শেষ হয় এবং এ বছরেই রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের যে আর্থিক কাঠামো তাতে অনেকেই প্রশিক্ষণ পায় কিন্তু পুঁজির অভাবে কাজে নিয়োজিত হতে পারে না। তার কাছে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান থাকলেও পুঁজি থাকে না। পুঁজি সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 'থানা সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্পের আওতায় দুটি থানা নিয়ে এ কার্যক্রম শুরু করেছিল। প্রান্তিক পর্যায়ের জনবলকে সংগঠিত করে ৫

জনের একটি গ্রুপ করে– এরকম ১০টি গ্রুপ নিয়ে ৫০ জনের একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে প্রত্যেক কেন্দ্র থেকে একজন করে সদস্যকে দুই হাজার টাকা দেওয়া হতো। সেসময় দুই হাজার টাকার অনেক মূল্য ছিল। সদস্যরা এ পুঁজি নিয়ে কেউ হয়তো বাদামের ব্যবসা করেছে, কেউ গ্রামীণ পর্যায়ে শাকসবজীর ব্যবসা করেছে। আবার কেউ কৃষি কাজ করেছে। সদস্যরা এভাবে ওই টাকা ব্যবহার করে সফল হতে থাকে। আর এই টাকার রিকোভারি ছিল প্রায় ১০০ পার্সেন্ট। পরে '৮৭ সালে যখন ঋণের কার্যক্রম শুরু হয় তখন ঋণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়েও অনেক লোক বেকারত্ব ঘোচাতে পেরেছিল। কারণ তারা তাদের প্রশিক্ষণটাকে কাজে লাগাতে পেরেছিল। এ ঋণের অভিপ্রায়ে ছিল প্রান্তিক গোষ্ঠীকে সহায়তা করার চিন্তা।

যারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল অধিদপ্তর তাদেরকেও ঋণ সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে ১৯৯৫ সালে প্রথম এই ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়। এ ঋণ হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঋণ। প্রথম পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫০ হাজার। আর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সময় প্রশিক্ষণার্থীর সর্বোচ্চ ঋণ পাওয়ার পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা।

আগে এই ঋণের পরিধি ছিল অনেক কম। এভারেজে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে আড়াই হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হতো। আর সর্বোচ্চ দেওয়া হতো দশ হাজার টাকা। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে ঋণের পরিমাণ বেড়েছে।

১৯৯১ সালে ৩৯৫টি উপজেলায় এই ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয় যারা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্য দিয়ে।

জনবল বৃদ্ধি

১৪৬ জন জনবল দিয়ে রাজস্ব খাত শুরু হয়েছিল। আর বিভিন্ন সময়ে প্রজেক্ট এসেছে, সেখানেও জনবল ছিল। ১৯৯১ সালে ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য যে প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল সেই প্রজেক্ট থেকে ২৩১জন জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। তাদের মাধ্যমেই জেলা পর্যায়ে যে আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলোর প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে এসে আরও যে ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেওয়া হয়েছিল, সেই কেন্দ্রেও ২৩১ জন জনবল ছিল। ২০০৩ সালে এ প্রকল্প শেষ হলে এখানে যারা কর্মরত ছিলেন তারা রাজস্ব খাতে চলে আসেন।

১৯৮৭ সালে সরকার খেয়াল করল যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি খুব ভালো। প্রথম পর্যায়ে ছিল ২১টি জেলায়, জেলা পর্যায়ে পদ ছিল ১০৫টি। আর প্রধান কার্যালয়ে ৪১টি। সেখান থেকে ২১টির সাথে আরও ৮টি জেলাকে যোগ করে মোট ২৯টি জেলা রাজস্ব খাতের আওতায় পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে জেলার সংখ্যা হয় ৩৬টি, যা রাজস্ব খাতের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পের মাধ্যমেও কার্যক্রম চলেছে। ১৯৯১ সালে এসে বড়ো প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল, যা ছিল দেশব্যাপী।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ে যে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে তা ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ। আবার এটিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণও বলা হয়। কারণ এখানে অধিপ্তরের নির্দিষ্ট কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। কোথাও একটি স্কুলে রুম ভাড়া নিয়ে অথবা কোনো সুবিধাজনক জায়গায় কিছু লোক অরগানাইজ করে, ভ্রাম্যমাণ রিসোর্স পার্সন জোগাড় করে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এটি সারাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল। ওই প্রজেক্টের আওতায় জনবল ছিল ২৭৮৫ জন, আর প্রজেক্টটা শেষ হয়েছে ২০০৩ সালে। ২০০৩ সালে শেষ হওয়ার পর এ প্রজেক্টও রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই সময় একটি বড়ো অংশ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

২০০৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিক্ষিপ্তভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রথমে ছিল ১৪৬ জন জনবল, তারপর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর ২৩১ জন জনবল, আবার আরও ২৩১ জন জনবল, আরেকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২৭৮৫ জন জনবল এসেছে। এখনো কারিগরিধর্মী প্রশিক্ষণের কিছু আছে যা রাজস্ব খাতে আসেনি। এমতাবস্থায় সরকার চিন্তা করলো এটিকে তো একটি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একেক উপজেলায় একেক কাঠামো চালু ছিল। কোনো উপজেলায় পাঁচজনের কাঠামো ছিল, আবার কোনো উপজেলায় নয় জনের কাঠামো, কোথাও ছিল সাতজনের কাঠামো। এটিকে অভিন্ন কাঠামো দিতে সরকার কাজ করেছে।

আমরা জানি যে, অভিন্ন কাঠামো দেয় 'নিকার'। যাকে বলা হয় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি। সেই নিকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে জেলা এবং উপজেলা কাঠামোকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়। জেলা পর্যায়ের কাঠামোতে থাকবে নয় জন জনবল এবং প্রধান থাকবে উপপরিচালক। তার অধীনে থাকবে দুই জন সহকারী পরিচালক, একজন উচ্চমান সহকারী, একজন অফিস সহকারী এবং একজন গাড়িচালক। 'নিকার' এভাবে জেলার কাঠামো তৈরি করে দেয় এবং পাশাপাশি সাত জন জনবল বিশিষ্ট উপজেলার কাঠামোও করে দেয়।

আগের যে জেলা ও উপজেলা কাঠামো ছিল সেগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল বিধায় অভিন্ন কাঠামোতে জনবল এসে সমন্বয় হয়ে গেছে। এর ফলে আগের যে কাঠামো ছিল সব বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেবল প্রধান কার্যালয়ের কাঠামোগুলোতে নতুন নতুন কিছু পদ এসে যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যে কাঠামো ছিল সেই কাঠামো প্রজেক্ট থেকে যেভাবে এসেছিল সেভাবেই ছিল। কিন্তু জেলা এবং উপজেলার প্রশাসনিক কাঠামো আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছিল। ২০০৬ সালে এসে ৩৯০৮ টি পদ তৈরি হয়েছে 'নিকার' কাঠামোয়। আর আগের যে জেলা এবং উপজেলায় কাঠামো ছিল সেখানে এই ৩৯০৮টির সাথে যে পদগুলোর মিল আছে সেগুলো পুরো বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। বিলুপ্ত হয় ২৩২৪ পদ এবং বিলুপ্ত হওয়ার পর নতুন পদ হয় ৩৯০৮।

জনবল সামর্থ্যবান হওয়া অথবা প্রশিক্ষণ সেন্টার বৃদ্ধি

আমাদের দেশ হলো কৃষি নির্ভর দেশ। আর কৃষিকে যদি আমরা ম্যানুয়াল থেকে সাইন্টিফিক ওয়েতে ব্যবহার করতে চাই আধুনিক জ্ঞান দিয়ে তাহলে আমাদের যে

ভূমি আছে, এর মধ্য দিয়েই দেশের জনগোষ্ঠীকে খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা দেওয়া সম্ভব। এ হিসাব থেকে সরকার খেয়াল করলো যে, এ ধরনের ট্রেনিং দিয়ে বেশি বেশি আত্মকর্মী হচ্ছে বিধায় এখানে মনোযোগ বাড়ালে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। সেই সময় দেশে তেমন ইন্ডাস্ট্রি ছিল না, এখন তো ইন্ডাস্ট্রিজের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টির পর ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬, আবার ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০১ থেকে ২০০৫ এই সময়গুলোতে খুব বড়ো ধরনের ইন্ডাস্ট্রিলাইজেশনের দিকে দেশ এগোয়নি। ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করতে পারার লক্ষ্যে এর উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ প্রকল্পে নামার পর সরকার সুফলও দেখেছিল। কৃষি সেক্টরে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর উৎপাদন দুই-তিন গুণ বেড়ে গিয়েছিল। উৎপাদন বাড়ার কারণেই জনবল নিয়োগ করতে হয়েছিল। আগে ছিল দুটি সেন্টার, তারপর দুটি সেন্টার থেকে দশটি সেন্টার হওয়ার পর জনবল বাড়াতে হয়েছে। সরকারের সামর্থ্য বেড়েছিল বলেই ব্যাপক লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সরকারের আর্থিক সক্ষমতার পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ সেন্টারগুলোও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশাসনিক কাঠামো

১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১৮টি পদ, ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৩১টি পদ, পরবর্তীকালে ২৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪৪২টি পদ ২০২২ সালে সৃষ্টি হয়ে একীভূত করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজস্ব খাতে ৮০টি পদ স্থানান্তরিত হয়ে সর্বমোট ৬৪৬৭ জন জনবল কাঠামো নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত হচ্ছে। ৬৪৬৭ পদের মধ্যে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে হচ্ছে ৩৫৩৫ পদ, প্রধান কার্যালয়ে ১৫২টি পদ, আর বাকিগুলো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদ।

জেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সূত্রপাত

প্রথমেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৮১ সালে ২১টি জেলা নিয়ে। এখন পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় নেই।

১৯৯৫ সাল পর্যন্ত রাজস্ব খাতের আওতায় ২৯টি জেলা ছিল। পরে ১৯৯৬ সালে এসে আরও ৭টি জেলা বৃদ্ধি বা সম্প্রসারিত হয়েছে। শুরুতে উপজেলা পর্যায়ে কোনো কার্যালয় ছিল না।

উপজেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সূত্রপাত

১৯৮৭ সালে প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহায়তা করার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয়। অধিদপ্তর এটিকে মনে করে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

প্রথমে দুটি উপজেলা দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। একটি উপজেলা হলো সদরপুর (ফরিদপুর), অন্যটি সরিষাবাড়ি (জামালপুর)। এ কার্যক্রমের পেছনে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তা ছিল।

এ কার্যক্রমের ফলাফল হিসেবে জানা গেছে যে, গরিব জনগোষ্ঠী আস্তে আস্তে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে।

উপজেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পৌঁছানোর কারণ

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ হওয়ায় এ সেক্টরকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত করার প্রয়োজন মনে করে। কেননা তাদের প্রশিক্ষিত করতে পারলেই ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে। আর এটিও অনুধাবিত হয়েছে যে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে শুধু শহরভিত্তিক কার্যক্রম দিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব নয়।

প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর লক্ষ করা গেছে যে, গ্রামীণ পরিবারে অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক থাকায় প্রশিক্ষিতরা পরিবার থেকে কোনো অর্থনৈতিক সহায়তা পাচ্ছে না। অর্থনৈতিক সহায়তা না পাওয়ার কারণে তারা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানও কাজে লাগাতে পারছে না। তখন সরকার চিন্তা করলো তাদের যদি সামান্য আর্থিক সহায়তা দিতে পারে তাহলে তারা নিজেদের স্বাবলম্বী করতে পারবে। ছোটো পরিসরে খামার তৈরি করতে পারবে। আমরা খেয়াল করলে দেখব, পোল্ট্রি শিল্পের বিপ্লব কীসের মাধ্যমে হয়েছে? এই যুব উন্নয়নের মাধ্যমেই হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে, অলিতে-গলিতে প্রত্যেকটি এলাকায় কিছু না কিছু খামার পাওয়া যাবে। আর সেই খামারের সাথে যারা জড়িত তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কোথা থেকে শুরু করেছেন? তিনি অনায়াসে বলবেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে পরিচয় হওয়ার পর তিনি প্রশিক্ষণে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে অধিদপ্তর ঋণ সহায়তা দিয়েছে এবং এ সহায়তার কারণেই আমি আজ এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি।

প্রকল্প যখন আসে

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগ সৃষ্টির পর থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো যেমন অনেক প্রকল্প চলমান আছে। উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি রাজস্ব খাতের বাজেট দিয়ে সারাদেশব্যাপি কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব না। এজন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প দেয়। যাতে করে স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক কাজ করা সম্ভব হয়।

১৯৮১ সালে প্রকল্পের যাত্রা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে কখনো ছোটো পরিসরে প্রকল্প ছিল, কখনো আবার অনেক বড়ো পরিসরে ছিল। প্রকল্পের ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত আছে।

মেট্রোপলিটন ইউনিট

মেট্রোপলিটন এলাকার যুবদের যাতে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব হয় সেজন্য সৃষ্টি হয় মেট্রোপলিটন ইউনিট। উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি

মেট্রোপলিটন ইউনিটভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানেরও চাহিদা বাড়ে। কেননা ঢাকা-সহ অন্যান্য মেট্রোপলিটন সিটিতে উপজেলা নেই। ফলে সে এলাকার যুবকেরা প্রশিক্ষণের আওতার বাইরে থাকবে। আমরা জানি যে, কাউকে বাইরে রেখে সমানভাবে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই তৈরি হয় মেট্রোপলিটন ইউনিট। মেট্রোপলিটন এলাকার যুবরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়।

৭১টি আবাসিক এবং ৬৪ জেলায় ৭১টি নিজস্ব আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে ৬৪ জেলায়। প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৯১ সালে ১০টি দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা ১৯৯৭ সালে রাজস্ব খাতে যায়। তারপরের পর্যায়ে এসেছে ২১টি, এরকম ৬৪ জেলায় ৬৪টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। যার সবগুলো কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, পশু পালন, মৎস চাষ, গরু মোটাতাজা করণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটি হলো সমন্বিত প্রশিক্ষণ। যেখানে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এরকম ৬৪ জেলায় ৬৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এটি প্রথমে ১০টি দিয়ে শুরু হয়েছিল। ১৯৯৬-২০০১ সালে একযোগে ১১টি এবং ২৬টি– দুটি প্রজেক্টের আওতায় নেওয়া হয়। একটি প্রজেক্টের আওতায় ১১টি সেন্টার করা হয়েছিল, আরেকটার আওতায় ছিল ২৬টি। ১১টি জেলার আওতায় ১১টি সেন্টার শেষ হয় ২০০৩ সালে। আর ২৬টি শেষ হয় ২০০৬ সালে। এরপর ২০০৫ সালে আরেকটি প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল বাকি ১৯টি জেলা নিয়ে। এ জেলাগুলোর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৮টি এবং ২০১১ সালে বাকিগুলো নেওয়া হয়েছিল।

আবাসিক এবং অনাবাসিকের পার্থক্য

আবাসিক প্রশিক্ষণ হলো জেলার অধীনে থাকা সকল উপজেলার ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সকল উপজেলার ছেলেরা যাতে সেখানে বসবাস করে আবাসিকভিত্তিতে প্রশিক্ষণ নিতে পারে।

অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো শহরকেন্দ্রিক। ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে উপপরিচালকের কার্যালয় রয়েছে। এখানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ, ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজওয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স, সেলাই, ব্লক, বাটিক প্রশিক্ষণ, মৎস চাষ প্রশিক্ষণ– এ ধরনের প্রশিক্ষণগুলো দেওয়া হয় শহুরে ছেলেমেয়েদের।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত পরিবর্তন

মিথ চালু আছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এখন যে ভবনে তার নাম ছিল আল্লাহ্ওয়ালা ভবন। বর্তমানের 'যুব ভবন' পাকিস্তান আমলের ভবন। কথিত আছে, এর কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যাত্রাকালে সেগুনবাগিচায় একটি ভাড়া বাসায় কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এরপর সম্ভবত ১৯৯১/১৯৯২ সালে এই ভবন ছিল

পরিত্যক্ত ভবন। এখানে জাতীয় পার্টির অফিস ছিল বলে কথিত আছে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে এই বিল্ডিংয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শিফট হয়। হয়তোবা গণপূর্ত থেকে এ্যালোটমেন্ট নিয়ে এই ভবনে চলে আসে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে এই ভবন ১০০১ টাকায় দলিল আকারে দেওয়া হয়। ভবনটি ছিল ছয়তলা বিশিষ্ট। আগের স্ট্রাকচারই এখনো রয়েছে। কেবল ভবনের ভেতরের সাজসজ্জা পরিবর্তিত হয়েছে।

টিনশেট বিল্ডিংয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল সাভার ও রাজশাহীতে।

'যুব ভবন'-এ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শিফট করার পর সবাই হার্ডবোর্ড দিয়ে অফিস করতো। চারতলায় দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের বর্তমান পরিচালকের যে রুম এর গঠন একইরকম ছিল। আর মাঝখানে যা ছিল সব ফাঁকা। ছোটো ছোটো হার্ডবোর্ড দিয়ে রুম করা ছিল। স্টাফরা সবাই এক সাথে বসে কাজ করতো।

এরপর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছোটো ছোটো প্রকল্প পেতে থাকল। প্রকল্প পরিচালকদের আলাদা রুম দেওয়া হয়। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার অংশটুকু সুন্দরভাবে সজ্জিত করে নিয়েছেন। ধাপে ধাপে প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশ নান্দনিক হয়ে উঠেছে। এই ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ার কারণে।

প্রধান কার্যালয়ের বর্তমান যে অবয়ব এর শুরু হয়েছে ২০১১ সাল থেকে। ২০১১ সাল থেকে ধাপে ধাপে ২০২২ সালে এসে 'যুব ভবন' আধুনিক ভবনে পরিণত হয়েছে।

২০২০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অনুরোধ করেছিলেন যাতে ভবনটিতে আধুনিক সুবিধা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে ছয়তলায় ড্যাম হয়ে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গিয়েছিল। ওই পরিবেশে অফিস করা যেত না। গরমে বসা যেত না। আলো-বাতাস ঢুকতে পারতো না। তৎকালীন মহাপরিচালক প্রজেক্টের পিডি-কে নির্দেশ দিয়েছেন থাইগ্লাস দিয়ে এসির ব্যবস্থা করার জন্য। ২০২০ সালেই মূলত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুন্দর কাঠামো সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে অফিসগুলোর অবকাঠামো যেমন ছিল

শুরুতে ক্ষুদ্র পরিসরে টিনসেট বিল্ডিংয়ে সাভার এবং রাজশাহীতে যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এরপর ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হলে (১৯৮১-১৯৯১ সাল পর্যন্ত) ভাড়া বাড়িতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। যত জেলা কার্যালয় ছিল এবং জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রমও পরিচালিত হতো ভাড়া বাসায়।

১৯৯১ সালে প্রথম একটি প্রজেক্ট নেওয়া হয় ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ নামে। ওই ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের আওতায় ১০টি জেলায় ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছিল। সবগুলো কেন্দ্রই ছিল টিন শেড বিল্ডিংয়ের।

১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছিল একটি ছাত্রনিবাস, একটি ছাত্রীনিবাস, একাডেমিক ভবন, ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য কাউশেড। পোল্ট্রি খামার ব্যবস্থাপনা কীভাবে করবে এজন্য ছিল পোল্ট্রি ইউনিট।

১৯৯৬ সালে ১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেওয়া হয় ১১টি জেলায়। নতুন করে ১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি আগের ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার কাজের জন্যও প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল।

১৯৯৬ : পরিবর্তনের কাল

১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১১টি প্রশিক্ষণ ভবন ছিল তৃতীয় তলা বিশিষ্ট, দ্বিতীয় তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রনিবাস এবং কাউসেট ছিল এবং পোল্ট্রি শেড ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনার জন্য নান্দনিক অবকাঠামোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। ১৯৯৭ সালে ২৬টি জেলায় ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। এই ২৬টি কেন্দ্র তিন একর জায়গার উপর তিন তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, তিন তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস ছিল। আবাসিকে ৭০ জন ছাত্র ও ৩০ জন ছাত্রী থাকার ব্যবস্থা ছিল। কাউসেট ও পোল্ট্রি শেড ছিল ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনার জন্য।

২০০৭ সালে সাত জেলায় সাতটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১১ সালে ১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, যা ২০২০ সালে সম্পন্ন হয়েছে। এ সময়খণ্ডে যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো তিন তলা ছিল সেগুলো পাঁচ তলা করা হয়েছিল। এভাবেই অবকাঠামোর ব্যাপ্তি ঘটে।

যুবদের কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা

যুবরা বেকার না থেকে যাতে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে কে কি করতে পারে বা কার কীসে আগ্রহ সেটার ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন ইনফরমেশন সংগ্রহ করবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকে সফল আত্মকর্মী হয়েছেন তাদের প্রজেক্ট ভিজিট করার মাধ্যমেও বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে যারা কাজ করেন তারা অনেক সময় যুব সমাবেশ করে মোটিভেশন দেন। বিভিন্ন জায়গায় যুব সংগঠনও আছে সেখানেও বেকার যুবদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তারা মোটিভেশন দেয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ আছে সেগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে যুবরা আত্মকর্মী হতে পারবে। যারা উচ্চ শিক্ষিত যুব তারা চাইলে কারিগরি প্রশিক্ষণ, যেমন– বেসিক কম্পিউটার ও গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে স্কিল ডেভেলপ করার লক্ষ্যে ড্রাইভিং ট্রেনিংও দেওয়া হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যতগুলো প্রশিক্ষণ আছে সবগুলো কাজে লাগিয়ে যুবরা সফল আত্মকর্মী হতে পারবে। বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মধ্য দিয়ে যুবরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি

মোটিভেটেড হলে এটি হবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভালো ভূমিকার জায়গা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন সমাবেশে যখন যুবরা আসে তখনই তাদের মনোজগতে বড়ো প্রকারের পরিবর্তন ঘটে।

সমাবেশ থেকে ফিরে তারা চাইবে কিছু করতে। সে কিছু করতে চাইবে তখনই তাকে তার পটেনশিয়ালটির উপর ভিত্তি করে তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে পটেনশিয়ালিটি ও আগ্রহ এবং সমর্থন দেখা প্রয়োজন। একজন যুবকের যদি মনে হয় মৎস্য চাষে অনেক লাভ তাহলে সে মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ নেবে। কিন্তু তার যদি নিজস্ব কোনো পুকুর না থাকে বা পুকুর লিস নেওয়ার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাকে মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ দিয়ে লাভবান করা যাবে না। তাই যে যুবকের যে পটেনশিয়ালিটি আছে সেটার উপর ভিত্তি করেই তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সেটাই করছে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর খুবই যত্নবান থাকে। কেননা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের টার্গেট হলো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকে কর্মসংস্থানে নিয়ে আসা। তাদের দু-এক পাতা পড়িয়ে দেওয়া বা দু-চারটে জ্ঞানের কথা শুনিয়ে দেওয়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের টার্গেট নয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান টার্গেট একটি যুবকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়া তুলা। আত্মাকর্মী করার জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর করে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে যুবরা যদি প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে তাহলে সেটাই হবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রশিক্ষণের সময়ই নির্ধারিত হয় কোন যুবকে ঋণ দিতে হবে বা কোন যুবটি পারিবারিকভাবে আত্মকর্মসংস্থানে যেতে পারবে। তখন যুবদের দায়িত্ব হবে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং পরামর্শ গ্রহণ করা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যেহেতু যুবদের জন্য কাজ করছে সেহেতু যুবরা তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তার পরিকল্পনা মাফিক এগোতে পারবে। একটি কথা গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে যে, কোনো কিছু করার সঠিক সময় হলো যুবকাল। কেউ পরিশ্রম না করে যাদুবিদ্যা দিয়ে বড়ো হতে পারে না। পরিশ্রমের মাধ্যমেই কিছু একটি করে দেখাতে হবে, এরকম চিন্তা রাখতে হবে সব সময়। এমনটি হলেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও তাদের দক্ষতা এক জায়গায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। যুবদের মূল জায়গাটা হচ্ছে তারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইনফরমেশনগুলো কালেকশন করবে ও প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে গ্রহণ করবে এবং প্রশিক্ষণের পরে যোগাযোগ নিয়মিত রক্ষা করবে। এসবের মধ্য দিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সফলতায় পৌঁছাবে।

ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তারা কীভাবে বিদেশি ডলার আয় করবে তা জানতে পারবে। ফ্রিল্যান্সিং হলো পারসোনাল স্কিলের ব্যাপার। কোনো একজন যুবক বা যুব নারী যদি ফ্রিল্যান্সিংয়ে ভালো মার্কেট তৈরি করতে পারে তাহলে তার জন্য মাসে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা ইনকাম করা খুবই সহজ। এক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সারকে ব্যবসা শুরু করতে হলেও কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সচেতন

থাকতে হবে। যেমন– ক. এমন সাইড বেছে নিতে হবে যে সাইডের কাজ মার্কেটে নিয়মিত থাকে। খ. এমন টেড্রে প্রশিক্ষণ নিতে হবে যাতে সে ট্রেডের কাজ নিয়মিত থাকে।

ফ্রিল্যান্সিংয়ের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আগে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ ছিল মাত্র ১৬ জেলায়। বর্তমানে ৬৪ জেলাতেই ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে।

যুব শ্রেণির চাহিদা যেমন নানা ধরনের তেমনই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণও বিভিন্ন বিষয়ের উপরে দেওয়া হয়। কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যাদের কিছু করার সম্ভবনা রয়েছে তারা কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। আবার যারা কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কিছু করতে পারবে তারা কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। অনেকেই আছে দক্ষ শ্রমিক হয়ে বিদেশে যেতে চায়, সেক্ষেত্রে তিনি দক্ষ শ্রমিক হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। ড্রাইভিং শিখেও অনেকে সফল হয়েছেন। তাই প্রত্যেক যুবর দায়িত্ব হবে তার লক্ষ্য স্থির রেখে কোনো কাজকে ছোটো মনে না করে কাজে দক্ষতা অর্জন করা।

নারীর ক্ষমতায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদের যদি কর্মসংস্থানে না আনা যায় তাহলে কিন্তু দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সব সময় নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রশিক্ষণে সর্বনিম্ন ৩০% যুব নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের লক্ষ্য। ৩০% এর বেশি যদি যুব নারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের জন্য আসে তাহলে তাদেরও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ, যেমন– গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালন, মৎস্য চাষ এসব প্রশিক্ষণেও নারীদের ৩০% কোটা রয়েছে। প্রত্যেক যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারীদের থাকার জন্য আবাসিক ছাত্রীনিবাস করা হয়েছে। সেখানে ৩০জন প্রশিক্ষণার্থী থাকতে পারে।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে 'আর্ন' একটি প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই প্রজেক্টের উপকারভোগীর ৬০% নারী। এখানেও নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে মোবাইল প্রশিক্ষণ সেন্টার করা হচ্ছে যার মাধ্যমে প্রতিটা গ্রাম, ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীর ৬০% ই নারীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

উন্নত বিশ্বে যেমন সকল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত ও কাজে নিয়োগ করা হয়, সেই আদলেই আমাদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমান তালে শিক্ষিত ও কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এ প্রজেক্ট শুরু হচ্ছে।

নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশের যে বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে বড়ো একটি অংশ যুবগোষ্ঠী। এই যুব সমাজের

ভেতরে প্রায় অর্ধেকই নারী। দেশের এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বেকার রেখে দেশের উন্নতি করা সম্ভব নয়। নারী শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি কর্মে নিয়োজিত হলে সমাজ থেকে যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, বহুবিবাহের মতো নেতিবাচক দিকগুলো অনেকাংশেই কমে যাবে। এসব বিবেচনা করেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

অন্যান্য অধিদপ্তরের সাথে যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তুলনা করা হয় তাহলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রসঙ্গ চলে আসে। এ দুই অধিদপ্তরের কার্যক্রমের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সকল বয়সের নারীদের নিয়ে কাজ করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৮ থেকে ৩৫ বয়স পর্যন্ত শুধু যুব শ্রেণিদের নিয়ে কাজ করে। যে শ্রেণিটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাদের নিয়েই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাজ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সকল ধরনের নারী, যেমন– বৃদ্ধা, অবহেলিত, বিধবা, নির্যাতিতের নিয়ে কাজ করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের লক্ষ্য দেশের মূলভিত্তি যারা, যারা দেশ গঠনে কাজ করবে তাদের নিয়েই কাজ করা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নারীদের জন্যই আলাদা কিছু প্রশিক্ষণ রয়েছে। যেমন– পোশাক তৈরি, ব্লক, বাটিক ইত্যাদি। তাছাড়াও অন্যান্য প্রশিক্ষণেও যুব নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষিত যুব নারীরা কেউ যদি প্রকল্প গ্রহণ করতে চায় তাহলেও তাদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রায়োরিটি দেয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা যখন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করে তখন দেখা যায় মেয়েরাই বেশি সফল হয়। মেয়েদের ডেডিকেশন বেশি থাকে। সেজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরও তাদের বেশি প্রায়োরিটি দেয় যাতে করে নারীরা আত্মকর্মী হিসেবে কিছু একটি করতে পারে। নারীদের ঋণের ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধা থাকে। পরিবার-ভিত্তিক কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচিতে শুধু পুরুষ সদস্য নিয়ে কেন্দ্র গড়ার সুযোগ নেই, সেখানে অবশ্যই নারী সদস্য রাখতে হবে। তবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে শুধু নারী সদস্য দিয়ে কেন্দ্র গড়ার সুযোগ রয়েছে।

নারীদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে, তার কারণ, নারীরা যদি আয়বর্ধক কোনো কাজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে তাহলে নারীর ক্ষমতায়ন হবে। যখন একজন মেয়ে আয় করবে তখন পরিবারে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যতা পাবে। পরিবারে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারবে তখনই তো তার ক্ষমতায়ন হবে এবং পরিবারে স্বচ্ছলতা ও শান্তি বিরাজ করবে। এর মধ্য দিয়ে নারীরা আত্মবিশ্বাসী হবে। সামগ্রিকভাবে তার পরিবারের উন্নতি ঘটবে। এ কারণেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্বের সাথে দেখে।

নারীর ক্ষমতায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট একটি গ্রামে ছয় মাসের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। যদিও প্রকল্পটি শেষ হতে সময় লেগেছিল নয় মাস। গাজীপুর জেলার পূর্ব জাঝর গ্রামের নারীদের নিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। এ কর্মসূচি

বাস্তবায়ন করার আগে দুটি কাজ করা হয়েছিল। প্রথম কাজটি ছিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজের গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তি, মুরুব্বি এবং সভায় অংশগ্রহণকারী নারী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে একটি উদ্বুদ্ধমূলক সভা করা। দ্বিতীয় কাজটি ছিল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যাদের নিয়ে কাজ করবে তাদের নিয়েই ছোটো ছোটো উঠান বৈঠক করা। ৩০ থেকে ৫০ জনের একটি দল তৈরি করে বারোটি উঠান বৈঠক করা হয়েছিল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওই এলাকার স্থানীয় একটি যুব সংগঠনকে নির্বাচন করার পাশাপাশি পরামর্শ ও টেকনিক দিয়েছে। সংগঠনটি উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও উঠান বৈঠকের কাজ সম্পন্ন করেছে। যুব সংগঠনের মাধ্যমে পূর্ব জাঝর গ্রামে জরিপ করা হয়েছিল। সেই গ্রামে ছিল পাঁচশোর মতো পরিবার। পাঁচশো পরিবারে জরিপ করা হয়েছিল একটি নির্ধারিত ফর্মেটের মাধ্যমে। ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত যাদের বয়স এ জরিপে তাদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তবে নারীদের ক্ষেত্রে বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরে সীমাবদ্ধ না রেখে বয়স ১৮ থেকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। যুব সংগঠনটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে যে তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে তা দিয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরি হয়। ডাটাবেজে যতগুলো পুরুষ থাকে তাদের সবাইকে বাদ দেওয়া হয়। এরপর বয়স সীমায় এসে আরেকটি কাজ করা হয়। সেটা হচ্ছে ১৮ থেকে ৪৫ বয়স পর্যন্ত যারা আছে তাদের একটি তালিকা রেখে বাকি সবাইকে বাদ দেওয়া হয়। পরিশেষে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের একটি তালিকা করার সাথে সাথে আলাদা ৬টি গ্রুপ করা হয়।

যারা আগে থেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ট্রেনিং প্রাপ্ত তাদের নিয়ে প্রথম গ্রুপ তৈরি হয়। বাকি ৫টি গ্রুপের মধ্যে যারা ছিল তাদের নিয়ে আবার জরিপ হয়; কে কোন কাজের মাধ্যমে আত্মসৃজনে আগ্রহী এর উপর ভিত্তি করে। সেই জরিপে পাওয়া যায়, একটি গ্রুপ কুটিরশিল্প করে আত্মকর্মী হতে চায়। আরেকটি গ্রুপ ব্লক, বাটিক করতে চায়, এরকম আরেকটি গ্রুপ ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে চায় বা আরেক গ্রুপ পোশাক তৈরির মাধ্যমে আত্মকর্মী হতে চায়। যে কয়েকটি গ্রুপ পাওয়া যায় তাদের সবার জন্যই আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোও কিন্তু স্থানীয় সেই যুব সংগঠনের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সেই যুব সংগঠনের একটি নিজস্ব প্রশিক্ষণও ছিল, সেটি ছিল হোগলা পাতা দিয়ে বিভিন্ন পট তৈরি করা। তাদের এই হোগলা পাতার কুটির শিল্পের ব্যাপক চাহিদাও ছিল সেই অঞ্চলে। প্রশিক্ষণার্থীদের বড়ো একটি অংশ হোগলা পাতার শিল্পকর্ম শিখেছে। হোগলা পাতার পাত্র তৈরি করে একজন যুব নারী দৈনিক প্রায় দুইশো থেকে তিনশো টাকার মতো ইনকাম করে। প্রতি পিস তৈরির জন্য সে একটি দাম পেয়ে থাকে। মাস শেষে যুব নারীরা যখন দেখল তারা ছয় থেকে আট হাজার টাকা ইনকাম করছে তখন তারা আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠল। এর ভেতরে কিছু উদ্যোক্তা ছিল যারা কিছু একটি করতে চায় তাদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে

যোগাযোগ করিয়ে দেয়। ৮ থেকে ১০ জন উদ্যোক্তা এনআরবিসি ব্যাংকের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়েছিল। যার ফলে সেই উদ্যোক্তারা তাদের বাড়িতেই পোশাক তৈরির জন্য ছোটো আকারে গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি রয়েছে, যার দুটি কেন্দ্রই গাজীপুরের সেই পূর্ব জাঝর গ্রামে দেওয়া হয়। দুটি কেন্দ্রে প্রায় ৯০ জনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ দিয়েছিল। আত্মকর্মসংস্থানেও ৩০ থেকে ৩৫ জনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঋণ সহায়তা করা দিয়েছিল। ঋণ দেওয়ার ফলে এক বছর পরে সেই গ্রামে নারীদের জন্য একটি কর্মবলয় তৈরি হয়েছিল। গ্রামের সব নারীরাই একে অপরের দেখাদেখি কাজ করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। ওই গ্রামে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৩৮জন। এর ভেতরে প্রায় ৩০০ জনকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসংস্থানে নিয়ে আসতে সফল হয়েছে এবং এই কাজটি এখনো চলমান রয়েছে। একযোগে সকলের কর্মসংস্থান তৈরি সম্ভব নয়। তাই যারা দক্ষ হচ্ছে, সুযোগ পাচ্ছে তখনই তারা এই গ্রুপে প্রবেশ করছে এবং কর্মসংস্থান তৈরি করছে।

একজন নারী যখন কোনো কাজে দক্ষ হয় এবং তার ইনকামের সুযোগ সৃষ্টি করে তখন পরিবারে তার মর্যাদা বেড়ে যায়। মর্যাদা বাড়ার কারণে পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তার মতামতের গুরুত্ব বাড়ে। এ থেকে নারীর ক্ষমতায়ন যে নিশ্চিত হয়েছে তা প্রতিভাত হয়। যে নারী আগে ইনকামের সাথে যুক্ত ছিল না তাকে অবশ্যই তার পরিবার বা স্বামীর উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো। তিনি যখন নিজের ইনকাম থেকে নিজের খরচ চালাতে পারছেন তখন তো বোঝাই যায় নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। এর চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি একজন দক্ষ মানব সন্তান হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছেন।

পৃথিবীর সবাই স্বীকৃতি নিতে পছন্দ করে। তেমনই একজন যুবক বা যুব নারী যখন সফল আত্মকর্মী হয় তখন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের পুরস্কার প্রদান করে। যখন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাকে পুরস্কার প্রদান করে তখন সে অনেক আগ্রহী হয়ে উঠে এবং তার ভেতরে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। তার ভেতরে কর্মস্পৃহা বাড়লে সে আরও বড়ো হয় এবং তার পুরো এলাকার জন্য সে একটি মডেল হয়ে যায়। একজন সফল আত্মকর্মীকে দেখেই কিন্তু আর পাঁচটা বেকার যুব আত্মকর্মী হওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। নারীর এই ক্ষমতায়ন সমাজে বড়ো ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

পূর্বজাঝর গ্রামে যখন নারীর ক্ষমতায়ন হলো তখন সেখানে সরাসরি ইতিবাচক কিছু প্রভাব দেখা গিয়েছে। প্রথমত, সমাজের নেতিবাচক বিষয় হলো ইভটিজিং। যখন নারীর ক্ষমতায়ন হয় তখন কিন্তু ইভটিজিং আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয় তার কারণ, প্রকল্প শুরুর আগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজের সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য একটি সভা করেছিল। কর্মসূচির আগে সভা করা জন্য পুরো এলাকার সবাই অবগত ছিল, এই মেয়েরা কোথায় যাচ্ছে বা কী করছে। সবাই জ্ঞাত থাকার

কারণে ইভটিজিং কম ছিল। দ্বিতীয়ত, যখন একজন নারী ইনকামে জড়িত হয় তখন কিন্তু বাল্যবিবাহ অটোমেটিক কমে যায়। ইনকাম করার কারণে তার পরিবারে মতামত দেওয়ার সামর্থ্য তৈরি হয়। একজন মেয়ে ইনকাম না করে যখন বাবা-মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তখন মা-বাবা তাকে যেকোনো জায়গায় বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও সে তখন তেমন কিছু বলতে পারবে না। সে যখনই ইনকাম করবে তখন এমন পরিস্থিতিতে মতামত দিতে পারবে।

আরেক বিষয় হলো, কোনো পুরুষ বহুবিবাহ বা আরেকটি বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করে সেক্ষেত্রে যদি তার স্ত্রী ইনকাম করে তাহলে সেই পুরুষও বহুবিবাহ করবে না। বউ ইনকাম করলে সেই পুরুষ অবশ্যই বলবে, তার এ বউটিই ভালো। পরিবারে যখন সচ্ছলতা থাকে তখন ভালো বিষয়গুলো সামনে আসতে থাকে, যেমন– ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে পড়ানোর চিন্তা। পরিবারে সচ্ছলতা আসার কারণে তাদের বাচ্চাকাচ্চাদের কাজে না দিয়ে স্কুলে পাঠাবে। ইনকামের কারণে সামাজিকভাবেও তাদের মর্যাদা বাড়তে থাকে। সামগ্রিকভাবে সচ্ছলতা আসার কারণে এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে চোখে পড়ার মতো। আর এসব ঘটে নারীর ক্ষমতায়নের কারণে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশনের বাস্তবায়ন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর কার্যক্রম সব সময় চলতেই থাকবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন হলো নৈতিক ও মানবিক গুণ সম্পন্ন আধুনিক জীবন মনস্ক যুব সমাজ তৈরি করা। যারা দেশের উন্নয়ন ও গৌরবে ভূমিকা রাখবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আলোকে যুবদের আধুনিক করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এজন্য যুবদের কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি তাদের সামাজিকভাবে মর্যাদাবান ও সমাজের জন্য কিছু করতে পারে সেভাবেই তৈরি করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংগঠনভিত্তিক অনেক কাজও রয়েছে– যা অতি সম্প্রতি হওয়া বন্যায় দেখা গিয়েছে। এরকম মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন যুব সমাজ তৈরি করা ছিল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কার্যাক্রমের একটিই বিষয় তা হলো যুবদের উন্নয়ন। যুবরা যাতে কর্মীর হাতিয়ার হয়ে পরিবার ও সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারে– এদিকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আলো ফেলেছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের মিশন পূরণ ও ভিশন বাস্তবায়ন করার জন্যই কাজ করে চলেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন পূরণ করতে হলে যুবদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাতাবৃন্দ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন যুব সমাবেশ করেন। এস সমাবেশে যুবদের প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন দিবসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কী করে সেগুলো বুঝানো হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, লিফলেট, প্রকাশনা রয়েছে এসবের মধ্য দিয়ে যুবদের মাঝে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক যুবর মধ্যেই

পটেনশিয়ালিটি রয়েছে। সেই পটেনশিয়ালিটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তারা দক্ষ কর্মীতে পরিণত হতে পারে। কারণ সবাই প্রত্যাশা অনুযায়ী চাকরি পাবে না। তাই কাউকে চাকরি করতে হবে আবার কাউকে উদ্যোক্তাও হতে হবে। যে সকল যুবক উদ্বুদ্ধ হয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলে। প্রশিক্ষণে দক্ষ হয়ে সেই যুবক কোনো একটি প্রকল্প নিতে আসে। প্রকল্প শুরু করতে যদি তার আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয় তাহলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর খুব সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা দেয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুধু ঋণ সহায়তা দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয় না, নিয়মিত তাকে মনিটরিং করে ও পরামর্শ দেয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে যুবকে কর্মসংস্থানে নিয়ে আসা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এটিই করছে এবং এটিই চলমান থাকবে।

একজন যুব যখন স্বনির্ভর বা আত্মকর্মী হয় তারপরের ধাপে সে উদ্যোক্তা হয়ে যায়। উদ্যোক্তা হওয়ার ফলে তার এলাকার আরও দু-চারজন যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। একজন যুব যখন আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তায় পরিণত হয় তখন সে ভাবে শুধু নিজে বাঁচলে হবে না, এলাকার আরও যুবদের যাতে বাঁচানো যায় সেই লক্ষ্যে তারা যুব সংগঠন তৈরি করে। যুব সংগঠনের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা তখন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে। সেই যুব উদ্যোক্তা একটি সময় ছোটো ছোটো খামার তৈরিতে ভূমিকা রাখে। একটি সময় দেখা যায়, যুব উদ্যোক্তা যদি নিজেকে তার নিজের এলাকায় মডেল হিসেবে তৈরি করতে পারে তাহলে আরও অনেক যুবর কর্মসংস্থান বা আরও যুব উদ্যোক্তা তৈরি হয়ে যায়। যে যুব সংগঠনটি তৈরি হয় সেই যুব সংগঠন শুধু কর্মসংস্থান নিয়েই কাজ করে না, তারা বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতেও ভূমিকা রাখে। যেমন– বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ এসব কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও সরকারের দিবস উদ্‌যাপন বা কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় যুবরা কাজ করে। এভাবেই মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন যুব সমাজ তৈরি হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতিমধ্যে অনেক সফলতাও দেখিয়েছে। আশা করা যায় যুবদের এই উন্নয়ন দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা

প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে কর্মে নিয়োজিত করা, সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি ও সকল ক্ষেত্রেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজ করছে। দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে দেশের সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষায় এগিয়ে নিতে হবে, কর্মসংস্থান করতে হবে, দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সাধারণত প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঋণ সহায়তাও দিচ্ছে, তাই বলা যায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরও দারিদ্র্য বিমোচনেও কাজ করছে। প্রতি বছর তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ যুব নারী ও পুরুষকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণের

মূল কারণ হলো তাদের প্রশিক্ষিত করে কাজে নিয়োজিত করা বা কর্মসংস্থান তৈরি করা। দেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রশিক্ষিত করে যখন কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে তখনই আমাদের দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরও সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণও দিয়ে থাকে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যেহেতু গভর্মেন্ট সেক্টর সেহেতু দপ্তরের উদ্দেশ্য কখনো ব্যবসা করা নয়। তাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চাচ্ছে সমাজে যারা গরীব, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আছে তাদের এগিয়ে নিতে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সব সময় ঋণ দেওয়াকে আর্থিক সহায়তা বলে, সুদ না বলে বলা হয় সার্ভিস চার্জ। কারণ মাত্র ৫% ক্রম হ্রাসমান হারে সার্ভিস চার্জে আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে। ঋণ গ্রহিতা যে কাজের জন্য ঋণ সহায়তা নিয়েছে সে কাজে আয় বা উৎপাদন আসার পর যাতে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। পরিশোধের জন্য আগে ২ বছর মেয়াদ ছিল কিন্তু বর্তমানে ঋণের বিষয়বস্তু বুঝে ৪ বছর পর্যন্ত ঋণের মেয়াদ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহিতারা এত স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারবে। ঋণ গ্রহণ, সার্ভিস চার্জ এবং কিস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সহজ করে দিচ্ছে। কেউ যদি এই টাকা নিয়ে সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করে তাহলে তার দারিদ্র্য বিমোচনে এ ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এনজিও, যেমন– গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। তবে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রম করছে এবং ক্ষুদ্র ঋণ থেকে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ও নির্বাহ করছে।

পক্ষান্তরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যেহেতু সরকারের পার্ট সেহেতু ক্ষুদ্র ঋণ থেকে ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বহন করতে হচ্ছে না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কেবল ঋণ কার্যক্রম করছে না, প্রশিক্ষণ, মোটিভেট, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজও করছে।

এনজিও-এর লোন আর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের লোনের মধ্যেও ফারাক আছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অনেক সহজ শর্তে, কম প্রেশারে, নাম মাত্র সার্ভিস চার্জে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে যতটা সহজে একজন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করতে পারবেন, এনজিও বা ব্যাংক থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে তিনি হয়তো এরকম সহজে বিনিয়োগ করতে পারবেন না।

দেশের দারিদ্র্য বিমোচন একক কোনো ডিপার্টমেন্ট পক্ষে করা সম্ভব, কেননা দারিদ্র্য বিমোচন অনেক বড়ো এরিয়া। তারপরও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় প্রায় ২৪ লক্ষ ৩৩ হাজার আত্মকর্মী তৈরি হয়েছে। যারা আত্মকর্মী হয়েছেন তাদের দারিদ্র্য বিমোচনও হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন উইং ও কার্যক্রম

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি যুবসমাজ। যুবসমাজের মেধা, সৃজনশীলতা, প্রতিভা ও উদ্যোগ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তারা আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনার ধারক। যুবদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ, দক্ষতাবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার দেশ। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সর্বোপরি 'আমার গ্রাম আমার শহর' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিপুল তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগানো ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা ২০২২ সালের আদম শুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৭২ জন- যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৭১ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৭৬ জন যুবক ও যুব নারীকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৫৬ জন যুবক ও যুব নারী আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। তন্মধ্য ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ১৬৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৫১ হাজার ৭৫৬ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার ০৬৯ জন উপকারভোগীকে ২৫৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৮ হাজার ২১৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১৪২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৫.৯৩%। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

যুবক ও যুবনারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকরি লাভে সক্ষম হয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আহ্বান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মপ্রত্যাশী যুবদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে তাদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তাদের কর্মস্পৃহা এবং কর্মোদ্দীপনা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করছে। এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। তদুপরি দেশের সকল উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।

জেলা ও উপজেলায় এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আবাসিক ও অনাবাসিক এবং স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেকার যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের সকল যুবক ও যুবনারীর কাছে তাদের কর্মকাণ্ডের তথ্য পৌঁছে দিতে অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ রেখেছে ওয়েব সাইটে (www.dyd.gov.bd)। এছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ জানানোও সম্ভব তাদের ফেসবুক পেজে– DepartmentofyouthdevelopmentHQ/ কর্মই জীবন/ Work is life.

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন (রুলস অব বিজনেসের ১নং তফসিল) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে :

ক. যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ক কার্যাদি।
খ. উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
গ. যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা।
ঘ. প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরি।
ঙ. যুব পুরস্কার প্রদান।
চ. যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
ছ. যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর গবেষণা ও জরিপ।
জ. বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

ভিশন

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ তৈরি।

মিশন

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্যাবলি

ক. যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
খ. যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
গ. যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা;
ঘ. যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
ঙ. যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;
চ. যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ক্ষমতায়নে উৎসাহিত করা;
ছ. ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;
জ. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা;
ঝ. পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলা-সহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা;
ঞ. সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যেকোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;
ট. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা;
ঠ. জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা;
ড. যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাকে সহায়তা করেন ০৬টি উইংয়ের ছয় জন পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। উইংসমূহ হলো–

১. প্রশাসন
২. অর্থ
৩. পরিকল্পনা
৪. প্রশিক্ষণ
৫. দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ
৬. বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন

অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৯৫টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট কার্যালয় রয়েছে।
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে রয়েছে ৭০টি অনাবাসিক এবং ৬৪ জেলায় ৭০টি নিজস্ব আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব এবং সমাপ্ত প্রকল্প ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ৫১৫৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

যুব সমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৬টি উইং কাজ করে যাচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশাসনিক উইং

এনাম কমিটি

বাংলাদেশের যে-কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো শুরু হয় 'এনাম কমিটি'-র নির্ধারিত কাঠামো দিয়ে। বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের পূর্বে একেকটি ডিপার্টমেন্টের কাঠামো একেক রকম ছিল। সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি সুষম ও অভিন্ন কাঠামোভুক্ত করার লক্ষ্যে তৎকালীন বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এনামুল হক খানকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয় যা 'এনাম কমিটি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। 'এনাম কমিটি' প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টকে একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসে। "এনাম কমিটি" অনুসারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্নের প্রশাসনিক কাঠামোটি ছিল নিম্নরূপ :

এনাম কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো-১৪৬ জন

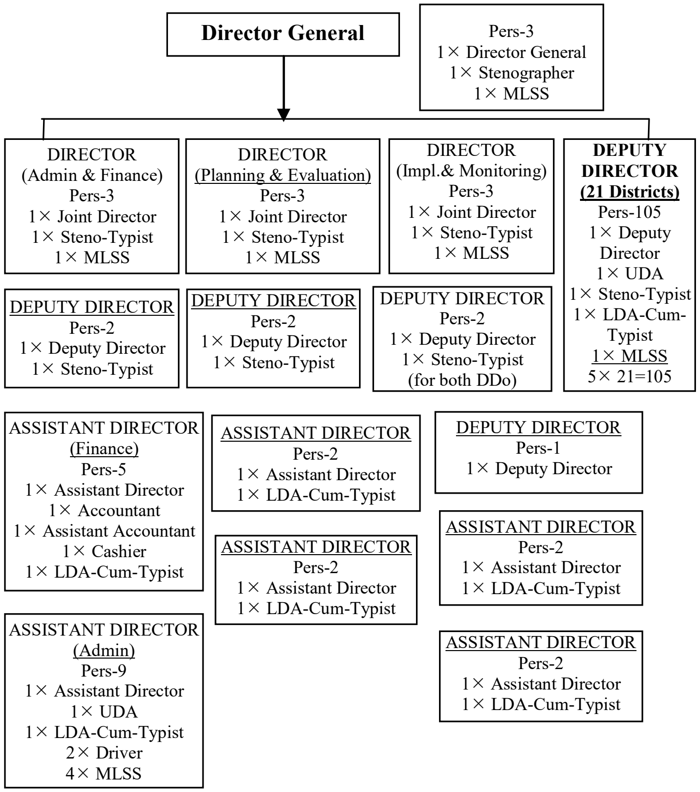

উক্ত কাঠামো অনুযায়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পদ নির্ধারণ করা হয় ১৪৬টি। তখন এ দপ্তরের প্রধান হিসেবে নির্ধারণ করা হয় একজন ডিরেক্টরকে। তার অধীনে ছিলেন তিনজন জয়েন ডিরেক্টর। এটি হলো প্রধান কার্যালয়ের কাঠামো। তিন জন জয়েন ডিরেক্টরের সাথে তিন পার্টে ডেপুটি ডিরেক্টর ছিল। তাদের অধীনে ছিল সহকারী ডিরেক্টর। তিনজন জয়েন্ট ডিরেক্টরকে তিনটি উইংয়ের প্রধান হিসেবে ন্যস্ত করে এ দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। উইং তিনটি হলো– ক. এডমিন অ্যান্ড ফাইন্যান্স, খ. প্ল্যানিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন, গ. ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড মনিটরিং।

আবার প্রতিটি জেলাতে একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের অধীনে ২১ জেলাতে ১০৫টি পদে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু হয়। এটা ছিল ফিল্ডের স্ট্রাকচার। প্রথম পর্যায়ে ১৪৬ জন জনবল নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৪৬ জনের মধ্যে ৪১ জন জনবল নিয়ে শুরু হয় হেড অফিসের কার্যক্রম। এটি ছিল ফ্রেশ রাজস্ব খাতের কার্যক্রম।

জেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়নের কার্যক্রমের সূত্রপাত

১৯৮১ সালে ২১ জেলার মাধ্যমে যুব উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এরপর ১৯৮৭ সালে আরও ৮ টি নতুন জেলা সংযুক্ত করে মোট ২৯টি জেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয় এবং নতুন করে আরও ৪০টি পদ সৃজন করা হয়। পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে পদগুলো স্থায়ী করা হয়। ৪০টি পদ সৃজনের অফিস আদেশ নিম্নরূপ:

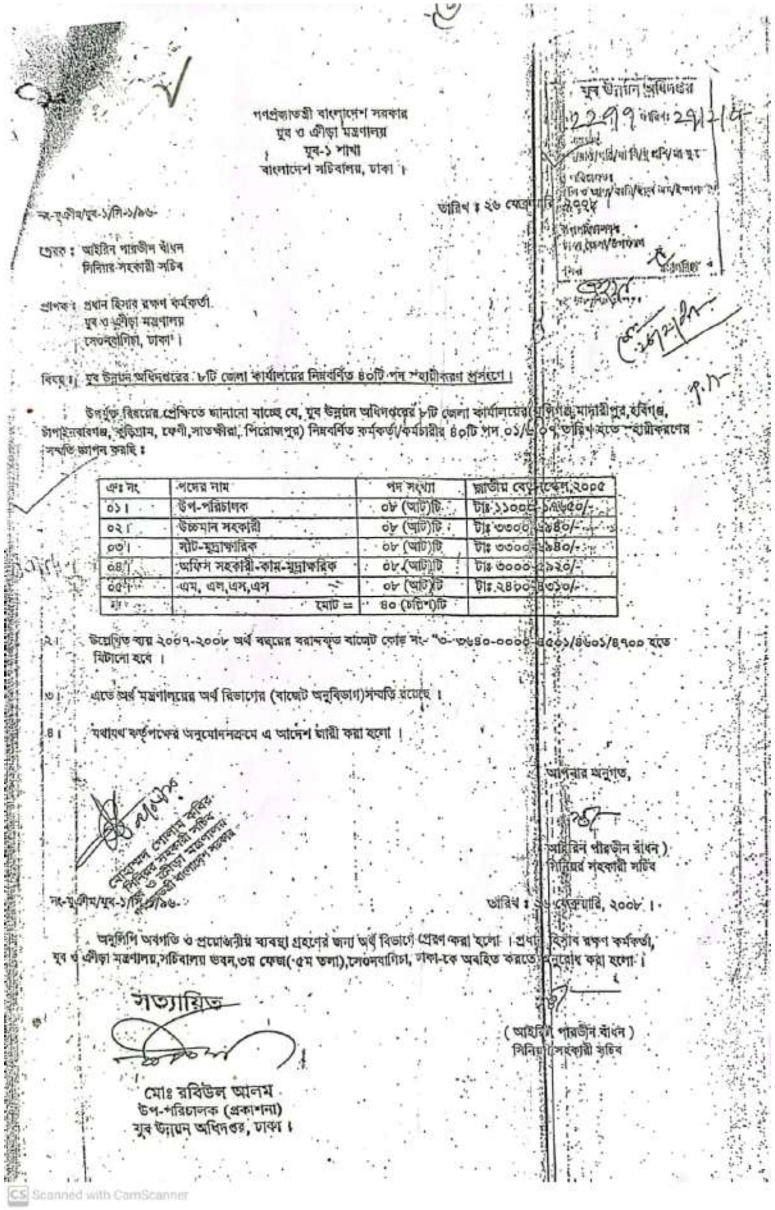

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-যুক্রীম/যুব-১/সি-১/৯৬-

তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

প্রেরক : আইরিন পারভীন বাঁধন
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৮টি জেলা কার্যালয়ের নিম্নবর্ণিত ৪০টি পদ স্থায়ীকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৮টি জেলা কার্যালয়ের (মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, হবিগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, ফেনী, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর) নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ৪০টি পদ ০১/৬/০৭ তারিখ হতে স্থায়ীকরণের সম্মতি জ্ঞাপন করছি :

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল,২০০৫
০১।	উপ-পরিচালক	০৮ (আট)টি	টাঃ ১১০০০-১৯৬৫০/-
০২।	উচ্চমান সহকারী	০৮ (আট)টি	টাঃ ৩৩০০-৬৪৪০/-
০৩।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	০৮ (আট)টি	টাঃ ৩৩০০-৬৪৪০/-
০৪।	অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০৮ (আট)টি	টাঃ ৩০০০-৫৯২০/-
০৫।	এম, এল,এস,এস	০৮ (আট)টি	টাঃ ২৪০০-৪৩১০/-
	মোট =	৪০ (চল্লিশ)টি	

২। উল্লেখিত ব্যয় ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেট কোড নং- "৩-৩৬৪০-০০০০-৪৫০১/৪৬০১/৪৭০০ হতে মিটানো হবে।

৩। এতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের (বাজেট অনুবিভাগ) সম্মতি রয়েছে।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

আপনার অনুগত,

(আইরিন পারভীন বাঁধন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-যুক্রীম/যুব-১/সি-১/৯৬-

তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলো। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন, ৩য় ফেজ (৫ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

(আইরিন পারভীন বাঁধন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

CS Scanned with CamScanner

অর্থাৎ ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এ দপ্তরের কার্যক্রম ২৯টি জেলায় বির্তৃতি লাভ করে। ১৯৯৫ সালে পরিবারভিত্তিক কর্মসূচি নামে একটি কর্মসূচি আসে। একে কেন্দ্র করে ৯৬৫টি পদ সৃজন হয়। বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মরত জনবলের সিংহভাগই এসেছে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নিয়োগকৃত জনবল থেকে। ১৯৯৫ সালে এসে ৩৬টি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণ হয়। এবং ২০০৫ সালে সারাদেশের ৬৪টি জেলাতেই রাজস্ব খাতের পদ সৃজন হয়ে যায়।

থারডেপ প্রকল্প ও অন্যান্য

তৎকালীন এনাম কমিটিতে উপজেলা পর্যায়ে কোনো কাঠামো ছিল না। ১৯৮১ বা ১৯৮৭ সালের দিকেও ২৯ জেলাতে কোনো উপজেলা পর্যায়ে কাঠামো ছিল না। ১৯৯৫ সালে প্রথম ৫০টি উপজেলায় রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টি করা হয় এবং তখন প্রতি উপজেলায় ২টি করে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পদ দেওয়া হয়েছিল।

১৯৮৭ সালে ২টি উপজেলা দিয়ে শুরু হয় 'থারডেপ প্রকল্প' (থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প)। উপজেলা ২টির একটি হলো সদরপুর ফরিদপুর, ও আরেকটি হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ উপজেলা। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে এর সাথে আরও ৫টি উপজেলা যুক্ত করে মোট ৭টি উপজেলায় 'থারডেপ প্রকল্পের' কার্যক্রম প্রসারিত করা হয়। ১৯৯১ সালে আরও ২৫টি যোগ হয়ে মোট ৩২টি উপজেলায় কার্যক্রম চলতে থাকে। থারডেপ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল গ্রুপভিত্তিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। যেখানে ৫ জন করে একটি গ্রুপ তৈরি করা হতো। এভাবে ১০টি গ্রুপ নিয়ে ১টি কেন্দ্র তৈরি করা হয়। ওই কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদেরকে আয় সঞ্চয়মূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে গেলে– একজন লোক বাদাম বিক্রি করে। তার পুঁজি ৩ হাজার। তাহলে সে তার আয় দিয়ে ৫২ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করবে। পরিশোধের পর তার পুঁজিও হলো। ঋণের টাকাকে ৫২ দিয়ে ভাগ দিয়ে যে টাকা আসবে তাই সাপ্তাহিক কিস্তি। এর মধ্যে ৫০টি মূল ঋণের কিস্তি আর বাকি ২টি ইন্টারেস্টের কিস্তি। এই প্রকল্পটিতে জনবল ছিল ৭৫০ জন এবং এটি সমাপ্ত হয় ১৯৯৯ সালে। থারডেপ প্রকল্পের অফিস আদেশ নিম্নরূপ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[illegible]-২/শাখা[illegible]-৩/২০০০-১১০ তারিখ : [illegible]

প্রাপক: [illegible]
সহকারী সচিব(যুব-১)।
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,
শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
[illegible], পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোয় রাজস্ব খাতে ৩৩টি উপজেলায় সহকারী পরিচালকের ৩৩টি পদ সৃষ্টি প্রসঙ্গে।

[illegible]

আমি নির্দেশিত হয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে ৩৩টি উপজেলায় [illegible] সহকারী পরিচালকের ৩৩টি (তেত্রিশ) টি পদ টাকা ৪৩০০-১৮০x৭-[illegible]-ইবি-১৯০ x১১-৭৭০০/- বেতন স্কেলে অস্থায়ীভাবে [illegible] খ্রিঃ পর্যন্ত সৃষ্টিতে সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি।

২। উল্লেখিত সহকারী পরিচালকের ৩৩টি পদের বিপরীতে [illegible] সহকারী পরিচালকের [illegible] যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৩-অর্থনৈতিক কোডের ব্যয় ৩৬০০-০০০০-[illegible]/ ৩৬০০/[illegible] হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৩। এ আদেশ জারীতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি অনুবিভাগ ও অর্থ বিভাগের [illegible] (ব্যয় নিঃ) শাখার সম্মতি রয়েছে [illegible] জারীর আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
[illegible]
(সাজেদা পারভীন)
সহকারী সচিব(যুব-১)
ফোন : ৮৬১১৩৬৬।

নং-যুক্রীম/যুব-১/সাংগঠন/[illegible]-৩/২০০০-১১০ তারিখ : ২২-০৪-২০০১ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগের উপ-সচিব, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৬১ এ প্রেরণ করা হলো। সরকারী আদেশটি [illegible] প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় [illegible] জন্য অনুরোধ করা হলো।

[illegible]
(সুলতানা [illegible])
সহকারী সচিব(যুব-১)

নং-অম/অবি/[illegible]/ যুব -১৯/২০০০/[illegible] তারিখ: [illegible]

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা-এর নিকট অনুলিপি প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

সত্যায়িত

[illegible]
(রাশা [illegible])
সহকারী সচিব
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৬ শাখা
অর্থ বিভাগ, ঢাকা।

মোহাম্মদ গোলাম কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

পাতা-২/..

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।

স্মারক নং-যুক্রীম/পরি/সংগ/শাখ[illegible](রাজস্ব)-২৮/৯৬(অংশ-১)-২৭০ তারিখঃ-০৬-০৮-২০০৮
২২-০৪-১৪১৫

প্রেরক-মোঃ আব্দুল মান্নান
সিনিয়র সহকারী প্রধান

প্রাপক-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

বিষয়- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত রাজস্ব খাতে বিদ্যমান শূন্য ৩৪টি পদ বিলুপ্তিকরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমি আদিষ্ট হইয়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৩৪ জন সহকারী পরিচালকের পদ রাজস্ব খাতে সৃষ্টির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর রাজস্ব খাতভুক্ত পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচির ৩৪টি শূন্য পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করিতেছি। বিলুপ্তিকৃত পদগুলির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	রাজস্ব খাতে পদের নাম	বেতন স্কেল	পদের সংখ্যা
১।	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৫০০-৬৬২৫/-	০৮টি
২।	ক্রপ এনিমেটর	২৫৫০-৫৫০৫/-	২৬টি
	মোট =		৩৪টি

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রবিধি অনুবিভাগ ও অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখার সম্মতিক্রমে এ আদেশ জারী করা হইল। এই আদেশ জারীর পূর্বে আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হইয়াছে।

আপনার অনুগত,
[illegible]
(মোঃ আব্দুল মান্নান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান

স্মারক নং-যুক্রীম/পরি/সংগ/শাখ[illegible](রাজস্ব)-২৮/৯৬(অংশ-১)-২৭০ তারিখঃ-০৬-০৮-২০০৮ইং।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগে (দৃঃআঃ সহকারী সচিব, [illegible]) [illegible] অনুলিপি প্রেরণ করা হইল। সরকারী আদেশটি [illegible] প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

সত্যায়িত
[illegible]
মোঃ রবিউল আলম

[illegible]
(মোঃ আব্দুল মান্নান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওব্য অনুবিভাগ
টিম-২

নং-সম/সওব্য/টিম-২(২)/যুঅ-২২/৯৫(১৭৭)-৬৮২

তারিখ: ১০ কার্তিক, ১৪০৬
২৫ অক্টোবর, ১৯৯৯

বিষয়- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প(থারডেপ)" এর কার্যক্রম জনবল, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদিসহ অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্যপদ বিলুপ্তি পূর্বক রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২২/০২/৯৯ ইং তারিখের স্মারক নং-যুক্রীম/পরি/সম/ থারডেপ(রাজস্ব)-২৮/৯২-৪৪, ১৯/০৫/৯৯ ইং তারিখের স্মারক নং- যুক্রীম/পরি/সম/থারডেপ(রাজস্ব)-২৮/৯৫-৫০ এবং ৩১-০৮-৯৯ ইং তারিখের স্মারক নং- যুক্রীম/পরি/সম/থারডেপ (রাজস্ব)-২৮/৯৯-১১৯ এর বরাতে নির্দেশিতক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের ০৮-০২-৯৬ইং তারিখের পত্র নং- সম/সওব্য/টিম-২(২)/২২/৯৫/১৭ বাতিল পূর্বক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত রাজস্বখাতের নিম্নে বর্ণিত ৭৫০(সাতশত পঞ্চাশ) টি শূন্যপদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে থারডেপ প্রকল্পের সৃজিত ৭৫০(সাতশত পঞ্চাশ) টি পদ স্থায়ী ভিত্তিতে বহাল রেখে সংযুক্ত সাপেক্ষে প্রকল্পের সকল যানবাহন ও সরঞ্জামাদিসহ নিম্নোক্তভাবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে এ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা যাচ্ছে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	রাজস্ব খাতে শূন্যপদ	থারডেপ পদ	সুপারিশ
১।	উপ-পরিচালক	৬	৭	-	
২।	অধ্যক্ষ	৬	-	১	রাজস্ব খাতের উপ-পরিচালকের ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি পদ অধ্যক্ষ(কনসালটেন্ট) হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৩।	জোনাল ম্যানেজার	৬	-	৪	রাজস্ব খাতের উপ-পরিচালকের ৪টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৪টি জোনাল ম্যানেজারের পদ পরিবর্তন পূর্বক উপ-পরিচালক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৪।	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	৬	-	১	রাজস্ব খাতের উপ-পরিচালকের ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি পদ কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৫।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর	৭	-	১	রাজস্ব খাতের উপ-পরিচালকের ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি সিনিয়র ইন্সট্রাক্টরের পদ পরিবর্তন পূর্বক উপাধ্যক্ষ(কনসালটেন্ট) হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৬।	এরিয়া ম্যানেজার	৭	-	৩১	রাজস্ব খাতের ৩১টি গ্রুপ এনিমেটরের শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৩১টি পদ এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৭।	সহকারী পরিচালক	৯	৩৩	-	
৮।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯	-	১	রাজস্ব খাতের সহকারী পরিচালকের ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ পরিবর্তন পূর্বক সহকারী পরিচালক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৯।	ইন্সট্রাক্টর	৯	-	৩	রাজস্ব খাতের সহকারী পরিচালকের ৩টি শূন্যপদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৩টি ইন্সট্রাক্টর পদ পরিবর্তন পূর্বক সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
১০।	গবেষণা কর্মকর্তা	৯	-	১	রাজস্ব খাতের সহকারী পরিচালকের ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি গবেষণা কর্মকর্তার পদ পরিবর্তন পূর্বক সহকারী পরিচালক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯	-	১	রাজস্ব খাতের সহকারী পরিচালকের ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পদ পরিবর্তন পূর্বক সহকারী পরিচালক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
১২।	লাইব্রেরীয়ান	৯	-	১	রাজস্ব খাতের সহকারী পরিচালকের ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি পদ লাইব্রেরীয়ান হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
১৩।	প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৯	-	১	রাজস্ব খাতের সহকারী পরিচালকের ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা কর্মকর্তার পদ পরিবর্তন পূর্বক সহকারী পরিচালক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
১৪।	থ্রাস্ট ম্যানেজার	৯	-	৪৬	রাজস্ব খাতের ৩২টি সহকারী পরিচালকের শূন্যপদ বিলুপ্তি পূর্বক প্রকল্পের ৩২টি থ্রাস্ট ম্যানেজারের পদ এবং রাজস্ব খাতের ১৪টি গ্রুপ এনিমেটরের শূন্যপদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১৪টি থ্রাস্ট ম্যানেজারের পদসহ মোট ৪৬টি থ্রাস্ট ম্যানেজারের পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
১৫।	মনিটরিং এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার	৯	-	৩	রাজস্ব খাতের সহকারী পরিচালকের ৩টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৩টি মনিটরিং এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসারের পদ পরিবর্তন পূর্বক সহকারী পরিচালক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
১৬।	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১০	৬৭	-	
১৭।	সহকারী থ্রাস্ট ম্যানেজার	১০	-	৬০	রাজস্ব খাতের যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ৬০টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৬০টি সহকারী থ্রাস্ট ম্যানেজারের পদ পরিবর্তন পূর্বক যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
১৮।	সহকারী অডিট কর্মকর্তা	১০	-	৩	রাজস্ব খাতের যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ৩টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৩টি সহকারী অডিট কর্মকর্তার পদ পরিবর্তন পূর্বক যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
১৯।	সহকারী ইন্সট্রাক্টর	১০	-	২	রাজস্ব খাতের যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ২টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ২টি সহকারী ইন্সট্রাক্টরের পদ পরিবর্তন পূর্বক যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২০।	অডিও ভিজুয়াল টেকনিশিয়ান	১০	-	১	রাজস্ব খাতের যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি অডিও ভিজুয়াল টেকনিশিয়ান এর পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২১।	গ্রাফিক ডিজাইনার/আর্টিষ্ট	১০	-	১	রাজস্ব খাতের যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি পদ গ্রাফিক ডিজাইনার/আর্টিষ্ট(কনসালটেন্ট) হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২২।	গ্রুপ এনিমেটর	১১	৪০০	৩০৬	রাজস্ব খাতের গ্রুপ এনিমেটর ৩০৬টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৩০৬টি পদ গ্রুপ এনিমেটর হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২৩।	হিসাব রক্ষক কাম-ভান্ডার রক্ষক	১১	-	৩৫	রাজস্ব খাতের গ্রুপ এনিমেটরের ৩৫টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৩৫টি হিসাব রক্ষক কাম-ভান্ডার রক্ষকের পদ পরিবর্তন পূর্বক গ্রুপ এনিমেটর হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২৪।	কম্পিউটার অপারেটর	১১	৩	১	রাজস্ব খাতের কম্পিউটার অপারেটরের ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি পদ কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২৫।	হিসাব রক্ষক	১১	১	১	রাজস্ব খাতের হিসাব রক্ষক এর ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি পদ প্রধান কার্যালয়ে হিসাব রক্ষক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২৬।	স্টেনো গ্রাফার	১৩	১	১	রাজস্ব খাতের স্টেনো গ্রাফার এর ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি পদ স্টেনো গ্রাফার হিসেবে প্রধান কার্যালয়ে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২৭।	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	১৪	৯	১	রাজস্ব খাতের সাঁট মুদ্রাক্ষরিক এর ১টি শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি পদ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২৮।	স্টেনো টাইপিষ্ট	১৪	-	১	রাজস্ব খাতের ১টি গ্রুপ এনিমেটরের শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি পদ স্টেনো টাইপিষ্ট হিসাবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
২৯।	উচ্চমান সহকারী	১৪	১	২	রাজস্ব খাতের ১টি উচ্চমান সহকারীর শূন্য পদ এবং ১টি গ্রুপ এনিমেটরের শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ২টি পদ উচ্চমান সহকারী হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৩০।	হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৫০	৫৭	রাজস্ব খাতের ৭টি সাঁট মুদ্রাক্ষরিকের শূন্য পদ এবং ৫০টি হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিকের শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৫৭টি পদ হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৩১।	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১৬	-	৩৩	রাজস্ব খাতের ৩৩টি গ্রুপ এনিমেটরের শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৩৩টি পদ অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক হিসাবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৩২।	নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১৬	-	৪	রাজস্ব খাতের ৪টি গ্রুপ এনিমেটরের শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৪টি পদ অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক হিসাবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৩৩।	সহকারী হিসাব রক্ষক	১৩	-	-	
৩৪।	ক্যাশিয়ার	১৬	-	-	
৩৫।	স্টোর কিপার	১৪	১	-	
৩৬।	ক্যাশিয়ার কাম-স্টোর কিপার	১৬	-	১	রাজস্ব বাজেটের ১টি স্টোরকিপার-এর শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ১টি ক্যাশিয়ার কাম-স্টোর কিপারের পদ পরিবর্তন পূর্বক স্টোর কিপার হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৩৭।	ড্রাইভার	১৫	৩	৭	রাজস্ব খাতের ৩টি গাড়ী চালকের শূন্য পদ এবং ৪টি গ্রুপ এনিমেটরের শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ৭টি পদ গাড়ী চালক হিসেবে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
৩৮।	ক্যাশ সরকার কাম-এম,এল,এস,এস	১৯	-	-	
৩৯।	এম,এল,এস,এস/ নৈশপ্রহরী/দারোয়ান/ ফরাশ/ বার্তাবাহক	২০	৯৩	১৩৮	রাজস্ব খাতের ৯৩টি চতুর্থ শ্রেণীর শূন্য পদ এবং ৪৫টি গ্রুপ এনিমেটরের শূন্য পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের চতুর্থ শ্রেণীর ১৩৮টি পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।
	মোট		৬৬৯	৭৫০	

চলমান পাতা-২

উল্লেখ্য যে, এতে অর্থ বিভাগের সম্মতিসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হবে।

(আব্দুল সোবহান)
সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার।

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
(দৃঃআঃ মোঃ আব্দুল মান্নান,
সিনিয়র সহকারী প্রধান)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হল:
সচিব
অর্থ বিভাগ,
অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোঃ ... উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-৬

অম/অবি/ব্যঃনিঃ-৬/যুক্র-১/২০০০/ — তারিখঃ ১৮/১১/২০০১ইং

বিষয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত "থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান (থারডেপ)" প্রকল্পের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রসঙ্গে।

অর্থ বিভাগের স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত "থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান (থারডেপ)" প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ৭৫০ (সাত শত পঞ্চাশ)টি পদ ১/৭/৯৯ইং হতে ৩১/৫/২০০৩ইং তারিখ পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটে অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি/স্থানান্তরে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করছি:

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুসারে পদের নাম	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুসারে স্থানান্তরিত পদের নাম	বেতন স্কেল (১৯৯৭)	রাজস্ব খাতে স্থানান্তর (পদসংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫
০১।	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	৭২০০-১০৬৪০/-	১
০২।	অধ্যক্ষ (ক্যাপ্টেন)	অধ্যক্ষ (ক্যাপ্টেন)	৭২০০-১০৬৪০/-	১
০৩।	প্রোগ্রাম অফিসার	উপ-পরিচালক	৭২০০-১০৬৪০/-	৪
০৪।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ক্যাপ্টেন)	উপাধ্যক্ষ (ক্যাপ্টেন)	৬১৫০-৯৭৫০/-	৩
০৫।	প্রকল্প অফিসার	সহকারী পরিচালক	৪৩৭০-৭৭৫০/-	৩
০৬।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	১
০৭।	প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	১
০৮।	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	১
০৯।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	১
১০।	ইন্সট্রাক্টর (টেক)	সহকারী পরিচালক (কারিগরী)	৪৩০০-৭৭৪০/-	৩
১১।	[illegible]	[illegible]	৩৩০০-৬৬২৫/-	১
১২।	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	৩
১৩।	থানা সমন্বয়ক	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	৪৬
১৪।	সহকারী থানা সমন্বয়ক	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৩০০-৬৬২৫/-	[illegible]
১৫।	সহকারী ইন্সট্রাক্টর	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৩০০-৬৬২৫/-	২
১৬।	সহকারী হিসাব কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৩০০-৬৬২৫/-	[illegible]
১৭।	প্রতিবেদক/ডিজাইনার	মাঠিক ডিজাইনার	৩৩০০-৬৬২৫/-	১
১৮।	অডিও ভিজুয়াল টেকনিশিয়ান	অডিও ভিজুয়াল টেকনিশিয়ান	৩৩০০-৬৬২৫/-	[illegible]
১৯।	হিসাব রক্ষক	হিসাব রক্ষক	২২৫০-৪৭০০/-	[illegible]

C:\My Documents\Rabu.doc

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুসারে পদের নাম	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুসারে স্থানান্তরিত	বেতন স্কেল (১৯৯৭)	রাজস্ব খাতে স্থানান্তর (পদ সংখ্যা)
২০।	কম্পিউটার অপারেটর	কম্পিউটার অপারেটর	৪৩০০-৭৭৪০/- (সিলেকশন গ্রেড)	১
২১।	হিসাব রক্ষক কাম ক্যাশিয়ার	ক্যাশিয়ার	২৩৭৫-৪৫৫০/-	৩১
২২।	ক্যাশিয়ার	ক্যাশিয়ার	২৩৭৫-৪৫৫০/-	৩৬
২৩।	স্টোর কিপার	স্টোর কিপার	২২৫০-৪৭০০/-	১
২৪।	উচ্চমান সহকারী	উচ্চমান সহকারী	২১০০-৪০৩০/-	১
২৫।	স্টেনো টাইপিস্ট	স্টেনো টাইপিস্ট	২১০০-৪০৩০/-	১
২৬।	স্টোর কিপার	স্টোর কিপার	২১০০-৪০৩০/-	১
২৭।	হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১৮৭৫-৩৬৩০/-	৪৬
২৮।	অফিস সহকারী কাম-ক্যাশিয়ার	ক্যাশ সরকার	১৮৭৫-৩৬৩০/-	১
২৯।	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১৮৭৫-৩৬৬০/-	৩০
৩০।	হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১৮৭৫-৩৬৩০/-	৪
৩১।	গাড়ী চালক	গাড়ী চালক	(ক) ১৮৭৫-৩৬৩০/- হালকা গাড়ী চালক (খ) ১৯৭৫-৩৯২০/- ভারী গাড়ী চালক	৭
৩২।	এম.এল.এস.এস./দারোয়ান/ঝাড়ুদার/প্রহরী	এম.এল.এস.এস./দারোয়ান/ঝাড়ুদার/নৈশ প্রহরী/ অফিস সহায়ক/ বাবুর্চি	১৫০০-২৪০০/-	১৬৮
			মোট	৭৫০

শর্তাবলীঃ

০১। ০১/০৭/৯৯ইং তারিখ হতে ৭৫০ (সাত শত পঞ্চাশ) টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হবে।
০২। উল্লেখিত পদগুলি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজস্ব বাজেটে সৃজন হবে। পরবর্তী ৩(তিন) বছর প্রতি বছর পদ সংরক্ষণের জন্য অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।
০৩। বাজেট বরাদ্দের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। পদ স্থানান্তর ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সরকারী আদেশাবলী পালন করতে হবে। এ বিষয়ে সরকার কোন নতুন আদেশ জারী করলে তাও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং প্রযোজ্য হবে।
০৪। পদের প্রকৃত ব্যবহার, অফিস সরঞ্জামাদি, যান ও বিভিন্ন ইত্যাদি সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি পূর্বক রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সরকারী বিদ্যমান বিধি/নির্দেশাবলী মোতাবেক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
০৫। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭/১০/৯৯ইং তারিখের সম/সওব্য/টিম-২(২)/২৭-২২/৯৭(অংশ)-১৫২ এবং ২৭/০৪/২০০০ইং তারিখের সম/সওব্য/টিম-১(১)/২৭-২১/৯৮-৪১ স্মারক শর্তাবলী ও কার্যকর হবে।
০৬। কম্পিউটার পদ সমূহ তাদের বেতন স্কেল ১৯৯৭ এর আলোকে সৃষ্টি করতে হবে।

(শাহ মুনাজ সাহা)
সহকারী সচিব

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোঃ খায়রুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

C:\My Documents\Rabu.doc

তারিখঃ ১৯/১১/২০০১ইং

[illegible] নং- অ/যু-১১/২০০০/ ২৫৯/১(৮)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :-

সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ।
যুগ্ম-সচিব, বাজেট অনুবিভাগ ,অর্থ বিভাগ ।
যুগ্ম-সচিব, ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ,অর্থ বিভাগ ।
যুগ্ম-সচিব, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ ,অর্থ বিভাগ ।
যুগ্ম-সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ ।
অতিরিক্ত-সচিব -১ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,অর্থ বিভাগ ।
মহা-পরিচালক ,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর , মতিঝিল ,ঢাকা ।
অফিস কপি

(নন্দ দুলাল সাহা)
সহকারী সচিব

গোলাম মোস্তফা [illegible]
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর [illegible]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

নং-যুক্রীম/পরি/পাঃ/পারভেশ(রাজস্ব)/২৮/৯৬(অংশ-১)-৫১

তারিখঃ ২৬-০৮-১৪০৮বাং
১০-১২-২০০১ইং

প্রেরকঃ- মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ
সিনিয়র সহকারী প্রধান

প্রাপকঃ- প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ,
শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা ।

বিষয়ঃ- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থোক ঢেপ)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ৭৫০(সাতশত পঞ্চাশ)টি পদ অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে [illegible] পদসৃষ্টি আদেশ জারীকরণ প্রসঙ্গে ।

মহোদয়,

আমি নির্দেশিত হয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থোক ঢেপ)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মোট ৭৫০(সাতশত পঞ্চাশ)টি পদ বছর ভিত্তিক, [illegible] ০১-০৭-৯৯ইং হতে ৩১-০৮-২০০০ইং তারিখ পর্যন্ত রাজস্ব খাতে সৃষ্টি/স্থানান্তরপূর্বক নিম্নবর্ণিত শর্তে [illegible] নাম, বেতন স্কেল ও পদ সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলোঃ-

ক্রমিক নং	পদবি অনুসারে পদের নাম	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুসারে স্থানান্তরিত পদের নাম	বেতন স্কেল (১৯৯৭)	রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নিমিত্তে সুপারিশকৃত পদ সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১।	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	৭২০০-১০৮৪০/-	১(এক)টি
২।	উপ-পরিচালক (রুপসেটেক)	অধ্যক্ষ (রুপসেটেক)	৭২০০-১০৮৪০/-	১(এক)টি
৩।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার	উপ-পরিচালক	৭২০০-১০৮৪০/-	৪(চার)টি
৪।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর(রুপসেটেক)	উপাধ্যক্ষ (রুপসেটেক)	৬৩৫০-৯৭৫০/-	১(এক)টি
৫।	এরিয়া ম্যানেজার	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	৩১(একত্রিশ)টি
৬।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	১(এক)টি
৭।	প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	১(এক)টি
৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	১(এক)টি
৯।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	১(এক)টি
১০।	ইন্সট্রাক্টর(রুপসেটেক)	সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ)	৪৩০০-৭৭৪০/-	১(এক)টি
১১।	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	৩(তিন)টি
১২।	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	৩(তিন)টি
১৩।	লাইব্রেরীয়ান	লাইব্রেরীয়ান	৪৩০০-৭৭৪০/-	৪৬(ছেচল্লিশ)টি
১৪।	সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৪০০-৬৬২৫/-	১(এক)টি
১৫।	সহকারী ইন্সট্রাক্টর	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৪০০-৬৬২৫/-	৬০(ষাট)টি
১৬।	সহকারী অডিট কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৪০০-৬৬২৫/-	২(দুই)টি
১৭।	যান্ত্রিক ডিজাইনার/আর্টিষ্ট	যান্ত্রিক ডিজাইনার	৩৪০০-৬৬২৫/-	৩(তিন)টি
১৮।	অডিও ভিজুয়াল টেকনিশিয়ান	অডিও ভিজুয়াল টেকনিশিয়ান	৩৪০০-৬৬২৫/-	১(এক)টি
১৯।	হিসাব রক্ষক	হিসাব রক্ষক	৩৪০০-৬৬২৫/-	১(এক)টি
২০।	কম্পিউটার অপারেটর	কম্পিউটার অপারেটর	(ক) ২২৫০-৪৭০৫/- (খ) ২৫৫০-৫৫০৫/- বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাপেক্ষে	১(এক)টি
২১।	স্টোর কিপার ক্যাশ-ভান্ডার রক্ষক	ক্যাশ এনিমেটর	২৫৫০-৫৫০৫/-	৩৫(পঁয়ত্রিশ)টি
২২।	ক্যাশ এনিমেটর	ক্যাশ এনিমেটর	২৫৫০-৫৫০৫/-	৩০৬(তিনশত ছয়)টি
২৩।	স্টেনোগ্রাফার	স্টেনোগ্রাফার	২২৫০-৪৭০৫/-	১(এক)টি
২৪।	উচ্চমান সহকারী	উচ্চমান সহকারী	২১০০-৪৩১৫/-	২(দুই)টি
২৫।	পাঠ-মুদ্রাক্ষরিক	পাঠ-মুদ্রাক্ষরিক	২১০০-৪৩১৫/-	১(এক)টি
২৬।	স্টেনো-টাইপিষ্ট	স্টেনো-টাইপিষ্ট	২১০০-৪৩১৫/-	১(এক)টি

			১৮৭৫-৩৬৩৫/-	১(এক)
২৮।	অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোর কিপার	স্টোর কিপার	১৮৭৫-৩৬০৫/-	[illegible]
১১।	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১৮৭৫-৩৬০৫/-	[illegible]
৩১।	নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক		১(এক)
৩১।	গাড়ী চালক	গাড়ী চালক	(ক) ১৮৭৫-৩৬০৫ (হালকা গাড়ী) (খ) ১৮৭৫-৩৮২০/- (ভারী গাড়ী চালক)	
[illegible]	[illegible] গার্ড/চৌকিদার	[illegible] প্রহরী [illegible] মালী	১৫০০-২৬০০/-	[illegible]
	মোট =			[illegible]

১। ০১-০৭-৯৯ হতে ৩১-০৫-২০০০ [illegible] ১৯৯৯-২০০০ [illegible] ৩৬৫০-০০০০-৩৬০১ [illegible]

২। এই আদেশ [illegible] আর্থিক অনিয়মিতকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে [illegible] গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক [illegible] তারিখ ২৫/১০/৯৯ইং [illegible] ২৭/০১/২০০০ইং এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক [illegible] ১১/২০০০/২০৮/১(৮) [illegible] আগামীতেও উহা পালন করা হবে।

আপনার অনুগত,

(মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

নং-যুক্রীম/পরি/সং/থারডেপ(রাজস্ব)/২৮/৯৬(অংশ-১)-৫১৯ তারিখঃ ২৩-০৮-১৪০৭ / ১০-১১-২০০০

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য [illegible] শাখা-৬, অর্থ [illegible] প্রেরণ করা হলো। [illegible]

(মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

নং- [illegible]/২০০০/২৫৮ তারিখঃ [illegible]

অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য [illegible] শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া [illegible] প্রেরণ করা হলো। [illegible]

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(নন্দ দুলাল সাহা)
সহকারী সচিব
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ-৬
অর্থ বিভাগ

থারডেপ প্রকল্পের পাশাপাশি আরও একটি রাজস্ব খাতের গ্রুপভিত্তিক কর্মসূচি চলতে থাকে। এটি ছিল ‘পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি’। এই কর্মসূচির আওতায় প্রথমবারের মতো ৫০টি থানায় উপজেলা-ভিত্তিক রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টি করা হয় এবং এতে পদ সংখ্যা ছিল ৯৬৫টি। গ্রুপভিত্তিকের ৩২ এবং পরিবারভিত্তিকের ৫০টি উপজেলা মিলে মোট ৮২টি উপজেলায় কার্যক্রম চালানো হয়।

থারডেপ প্রকল্পের সমাপ্তি হলে এই ৭৫০ জন জনবল রাজস্ব খাতের ৯৬৫ জন জনবলের সাথে সমন্বয় করা হয়। ফলে ১৯৯৯ সাল থেকে রাজস্বখাতের আওতায় ৮২ উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচির অফিস আদেশ নিম্নরূপ :

[illegible]
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
[illegible]

নং [illegible] তারিখঃ [illegible]

বিষয়ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচী" [illegible]

সূত্রঃ [illegible] তারিখঃ ১৮-১০-৯৮ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের [illegible] যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রধান কার্যালয়, জেলা ও থানা কার্যালয়ে [illegible] সর্বমোট ৯৬৫ [illegible] সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো। [illegible]

প্রধান কার্যালয়ঃ

ক্রমিক নং-	পদের নাম	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল
১।	পরিচালক(প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচী)	১	৬৩০০-৮০৫০/-
২।	উপ-পরিচালক(অর্থ ও ঋণ)	১	৪৮০০-৭২০০/-
৩।	উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)	১	৪৮০০-৭২০০/-
৪।	সহকারী পরিচালক(অর্থ ও ঋণ)	১	২৮০০-৫১৫০/-
৫।	সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ)	১	২৮০০-৫১৫০/-
৬।	কম্পিউটার অপারেটর	৩	১৭২৫-৩৭২৫/-
৭।	উচ্চমান সহকারী	১	১৫৭৫-২৮৭০/-
৮।	স্টেনো-টাইপিস্ট	২	১৫৭৫-২৮৭০/-
৯।	স্টোর কিপার	১	১৫৭৫-২৮৭০/-
১০।	নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১	১২০০-২৩০০/-
১১।	গাড়ী চালক	২	১৩০০-২৬১০/-
১২।	ক্যাশ সরকার	১	১১০০-১৯১৫/-
১৩।	এম,এল,এস,এস	৪	৯০০-১৫৫০/-
১৪।	দেশ গুরুতী তথা দরাপ	১	৯০০-১৫৫০/-
১৫।	ঝাড়ুদার	১	৯০০-১৫৫০/-

মোট= ২২ (বাইশ)টি।

[illegible]	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	[illegible]
১। উপ-পরিচালক	৭	৪৮০০-৭২০০/-
২। সহকারী পরিচালক (জেলা পর্যায়ে [illegible])	৩৬	২৮৫০-৫১৫৫/-
৩। উচ্চমান সহকারী	৭	১৩৭৫-২৮৭০/-
৪। সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	৭	১৩৭৫-২৮৭০/-
৫। হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	৭	১২০০-২৩০৫/-
৬। গাড়ী চালক	৩৬	১৩০০-২৬১৫/-
৭। এম,এল,এস,এস	৭	৯০০-১৫৩০/-
৮। নৈশ প্রহরী তথা ঝাড়ুদার	৩৬	৯০০-১৫০০/-

মোট= ১৪৩ (একশত তেতাল্লিশ) টি।

৫০টি থানা কার্যালয়:

১। সহকারী পরিচালক	৫০	২৮৫০-৫১৫৫/-

[উল্লেখ্য যে উপযুক্ত অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য সহকারী পরিচালক পদের সহিত সমন্বয় করা হোক।]

২। যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১০০	২৩০০-৪৪৮০/-
৩। যুব এনিমেটর	৫০০	১৪২৫-৩৭২০/-
৪। হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	৫০	১২০০-২৩০০/-
৫। অফিস সহায়ক কাম-এম,এল,এস,এস	৫০	১০০০-১১১৫/-
৬। নৈশ প্রহরী তথা ঝাড়ুদার	৫০	৯০০-১৫০০/-

মোট= ৮০০ (আটশত) টি।

যানবাহন:

প্রধান কার্যালয়:

ক্রমিক নং- যানবাহনের নাম	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত সংখ্যা
১। মাইক্রোবাস	১টি
২। জীপ	১টি

৩৬টি জেলা কার্যালয়:

১। জীপ	৩৬টি

পঃ পৃঃ ২/৩

থানা কার্যালয়:

ক্রমিক নং- যানবাহনের নাম	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত সংখ্যা।
১। মটর সাইকেল (প্রতি থানায় ২টি হারে)	১০০টি
২। বাই সাইকেল (প্রতি থানায় ১০টি হারে)	৫০০টি

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:

প্রধান কার্যালয়:

১। মাইক্রো কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ)	৩টি
২। ইংরেজী টাইপ মেশিন	৩টি
৩। বাংলা টাইপ মেশিন	৪টি
৪। এয়ারকুলার	৩টি

৩৬টি জেলা কার্যালয়:

১। বাংলা টাইপ মেশিন	৩৬টি
২। ডুপ্লিকেটিং মেশিন	৩৬টি

৫০টি থানা কার্যালয়:

১। বাংলা টাইপ মেশিন	৫০টি

(মোঃ আমান উল্লাহ খান)
সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার
ফোন নং-৮৩২২৮

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
(দৃঃ আঃ জনাব মোঃ মোকাররম চৌধুরী,
সহকারী সচিব)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সত্যায়িত

মোঃ সাবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়,
বাস্তবায়ন শাখা – ৩।

নং-অম/অবি/বাঃ বিঃ-৩/যুব-৪/৯০- ২৮৭ তারিখঃ ১০-১০-১৯৯০ ইং।

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচী" রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, জেলা ও প্রধান কার্যালয়ে নতুন পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, অর্থ বিভাগের ০৪-১০-১৯৯০ ইং তারিখের অম/অবি/বাঃ বিঃ-৩/যুব-৪/৯০-২৭১ সংখ্যক পত্রের ক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাবদ ৫৩টি থানায়, ৩৬টি (বিদ্যমান ২৯ + নতুন ৭) টি জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের জন্য সরকারী আদেশ জারীর তারিখ হতে নিম্ন উল্লিখিত পদ সৃষ্টি, প্রশাসনিক ব্যয় সংস্থান, যানবাহনের প্রাধিকার নির্ধারণ ... হতে অস্থায়ীভাবে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো। তবে সরকারী আদেশ জারীর পূর্বে পদ সৃষ্টি, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম সংক্রান্ত বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং বেতন স্কেল সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সম্মতি নিতে হবে এবং সরকারের প্রচলিত যাবতীয় বিধি/আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে :-

প্রধান কার্যালয়

পদের নাম	প্রধান কার্যালয়ে মোট পদ সংখ্যা	প্রধান কার্যালয়ে বিদ্যমান পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত/অনুমোদিত পদ সংখ্যা
১। মহা-পরিচালক	১	১	--
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	১	১	--
৩। পরিচালক (বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন)	১	১	--
৪। পরিচালক (প্রশিক্ষণ, ঋণদান ও যুবকল্যাণ)	১	১	--
৫। পরিচালক (ঋণ ও কর্মসূচী)	১	--	১
৬। উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	১	১	--
৭। উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)	১	১	--
৮। উপ-পরিচালক (বাস্তবায়ন)	১	১	--
৯। উপ-পরিচালক (মনিটরিং)	১	১	--
১০। উপ-পরিচালক (অর্থ ও ক্রয়)	১	--	১
১১। উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও ঋণদান)	১	--	১
১২। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১	১	--
১৩। সহকারী পরিচালক (অর্থ)	১	১	--
১৪। সহকারী পরিচালক (বাস্তবায়ন)	১	১	--
১৫। সহকারী পরিচালক (মনিটরিং)	১	১	--
১৬। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	১	১	--
১৭। সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)	১	১	--
১৮। সহকারী পরিচালক (ঋণদান ও ক্রয়)	১	--	১
১৯। সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১	--	১
২০। কম্পিউটার অপারেটর	৩	--	৩

সত্যায়িত
(মোঃ ... উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ...)

(অপর পাতায় দ্রষ্টব্য)

		১	--
		১	--
২১। সহকারী হিসাব রক্ষক	১	১	--
২২। স্টেনো-টাইপিস্ট	১	১	১
২৩। উচ্চমান সহকারী	২	৬	২
২৪। স্টেনো-মুদ্রাক্ষরিক	৮	৮	১
২৫। স্টোর কিপার	১	৬	১
২৬। হিসাব সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক	৭	২	২
২৭। গাড়ীচালক	৪	১	--
২৮। ক্যাশিয়ার	১	১	১
২৯। ডেসপাচ রাইডার / ৩০। এম.এল.এস.এস	১২	৮	৪
৩২। নৈশ প্রহরী	১	--	১
৩৩। সুইপার	১	--	১
	৬৩টি	৪২টি	২২টি

৩৬টি জেলা কার্যালয় — নতুন জেলায়

১। উপ-পরিচালক	১	২৯	৭
২। সহকারী পরিচালক	১	--	৩৬
৩। উচ্চমান সহকারী	১	২৯	৭
৪। স্টেনো-মুদ্রাক্ষরিক	১	২৯	৭
৫। হিসাব সহঃ-কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১	২৯	৭
৬। হিসাব সহকারী-কাম-ক্যাশিয়ার	১	--	৩৬
৭। গাড়ীচালক	১	--	৩৬
৮। এম এল এস এস	১	২৯	৭
৯। গার্ড	১	--	৩৬
	৯টি	১৪৫টি	১৭১টি

৫৩টি থানা কার্যালয় — নতুন থানায়

১। থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১	--	৫৩
২। সহকারী থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১	--	১০০
৩। ঋণ এডিমিনিস্ট্রেটর	১০	--	৫৩০
৪। হিসাব সহঃ-কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১	--	৫৩
৫। ক্যাশ সরকার-কাম-এম এল এস এস	১	--	৫৩
৬। নৈশ প্রহরী	১	--	৫৩
	১৫টি	--	৮০০টি

যানবাহনঃ

	অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রাধিকারকৃত সংখ্যা
প্রধান কার্যালয়ঃ	
১ x মাইক্রোবাস	১টি
১ x জীপ	১টি
৩৬টি জেলা কার্যালয়	
১ x জীপ x ৩৬ জেলা	৩৬টি
৫৩টি থানা কার্যালয়	
২ x মটর সাইকেল x ৫৩	১০৬ টি
১০ x বাই সাইকেল x ৫৩	৫৩০ টি

মোঃ ... রহমান খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

(অপর পাতায় দ্রষ্টব্য)

- ৩ -

[illegible] ও সরঞ্জাম

প্রধান কার্যালয়:	অর্থ বিভাগের সুপারিশকৃত
৩ x মাইক্রো কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ)	৩টি
৬ x ইংরেজী টাইপ মেশিন	৩টি
৬ x বাংলা টাইপ মেশিন	৩টি
৩ x ফটোকপিয়ার	৩টি
জেলা কার্যালয়	
১ x বাংলা টাইপ মেশিন x৬৪	৬৪টি
১ x ইংরেজি টাইপ মেশিন x৬৪	৬৪টি
[illegible] কার্যালয়:	
১ x বাংলা টাইপ মেশিন x৪০	৪০টি

২। উপরোক্ত পদ সৃষ্টিতে বেতন ভাতা এবং আবর্তক ও অনাবর্তক খাতে যে ব্যয় হবে তা চলতি সালের (১৯৯৪-৯৫) অর্থ বছরে ১৮৭-বিবিধ বিনিয়োগ (অনুন্নয়ন) "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন কর্মসূচী" শীর্ষক খাতে বরাদ্দকৃত ২৫.০০ কোটি টাকা থেকে ১৫.০০ কোটি টাকা ঋণ কর্মসূচীর জন্য রেখে এবং অবশিষ্ট ১০.০০ কোটি টাকা বেতন, যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র খাতের ব্যয় অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হলো। ১০.০০ কোটি টাকা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট খাতে স্থানান্তর হবে।

৩। কর্মসূচীটির সম্প্রসারণের ফলে যাতে অন্য কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি না হয় ও সরকারী অর্থের অপচয় না হয় তা বাস্তবায়ন ও দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া কর্মসূচীটির নির্ধারিত সুবিধাভোগকারীদের ও Target [illegible] উপর এর কার্যক্রমের ত্রৈ-মাসিক প্রভাব সম্পর্কে পরিচালিত নিরপেক্ষ মূল্যায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

(মোঃ [illegible] রহমান)
সহকারী সচিব।

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

অম/অবি/ব্যয় নিঃ-৩)/যুক্রীম-৭/৯৫- তারিখঃ ১০-১০-১৯৯৪ ইং।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সহকারী সচিব, (বাজেট-৩)
অর্থ বিভাগ।

২। সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন-৩)
অর্থ বিভাগ।

সত্যায়িত
মোঃ [illegible] আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা),
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ [illegible] রহমান)
সহকারী সচিব।

(২২)

[illegible] আদেশের প্রতিলিপি আদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং যুক্রীম-২/পরিবার-৮/৯৫-২০৩ তারিখঃ ০৯-১০-৯৫ ইং

প্রেরক: মোঃ [illegible] চৌধুরী,
সহকারী সচিব(যুব-২)।

প্রাপক: প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার,
শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
৩৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচীতে" কর্মকর্তা/কর্মচারীর ১৬৩টি পদ সৃষ্টি প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমি নির্দেশক্রমে এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচীতে" রাজস্বখাতে নিম্নবর্ণিত ১৬৩টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ নিম্ন বর্ণিত তারিখ হতে ৩০-০৬-৯৬ পর্যন্ত সৃষ্টির সরকারী আদেশ জ্ঞাপন করছি:-

প্রধান কার্যালয়:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল
১।	পরিচালক (পরিবার ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচী)	১	৬৩০০-৮০১০/-
২।	উপ-পরিচালক (অর্থ ও ঋণ)	১	৪৮০০-৭২৫০/-
৩।	উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)	১	৪৮০০-৭২৫০/-
৪।	সহকারী পরিচালক (মনিটরিং ও ঋণ)	১	২৮৫০-৫১০৫/-
৫।	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১	২৮৫০-৫১০৫/-
৬।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩	১৭২৫-৩৭২৫/-
৭।	উচ্চমান সহকারী	১	১৩৭৫-২৮৭০/-
৮।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	২	১৩৭৫-২৮৫০/-
৯।	[illegible]	১	১৩৭৫-২৮৭০/-
১০।	নিম্নমান সহকারী	১	১২০০-২৩০০/-
১১।	গাড়ী চালক	১	১৩০০-২৩১১/-
১২।	[illegible]	১	১০৩০-১৯৬৩/-
১৩।	এম, এল, এস, এস	৫	৯০০-১৪৩৫/-
১৪।	নৈশ প্রহরী	১	৯০০-১৪৩৫/-
১৫।	ঝাড়ুদার	১	৯০০-১৪৩৫/-

মঞ্জুরীকৃত পদঃ ২২

জেলা কার্যালয়ঃ ৬৪টি জেলা, প্রতিটিতে

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল
১।	উপ-পরিচালক	১	৪৮০০-৭২৫০/-
২।	সহকারী পরিচালক (ঋণ/কর্মসংস্থান) [illegible]		২৮৫০-৫১০৫/-
৩।	উচ্চমান সহকারী		১৩৭৫-২৮৭০/-
৪।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক		১৩৭৫-২৮৭০/-
৫।	নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক		১২০০-২৩০০/-
৬।	গাড়ী চালক		১২০০-২৩০০/-

সত্যায়িত

পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতনস্কেল
সহকারী পরিচালক (উল্লেখ্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি অনুযায়ী সহকারী পরিচালক পদের সহিত সমপদ বদলীযোগ্য)।	৫০	[illegible]
যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১০০	২০৫০-৩৩৮০/-
৩। যুব প্রশিক্ষক	৩০০	[illegible]
৪। হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	৫০	[illegible]
৫। [illegible]	৫০	[illegible]
৬। [illegible]	৫০	[illegible]
মোট=	৮০০টি (আটশত)	

সর্বমোট= (২২+১৪৩+৮০০) ৯৬৫টি (নয়শত পঁয়ষট্টি) টি পদ।

২। [illegible] ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরের বাজেটের "১৪৩-যুব ও ক্রীড়া [illegible] যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর" খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

৩। এতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

৪। নির্ধারিত জেলা ও থানার তালিকা সংযুক্ত।

আপনার অনুগত,

(মোঃ গোফরান চৌধুরী)
সহকারী সচিব।
ফোনঃ ২৩২৯।

নং- [illegible] তারিখঃ [illegible]

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের [illegible] প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, [illegible], ঢাকা-কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল। [illegible] তারিখের [illegible] প্রেরণ করা হল।

(মোঃ গোফরান চৌধুরী)
সহকারী সচিব।

তারিখঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, [illegible] যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, [illegible], ঢাকা-কে প্রেরণ করা হল। এতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সহকারী সচিব
[illegible] শাখা,
অর্থ মন্ত্রণালয়।

সত্যায়িত

[illegible] তারিখঃ [illegible]

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ-

[illegible] মন্ত্রণালয়, [illegible], ঢাকা।
তাঁর [illegible] তারিখের [illegible] সংখ্যক [illegible] সূত্রে প্রেরণ করা হল।

২। সচিব,
অর্থ মন্ত্রণালয়,
(দৃঃআঃ সিনিয়র সহকারী সচিব,
[illegible] তারিখের [illegible] সংখ্যক [illegible] সূত্রে প্রেরণ করা হল।

- ৩ -

[illegible] বাংলাদেশ [illegible] সার্ভিস কমিশন, [illegible], পুরাতন বিমান বন্দর, ঢাকা।

মহাপরিচালক,
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১০৮, মতিঝিল, ঢাকা।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭। সিনিয়র সহকারী সচিব,
বাজেট-৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।

৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১),
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,

১০। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

১১। থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

সত্যায়িত

(মোঃ গোফরান চৌধুরী)
সহকারী সচিব।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

আত্মকর্মসংস্থান ইউনিট প্রবর্তন

এরপর আসে 'আত্মকর্মসংস্থান ইউনিট প্রবর্তন'। এটিও ছিল একটি প্রকল্প যার নাম ছিল 'প্রতিষ্ঠিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজে সহায়তা দান'। এই প্রকল্পের ১২৬টি পদ নতুন করে রাজস্বখাতে যুক্ত হয়। এখানের ৮টি পদ ছিল প্রধান কার্যালয়ে, ১৬টি জেলা কার্যালয়ে আর বাকি ১০২টি ছিল উপজেলা পর্যায়ে। এগুলো ছিল প্রশাসনিক পদ। এর অফিস আদেশ নিচে উল্লেখ করা হলো–

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওবা অনুবিভাগ
টিও-২।

সম-সও/সওবা/টিও-২(১)/যু-২০/৯৫/২৫ তারিখ: ২৭/৬/১৪০২বাং / ১২/১০/১৯৯৫

বিষয়: "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক প্রকল্পের আত্মকর্মসংস্থান ইউনিটের পূর্বতন (১৯৮৩-৯০) ১২৩ টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রসংগে।

সূত্র: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-যুক্রীম/যুব-২/আর-৫/৯৫-৩২ তাং ২৭/৮-৯৫ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮৩-৯০ইং সন মেয়াদে বাস্তবায়িত "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প ওয়ার্ড সহায়তা" প্রকল্পের নির্বাচিত ৫২টি থানা, ২২টি জেলা ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ২০৯টি পদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ১২৩(একশত তেইশ) টি পদ ০১-৭-৯৫ইং তারিখ হইতে ০৬-৯-৯৫ইং তারিখ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপিত হইয়াছে।

ক্রমিক নং	পদের বিবরণ	পদের সংখ্যা	বেতনস্কেল
ক)	সহকারী পরিচালক	১৭টি (১৬টি জেলা ও ১টি প্রধান কার্যালয়)	২৮৫০-৫১০০/-
খ)	থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৪টি	২১০০-৩৮৫০/-
গ)	উচ্চমান সহকারী	১ টি (প্রধান কার্যালয়)	১০৭০-২৯৭০/-
ঘ)	ক্যাশ কিপার	১ টি (প্রধান কার্যালয়)	১০০০-১৬১০/-
ঙ)	নিম্নমান সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক	৩৪ টি (থানা কার্যালয়)	১২০০-২০৬০/-
চ)	ক্যাশ সরকার/মেশিন অপারেটর	১ টি (প্রধান কার্যালয়)	১০৫০-১৯১০/-
ছ)	বার্তাবাহক	৩৫ টি (৩৪ টি থানা ১টি প্রধান কার্যালয়)	৯০০-১৬০০/-
		মোট= ১২৩টি পদ।	

২। শর্তসমূহ:

ক) এই মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র জারীর তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।
খ) পদগুলিতে "নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা-১৯৯৩" অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে এবং
গ) প্রকল্পের ২টি জীপ ও ১৬টি মটর সাইকেল বিদ্যমান পদগুলোর বিপরীতে সরকারী যানবাহন পুলে জমা দিতে হইবে।

এই বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত একটি সম্মতি পত্রিকা (পাঁচ পৃষ্ঠা) প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণার্থে প্রেরণ করা হইল।

(মোঃ ... উল্লাহ খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-৮৬২২৮

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওবা অনুবিভাগ
টিও-২।

সম-সও/সওবা/টিও-২(২)/যু-২০/৯৫/১৬৬ তারিখ: ৩০-১২-১৪০২বাং / ১৩-৪-৯৬খ্রিঃ

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক প্রকল্পের পল্লী আত্মকর্মসংস্থান ইউনিটের (১৯৮৩-১৯৯০) ২২০টি পদের [illegible] ১২৬টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব।

সূত্র: (১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম-সও/সওবা/টিও-২(২)/যু-২০/৯৫/[illegible] তারিখ ১২/১০/৯৫খ্রি
(২) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-যুক্রীম/যুব-২/আর-৫/৯৫-১৪৭ তাং [illegible]/৪/৯৬খ্রিঃ।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক প্রকল্পের পল্লী আত্মকর্মসংস্থান ইউনিটের (১৯৮৩-১৯৯০) ২০৯টি পদের [illegible] মধ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে সম্মতিকৃত ১২৩টি পদের অতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত ৫টি পদ প্রধান কার্যালয়ের জন্য রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে। এতে প্রধান কার্যালয়ের ১৩-১০-৯২খ্রিঃ তারিখের [illegible] নং স্মারক অনুসারী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা	বেতনস্কেল	প্রশাসনিক পদের নাম
১।	উপ-প্রকল্প পরিচালক (যুবক প্রোগ্রাম-কো-অর্ডিনেটর)	১(এক)টি	৩৭০০-৪৮২৫/-	উপ-পরিচালক (আত্মকর্মসংস্থান) প্রধান কার্যালয়
২।	স্টোরকিপার	১(এক)টি	১৩০০-৩০০০/-	—
৩।	নিম্নমান সহকারী-কাম মুদ্রাক্ষরিক	১(এক)টি	১২০০-২০০০/-	—
৪।	এম,এল,এস,এস	১(এক)টি	৯০০-১৩০০/-	—
৫।	ঝাড়ুদার	১(এক)টি	৯০০-১৬০০/-	—
		মোট= ৫(পাঁচ) টি পদ।		

(মোঃ আলমগীর উল্লাহ খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-৮৬২২৮

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
(দৃঃআঃ জনাব আব্দুল বারী, সহকারী প্রধান)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ
শাখা-৫।

নং-অম/অবি/উঃ ৫/যুব-৯/৯৭/৯৫৭ তাং [illegible]

বিষয়: সমাপ্ত "প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তা দান" শীর্ষক প্রকল্পের পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর সম্পর্কে।

আদিষ্ট হইয়া উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানানো যাইতেছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সমাপ্ত ঘোষিত "প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তা দান" শীর্ষক প্রকল্পের পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, অর্থ বিভাগের স্থায়ী কমিটির সুপারিশের আলোকে উল্লিখিত প্রকল্পটির মোট ১২৬টি (একশত ছাব্বিশ) পদ নিম্নে বর্ণিত শর্তে ১-৭-১৯৯৫ ইং তারিখ হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে সম্মতি প্রদান করা হইল :-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯১ ইং
১।	উপ-পরিচালক (প্রামর্শ ও প্রকাশনা)	০১	৪৮০০-৭২৫০/-
২।	সহকারী পরিচালক	১৭	২৮৫০-৫১৫৫/-
৩।	থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৪	২৩০০-৪৪৮০/-
৪।	ফটোগ্রাফার	০১	১৫৭৫-২৮৭০/-
৫।	উচ্চমান সহকারী	০১	১৫৭৫-২৮৭০/-
৬।	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	৩৫	১২০০-২৩৩৫/-
৭।	গেষ্টেটনার অপারেটর (ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর)	০১	১০৫০-১৯১৫/-
৮।	এম, এল, এস, এস	৩৬	৯০০-১৫৩০/-
		মোট = ১২৬ টি পদ	

শর্তাবলী :-

ক) উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্তির প্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্পের সকল পদ অবলুপ্ত হইবার কারণে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ১২৬টি পদ রাজস্ব বাজেটে সৃজন ও বৎসর ভিত্তিক পদ সংরক্ষণের শর্তে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হইবে। অর্থ বৎসর ভিত্তিক পদ সংরক্ষণের বিষয়টি পর পর ৩ (তিন) টি অর্থ বৎসর মেয়াদ কাল পর্যন্ত চলিবে এবং প্রতি বৎসর পদ সংরক্ষণে অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ হইতে সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। পদ সংরক্ষণের বিষয়টি কেবলমাত্র স্থানান্তরিত এবং কর্মরত পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। কোন শূণ্য পদ সংরক্ষিত হইবে না। পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নূতন কোন সরকারী আদেশ জারী হইলে উহাও এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

খ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এই সমাপ্ত প্রকল্পের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর (৭৪টি পদ) পদের মধ্যে কোন পদ শূণ্য হইলে ঐ শূণ্য পদ পূরণ করা যাইবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে শূণ্য পদ পূরণের প্রয়োজন অনুভব করিলে শূণ্য পদ পূরণের পূর্বেই অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

সত্যায়িত

[illegible]
মোঃ [illegible] আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন),
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

পৃষ্ঠা-২

গ) ১২৬টি পদের বেতন ১৯৯১ ইং সনের জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

ঘ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় পদ সৃজন, বাজেট বরাদ্দ এবং বেতন হার নির্ধারণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বাস্তবায়ন ও বাজেট অনুবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং পদ সৃজন সংক্রান্ত সরকারী আদেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

[illegible] সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর [illegible] মন্ত্রণালয়

স্বাঃ/-
(মোঃ নাছির আহমেদ)
সহকারী সচিব-৫।

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-অম/অবি/উঃ ৫/যুব-৯/৯৭/১ তাং [illegible]

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল :-

১। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অডিট হাউজ, ৪৩, কাকরাইল সড়ক, ঢাকা।
২। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্ম সচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্ম সচিব (বাস্তবায়ন), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ভবন, ১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

সত্যায়িত

[illegible]
[illegible] আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

[illegible]
(মোঃ নাছির আহমেদ)
সহকারী সচিব-৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-যুক্রীম/যুব-২/রাজস্ব-১৭/প্রাযুম/৯৭-৯৯ তারিখ: ০৮-১১-১৪০৪ বাং। / ২২-০৩-১৯৯৮ইং।

প্রেরক : মোঃ মোশাররফ হোসেন,
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,
শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
৩০-পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয় : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "শিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তাদান" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ১২৬ টি পদ বছরওয়ারী ভিত্তিতে রাজস্বখাতে স্থানান্তর পূর্বক পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের আদেশ জারীকরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮০-৯০ মেয়াদে বাস্তবায়িত "শিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তাদান" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ১২৬ (একশত ছাব্বিশ) টি পদ নিম্নোক্ত বণ্টন অনুযায়ী বছর ভিত্তিক সংরক্ষণের ভিত্তিতে ০১-০৭-১৯৯০ইং হতে নিম্নবর্ণিত শর্তে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্য ০১-০৭-৯৯ইং পর্যন্ত সংরক্ষণ সাপেক্ষে সরকার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। পদ সমূহের নাম, বেতনস্কেল ও পদের সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের পদবী	রাজস্বখাতে পরিবর্তিত পদবী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বেতনস্কেল (১৯৯১ এর)	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
ক)	প্রধান কার্যালয় :				
(১)	উপ-প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর)	উপ-পরিচালক (যোগ্য-)	৪৮০০-৭২৫০/-	০১	
(২)	সহকারী পরিচালক	সহকারী পরিচালক	২৮০০-৫১০০/-	০১	
(৩)	উচ্চমান সহকারী	উচ্চমান সহকারী	১৫৭৫-২৮৭০/-	০২	
(৪)	ফটোগ্রাফার	ফটোগ্রাফার	১৫০০-২৯১০/-	০১	
(৫)	মুদ্রাক্ষরিক সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	মুদ্রাক্ষরিক সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১২০০-২৩০০/-	০১	
(৬)	মেকানিক/প্রজেক্টর অপারেটর	মেকানিক/প্রজেক্টর অপারেটর	১৩০০-২২২৫/-	০১	
(৭)	বার্তাবাহক	এম, এল, এস, এস	৯০০-১৫৫০/-	০১	
			মোট-	০৮	
খ)	জেলা কার্যালয় :				
(১)	সহকারী পরিচালক	সহকারী পরিচালক	২৮০০-৫১০০/-	১৬	১৬টি জেলা ১টি
গ)	থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় :				
(১)	থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	২৩০০-৪৮৮০/-	৩৪	বাস্তবায়িত প্রকল্পের ৩৪টি থানা সদরের মধ্যে থানার জন্য পদ।
(২)	মুদ্রাক্ষরিক সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক।	মুদ্রাক্ষরিক সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১২০০-২৩০০/-	৩৪	-ঐ-
(৩)	বার্তাবাহক	এম, এল, এস, এস	৯০০-১৫৫০/-	৩৪	-ঐ-
			মোট-	১০২	

সর্বমোট - ক+খ+গ (০৮+ ১৬ + ১০২) = ১২৬টি পদ।

সত্যায়িত
মোঃ রবিউল আলম

-২-

২। শর্তাবলী :

(১) পদগুলো "শিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তাদান শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের" অবসান দ্বারা পূরণ করতে হবে।

(২) পদসমূহের অর্থ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এম, আর, ও নং-৩০-আইন/৯০/সম/ডিসি-১/এম-৬/৯০, তাং-২৯শে মে'৯০ইং মোতাবেক নিয়মিত করতে হবে।

(৩) পদগুলোর বেতনক্রম কাঠামো বেতনস্কেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগের স্মারক নং-অম/অবি(বাস্তু-২)বেঃনিঃ(যুব ও ক্রীড়া)-৩৪/৯১/১০৩, তাং-০২-১২-৯১ইং অনুযায়ী বেতনস্কেল নির্ধারিত হবে এবং উক্ত শর্তাবলী নিয়োগ বিধিতে প্রতিফলিত হতে হবে।

(৪) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবকাঠামোর আওতাভুক্ত পদসমূহের পুনর্বিন্যাস করা হলে বর্ণিত ১২৬ (একশত ছাব্বিশ) টি পদ উক্ত পুনর্বিন্যাসের আওতাভুক্ত হবে।

(৫) উল্লেখিত ১২৬ টি (একশত ছাব্বিশ) পদ অস্থায়ীভাবে বছর ওয়ারী নবায়নের ভিত্তিতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হবে।

(৬) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মূল সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের প্রয়োজন পড়লে বিধি উহা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(৭) উল্লেখিত ১২৬ (একশত ছাব্বিশ) টি পদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৮) বর্ণিত ১২৬ (একশত ছাব্বিশ) টি পদে প্রকল্পের বেতনস্কেলের অতিরিক্ত অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বেতনস্কেল হতে অন্য/বেশী হয়ে থাকলে উহা ০১-০৭-৯০ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং অতিরিক্ত বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করে থাকলে উহা সমন্বয় করতে হবে।

(৯) উল্লেখিত ১২৬ (একশত ছাব্বিশ) টি পদের মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কোন পদশূন্য হলে উহা সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে পূরণ করতে হবে।

(১০) উল্লেখিত পদসমূহের বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যান্য অনুন্নয়ন ব্যয় ৪৫০০/৪৬০০/৪৭০০ খাত থেকে মিটানো হবে।

৩। এ ব্যাপারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/সওব্য/টিম-২(২)/২যু-২০/৯০/১৫, তারিখ-১২-১০-৯০ইং ও স্মারক নং-সম/সওব্য/টিম-২(২)/২যু-২০/৯৫/৩৫, তারিখ-১০-৮-[illegible] এবং অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/উঃ-৫/যুব-২/৯৭/১৫৭, তাং-৬-১১-৯৭ইং, স্মারক নং অম/অবি(বাস্তু-২)বেঃনিঃ(যুব ও ক্রীড়া)-৩৪/৯৮/১৩৫, তাং-২-১১-৯৮ইং ও অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি(বাস্তু-২)/যুব-৭/৮৭/[illegible] উক্ত বিভাগের সম্মতিক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

সত্যায়িত
মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

- ৩ -

নং-যুক্রীম/যুব-২/আত্ম কর্ম-১৭/রাজস্ব/৯৭-৯৯   তারিখঃ ০৮-১২-১৪০৫ বাং। ২২-০৩-১৯৯৯ইং।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২ (দুই) প্রস্থ অনুলিপি সিনিয়র সহকারী সচিব, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, শাখা-৩, অর্থ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হলো। একটি কপি পৃষ্ঠাংকন পূর্বক প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৩৫-পুরানা পল্টন, ঢাকা বরাবরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

নং-   তারিখঃ

অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৩৫-পুরানা পল্টন, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হলো। এ আদেশে অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের সম্মতি আছে।

(আবদুল বারী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ-৩
অর্থ বিভাগ।

নং-যুক্রীম/যুব-২/আত্ম কর্ম-১৭/রাজস্ব/৯৭-৯৯   তারিখঃ ২২-০৩-৯৯ ইং।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :-

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পুরাতন বিমান বন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা
২। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, মন্ত্রি-পরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
৪। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। মহা-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ভবন, ঢাকা।
৬। পরিচালক, (প্রশাসন/বাস্তবায়ন/পরিকল্পনা)/প্রকল্প পরিচালক (যুব প্রশিঃ ও আত্মকর্ম), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ভবন, ঢাকা।
৭। উপ-সচিব (যুব), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা/উপ-প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢা
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১), সিনিয়র সহকারী প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
৯। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (উন্নয়ন-৫)/ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৩/বাস্তবায়ন-২/বা অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

নং-যুক্রীম/যুব-২/আত্ম কর্ম-১৭/রাজস্ব/৯৭-৯৯   তারিখঃ ২২-০৩-১৯৯৯ইং।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :-

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সত্যায়িত
মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রথম প্রকল্প বাস্তবায়ন হয় 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' নামে, ১৯৯১-১৯৯৫ এই ৫ বছর মেয়াদে। এই প্রকল্পের অধীন ২৩১টি পদ ছিল। এখানে ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আর এর অধীনে ১৩টি পদ ছিল প্রধান কার্যালয়ে। প্রথম 'সাভার, ঢাকা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' দিয়ে এটি শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীন ১০টি জেলা (ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, ফেনী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, যশোর, চট্টগ্রাম) ছিল। এই প্রকল্পের ২৩১ জন জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয় ১৯৯৫ সালে। ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সৃষ্টির অফিস আদেশ নিম্নরূপঃ

(একই নম্বর ও তারিখের পত্রের প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওবা অনুবিভাগ
টিএ-২।

নং-সম/সওবা/টিএ-১(২)/২এ-৮৭/৯২/১১৭   তারিখঃ ২৬/৮/১৪০২বাং / ১০/১২/৯৫খ্রিঃ

বিষয়ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পে নিয়োজিত ২৭০টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-যুক্রীম/পরি/প্রকে-রাজস্ব/০৫/৯৪/৩১১তাং ২১/১২/৯৪খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের নিয়োজিত ২৭০টি পদ ০১-৭-৯০খ্রিঃ হইতে ৩০-৬-৯৫খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত এবং প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সকল আসবাবপত্র, যানবাহন (১টি কার ব্যতীত) ও অফিস সরঞ্জামাদি রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রহিয়াছে। অত্র ইহাতে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের ১০/১০/৯২খ্রিঃ তারিখের ৫১'১১০'২'৩'১'৯২'(৫০০) নং স্মারক অনুসরণীয় এবং প্রকল্পের ১টি কার বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সরকারী যানবাহন পুলে জমা দিতে হইবে।

ক। সদর দপ্তর

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা	বেতনক্রম	পদবী/পুনঃনির্ধারিত পদবী
১।	প্রকল্প পরিচালক	১	৬৩০০-৮০৫০/-	পরিচালক (যুব প্রশিক্ষণ-১)
২।	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১	৪৮০০-৭২৫০/-	উপ-পরিচালক (যুব প্রশি
৩।	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	১	২৮৫০-৫১০০/-	সহকারী পরিচালক (যুব প্র
৪।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	২৮৫০-৫১০০/-	—
৫।	সহকারী প্রকৌশলী	১	২৮৫০-৫১০০/-	—
৬।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১	১৭২৫-৩৭২৫/-	—
৭।	প্রধান সহকারী	১	১৫০০-৩৪০০/-	—
৮।	স্টেনোগ্রাফার	১	১৪৫০-৩১৫০/-	—
	১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র			
৯।	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	১০	৪৮০০-৭২৫০/-	কো-অর্ডিনেটর
১০।	ডেপুটি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	১০	৩৮০০-৬৩০০/-	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর
১১।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (গবাদি পশু) (৩টি সাভার ও ১৬টি অন্যান্য কেন্দ্রের জন্য)	১৯	২৮৫০-৫১০০/-	সিনিয়র প্রশিক্ষক (গবাদি

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মোঃ রবিউল আলম

-২-

১২।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (মৎস্য)	১০	২৮৫০-৫১০০/-	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)
১৩।	ইন্সট্রাক্টর (গবাদি পশু)	২১	২৩০০-৪৪৮০/-	প্রশিক্ষক (পশু পালন)
	(৩টি সাভার, ১৮টি অন্যান্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য)			
১৪।	ইন্সট্রাক্টর (মৎস্য)	১০	২৩০০-৪৪৮০/-	প্রশিক্ষক (মৎস্য)
১৫।	সহকারী প্রশিক্ষক (গবাদি পশু)	২১	১৫৫০-৩৪০০/-	প্রদর্শক
১৬।	প্রধান সহকারী কাম- হিসাব রক্ষক	১০	১৫৫০-৩৪০০/-	—
১৭।	ইলেকট্রিশিয়ান-কাম-পাম্প অপারেটর	১০	১৩৭৫-২৮৭০/-	—
১৮।	গাড়ী চালক	১০	১৩০০-২৬১০/-	—
১৯।	নিম্নমান সহকারী কাম- মুদ্রাক্ষরিক	১২	১২০০-২৩০০/-	—
	(২টি সদর, ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য)			
২০।	ক্যাশিয়ার	১০	১২০০-২৩০০/-	—
২১।	মৎস্য সহকারী	১০	১০৫০-১৭৫০/-	—
২২।	বাবুর্চি	১১	৯৭৫-১৭৫০/-	—
	(২টি সাভার, ৯টি অন্যান্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য)			
২৩।	বার্তাবাহক	২৩	৯০০-১৫৩০/-	এম,এল,এস,এস,
	(৩টি সদর, ২০টি অন্যান্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য)			
২৪।	কিচেন কাম- ডাইনিং এটেনডেন্ট	২১	৯০০-১৫৩০/-	বেয়ারার
	(৩টি সাভার, ১৮টি অন্যান্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য)			
২৫।	দারোয়ান	২১	৯০০-১৫৩০/-	ফরাশ-কাম-নৈশ প্রহরী
	(১টি সদর, ২টি সাভার, ১৮টি অন্যান্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য)			
২৬।	ঝাড়ুদার	১১	৯০০-১৫৩০/-	—
২৭।	পোল্ট্রি এন্ড ক্যাটল এটেনডেন্ট	১০	৯০০-১৫৩০/-	—

সর্বমোট=২৭০টি পদ
(৮৮টি কর্মকর্তা ও ১৮২টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য)

২। উল্লেখ্য, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ইতোপূর্বে অত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্প্রতিকৃত পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচী)-এর পদটি পরিচালক (দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচী) নামকরণে অত্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রহিয়াছে।

(মোঃ আমিন উল্লাহ, খান)
সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার
ফোনঃ-৮৩২২৮

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
(দৃঃআঃ জনাব এম,এ, মান্নান,
সহকারী প্রধান)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন শাখা-৫

নং অম/অবি/উঃ-৫/যুঃ ক্রীঃ-৩৩/৯৪-৭২ তারিখঃ- ২৮/৭/৯৬

বিষয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রসঙ্গে।

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবসূত্রে উপরোক্ত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রসঙ্গে, অর্থ বিভাগের স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনান্তে প্রকল্পের ২৭০ (দুইশত সত্তর) টি পদ নকরওয়ারী সংরক্ষণের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে নিম্নবর্ণিত শর্তে ০১-০৭-১৯৯৬ ইং তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের সম্মতি প্রদান করা হল :-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১।	পরিচালক (যুব প্রশিক্ষণ)	১ (এক)
২।	উপ-পরিচালক (যুব প্রশিক্ষণ)	১ (এক)
৩।	সহকারী পরিচালক (যুব প্রশিক্ষণ)	১ (এক)
৪।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)
৫।	সহকারী প্রকৌশলী	১ (এক)
৬।	উপ সহকারী প্রকৌশলী	১ (এক)
৭।	প্রধান সহকারী	১ (এক)
৮।	স্টেনোগ্রাফার	১ (এক)
৯।	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	২ (দুই)
১০।	এম,এল,এস,এস	৩ (তিন)
১১।	ফরাশ কাম নৈশ প্রহরী	১ (এক)
১২।	ঝাড়ুদার	১ (এক)
	১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :	
১৩।	কো-অর্ডিনেটর	১০ (দশ)
১৪।	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	১০ (দশ)
১৫।	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন)	২১ (একুশ)
১৬।	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	১০ (দশ)
১৭।	প্রশিক্ষক (পশুপালন)	২১ (একুশ)
১৮।	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	১০ (দশ)
১৯।	প্রদর্শক	২১ (একুশ)
২০।	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১০ (দশ)
২১।	ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর	১০ (দশ)
২২।	গাড়ীচালক	১০ (দশ)
২৩।	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	১০ (দশ)
২৪।	ক্যাশিয়ার	১০ (দশ)
২৫।	মৎস্য সহকারী	১০ (দশ)
২৬।	বাবুর্চি	১১ (এগার)
২৭।	এম,এল,এস,এস	২০ (বিশ)
২৮।	বেয়ারার	২১ (একুশ)
২৯।	ফরাশ কাম নৈশ প্রহরী	২০ (বিশ)
৩০।	ঝাড়ুদার	১০ (দশ)
৩১।	পোল্ট্রি এন্ড ক্যাটল এটেনডেন্ট	১০ (দশ)
	মোট=	২৭০ (দুইশত সত্তর) টি

সত্যায়িত
মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)

শর্তাবলী ঃ

(ক) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ইতিপূর্বে তাদের আওতায় নিয়োজিত এ কম. কর্মসূচীর আওতায় পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচী) এর যে পদটি সৃষ্টি করেছে উক্ত পদটি [illegible] সংশোধনপূর্বক পরিচালক, (যোজিত নিয়োগ ও ঋণ কর্মসূচী) এর [illegible] জারী করতে হবে এবং এরূপভাবে একটি উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের পদটি [illegible] করতে হবে।

(খ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামে এ পদগুলি অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করবে।

(গ) সকল পদের বেতনক্রম জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(ঘ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় পদ সৃজন; বাজেট বরাদ্দ ও বেতনক্রম নির্ধারণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে যথাযথভাবে অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বাজেট ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে এবং পদ সৃজন সংক্রান্ত সরকারী আদেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

(ঙ) যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সরকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করতে হবে। [illegible] সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(চ) সরকার যে কোন সময় এ পদগুলোর প্রয়োজনীয়তা রিভিউ করতে পারবে।

(মোঃ সাখিরল আহসান)
সহকারী সচিব (উন্নয়ন-৩)

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-অম/অবি/উঃ ৫/যুঃ ক্রীঃ-৩৫/৯৪- ১২/১(৬)   তারিখ: ২৮/১২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল :-

১। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম সচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্ম সচিব (বাস্তবায়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"এর, আদিব"   সত্যায়িত

(মোঃ সাখিরল আহসান)
সহকারী সচিব (উন্নয়ন-৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং [illegible]/যুক্রী-প্রশা/৫৫/৯৩-২   তারিখ ঃ ০৭-০৮

প্রেরক ঃ [illegible]
সহকারী সচিব

প্রাপক ঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার
শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৫৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয় ঃ "যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ২৩১টি (দুইশত একত্রিশ) পদ অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর প্রসঙ্গে,

উপরোক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন "যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ২৩১ (দুইশত একত্রিশ) টি পদ অস্থায়ী ভিত্তিতে ০১-০৭-৯৫ ইং তারিখ হইতে নিম্নোক্ত শর্তে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে ৩০-৬-৯৬ ইং পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হইয়াছে। পদের নাম, পদ সমূহের বেতন স্কেল ও পদের সংখ্যার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :-

ক্রমিক নং	প্রকল্পের পদবী	রাজস্ব খাতে পরিবর্তিত পদবী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বেতনক্রম	সংখ্যা	
(ক)	প্রকল্প কার্যালয়				
(১)	প্রকল্প পরিচালক	পরিচালক(যুব প্রশিক্ষণ)	৬৩০০-৮০০০/-	০১	
(২)	উপ-প্রকল্প পরিচালক	উপ-পরিচালক(যুব প্রশিক্ষণ)	৪৮০০-৭২৫০/-	০১	
(৩)	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	সহকারী পরিচালক(যুব প্রশিক্ষণ)	৩৮৭০-৫১৫৫/-	০১	
(৪)	হিসাব রক্ষণ অফিসার	হিসাব রক্ষণ অফিসার	২৮৫০-৫১৫৫/-	০১	
(৫)	সহকারী প্রকৌশলী	সহকারী প্রকৌশলী	২৮৫০-৫১৫৫/-	০১	
(৬)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৩০০-৪৪৮০/-	০১	
(৭)	প্রধান সহকারী	প্রধান সহকারী	১৪৫৫-৩১৫০/-	০১	
(৮)	স্টেনোগ্রাফার	স্টেনোগ্রাফার	১৪৭৫-৩১৫০/-	০১	
(৯)	নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক (অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক)	১২০০-২৫৩৫/-	০২	
(১০)	বার্তাবাহক	এম,এল,এস,এস	৯০০-১৫৩০/-	০২	
(১১)	ঝাড়ুদার	ঝাড়ুদার	৯০০-১৫৩০/-	০১	
			মোট =	১৩	
(খ)	১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ (সাভার(ঢাকা), সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, ফেনী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, যশোর ও চট্টগ্রাম)				
(১)	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	কো-অর্ডিনেটর	৪৮০০-৭২৫০/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে ১টি
(২)	ডেপুটি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	৪৩০০-৬৩০০/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে ১টি ঃ
(৩)	সিনিয়র প্রশিক্ষক(গবাদিপশু)	সিনিয়র প্রশিক্ষক(পশুপালন)	২৮৫০-৫১৫৫/-	১৯	মোট পদের সংখ্যা সাভার -৩টি, বগুড় চট্টগ্রাম-১টি, এবং কেন্দ্রে ২টি করিয়া
(৪)	সিনিয়র প্রশিক্ষক(মৎস্য)	সিনিয়র প্রশিক্ষক(মৎস্য)	২৮৫০-৫১৫৫/-	০৬	মোট পদের সংখ্যা- রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম কেন্দ্র ব্যতীত কেন্দ্রে ১টি করিয়া
(৫)	প্রশিক্ষক(গবাদিপশু)	প্রশিক্ষক(পশুপালন)	২৩০০-৪৪৮০/-	২১	মোট পদের সংখ্যা- সাভার-৩টি এবং [illegible]
(৬)	প্রশিক্ষক(মৎস্য)	প্রশিক্ষক(মৎস্য)	২৩০০-[illegible]	[illegible]	[illegible]

সত্যায়িত

(মোঃ ফরিদউল আলম)
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সত্যায়িত

(সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

			১৪৭৫-৩১৫০/-	২১	
(৮)	প্রধান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক	প্রধান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক	১৪৭৫-৩১৫০/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে
(৯)	নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক (অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক)	১২০০-২৩৩৫/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে
(১০)	ক্যাশিয়ার	ক্যাশিয়ার	১২০০-২৩৩৫/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে ১টি
(১১)	গাড়ীচালক	গাড়ীচালক	১৩০০-২৬১৫/- (ভারী) ১২০০-২৩৩৫/- (হালকা)	১০	প্রতি কেন্দ্রে ১টি
(১২)	ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	১০৫০-১৯১৫/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে ১টি
(১৪)	মৎস্য সহকারী	মৎস্য সহকারী	১০৫০-১৯১৫/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে ১টি
(১৫)	কুক(বাবুর্চী)	বাবুর্চী	৯৭৫-১৭৫০/-	১১	মোট পদের সংখ্যা. সাভার-২টি এবং অ কেন্দ্রে ১টি করিয়া
(১৬)	কিচেন কাম-ডাইনিং রুম এটেনডেন্ট	বেয়ারার	৯০০-১৫৩০/-	২১	মোট পদের সংখ্যা. সাভার-৩টি এবং অ কেন্দ্রে ২টি করিয়া
(১৭)	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এটেনডেন্ট	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এটেনডেন্ট	৯০০-১৫৩০/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে ১টি
(১৮)	বার্তাবাহক	এম,এল,এস,এস,	৯০০-১৫৩০/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে ১টি
(১৯)	দারোয়ান	ফরাশ কাম নৈশ প্রহরী	৯০০-১৫৩০/-	১০	প্রতি কেন্দ্রে ১টি
			মোট =	২১৮	
			সর্বমোট(১৩+২১৮) =	২৩১(দুইশত একত্রিশ)টি প	

শর্তাবলী

১। পদগুলি যুব/৯২ এর পূর্বে প্রকল্পের জনবল দ্বারা পূরণকৃত হইতে হইবে।

২) পদসমূহের জনবল-সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-এসআর ও নং-৬৫-আইন/৯৫/সম/বিধি-১/এস-৬/৯৪ তারিখ ২রা মে'১৯৯৫ ইং মোতাবেক করিতে হইবে।

৩। পদগুলির বেতনক্রম জাতীয় বেতনক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে এবং সে অনুযায়ী বেতন স্কেল নির্ধারিত হইবে।

৪) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবকাঠামোর আওতাভুক্ত পদ সমূহের পুনর্বিন্যাস করা হইলে আলোচ্য প্রকল্পের/প্রতিষ্ঠানের জনবল সমূহ সেই পুনর্বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫) উল্লেখিত ২৩১টি পদ অস্থায়ী ভাবে বৎসরওয়ারী নবায়নের ভিত্তিতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হইবে।

৬। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মূল সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের প্রয়োজন পড়িবে বিধায় উহা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৭। উল্লেখিত ২৩১টি পদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৮) পিসি অনুযায়ী যে সকল পদের বেতন স্কেল অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন উইং কর্তৃক ভেটিং এ কমবেশী করা হইয়াছে উহা ০১-০৭-৯৫ ইং তা হইতে কার্যকর হইবে এবং উচ্চতর স্কেলে অতিরিক্ত আহরিত বেতন ভাতাদি সমন্বয় করিতে হইবে।

৯) শর্ত থাকে যে,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদ ভবিষ্যতে শূন্য হইলে উহা সংস্থাপন ও অর্থ বিভাগের সম্মতি ছাড়া পূরণ করা যাইবে না।

১০। উল্লেখিত পদসমূহের বেতনভাতাদি বাবদ ব্যয় ১৪৩(ক)যুব ও ক্রীড়া বিষয়াবলী-৩-যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট থেকে মিটানো হইবে।

১১। এই আদেশ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের-১০-১২-৯৬ ইং তারিখের স্মারক নং-সম/সওবা/টিম-২(২)২য়-১৭/৯২-১১৭ এবং অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবি ২-১২-৯৭ ইং তারিখের নথির উদ্ধৃতাংশে নং-অম/অবি/বা-উ/১ই-১৪৩(ক)/৮/৯৬, উন্নয়ন অনুবিভাগের ২৮-০১-৯৬ ইং তারিখের স্মারক নং-অম/অ ৫/ যুক্রীঃ ৩৫/৯৪-১২ বাস্তবায়ন অনুবিভাগের নথির উদ্ধৃতাংশে নথি নং-অম/অবি(বাঃ২)/বেঃনোঃনিঃ-১২/৯৬ এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের নথি উদ্ধৃতাংশ অম/অবি(ব্যঃনিঃ-৩)যুক্রীম১/৯৬ এর সম্মতিক্রমে জারী করা হইল।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ আবদুল মান্নান)
সহকারী প্রধান।

নং-যুক্রীম/পরি/যুকে-রাজস্ব/৫৫/৯৪-২

তারিখ :- ০৭-০১-৯৮
২৪-৯-১৪০৪

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুই কপি সিনিয়র সহকারী সচিব,ব্যয় নিয়ন্ত্রণ উইং-৩,অর্থ বিভাগের বরাবরে প্রেরণ করা হইল। ইহার একটি কপি হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,শিক্ষা,সংস্কৃতি,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,৪৫,পুরানা পল্টন,ঢাকা এর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

(মোঃ আবদুল মান্নান)
সহকারী প্রধান।

নং- অম/অবি/(ব্যঃ নিঃ-৩)/যুক্রীম-১/২১৪-৯৭

তারিখঃ- ২.২.৯৮

অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,শিক্ষা,সংস্কৃতি,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,৪৫,পুরানা পল্টন,ঢাকা এর ন হইল। এই আদেশে অর্থ বিভাগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ উইং এর সম্মতি আছে।

(রুকনুদ্দিন আহমদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ-৩
অর্থ বিভাগ।

নং-যুক্রীম/পরি/যুকে-রাজস্ব/৫৫/৯৪-২

তারিখ :- ০৭-০১-১৯৯৮
২৪-৯-১৪০৪

অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :-

১। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২। সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন,পুরাতন বিমান বন্দর,ঢাকা
৩। মহাপরিচালক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা। রাজস্ব বাজেটে অস্থায়ী ভাবে স্থানান্তরিত উল্লেখিত ২৩১টি পদের বেতন-ভাতাদি সংশ্লিষ্ট প্রতি নির্ধারিত বাজেট হইতে মিটাইতে হইবে। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইল।
৪। উপ-সচিব (যুব),যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৫। পরিচালক(প্রশাসন/বাস্তবায়ন/পরিকল্পনা),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
৬। প্রকল্প পরিচালক,সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
৭। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব(যুব-১)/(যুব-২), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (উন্নয়ন-৫)/(ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৩)/(বাস্তবায়ন-২)/(বাজেট-৫),অর্থ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
৯। প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর,যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার,ঢাকা/সিলেট/রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল/ফেনী/বগুড়া/ময়মনসিংহ/যশোর/চট্টগ্রাম।
১০। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,সিলেট/রাজশাহী/রংপুর/ময়মনসিংহ/বগুড়া/যশোর/চট্টগ্রাম।
১১। থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,সাভার,ঢাকা/বাকেরগঞ্জ,বরিশাল/পরশুরাম,ফেনী।
১২। হিসাব রক্ষক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।

(মোঃ আবদুল মান্নান)
সহকারী প্রধান

নং-যুক্রীম/পরি/যুকে-রাজস্ব/৫৫/৯৪-২

তারিখ :- ০৭-০১-১৯৯৮ ইং
২৪-৯-১৪০৪ বাং

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল :

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
২। যুগ্ম সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
৩। উপ-প্রধান,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)

(সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মোঃ আবদুল মান্নান)
সহকারী প্রধান

পরে আরও ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সৃষ্টি করা হয়। সেগুলো হলো : বান্দরবান, কুমিল্লা, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ঠাকুরগাঁও, ঝালকাঠি, বাগেরহাট ও জামালপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানেও পদ সংখ্যা ছিল ২৩১টি। ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সৃষ্টির অফিস আদেশ নিম্নরূপঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওব্য অনুবিভাগ
টিম-২(২)

নং-সম/সওব্য/টিম-২(২)-২৭-২৫/০০-৭৬৪ তারিখঃ ১৭ পৌষ, ১৪১০ / ৩১ ডিসেম্বর, ২০০০

বিষয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ''এগারটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্র সমূহের উন্নয়ন ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ'' শীর্ষক প্রকল্পের পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর।

সূত্রঃ সম/সওব্য/টিম-২(২)-২৭-২৫/০৩-১৬৩ তাং- ১৮ কার্তিক, ১৪১০ / ০২ নভেম্বর, ২০০৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের অনুবৃত্তিক্রমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন "এগারটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্র সমূহের উন্নয়ন ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের বান্দরবান, কুড়িগ্রাম, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ঠাকুরগাঁও, ঝালকাঠি, বাগেরহাট ও জামালপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটির জন্য আরও ৭টি করে ১১×৭=৭৭টি এবং প্রধান কার্যালয়ের গাড়ীচালক এর ০১টি সহ সর্বমোট ৭৮টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে নির্দেশক্রমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	শ্রেণি অনুসারে পদ নাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ নাম	পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল
১।	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	১	৬১৫০-৯৭৫০/-
২।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর(পশুপালন)	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর(পশুপালন)	১	৪৩০০-৭৭৪০/-
৩।	ইন্সট্রাক্টর(পশুপালন)	ইন্সট্রাক্টর(পশুপালন)	২	৩৪০০-৬৬২৫/-
৪।	ইন্সট্রাক্টর(মৎস্য)	ইন্সট্রাক্টর(মৎস্য)	১	৩৪০০-৬৬২৫/-
৫।	কিচেন কাম-ডাইনিং রুম এটেনডেন্ট	কিচেন কাম-ডাইনিং রুম এটেনডেন্ট	১	কাজ নেই মজুরী নেই
৬।	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এটেনডেন্ট	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এটেনডেন্ট	১	কাজ নেই মজুরী নেই
৭।	গাড়ীচালক	গাড়ীচালক	১	১৯৭৫-৩৯২০/-
		সর্বমোট(১১টি কেন্দ্র ×৭+১)	=৭৮টি	

২। প্রকল্পের একটি জীপ গাড়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে।

৪। আলোচ্য প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে সম্মতিপ্রদানকৃত যেসব পদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিতে নেই সেগুলো নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩১/১২/২০০৩
(মোঃ শওকত ওসমান)
সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার
ফোনঃ ৯৫৫০৯৬১।

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
দৃঃ আঃ (জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান-ফারুকী, সিনিয়র সহকারী সচিব, যুব-২ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোঃ রবিউল আলম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওব্য অনুবিভাগ
টিম-২(২)

সং-সম/সওব্য/টিম-২(২)-২৭-২৫/০৩- ৭১৭৪ তারিখঃ ১৮ কার্তিক, ১৪১০ / ০২ নভেম্বর, ২০০৩

বিষয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "এগারটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর।

সূত্রঃ যুক্রীম/যুব-২/১১টি যুপ্রকে-৮৫/রাজস্ব বাজেট/২০০৩-৪৩৫, তারিখ ঃ ০১-০৯-২০০৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "এগারটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রতিটির জন্য (বান্দরবান, কুড়িগ্রাম, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া ঠাকুরগাঁও, ঝালকাঠি, বাগেরহাট ও জামালপুর) ১৪টি করে সর্বমোট ১৪×১১=১৫৪টি পদ নিম্নরূপভাবে অস্থায়ীভিত্তিতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল ঃ

ক্রমিক নং	শ্রেণি অনুসারে পদ নাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা.	বেতন স্কেল
১.	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (পশুপালন)	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (পশুপালন)	০১ (এক) টি	৪৩০০-৭৭৪০/-
২.	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (মৎস্য)	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (মৎস্য)	০১ (এক) টি	৪৩০০-৭৭৪০/-
৩	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০১ (এক) টি	৪৩০০-৭৭৪০/-
৪.	প্রধান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক	প্রধান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক	০১ (এক) টি	২৩৭৫-৪৮০০/-
৫	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	০১ (এক) টি	২১০০-৪০১৫/-
৬.	গাড়ীচালক	গাড়ীচালক	০১ (এক) টি	১৯৭৫-৩৯২০/-
৭.	সিনিয়র সহকারী/কাম্পিউটার অপারেটর	অফিস সহকারী/কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১ (এক) টি	১৮৭৫-৩৬০৫/-
৮	অফিস সহকারী	অফিস সহকারী	০১ (এক) টি	কাজ নেই মজুরী নেই
৯.	বাবুর্চী	বাবুর্চী	০১ (এক) টি	"
১০.	কিচেন কাম ডাইনিং রুম এটেনডেন্ট	কিচেন কাম ডাইনিং রুম এটেনডেন্ট	০২ (দুই) টি	"
১১.	মালিরাহক	মালিরাহক	০১ (এক) টি	"
১২.	দারোয়ান	দারোয়ান	০১ (এক) টি	"
১৩.	ঝাড়ুদার	ঝাড়ুদার	০১ (এক) টি	"
	১১টি কেন্দ্রে = ১৪×১১=		১৫৪ টি	

২। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ১টি করে (১×১১)=১১টি মাইক্রোবাস, ১টি করে (১×১১)=১১টি ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ১টি করে (১×১১)=১১টি ইনকিউবেটর, ২টি করে (২×১১)=২২টি কম্পিউটার, এবং ১টি করে (১×১১)=১১টি রেফ্রিজারেটর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হল।

৩। এতে অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণসহ অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

৪। আলোচ্য প্রকল্প থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সম্মতিপ্রদানকৃত যেসব পদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিতে নেই সেগুলো নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(মোঃ শওকত ওসমান)
সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার
ফোন ঃ ৯৫৫ ০৯৬১

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
দৃঃ আঃ জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী, সিনিয়র সহকারী সচিব, যুব-২ শাখা,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-১১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-অম/অবি/বা-১১/৫-প্র/যুব-(২)/০৫/ তারিখ: ১৪ জুন ২০০৬/ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

বিষয়: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন "১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ২৩১টি পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন "১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ২৩১টি পদ বর্ণিত শর্তানুযায়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুকূলে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে সরকারের সিদ্ধান্ত নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম ও বেতন স্কেল ২০০৫	স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত পদ	মন্তব্য
১।	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, ৬১৫০-৯৭৫০/-	১১	
২।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (পশু পালন), ৪৩০০-৭৭৪০/-	২২	
৩।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (মৎস্য), ৪৩০০-৭৭৪০/-	১১	
৪।	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ৪৩০০-৭৭৪০/-	১১	
৫।	ইন্সট্রাক্টর (পশু পালন), ৩৪০০-৬৬২৫/-	২২	
৬।	ইন্সট্রাক্টর (মৎস্য), ৩৪০০-৬৬২৫/-	১১	
৭।	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক, ২২৫০-৪৭৩০/-	১১	
৮।	ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর, ১৮৭৫-৩৬০০/-	১১	
৯।	গাড়ী চালক, ১৯৭৫-৩৯২০/-	১১	গাড়ী পুলে সমর্পণ এবং টিওএন্ডইভুক্তকরণ সাপেক্ষে
১০।	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, ১৮৭৫-৩৬০০/-	১১	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে
১১।	মৎস্য সহকারী, ১৬২৫-২৯০০/-	১১	
১২।	বাবুর্চী, ১৫৬০-২৬৯৫/-	১১	
১৩।	কিচেন কাম-ডাইনিং রুম এটেনডেন্ট, ১৫০০-২৪০০/-	৩৩	
১৪।	বার্তা বাহক, ১৫০০-২৪০০/-	১১	
১৫।	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এটেনডেন্ট, ১৫০০-২৪০০/-	১১	
১৬।	দারোয়ান, ১৫০০-২৪০০/-	১১	
১৭।	ঝাড়ুদার, ১৫০০-২৪০০/-	১১	
	সর্বমোট =	২৩১	

২. উপর্যুক্ত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বমোট ২৩১(দুইশ-একত্রিশ)টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে:

ক. স্থানান্তরিত সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে "উন্নয়ন প্রকল্প হতে পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫" (এসআরও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এস-৯/২০০০ তারিখ ২০-৬-২০০৫) এর ৪নং ধারার বিধানাবলীসহ প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

খ. উপরে সুপারিশকৃত পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং উপরে বর্ণিত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদসমূহ স্বস্ব সংযোজনের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প সমাপ্তির পর দিন হতে অর্থাৎ ০১-০৭-২০০৩ তারিখে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর/সৃজন/বহাল পদ সংরক্ষণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩.৫.২০০৩ তারিখের মপবি/ক:বি:শা:/কপম-১১/২০০১/১১১নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

গ. রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য সুপারিশকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের পদসমূহের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ থেকে ভেটিং/অনুমোদন গ্রহণ করা না হয়ে থাকলে তা গ্রহণ করতে হবে;

ঘ. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীতব্য প্রশাসনিক আদেশ অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন করাতে হবে;

ঙ. প্রকল্পের যানবাহন ইতোমধ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুলে সমর্পণ করা না হলে অবিলম্বে তা সমর্পণ করতে হবে। গাড়ী/যানবাহন পরিবহন পুলে সমর্পণ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী টিওএন্ডইভুক্তকরণ সাপেক্ষে গাড়ী চালকের ১১টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করতে হবে;

চ. রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদসমূহে অব্যাহতভাবে কর্মরত নয় এমন কোন জনবল নিয়মিতকরণ করা যাবে না এবং শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

সত্যায়িত
মোঃ রবিউল আলম
পরিচালক (প্রশাসন)

স্বাঃ—
(মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
☎: ৯৫৫৭৫৫৬

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

পূর্ব পৃষ্ঠার পর

নং-অম/অবি/বা-১১/৫-প্র/যুব-(২)/০৫/ ৮২৯ তারিখ: ১৪ জুন ২০০৬/ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ, ৪ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা
২। সচিব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (ব্যাংকিং), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৬। যুগ্ম সচিব (বাস্তবায়ন ও প্রবিধি), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭। যুগ্ম সচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
অর্থ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। অফিস কপি

সত্যায়িত
মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা

১৪/০৬/০৬
(মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

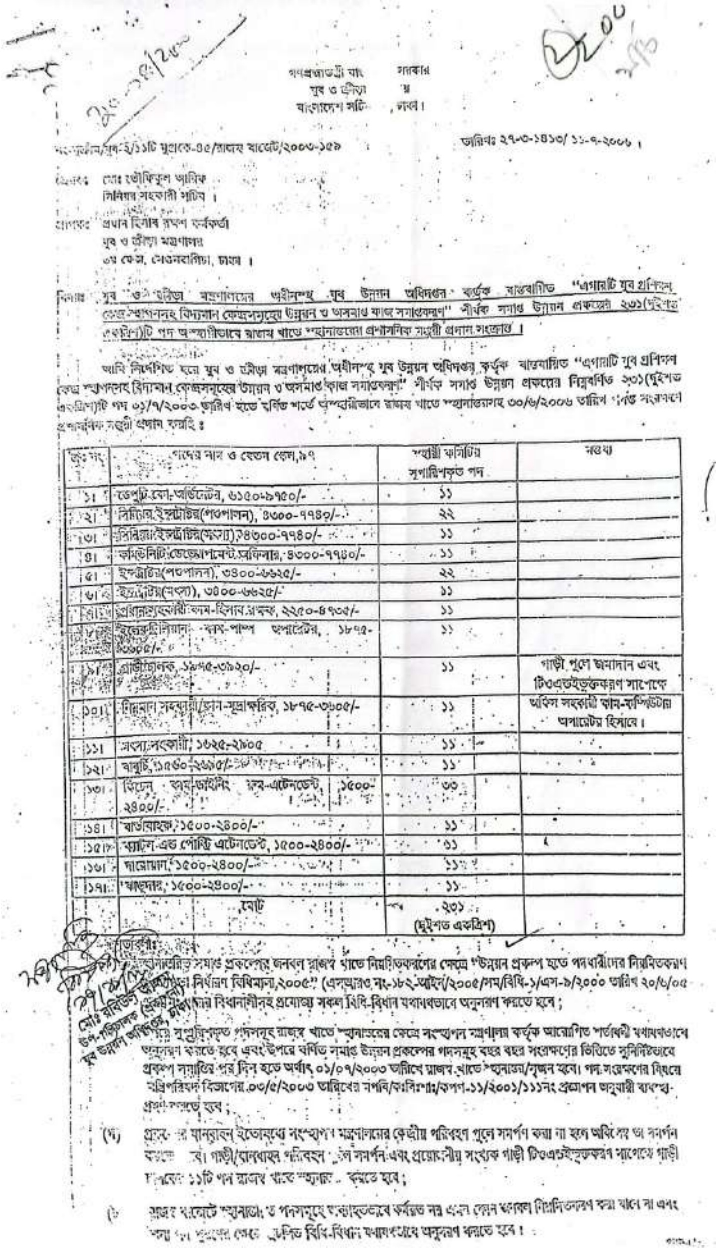

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-যুক্রীম/যুব-২/১১টি যুপ্রকে-৩৫/রাজস্ব বাজেট/২০০৩-১৫৭

তারিখঃ ২৭-৩-১৪১৩/ ১১-৭-২০০৬।

প্রেরকঃ মোঃ তৌফিকুল আরিফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩য় ফেস, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "এগারটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ২৩১(দুইশত একত্রিশ)টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরী প্রদান সংক্রান্ত।

আমি নির্দেশিত হয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "এগারটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ২৩১(দুইশত একত্রিশ)টি পদ ০১/৭/২০০৩ তারিখ হতে বর্ণিত শর্তে অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরসহ ৩০/৬/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের প্রশাসনিক মঞ্জুরী প্রদান করছিঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম ও বেতন স্কেল,৯৭	স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত পদ	মন্তব্য
১।	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, ৬১৫০-৯৭৫০/-	১১	
২।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর(পশুপালন), ৪৩০০-৭৭৪০/-	২২	
৩।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর(মৎস্য), ৪৩০০-৭৭৪০/-	১১	
৪।	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ৪৩০০-৭৭৪০/-	১১	
৫।	ইন্সট্রাক্টর(পশুপালন), ৩৪০০-৬৬২৫/-	২২	
৬।	ইন্সট্রাক্টর(মৎস্য), ৩৪০০-৬৬২৫/-	১১	
৭।	প্রধান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক, ২২৫০-৪৭০৫/-	১১	
৮।	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর, ১৮৭৫-৩৩০৫/-	১১	
৯।	গাড়ীচালক, ১৯৭৫-৩৯২০/-	১১	গাড়ী পুলে জমাদান এবং টিওএন্ডইভুক্তকরণ সাপেক্ষে
১০।	নিম্নমান সহকারী/ক্যাশ-মুদ্রাক্ষরিক, ১৮৭৫-৩৩০৫/-	১১	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর হিসাবে।
১১।	মৎস্য সহকারী, ১৬২৫-২৮০৫	১১	
১২।	বাবুর্চি, ১৫৬০-২৬৯৫/-	১১	
১৩।	ফিল্ড কাম-ডাইনিং রুম-এটেনডেন্ট, ১৫০০-২৪০০/-	৩৩	
১৪।	বার্তাবাহক, ১৫০০-২৪০০/-	১১	
১৫।	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এটেনডেন্ট, ১৫০০-২৪০০/-	১১	
১৬।	দারোয়ান, ১৫০০-২৪০০/-	১১	
১৭।	ঝাড়ুদার, ১৫০০-২৪০০/-	১১	
	মোট	২৩১ (দুইশত একত্রিশ)	

শর্তাবলীঃ
(ক) [illegible] সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে "উন্নয়ন প্রকল্প হতে পদধারীদের নিয়মিতকরণ [illegible] নির্ধারণ বিধিমালা,২০০৫" (এসআরও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এস-৯/২০০০ তারিখ ২০/৬/০৫ [illegible] বিধানাবলীসহ প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(খ) [illegible] সুপারিশকৃত পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং উপরে বর্ণিত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদসমূহ বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প সমাপ্তির পর দিন হতে অর্থাৎ ০১/০৭/২০০৩ তারিখে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর/সৃজন হবে। পদ সংরক্ষণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/৫/২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপণ-১১/২০০১/১১১নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের যানবাহন ইতোমধ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুলে সমর্পণ করা না হলে অবিলম্বে তা সমর্পণ করতে হবে। গাড়ী/যানবাহন পরিবহন পুলে সমর্পন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী টিওএন্ডইভুক্তকরণ সাপেক্ষে গাড়ী চালকের ১১টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করতে হবে;

(ঘ) রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদসমূহে সরাসরিভাবে কর্মরত নয় এমন কোন জনবল নিয়মিতকরণ করা যাবে না এবং পদ পূরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

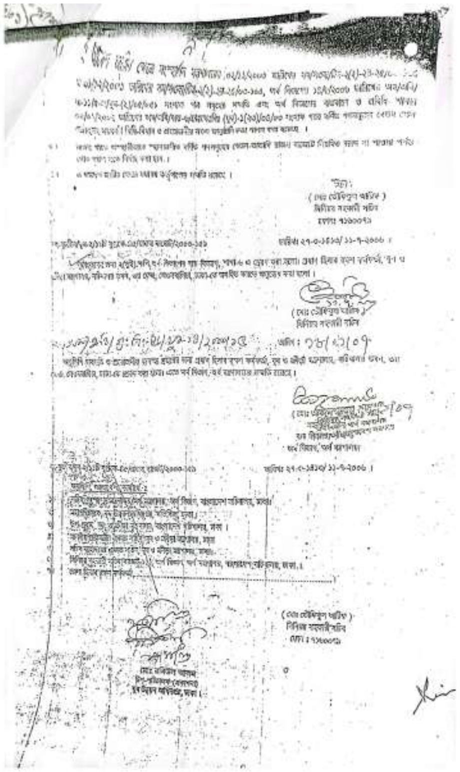

১৯৯১ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। তার নাম ছিল 'যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প'। তখন সবগুলো উপজেলা (৪৭৬টি) এবং ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এই প্রকল্পের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় নির্দিষ্ট কাঠামো ছিল। এখানে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হতো। এর আগে দেওয়া হতো গ্রুপভিত্তিক ঋণ যা থারডেপ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হয়। যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় প্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভিন্ন ভিন্নভাবে জেলা এবং উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় একেক জেলায় একেক রকম কাঠামো সৃষ্টি হয়। ২০০৩ সালে যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার পর সারাদেশে একযোগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পটি রাজস্বখাতে স্থানান্তরে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

...বাংলাদেশ ...
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ব্যবস্থা অনুবিভাগ
টিম-২(১)

নং-সম/সওব্য/টি-২(২)-২৮-২৫/২০০০-০৬

তারিখ : ০১-০১-২০০৪ ।

বিষয় : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক প্রকল্পের পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক প্রকল্পের ২৮০৩টি পদের মধ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে ২৭৮৬টি পদ এবং ১টি পাবলিসিটি ভ্যান, ১টি জীপগাড়ী, ২টি মাইক্রোবাস, ২টি ফটোস্ট্যাট মেশিন, ৪টি কম্পিউটার, ২টি এয়ারকুলার, ৩৪টি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ও ১টি স্ক্যানার মেশিন রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে নির্দেশক্রমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো :

(ক) প্রধান কার্যালয় :

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুসারে পদনাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	উপ প্রকল্প পরিচালক	উপ পরিচালক	১	৭২০০-১০,৮৪০/-
২.	সহকারী পরিচালক	সহকারী পরিচালক	৩	৪৩০০-৭৭৪০/-
৩.	নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক(অডিট)	১	৪৩০০-৭৭৪০/-
৪.	কম্পিউটার অপারেটর	কম্পিউটার অপারেটর	২	২৫৫০-৫৫০৫/-
৫.	হিসাব রক্ষক	হিসাব রক্ষক	২	২৩৭৫-৫১৬০/-
৬.	স্টেনোগ্রাফার	কম্পিউটার অপারেটর	১	২২৫০-৪৭০৫/-
৭.	অডিটর	অডিটর	৪	২২৫০-৪৭০৫/-
৮.	পোষাক বিক্রয় সহকারী	পোষাক বিক্রয় সহকারী	১	২২৫০-৪৭০৫/-
৯.	ট্রান্সপোর্ট মেকানিক	ট্রান্সপোর্ট মেকানিক	১	২১০০-৪৩১৫/-
১০.	স্টোর কিপার	স্টোর কিপার	১	১৯৭৫-৩৯২০/-
১১.	গাড়ী চালক	গাড়ী চালক	৪	১৯৭৫-৩৯২০/-
১২.	ক্যাশিয়ার	ক্যাশিয়ার	১	১৮৭৫-৩৬০৫/-
১৩.	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪	১৮৭৫-৩৬০৫/-
১৪.	ডেসপাচার	ডেসপাচার	১	১৬২৫-২৯০৫/-
১৫.	ক্যাশ সরকার	ক্যাশ সরকার	১	১৬২৫-২৯০৫/-
১৬.	এম এল এস এস	এম এল এস এস	২	কাজ নাই মজুরী নাই
১৭.	গার্ড	গার্ড	১	কাজ নাই মজুরী নাই
১৮.	ঝাড়ুদার	ঝাড়ুদার	১	কাজ নাই মজুরী নাই
		মোট	৩২টি	

(খ) ৩৬টি জেলা কার্যালয় :

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুসারে পদনাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	সহকারী পরিচালক	সহকারী পরিচালক (২০টি বৃহত্তর জেলা কার্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত একটি পদ হিসেবে)	২০	৪৩০০-৭৭৪০/-
২.	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (২১টি বৃহত্তর জেলা কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য একটি করে)	২১	১৮৭৫-৩৬০৫/-
৩.	এম এল এস এস	গার্ড (নতুন জেলাগুলোতে পাহারার জন্য)	০৮	কাজ নাই মজুরী নাই
	মোট		৪৯টি	

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য/-

(গ) ২৮টি জেলা কার্যালয় :

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুসারে পদনাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	সহকারী পরিচালক	সহকারী পরিচালক	২৮	৪৩০০-৭৭৪০/-
২.	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৮	১৮৭৫-৩৬০৫/-
৩.	এম এল এস এস	এম এল এস এস	২৮	কাজ নাই মজুরী নাই
	মোট		৮৪জন	

(ঘ) ৩৫৯টি উপজেলা কার্যালয় :

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুসারে পদনাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৫৯	৩৪০০-৬৬২৫/-
২.	ক্রেডিট সুপারভাইজার	ক্রেডিট সুপারভাইজার (প্রতি উপজেলায় ২জন করে)	৭১৮	২৫৫০-৫৫০৫/-
৩.	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩৫৯	১৮৭৫-৩৬০৫/-
৪.	এম এল এস এস	এম এল এস এস	৩৫৯	কাজ নাই মজুরী নাই
	মোট		১৭৯৫জন	

(ঙ) ৩৪টি উপজেলা কার্যালয় :

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুসারে পদনাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	ক্রেডিট সুপারভাইজার	ক্রেডিট সুপারভাইজার (প্রতি উপজেলায় ২জন করে)	৬৮	২৫৫০-৫৫০৫/-
	মোট		৬৮জন	

(চ) ৮২টি উপজেলা কার্যালয় :

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুসারে পদনাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	ক্রেডিট সুপারভাইজার	ক্রেডিট সুপারভাইজার (প্রতি উপজেলায় ২জন করে)	১৬৪	২৫৫০-৫৫০৫/-
২.	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৮২	১৮৭৫-৩৬০৫/-
৩.	এম এল এস এস	নৈশপ্রহরী	৮২	কাজ নাই মজুরী নাই
	মোট		৩২৮জন	

(ছ) ৩২টি স্টেনো টাইপিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুসারে পদনাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	সিনিয়র প্রশিক্ষক	সিনিয়র প্রশিক্ষক(কম্পিউটার)	৩২	৪৩০০-৭৭৪০/-
২.	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক(কম্পিউটার)	৩২	৩৪০০-৬৬২৫/-
৩.	মেকানিক হেলপার	কম্পিউটার মেকানিক হেলপার	১১	১৭৫০-৩৩০০/-
৪.	এম এল এস এস	এম এল এস এস	৩২	কাজ নাই মজুরী নাই
	মোট		১০৭জন	

(জ) ৬৪টি মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুসারে পদনাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক(মৎস্য)	৬৪	৩৪০০-৬৬২৫/-
	মোট		৬৪জন	

(ঝ) ৫টি দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুসারে পদনাম	সওব্য অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	সিনিয়র প্রশিক্ষক	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	১২	৪৩০০-৭৭৪০/-
২.	মেকানিক	মেকানিক(কম্পিউটার)	০৫	১৯৭৫-৩৯২০/-
	মোট		১৭টি	

(ঝ) ৬৮টি পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (একটি উপানিটিং সহ) :

ক্রমিক নং	বিধি অনুসারে পদনাম	সওবা অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক(পোষাক)	১×৬৮=৬৮	৩৩০০-৬৬২৫/-
২.	জুনিয়র প্রশিক্ষক	জুনিয়র প্রশিক্ষক(পোষাক) উপানিটিং-২)	১×৬৮=৬৮ ১×২=২	২১০০-৪০১৫/-
৩.	গার্ড	গার্ড	১×৬৭=৬৭	কাজ নাই মজুরী নাই
মোট			২০৫ জন	

(ট) ৯টি ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

ক্রমিক নং	বিধি অনুসারে পদনাম	সওবা অনুবিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদনাম	পদসংখ্যা	বেতনস্কেল
১.	প্রকল্প ব্যবস্থাপক	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর (ব্লক বাটিক ও পোষাক)	০১	৬১৫০-৮৭৫০/-
২.	সিনিয়র প্রশিক্ষক	সিনিয়র প্রশিক্ষক(ব্লক বাটিক)	০৯	৪৩০০-৭৭৪০/-
৩.	ডেমোনেস্ট্রেটর	ডেমোনেস্ট্রেটর (ব্লক)	০৯	২৫৫০-৫৫০৫/-
৪.	জুনিয়র ডেমোনেস্ট্রেটর	জুনিয়র ডেমোনেস্ট্রেটর (বাটিক)	০৯	২১০০-৪৩০০/-
৫.	গার্ড	গার্ড	০৯	কাজ নাই মজুরী নাই
মোট			৩৭জন	

সর্বমোট পদ (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ+ঝ+ঞ+ট) ৩২+৫৯+৮৪+১৭৯+৬৮+৩২৮+১০৭+৬৪+১৭+২০৫+৩৭= ২৭৮৬ (দুই হাজার সাতশত ছিয়াশি) জন।

২। প্রকল্পের ১টি পাবলিসিটি ভ্যান, ১টি জীপগাড়ী, ২টি মাইক্রোবাস, ২টি ফটোস্ট্যাট মেশিন, ৫টি কম্পিউটার, ২টি এয়ারকুলার, ৩৪টি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ও ১টি ফ্যাক্স মেশিন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে।

৪। আলোচ্য প্রকল্প থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর সম্মতিপ্রাপ্ত যেসব পদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিতে নেই সেগুলো নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। প্রকল্পের ১টি জীপ গাড়ী পরিবহণ পুলে ও ২টি এয়ারকুলার বিধি মোতাবেক সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে এবং হস্তান্তর করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

(মুনিরা হাফিজ)
সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার
ফোন : ৯৫৫০৯৬১

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি :-

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ইহা মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় গোচরীভূত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২। কমিশনার, পরিবহণ পুল, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।

[illegible]
অর্থ বিভাগ
[illegible]
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং অম/অবি/বা-১১/৫-প্র/যুব-(২)/০৫/ ৫৫২

তারিখ: ১৪ জুন ২০০৬/ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

বিষয়: [illegible] শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ২৭৮৬টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন "যুব [illegible]" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ২৭৮৬টি পদ বর্ণিত শর্তানুযায়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুকূলে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে সরকারের সিদ্ধান্ত নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো।

ক্রমিক নং	[illegible] বর্ণিত পদের নাম ও বেতন স্কেল	স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত পদ	মন্তব্য
	প্রধান কার্যালয়:		
১।	উপ-প্রকল্প পরিচালক, ৭২০০-১০৮৪০/-	-	
২।	সহকারী পরিচালক, ৪৩০০-৭৭৪০/-	৩	
৩।	নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ৪৩০০-৭৭৪০/-	১	
৪।	কম্পিউটার অপারেটর, ২৫৫০-৫৫০৫/-	২	
৫।	হিসাব রক্ষক, ২৩৭৫-৫১৩০/-	২	
৬।	স্টেনোগ্রাফার, ২২৫০-৪৭৩০/-	১	কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে
৭।	অডিটর, ২২৫০-৪৭৩০/-	৪	
৮।	পোষাক বিক্রয় সহকারী, ২১০০-৪০১৫/-	১	
৯।	ট্রান্সপোর্ট মেকানিক, ২১০০-৪০১৫/-	১	
১০।	স্টোর কিপার, ১৯৭৫-৩৯২০/-	১	
১১।	গাড়ী চালক, ১৯৭৫-৩৯২০/-	৪	[illegible]
১২।	ক্যাশিয়ার, ১৮৭৫-৩৬০৫/-	১	
১৩।	অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, ১৮৭৫-৩৬০৫/-	৪	[illegible] হিসেবে
১৪।	ডেসপাচার, ১৬২৫-২৯৫৫/-	-	
১৫।	ক্যাশ সরকার, ১৬২৫-২৯৫৫/-	১	
১৬।	এমএলএসএস, ১৫০০-২৪০০/-	২	
১৭।	গার্ড, ১৫০০-২৪০০/-	১	
১৮।	ঝাড়ুদার, ১৫০০-২৪০০/-	১	
	মোট=	৩০	
৬৪টি জেলা কার্যালয়:			
	(ক) ৩৬টি জেলা কার্যালয়:		
১।	সহকারী পরিচালক, ৪৩০০-৭৭৪০/- (২০টি বৃহত্তর জেলা কার্যালয়ের জন্য)	২০	
২।	অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক, ১৮৭৫-৩৬০৫/- (২১টি বৃহত্তর জেলার জন্য)	২১	[illegible] হিসেবে
৩।	এমএলএসএস, ১৫০০-২৪০০/-	৮	[illegible] হিসেবে
	মোট=	৪৯	
	(খ) ২৮টি জেলা কার্যালয়:		
১।	সহকারী পরিচালক, ৪৩০০-৭৭৪০/-	২৮	
২।	অফিস সহকারী-কাম মুদ্রাক্ষরিক, ১৮৭৫-৩৬০৫/-	২৮	[illegible] হিসেবে
৩।	এমএলএসএস, ১৫০০-২৪০০/-	২৮	
	মোট=	৮৪	
	৬৮টি পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১টি উপানিটিং সহ)		
১।	প্রশিক্ষক (ঢাকা-ময়মনসিংহ-৫টিসহ), ৩৩০০-৬৬২৫/-	৬৮	
২।	জুনিয়র প্রশিক্ষক, ২১০০-৪০১৫/-	৬৮ ০২	
৩।	গার্ড, ১৫০০-২৪০০/-	৬৭	
	মোট=	২০৫	
	৯টি ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:		
১।	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ব্লক ও বাটিক), ৬১৫০-৮৭৫০/-	-	
২।	সিনিয়র প্রশিক্ষক, ৪৩০০-৭৭৪০/-	৯	
৩।	ডেমোনেস্ট্রেটর, ২৬৭৫-৫১০০/-	৯	
৪।	জুনিয়র ডেমোনেস্ট্রেটর, ২১০০-৪০১৫/-	৯	
৫।	গার্ড, ১৫০০-২৪০০/-	৯	
	মোট=	৩৬	
	[illegible] প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:		
১।	সিনিয়র প্রশিক্ষক, ৪৩০০-৭৭৪০/-	১২	
২।	মেকানিক, ১৭৫০-৩৩০০/-	৫	
	মোট=	১৭	
	[illegible] প্রশিক্ষণ কেন্দ্র [illegible]		
১।	সিনিয়র প্রশিক্ষক, ৪৩০০-৭৭৪০/-	৩২	
২।	প্রশিক্ষক, ৩৩০০-৬৬২৫/-	৩২	
৩।	মেকানিক হেলপার, ১৭৫০-৩৩০৫/-	১১	

পূর্ব পৃষ্ঠার পর

ক্রমিক নং	নিম্নোক্ত পদের নাম ও বেতন স্কেল	স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত পদ	মন্তব্য
	৬৮টি পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:	[illegible]	
১।	প্রশিক্ষক, ৩৪০০-৬৬২৫/- [illegible]	[illegible]	
৪৬৪টি উপজেলা ও ৬০টি মেট্রো-থানা কার্যালয় (প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ খাত)			
	(ক) [illegible] উপজেলা কার্যালয়:	[illegible]	
১।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ৩৪০০-৬৬২৫/-	[illegible]	[illegible]
২।	ক্রেডিট সুপারভাইজার, ২৫৫০-৫৫০৫/-	[illegible]	
৩।	[illegible], ১৮৭৫-৩৬০৫/-	[illegible]	
৪।	এমএলএসএস, ১৫০০-২৪০০/-		
	মোট =	[illegible]	
	(খ) [illegible] উপজেলা কার্যালয়:	৬৪	
১।	ক্রেডিট সুপারভাইজার, ২৫৫০-৫৫০৫/- মোট =	৬৪	
	(গ) [illegible] উপজেলা কার্যালয়:	১৬৪	
১।	ক্রেডিট সুপারভাইজার, ২৫৫০-৫৫০৫/-	[illegible]	[illegible]
২।	[illegible], ১৮৭৫-৩৬০৫/-	[illegible]	
৩।	এমএলএসএস, ১৫০০-২৪০০/-	[illegible]	
	মোট =	[illegible]	
	সর্বমোট =	২৭৮৩	

২। উপর্যুক্ত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বমোট ২৭৮৩(দুই হাজার সাতশত তিরাশি)টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে:

ক. স্থানান্তরিত সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে "উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫" (এসআরও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এস-৯/২০০০ তারিখ ২০-৬-২০০৫) এর বিধানাবলী সহ প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে; [illegible]

খ. সুপারিশকৃত পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং উপরে বর্ণিত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদসমূহ [illegible] ০১-০৭-২০০৩ তারিখে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হবে। [illegible] ০৩/০৯/২০০৩ তারিখের অর্থ বিভাগের [illegible]-১১/২০০১/১১১নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

গ. রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য সুপারিশকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের পদসমূহের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ [illegible] অনুমোদন গ্রহণ করা না হয়ে থাকলে তা গ্রহণ করতে হবে;

ঘ. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিতব্য প্রশাসনিক আদেশ অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন করাতে [illegible]

ঙ. প্রকল্পের যানবাহন ইতোমধ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুলে সমর্পণ করা না হলে অবিলম্বে তা সমর্পণ করতে হবে। গাড়ী/যানবাহন পরিবহন পুলে সমর্পণ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী টিওএন্ডইভুক্তকরণ সাপেক্ষে [illegible] চালকের [illegible]টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করতে হবে;

চ. [illegible] স্থানান্তরিত পদসমূহে যথাযথভাবে কর্মরত নয় এমন কোন জনবল নিয়মিতকরণ করা যাবে না এবং [illegible] পূরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

ছ. ইতোপূর্বে ২৭-৪-২০০০ তারিখের সম/সংগ্র/টিম-২(২)/[illegible]-২১/৯৫-[illegible] সংখ্যক স্মারকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাজস্ব খাতে [illegible] ১৩৯৭(এক হাজার তিনশত সাতানব্বই) জনবলের সাথে [illegible] সুপারিশকৃত জনবল [illegible] সমন্বয় করতে হবে। [illegible] বিষয়ে যথাযথ ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের পুনঃঅনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

জ. প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক (টেক ও ম্যানেজ) এর দুটি পদের [illegible] বিষয়ে [illegible] পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে;

ঝ. জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে [illegible] নির্ধারিত জনবল থাকবে; অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন পদ [illegible] সৃজিত হবে না;

ঞ. [illegible] অনুযায়ী [illegible] ১টি সহকারী পরিচালক পদ সৃজিত হয়েছে। যুব উন্নয়ন [illegible] সহকারী পরিচালক পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সুপারিশকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের সহকারী পরিচালক [illegible] পদের সাথে সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বয়কৃত জনবলের বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের [illegible] অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

[illegible] প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবলের একটি পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো [illegible] প্রেরণ করবে।

সত্যায়িত

(মোঃ [illegible])
উপ-পরিচালক [illegible]
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মোহাম্মদ [illegible])
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: [illegible]

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

একই স্মারক ও তারিখের প্রতিস্থাপিত আদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-যুক্রীম/যুব-২/আত্মকর্ম-১/রাজস্ব/২০০৩-১৫৮

তারিখঃ ২৬-৩-১৪১৩/ ১০-৭-২০০৬।

প্রেরকঃ মোঃ তৌফিকুল আরিফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩য় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ২৭৮৩(দুই হাজার সাতশত তিরাশি)টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরী প্রদান সংক্রান্ত।

আমি নির্দেশিত হয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ২৭৮৩ (দুই হাজার সাতশত তিরাশি)টি পদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুকূলে ০১/৭/২০০৩ তারিখ হতে বর্ণিত শর্তে অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে প্রশাসনিক মঞ্জুরী প্রদান করছি:

ক্রঃ নং	স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত পদ নাম	বেতন স্কেল/৯৭	স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত পদ সংখ্যা
	প্রধান কার্যালয়ঃ		
১।	সহকারী পরিচালক	৪৩০০-৭৭৪০/-	৩
২।	নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৪৩০০-৭৭৪০/-	১
৩।	কম্পিউটার অপারেটর	২৫৫০-৫৫০৫/-	২
৪।	হিসাব রক্ষক	২৩৭৫-৫১৩০/-	২
৫।	কম্পিউটার অপারেটর	২২৫০-৪৭০৫/-	১
৬।	অডিটর	২২৫০-৪৭০৫/-	৪
৭।	পোষাক বিক্রয় সহকারী	২১০০-৪৩১৫/-	১
৮।	ট্রান্সপোর্ট মেকানিক	২১০০-৪৩১৫/-	১
৯।	ষ্টোর কিপার	১৯৭৫-৩৯২০/-	১
১০।	গাড়ী চালক (ভারী গাড়ী)	১৯৭৫-৩৯২০/-	৪
১১।	ক্যাশিয়ার	১৮৭৫-৩৬০৫/-	১
১২।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৮৭৫-৩৬০৫/-	৪
১৩।	ক্যাশ সরকার	১৬২৫-২৯০৫/-	১
১৪।	এমএলএসএস	১৫০০-২৪০০/-	২
১৫।	গার্ড	১৫০০-২৪০০/-	১
১৬।	ঝাড়ুদার	১৫০০-২৪০০/-	১
	মোট		৩০
৬৪ টি জেলা কার্যালয়ঃ			
	(ক) ৩৬ টি জেলা কার্যালয়ঃ		
১।	সহকারী পরিচালক, (২০টি বৃহত্তর জেলা কার্যালয়ের জন্য)	৪৩০০-৭৭৪০/-	২০
২।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (২১ টি বৃহত্তর জেলার জন্য)	১৮৭৫-৩৬০৫/-	২১
৩।	গার্ড	১৫০০-২৪০০/-	৮
	মোট		৪৯
	(খ) ২৮ টি জেলা কার্যালয়ঃ		
১।	সহকারী পরিচালক,	৪৩০০-৭৭৪০/-	২৮
২।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৮৭৫-৩৬০৫/-	২৮
৩।	এমএলএসএস	১৫০০-২৪০০/-	২৮
	মোট		৮৪
	৬৮টি পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র(১টি উলনিটিংসহ),		
১।	প্রশিক্ষক(ঢাকা মহানগরীর ৫টিসহ),	৩৪০০-৬৬২৫/-	৬৮
২।	জুনিয়র প্রশিক্ষক,	২১০০-৪৩১৫/-	(৬৮+২)=৭০
৩।	গার্ড,	১৫০০-২৪০০/-	৬৭
	মোট		২০৫

পাতা/২

ক্রঃ নং	স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ নাম	বেতনস্কেল,৯৭	স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত পদ সংখ্যা
৯টি ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ			
১।	সিনিয়র প্রশিক্ষক	৪৩০০-৭৭৪০/-	৯
২।	ডেমোনেস্ট্রেটর	২৩৭৫-৫১৩০/-	৯
৩।	জুনিয়র ডেমোনেস্ট্রেটর	২১০০-৪৩১৫/-	৯
৪।	গার্ড	১৫০০-২৪০০/-	৯
	মোট		৩৬
	৫টি মত্‍স্য বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ		
১।	সিনিয়র প্রশিক্ষক	৪৩০০-৭৭৪০/-	১২
২।	মেকানিক	১৭৫০-৩৩০০/-	৫
	মোট		১৭
	৩২ টি রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ		
১।	সিনিয়র প্রশিক্ষক	৪৩০০-৭৭৪০/-	৩২
২।	প্রশিক্ষক	৩৪০০-৬৬২৫/-	৩২
৩।	মেকানিক হেলপার	১৭৫০-৩৩০০/-	১১
৪।	এমএলএসএস	১৫০০-২৪০০/-	৩২
	মোট		১০৭
	৬৪টি মত্স্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ		
১।	প্রশিক্ষক	৩৪০০-৬৬২৫/-	৬৪
	মোট		৬৪
৪৬৫টি উপজেলা ও ১০টি ইউনিট কার্যালয় ঃ (প্রশাসনিক ও মেট্রোপলিটন থানা)			
	(ক) ৩৫৯ টি উপজেলা কার্যালয় ঃ		
১।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৪০০-৬৬২৫/-	৩৫৯
২।	ক্রেডিট সুপারভাইজার	২৫৫০-৫৫০৫/-	৭১৮
৩।	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৮৭৫-৩৬০৫/-	৩৫৯
৪।	এমএলএসএস	১৫০০-২৪০০/-	৩৫৯
	মোট		১৭৯৫
	(খ) ৩৪ টি উপজেলা কার্যালয় ঃ		
১।	ক্রেডিট সুপারভাইজার	২৫৫০-৫৫০৫/-	৬৮
	মোট		৬৮
	(গ) ৮২টি উপজেলা কার্যালয় ঃ		
১।	ক্রেডিট সুপারভাইজার,	২৫৫০-৫৫০৫/-	১৬৪
২।	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৮৭৫-৩৬০৫/-	৮২
৩।	এমএলএসএস,	১৫০০-২৪০০/-	৮২
	মোট		৩২৮
	সর্বমোট		২৭৮৩ (দুই হাজার সাতশত তিরাশি)

শর্তাবলী ঃ

ক. স্থানান্তরিত সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে " উন্নয়ন প্রকল্প হতে পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা,২০০৫" (এসআরও নং-১৮২-আইন/২০০৫/ সম/বিধি-১/ এস-৯/২০০০ তারিখঃ-২০/৬/২০০৫) এর ৩নং ধারার বিধানাবলীসহ প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে ;

খ. সুপারিশকৃত পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে এবং উপরে বর্ণিত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদসমূহ বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প সমাপ্তির পর দিন হতে অর্থাৎ ০১/৭/২০০৩ তারিখে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর/সৃজন হবে। পদ সংরক্ষণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/৫/২০০৩ তারিখের মপবি/কবিশাঃ/কপগ-১১/২০০১/১১১নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ;

গ. প্রকল্পের যানবাহন ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুলে সমর্পণ করা না হলে অবিলম্বে তা সমর্পণ করা হবে। গাড়ী/যানবাহন পরিবহন পুলে সমর্পণ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী টিওএন্ডইভুক্তকরণ সাপেক্ষে গাড়ী চালকের ৪(চার)টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হবে ;

ঘ. রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদসমূহে অব্যাহতভাবে কর্মরত নয় এমন কোন জনবল নিয়মিতকরণ করা হবে না এবং শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে ;

পাতা/৩

(৬৫)

ঙ. ইতোপূর্বে ২৭/৪/২০০০ তারিখের সম/সওব্য/টি-২(২)/২য়-২২/৯৫-৪২ সংখ্যক [illegible] কর্তৃক রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে সম্মতি প্রদানকৃত ১৪৯৭(এক হাজার চারশত [illegible]) রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে সুপারিশকৃত জনবল নিকারের সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন [illegible] পদ সমূহের সাথে সমন্বয় করা হবে। সমন্বয়কৃত জনবলের বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও [illegible] পুনঃ অনুমোদন গ্রহণ করা হবে ;

চ. জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে "নিকার" এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত জনবল থাকবে, অনুমোদন বহির্ভূত কোন পদ স্থানান্তর বা সৃজিত হবে না ;

ছ. নিকার এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি জেলা কার্যালয়ে ২টি সহকারী পরিচালক পদ সৃজিত হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সহকারী পরিচালক পদ এবং রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সুপারিশকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের সহকারী পরিচালকের পদসমূহ নিকারের অনুমোদিত জনবলের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সমন্বয়কৃত জনবলের বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের পুনঃ অনুমোদন গ্রহণ করা হবে ;

জ. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবলের একটি পূর্ণাংগ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২। এ আদেশ জারীর ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ০১/০১/২০০৪ তারিখের সম/সওব্য/টিম-২(২)-২য়-২৪/২০০৩-০১, অর্থ বিভাগের ১৪/৬/২০০৬ তারিখের অম/অবি/বা-১১/৫-প্র/যুব-(২)/০৫/৮৫২ সংখ্যক পত্র সমূহের সম্মতি এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন ও প্রবিধি শাখার ০২/০১/০৫ তারিখের অম/অবি/বাস্ত-৬/বেঃকোনিঃ (যুব-১(২৪)/০৪/০১ সংখ্যক পত্রে বর্ণিত পদসমূহের বেতন স্কেল ভেটিংসহ সরকারী বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে ।

৩। রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত বর্ণিত পদসমূহের বেতন-ভাতাদি রাজস্ব বাজেটে নিয়মিত বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত থোক বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হবে ।

৪। এ আদেশ জারীর ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতি রয়েছে ।

স্বাঃ/
(মোঃ তৌফিকুল আরিফ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬০০৭৯

নং-যুক্রীম/যুব-২/আত্মকর্ম-১/রাজস্ব/২০০৩-১৫৮ তারিখঃ ২৬-৩-১৪১৩/ ১০-৭-২০০৬ ।

পৃষ্ঠাংকনের জন্য ২(দুই) কপি অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, শাখা-৬ এ প্রেরণ করা হলো। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন, ৩য় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ তৌফিকুল আরিফ)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং- [illegible] তারিখঃ ২৮/০১/০৭

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন, ৩য় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

(মোঃ আবদুল [illegible])
সহকারী [illegible]
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, [illegible]
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নং-যুক্রীম/যুব-২/আত্মকর্ম-১/রাজস্ব/২০০৩-১৫৮ তারিখঃ ২৬-৩-১৪১৩/ ১০-৭-২০০৬ ।

অনুলিপি, জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ

১। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা ।
৩। উপ-প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সহকারী সচিব(বাজেট-১১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৭। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,.. ।
৮। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ... ।

(মোঃ তৌফিকুল আরিফ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬০০৭৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
অডিবাকরী ভবন তৃতীয় ফ্লোর (৫ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং সি এ এ/প্রশাসন/হিঃ রঃ/যুক্রীঃ/ ..৬৫. তাং ৭/৮/০৭
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হইল।

১। জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার ... ...
... ...

২। অফিস কপি

7.3.07

৭/৮/০৭
সুপার

০৭/০৮/০৭
মোঃ [illegible] খান
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

2007

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-যুক্রীম/যুব-২/[illegible]/২০০৩-(অংশ-২)

তারিখঃ ১৮-০৪-১৪১৪ / ০২-০৮-২০০৭

প্রেরকঃ [illegible]
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩য় তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক (১ম ও ২য় শ্রেণী) পদ দুটি [illegible] খাতে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরী প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ২(দুই)টি পদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের [illegible] তারিখ হতে বর্ণিত শর্তে অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরী প্রদান করা হল:

ক্রঃ নং	পিপি অনুযায়ী পদের নাম ও পদসংখ্যা	বেতন স্কেল/২০০৫ অনুযায়ী	স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত পদ ও পদসংখ্যা
(১)	উপ-প্রকল্প পরিচালক -১টি	[illegible]/-	উপ-পরিচালক -১টি
(২)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (১ম ও ২য় শ্রেণি)-১টি	৬১৫০-[illegible]/-	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর (ট্রেড-বাটিক, পোষাক) -১টি

শর্তাবলী :

ক. স্থানান্তরিত পদের অনুকূলে রাজস্ব খাতে নিয়োগের ক্ষেত্রে "উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫" (এসআরও নং-১৮২-আইন/২০০৫/ সম/বিধি-১/এস-১/২০০০ তারিখঃ ২০/৬/২০০৫) এর ৪ নং ধারার নির্দেশাবলীসহ প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে, [illegible] স্থানান্তরিত পদসমূহ প্রকল্পে নিয়োজিত [illegible] ব্যতীত অন্য কোন [illegible] নিয়োগ করা হবে না এবং শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে;

খ. সুপারিশকৃত পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে এবং উপরে বর্ণিত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদসমূহ বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প সমাপ্তির পর দিন হতে অর্থাৎ ০১/৭/২০০৩ তারিখে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হবে। পদ সংরক্ষণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫/৫/২০০৩ তারিখের [illegible]/কমঃ-১১/২০০১/১১১নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ. প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক পদ দুইটি রাজস্ব খাতের সমপর্যায়ের পদের নিয়োগবিধি ও নিয়োগ পদ্ধতি প্রক্রিয়াধীন থাকায় বর্তমান নিয়োগ/স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের পদের জন্য বিদ্যমান রাজস্ব খাতের প্রচলিত নিয়োগ পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। বিশেষ করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপ-পরিচালক এবং ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর (ট্রেড-বাটিক ও পোষাক) পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত ও বিধি রয়েছে তা অনুসরণ করা হবে। এ ছাড়া [illegible] স্থানান্তরের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগ বিধি ও নিয়োগ সম্পর্কিত নিয়মাবলী [illegible] অনুসরণ করা হবে।

এ আদেশ জারীর ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭/০১/২০০৪ তারিখের সম/সওব্য/টিম-২(২)-২৫-২৪/২০০৩-০, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ৩০/[illegible] তারিখের [illegible]/বা-১১/এ-বা/যুব-(১)/০৫/১৫৫ সংখ্যক পত্র সমূহের সম্মতি এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ শাখার ০২/০১/০৫ তারিখের [illegible]/বাস্ত-৬/[illegible] (যুব-১(২৪)/০৪/০১ সংখ্যক পত্র [illegible] এ পদ দুইটির বেতন স্কেল [illegible] সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

৩। রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত [illegible] পদ দুইটির বেতন-ভাতাদি রাজস্ব বাজেটে নিয়মিত বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত [illegible] খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

এ আদেশ জারী ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতি রয়েছে।

স্বাঃ,
([illegible])
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬০১৬৬

পাতা/২

সত্যায়িত
১৩/০৮/২০০৮
(মোঃ সাইফুল ইসলাম খান)
উপ-পরিচালক (অর্থ ও অডিট)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ: ১৮-৫-১৪১৪/০২-৮-২০০৭।

(আইরিন পারভীন বাবন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

তারিখ: ১১/১৪/০৮

(মোঃ আব্দুল খালেক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, শাখা-৬
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

তারিখ: ১৮-৫-১৪১৪/০২-৮-২০০৭।

(আইরিন পারভীন বাবন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৬০১৬৬

এ প্রকল্পটির জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর করলে ২০০৬ সালের ১৩ জুলাই ‘নিকার’-এর ৯১তম সভাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এক অভিন্ন কাঠামো তৈরি করে দেওয়া হয়। এটি শুধু জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের চূড়ান্ত কাঠামো তৈরি করে দেয়। যেখানে প্রতি জেলায় ৯টি করে পদ, মোট : ৯×৬৪ = ৫৭৬টি এবং উপজেলায় ৭টি করে পদ মোট : ৭×৪৭৬ = ৩৩৩২টি পদ সৃজন করা হয়। বর্তমানে এই কাঠামোই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামো। পূর্বের কাঠামোর সব পদ এই কাঠামোতে এসে সমন্বয় হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ কাঠামোটি অপরিবর্তনীয় থেকে যায়।

নিকারের অফিস আদেশ নিম্নরূপ :

(৪৮)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওব্য-৪ শাখা

2005

নং-সম/সওব্য-৪/২য়-৪/৮৯-৩৭৬ তারিখ : (শ্রাবণ, ১৪১২
১০ আগষ্ট, ২০০৫

বিষয় : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত।

সূত্র : নং-যুক্রীম/যুব-১/সাংগঠনিক কাঠামো-১/৯৮-২৮০, তারিখ : ২৯-৬-২০০৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নিকারের ৯১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয়ের জন্য ০৯টি করে (৬৪×৯)=৫৭৬টি এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয়ের জন্য ০৭টি করে (৪৭৬ × ৭)=৩৩৩২টি পদ নিম্নবর্ণিতভাবে সৃজনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো :

(ক) জেলা কার্যালয় :

ক্রনং	পদনাম	পদসংখ্যা
০১.	উপ-পরিচালক	০১ (এক) টি
০২.	সহকারী পরিচালক	০২ (দুই) টি
০৩.	উচ্চমান সহকারী	০১ (এক) টি
০৪.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১ (এক) টি
০৫.	গাড়ী চালক	০১ (এক) টি
০৬.	এম এল এস এস	০২ (দুই) টি
০৭.	নৈশ প্রহরী কাম ফরাশ	০১ (এক) টি
	সর্বমোট=	০৯ (নয়) টি

(খ) উপজেলা কার্যালয় :

ক্রনং	পদনাম	পদসংখ্যা
০১.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১ (এক) টি
০২.	ক্রেডিট সুপারভাইজার (নন-গেজেটেড পদ)	০৩ (তিন) টি
০৩.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১ (এক) টি
০৪.	ক্যাশিয়ার	০১ (এক) টি
০৫.	এম এল এস এস	০১ (এক) টি
	সর্বমোট=	০৭ (সাত) টি

১০/০৮/০৫

(অপর পাতায়)

(গ) এতে অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণসহ অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে ;

(ঘ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতের জনবল সমন্বয় এবং উন্নয়ন খাতের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়টি সরকারের প্রচলিত নীতি পদ্ধতির অনুসরণে নিষ্পন্ন করা হবে ;

(ঙ) ইতোপূর্বে ২৭-৪-২০০০ তারিখের সম/সওব্য/টিম-২(২)/২য-২২/৯৫-৪২ সংখ্যক স্মারকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সম্মতি দানকৃত ১৪৯৭ জনবল এবং ০১-০১-২০০৪ তারিখের সম/সওব্য/টিম-২(২)/২য-২৪/২০০৩-০১ সংখ্যক স্মারকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সম্মতি দানকৃত ২৭৮৬ জনবল নিকারের সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন সৃজিত পদসমূহের সাথে সমন্বয় করতে হবে ;

(চ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সম্মতি ব্যতীত ইতোপূর্বে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদসমূহের পদনাম পরিবর্তনক্রমে সমন্বয় করা যাবে না।

১৭/০৮/০৫

(শাহনাজ পারভীন)
সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার
ফোন : ৭১৬৫০৯৬১

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

... বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-৬

নং-অম(অবি)/বাঃনিঃ৬/যুব-৪/২০০৫/০১ তাং-২/১/২০০৬ ইং

বিষয়ঃ নিকার-এর ৯১-তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত।

সূত্রঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-যুক্রীম/যুব-১/সাংগঠনিক কাঠামো-১/৯৮-৪৫২ তাং-৬/১২/২০০৫ খ্রীঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নিকার-এর ৯১-তম সভার সিদ্ধান্ত এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয়ের জন্য ৯(নয়)টি করে (৬৪x৯)=৫৭৬টি এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয়ের জন্য ৭টি করে (৪৭৬x৭)=৩৩৩২টি সর্বমোট=৩৯০৮টি পদ নিম্নে বর্ণিত শর্তে ঐ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিসহ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলোঃ-

জেলার জন্যঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১।	উপ-পরিচালক	১x৬৪=৬৪টি
২।	সহকারী পরিচালক	২x৬৪=১২৮টি
৩।	উচ্চমান সহকারী	১x৬৪=৬৪টি
৪।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১x৬৪=৬৪টি
৫।	গাড়ী চালক	১x৬৪=৬৪টি
৬।	এম,এল,এস,এস	২x৬৪=১২৮টি
৭।	নৈশ প্রহরী কাম-ফরাস	১x৬৪=৬৪টি
	মোট =	৫৭৬টি

উপজেলার জন্যঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১x৪৭৬=৪৭৬টি
২।	ক্রেডিট সুপার ভাইজার(নন-গেজেটেড পদ)	৩x৪৭৬=১৪২৮টি
৩।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১x৪৭৬= ৪৭৬টি
৪।	ক্যাশিয়ার	১x৪৭৬=৪৭৬টি
৫।	এম,এল,এস,এস	১x৪৭৬=৪৭৬টি
	মোট =	৩৩৩২টি পদ

অঃপৃঃদ্রঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) পদ সৃষ্টির আদেশজারীর পূর্বে পদসমূহের বেতনস্কেল বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ থেকে যাচাই/নির্ধারণ করাসহ অন্যান্য সকল প্রচলিত বিধি বিধান অবশ্যই পালন করতে হবে;

(খ) নিকার এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১০-০৮-২০০৫ তারিখের সম/সওব্য-৪/২য় খন্ড-৪/৮৯/১৭৩ নং স্মারকপত্রের শর্তাদি অনুসরণ করতে হবে।

(গ) নিকার এর পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্তমতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা কার্যালয় সমন্বয়ে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে তা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(মোঃ আবদুল খালেক)
সহকারী সচিব
ফোন নং-৯৫৫০৭৩০

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

একই নম্বর ও তারিখ সম্বলিত স্মারকের স্থলাভিষিক্ত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-যুক্রীম/যুব-১/সাংগঠনিক কাঠামো-১/৯৮/১৮৯ তাং- ২৬-৩-১৪১৩ /১০-৭-২০০৬

প্রেরক : মোঃ তৌফিকুল আরিফ
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টির প্রশাসনিক মঞ্জুরী।

মহোদয়,

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)এর ৯১তম সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণকরতঃ জেলা পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয়ের জন্য ০৯(নয়)টি করে (৬৪×৯) = ৫৭৬টি এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয়ের জন্য ০৭(সাত)টি করে (৪৭৬×৭) = ৩৩৩২টি সর্বমোট (৫৭৬+৩৩৩২) = ৩৯০৮(তিন হাজার নয়শত আট)টি নিম্নবর্ণিত পদ অস্থায়ী হয়ে বর্ণিত বেতনস্কেলে রাজস্ব খাতে সৃষ্টি করা হলো।

জেলা কার্যালয়- ৬৪(চৌষট্টি)টি :

নং	পদের নাম	বেতন স্কেল ২০০৫ অনুযায়ী	পদের সংখ্যা
০১	উপ- পরিচালক	১১০০০ –১৭৬৫০/-	১×৬৪ = ৬৪
০২	সহকারী পরিচালক	৬৮০০ – ১৩০৯০/-	২×৬৪ = ১২৮
০৩	উচ্চমান সহকারী	৩৩০০ – ৬৯৪০/-	১×৬৪ = ৬৪
০৪	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩০০০ – ৫৯২০/-	১×৬৪ = ৬৪
০৫	গাড়ী চালক	৩১০০ – ৬৩৮০/-	১×৬৪ = ৬৪
০৬	এম,এল,এস,এস	২৪০০ – ৪৩১০/-	২×৬৪ = ১২৮
০৭	নৈশ প্রহরী কাম-ফরাশ	২৪০০ – ৪৩১০/-	১×৬৪ = ৬৪
			মোট = ৫৭৬ (পাঁচশত ছিয়াত্তর)

উপজেলা কার্যালয়- ৪৭৬(চারশত ছিয়াত্তর)টি :

নং	পদের নাম	বেতন স্কেল ২০০৫ অনুযায়ী	পদের সংখ্যা
০১	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৫১০০ – ১০৩৬০/-	১×৪৭৬ = ৪৭৬
০২	ক্রেডিট সুপার ভাইজার (নন গেজেটেড পদ)	৪১০০ – ৮৮২০/-	৩×৪৭৬ = ১৪২৮
০৩	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩০০০ – ৫৯২০/-	১×৪৭৬ = ৪৭৬
০৪	ক্যাশিয়ার	৩০০০ – ৫৯২০/-	১×৪৭৬ = ৪৭৬
০৫	এম,এল,এস,এস	২৪০০ – ৪৩১০/-	১×৪৭৬ = ৪৭৬
			মোট = ৩৩৩২ (তিন হাজার তিনশত বত্রিশ)

২। তবে, শর্ত থাকে যে,

(১) অত্র আদেশে সৃষ্ট পদসমূহের বেতন ভাতাদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের "৩-৩৬৪০-০০০০-৪৫০১/৪৬০১" কোড থেকে মিটানো হবে।

(২) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর (১) যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, (২) ঋণ প্রকিউরেটর, (৩) স্টেনো-মুদ্রাক্ষরিক, (৪) হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক/ অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক এবং (৫) এম,এল,এস,এস কাম নৈশ প্রহরী পদনাম যথাক্রমে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ক্রেডিট সুপার ভাইজার, উচ্চমান সহকারী, ক্যাশিয়ার/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও এম,এল,এস,এস হিসাবে সমন্বয়ের জন্য সৃষ্ট পদের নাম পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান পদ নামেই বেতন ভাতাদি উত্তোলন করতে পারবে।

(৩) এতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন অনুবিভাগের) সম্মতিসহ সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে। পদসমূহের বেতনস্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে।

(৪) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী পদ ব্যতিত অস্থায়ী ও নবসৃষ্ট পদসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৫/২০০০ইং তারিখের মপবি/কঃবিঃঅঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১নং পরিপত্র মতে পদসমূহ বছর বছর সংরক্ষণ ও স্থায়ী করা হবে;

(৫) এ আদেশে সৃষ্ট পদসমূহে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতের জনবল এবং উন্নয়ন খাত হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত জনবল সরকারের প্রচলিত নীতি/পদ্ধতি অনুসারে সমন্বিত হবে।

৩। এ পদ সৃষ্টি আদেশ ০১/৭/২০০৬ তারিখ হতে কার্যকরী হবে। এ সংক্রান্ত ২২-২-২০০৬তারিখের নং যুক্রীম/যুব-১/সাংগঠনিক কাঠামো-১/৯৮-৫৩ মূলে পদ সৃষ্টির আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। এতে বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে এবং আদেশ জারীর ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতি রয়েছে।

আপনার অনুগত
স্বাক্ষরিত
(মোঃ তৌফিকুল আরিফ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
টেলিফোন : ৭১৬৩১৬৬

নং যুক্রীম/প্রশা : [illegible] ৪/৯৮/১৯৯৯ তারিখ : [illegible]

[illegible] ... অনুরোধ করা হলো। [illegible]

[illegible]

(মোঃ [illegible])
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং [illegible] / ২৫৫ তারিখ : [illegible]

[illegible]

(মোঃ [illegible])

নং-যুক্রীম/প্রশা ৯/ [illegible] /৯৮/১৯৯৯ তারিখ : [illegible]

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। সচিব, [illegible] বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, [illegible] মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, [illegible] বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, [illegible] অধিদপ্তর, [illegible], ঢাকা।
৫। [illegible], ঢাকা। ([illegible] প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। জেলা [illegible] কর্মকর্তা, ----------
৯। উপজেলা [illegible] কর্মকর্তা, ----------
১০। সংশ্লিষ্ট নথি।

[illegible]
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
[illegible]

(মোঃ [illegible])
সিনিয়র সহকারী সচিব

[illegible]
[illegible] যোগদান করা হইল।
১। [illegible] ... ...
২। [illegible]

[illegible]

গোপনীয়
অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার শাখা

নং-মপবি/নিকার/১(৭)/২০০৪-৪৪(২৭) তারিখ : ৫ ফাল্গুন ১৪১১ / ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৫

বিষয় : প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি(নিকার) এর ৯১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী।

গত ২৯-০১-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর ৯১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

১৭/২/০৫
(কে এফ এম পারভীন আখতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৯৪০৫।

বিতরণ :
কার্যার্থে :
১। জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
২। জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৩। ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫। জনাব মতিউর রহমান নিজামী, মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়।
৬। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।
৭। চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।
৮। ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক, মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।
৯। জনাব মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর, প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১০। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান (পটল), প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
১১। জনাব উকিল আবদুস সাত্তার ভূঁঞা, প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১৩। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
১৪। সদস্য (কার্যক্রম ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন।
১৫। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১৬। সচিব, অর্থ বিভাগ।
১৭। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
১৮। সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
১৯। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২০। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
২১। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
২২। সদস্য(ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন।
২৩। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২৪। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২৫। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
২৬। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৪৯

১৬। আলোচ্যসূচী-১৪ : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

১৬.১ উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

১৬.২ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপস্থাপনা :

১৬.২.১ ১৯৭৮ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বর্তমান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেন। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৮০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৭-৪-২০০০ তারিখের সম্মতির আলোকে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১৪৯৭ টি জনবল বিশিষ্ট একটি অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে :

কার্যালয়	অনুমোদিত পদ
প্রধান কার্যালয়	৮৪টি
৩৬টি জেলা কার্যালয়	২৮৮টি
৮২টি উপজেলা কার্যালয়	৭৩৮টি
কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন (কমপ্লেক্স)	১৯টি
৩টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন	২৪টি
১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২০৮টি
প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান নবায়ন কর্মসূচীর ৩৪টি উপজেলা	১৩৬টি
মোট	১৪৯৭টি

১৬.২.২ যুবক ও যুব মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ, আত্মকর্মসংস্থান ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান সুবিধা দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনে বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় নিয়মিত কর্মসূচী/কার্যক্রমের পাশাপাশি কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মধ্যে ২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ৩০ জুন, ২০০৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত ২টি প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম প্রকল্প হচ্ছে- "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প"। এ প্রকল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২৮০৩টি পদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির মোট ২৮০৩টি পদের মধ্য হতে প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জন্য মোট ২৭৮৬টি পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের পক্ষে গত ০১-১-২০০৪ তারিখে সম্মতি প্রদান করে।

১৬.২.৩ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সম্মতির প্রেক্ষিতে উক্ত ২৭৮৬টি পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে সম্মতি দেয়ার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। অতঃপর অর্থ বিভাগের মাধ্যমে বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত "প্রকল্প উন্নয়ন প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর সংক্রান্ত সচিব কমিটি" এর গত ২২-৪-২০০৪ তারিখের সভায় উপস্থাপিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

"যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় থানা ও জেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীনে অফিস সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। থানা ও জেলা পর্যায়ে অফিস সৃষ্টি ও এর কাঠামো নির্ধারণের বিষয়টি প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর আওতাধীন বিধায় এ বিষয়ে প্রথমে "নিকার"-এর অনুমোদন প্রয়োজন।

১৬.২.৪ সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর সংক্রান্ত সচিব কমিটির উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব "নিকার" এর বৈঠকে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রস্তাবটি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গত ৩০-৮-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত "প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি" এর সভায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত সচিব কমিটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জন্য নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল সুপারিশ করে :

জেলা কার্যালয় :

উপ-পরিচালক	১ জন
সহকারী পরিচালক	১ জন
উচ্চমান সহকারী	১ জন
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১ জন
গাড়ীচালক	১ জন
এম এল এস এস	২ জন
নৈশ প্রহরী কাম ফরাস	১ জন
মোট	৮ জন

উপজেলা কার্যালয় :

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১ জন
সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	২ জন
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১ জন
ক্যাশিয়ার	১ জন
এম এল এস এস	১ জন
মোট	৬ জন

উল্লেখ্য, ১১৬টি উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে পরিচালিত "পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচী"সহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত ১১৬টি উপজেলার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পূর্ব থেকেই সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল বিদ্যমান রয়েছে। অন্যদিকে মোট ৩৫৯টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন থানাসহ) কেবলমাত্র "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উপজেলা পর্যায়ে বৎসরে ২৭৫ জন যুবক ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি উপজেলায় ২৭৫ জনের স্থলে ১০০০ জন যুবক ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রস্তুতিও গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি যে জনবল সুপারিশ করেছে তার সাথে জেলা পর্যায়ে একজন সহকারী পরিচালকের স্থলে ২ জন করে সহকারী পরিচালক এবং উপজেলা পর্যায়ে ২জন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরিবর্তে ৩ জন করে ক্রেডিট সুপারভাইজারের পদ অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী।

২ বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে, যে ১১৬টি উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদিত রাজস্ব খাতভুক্ত জনবল বিদ্যমান আছে সেগুলো ব্যতিরেকে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি যে সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল সুপারিশ করেছে তার সাথে জেলা পর্যায়ে আরো একজন সহকারী পরিচালক এবং উপজেলা পর্যায়ে ২জন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার স্থলে ৩জন ক্রেডিট সুপারভাইজারের পদ যুক্ত করে 'নিকার' যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা ও ৩৫৯টি উপজেলা (১০টি মেট্রোপলিটন থানাসহ) কার্যালয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করতে পারে :

জেলা কার্যালয় :

উপ-পরিচালক	১ জন
সহকারী পরিচালক	২ জন
উচ্চমান সহকারী	১ জন
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১ জন
গাড়ী চালক	১ জন
এম এল এস এস	২ জন
নৈশ প্রহরী কাম ফরাশ	১ জন
মোট	৯ জন

NICAR Meet-2005

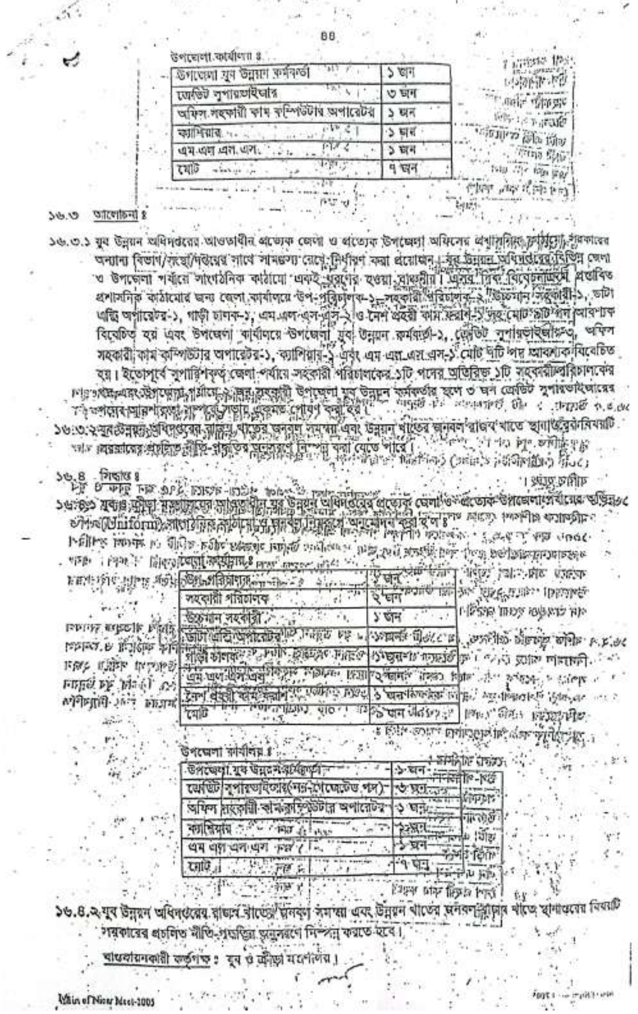

৪৪

উপজেলা কার্যালয় ঃ

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১ জন
ক্রেডিট সুপারভাইজার	৩ জন
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১ জন
ক্যাশিয়ার	১ জন
এম.এল.এস.এস.	১ জন
মোট	৭ জন

১৬.৩ আলোচনা ঃ

১৬.৩.১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক উপজেলা অফিসের প্রশাসনিক কাঠামো সরকারের অন্যান্য বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো একই ধরণের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এসব দিক বিবেচনাক্রমে প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য জেলা কার্যালয়ে উপ-পরিচালক-১, সহকারী পরিচালক-২, উচ্চমান সহকারী-১, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-১, গাড়ী চালক-১, এম.এল.এস.এস-২ ও নৈশ প্রহরী কাম ঝাড়ুদার-১ সহ মোট [illegible] জন আবশ্যক বিবেচিত হয় এবং উপজেলা কার্যালয়ে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা-১, ক্রেডিট সুপারভাইজার-৩, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর-১, ক্যাশিয়ার-১ এবং এম.এল.এস.এস-১ মোট [illegible] পদ আবশ্যক বিবেচিত হয়। ইতোপূর্বে সুপারিশকৃত জেলা পর্যায়ে সহকারী পরিচালকের ১টি পদের অতিরিক্ত ১টি সহকারী পরিচালকের পদ এবং উপজেলা পর্যায়ে ১ জন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার স্থলে ৩ জন ক্রেডিট সুপারভাইজারের [illegible] একমত পোষণ করা হয়।

১৬.৩.২ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের জনবল সমস্যা এবং উন্নয়ন খাতের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি সরকারের প্রচলিত নীতি-পদ্ধতির অনুসরণে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে।

১৬.৪ সিদ্ধান্ত ঃ

১৬.৪.১ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ের অভিন্ন (Uniform) সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল নিম্নরূপে অনুমোদন করা হ'ল ঃ

জেলা কার্যালয় ঃ

উপ-পরিচালক	১ জন
সহকারী পরিচালক	২ জন
উচ্চমান সহকারী	১ জন
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১ জন
গাড়ী চালক	১ জন
এম.এল.এস.এস	২ জন
নৈশ প্রহরী কাম ঝাড়ুদার	১ জন
মোট	৯ জন

উপজেলা কার্যালয় ঃ

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১ জন
ক্রেডিট সুপারভাইজার (নন-গেজেটেড পদ)	৩ জন
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১ জন
ক্যাশিয়ার	১ জন
এম.এল.এস.এস	১ জন
মোট	৭ জন

১৬.৪.২ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের জনবল সমস্যা এবং উন্নয়ন খাতের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি সরকারের প্রচলিত নীতি-পদ্ধতি অনুসরণে নিষ্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

Min of Nicar Meet-2005

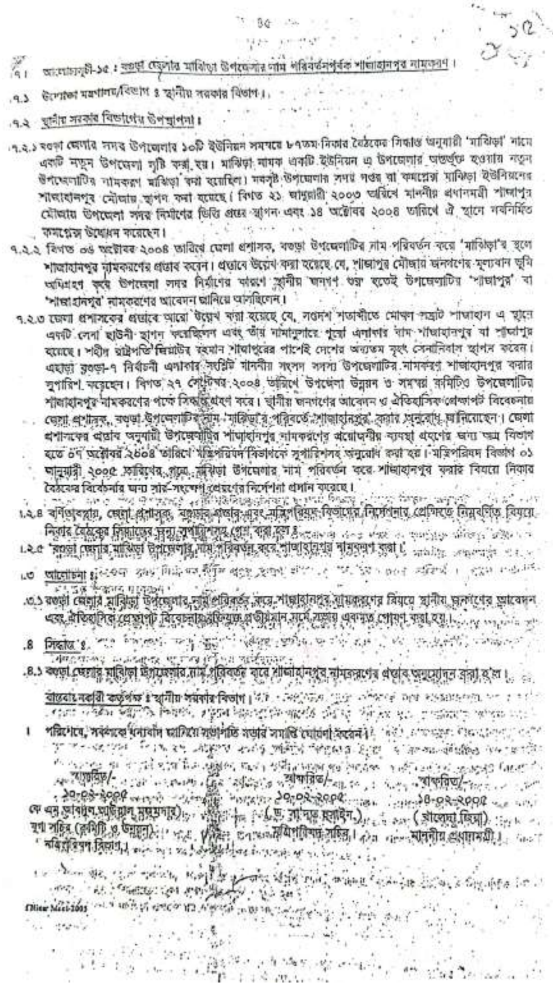

৪৫

৭। আলোচ্যসূচী-১৫ : বগুড়া জেলার মাঝিড়া উপজেলার নাম পরিবর্তনপূর্বক শাজাহানপুর নামকরণ।

৭.১ উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৭.২ স্থানীয় সরকার বিভাগের উপস্থাপনা।

৭.২.১ বগুড়া জেলার সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে ৮৭তম নিকার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'মাঝিড়া' নামে একটি নতুন উপজেলা সৃষ্টি করা হয়। মাঝিড়া নামক একটি ইউনিয়ন এ উপজেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নতুন উপজেলাটির নামকরণ মাঝিড়া করা হয়েছিল। নবসৃষ্ট উপজেলার সদর দপ্তর বা কমপ্লেক্স মাঝিড়া ইউনিয়নের শাজাহানপুর মৌজায় স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ২১ জানুয়ারী ২০০৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শাজাপুর মৌজায় উপজেলা সদর নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং ১৪ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে ঐ স্থানে নবনির্মিত কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেছেন।

৭.২.২ বিগত ০৬ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে জেলা প্রশাসক, বগুড়া উপজেলাটির নাম পরিবর্তন করে 'মাঝিড়া'র স্থলে শাজাহানপুর নামকরণের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাজাপুর মৌজায় জনগণের মূল্যবান ভূমি অধিগ্রহণ করে উপজেলা সদর নির্মাণের কারণে স্থানীয় জনগণ শুরু হতেই উপজেলাটির 'শাজাপুর' বা 'শাজাহানপুর' নামকরণের আবেদন জানিয়ে আসছিলেন।

৭.২.৩ জেলা প্রশাসকের প্রস্তাবে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে মোঘল সম্রাট শাজাহান এ স্থানে একটি সেনা ছাউনী স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর নামানুসারে পুরো এলাকার নাম শাজাহানপুর বা শাজাপুর হয়েছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাজাপুরের পাশেই দেশের অন্যতম বৃহৎ সেনানিবাস স্থাপন করেন। এছাড়া বগুড়া-৭ নির্বাচনী এলাকার সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলাটির নামকরণ শাজাহানপুর করার সুপারিশ করেছেন। বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটিও উপজেলাটির শাজাহানপুর নামকরণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্থানীয় জনগণের আবেদন ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জেলা প্রশাসক, বগুড়া উপজেলাটির নাম 'মাঝিড়া'র পরিবর্তে 'শাজাহানপুর' করার অনুরোধ জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসকের প্রস্তাব অনুযায়ী উপজেলাটির শাজাহানপুর নামকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগ হতে ০৭ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে সুপারিশসহ অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ০১ জানুয়ারী ২০০৫ তারিখের পত্রে মাঝিড়া উপজেলার নাম পরিবর্তন করে শাজাহানপুর করার বিষয়ে নিকার বৈঠকের বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেছে।

৭.২.৪ বর্ণিত অবস্থায়, জেলা প্রশাসক, বগুড়ার প্রস্তাব এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নিকার বৈঠকের সিদ্ধান্তের জন্য সুপারিশসহ পেশ করা হল ঃ

৭.২.৫ 'বগুড়া জেলার মাঝিড়া উপজেলার নাম পরিবর্তন করে শাজাহানপুর নামকরণ করা।'

৭.৩ আলোচনা ঃ

৭.৩.১ বগুড়া জেলার মাঝিড়া উপজেলার নাম পরিবর্তন করে শাজাহানপুর নামকরণের বিষয়ে স্থানীয় জনগণের আবেদন এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হওয়ায় সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৭.৪ সিদ্ধান্ত ঃ

৭.৪.১ বগুড়া জেলার মাঝিড়া উপজেলার নাম পরিবর্তন করে শাজাহানপুর নামকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হ'ল।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৮। পরিশেষে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
১০-০২-২০০৫	১০-০২-২০০৫	১০-০২-২০০৫
(কে এম আবদুল ওয়াদুদ মজুমদার)	(ড. সা'দত হুসাইন)	(খালেদা জিয়া)
যুগ্ম সচিব (কমিটি ও উন্নয়ন)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।		

Nicar Meet-2005

২০১৬ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে নতুন করে আরও ২৪টি উপজেলা সৃষ্টি করা হয়। নতুন এই ২৪টি উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। ফলে এ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৯৫টি উপজেলায় বির্তৃতি লাভ করে। উপজেলার কাঠামোর ন্যায় ১০টি মেট্রোপলিটন থানায়ও একইরকম যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রাজস্বখাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সালে প্রথমে ছিল ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এরপর নতুন ১১টি যোগ হয় ২০০৬ সালে। ২০১৮ সালে যুক্ত

হয় আরও ৮টি। ২০২০ সালে দুই ধাপে আসে ৭টি ও ২৬টি কেন্দ্র। মোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হয় ৬২টি। আরও ২টি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জনপ্রশাসন ও অর্থমন্ত্রণালয়ে অনুমোদন হয়ে গেছে, এটা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সচিব কমিটিতে আছে। এই ২টি অনুমোদন হলে ৬৪ জেলায়ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাঠামো হয়ে যাবে।

যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প শেষ হয় ২০০৩ সালে। এই প্রকল্পে জনবল ছিল ২৭৮৬ জন। এই জনবল ২০০৬ সালে নিকার কাঠামোয় সমন্বয় করা হয়। ২৭৮৬-এর মধ্যে ৪৩০টি পদ জেলার অধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, যেমন–পোশাক, ব্লক, বাটিক, মৎস্য চাষ, দপ্তরবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রভুক্ত ও ৩২টি পদ কার্যালয়ের অধীন এবং বাকি ২৩২৪টি পদ নিকারের কাঠামোতে জেলা ও উপজেলায় সমন্বিত হয়।

'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র' নামে একটি কেন্দ্র ছিল যার জনবল ছিল প্রকল্পের অধীন। ২০১৫ সালে এসে উক্ত কেন্দ্রে ৩৯টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। এরপর আরও ৭টি পদ উক্ত কেন্দ্রে নতুন করে সৃজন হয়। ফলে এ কেন্দ্রের পদ সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৪৬টি, যার প্রধান ছিলেন একজন পরিচালক। পরে এই কেন্দ্রকে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' (বর্তমানে 'জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' নামকরণ করা হয়েছে) নামকরণ হয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া হয় এবং ২০২১ সালে কেন্দ্রের ৪৬টি পদের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে ৩০টি, আর ১৬টি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে ভাগ করে দেয়া হয়। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের অফিস আদেশ নিম্নরূপ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওব্য-৪ শাখা।

নং সম/সওব্য(শাখা-৪)২৭-২০/০৬-৯৫৪

তারিখঃ ৩০ শ্রাবণ, ১৪১৩
১৪ আগষ্ট, ২০০৬

বিষয় : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জাতীয় যুব কেন্দ্রের ৫৬টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজন প্রসঙ্গে।

সূত্র : যুক্রীম/যুব-২/বিশেষ বিধান-১/২০০৫-১৩৭, তারিখঃ ২৭-০৭-২০০৬ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জাতীয় যুব কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ৫৬টি পদের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত ৫০টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

(ক) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে জাতীয় যুব কেন্দ্র; সাভার ঢাকা-এর জন্য নিম্ন বর্ণিত পদ সমূহ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব বাজেটে সৃজনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	মন্তব্য
১.	পরিচালক	১টি	
২.	উপ-পরিচালক	৩টি	
৩.	সহকারী পরিচালক	৪টি	
৪.	মেডিক্যাল অফিসার	১টি	
৫.	লাইব্রেরিয়ান	১টি	
৬.	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	১টি	
৭.	ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর	১টি	
৮.	সহকারী হোস্টেল সুপার	১টি	
৯.	রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট	১টি	
১০.	কম্পিউটার অপারেটর	৪টি	
১১.	কম্পাউন্ডার	১টি	
১২.	হিসাবরক্ষক	১টি	
১৩.	কেয়ারটেকার কাম স্টোরকিপার	১টি	
১৪.	অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর	১টি	
১৫.	পি,এ	১টি	
১৬.	ইউডিএ	১টি	
১৭.	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	১টি	
১৮.	অফিস সহকারী	১টি	
১৯.	[illegible]	৮টি	
২০.	ইমাম	১টি	
২১.	রিসিপশনিষ্ট কাম টেলিফোন অপারেটর	১টি	
২২.	লিফট ম্যান	১টি	
২৩.	[illegible]	১টি	
২৪.	কিচেন কাম ডাইনিং রুম এটেনডেন্ট	৩টি	
২৫.	এম, এল, এস, এস	৭টি	সরাসরি/outsourcing
২৬.	গার্ড (দারোয়ান)	২টি	সরাসরি/outsourcing
২৭.	মালী	২টি	সরাসরি/outsourcing
২৮.	ঝাড়ুদার	২টি	সরাসরি/outsourcing
	সর্বমোট	৫০টি	সরাসরি/outsourcing

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সওব্য-৪ শাখা
www.mopa.gov.bd

নং-০৫.১৫৫.০১৫.০১.০১.০২০.২০০৬(অংশ) - ২১৪ ;

তারিখঃ ২১ কার্তিক, ১৪২১
০৫ নভেম্বর, ২০১৪

বিষয়ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সমাপ্ত "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পে বর্তমানে কর্মরত ৩৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ পদ বিশেষ বিবেচনায় রাজস্ব খাতে স্থানান্তর।

সূত্রঃ নং ৩৪.০৮০.০১৮.০০.০০.৫২.২০১২(অংশ-১)-১৩৮; তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের কর্মরত ৩৯(উনচল্লিশ)টি পদ নিম্নোক্ত শর্তে জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো। এবং ইতোপূর্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৮/২০০৬ তারিখের সম/সওব্য (শাখা-৪)২য়-২০/০৬-১৪৪ নং স্মারকের পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানকৃত ৫০টি পদের মধ্যে নিম্নোক্ত ছকের ৪ নং কলামে বর্ণিত ৩৭টি পদ সৃজনের অংশটুকু নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

পদের বিবরণঃ

ক্রঃ নং	রাজস্বখাতে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ	পদ সংখ্যা	ইতোপূর্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত যে সকল পদ বাতিল হবে তার বিবরণ	পদসংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
০১.	সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা)	০১(এক)টি	সহকারী পরিচালক	০৩(তিন)টি
০২.	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	০১(এক)টি		
০৩.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০১(এক)টি		
০৪.	শরীর চর্চা শিক্ষক (ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর)	০১(এক)টি	ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর	০১(এক)টি
০৫.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	০১(এক)টি	সহকারী-পরিচালক	০২(দুই)টি
০৬.	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	০১(এক)টি		
০৭.	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	০১(এক)টি	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	০১(এক)টি
০৮.	রিসার্স এসিস্ট্যান্ট	০১(এক)টি	রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট	০১(এক)টি
০৯.	কম্পিউটার অপারেটর	০৪(চার)টি	কম্পিউটার অপারেটর	০৪(চার)টি
১০.	একাউনটেন্ট	০১(এক)টি	হিসাব রক্ষক	০১(এক)টি
১১.	কেয়ার টেকার কাম স্টোর কিপার	০১(এক)টি	কেয়ার টেকার কাম স্টোর কিপার	০১(এক)টি
১২.	অডিও ভিজুয়্যাল অপারেটর	০১(এক)টি	অডিও ভিজুয়্যাল অপারেটর	০১(এক)টি
১৩.	পিএ	০১(এক)টি	পিএ	০১(এক)টি
১৪.	ইউডিএ	০১(এক)টি	ইউডিএ	০১(এক)টি
১৫.	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	০১(এক)টি	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	০১(এক)টি

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মোঃ রবিউল আলম

ক্রঃ নং	রাজস্বখাতে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ	পদ সংখ্যা	ইতোপূর্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত যে সকল পদ বাতিল হবে তার বিবরণ	পদসংখ্যা
১৬.	গাড়ীচালক	০২(দুই)টি	-	
১৭.	রিসেপসনিষ্ট কাম টেলিফোন অপারেটর	০১(এক)টি	রিসেপসনিষ্ট কাম টেলিফোন অপারেটর	০১(এক)টি
১৮.	লিফটম্যান	০১(এক)টি	লিফটম্যান	০১(এক)টি
১৯.	ক্যাশিয়ার	০১(এক)টি	ক্যাশিয়ার	০১(এক)টি
২০.	বাবুর্চি	০১(এক)টি	কুক(বাবুর্চী)	০১(এক)টি
২১.	এম.এল.এস.এস(অফিস সহায়ক)	০৭(সাত)টি	এম,এল,এস,এস	০৭(সাত)টি
২২.	কিচেন কাম ডাইনিং রুম এ্যাটেনডেন্ট	০৩(তিন)টি	কিচেন কাম ডাইনিং রুম এ্যাটেনডেন্ট	০৩(তিন)টি
২৩.	মালী	০১(এক)টি	মালী	০১(এক)টি
২৪.	দারোয়ান (নিরাপত্তা প্রহরী)	০২(দুই)টি	গার্ড (দারোয়ান)	০২(দুই)টি
২৫.	ঝাড়ুদার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)	০২(দুই)টি	ঝাড়ুদার	০২(দুই)টি
	সর্বমোট=	৩৯ (উনচল্লিশ)টি	-	৩৭ (সাইত্রিশ)টি

শর্তসমূহঃ

(ক) অর্থ বিভাগের সম্মতিগ্রহণসহ অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে ;
(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৫/২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশা/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ;
(গ) যে সকল পদ নিয়োগ বিধিতে নেই সে সকল পদ নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ;
(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪/০৮/২০০৬ তারিখের সম/সওব্য (শাখা-৪)২য়-২০/০৬-১৪৪ নং স্মারকমূলে সকল পদ সৃজনের সম্মতি দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদগুলো সৃজনের সম্মতির অংশটুকু বাতিল হবে এবং বাকী পদগুলো সৃজনের সম্মতি বহাল থাকবে ;
(ঙ) পদ স্থানান্তরে অর্থ বিভাগের সম্মতির কপি এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জিও জারির কপি আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(জাকিয়া সুলতানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৯৬১

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-২৩
w.w.w.mof.gov.bd

নং-০৭.১২৩.০২০.০৫.৩৬.০২৩.২০১৪-৩০

তারিখ : ২৮ পৌষ ১৪২১ ব. / ১১ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.

বিষয় : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পে বর্তমানে কর্মরত ৩৯ জন জনবলসহ ৩৯ (উনচল্লিশ) টি পদ বিশেষ বিবেচনায় রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সম্মতি প্রদান।

সূত্র : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৪.০৬০.০১৮.০০.০০.৫২.২০১২ (অংশ-১)-১৬৮ তারিখ : ১২-১১-২০১৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পে বর্তমানে কর্মরত ৩৯জন জনবলসহ ৩৯ (উনচল্লিশ) টি পদ প্রকল্প সমাপ্তির পরদিন অর্থাৎ ০১-০৭-২০০৬ খ্রি. থেকে বর্ণিত শর্তানুযায়ী রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরে নির্দেশক্রমে সরকারের সিদ্ধান্ত অবহিত করা হলো :

ক্র. নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
০১	সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা)	০১ (এক)টি
০২	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	০১ (এক)টি
০৩	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০১ (এক)টি
০৪	শরীর চর্চা শিক্ষক (ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর)	০১ (এক)টি
০৫	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	০১ (এক)টি
০৬	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	০১ (এক)টি
০৭	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	০১ (এক)টি
০৮	রিসার্স এসিস্ট্যান্ট	০১ (এক)টি
০৯	কম্পিউটার অপারেটর	০৪ (চার)টি
১০	একাউনটেন্ট	০১ (এক)টি
১১	কেয়ার টেকার কাম স্টোরকিপার	০১ (এক)টি
১২	অডিও ভিজুয়্যাল অপারেটর	০১ (এক)টি
১৩	পিএ	০১ (এক)টি
১৪	ইউডিএ	০১ (এক)টি
১৫	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	০১ (এক)টি
১৬	গাড়ীচালক	০২ (দুই)টি
১৭	রিসেপশনিস্ট কাম টেলিফোন অপারেটর	০১ (এক)টি
১৮	লিফটম্যান	০১ (এক)টি
১৯	ক্যাশিয়ার	০১ (এক)টি
২০	বাবুর্চি	০১ (এক)টি
২১	এম.এল.এস.এস (অফিস সহায়ক)	০৭ (সাত)টি
২২	কিচেন কাম ডাইনিং রুম এ্যাটেনডেন্ট	০৩ (তিন)টি
২৩	মালী	০১ (এক)টি
২৪	দারোয়ান (নিরাপত্তা প্রহরী)	০২ (দুই)টি
২৫	ঝাড়ুদার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)	০২ (দুই)টি
	সর্বমোট—	৩৯ (উনচল্লিশ)টি

(পাতা উল্টাতে হবে)

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

শর্তাবলী :

(ক) সুপারিশকৃত পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আরোপিত সকল শর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(খ) আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের সুপারিশকৃত পদ রাজস্বখাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা-২০০৫ (এসআরও নং-১৮৭-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এস-৯/২০০০ তাং-২০-০৬-২০০৫) এর ৪ নং বিধিসহ প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(গ) পদ সংরক্ষণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-১৫-২০০৩ খ্রিঃ সমবি/কঃ বিঃ শাঃ/কমস-১১/২০০১/১১১ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্য সুপারিশকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের পদসমূহের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক যাচাই (ভেটিং)/নির্ধারণ করাতে হবে;

(ঙ) সুপারিশকৃত পদগুলোর মধ্যে মৃত্যু, অবসরজনিত বা অন্য কোন কারণে কোন পদ শূন্য হলে প্রচলিত বিধি বিধানের মাধ্যমে সে পদ পূরণ করতে হবে;

(চ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বর্ণিত ৩৯ জন জনবলসহ ৩৯টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত জারীতব্য সরকারী আদেশ (জি.ও) অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন করাতে হবে;

(ছ) সুপারিশকৃত ৩৯টি পদে অব্যাহতভাবে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রকল্পকালীন অর্থাৎ ৩০-০৬-২০০৬ খ্রিঃ পূর্বের কোন বকেয়া, ইনক্রিমেন্ট কিংবা অন্য কোন বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন না;

(জ) সুপারিশকৃত ৩৯টি পদে অব্যাহতভাবে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রকল্প সমাপ্তির পর অর্থাৎ ০১-০৭-২০০৬ খ্রিঃ হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বকেয়া ভাতাদি প্রাপ্য হবেন;

(ঝ) স্থানান্তরের জন্য সুপারিশকৃত বর্ণিত ৩৯টি পদের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রকল্প সমাপ্তির পর অন্য কোন প্রকল্প বা রাজস্ব খাত বা সরকারের অন্য কোন খাত হতে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকলে তা সমন্বয়পূর্বক বকেয়া বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ করতে হবে;

(ঞ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে নতুন স্থানান্তরিত পদ স্থায়ী/অস্থায়ী হিসেবে চিহ্নিত পূর্বক অন্তর্ভুক্ত করে টিওএন্ডই হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদকৃত টিওএন্ডই-এর এক কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(ট) ভবিষ্যতে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একে নজির (Precedence) হিসেবে গণ্য করা যাবে না; এবং

(ঠ) এ বিষয়ে প্রচলিত অন্যান্য বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(মোঃ শাহ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

১. বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৪. যুগ্ম-সচিব, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।
৫. যুগ্ম-সচিব, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা, অর্থ বিভাগ।
৬. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অর্থ বিভাগ।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

TARY, M/O, YOUTH & SPORTS.   FAX NO. :027162344   21 Apr. 2015 11:24AM P1

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৬৪.৩৪.০০২.১৩-৬০

০৮ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ।
তারিখঃ-----------------------
২১ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পে কর্মরত ৩৯ (উনচল্লিশ) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতনস্কেল নির্ধারণ।

সূত্রঃ (১) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৪.০৬০.০১৮.০০.০০.৫২.২০১২(অংশ-১)-০১ তারিখঃ ১৫-০১-২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৫. ১৫৩. ০১৫. ০১. ০১. ০২০. ২০০১ (অংশ)-২১৪, তারিখঃ ০৫-১১-২০১৪ খ্রিঃ এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের স্মারক নং.০৭. ১২৩. ০২০. ০৫. ৩৬. ০২৮. ২০১৪-৩০, তারিখঃ ১১-০১-২০১৫ খ্রিঃ এর সম্মতি মোতাবেক শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পে কর্মরত ৩৯(উনচল্লিশ)টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় বর্ণিত পদের বেতনস্কেল নিম্নোক্ত শর্তে নির্ধারণে নির্দেশক্রমে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল/০৯)	নিয়োগ যোগ্যতা/বিধি
১	২	৩	৪
১.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ০১(এক)টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অথবা (খ) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ন্যূনপক্ষে ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
২.	সহকারী পরিচালক (গবেষণা) ০১(এক)টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অথবা (খ) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
৩.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ০১(এক)টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অথবা (খ) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
৪.	শরীর চর্চা শিক্ষক (ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর) ০১(এক)টি	টাঃ ৮০০০-১৬৫৪০ (১০ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা। সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির বিপিএড ডিগ্রী ; (খ) শরীরচর্চা কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৫.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ০১(এক)টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা। সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অথবা (খ) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
৬.	সহকারী পরিচালক (অর্থ) ০১(এক)টি	টাঃ ১১০০০-২০৩৭০ (৯নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অথবা (খ) সরকারী/আধাসরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
৭.	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট ০১(এক)টি	টাঃ ৮০০০-১৬৫৪০ (১০ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (খ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং বয়স শিথিলযোগ্য।
৮.	রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট ০১(এক)টি	টাঃ ৫৫০০-১২০৯৫ (১৩ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা। সরাসরি নিয়োগঃ (ক) যে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক পাশ। (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য
৯.	কম্পিউটার অপারেটর ০১(এক)টি	টাঃ ৫৫০০-১২০৯৫ (১৩ নং গ্রেড)	সরাসরি নিয়োগঃ The Computer Personnel (Government and Local Authorities) Recruitment Rules, 1985 অনুযায়ী।
১০.	একাউন্টেন্ট ০১(এক)টি	টাঃ ৫২০০-১১২৩৫ (১৪ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) যে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক পাশ। (খ) সরকারী/আধাসরকারী /স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে হিসাব কাজে কমপক্ষে ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১১.	কেয়ার টেকার কাম-স্টোরকিপার ০১(এক)টি	টাঃ ৫৫০০-১২০৯৫ (১৩ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রী। (খ) কেয়ারটেকার/স্টোরকিপার হিসাবে চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
১২.	অডিও ভিজুয়াল অপারেটর ০১(এক)টি	টাঃ ৪৫০০-৯০৯৫ (১৭ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে এসএসসি পাশ। (খ) অডিও ভিজুয়াল অপারেটিং কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। (গ) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
১৩.	পিএ ০১(এক)টি	টাঃ ৫৫০০-১২০৯৫ (১৩ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী। (খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাংলা ও ইংরেজিতে টাইপ ও সর্টহ্যান্ড এ গতি সম্পন্ন হতে হবে।
১৪.	ইউডিএ ০১(এক)টি	টাঃ ৫২০০-১১২৩৫ (১৪ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী। (খ) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
১৫.	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর ০১(এক)টি	টাঃ ৪৫০০-৯০৯৫ (১৭ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে এইচএসসি পাশসহ যে কোন সরকারী/আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ইলেকট্রিক ট্রেডে (কমপক্ষে) ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। (খ) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
১৬।	গাড়ী চালক ০২(দুই)টি	টাঃ ৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬ নং গ্রেড)	সচিব বহির্ভূত দপ্তর নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতাঃ সরাসরি নিয়োগঃ (ক) অষ্টম শ্রেণি পাশ। (খ) বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ মোটরগাড়ী চালনায় ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

SECRETARY, M/O YOUTH & SPORTS. FAX NO :02716784 21 Apr. 2015 11:25AM P2

১৮।	ডিজোপজিষ্ট এবং বৌলবোন এপারেটর ০১(এক)টি	টা: ৪৭০০-৮৭৪৫ (১৬ নং গ্রেড)	সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা: সরাসরি নিয়োগ: (ক) স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে এইচ এস সি পাশ। (খ) মহিলা এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
১৯।	ইলেকট্রিশিয়ান ০১(এক)টি	টা: ৪৪০০-৮৫৮০ (১৮ নং গ্রেড)	সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা: সরাসরি নিয়োগ: (ক) অষ্টম শ্রেণী পাশ। বিদ্যুৎ পরিচালনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (খ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
২০।	গাড়ী চালক ০১(এক)টি	টা: ৪৩০০-৮৩৫০ (১৭ নং গ্রেড)	সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা: সরাসরি নিয়োগ: (ক) স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ। (খ) হালকা ও ভারী গাড়ী চালনার বৈধ লাইসেন্স সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। (গ) বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
২১।	বাবুর্চী ০১(এক)টি	টা: ৪১০০-৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড)	সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা: সরাসরি নিয়োগ: অষ্টম শ্রেণি পাশসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২১।	এমএলএসএস (অফিস সহায়ক) ০৭(সাত)টি	টা: ৪১০০-৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড)	সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা: সরাসরি নিয়োগ: অষ্টম শ্রেণি পাশ।
২২.	ক্লিনার কাম হাউজ কিপার-০৩টি ০৩(তিন)টি	টা: ৪১০০-৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড)	সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা: সরাসরি নিয়োগ: অষ্টম শ্রেণি পাশ।
২৩.	মালী ০১(এক)টি	টা: ৪১০০-৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড)	সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা: সরাসরি নিয়োগ: অষ্টম শ্রেণি পাশ। বাগান পরিচর্যা কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
২৪.	নিরাপত্তা প্রহরী ০২(দুই)টি	টা: ৪১০০-৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড)	সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা: সরাসরি নিয়োগ: অষ্টম শ্রেণি পাশ। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন অবসর প্রাপ্ত সার্জেন্ট, পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর সদস্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
২৫.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পরিচ্ছন্নতাকর্মী) ০২(দুই)টি	টা: ৪১০০-৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড)	সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ বিধি-২০১২ মোতাবেক যোগ্যতা: সরাসরি নিয়োগ: অষ্টম শ্রেণি পাশ।

শর্তাবলী:

(ক) ৩ নম্বর কলামের নির্ধারিতকৃত বেতনস্কেল ৪ নং কলামের সংশ্লিষ্ট সরকারী নিয়োগ বিধির শর্ত অনুযায়ী কার্যকর হবে;

(খ) ৪ নম্বর কলামের সচিব যাবতীয় সরকারী নিয়োগ [...] যথাযথ চূড়ান্ত নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(গ) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৫. ১৫৩. ০১৫. ০১. ০১. ০২০. ২০০৬ (অংশ)-২১৬, তারিখ ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ এর সম্মতি এবং অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগের স্মারক নং-০৭. ১২৩. ০২০. ০৫. ০৬. ০২৩. ২০১৪-৩০, তারিখ ১১-০১-২০১৫ খ্রিঃ এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন করতে হবে;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর পদের পদধারীদের স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ, মৃত্যুবরণ, চাকুরিচ্যুতি বা অন্য কোন কারণে অবসর গ্রহণের পর পদ শূন্য হলে উক্ত শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ১০-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি/বাস্তবা-৩/বিবিধ-১/২০০৮-২০০ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রণীত আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

(ঙ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক মঞ্জুরী আদেশ (জি,ও) অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাঙ্কন করতে হবে;

(চ) এছাড়া সরকারী সকল বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২১/০৪/২০১৫
(মোঃ মফিজুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন-৪)
ফোন: ৯৫৫০৭৪৪
E-mail: [illegible]@finance.gov.bd

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৬
(www.mof.gov.bd)

নং-০৭ ১৫৬.০১৫.০৮.০০.০১.২০১৫-২২২

তারিখ: ১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়: শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে ১৩টি পদ সৃজন সম্পর্কিত।

সূত্র: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ৩৪.৫১.০০০০.০৬০.০০.০৯.২০১৬-৮৯,তাং-০৩/০৩/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির আলোকে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের জন্য নিম্নবর্ণিত ০৭টি পদ বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো:-

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	মন্তব্য
১	পরিচালক	০১টি	
২	উপ-পরিচালক	০২টি	উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-১, উপ-পরিচালক (ট্রেনিং ও মূল্যায়ন)-১টি পদ ।
৩	মেডিকেল অফিসার	০১টি	প্রেষণে
৪	কম্পাউন্ডার	০১টি	
৫	লাইব্রেরিয়ান	০১টি	
৬	ইমাম	০১টি	
	মোট=	০৭টি	

তবে শর্ত থাকে যে,

(১) পদ সৃজনাদেশ জারীর পূর্বে মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং এ বাবদ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

(২) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৩) নতুন পদের বেতনস্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক যাচাই/ভেটিং করিয়ে নিতে হবে।

(৪) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক অস্থায়ী পদ সৃজনের জিও জারী করে জারীকৃত ০৪ কপি জিওতে অর্থ বিভাগের পৃষ্ঠাংকন নিতে হবে।

(৫) পৃষ্ঠাংকিত জিও-র ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিসের হিসাব রক্ষণ অফিসে প্রেরণ করতে হবে এবং ০১(এক) কপি নিয়ন্ত্রণকারী অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৬) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিসের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে নতুন সৃজিত পদ অস্থায়ী হিসেবে চিহ্নিতপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করে টিওএন্ডই আপডেটেড করতে হবে এবং হালনাগাদকৃত টিওএন্ডই-এর এক কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(৭) পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কিঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সরকারী আদেশের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(৮) অস্থায়ী পদ সৃজনের ক্ষেত্রে ওএন্ডএম ম্যানুয়েলের অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

(৯) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী অবশ্যই পালন করতে হবে এবং পদ সৃজনাদেশে তা উল্লেখ থাকতে হবে।

(১০) যে সকল পদ নিয়োগ বিধিতে নেই তা অনুমোদিত নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(বিলকিস জাহান রিমি)
উপ-সচিব
ফোন নং-৯৫৫০৭০০

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩৪.০৬০.০১৮.০০.০০.৫২.২০১২(অংশ-১)-৭২

তারিখঃ ২৮ বৈশাখ ১৪২২বঃ
১১-০৫-২০১৫খ্রিঃ

প্রেরকঃ সুমেরী আমান
উপসচিব

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩য় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৭(সাইত্রিশ)টি কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরি জ্ঞাপন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় নির্দেশক্রমে আদিষ্ট হয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের নিম্নোক্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৭(সাইত্রিশ)টি কর্মকর্তা-কর্মচারির পদ ০১/০৭/২০০৬ তারিখ হতে অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো :

ক্রঃ নং	রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ নাম	রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদসংখ্যা	বেতন স্কেল ও গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯)
১.	সহকারী পরিচালক(প্রকাশনা)	০১(এক)টি	১১০০০-৪৮০ X৭-১৪৩৬০-ই/বি-৫৪০ X১১-২০৩৭০ (গ্রেড নং-০৯)
২.	সহকারী পরিচালক(গবেষণা)	০১(এক)টি	১১০০০-৪৮০ X৭-১৪৩৬০-ই/বি-৫৪০ X১১-২০৩৭০ (গ্রেড নং-০৯)
৩.	সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)	০১(এক)টি	১১০০০-৪৮০ X৭-১৪৩৬০-ই/বি-৫৪০ X১১-২০৩৭০ (গ্রেড নং-০৯)
৪.	সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ)	০১(এক)টি	১১০০০-৪৮০ X৭-১৪৩৬০-ই/বি-৫৪০ X১১-২০৩৭০ (গ্রেড নং-০৯)
৫.	সহকারী পরিচালক(অর্থ)	০১(এক)টি	১১০০০-৪৮০ X৭-১৪৩৬০-ই/বি-৫৪০ X১১-২০৩৭০ (গ্রেড নং-০৯)
৬.	রিসার্চ এ্যাসিষ্ট্যান্ট	০১(এক)টি	৫৫০০-৩৮৫ X৭-৮১৯৫-ই/বি-৩৮০ X১১-১২৩৭৫ (গ্রেড নং-১৩)
৭.	কম্পিউটার অপারেটর	০৪(চার)টি	৫৫০০-৩৮৫ X৭-৮১৯৫-ই/বি-৩৮০ X১১-১২৩৭৫ (গ্রেড নং-১৩)
৮.	কেয়ার টেকার কাম-স্টোরকিপার	০১(এক)টি	৫৫০০-৩৮৫ X৭-৮১৯৫-ই/বি-৩৮০ X১১-১২৩৭৫ (গ্রেড নং-১৩)
৯.	পিএ	০১(এক)টি	৫৫০০-৩৮৫ X৭-৮১৯৫-ই/বি-৩৮০ X১১-১২৩৭৫ (গ্রেড নং-১৩)
১০.	ইউডিএ	০১(এক)টি	৫২০০-৩২০ X৭-৭৪৪০-ই/বি-৩৪৫ X১১-১১২৩৫ (গ্রেড নং-১৪)
১১.	একাউনটেন্ট	০১(এক)টি	৫২০০-৩২০ X৭-৭৪৪০-ই/বি-৩৪৫ X১১-১১২৩৫ (গ্রেড নং-১৪)
১২.	গাড়ী চালক	০২(দুই)টি	৪৭০০-২৬৫ X৭-৬৫৫৫-ই/বি-২৮০ X১১-৯৬৩৫ (গ্রেড নং-১৬)
১৩.	রিসেপশনিস্ট কাম-টেলিফোন অপারেটর	০১(এক)টি	৪৭০০-২৬৫ X৭-৬৫৫৫-ই/বি-২৮০ X১১-৯৬৩৫ (গ্রেড নং-১৬)
১৪.	ক্যাশিয়ার	০১(এক)টি	৪৭০০-২৬৫ X৭-৬৫৫৫-ই/বি-২৮০ X১১-৯৬৩৫ (গ্রেড নং-১৬)
১৫.	অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর	০১(এক)টি	৪৫০০-২৪০ X৭-৬১৮০-ই/বি-২৫৫ X১১-৮৯৮৫ (গ্রেড নং-১৭)
১৬.	ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	০১(এক)টি	৪৫০০-২৪০ X৭-৬১৮০-ই/বি-২৫৫ X১১-৮৯৮৫ (গ্রেড নং-১৭)
১৭.	লিফটম্যান	০১(এক)টি	৪৪০০-২২০ X৭-৫৯৪০-ই/বি-২৪০ X১১-৮৫৮০ (গ্রেড নং-১৮)
১৮.	বাবুর্চী	০১(এক)টি	৪১০০-১৯০ X৭-৫৪৩০-ই/বি-২১০ X১১-৭৭৪০ (গ্রেড নং-২০)
১৯.	এম. এল. এস. এস(অফিস সহায়ক)	০৭(সাত)টি	৪১০০-১৯০ X৭-৫৪৩০-ই/বি-২১০ X১১-৭৭৪০ (গ্রেড নং-২০)
২০.	কিচেন কাম-ডাইনিং রুম এ্যাটেনডেন্ট	০৩(তিন)টি	৪১০০-১৯০ X৭-৫৪৩০-ই/বি-২১০ X১১-৭৭৪০ (গ্রেড নং-২০)
২১.	মালী	০১(এক)টি	৪১০০-১৯০ X৭-৫৪৩০-ই/বি-২১০ X১১-৭৭৪০ (গ্রেড নং-২০)
২২.	দারোয়ান(নিরাপত্তা প্রহরী)	০২(দুই)টি	৪১০০-১৯০ X৭-৫৪৩০-ই/বি-২১০ X১১-৭৭৪০ (গ্রেড নং-২০)
২৩.	ঝাড়ুদার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)	০২(দুই)টি	৪১০০-১৯০ X৭-৫৪৩০-ই/বি-২১০ X১১-৭৭৪০ (গ্রেড নং-২০)

শর্তাবলি:

ক. স্থানান্তরিত সমাপ্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে "উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা, ২০০৫" (এসআরও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এস-৯/২০০০, তারিখঃ ২০/০৬/২০০৫) এর ৪নং ধারার বিধানাবলীসহ প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

খ. উপর্যুক্ত পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

গ. সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের উপর্যুক্ত পদসমূহ যথাযথ সরকারি আদেশের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প সমাপ্তির পর দিন অর্থাৎ ০১/০৭/২০০৬ তারিখে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর/সৃজন হবে।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)

সরকারি আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঙ. উপর্যুক্ত পদগুলোর মধ্যে মৃত্যু, অবসরজনিত বা অন্য কোন কারণে কোন পদ শূন্য হলে প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে পদ পূরণ করতে হবে।

চ. উপর্যুক্ত ৩৭টি পদে অব্যাহতভাবে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রকল্পকালীন অর্থাৎ ৩০/০৬/২০০৬ তারিখের পূর্বে বকেয়া, ইনক্রিমেন্ট কিংবা অন্য কোন বকেয়া বেতনভাতাদি প্রাপ্য হবে না।

ছ. বর্ণিত ৩৭টি পদে অব্যাহতভাবে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রকল্প সমাপ্তির পর অর্থাৎ ০১/০৭/২০০৬ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বকেয়া ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

জ. বর্ণিত ৩৭টি পদের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রকল্প সমাপ্তির পর অন্য কোন প্রকল্প বা রাজস্ব খাত বা সরকারের অন্য কোন খাত হতে বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকলে তা সমন্বয়পূর্বক বকেয়া বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ করতে হবে।

ঝ. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে নতুন স্থানান্তরিত পদ স্থায়ী/অস্থায়ী হিসেবে চিহ্নিতপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করে টিওএন্ডই হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদকৃত টিওএন্ডই এর কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

ঞ. উপর্যুক্ত পদের মধ্যে ৪র্থ শ্রেণীর পদের পদধারীদের স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ, মৃত্যুবরণ, চাকুরিচ্যুতি বা অন্য কোন কারণে অবসর গ্রহণের পর পদ শূন্য হলে উক্ত শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ১০/০৬/২০০৯ তারিখের অম/অবি/বাস্তবায়ন-৩/বিবিধ-২/২০০৯-২০০৭নং স্মারকের মাধ্যমে প্রণীত আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

ট. ভবিষ্যতে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এটি নজির (Precedence) হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

২। এ আদেশ জারির ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৫৩.০১৫.০১.০১.০২০. ২০০৬(অংশ)-২১৪, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ১১-০১-২০১৫খ্রিঃ ০৭.১২৩.০২০.০৫.৩৬.০১১.২০১৪-৩০ সংখ্যক পত্রসমূহে সম্মতি এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ২১-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০. ১৬৪.৩৪.০০২.১৩-৩০ সংখ্যক পত্রে বর্ণিত পদসমূহের বেতন স্কেল নির্ধারণ (ভেটিং)সহ সরকারি বিধি-বিধান ও প্রযোজ্য সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

৩। এ আদেশ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হয়েছে।

স্বাঃ/-
(সুমেরী আমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৪৪২৮

নং-৩৪.০৬০.০১৮.০০.০০.৫২.২০১২(অংশ-১)-৭২ তারিখ : ১১-০৫-২০১৫খ্রিঃ

পৃষ্ঠাংকেনের মাধ্যমে ২(দুই)কপি অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগে প্রেরণ করা হলো। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৩য় ফেজ সচিবালয় ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করার অনুরোধ করা হলো।

(সুমেরী আমান)
উপসচিব
তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৫

নং-০৭.১৫৫.০১৫.০৮.০০.০১.২০১৫-১১৩

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৩য় ফেজ, সচিবালয় ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

(বিলকিস আখতার মিনি)
উপসচিব

নং-৩৪.০৬০.০১৮.০০.০০.৫২.২০১২(অংশ-১)-৭২ তারিখ : ১১-০৫-২০১৫খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১০৮ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। উপ-প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। পরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-২৩), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা।
১০। অফিস কপি।

(সুমেরী আমান)
উপসচিব

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং সিএও/যুক্রীম/... ৫৫ ... তারিখ ২৮/০৫/২০১৫

মোঃ শাহআলম জামী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
নং ৩৯২৫ তাং ২৯/৭/১৫
পরিচালক (প্রশাসন)
প্রশিক্ষণ/বাস্তবায়ন/অর্থ ও পরিকল্পনা/ক্ষুদ্র ঋণ/প্রকল্প পরিচালক
স্মারকপত্রটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ/পেশ করুন/খাতাই পেশ করুন/নথীতে জমা।
মহা পরিচালক

নং-৩৪.০৬০.০১৮.০০.০০.৫২.২০১২(অংশ-১)-১১০

প্রেরকঃ নুমেরী যামান
উপসচিব

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩য় বেজা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

বিষয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আরো ০২(দুই)টি কর্মকর্তার পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরি জ্ঞাপন সংক্রান্ত।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১১-০৫-২০১৫খ্রিঃ তারিখের ৩৪.০৬০.০১৮.০০.০০.৫২.২০১২(অংশ-১)-৭২ সংখ্যক স্মারকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ৩৭(সাঁইত্রিশ)টি কর্মকর্তা-কর্মচারির পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের নিম্নোক্ত আরো ০২(দুই)টি কর্মকর্তার পদ ০১/০৭/২০০৬ তারিখ হতে অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো :

ক্রঃ নং	রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ নাম	রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদসংখ্যা	বেতন স্কেল ও গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯)
১.	শরীর চর্চা শিক্ষক(ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর)	০১(এক)টি	টাঃ৮০০০-৪৫০X৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০X১১-১৬৫৪০(গ্রেড-১০)
২.	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	০১(এক)টি	টাঃ৮০০০-৪৫০X৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০X১১-১৬৫৪০(গ্রেড-১০).

শর্তাবলিঃ

ক. স্থানান্তরিত সমাপ্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে "উন্নয়ন প্রকল্প হতে পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা, ২০০৫" (এসআরও নং-১৮২-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এস-৬/২০০০, তারিখঃ ২০/০৬/২০০৫) এর ৪নং ধারার বিধানাবলীসহ প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

খ. উপর্যুক্ত পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

গ. সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের উপর্যুক্ত পদসমূহ বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প সমাপ্তির পর দিন হতে অর্থাৎ ০১/০৭/২০০৬ তারিখে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর/সৃজন হবে।

ঘ. পদসংরক্ষণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩০/০৫/২০০৩ তারিখের মপবি/কবিশা/কপ্র-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঙ. উপর্যুক্ত পদগুলোর মধ্যে মৃত্যু, অবসরজনিত বা অন্য কোন কারণে কোন পদ শূন্য হলে প্রচলিত বিধি বিধানের মাধ্যমে সে পদ পূরণ করতে হবে;

চ. উপর্যুক্ত ০২টি পদে অব্যাহতভাবে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ প্রকল্পকালীন অর্থাৎ ৩০/০৬/২০০৬ তারিখের পূর্বের কোন বকেয়া, ইনক্রিমেন্ট কিংবা অন্য কোন বকেয়া বেতনভাতাদি প্রাপ্য হবে না;

ছ. বর্ণিত ০২টি পদে অব্যাহতভাবে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ প্রকল্প সমাপ্তির পর অর্থাৎ ০১/০৭/২০০৬ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বকেয়া ভাতাদি প্রাপ্য হবেন;

জ. বর্ণিত ০২টি পদের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রকল্প সমাপ্তির পর অন্য কোন প্রকল্প বা রাজস্ব খাত বা সরকারের অন্য কোন খাত হতে বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকলে তা সমন্বয়পূর্বক বকেয়া বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ করতে হবে;

ঝ. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে নতুন স্থানান্তরিত পদ স্থায়ী/অস্থায়ী হিসেবে চিহ্নিতপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করে টিওএন্ডই হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদকৃত টিওএন্ডই এর কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

ঞ. ভবিষ্যতে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একে নজির (Precedence) হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

২। এ আদেশ জারির ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৫৩.০১৫.০১.০১.০২০, ২০০৬(অংশ)-২১৪, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ১১/০১-২০১৫খ্রিঃ ০৭.১২৩.০২০.০৫.৩৬.০২৩.২০১৪-৩৩ সংখ্যক পত্রসমূহে সম্মতি এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ২১-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.৩৪.০০২.১৩-৩০ সংখ্যক পত্রে বর্ণিত পদসমূহের বেতন স্কেল নির্ধারণ (ভেটিং)সহ সরকারি বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

৩। এ আদেশ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হয়েছে।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্বাঃ
(নুমেরী যামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৪৪২৮

পাতা/২

তারিখ : ১৪-০৭-২০১৫খ্রিঃ

পৃষ্ঠাংকনের জন্য ২(দুই) প্রস্থ অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে প্রেরণ করা হলো। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৩য় বেজা, সচিবালয় ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ
(নুমেরী যামান)
উপসচিব

নং-

তারিখঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৩য় বেজা, সচিবালয় ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

(বিলকিস জাহান রিমি)
উপসচিব

নং-৩৪.০৬০.০১৮.০০.০০.৫২.২০১২(অংশ-১)-১১৩

তারিখ : ১৪-০৭-২০১৫খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১০৮ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। উপ-প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। পরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-২৩), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা।
১০। অফিস কপি।

সত্যায়িত

মোঃ রবিউল আলম
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(নুমেরী যামান)
উপসচিব

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
নং ৬৮২৪ তাং ২৬/২/১৭
পরিচালক (প্রশাসন)
প্রকল্প পরিচালক
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প/অবশিষ্ট ১১ টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প/অবশিষ্ট কারিগরী/কর্ম সহায়ক ও আত্মকর্ম সংস্থান প্রকল্প
পেশ করুন/আজই পেশ করুন/অতীব জরুরী।
তারিখ: ০১ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-০১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

নং-৩৪.৫১.০০০০.০৬০.০০.০৯.২০১৬-৪৯

প্রাপক: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ০৭ (সাত) টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের প্রশাসনিক মঞ্জুরি জ্ঞাপন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের" বিভিন্ন ক্যাটাগরির ০৭ (সাত) টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের প্রশাসনিক মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো:

ক্র:নং	পদের নাম	সুপারিশকৃত পদের সংখ্যা	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত এবং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী বেতনস্কেল ও গ্রেড
০১	পরিচালক	০১ টি	৪৩০০০-৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড)
০২	উপ-পরিচালক (উপ-পরিচালক- প্রশাসন ও অর্থ ০১ টি, উপ-পরিচালক- ট্রেনিং ও মূল্যায়ন ০১টি)	০২ টি	৩৫৫০০-৬৭০১০/- (৬ষ্ঠ গ্রেড)
০৩	মেডিকেল অফিসার	০১ টি	২২০০০-৫৩০৬০/- (৯ম গ্রেড)
০৪	কম্পাউন্ডার	০১ টি	১০২০০-২৪৬৮০/- (১৪শ গ্রেড)
০৫	লাইব্রেরিয়ান	০১ টি	১৬০০০-৩৮৬৪০/- (১০ম গ্রেড)
০৬	ইমাম	০১ টি	৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬ তম গ্রেড)
	মোট=	০৭ টি	

শর্তাবলি:

(১) পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৫/২০০৩ খ্রি: তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপণ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(২) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিসের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে নতুন সৃজিত পদ অস্থায়ী হিসেবে চিহ্নিতপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করে টিওএন্ডই আপডেট করতে হবে এবং হালনাগাতকৃত টিওএন্ডই এর ০১ কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(৩) অস্থায়ী পদ সৃজনের ক্ষেত্রে ওএন্ডএম ম্যানুয়েলের অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

(৪) যে সকল পদ নিয়োগবিধিতে নেই তা অনুমোদিত নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

০২। এ আদেশ জারির ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪/০৮/২০০৬ খ্রি. তারিখের সম/সওব্য/(শাখা-৪) ২য়-২০/০৬-১৪৪ নং স্মারক, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৬ এর ১২/০৪/২০১৬ খ্রি: তারিখের ০৭.১৫৬.০১৫.০৮.০০.০১.২০১৫-২১২ নং স্মারক এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি: তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.৩৪.০০২.১৩-৬৫ নং স্মারক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০২০.১৬-১৬ নং স্মারকের পত্রের আলোকে সরকারি বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

০৩। এ আদেশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

স্বা:/-
কামরুল হাসান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫৫০৯

-০২-

নং-৩৪.৫১.০০০০.০৬০.০০.০৯.২০১৬-৪৯

পৃষ্ঠাংকনের জন্য ০৪ (চার) কপি অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগে প্রেরণ করা হলো। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষর/-
কামরুল হাসান
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৭.১৫৬.০১৫.০৮.০০.০১.২০১৫- তারিখ:

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

(হাবিবুর রহমান)
উপসচিব
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-৩৪.৫১.০০০০.০৬০.০০.০৯.২০১৬-৪৯ তারিখ: ১৩/০২/২০১৭ খ্রি.

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন/অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার, আইটিসেল, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (জি.ও টি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮। অফিস কপি।

কামরুল হাসান
সিনিয়র সহকারী সচিব

এরপর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল, হাউজওয়্যারিং ইত্যাদি ছিল। এটিও একটি প্রকল্প ছিল। এই প্রকল্প থেকে ২০১৮ সালে এসে ৮০টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। এর মধ্যে ৭৬টি পদ ছিল মাঠ পর্যায়ে, আর ৪টি পদ প্রধান কার্যালয়ে যায়। এর চূড়ান্ত আদেশ হয় ২০১৯ সালে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের অফিস আদেশ নিম্নরূপ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সওব্য-৪ শাখা
www.mopa.gov.bd

নং- ০৫.০০.০০০০.১৫৩.১৫.০১৮.১৮-১৪৯

১৪ ভাদ্র, ১৪২৫
তারিখ: --------------------
২৯ আগস্ট, ২০১৮

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (২য়-পর্ব)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ৮০টি পদ জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তর।

সূত্র: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২৯-৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৩৪.০০.০০০০.০৬০.০০৪.০৫.১৫-৩১৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ১২৪৬৫/২০১৪ এর রায় অনুসারে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (২য়-পর্ব)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ৮০টি পদ জনবলসহ রাজস্বখাতে বর্ণিত শর্তে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা
প্রধান কার্যালয়:		
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক	০১টি
২.	কম্পিউটার অপারেটর	০১টি
৩.	গাড়ী চালক	০১টি
৪.	এম, এল, এস, এস	০১টি
মাঠ পর্যায়ের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য:		
৫.	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	১৬টি
৬.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০৫টি
৭.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০২টি
৮.	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৩টি
৯.	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	২১টি
১০.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০৩টি
১১.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০১টি
১২.	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৩টি
১৩.	এম.এল.এস.এস কাম নৈশ প্রহরী	২২টি
	সর্বমোট=	৮০টি

শর্তসমূহ:

(১) এতে অর্থ বিভাগের সম্মতিগ্রহণসহ অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে;

(২) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

চলমান পাতা-০২

(৩) উন্নয়ন প্রকল্পের জনবলকে নিয়মিতকরণের জন্য বিশেষ বিধিমালা জারি করতে হবে;

(৪) যে সকল পদ নিয়োগ বিধিতে নেই সে সকল পদ নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৫/২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশা/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে; এবং

(৬) পদ স্থানান্তরে অর্থ বিভাগের সম্মতির কপি এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জিও জারির কপি আবশ্যিকভাবে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(জাকিয়া সুলতানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৫০৯৬১

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৪
www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.১৭ (অংশ-১).৬৬৬ তারিখঃ ২৬-৯-১৮

বিষয় : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ৮০টি পদ জনবলসহ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর।

সূত্র : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০১২.১৮.৩৫৪, তাং ০৫.০৯.২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ১২৪৬৫/২০১৪ এর রায় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য়-পর্ব)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলসহ নিম্নবর্ণিত ৮০টি পদ ০১.০৭.২০০৬ তারিখ হতে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরে বর্ণিত শর্তে অর্থ বিভাগের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
প্রধান কার্যালয় :		
০১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক	০১ টি
০২.	কম্পিউটার অপারেটর	০১ টি
০৩.	গাড়ি চালক	০১ টি
০৪.	এমএলএসএস	০১ টি
মাঠ পর্যায়ের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য :		
০৫.	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	১৬ টি
০৬.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০৫ টি
০৭.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০২ টি
০৮.	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং)	০৩ টি
০৯.	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	২১ টি
১০.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০৩ টি
১১.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০১ টি
১২.	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং)	০৩ টি
১৩	এম.এল.এস.এস কাম নৈশপ্রহরী	২২ টি
	মোট =	৮০ (আশি) টি

শর্তাবলী :

(ক) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) পদগুলোর বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ থেকে নির্ধারণ করতে হবে।
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩.০৫.২০০৩ তারিখের মপবি/কবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারী আদেশ অনুসরণ করতে হবে;
(ঘ) সমাপ্ত প্রকল্পের স্থানান্তরিত পদ রাজস্বখাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে "উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ" বিষয়ে নতুন এস.আর.ও জারি করতে হবে;
(ঙ) রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদসমূহের মধ্যে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অব্যাহতভাবে কর্মরত নয় এমন জনবল নিয়মিত করা যাবে না;
(চ) যে সব পদ নিয়োগ বিধিতে নেই সে সব পদ নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(ছ) এম.এল.এস.এস কাম নৈশ প্রহরী-২২টি, পদ স্থানান্তর হওয়ার ফলে স্থানান্তরিত লোকবল দ্বারা পূরণ হওয়ার পর তাঁদের অবসর গ্রহণ বা অন্য কোন কারণে পদগুলো শূন্য হলে তা Outsourcing এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে;
(জ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আরোপিত শর্তাবলীসহ যাবতীয় বিধি বিধান/আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে।

২৬/০৯/২০১৮
(আরিফুল হক)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭০০৩৮

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।
অতিরিক্ত সচিব, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moysports.gov.bd

স্মারক নং [illegible]

তারিখ: ০৯ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২২ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেরক: [illegible]
উপসচিব

প্রাপক: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব)' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮০ (আশি)টি পদসহ জনবল ০১-০৭-২০০৬ খ্রি. হতে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১২৪৬৫/২০১৪ এর রায়/আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব)' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ৮০(আশি) জন রিট পিটিশনারের নিম্নবর্ণিত ৮০ (আশি) টি পদ জনবলসহ ০১-০৭-২০০৬ খ্রি. হতে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রশাসনিক মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি:

ক্রঃনং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিতকৃত বেতন গ্রেড (জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)
প্রধান কার্যালয় :			
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম-হিসাবরক্ষক	০১ (এক)টি	টা: ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)
২.	কম্পিউটার অপারেটর	০১ (এক)টি	টা: ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)
৩.	গাড়িচালক	০১ (এক)টি	টা: ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)
৪.	অফিস সহায়ক	০১ (এক)টি	টা: ৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)
মাঠ পর্যায়ের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য :			
৫.	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	১৬ (ষোল) টি	টা: ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)
৬.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০৫ (পাঁচ)টি	টা: ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)
৭.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০২ (দুই)টি	টা: ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)
৮.	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৩ (তিন)টি	টা: ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)
৯.	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	২১ (একুশ)টি	টা: ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)
১০.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০৩ (তিন)টি	টা: ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)
১১.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০১ (এক)টি	টা: ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

-২-

ক্র নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বেতন (জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)
১২.	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৩ (তিন)টি	টা: ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)
১৩.	অফিস সহায়ক কাম নৈশ প্রহরী	২২(বাইশ)টি	টা: ৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)

শর্তাবলী:

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপণ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

(খ) সমাপ্ত প্রকল্পের স্থানান্তরিত পদ ও জনবল রাজস্বখাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে "উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ" বিষয়ে নতুন এস আর ও জারী করতে হবে;

(গ) যেসব পদ নিয়োগ বিধিতে নেই সেসব পদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(ঘ) অফিস সহায়ক কাম-নৈশ প্রহরী (এম,এল,এস,এস কাম নৈশ প্রহরী)- ২২টি পদ স্থানান্তর হওয়ার ফলে স্থানান্তরিত লোকবল দ্বারা পূরণ হওয়ার পর তাদের অবসর গ্রহণ বা অন্য কোন কারণে পদগুলো শূন্য হলে তা Outsourcing এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে;

(ঙ) রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদসমূহের মধ্যে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অব্যাহতভাবে কর্মরত নয় এমন জনবল নিয়মিত করা যাবে না;

(চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আরোপিত শর্তাবলীসহ যাবতীয় বিধি বিধান/আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে।

০২। এ আদেশ জারির ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-৪ শাখার ২৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫৩.১৫.০১৮.১৮-১৪৯ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পত্রে সম্মতি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৪ এর ২৩-০৯-২০১৮খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.১৭ (অংশ-১)-৩৬৬ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পত্রে সম্মতি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ বাস্তবায়ন অধিশাখা-৪ এর ২২-১০-২০১৮খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০০৯.১৮-১২৫ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পত্রে বর্ণিত পদসমূহের বেতনস্কেল ও বেতন গ্রেড নির্ধারণ (ভেটিং) এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ১০-১২-২০১৮খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১১.১৮-৬৪৮ সংখ্যক স্মারকসমূহের শর্তাদিসহ সরকারি বিধি বিধান ও প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

০৩। এ আদেশ জারির পূর্বে সরকারি সকল বিধি বিধান ও প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে;

০৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-
অরুন কুমার মন্ডল
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৪০৭৭

স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০১২.১৮-০৮ তারিখ: ২২-০১-২০১৯ খ্রি.

পৃষ্ঠাংকনের জন্য ০৪ (চার) কপি অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৪ অধিশাখায় প্রেরণ করা হলো। বিষয়টি প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৩য় তলা, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
অরুন কুমার মন্ডল
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৪০৭৭

(১২)

২০২৩

-৩-

স্মারক নং- তারিখ:

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(আরিফুল হক)
উপসচিব
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৪ অধিশাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০১২.১৮-০৮ তারিখ: ২২-০১-২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (সওব্য)
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
(২য় পৃষ্ঠায় উল্লিখিত শর্তাবলি ক, খ, গ, ঘ, ঙ ও চ প্রতিপালন করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
৪। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। উপ-প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। উপসচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৪ অধিশাখা), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১০। অফিস কপি।

22/01/2019
অরুন কুমার মন্ডল
উপসচিব

পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবেও কিছু পদ সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রথম ১০টি কেন্দ্রে ২১৮টি পদ সৃষ্টি হয় ১-৭-১৯৯৫ সালে। এগুলো হলো সাভার (ঢাকা) এবং সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, ফেনী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, যশোর, চট্টগ্রাম।

এরপর ২০০৩ সালে ১১টি কেন্দ্রে ২৩১টি পদ, ২০১৮ সালে ৮টি কেন্দ্রে ১৬০টি পদ, এরপর ২০২০ সালে ৭টি কেন্দ্রে ৯৮টি পদ এবং একই তারিখে ২৬টি কেন্দ্রে ৪৪৩টি পদ সৃষ্টি হয়।

৬২টি জেলাতে উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ বর্তমানে যুবদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। বাকি ২টি জেলাতে (মানিকগঞ্জ এবং গাজীপুর) নির্মাণকাজ বিলম্ব হওয়াতে পদ সৃজনে দেরি হচ্ছে। তবে পদ সৃজন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে এবং জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি দিয়েছে। এখন সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীন আছে। অনুমোদন পেলে রাজস্ব খাতের আদেশ সৃষ্টি করা হবে। এই ৬২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে বলা হয় আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রত্যেকটা আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৭০জন ছাত্রের এবং ৩০জন নারীর আবাসিক ব্যবস্থা আছে।

অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জেলা পর্যায়ে আরও আছে, যেমন– কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে মাঠ পর্যায়ে প্রথম ফেজে আছে ৭৬টি পদ। তারপর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২য় ফেজের মাঠ পর্যায়ে আছে ১৮১টি পদ। ৩য় ফেজের মাঠ পর্যায়ে আছে ৩০২টি পদ। সব মিলে মোট পদ হয় ৫৫৯টি।

প্রত্যেক জেলায় আবার অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও রয়েছে। অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত। এর মধ্যে পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৬৮টি। এখানে পদসংখ্যা ২০৫টি। ব্লক, বাটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে ৯টি। এখানে পদসংখ্যা ৩৬। দপ্তরবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৫টি, পদসংখ্যা ১৭। স্টেনোটাইপিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩২টি। এর পদসংখ্যা ১০৭। মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৬৪, পদসংখ্যা ৬৪। অনাবাসিক পদসংখ্যা মোট ৪২৯।

১৯৯৭ সালের পরে কোনো প্রকল্প সরাসরি রাজস্ব খাতে যুক্ত হবে না– সরকার এরকম একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। তখন যারা কারিগরি প্রশিক্ষণে দীর্ঘদিন কাজ করেছে তারা আদালতে মামলা করে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত হয় ২০২০ সালে। ৫৫টি জেলাতে কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য আরও ৩০৩টি পদ সৃজন করা হয়।

আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ৪টি। এখানে পদসংখ্যা ২৪। এটি ১৯৯৯ সালে থারডেপ প্রকল্পের সাথে এসেছে।

এরপর কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মূল পদ ছিল ১৯টি।

এছাড়া কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬টি।

'বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র' নামে একটি কেন্দ্র আছে। সেখানে ২০২০ সালে ৭টি পদ সৃজন হয়।

বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পদ সৃষ্টির অফিস আদেশগুলো নিম্নরূপ :

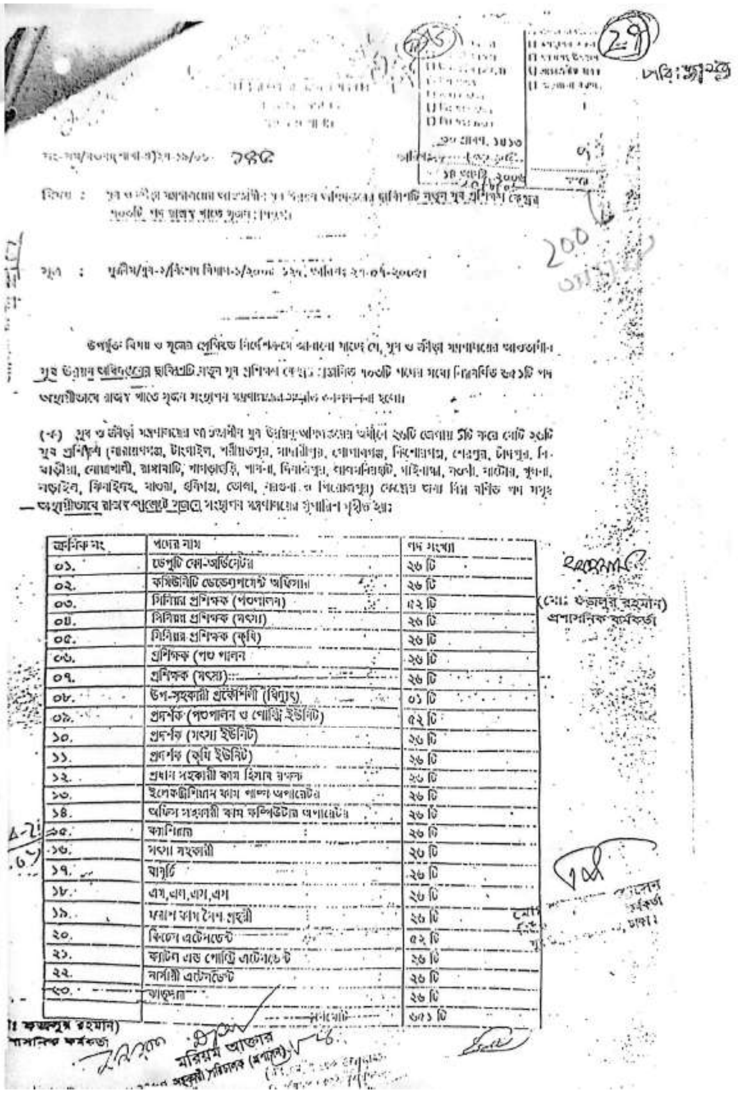

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
০১.	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	২৬ টি
০২.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	২৬ টি
০৩.	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন)	৫২ টি
০৪.	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	২৬ টি
০৫.	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	২৬ টি
০৬.	প্রশিক্ষক (পশু পালন	২৬ টি
০৭.	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	২৬ টি
০৮.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	০১ টি
০৯.	প্রদর্শক (পশুপালন ও পোল্ট্রি ইউনিট)	৫২ টি
১০.	প্রদর্শক (মৎস্য ইউনিট)	২৬ টি
১১.	প্রদর্শক (কৃষি ইউনিট)	২৬ টি
১২.	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	২৬ টি
১৩.	ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর	২৬ টি
১৪.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৬ টি
১৫.	ক্যাশিয়ার	২৬ টি
১৬.	মৎস্য সহকারী	২৬ টি
১৭.	বাবুর্চি	২৬ টি
১৮.	এম,এল,এস,এস	২৬ টি
১৯.	দারোয়ান কাম নৈশ প্রহরী	২৬ টি
২০.	ফিল্ড এটেনডেন্ট	৫২ টি
২১.	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এটেনডেন্ট	২৬ টি
২২.	নার্সারী এটেনডেন্ট	২৬ টি
২৩.	ঝাড়ুদার	২৬ টি
	সর্বমোট	৬৫১ টি

শর্ত থাকে যে (গ) এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব/কঃবিঃশাঃ/কপাঃ-১১(অংশ-১১)/২০০১-১০৬, তারিখ- ২৫-০৫- ২০০৪-এর আদেশ প্রতিপালন করতে হবে।

(ঘ) যে সকল পদ নিয়োগ বিধিতে নাই ঐ সকল পদে নিয়োগ বিধিভুক্ত করে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।

(ঙ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

(চ) পদগুলোর বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ দ্বারা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
এসাইনমেন্ট অফিসার
ফোনঃ ৯৫৫০৯৬১

(এস,এম, ফায়েক-উজ-জামান)
উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প চলতি দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওব-১(২) অধিশাখা

নং সম(সওব-১)-২৭-১৭/০৭- ১১৬০

তারিখঃ ২৮ কার্তিক ১৪১৪
১২ নভেম্বর ২০০৭

বিষয় : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আটটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (প্রথম পর্যায় ৮ টি কেন্দ্র) শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ১৪০ টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সম্মতি জ্ঞাপন।

সূত্র : নং যুক্রীম/প্রঃ-১/২৮টিযুপ্রকে/রাজস্বখাত-৭/২০০৭-১৭৯ ; তারিখঃ ১৬/০৭/০৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আটটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (প্রথম পর্যায় ৮ টি কেন্দ্র) শীর্ষক প্রকল্পের (৭ টি মুন্সীগঞ্জ,কক্সবাজার কুড়িগ্রাম,পটুয়াখালী,সুনামগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড়) নিম্নবর্ণিত ১৪০ (একশত চল্লিশ) টি পদ নিম্নোক্ত শর্তে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো :

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	০৭ টি	
২	কাউন্সিলিং ডেভেলপমেন্ট অফিসার	০৭ টি	
৩	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন)	০৭ টি	
৪	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৭ টি	
৫	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	০৭ টি	
৬	প্রশিক্ষক (পশুপালন)	০৭ টি	
৭	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৭ টি	
৮	সহকারী প্রশিক্ষক (পশুপালন)	০৭ টি	
৯	সহকারী প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৭ টি	
১০	সহকারী প্রশিক্ষক (কৃষি)	০৭ টি	
১১	প্রধান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক	০৭ টি	
১২	ইলেকট্রিশিয়ান-কাম-পাম্প অপারেটর	০৭ টি	
১৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৭ টি	
১৪	ক্যাশিয়ার	০৭ টি	
১৫	বাবুর্চি	০৭ টি	
১৬	এম,এল,এস,এস	০৭ টি	আউট সোর্স করতে হবে।
১৭	ফার্ম-কাম-গেট প্রহরী	০৭ টি	
১৮	কিচেন এটেনডেন্ট	০৭ টি	আউট সোর্স করতে হবে।
১৯	ফার্ম এন্ড পোলট্রি এটেনডেন্ট	০৭ টি	আউট সোর্স করতে হবে।
২০	ঝাড়ুদার	০৭ টি	আউট সোর্স করতে হবে।
	সর্বমোট =	১৪০ (একশত চল্লিশ) টি পদ	

শর্তাবলীঃ

(ক) এতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ সহ অন্যান্য বিধিমালা অনুযায়ী সকল আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

(খ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক খসড়া নিয়োগ বিধি স্বাক্ষর করে প্রেরণ সহ অন্যান্য শর্ত পালন না করা পর্যন্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদ সৃজনের জি,ও জারী করা যাবে না।

(গ) পদ সৃজন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৫/২০০০ খ্রিঃ তারিখের ১১১নং সরকারী আদেশ অনুসরণ করতে হবে।

(মুন্সী শাহাবুদ্দীন আহমেদ)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৯৬১

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

(মোঃ ফজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মরিয়ম আক্তার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :
সচিব,
অর্থবিভাগ,অর্থমন্ত্রণালয়।

০৩ কার্তিক, ১৪১৫
তারিখ: ২২ অক্টোবর, ২০০৮

নং-[illegible]

বিষয় : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র [illegible] প্রকল্পের বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের জন্য পদ সৃজন সংক্রান্ত।

সূত্র : [illegible]-১/২০০৮-২৩৭ ; তারিখ ১৬/১০/২০০৮ খ্রি.

[illegible], ও সূত্রে প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের জন্য নিম্নবর্ণিত কাঠামো নির্দেশিত শর্তে অস্থায়ীভাবে সৃজনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	সহকারী পরিচালক	০১ (এক) টি
২	[illegible] সুপারিনটেনডেন্ট	০১ (এক) টি
৩	সহকারী [illegible]	০১ (এক) টি
৪	কম্পিউটার অপারেটর	০১ (এক) টি
৫	[illegible] ড্রাইভার অপারেটর	০১ (এক) টি
৬	[illegible]	০১ (এক) টি
৭	ইলেকট্রিশিয়ান	০১ (এক) টি
৮	বাবুর্চি	০১ (এক) টি
৯	বাবুর্চি সহকারী	০১ (এক) টি
১০	এম, এল, এস, এস,	০২ (দুই) টি
১১	গার্ড/ দারোয়ান	০২ (দুই) টি
১২	মালী	০১ (এক) টি
১৩	ঝাড়ুদার	০২ (দুই) টি
	মোট	১৬ (ষোল) টি পদ

শর্তাবলী :
(১) এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণসহ বিধিগত অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।
(২) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৫/২০০৩ তারিখের মপবি/কবিশা/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারী আদেশের অনুসরণে অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(মোঃ ফজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মরিয়ম আক্তার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

সত্যায়িত

(তপন কুমার সরকার)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৯৬১

(মোঃ [illegible] রহমান)

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওব্য-৪ শাখা।

নং-সম/সওব্য(শাখা-৪)২৭ ১১/০৬- ২৭৬

১৩ ভাদ্র, ১৪১৩
তারিখ: ২৮ আগষ্ট, ২০০৬

বিষয় : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ৩১০ টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজন প্রসঙ্গে।

সূত্র : যুক্রীম/যুব-২/বিশেষ বিধান-১/২০০৫-১২৫(১); তারিখঃ ২৭-০৭-২০০৬ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত ৩১০টি পদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৩০৮টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

(ক) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান-কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলায় ৭০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য নিম্ন বর্ণিত পদ সমূহ রাজস্ব বাজেটে অস্থায়ীভাবে সৃজনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
০১.	সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার	০৭ টি
০২.	উপ-সহকারী পরিচালক (যুব প্রশিক্ষণ)	০১ টি
০৩.	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৭০ টি
০৪.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	২৪ টি
০৫.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	১০ টি
০৬.	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	১০ টি
০৭.	কম্পিউটার অপারেটর	০১ টি
০৮.	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৭০ টি
০৯.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	২৪ টি
১০.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	১০ টি
১১.	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	১০ টি
১২.	এম,এল,এস,এস	১ টি
১৩.	গার্ড	৭০ টি
	সর্বমোট	৩০৮ টি

শর্ত থাকে যে (খ) এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহনসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মপবি/কবিশাঃ/কপগ-১১(প্রঃ-১১)/২০০১-১০৬, তারিখ- ২৫-০৫- ২০০৪-এর আদেশ প্রতিপালন করতে হবে।

(ঘ) THE COMPUTER PERSONNEL (GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES) RECRUITMENT RULES, 1985 এর আদেশ প্রতিপালন করতে হবে।

(ঙ) যে সকল পদ নিয়োগ বিধিতে নাই তা অনুমোদিত নিয়োগ বিধিভুক্ত করে কপি দাখিল করতে হবে।

(চ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) পদগুলোর বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ দ্বারা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
এস্টাবলিশমেন্ট অফিসার
ফোন: ৯৫৫০৯৬১

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:-
সচিব অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয় (মোঃ ফজলুর রহমান)
বাংলাদেশ সচিবালয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মরিয়ম আক্তার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সওব্য-১(৪) অধিশাখা
www.mopa.gov.bd

১৯ আষাঢ়, ১৪১৮
তারিখঃ
০৩ জুলাই, ২০১১

নং ১৫৫.০১৫.০১.০১.০২১.২০০৬- ১০৫

: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে রাজস্ব খাতে পদ সৃজন সংক্রান্ত।

: যুক্রীম/যুব-২/সি-৩/(সংরক্ষণ)/২০০৬-৯৫ ; তারিখঃ ০৮/০৫/২০১১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারক পত্রের প্রেক্ষিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স এবং ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে বর্ণিত শর্তে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলোঃ

কার্যালয়ের জন্য :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১	কম্পিউটার অপারেটর	০১ (এক)টি

বিভিন্ন ১৫১ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	৪১ (একচল্লিশ)টি
২	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৫৫ (পঞ্চান্ন)টি
৩	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	৫৫ (পঞ্চান্ন)টি
৪	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	৪১ (একচল্লিশ)টি
৫	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৫৫ (পঞ্চান্ন)টি
৬	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	৫৫ (পঞ্চান্ন)টি
৭	ট্রেড হেলপার কাম গার্ড	৫৫ (পঞ্চান্ন)টি
	মোট	৩৫৮ (তিনশত আটান্ন) টি পদ

শর্তাবলীঃ

অর্থ বিভাগের সম্মতিগ্রহণ সহ অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে ;
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৫/২০০৩ তারিখের মপবি/কওবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারী আদেশ অনুযায়ী পদ সমূহ বছর ভিত্তিক সংরক্ষণ করতে হবে ;
প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

মরিয়ম আক্তার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

(মোঃ মাহবুব হোসেন)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৯১১
dsom-I@mopa.gov.bd

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪
www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০-১৪১ | তারিখঃ ৩০.৭.২০২০

বিষয় : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৩৩টি জেলার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, বগুড়া যুব কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে রাজস্ব খাতে পদ সৃজন।

সূত্র : ক) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬ (অংশ-২)-১৯ তাং ২৭.০১.২০২০
খ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬ (অংশ-২)-২০ তাং ২৭.০১.২০২০
গ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬ (অংশ-২)-২১ তাং ২৭.০১.২০২০
ঘ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬ (অংশ-২)-২২ তাং ২৭.০১.২০২০
ঙ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬ (অংশ-২)-২৩ তাং ২৭.০১.২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য ২৬টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৪৩টি, ১৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায় ০৮টি কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্পের ০৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯৮ টি, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রে ৭টি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলায় ৭০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৮১টি , অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের পদ ৫৫টি উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের জন্য ৩০৩টি সর্বমোট (৪৪৩+৯৮+০৭+১৮১+৩০৩)= ১০৩২ টি পদ আদেশ জারীর তারিখ থেকে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনে নিম্নবর্ণিত শর্তে অর্থ বিভাগের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলোঃ

২৬ টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ ১. গোপালগঞ্জ ২. টাংগাইল ৩. শরীয়তপুর ৪. মাদারীপুর ৫. নারায়ণগঞ্জ ৬. শেরপুর ৭. কিশোরগঞ্জ ৮. পাবনা ৯. দিনাজপুর ১০. গাইবান্ধা ১১. লালমনিরহাট ১২. নওগাঁ ১৩. নাটোর ১৪. খুলনা ১৫. নড়াইল ১৬. ঝিনাইদহ ১৭. মাগুরা ১৮. নোয়াখালী ১৯. চাঁদপুর ২০. বি-বাড়ীয়া ২১. রাঙ্গামাটি ২২. খাগড়াছড়ি ২৩. হবিগঞ্জ ২৪. ভোলা ২৫. বরগুনা ও ২৬. পিরোজপুর

ক্রঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	২৬	
২	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	২৬	
৩	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন)	৫২	
৪	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	২৬	
৫	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	২৬	
৬	প্রশিক্ষক (পশুপালন)	২৬	
৭	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	২৬	
৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	০১	
৯	প্রদর্শক (পশুপালন ও পোল্ট্রি ইউনিট)	৫২	
১০	প্রদর্শক (মৎস্য ইউনিট)	২৬	
১১	প্রদর্শক (কৃষি ইউনিট)	২৬	

১২	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	[illegible]	
১৩	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৬	
১৪	ক্যাশিয়ার	২৬	
১৫	মৎস্য সহকারী	২৬	
১৬	অফিস সহায়ক	২৬	
	মোট=	৪৪৩	

১৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায় ০৮টি কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্পের ০৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১. কুড়িগ্রাম... সুনামগঞ্জ, ৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ৪. কুড়িগ্রাম, ৫. পঞ্চগড়, ৬. পটুয়াখালী ও ৭. কক্সবাজার)

ক্রঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	০৭	
২	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	০৭	
৩	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন)	০৭	
৪	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৭	
৫	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	০৭	
৬	প্রশিক্ষক (পশুপালন)	০৭	
৭	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৭	
৮	সহকারী প্রশিক্ষক (পশুপালন)	০৭	
৯	সহকারী প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৭	
১০	সহকারী প্রশিক্ষক (কৃষি)	০৭	
১১	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	০৭	
১২	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৭	
১৩	ক্যাশিয়ার	০৭	
১৪	অফিস সহায়ক	০৭	
	মোট=	৯৮	

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রঃ

ক্রঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	সহকারী পরিচালক	০১	
২	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	০১	
৩	সহকারী লাইব্রেরীয়ান	০১	
৪	কম্পিউটার অপারেটর	০১	
৫	একাউনটেন্ট কাম ষ্টোর কিপার	০১	
৬	অফিস সহায়ক	০২	
	মোট=	০৭	

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলায় ৭০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

ক্রঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার	০৭	
২	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৫৪	
৩	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	১৯	
৪	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০৮	
৫	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৭	
৬	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৪৯	
৭	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	২১	
৮	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০৯	
৯	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৭	
	মোট=	১৮১	

অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের পদ ৫৫টি উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের জন্যঃ

১. ময়মনসিংহ, ২. জামালপুর, ৩. টাংগাইল, ৪. ফরিদপুর, ৫. শরিয়তপুর, ৬. নাটোর, ৭. রংপুর, ৮. পাবনা, ৯. দিনাজপুর, ১০. ঠাকুরগাঁও, ১১. পটুয়াখালী, ১২. নোয়াখালী, ১৩. যশোর, ১৪. কুষ্টিয়া, ১৫. মানিকগঞ্জ, ১৬. নরসিংদী, ১৭. মুন্সীগঞ্জ, ১৮. গাজীপুর, ১৯. নেত্রোকোনা, ২০. কিশোরগঞ্জ, ২১. শেরপুর, ২২. রাজবাড়ী, ২৩. মাদারীপুর, ২৪. গোপালগঞ্জ, ২৫. নওগাঁ ২৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২৭. নীলফামারী, ২৮. লালমনিরহাট, ২৯. গাইবান্ধা, ৩০. কুড়িগ্রাম, ৩১. সিরাজগঞ্জ, ৩২. জয়পুরহাট, ৩৩. পঞ্চগড়, ৩৪. ভোলা, ৩৫. পিরোজপুর, ৩৬. ঝালকাঠি, ৩৭. বরগুনা, ৩৮. কক্সবাজার, ৩৯. বান্দরবান পার্বত্য জেলা, ৪০. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, ৪১. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, ৪২. লক্ষীপুর, ৪৩. ফেনী, ৪৪. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ৪৫. চাঁদপুর, ৪৬. সুনামগঞ্জ, ৪৭. মৌলভীবাজার ৪৮. হবিগঞ্জ, ৪৯. সাতক্ষীরা, ৫০. বাগেরহাট, ৫১. মাগুরা, ৫২. নড়াইল, ৫৩. ঝিনাইদহ, ৫৪. মেহেরপুর ও ৫৫. চুয়াডাঙ্গা।

ক্রঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	কম্পিউটার অপারেটর	০১	প্রধান কার্যালয়ের জন্য
২	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	৪১	
৩	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৫৫	
৪	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	৫৫	
৫	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	৪১	
৬	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৫৫	
৭	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	৫৫	
	মোট=	৩০৩	

ক. প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে;

খ. যে সকল পদ নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সে সকল পদ সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, টিওএন্ডই আপডেট করে ০১ কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

গ. অস্থায়ী পদসমূহের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩.০৫.২০০৩ তারিখের মপবি/কবিশা, কপগ-১১/২০০১-১১১ নং সরকারি আদেশের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে পদগুলোর বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে;

ঘ. পদ সৃজনের জিও জারি করে তার ৪ (চার) কপি পৃষ্ঠাংকনের জন্য অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

ঙ. অডিও ভিজুয়াল অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর, বাবুর্চি, ফায়ার কাম নৈশ প্রহরী, কিচেন এটেনডেন্ট, ক্যাটল এন্ড পোলট্রি এটেনডেন্ট, গার্ড/ দারোয়ান, মালী, নার্সারি এটেনডেন্ট ও ঝাড়ুদার পদে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ অনুসারে সেবা ক্রয়ের জন্য অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

চ. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আরোপিত শর্তসহ যাবতীয় বিধি বিধান/আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে।

৩০/৭/২০

(মোছাঃ রুখসানা রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭০০৩৫

অতিরিক্ত সচিব
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন শাখা-৪
www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০০৮.১৫-৬০

তারিখঃ ১২ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
২৭ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৩৩টি জেলার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, বগুড়া যুব কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে রাজস্বখাতে পদ সৃজন।

সূত্র: অর্থ বিভাগ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০-১৪১, তারিখ: ৩০-০৭-২০২০খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪/০৮/২০০৬খ্রিঃ তারিখের ১৪৫নং, ১২/১১/২০০৭খ্রিঃ তারিখের ১১৮নং, ২২/১০/২০০৮খ্রিঃ তারিখের ২১৮নং, ২৮/০৮/২০০৬খ্রিঃ তারিখের ১৪৮নং ও ০৩/০৭/২০১১খ্রিঃ তারিখের ১০৫নং স্মারক এবং অর্থ বিভাগ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের ৩০-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৪১নং স্মারকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য ২৬টি জেলার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৪৩টি, ১৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায় ০৮টি কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্পের ০৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯৮টি, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রে ৭টি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলায় ৭০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৮১টি, অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের পদ ৫৫টি উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের জন্য ৩০৩টি সহ সর্বমোট (৪৪৩+৯৮+০৭+১৮১+৩০৩)=১০৩২টি পদ আদেশ জারীর তারিখ থেকে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনে সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য পদগুলোর বেতন গ্রেড নিম্নোক্তভাবে ও শর্তে নির্ধারণে অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলোঃ

২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ১. গোপালগঞ্জ ২. টাংগাইল ৩. শরীয়তপুর ৪. মাদারীপুর ৫. নারায়ণগঞ্জ ৬. শেরপুর ৭. কিশোরগঞ্জ ৮. পাবনা ৯, দিনাজপুর ১০. গাইবান্ধা ১১. লালমনিরহাট ১২. নওগাঁ ১৩. নাটোর ১৪. খুলনা ১৫. নড়াইল ১৬. ঝিনাইদহ ১৭. মাগুরা ১৮, নোয়াখালী ১৯, চাঁদপুর ২০. বি-বাড়ীয়া ২১. রাঙ্গামাটি ২২. খাগড়াছড়ি ২৩. হবিগঞ্জ ২৪. ভোলা ২৫. বরগুনা ও ২৬. পিরোজপুর

ক্রঃ নং	পদের নাম ও সংখ্যা	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনগ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	নিয়োগ যোগ্যতা/শর্ত
১	২	৩	৪
১.	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ২৯০০০-৬৩৪১০ (গ্রেড-৭)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৭ দ্বারা পূরণযোগ্য।
২.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৩.	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন) ৫২(বায়ান্ন)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১১ দ্বারা পূরণযোগ্য।

চলমান পাতা/২

১	২	৩	৪
৪.	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১৩ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৫.	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি) ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির ০৪(চার) বছরের স্নাতক (সম্মান) অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: প্রশিক্ষক (কৃষি) বা ইন্সট্রাক্টর (কৃষি) পদে অন্যূন ০৭(সাত) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।
৬.	প্রশিক্ষক (পশুপালন) ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-২৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৭.	প্রশিক্ষক (মৎস্য) ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-২৬ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৮.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ০১(এক)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (বিদ্যুৎ/শক্তি)-এ দ্বিতীয় শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ।
৯.	প্রদর্শক (পশুপালন ও পোল্ট্রি ইউনিট) ৫২(বায়ান্ন)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৪২ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১০.	প্রদর্শক (মৎস্য ইউনিট) ২৬(ছাব্বিশ)	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৪২ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১১.	প্রদর্শক (কৃষি ইউনিট) ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৪২ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১২.	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৩৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১৩.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৫৫ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১৪.	ক্যাশিয়ার ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৫৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১৫.	মৎস্য সহকারী ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ৮৮০০-২১৩১০ (গ্রেড-১৮)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৬০ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১৬.	অফিস সহায়ক ২৬(ছাব্বিশ)টি	টাঃ ৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৭২ দ্বারা পূরণযোগ্য।
মোট	৪৪০ টি পদ		

চলমান পাতা/৩

১৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায় ০৮টি কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্পের ০৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: (১. মুন্সীগঞ্জ, ২. সুনামগঞ্জ, ৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ৪. কুড়িগ্রাম, ৫. পঞ্চগড়, ৬. পটুয়াখালী ও ৭. কক্সবাজার)

১	২	৩	৪
১.	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর ০৭(সাত)টি	টাঃ ২৯০০০-৬৩৪১০ (গ্রেড-৭)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৭ দ্বারা পূরণযোগ্য।
২.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার ০৭(সাত)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৩.	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন) ০৭(সাত)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১১ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৪.	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) ০৭(সাত)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১৩ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৫.	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি) ০৭(সাত)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির ০৪(চার) বছরের স্নাতক (সম্মান) অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: প্রশিক্ষক (কৃষি) বা ইন্সট্রাক্টর (কৃষি) পদে অন্যূন ০৭(সাত) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।
৬.	প্রশিক্ষক (পশুপালন) ০৭(সাত)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-২৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৭.	প্রশিক্ষক (মৎস্য) ০৭(সাত)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-২৬ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৮.	সহকারী প্রশিক্ষক (পশুপালন) ০৭(সাত)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: কোন স্বীকৃত কৃষি ইনস্টিটিউট হতে পশুপালন বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে কোন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক ০২(দুই) মাস ১৫দিন মেয়াদী কোর্সে 'ক' গ্রেডে উত্তীর্ণ।
৯.	সহকারী প্রশিক্ষক (মৎস্য) ০৭(সাত)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: কোন স্বীকৃত কৃষি ইনস্টিটিউট হতে মৎস্য বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে কোন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক ০২(দুই) মাস ১৫দিন মেয়াদী কোর্সে 'ক' গ্রেডে উত্তীর্ণ।
১০.	সহকারী প্রশিক্ষক (কৃষি) ০৭(সাত)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: কোন স্বীকৃত কৃষি ইনস্টিটিউট হতে কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে কোন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক ০২(দুই) মাস ১৫দিন মেয়াদী কোর্সে 'ক' গ্রেডে উত্তীর্ণ।

চলমান পাতা/৪

১	২	৩	৪
১১.	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক ০৭(সাত)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৩৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১২.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ০৭(সাত)টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৫৫ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১৩.	ক্যাশিয়ার ০৭(সাত)টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৫৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১৪.	অফিস সহায়ক ০৭(সাত)টি	টাঃ ৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৭২ দ্বারা পূরণযোগ্য।
মোট	৯৮ টি পদ		

বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্র:

১	২	৩	৪
১.	সহকারী পরিচালক ০১(এক)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১০ দ্বারা পূরণযোগ্য।
২.	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট ০১(এক)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৪ (চার) বছর মেয়াদী ২য় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।
৩.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান ০১(এক)টি	টাঃ ১২৫০০-৩০২৩০ (গ্রেড-১১)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগ: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লাইব্রেরি সায়েন্স বা তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ০৪(চার) বছর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী।
৪.	কম্পিউটার অপারেটর ০১(এক)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ এর তফসিলের ক্রমিক-১৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৫.	একাউনটেন্ট কাম স্টোর-কিপার ০১(এক)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বানিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম, এম.এস.ওয়ার্ড, উইন্ডোজ, এম.এস. অফিস বিষয়ে ০৬(ছয়) মাসের প্রশিক্ষণ থাকিতে হবে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: স্টোর কিপার পদে অন্যূন ০৭(সাত) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।
০৬.	অফিস সহায়ক ০২(দুই)টি	টাঃ ৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৭২ দ্বারা পূরণযোগ্য।
মোট	৭ টি পদ		

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলায় ৭০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

১	২	৩	৪
১	সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার ০৭(সাত)টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ এর তফসিলের ক্রমিক-১৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।

চলমান পাতা/৫

১	২	৩	৪
২	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার) ৫৪(চুয়ান্ন)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ের উপর ০৪(চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।
৩	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং) ১৯(উনিশ)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ের উপর ০৪(চার) মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।
৪	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) ০৮(আট)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের উপর ০৪(চার) মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।
৫	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) ০৭(সাত)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ের উপর ০৪(চার) মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।
৬	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার) ৪৯(উনপঞ্চাশ)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) কম্পিউটার কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
৭	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং) ২১(একুশ)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

চলমান পাতা/৬

-৬-

১	২	৩	৪
৮	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) ০৯(নয়)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
৯	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) ০৭(সাত)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
মোট	১৮১ টি পদ		

অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের পর ৫৫টি উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের জন্যঃ ১. ময়মনসিংহ, ২. জামালপুর, ৩. টাংগাইল, ৪. ফরিদপুর, ৫. শরিয়তপুর, ৬. নাটোর, ৭. রংপুর, ৮. পাবনা, ৯. দিনাজপুর, ১০. ঠাকুরগাঁও, ১১. পটুয়াখালী, ১২. নোয়াখালী, ১৩. যশোর, ১৪. কুষ্টিয়া, ১৫. মানিকগঞ্জ, ১৬. নরসিংদী, ১৭. মুন্সীগঞ্জ, ১৮. গাজীপুর, ১৯. নেত্রোকোনা, ২০. কিশোরগঞ্জ, ২১. শেরপুর, ২২. রাজবাড়ী, ২৩. মাদারীপুর, ২৪. গোপালগঞ্জ, ২৫. নওগাঁ ২৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২৭. নীলফামারী, ২৮. লালমনিরহাট, ২৯. গাইবান্ধা, ৩০. কুড়িগ্রাম, ৩১. সিরাজগঞ্জ, ৩২. জয়পুরহাট, ৩৩. পঞ্চগড়, ৩৪. ভোলা, ৩৫. পিরোজপুর, ৩৬. ঝালকাঠি, ৩৭. বরগুনা, ৩৮. কক্সবাজার, ৩৯. বান্দরবান পার্বত্য জেলা, ৪০. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, ৪১. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, ৪২. লক্ষীপুর, ৪৩. ফেনী, ৪৪. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ৪৫. চাঁদপুর, ৪৬. সুনামগঞ্জ, ৪৭. মৌলভীবাজার ৪৮. হবিগঞ্জ, ৪৯. সাতক্ষীরা, ৫০. বাগেরহাট, ৫১. মাগুরা, ৫২. নড়াইল, ৫৩. ঝিনাইদহ, ৫৪. মেহেরপুর ও ৫৫. চুয়াডাঙ্গা

১	২	৩	৪
১.	কম্পিউটার অপারেটর (প্রধান কার্যালয়ের জন্য) ০১(এক)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ এর তফসিলের ক্রমিক-১৮ দ্বারা পুরণযোগ্য।
২.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং) ৪১(একচল্লিশ)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ের উপর ০৪(চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।
৩.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) ৫৫(পঞ্চান্ন)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের উপর ০৪(চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।

চলমান পাতা/৭

-৭-

১	২	৩	৪
৪.	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) ৫৫(পঞ্চান্ন)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ের ০৪(চার) বছর মেয়াদী উপর প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।
৫.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং) ৪১(একচল্লিশ)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
৬.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) ৫৫ (পঞ্চান্ন)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
৭.	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) ৫৫(পঞ্চান্ন)টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
মোট	৩০৩ টি পদ		

শর্তাদিঃ

(ক) উপরের ছকের ৩নং কলামে নির্ধারণকৃত বেতনগ্রেড ৪নং কলামের শর্তানুযায়ী কার্যকর হবে;

(খ) এতদসংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪/০৮/২০০৬খ্রিঃ তারিখের সম/সওব্য(শাখা-৪)-২য়-১৯/০৬-১৪৫নং, ১২/১১/ ২০০৭খ্রিঃ তারিখের সম(সওব্য-৪)-২য়-১৭/০৭-১১৮নং, ২২/১০/২০০৮খ্রিঃ তারিখের সম/(সওব্য-৪)-২য়-২-২০০৮-২১৮নং,২৮/০৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের সম/সওব্য(শাখা-৪)-২য়-২১/০৬-১৪৮নং এবং ০৩/০৭/২০১১খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৫৩.০১৫.০১.০১.০২১.২০০৬-১০৫নং স্মারক এবং অর্থ বিভাগ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের ৩০-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০-১৪১নং স্মারকে প্রদত্ত শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(গ) পদের মঞ্জুরী আদেশ (জি,ও) অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাঙ্কন করতে হবে;

(ঘ) যে সকল পদ বিদ্যমান নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সে সকল পদ যথাশীঘ্র বিদ্যমান নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঙ) এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(চ) যথাশীঘ্র প্রদর্শকের পদনামের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক পদনাম যথা: প্রদর্শক (পশুপালন ও পোল্ট্রি ইউনিট), প্রদর্শক (মৎস্য ইউনিট) ও প্রদর্শক (কৃষি ইউনিট) বিদ্যমান নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; এবং

(ছ) এম.এল.এস.এস এর পরিবর্তিত পদনাম 'অফিস সহায়ক' যথাশীঘ্র বিদ্যমান নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

29.08.2020

(মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৫০৭৪৫

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

মুজিব বর্ষ 100

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)- ১৬৫ (২)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক: চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার
চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়
(যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)
হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

2020

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (গোপালগঞ্জ, টাংগাইল, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, নারায়ণগঞ্জ, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নওগাঁ, নাটোর, খুলনা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, ভোলা, বরগুনা ও পিরোজপুর) এর জন্য ৪৪৩টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন।

আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৮-২০০৬ খ্রি. তারিখের সম/সওব্যু(শাখা-৪)২য-১৯/০৬-১৪৫ সংখ্যক স্মারকের পত্র, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪ এর ৩০-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০-১৪১ সংখ্যক পত্র, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বাস্তবায়ন শাখা-৪ এর ২৭-০৮-২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০০৮.১৫-৬০ সংখ্যক পত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ১৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৪.২০-২৭৯ সংখ্যক পত্রের ধারাবাহিকতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (গোপালগঞ্জ, টাংগাইল, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, নারায়ণগঞ্জ, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নওগাঁ, নাটোর, খুলনা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, ভোলা, বরগুনা ও পিরোজপুর) এর জন্য নিম্নবর্ণিত ৪৪৩টি পদ আদেশ জারির তারিখ থেকে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করছি।

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত নিয়োগ যোগ্যতা/শর্ত	মন্তব্য
০১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	২৬টি	টাকা ২৯০০০-৬৩৪১০ (গ্রেড-৭)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৭ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
০২	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	২৬টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
০৩	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন)	৫২টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১১ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ২টি করে
০৪	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	২৬টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১০ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
০৫	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	২৬টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী : সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির ০৪ (চার) বছরের স্নাতক (সম্মান) অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। পদোন্নতির ক্ষেত্রে : প্রশিক্ষক (কৃষি) ও ইন্সট্রাক্টর (কৃষি) পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
০৬	প্রশিক্ষক (পশুপালন)	২৬টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
০৭	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	২৬টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-২১ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
০৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	০১টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী : সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (বিদ্যুৎ/শক্তি)-এ দ্বিতীয় শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ।	প্রধান কার্যালয়ের জন্য
০৯	প্রদর্শক (পশুপালন ও পোল্ট্রি ইউনিট)	৫২টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৪২ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ২টি করে
১০	প্রদর্শক (মৎস্য ইউনিট)	২৬টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৪২ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
১১	প্রদর্শক (কৃষি ইউনিট)	২৬টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৪২ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
১২	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	২৬টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৩৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
১৩	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৬টি	টাকা ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৫৫ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
১৪	ক্যাশিয়ার	২৬টি	টাকা ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৫৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
১৫	মৎস্য সহকারী	২৬টি	টাকা ৮৮০০-২১৩১০ (গ্রেড-১৮)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৬০ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
১৬	অফিস সহায়ক	২৬টি	টাকা ৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৭২ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১টি করে
	মোট =	৪৪৩টি			

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

শর্তাবলি:

ক) পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ খ্রি. তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপ ১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

খ) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও অন্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে;

গ) যে সকল পদ বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সে সকল পদ যথাশীঘ্র বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

ঘ) এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০২। এ আদেশ জারির ক্ষেত্রে সরকারি সকল বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

০৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

-৩৩-

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)- ১৬৫ (২)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য ০৪ (চার) কপি উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হলো। বিষয়টি চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১৫৪.০০১.২০-৬৭৬

তারিখ: ২৪/১২/২০২০খ্রি.।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

(মোছাঃ রুখসানা রহমান)
উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)- ১৬৫ (২)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের-জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব (সওব্য))।
০৪. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭. অফিস কপি।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)- ১৬৫ (১)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক: চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার
চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়
(যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)
হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায় ০৮টি কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্পে ০৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (মুন্সীগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী ও কক্সবাজার) এর জন্য ৪৯টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন।

আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২-১১-২০০৭ খ্রি. তারিখের সম(সওব্য-৪)-২য়-১৭/০৭-১৯৮ সংখ্যক স্মারকের পত্র, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪ এর ৩০-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০-১৪১ সংখ্যক পত্র, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বাস্তবায়ন শাখা-৪ এর ২৭-০৮-২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০০৮.১৫-৬০ সংখ্যক পত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ১৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৪.২০-২৭১ সংখ্যক পত্রের ধারাবাহিকতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায় ০৮টি কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্পে ০৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (মুন্সীগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী ও কক্সবাজার) এর জন্য নিম্নবর্ণিত ৪৯টি পদ আদেশ জারির তারিখ থেকে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করছি:

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত নিয়োগ যোগ্যতা/শর্ত	পদের বিভাজন
০১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	০৭টি	টাকা ২৯০০০-৬৩৪১০ (গ্রেড-৭)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৭ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
০২	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	০৭টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
০৩	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন)	০৭টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১১ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
০৪	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৭টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-১০ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
০৫	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	০৭টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	সচিব অনুমোদিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি বিষয়ে প্রথম শ্রেণির ০৪ (চার) বছরের স্নাতক (সম্মান) অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। পদোন্নতির ক্ষেত্রে : প্রশিক্ষক (কৃষি) বা ইন্সট্রাক্টর (কৃষি) পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
০৬	প্রশিক্ষক (পশুপালন)	০৭টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-২৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
০৭	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৭টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-২৬ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

০৮	সহকারী প্রশিক্ষক (পশুপালন)	০৭টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত কৃষি ইনস্টিটিউট হতে পশুপালন বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে কোন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক ০২ (দুই) মাস ১৫ দিন মেয়াদী কোর্সে 'ক' গ্রেডে উত্তীর্ণ।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
০৯	সহকারী প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৭টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত কৃষি ইনস্টিটিউট হতে মৎস্য বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে কোন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক ০২ (দুই) মাস ১৫ দিন মেয়াদী কোর্সে 'ক' গ্রেডে উত্তীর্ণ।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
১০	সহকারী প্রশিক্ষক (কৃষি)	০৭টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত কৃষি ইনস্টিটিউট হতে কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে কোন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক ০২ (দুই) মাস ১৫ দিন মেয়াদী কোর্সে 'ক' গ্রেডে উত্তীর্ণ।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
১১	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	০৭টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৩৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
১২	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৭টি	টাকা ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৫৫ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
১৩	ক্যাশিয়ার	০৭টি	টাকা ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৫৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
১৪	অফিস সহায়ক	০৭টি	টাকা ৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর তফসিলের ক্রমিক-৭২ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি করে।
	মোট =	৯৮টি			

শর্তাবলি:

ক) পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ খ্রি. তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

খ) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে;

গ) যে সকল পদ বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সে সকল পদ যথাশীঘ্র বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

ঘ) এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০২। এ আদেশ জারির ক্ষেত্রে সরকারি সকল বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

০৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলায় ৭০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

ক্রঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার	০৭	
২	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৫৪	
৩	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	১৯	
৪	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০৮	
৫	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৭	
৬	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৪৯	
৭	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	২১	
৮	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০৯	
৯	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৭	
	মোট=	১৮১	

অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের পদ ৫৫টি উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের জন্যঃ

১. ময়মনসিংহ, ২. জামালপুর, ৩. টাংগাইল, ৪. ফরিদপুর, ৫. শরিয়তপুর, ৬. নাটোর, ৭. রংপুর, ৮. পাবনা, ৯. দিনাজপুর, ১০. ঠাকুরগাঁও, ১১. পটুয়াখালী, ১২. নোয়াখালী, ১৩. যশোর, ১৪. কুষ্টিয়া, ১৫. মানিকগঞ্জ, ১৬. নরসিংদী, ১৭. মুন্সীগঞ্জ, ১৮. গাজীপুর, ১৯. নেত্রোকোনা, ২০. কিশোরগঞ্জ, ২১. শেরপুর, ২২. রাজবাড়ী, ২৩. মাদারীপুর, ২৪. গোপালগঞ্জ, ২৫. নওগাঁ ২৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২৭. নীলফামারী, ২৮. লালমনিরহাট, ২৯. গাইবান্ধা, ৩০. কুড়িগ্রাম, ৩১. সিরাজগঞ্জ, ৩২. জয়পুরহাট, ৩৩. পঞ্চগড়, ৩৪. ভোলা, ৩৫. পিরোজপুর, ৩৬. ঝালকাঠি, ৩৭. বরগুনা, ৩৮. কক্সবাজার, ৩৯. বান্দরবান পার্বত্য জেলা, ৪০. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, ৪১. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, ৪২. লক্ষীপুর, ৪৩. ফেনী, ৪৪. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ৪৫. চাঁদপুর, ৪৬. সুনামগঞ্জ, ৪৭. মৌলভীবাজার ৪৮. হবিগঞ্জ, ৪৯. সাতক্ষীরা, ৫০. বাগেরহাট, ৫১. মাগুরা, ৫২. নড়াইল, ৫৩. ঝিনাইদহ, ৫৪. মেহেরপুর ও ৫৫. চুয়াডাঙ্গা।

ক্রঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	কম্পিউটার অপারেটর	০১	প্রধান কার্যালয়ের জন্য
২	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	৪১	
৩	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৫৫	
৪	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	৫৫	
৫	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	৪১	
৬	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৫৫	
৭	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	৫৫	
	মোট=	৩০৩	

ক. প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে;

খ. যে সকল পদ নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সে সকল পদ সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, টিওএন্ডই আপডেট করে ০১ কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

গ. অস্থায়ী পদসমূহের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩.০৫.২০০৩ তারিখের মপবি/কবিশা, কপগ-১১/২০০১-১১১ নং সরকারি আদেশের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে পদগুলোর বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে;

ঘ. পদ সৃজনের জিও জারি করে তার ৪ (চার) কপি পৃষ্ঠাংকনের জন্য অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

ঙ. অডিও ভিজুয়াল অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর ,বাবুর্চি, ফায়ার কাম নৈশ প্রহরী, কিচেন এটেনডেন্ট, ক্যাটল এন্ড পোলট্রি এটেনডেন্ট, গার্ড/ দারোয়ান, মালী, নার্সারি এটেনডেন্ট ও ঝাড়ুদার পদে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ অনুসারে সেবা ক্রয়ের জন্য অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

চ. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আরোপিত শর্তসহ যাবতীয় বিধি বিধান/আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে।

৩০/৯/২০২০

(মোছাঃ রুখসানা রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭০০৩৫

অতিরিক্ত সচিব
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-১)- ১৬৫ (৪)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক: চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার
চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়
(যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)
হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২৫২০

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের জন্য ০৭টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন।

আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২২-১০-২০০৮ খ্রি. তারিখের সম(সওব্য-৪)-২য-২/২০০৮-২১৮ সংখ্যক স্মারকের পত্র, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪ এর ৩০-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০-১৪১ সংখ্যক পত্র, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বাস্তবায়ন শাখা-৪ এর ২৭-০৮-২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০০৮.১৫-৬০ সংখ্যক পত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ১৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৪.২০-২৭৯ সংখ্যক পত্রের ধারাবাহিকতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের জন্য নিম্নবর্ণিত ০৭টি পদ আদেশ জারির তারিখ থেকে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করছি:

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন গ্রেড (জা: বে: স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত নিয়োগ যোগ্যতা/শর্ত	মন্তব্য
০১	সহকারী পরিচালক	০১টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২-এর তফসিলের ক্রমিক নং-১০ দ্বারা পূরণযোগ্য	
০২	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	০১টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৪ (চার) বছর মেয়াদী ২য় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	
০৩	সহকারী লাইব্রেরীয়ান	০১টি	টাকা ১২৫০০-৩০২৩০ (গ্রেড-১১)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লাইব্রেরি সায়েন্স বা তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী।	
০৪	কম্পিউটার অপারেটর	০১টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯-এর তফসিলের ক্রমিক নং-১৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।	
০৫	একাউনটেন্ট কাম স্টোর কিপার	০১টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম, এম.এস.ওয়ার্ড, উইন্ডোজ, এম.এস অফিস বিষয়ে ০৬(ছয়) মাসের প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে : স্টোর কিপার পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	
০৬	অফিস সহায়ক	০২টি	টাকা ৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২-এর তফসিলের ক্রমিক নং-৭২ দ্বারা পূরণযোগ্য।	
	মোট =	০৭টি			

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

শর্তাবলি:

ক) পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ খ্রি. তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কম-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

খ) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে;

গ) যে সকল পদ বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সে সকল পদ যথাশীঘ্র বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

ঘ) এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০২। এ আদেশ জারির ক্ষেত্রে সরকারি সকল বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

০৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)- ১৬৫ (৪)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য ০৪ (চার) কপি উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হলো। বিষয়টি চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

স্মারক নং- 09.00.0000.১৫৪.১৫.০০১.২০-৬৭৮

তারিখ: 24/12/2020 খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

24/12/2020
(মোছাঃ বুশরানা রহমান)
উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)- ১৬৫ (৪)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব (সওব্য))।
০৪. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭. অফিস কপি।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব- ০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)- ১৬৫ (৩)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

2020

প্রাপক: চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার
চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়
(যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)
হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলায় ৭০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১৮১টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন।

আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮-০৮-২০০৬ খ্রি. তারিখের সম/সওব্য (শাখা-৪)২য়-২১/০৬-১৪৮ সংখ্যক স্মারকের পত্র, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪ এর ৩০-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০-১৪১ সংখ্যক পত্র, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বাস্তবায়ন শাখা-৪ এর ২৭-০৮-২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০০৮.১৫-৬০ সংখ্যক পত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ১৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৪.২০-২৭৯ সংখ্যক পত্রের ধারাবাহিকতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলায় ৭০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য নিম্নবর্ণিত ১৮১টি পদ আদেশ জারির তারিখ থেকে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করছি:

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন গ্রেড (জা: বে: স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত নিয়োগ যোগ্যতা/শর্ত	মন্তব্য
০১	সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার	০৭টি	টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯-এর তফসিলের ক্রমিক নং-১৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।	ঢাকা কেন্দ্রে-২টি, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল কেন্দ্রে ১টি করে।
০২	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৫৪টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ের উপর ০৪ (চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার) পদে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	ঢাকা-৬টি, চট্টগ্রাম-২টি, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর, ফরিদপুর, নাটোর, পাবনা, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, রাজবাড়ী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রে ১টি করে।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

০৩	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	১৯টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ের উপর ০৪(চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং) পদে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	ঢাকা, খুলনা, সিলেট, [illegible], কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, [illegible], ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, [illegible], পাবনা, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, যশোর ও কুষ্টিয়া কেন্দ্রে ১টি করে।
০৪	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০৮টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের উপর ০৪(চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও বগুড়া কেন্দ্রে ১টি করে।
০৫	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৭টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ের উপর ০৪(চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কাজের উপর ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	ঢাকা-০২টি, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা কেন্দ্রে ১টি করে।
০৬	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৪৯টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) কম্পিউটার কাজের উপর ০২ (দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	ঢাকা-০৩টি, চট্টগ্রাম-০২টি, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, নাটোর, দিনাজপুর, নোয়াখালী, যশোর, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, ভোলা, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রে ১টি করে।
০৭	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	২১টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং কাজের উপর ০২ (দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, নাটোর, পাবনা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, যশোর ও কুষ্টিয়া কে[illegible]

[illegible]	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০২টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব মহোদয় কর্তৃক নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	ঢাকা-২টি, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা কেন্দ্রে ১টি করে।
[illegible]	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০৭টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব মহোদয় কর্তৃক নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও বগুড়া কেন্দ্রে ১টি করে।
	মোট =	১৮১টি			

শর্তাবলি:

ক) পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ খ্রি. তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

খ) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে;

গ) যে সকল পদ বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সে সকল পদ যথাশীঘ্র বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

ঘ) এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০২। এ আদেশ জারির ক্ষেত্রে সরকারি সকল বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

০৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)- ১৬৫ (৩)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য ০৪ (চার) কপি উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলো। বিষয়টি চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০.৬৭৭ তারিখ: ২৪/১২/২০২০

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফি অফিসারের কার্যালয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

(মোছাঃ রুখসানা রহমান)
উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)- ১৬৫ (৩)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি: <u>অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব (সওব্য)।
০৪. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭. অফিস কপি।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৩০.০৪.০০২.১১(অংশ-২)- ১৬৫ (৫)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক: চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার
চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়
(যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)
হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের পদ ৫৫টি উপপরিচালকের কার্যালয়ের জন্য ৩০৩টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন।

আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৭-২০১১ খ্রি. তারিখের ০৫.১৫৩.০১৫.০১.০১.০২১.২০০৬-১০৫ সংখ্যক স্মারকের পত্র, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪ এর ৩০-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০-১৪১ সংখ্যক পত্র, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বাস্তবায়ন শাখা-৪ এর ২৭-০৮-২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০০৮.১৫-৬০ সংখ্যক পত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ১৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৪.২০-২৭৯ সংখ্যক পত্রের ধারাবাহিকতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের পদ ৫৫টি (১. ময়মনসিংহ ২. জামালপুর ৩. টাংগাইল ৪. ফরিদপুর ৫. শরিয়তপুর ৬. নাটোর ৭. রংপুর ৮. পাবনা ৯. দিনাজপুর ১০. ঠাকুরগাঁও ১১. পটুয়াখালী ১২. নোয়াখালী ১৩. যশোর ১৪. কুষ্টিয়া ১৫. মানিকগঞ্জ ১৬. নরসিংদী ১৭. মুন্সীগঞ্জ ১৮. গাজীপুর ১৯. নেত্রকোনা ২০. কিশোরগঞ্জ ২১.শেরপুর ২২. রাজবাড়ী ২৩. মাদারীপুর ২৪. গোপালগঞ্জ ২৫. নওগাঁ ২৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭. নীলফামারী ২৮. লালমনিরহাট ২৯. গাইবান্ধা ৩০. কুড়িগ্রাম ৩১. সিরাজগঞ্জ ৩২. জয়পুরহাট ৩৩. পঞ্চগড় ৩৪. ভোলা ৩৫. পিরোজপুর ৩৬. ঝালকাঠি ৩৭. বরগুনা ৩৮. কক্সবাজার ৩৯. বান্দরবান পার্বত্য জেলা ৪০. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ৪১. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ৪২. লক্ষীপুর ৪৩. ফেনী ৪৪. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ৪৫. চাঁদপুর ৪৬. সুনামগঞ্জ ৪৭. মৌলভীবাজার ৪৮. হবিগঞ্জ ৪৯. সাতক্ষীরা ৫০. বাগেরহাট ৫১. মাগুরা ৫২. নড়াইল ৫৩. ঝিনাইদহ ৫৪. মেহেরপুর ৫৫. চুয়াডাঙ্গা) উপপরিচালকের কার্যালয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ৩০৩টি পদ আদেশ জারির তারিখ থেকে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করছি:

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন গ্রেড (জা: বে: স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত নিয়োগ যোগ্যতা/শর্ত	মন্তব্য
০১	কম্পিউটার অপারেটর	০১টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯-এর তফসিলের ক্রমিক নং-১৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।	প্রধান কার্যালয়ের জন্য
০২	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	৪১টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ের উপর ০৪(চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, লক্ষীপুর, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলা-প্রতিটিতে ১টি করে।
০৩	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৫৫টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের উপর ০৪(চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	বর্ণিত ৫৫টি জেলার প্রতিটি জেলায় ১টি করে
০৪	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	৫৫টি	টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ের উপর ০৪(চার) বছর মেয়াদী প্রথম শ্রেণিতে ডিপ্লোমা পাশ। (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কাজের উপর ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) পদে ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	বর্ণিত ৫৫টি জেলার প্রতিটি জেলায় ১টি করে
০৫	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	৪১টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়্যারিং কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, লক্ষীপুর, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলা-প্রতিটিতে ১টি করে।
০৬	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৫৫টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	বর্ণিত ৫৫টি জেলার প্রতিটি জেলায় ১টি করে
০৭	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	৫৫টি	টাকা ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	সচিব স্বাক্ষরিত খসড়া নিয়োগ বিধি অনুযায়ী: সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা পাশ। (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কাজের উপর ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	বর্ণিত ৫৫টি জেলার প্রতিটি জেলায় ১টি করে
	মোট =	৩০৩টি			

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

শর্তাবলি:

ক) পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ খ্রি. তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপপ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

খ) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে;

গ) যে সকল পদ বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সে সকল পদ যথাশীঘ্র বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

ঘ) এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)-১৬৫ (৫)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য ০৪ (চার) কপি উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হলো। বিষয়টি চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.২০-৬৭৩ তারিখ: ২৪/১২/২০২০ খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

২৪/১২/২০২০

(মোছাঃ মুখসানা রহমান)
উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

-০২-

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০০২.১৬(অংশ-২)-১৬৫ (৫)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব (সওব))।
০৪. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭. অফিস কপি।

দিলরুবা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৫৩১

উপজেলা কাঠামো

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বর্তমান উপজেলা কাঠামোর মধ্যে সর্বপ্রথম ১৯৯৫ সালে রাজস্ব খাতে ৫০টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এটি ছিল পরিবারভিত্তিক কার্যক্রম। ১৯৯৯ সালে এ কার্যক্রম ব্যক্তিকেন্দ্রীক ঋণের জন্য আরও ৩৪টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়। ১৯৯৯ সালে আবার 'থারডেপ প্রকল্প' থেকে আসে ৩২টি উপজেলা। এভাবে একেকটি একেকভাবে এসেছে এবং একেকটি উপজেলার কার্যক্রম একেকভাবে শুরু হয়েছে। গ্রুপভিত্তিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রীক ঋণের কাঠামো দুটো একদম ভিন্নরকম ছিল। ২০০৬ সালে এসে অভিন্ন কাঠামো তৈরি হয় নিকারের কাঠামো অনুযায়ী। নিকারের ৯১তম সভায় এর সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে এসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি অভিন্ন কাঠামো সৃষ্টি হয়। সেখানে ৪৭৬টি উপজেলায় কার্যক্রম চালু হয়। অভিন্ন কাঠামোর কারণে সকল উপজেলায় একই ধরনের কাঠামো হয়। তখন প্রত্যেক উপজেলায় থারডেপের দুটো কার্যক্রম ছিল, যথা– গ্রুপভিত্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রীক ঋণ প্রদান। এই দুটিকে একই উপজেলায় নিয়ে আসা হয়। এরপর ২০১৬ সালে ২টি পর্যায়ে ১৯টি

উপজেলায় বর্ধিত হয়। ২টি পর্যায়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৭টি উপজেলায় এবং ২য় পর্যায়ে ২টি উপজেলা নতুন করে সৃষ্টি হয়। তারপর ২০২৩ সালে এসে ৫টি উপজেলা এবং এর মাঝে আরও ৫টি, মোট ১০টি উপজেলা বর্ধিত করা হয়।
এছাড়াও দেশের বিভিন্ন মেট্রোপলিটনে ১০টি ইউনিট রয়েছে। সব একত্র করে হিসাব করলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বর্তমানে কার্যত উপজেলার সংখ্যা ৫০৫টি। এর মধ্যে ৪৯৫টি প্রকৃত উপজেলা কাঠামো, আর ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা। মেট্রোপলিটন ইউনিটগুলোর মধ্যে ঢাকাতে ৫টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহীতে ২টি ও খুলনাতে ১টি। প্রতি উপজেলায় ৭জন করে জনবল কর্মরত আছে। সুতরাং সকল উপজেলা মিলে ৩৫৩৫জন জনবল রয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট পদসংখ্যা - ৬,৪৬৭ টি। পদ সংখ্যার কার্যালয়ভিত্তিক বিন্যাস নিম্নরূপ :

কার্যালয়ভিত্তিক পদ সংখ্যা

ইং	কার্যালয়	পদসংখ্যা
১	প্রধান কার্যালয়	১৫২
২	জেলা কার্যালয় (৬৪টি জেলা)	৫৭৬
৩	উপজেলা কার্যালয় (৪৯৫ টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা)	৩৫৩৫
৪	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৩৫
৫	আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	২৪
৬	১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২১৮
৭	১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৩১
৮	৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৬০
৯	২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪৪২
১০	৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৯৮
১১	মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৬৪টি)	৬৪
১২	স্টেনো টাইপিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৩২টি)	১০৭
১৩	দপ্তরবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৫টি)	১৭
১৪	পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ (৬৮ টি)	২০৫
১৫	ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৯ টি)	৩৭
১৬	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১ম পর্যায়)	৭৬
১৭	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১৮১
১৮	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৫৫টি জেলায়)	৩০২
১৯	বগুড়া অঞ্চলিক যুব কেন্দ্র	০৭
২০	মোট পদসংখ্যা	**৬,৪৬৭টি**

কার্যালয়ভিত্তিক পদ বিভাজন :

০১. প্রধান কার্যালয় :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	মহাপরিচালক	০১	১ম
২	পরিচালক	০৬	৫ম
৩	উপপরিচালক	১২	৬ষ্ঠ
৪	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	০১	৬ষ্ঠ
৫	সহকারী পরিচালক	১৮	৯ম
৬	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	৯ম
৭	নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	৯ম
৮	সহকারী প্রকৌশলী	০১	৯ম
৯	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০২	১০ম
১০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাবরক্ষক	০১	১০ম
১১	লাইব্রেরিয়ান	০১	১০ম
১২	কম্পিউটার অপারেটর	১১	১৩তম
১৩	অডিটর	০৪	১১তম
১৪	হিসাবরক্ষক	০৩	১২তম
১৫	সহকারী হিসাবরক্ষক	০১	১৩তম
১৬	প্রধান সহকারী	০১	১৩তম
১৭	সাঁটলিপিকার	০২	১৩তম
১৮	রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্ট	০১	১৩তম
১৯	পি এ	০১	১৩তম
২০	ফটোগ্রাফার	০১	১৪তম
২১	উচ্চমান সহকারী	০৪	১৪তম
২২	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	০৮	১৪তম
২৩	পোশাক বিক্রয় সহকারী	০১	১৪তম
২৪	ট্রান্সপোর্ট মেকানিক	০১	১৪তম
২৫	স্টোর কিপার	০২	১৫তম
২৬	গাড়ি চালক	০৯	১৫তম
২৭	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৪	১৬তম
২৮	ক্যাশিয়ার	০২	১৬তম
২৯	গাড়ি চালক	০২	১৬তম
৩০	ডরসিপসনিস্ট কাম টেলিফোন অপারেটর	০১	১৬তম
৩১	ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর	০১	১৭তম
৩২	অডিও ভিজুয়্যাল অপারেটর	০১	১৭তম
৩৩	ফটোকপি অপারেটর	০১	১৮তম
৩৪	ক্যাশ সরকার	০২	১৮তম
৩৫	লিফটম্যান	০১	১৮তম
৩৬	অফিস সহায়ক	২৫	২০তম
৩৭	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩	২০তম
৩৮	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৪	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	**১৫২ টি**	-

কার্যালয়ভিত্তিক পদ বিভাজন :

০২. জেলা কার্যালয় (৬৪ জেলা) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	উপপরিচালক	০১×৬৪ =৬৪	৬ষ্ঠ
২	সহকারী পরিচালক	০২×৬৪ =১২৮	৯ম
৩	উচ্চমান সহকারী	০১×৬৪ =৬৪	১৪তম
৪	ডাটা এন্ট্রিঅপারেটর(অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)	০১×৬৪ =৬৪	১৬তম
৫	গাড়িচালক	০১×৬৪ =৬৪	১৫তম
৬	অফিস সহায়ক	০২×৬৪ =১২৮	২০তম
৭	নিরাপত্তা প্রহরী কাম পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১×৬৪ =৬৪	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	**৫৭৬ টি**	

০৩. উপজেলা কার্যালয় (৪৯০টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১×৫০৫ = ৫০৫	১০ম
২	সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০৩×৫০৫ = ১৫১৫	১১তম
৩	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১×৫০৫ = ৫০৫	১৬তম
৪	ক্যাশিয়ার	০১×৫০৫ = ৫০৫	১৬তম
৫	অফিস সহায়ক	০১×৫০৫ = ৫০৫	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	**৩৫৩৫টি**	

০৪. কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	অধ্যক্ষ	০১	৬ষ্ঠ
২	উপাধ্যক্ষ	০১	৭ম
৩	সহকারী পরিচালক	০৩	৯ম
৪	মেডিকেল অফিসার	০১	৯ম
৫	লাইব্রেরিয়ান	০১	১০ম
৬	অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান	০১	১০ম
৭	গ্রাফিক ডিজাইনার	০১	১০ম
৮	শরীর চর্চা শিক্ষক (ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর)	০১	১০ম
৯	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	০১	১০ম
১০	কম্পিউটার অপারেটর	০১	১৩তম
১১	কেয়ারটেকার কাম স্টোর কিপার	০১	১৩তম
১২	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	০১	১৪তম
১৩	একাউনটেন্ট	০১	১৪তম
১৪	কম্পাউন্ডার	০১	১৪তম
১৫	হিসাব সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	০১	১৬তম

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১৬	গাড়িচালক	০২	১৬তম
১৭	ইমাম	০১	১৬তম
১৮	ক্যাশিয়ার	০১	১৬তম
১৯	কিচেন কাম ডাইনিং-রুম এটেনডেন্ট	০৩	২০তম
২০	বার্তাবাহক	০১	২০তম
২১	অফিস সহায়ক	০২	২০তম
২২	নিরাপত্তা প্রহরী	০২	২০তম
২৩	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০২	২০তম
২৪	বাবুর্চি	০২	২০তম
২৫	এালি	০২	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	**৩৫**	

০৫. আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (৪টি) : (ঢাকা-সাভার, রাজশাহী, সিলেট ও যশোর)

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	সহকারী পরিচালক	০১×৪ =৪	৯ম
২	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১×৪ =৪	১০ম
৩	হিসাব সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	০১×৪ =৪	১৬তম
৪	গাড়িচালক	০১×৪ =৪	১৬তম
৫	অফিস সহায়ক	০১×৪ =৪	২০তম
৬	নিরাপত্তা প্রহরী কাম পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১×৪ =৪	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	২৪ টি	

০৬. ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১. সাভার-ঢাকা ২. সিলেট ৩. রাজশাহী ৪. রংপুর ৫. বরিশাল ৬. ফেনী ৭. বগুড়া ৮. ময়মনসিংহ ৯. যশোর ও ১০. চট্টগ্রাম) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	কো-অর্ডিনেটর	০১×১০ =১০	৬ষ্ঠ
২	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	০১×১০ =১০	৭ম
৩	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশু পালন)	১৯ (সাভার-৩টি, বগুড়া-১টি, চট্টগ্রাম-১টি অবশিষ্ট ৭টি কেন্দ্রে ২টি করে)	৯ম
৪	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৬ (রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম, যশোর ব্যতীত ৬টি কেন্দ্রর জন্য ১টি করে)	৯ম
৫	প্রশিক্ষক (পশু পালন)	২১ (সাভার ০৩টি অবশিষ্ট ৯টি কেন্দ্রে ২টি করে)	১০ম
৬	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০৯ (রংপুর কেন্দ্র ব্যতীত অবশিষ্ট ৯টি কেন্দ্রে ১টি করে)	১০ম

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
৭	প্রদর্শক	২১ (সাভার ০৩টি অবশিষ্ট ৯টি কেন্দ্রে ২টি করে)	১৩তম
৮	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	০১×১০ =১০	১৪তম
৯	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১×১০ =১০	১৬তম
১০	ক্যাশিয়ার	০১×১০ =১০	১৬তম
১১	গাড়িচালক	০১×১০ =১০	১৬তম
১২	ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর	০১×১০ =১০	১৮তম
১৩	মৎস্য সহকারী	০১×১০ =১০	১৮তম
১৪	বাবুর্চি	১১ (সাভার ০২টি অবশিষ্ট ৯টি কেন্দ্রে ১টি করে)	১৯তম
১৫	বার্তাবাহক	২১ (সাভার ০৩টি অবশিষ্ট ৯টি কেন্দ্রে ২টি করে)	২০তম
১৬	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এ্যাটেনডেন্ট	০১×১০ =১০	২০তম
১৭	অফিস সহায়ক	০১×১০ =১০	২০তম
১৮	পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাম নিরাপত্তা প্রহরী	০১×১০ =১০	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =		

০৭. ১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১.বান্দরবান ২.কুমিল্লা ৩. নরসিংদী ৪. মৌলভীবাজার ৫. ফরিদপুর ৬. সিরাজগঞ্জ ৭. কুষ্টিয়া ৮. ঠাকুরগাঁও ৯. ঝালকাঠি ১০. বাগেরহাট ও ১১. জামালপুর) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	০১×১১ =১১	৭ম
২	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (পশু পালন)	০২×১১ =২২	৯ম
৩	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (মৎস্য)	০১×১১ =১১	৯ম
৪	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	০১×১১ =১১	৯ম
৫	ইনস্ট্রাক্টর (পশু পালন)	০২×১১ =২২	১০ম
৬	ইনস্ট্রাক্টর (মৎস্য)	০১×১১ =১১	১০ম
৭	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	০১×১১ =১১	১৩তম
৮	গাড়িচালক	০১×১১ =১১	১৫তম
৯	ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর	০১×১১ =১১	১৬তম
১০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১×১১ =১১	১৬তম
১১	মৎস্য সহকারী	০১×১১ =১১	১৮তম

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১২	বাবুর্চি	০১×১১ =১১	১৯তম
১৩	কিচেন কাম ডাইনিং রুম এটেনডেন্ট	০৩×১১ =৩৩	২০তম
১৪	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এ্যাটেনডেন্ট	০১×১১ =১১	২০তম
১৫	বার্তা বাহক	০১×১১ =১১	২০তম
১৬	নিরাপত্তা প্রহরী	০১×১১ =১১	২০তম
১৭	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১×১১ =১১	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	২৩১ টি	

০৮. ০৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১. জয়পুরহাট ২. নীলফামারী ৩. চুয়াডাংগা ৪. নেত্রকোনা ৫. মেহেরপুর ৬. রাজবাড়ি ৭. সাতক্ষীরা ও ৮. লক্ষ্মীপুর) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	০১×৮ =৮	৭ম
২	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশু পালন)	০১×৮ =৮	৯ম
৩	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০১×৮ =৮	৯ম
৪	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	০১×৮ =৮	৯ম
৫	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	০১×৮ =৮	৯ম
৬	প্রশিক্ষক (পশু পালন)	০১×৮ =৮	১০ম
৭	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০১×৮ =৮	১০ম
৮	সহকারী প্রশিক্ষক (কৃষি)	০১×৮ =৮	১৩তম
৯	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	০১×৮ =৮	১৪তম
১০	প্রদর্শক	০২×৮ =১৬	১৬তম
১১	ক্যাশিয়ার	০১×৮ =৮	১৬তম
১২	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১×৮ =৮	১৬তম
১৩	ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর	০১×৮ =৮	১৭তম
১৪	বাবুর্চি	০১×৮ =৮ (আউটসোর্সিং)	১৯তম
১৫	কিচেন কাম ডাইনিং রুম এটেনডেন্ট	০১×৮ =৮ (আউটসোর্সিং)	২০তম
১৬	ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এ্যাটেনডেন্ট	০১×৮ =৮ (আউটসোর্সিং)	২০তম
১৭	অফিস সহায়ক	০১×৮ =৮ (আউটসোর্সিং)	২০তম
১৮	পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাম নৈশ প্রহরী	০১×৮ =৮ (আউটসোর্সিং)	২০তম
১৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১×৮ =৮ (আউটসোর্সিং)	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	১৬০ টি	

০৯. ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১. গোপালগঞ্জ ২. টাঙ্গাইল ৩. শরীয়তপুর ৪. মাদারীপুর ৫. নারায়ণগঞ্জ ৬. শেরপুর ৭. কিশোরগঞ্জ ৮. পাবনা ৯. দিনাজপুর ১০. গাইবান্ধা, ১১. লালমনিরহাট ১২. নওগাঁ ১৩. নাটোর ১৪. খুলনা ১৫. নড়াইল ১৬. ঝিনাইদহ ১৭. মাগুরা ১৮. নোয়াখালী ১৯. চাঁদপুর ২০.বি-বাড়িয়া ২১. রাঙামাটি ২২. খাগড়াছড়ি ২৩. হবিগঞ্জ ২৪. ভোলা ২৫. বরগুনা ও ২৬. পিরোজপুর) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	০১×২৬ = ২৬	৭ম
২	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	০১×২৬ = ২৬	৯ম
৩	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশু পালন)	০২×২৬ = ৫২	৯ম
৪	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০১×২৬ = ২৬	৯ম
৫	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	০১×২৬ = ২৬	৯ম
৬	প্রশিক্ষক (পশু পালন)	০১×২৬ = ২৬	১০ম
৭	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০১×২৬ = ২৬	১০ম
৮	প্রদর্শক (পশু পালন ও পোল্ট্রি ইউনিট)	০২×২৬ = ৫২	১৩তম
৯	প্রদর্শক (মৎস্য ইউনিট)	০১×২৬ = ২৬	১৩তম
১০	প্রদর্শক (কৃষি ইউনিট)	০১×২৬ = ২৬	১৩তম
১১	প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	০১×২৬ = ২৬	১৩তম
১২	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১×২৬ = ২৬	১৬তম
১৩	ক্যাশিয়ার	০১×২৬ = ২৬	১৬তম
১৪	মৎস্য সহকারী	০১×২৬ = ২৬	১৮তম
১৫	অফিস সহায়ক	০১×২৬ = ২৬	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	৪৪২টি	

১০. ০৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১. মুন্সিগঞ্জ ২. সুনামগঞ্জ ৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৪. কুড়িগ্রাম ৫. পঞ্চগড় ৬. পটুয়াখালী ও ৭. কক্সবাজার) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	০১×০৭ =০৭	৭ম
২	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	০১×০৭ =০৭	৯ম
৩	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশু পালন)	০১×০৭ =০৭	৯ম
৪	সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০১×০৭ =০৭	৯ম
৫	সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	০১×০৭ =০৭	৯ম
৬	প্রশিক্ষক (পশু পালন)	০১×০৭ =০৭	১০ম
৭	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০১×০৭ =০৭	১০ম
৮	সহকারী প্রশিক্ষক (পশু পালন)	০১×০৭ =০৭	১৩তম
৯	সহকারী প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০১×০৭ =০৭	১৩তম
১০	সহকারী প্রশিক্ষক (কৃষি)	০১×০৭ =০৭	১৩তম
১১	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	০১×০৭ =০৭	১৩তম
১২	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১×০৭ =০৭	১৬তম
১৩	ক্যাশিয়ার	০১×০৭ =০৭	১৬তম
১৪	অফিস সহায়ক	০১×০৭ =০৭	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	৯৮টি	

১১. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৬৪টি জেলায় ৬৪টি) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	প্রশিক্ষক (মৎস্য)	০১×৬৪ =৬৪	১০ম
	মোট পদসংখ্যা =	৬৪ টি	

১২. স্টেনো টাইপিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৩০টি জেলায় ৩২টি) : (ঢাকা জেলায় ৩টি কেন্দ্র, টাঙ্গাইল, জামালপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম, ফেনী, বান্দরবান, রাঙামাটি, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, সিলেট, হবিগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পাবনা, বগুড়া ও চাঁপাইনাবাবগঞ্জ।
মন্তব্য : বর্তমানে স্টেনো টাইপিং প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিবর্তে মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন কোর্সের নামে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।)

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	সিনিয়র প্রশিক্ষক	০১×৩২ =৩২	৯ম
২	প্রশিক্ষক	০১×৩২ =৩২	১০ম
৩	মেকানিক হেলপার	০১×১১ =১১	১৭তম
৪	অফিস সহায়ক	০১×৩২ =৩২	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	১০৭ টি	

১৩. দপ্তর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (০৪টি জেলায় ০৫টি কেন্দ্র): ঢাকায়-২টি, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা।
মন্তব্য : বর্তমানে দপ্তর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিবর্তে মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন কোর্সের নামে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	সিনিয়র প্রশিক্ষক	০১×১২ =১২	৯ম
২	মেকানিক	০১×৫ =০৫	১৭তম
	মোট পদসংখ্যা =	১৭ টি	

১৪. পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ (৬৪টি জেলায় ৬৮ টি) : ৬৩টি জেলায় ৬৩টি ও ঢাকায় ৫টি

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	প্রশিক্ষক	০১×৬৮ =৬৮	১০ম
২	জুনিয়র প্রশিক্ষক	৬৮+২ = ৭০	১৩তম
৩	নিরাপত্তা প্রহরী	০১×৬৭ =৬৭	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	২০৫ টি	

১৫. ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৬৪টি জেলায় ৯ টি কেন্দ্র) : ঢাকায়-৪টি, বরিশাল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ১টি করে।

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর (ব্লক-বাটিক, পোশাক)	০১	৭ম
২	সিনিয়র প্রশিক্ষক	০১×০৯ =০৯	৯ম
৩	ডেমোনেস্ট্রেটর	০১×০৯ =০৯	১২তম
৪	জুনিয়র ডেমোনেস্ট্রেটর	০১×০৯ =০৯	১৪তম
৫	নিরাপত্তা প্রহরী	০১×০৯ =০৯	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	৩৭ টি	

১৬. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১ম পর্যায়) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
১	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	০১×১৬ =১৬	১০ম
২	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০১×০৫ =০৫	১০ম
৩	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০১×০২ =০২	১০ম
৪	প্রশিক্ষক(রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০১×০৩ =০৩	১০ম
৫	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	০১×২১ =২১	১৩তম
৬	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০১×০৩ =০৩	১৩তম
৭	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০১×০১ =০১	১৩তম
৮	সহকারী প্রশিক্ষক(রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০১×০৩ =০৩	১৩তম
৯	অফিস সহায়ক কাম নৈশ প্রহরী	০১×২২ =২২	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	৭৬ টি	

১৭. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২য় পর্যায়) :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
০১.	সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার	০১×০৭ =০৭	৯ম
০২.	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	০১×৫৪ =৫৪	১০ম
০৩.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং)	০১×১৯ =১৯	১০ম
০৪.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০১×০৮ =০৮	১০ম
০৫.	প্রশিক্ষক(রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০১×০৭ =০৭	১০ম
০৬.	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	০১×৪৯ =৪৯	১৩তম
০৭.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং)	০১×২১ =২১	১৩তম
০৮.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০১×০৯ =০৯	১৩তম
০৯.	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০১×০৭ =০৭	১৩তম
	মোট পদসংখ্যা =	১৮১ টি	

১৮. অবশিষ্ট জেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : (৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স ও ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কেন্দ্র)

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
০১.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০১×৪১ =৪১	১০ম
০২.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০১×৫৫ =৫৫	১০ম
০৩.	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০১×৫৫ =৫৫	১০ম
০৪.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	০১×৪১ =৪১	১৩তম
০৫.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	০১×৫৫ =৫৫	১৩তম
০৬.	সহকারী প্রশিক্ষক(রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	০১×৫৫ =৫৫	১৩তম
	মোট পদসংখ্যা =	৩০২ টি	

১৯. বগুড়া অঞ্চলিক যুব কেন্দ্র :

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন গ্রেড
০১.	সহকারী পরিচালক	০১	৯ম
০২.	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	০১	১০ম
০৩.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	১১তম
০৪.	কম্পিউটার অপারেটর	০১	১৩তম
০৫.	একাউনটেন্ট কাম স্টোর কিপার	০১	১৩তম
০৬.	অফিস সহায়ক	০২	২০তম
	মোট পদসংখ্যা =	০৭ টি	

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পদের দায়িত্ব

পদের নাম	উইংয়ের/পদের নির্ধারিত কাজ (কর্মবন্টন মোতাবেক)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)	(১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে সামগ্রিক দায়িত্ব পালন। (২) প্রণীত জাতীয় যুবনীতির আলোকে যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়নসহ জাতীয় উন্নয়নের জন্য দেশের যুবসমাজকে সুসংগঠিত করে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রকল্প /কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। (৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব বণ্টন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। (৪) প্রতি তিন মাস অন্তর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে উন্নয়ন সমন্বয় সভার আয়োজন এবং মাঠ পর্যায়ের উদ্ভুত সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। (৫) অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন। (৬) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অগ্রগতি/সফল কাহিনীর উপর স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরি, যুব বুলেটিন ও প্রকাশনা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৭) ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তাসহ সকল কর্মচারীর বদলি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন। (৮) ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান। (৯) ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অর্জিত ছুটি, দেশে-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ছুটি ও অন্যান্য। (১০) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং তাদের সহযোগিতায় নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ। (১১) বেসরকারি যুব সংগঠন/ যুব ক্লাবের স্বীকৃতি প্রদান/নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বেসরকারি যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন। (১২) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম এশিয়া সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য Focal Point হিসেবে দায়িত্ব পালন। (১৩) যুবদের মানসিক এবং চিন্তাশক্তির উৎকর্ষসাধন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন। (১৪) যুবদের নেতৃত্বের বিকাশ এবং তাদেরকে দেশের দক্ষকর্মী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবমূখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

	(১৫) জনসংখ্যার আধিক্যের কুফল, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব, এইচআইভি /এইডস/ এসটিআই, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, যৌতুক বিরোধী অভিযান, পরিবেশ দুষণরোধ ইত্যাদি বিষয়ে যুবসমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোনো দায়িত্ব পালন।
পরিচালক (প্রশাসন)	(১) মহাপরিচালকের পক্ষে অধিদপ্তরের সকল উইংয়ের পরিচালকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সার্বিক কাজের সমন্বয় সাধন। (২) অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবলের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনমত নতুন পদ সৃষ্টি এবং নবসৃষ্ট ও বিদ্যমান শূন্য পদে জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া গ্রহণ। এছাড়া রাজস্বখাতভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। (৩) রাজস্বখাতভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অর্জিত ছুটি, উচ্চতর শিক্ষা ছুটি, বিদেশে উচ্চশিক্ষা ছুটি ও অন্যান্য ছুটি প্রক্রিয়াকরণ। (৪) সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সময় সময় যে সকল সার্কুলার/প্রজ্ঞাপন জারি করবে তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। (৫) রাজস্বখাতভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এছাড়া রাজস্বখাতভুক্ত কর্মচারীদের সার্ভিস বুক সংরক্ষণ। যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এল.পি.আর এ যাবেন তাদের তালিকা প্রস্তুত করে এল.পি.আর ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়াদি মঞ্জুরের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ। (৬) শৃঙ্খলা ভংগকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে সরকারের শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। (৭) দেশি-বিদেশি মেহমান, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরকারি বিধি মোতাবেক প্রটোকল প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৮) রাজস্বখাতভুক্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি হেফাজত রাখা। (৯) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। (১০) বিভাগীয় মামলাসহ সকল প্রকার মামলা মোকদ্দমা ফলোআপ করা। (১১) মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান এবং কর্মকর্তাদের

	প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে কাজের গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে তিন মাস অন্তর প্রতি বিভাগে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে সমন্বয় সভার আয়োজন। (১২) শূন্য পদে যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে সময় সময় তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (১৩) সরকারি কাজের সমন্বয়, মনিটরিং ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী আদেশ/প্রজ্ঞাপন জারির ব্যবস্থা গ্রহণ। (১৪) অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্ম বন্টন করে আদেশ জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। (১৫) প্রধান কার্যালয়ের যাবতীয় সম্পত্তির হেফাজত, নিরাপত্তা, সংরক্ষণ, মেরামত এবং সুষ্ঠুভাবে অফিস পরিচালনার জন্য যাবতীয় সেবা কাজ নিশ্চিতকরণ এবং উপরোক্ত কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে মহাপরিচালককে সহায়তা প্রদান। (১৬) এছাড়া মহাপরিচালক কর্তৃক দেয় যেকোনো দায়িত্ব পালন।
পরিচালক (অর্থ)	(১) অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজস্বখাতভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিদা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ। (২) পরবর্তী বছরের বাজেট প্রণয়নের কাজ শুরু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল উইং থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ এবং বিভিন্ন উইংয়ের চাহিদা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকরণ। (৩) বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক লেনদেন প্রিটিনোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার হিসেবে নিয়োগ প্রদান। (৪) অধিদপ্তরের সকল যানবাহন নিয়ন্ত্রণ। (৫) অধিদপ্তরের ভাণ্ডার প্রশাসন। (৬) রাজস্বখাতভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা বিলের অনুমোদন প্রদান। (৭) প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
পরিচালক (পরিকল্পনা)	(১) মহাপরিচালকের নির্দেশনায় এবং তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল কাজ। (২) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ। (৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারিত ছকে প্রস্তাবনা তৈরি।

	(৪) প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। (৫) ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন। (৬) উন্নয়ন কর্মসূচির উপর ব্রিফ প্রণয়ন। (৭) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ। (৮) প্রকল্প সাহায্য/বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন। (৯) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। (১০) প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগের সাথে যোগাযোগ/সমন্বয় সাধন। (১১) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকল্প/নীতিমালার উপর মতামত/সুপারিশ প্রদান। (১২) জাতিসংঘের যুব কার্যক্রম, জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ড, ইউএনভি, কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, আইএলও, এসকাপ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যুব কার্যক্রম বিষয়ক সমন্বয় সাধন। (১৩) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য তথ্য প্রদান। (১৪) জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সূচনা ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রদান। (১৫) সার্ক সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন। (১৬) বাজেট বক্তৃতার জন্য তথ্য প্রদান। (১৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা, মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরের সময় ব্রিফে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রদান। (১৮) জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরসহ যাবতীয় কার্যাবলী। (১৯) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির যাবতীয় কাজ। (২০) পিআরএসপি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ। (২১) জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত ব্রুশিয়ার এর খসড়া প্রস্তুতকরণ। (২২) জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে আয়োজিত টিভি সাক্ষাৎকারের নিমিত্তে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের জন্য প্রশ্ন ও উত্তর প্রস্তুতকরণ। (২৩) জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে জাতীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের খসড়া প্রস্তুতকরণ।

	(২৪) জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থাপনের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টার ভাষণ। (২৫) অধঃস্তন কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষর করা। (২৬) উপরোক্ত কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে মহাপরিচালককে সহায়তা এবং এছাড়া মহাপরিচালক কর্তৃক দেয় সকল কাজ।
পরিচালক (বাস্তবায়ন)	(১) মহাপরিচালকের নির্দেশনায় এবং তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের সার্বিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ। (২) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা, উপজেলা ও সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস পরিদর্শন ও মাসিক পরিদর্শনের সার-সংক্ষেপ মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন এবং মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত পদক্ষেপ এবং সার-সংক্ষেপসহ অফিস পরিদর্শনের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। (৩) মাঠ পর্যায়ে থেকে জেলা উপজেলা ও সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় কার্যবিবরণীর উপর গৃহীত পদক্ষেপসহ সার-সংক্ষেপ মহাপরিচালকের নিকট নিয়মিতভাবে উপস্থাপন। (৪) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ প্রতিটি জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ একটি ডাটা ব্যাংকে সংরক্ষণ এবং ডাটা ব্যাংকের তথ্যের উপর ভিত্তি করে চলমান প্রকল্প, কর্মসূচিসমূহের দুর্বল দিকগুলো সচল ও বেগবান করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। (৫) যুব সংগঠনসমূহকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জেলা যুব সংগঠনসমূহের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা। (৬) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় এবং কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা। (৭) যুব সংগঠন রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ এবং যুব সংগঠন রেজিস্ট্রেশন কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত যুব সংগঠনের তালিকা জেলাওয়ারী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের ডেইংগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। (৮) প্রতি বছর অনুন্নয়ন খাত এবং যুব কল্যাণ তহবিল হতে যুব সংগঠনের মধ্যে অনুদান বিতরণের লক্ষ্যে দরখাস্ত আহবান

	এবং যেসব সংগঠনের অনুকূলে অনুদান মঞ্জুর করা হবে তাদের মধ্যে অনুদানের চেক বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৯) জাতীয় যুব দিবস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস আয়োজনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। (১০) সকল আত্মকর্মী যুবদের মধ্যে প্রতিবছর জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত দরখাস্ত আহবান। প্রাপ্ত দরখাস্তের নিমিত্তে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের সকল প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। (১১) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম এর সাথে যুব কর্মসূচিভিত্তিক সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করা। সে সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন-জাইকা, কোইকা পিসকোর, আইএল, এসকাপ, ইউডিপি, ইউএনএফপিএ, সার্ক ও জাতিসংঘ ইত্যাদি সংস্থার সাথেও সকল প্রকার যোগাযোগ পরিকল্পনা উইংয়ের মাধ্যমে সম্পন্নকরণ। (১২) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে যেমন জাইকা, কোইকা, আমেরিকান পিসকোন ইত্যাদি) স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের বাস্তবায়ন মনিটরিং করা। (১৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক উইড সংক্রান্ত বাস্তবায়িত সকল রিপোর্ট এবং এতদসংক্রান্ত নতুন কর্মসূচি গ্রহণ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ। (১৪) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলকে সরবরাহ এবং প্রতিনিধি দলের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা নেওয়া। (১৫) অনুন্নয়ন খাত হতে অনুদান বিতরণ নীতিমালা, যুব কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান বিতরণ নীতিমালা, যুব সংগঠন রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা, জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা এবং এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার কমিটি গঠন ও সংশোধনের কাজ সম্পাদন। (১৬) চলমান প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির (এমআইএস) প্রতিবেদন, আইএমডি'র জন্য ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জন্য বৈদিশিক সাহায্য ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণয়নের ব্যবস্থা নেওয়া। (১৭) সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন। (১৮) জেন্ডার এবং জেন্ডার উন্নয়ন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ও বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পদক্ষেপ গ্রহণ। (১৯) এছাড়া মাহাপরিচালক কর্তৃক দেওয়া সকল কাজ।

পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	(১) মহাপরিচালকের নির্দেশনায় এবং তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন চলমান আবাসিক ও অনাবাসিক সকল প্রকার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও রাজস্বখাতে আনয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। (২) চলমান যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, সিলেবাস এবং মডিউল তৈরি করা এবং এগুলি প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কর্মসুচি প্রণয়ন এবং বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রণীত বাৎসরিক কর্মসূচি অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ। (৪) প্রশিক্ষণের মান ঠিক রাখা এবং প্রয়োজনবোধে যুগোপযোগী সিলেবাস, কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ। (৫) বেকার যুবদের কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন ট্রেডের উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৬) প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র তৈরি ও আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৭) আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে প্রশিক্ষিত যুবদের সহায়তা প্রদান ও প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কারিগরি পরামর্শ প্রদান, ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা এবং বিভিন্ন উপকরণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান। (৮) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের লোকবলের বেতন-ভাতা, প্রশিক্ষণ উপকরণ, ইমারত সংস্কার ও মেরামত, অতিথি বক্তাদের সম্মানী ভাতাসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন। (৯) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ পদোন্নতি, বদলি ও ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালকের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন এবং প্রশাসন উইংয়ের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ। (১০) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ। (১১) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য প্রশিক্ষণ উইংয়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (১২) প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যাতে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের

	অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান কার্যালয়ে প্রেরণ করে তা নিশ্চিতকরণ। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আপডেট তথ্য বাস্তবায়ন উইংয় নিয়মিতভাবে প্রেরণ। (১৩) আবাসিক এবং অনাবাসিক সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও যুব কর্ম ও যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। (১৪) প্রতি মাসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা, মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন এবং এর এক কপি বাস্তবায়ন উইংয় প্রেরণ। (১৫) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থার সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (১৬) কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বাৎসরিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও বাজেট নির্ধারণ করার জন্য দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং, প্রশাসন উইং ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে বাৎসরিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা, প্রশিক্ষণের ধরণ এবং বাজেট প্রণয়ন। (১৭) তাছাড়া, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ ও আত্মকর্ম উইংয়ের কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত উপকারভোগী/কেন্দ্র প্রধান/গ্রুপ প্রধান/ গ্রুপের সদস্য ও সদস্য/বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষিত যুবক ও যুব নারী এবং আত্মকর্মীদেরকে জেলা, উপজেলা কিংবা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, প্রশিক্ষণ মডিউল ও সিলেবাস তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ। (১৮) মহাপরিচালক কর্তৃক সময় সময় দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব সম্পাদন।
পরিচালক (দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ)	(১) মহাপরিচালকের নির্দেশনায় এবং তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত সকল কাজ। (২) মাঠ পর্যায়ে বণ্টনকৃত ঋণ তহবিল, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, সুদ ও সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আদায়ের সঠিক হিসাব সংক্রান্ত কাজ। (৩) প্রতিটি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা মনিটরিং করার লক্ষ্যে উপজেলাভিত্তিক ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মাঠ পর্যায়ে থেকে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ এবং তিন মাস অন্তর অন্তর আপডেট করা।

	(৪) পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির সঠিক হিসাব বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রতিটি উপজেলায় কতজনকে আত্মকর্মসংস্থানের আওতায় আনতে হবে, কতজনকে কত টাকা ঋণ প্রদান করা হবে এবং প্রতিবছর কত টাকা ঋণ আদায় করা হবে তা নির্ধারণ করে প্রতিটি জেলায় ও উপজেলা কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেওয়া এবং তার অগ্রগতি মনিটরিং করা। (৫) দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং প্রতিটি উপজেলা থেকে ঋণ কর্মসূচি ও আত্মকর্মসংস্থানের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক একটি সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করে তা নিয়মিত প্রশাসন, বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা উইংয়ে প্রেরণ। (৬) উপজেলা পর্যায়ে বন্টনকৃত ঋণ তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ঋণ বিতরণ, আদায় ও আদায়কৃত অর্থ ব্যাংক হিসাবে যথসময়ে জমাদান সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না তা চিহ্নিত দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের তত্ত্বাবধানে অধিদপ্তরের একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টিম গঠন করে প্রতিটি উপজেলায় ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ। (৭) মাঠ পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা জানার জন্য নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৮) ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ঋণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও তা ফলোআপ করার ব্যবস্থা গ্রহণ। (৯) প্রতিটি উপজেলার ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানকল্পে মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সকল পরিচালকের সমন্বয়ে তিন মাস অন্তর অন্তর সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (১০) কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের দ্বারা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাৎসরিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার জন্য প্রশিক্ষণ উইং এবং প্রশাসন উইং ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একই কমিটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রস্তুতকরণ। (১১) দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত কর্মচারীদের বদলি প্রস্তাব মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন এবং প্রশাসন উইংয়ের মাধ্যমে বদলির আদেশ জারি করার ব্যবস্থা গ্রহণ। (১২) উপরোক্ত কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে মহাপরিচালককে সহায়তা এবং এছাড়া মহাপরিচালক কর্তৃক দেয় সকল কাজ।
উপ-পরিচালক	(১) মহাপরিচালকের নির্দেশনায় জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের নির্বাহী প্রধান হিসাব সমন্বরকারীর দায়িত্ব পালনসহ জেলা কার্যালয়ের আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা এবং

	জেলায় বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের সবধরণের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা। (২) জেলা কার্যালয়ে স্থাপিত যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের ছয় মাস মেয়াদি স্টেনো টাইপিং, দপ্তর বিজ্ঞান, পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স, চার মাস মেয়াদি ব্লক, বাটিক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রার্থী বাছাই ও ভর্তি করা। (৩) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিন মাস মেয়াদি গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষিবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সর জন্য প্রতি বছর চার বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দরখাস্ত আহবান ও প্রার্থী বাছাই পূর্বক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৪) বেকার যুব ও কারিগরি প্রকল্পের ছয় মাস মেয়াদি কম্পিউটার কোর্স, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং কোর্স, ইলেকট্রনিক্স কোর্স ও রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কোর্সের জন্য প্রশিক্ষণার্থী বাছাই ও ভর্তির ব্যবস্থা নেওয়া। (৫) কোর্স সিডিউল অনুযায়ী চরিত্র গঠন, নেতৃত্ব বিকাশ, মানবিক গুণাবলী উন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, কাঁচামালের উৎস ও পণ্যের বিপণন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে ক্লাস নেওয়া। (৬) যুব ক্লাবে যুবদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ শিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়মিত ক্লাবের সদস্যদের সুসংগঠিত করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেনিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, যুব নেতৃত্ব বিকাশ, বৃক্ষরোপণ, সিভিক এডুকেশন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মাসে ১০দিন ক্লাব পরিদর্শন। (৭) প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা গ্রহণ সনদপত্র প্রদান আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, লাভজনক প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শ দান এবং প্রকল্প গ্রহণের জন্য উদ্যোগী প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য সিডিউল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। গ্রেস পিরিয়ড শেষে কিস্তি আদায়ের ব্যবস্থা করা। (৮) সম্প্রতি অধিদপ্তরাধীন যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে চালু ঋণ কর্মসূচির সরবরাহকৃত ঋণ তহবিল প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে বিতরণ ব্যবস্থা, যাচাই ও অনুমোদন দেয় এবং গ্রেস পিরিয়ড শেষে ঋণের কিস্তি নিয়মিত আদায় ও তদারকি করা। (৯) জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রশিক্ষিত ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণকারী যুবদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি ও কলাকৌশল

	বিনিময়ের পঞ্চবার্ষিক কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা। (১০) যুবদের মাঝে কর্মোউদ্দীপনা সৃষ্টি ও জাতি গঠনমূলক কাজে (বৃক্ষরোপণ, রক্তদান, রচনা প্রতিযোগিতা , খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুব র‍্যালী) অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন করা। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে জেলা প্রশাসনকে সহায়তা করা। (১১) জেলা ও থানা কার্যালয়ের অধীনস্ত কর্মকর্তাদের নৈমেত্তিক ছুটি মঞ্জুর, ভ্রমণসূচি ও ভ্রমণ বিল অনুমোদন, অর্জিত ছুটি যাচাই পূর্বক অগ্রগামী জেলার কর্মচারীদের নৈমেত্তিক ছুটি ও অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা, ভ্রমণ বিল অনুমোদন দেওয়া। অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গোপনীয় প্রতিবেদন দেওয়া। (১২) উপরোক্ত কাজে অতিরিক্ত জেলা পর্যায়ে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থায়ী কর্মসূচিতে পরিবারিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্বপালন : (ক) টার্গেট গ্রুপ বাছাইয়ের জন্য গ্রাম পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে গ্রুপ গঠনের ব্যবস্থা করা। (খ) প্রতি সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ৫(পাঁচ) সদস্যের ১০০টি পরিবারিক গ্রুপ গঠণ , পারিবারিক গ্রুপ প্রধান নির্বাচন, ১০টি গ্রুপ নিয়ে এলাকাভিত্তিক ০১টি করে কেন্দ্র গঠন, কেন্দ্র প্রধান মনোনয়ন, প্রতি মাসে প্রতি থানায় ১০০টি কেন্দ্রের সভায় হাজির হয়ে ঋণ গ্রহীতাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান, ঋণের চেক প্রদানের পূর্বে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই ও অনুমোদন দেওয়া। প্রদত্ত ঋণ আদায় ও তদারকি করা। ব্যাংকে আদয়কৃত অর্থ নিয়মিত জমা হচ্ছে কি না তা যাচাই করা, প্রকল্প গ্রহণকারী সদস্যদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, প্রতিটি তফসিলভুক্ত সেবা প্রদানকারী ব্যাংক থেকে মাসিক ৪টি হিসাবের (ঋণ তহবিলে চলতি হিসাব, আদায়কৃত ঋণের অর্থ ও সার্ভিস চার্জ সংরক্ষণ সঞ্চয়ী হিসাব সদস্য ঝুঁকি তহবিলের সঞ্চয়ী হিসাব, সদস্য চাঁদার সঞ্চয়ী হিসাব) স্থিতি ব্যালেন্স সংগ্রহ করা। প্রধান কার্যালয়ের মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করা, বর্ধিত লোকবলের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া। অপেক্ষমান প্রশিক্ষণার্থীদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি। (১৩) এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
কো-অর্ডিনেটর	(১) মহাপরিচালকের নির্দেশনায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন।

	(২) কেন্দ্রের আয়ন-ব্যয় কর্মকর্তার দায়িত্বপালন এবং অফিস সামগ্রী ক্রয় ও মেরামতের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মোতাবেক উপ-পরিচালকের নিকট প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ। (৩) কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটিসহ ভ্রমণ ভাতার বিল অনুমোদন। অন্যান্য ছুটি অনুমোদনের জন্য সরকারি বিধি মোতাবেক প্রধান কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নিকট প্রেরণ। (৪) অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে আহুত মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত যোগদান এবং কেন্দ্রের মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নিকট প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ এবং অনুলিপি জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ। (৫) সরকারি কাজে কেন্দ্রের যানবাহন ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ এবং মাঠ পরিদর্শন ও সরকারি কাজে যানবাহন ব্যবহারের নিমিত্তে জেলার উপ-পরিচালক-কে সহযোগিতা প্রদান। প্রয়োজনে তিনিও উপ-পরিচালকের সাথে মাঠ পরিদর্শনে যাবেন। (৬) কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঠিক দায়িত্বপালনের ব্যাপারে নিয়ম বহির্ভূত হলে তাৎক্ষণিক উপ-পরিচালককে অবহিতকরণ। (৭) কেন্দ্রে তাঁর অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে কেন্দ্রের সেন্টার ইন চার্জ এর দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৮) কেন্দ্রের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখন এবং তা উপ-পরিচালক দ্বারা প্রতিস্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৯) কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখবেন এবং ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর প্রতিস্বাক্ষর করবেন। (১০) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থানের (ডরমেটরি) ভাড়া, হল রুম ভাড়া, অতিথি কক্ষ ভাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি প্রচলিত বিধি মোতাবেক আদায়পূর্ব সরকারি টেইংগারে জমা নিশ্চিতকরণ। (১১) প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ১ জন কোর্স কো-অর্ডিনেটর, ১ জন হোস্টেল সুপার, ১ জন মেস কর্মকর্তা, সকল প্রদর্শনী ইউনিটে ১ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব বণ্টন নিশ্চিত করবেন। (১২) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (১৩) প্রধান কার্যালয় থেকে দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন।
অধ্যক্ষ (কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র)	(১) অধ্যক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন। (২) অধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন-সহ দৈনন্দিন কার্যক্রমের তদারকি করবেন।

	(৩) বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। (৪) অধ্যক্ষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সময় উপযোগী প্রশিক্ষণর্থীদের রিসোর্স পার্সনদের সাথে যোগাযোগ, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের উপকরণ উন্নয়নসহ প্রশিক্ষণ আয়োজন করবেন। (৫) তিনি অধঃস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক অনুবেদন ক্ষেত্র মতে অনুস্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষর করবেন। (৬) কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট সকল মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আর্থিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন। (৭) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশাসনিক ও শিক্ষা কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করা। (৮) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। (৯) যথাযথ সময়ে অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী স্ব-স্ব দায়িত্ব সময়ানুবর্তিতা মেনে প্রতিপালন করছে কি না তা নিশ্চিত করা। (১০) সকল ছাত্রের সুন্দর ও চমৎকার নৈতিকতাবোধ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া। (১১) প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষণার্থীদের ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মচারীদের যথাযথ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা দেওয়া। (১২) প্রশিক্ষণার্থী ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের শৃঙ্খলা সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। (১৩) অধীনস্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ কাজ আদায় করে নেওয়া ও তাদের কাজের উপর নজর রাখা। (১৪) মহাপরিচালক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে অন্য যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।
প্রোগ্রামার	(১) মহাপরিচালকের নির্দেশনায় এবং তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে চলমান প্রকল্প-সহ সকল কর্মসূচির তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাব্যাংক প্রস্তুত করা। (২) প্রতিটি জেলা, উপজেলা, আবাসিক এবং অনাবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চলমান প্রকল্পসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্যাবলী পৃথকভাবে প্রধান কার্যালয় উপজেলা কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রওয়ারী সংরক্ষণ করা এবং প্রতি মাসের ৫ তারিখেরে মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করা। (৩) নিয়মিতভাবে সকল পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকদের

	নিকট থেকে ডাটা/প্রকল্পের কর্মসূচির অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করা এবং ডাটাব্যাংক নিয়মিতভাবে আপডেট করা। (৪) অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প ও বিভিন্ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তুত করা এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। (৫) অধিদপ্তরের তথ্য সম্বলিত একটি ওয়েবসাইট চালু করা। (৬) অধিদপ্তর নিবন্ধনকৃত/তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনসমূহের আপডেট তথ্য প্রস্তুত করা। (৭) অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষিত এবং আত্মকর্মী যুবদের আপডেট তালিকা প্রস্তুত করা। (৮) সংশ্লিষ্ট পরিচালক কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন।
ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	(১) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান (যেখানে কো-অর্ডিনেটর নেই) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আর যেখানে কো-অর্ডিনেটর আছেন সেখানে তার নির্দেশনা মোতাবেক কাজে সহায়তা করবেন। (২) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের তদারকি করবেন। (৩) কেন্দ্রের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপালন করবেন। (৪) কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটিসহ ভ্রমণ ভাতার বিল অনুমোদন এবং অন্যান্য ছুটি অনুমোদনের জন্য সরকারি বিধি মোতাবেক অনুমতি দিবেন। (৫) অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে আহুত মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত যোগদান এবং কেন্দ্রের মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নিকট প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ এবং অনুলিপি জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ। (৬) সরকারি কাজে কেন্দ্রের যানবাহন ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ এবং মাঠ পরিদর্শন ও সরকারি কাজে যানবাহন ব্যবহারের নিমিত্ত জেলার উপ-পরিচালককে সহযোগিতা প্রদান। প্রয়োজনে তিনিও উপ-পরিচালকের সাথে মাঠ পরিদর্শনে যাবেন। (৭) কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঠিক দায়িত্বপালনের ব্যাপারে নিয়ম বহির্ভূত হলে তাৎক্ষণিক উপ-পরিচালককে অবহিতকরণ। (৮) কেন্দ্রে তাঁর অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে কেন্দ্রের সেন্টার ইন চার্জ এর দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৯) কেন্দ্রের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন প্রদান করবেন। (১০) কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখবেন এবং ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

	(১১) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (১২) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর (ব্লক, বাটিক ও পোশাক)	(১) ব্লক, বাটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের তদারকি করবেন। (২) প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ দায়িত্ব ও ট্রেনিশিপ ক্লাস এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৩) ব্লক, বাটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন। (৪) কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এস.সি.আর) প্রদান করবেন। (৫) তিনি নিয়মিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (৬) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
উপাধ্যক্ষ (রুলসটেক)	(১) উপাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মরত ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন, রিসোর্সপার্শনদের সাথে যোগাযোগ, মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ তদারকি। (২) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের কোর্স সমূহের সমন্বয় ও বাস্তবায়নের কাজ করবেন। (৩) অফিস পরিচালনায় প্রশাসনিক, আর্থিক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যক্ষকে সহায়তা করবেন। (৪) তিনি অধঃস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক অনুবেদন অনুস্বাক্ষর করবেন। (৫) অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষের দায়িত্বের আওতাধীন কার্যক্রম/কেন্দ্রের সার্বিক দয়িত্ব পালন করবেন। (৬) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া অন্য যেকোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।
সহকারী পরিচালক	প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায়ে উপপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেন: (১) জেলার সকল প্রকার দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রার্থী আহবানের জন্য স্থানীয়ভাবে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণে প্রাপ্ত আবেদপত্র বাছাই ও নির্বাচনী পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে জেলাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় উপপরিচালককে সহায়তা করা। (২) মাসে ১৫দিন থানার প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচি তদারকির মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কাজ করা।

	(৩) বেকার যুবদেরকে প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শদান লাভজনক প্রকল্প চালুকরণে সহায়তা করা, স্থাপিত প্রকল্প নিয়মিত তদারকি। (৪) নির্বাচিত থানায় টার্গেট গ্রুপ বাছাইয়ের জন্য সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা দ্বারা গ্রাম ভিত্তিক জরিপ কাজ পরিচালনা, তথ্য সংগ্রহ ও প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয়পূর্বক রেজিস্টার ভুক্তিকরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পরামর্শ দেওয়া। (৫) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ভ্রমণ প্রতিবেদন যাচাই ও তাদের দেওয়া সুপারিশ বাস্তবায়নে উপপরিচালককে সহায়তা দান। (৬) মাঠ পর্যায়ে সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক গঠিত ৫(পাঁচ)সদস্যের ১০০টি পারিবারিক গ্রুপের যথার্থতা যাচাই, ১০টি গ্রুপ নিয়ে এলাকাভিত্তিক ০১টি করে কেন্দ্র প্রধান মনোনয়ন যাচাই, কেন্দ্রের সদস্যের প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণের অর্থ ব্যবহার, কিস্তি পরিশোধ, কাঁচামালের উৎস, উৎপাদিত পণ্য বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের তদারকি। (৭) ঋণ প্রদানের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ঋণ প্রস্তাব যাচাই পূর্বক উপপরিচালকের মাধ্যমে অনুমোদনের ব্যবস্থা করা প্রদত্ত ঋণের ব্যবহার ও কিস্তি আদায় তদারকি করা, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংক একাউন্টে নিয়মিত জমা হচ্ছে কি না তা যাচাই করা। (৮) প্রকল্প গ্রহণকারী যুব ও যুব নারীদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া, প্রতি থানায় সেবা প্রদানকারী ব্যাংক থেকে ৪টি একাউন্টের (ঋণ তহবিলের চলতি হিসাব, সদস্য ঝুঁকি তহবিলের সঞ্চয়ী হিসাব, সদস্য চাঁদা, সঞ্চয়ী হিসাব, আদয়কৃত কিস্তি ও সার্ভিস চার্জের সঞ্চয়ী হিসাব) ব্যালেন্সের সাথে থানায় রক্ষিত রেজিস্টার পরীক্ষার অনিয়ম পেলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা। তদন্ত কাজে উপপরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা এবং মাসিক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। এছাড়া অধীনস্ত কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন দেওয়া। (৯) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক কর্তৃক প্রদেয় দায়িত্ব পালন।
সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশু পালন)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) কেন্দ্রের অতিরিক্ত (হোস্টেল/মেস/কোর্স কো-অর্ডিনেটর/লাইব্রেরি/ওয়েলফেয়ার খামার ইত্যাদি) দায়িত্ব পালন করবেন।

	(৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৫) কেন্দ্রের খামারের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৬) অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য স্ব-স্ব উইংয়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। (৭) তার উপর অর্পিত দলের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন– সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, খামার পরিকল্পনা তৈরি, খামার পরিদর্শন, বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৮) তার দলের প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করবেন। (৯) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (১০) কেন্দ্রের দুজন সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশু পালন/পশুচিকিৎসা) বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রস্থ পোল্ট্রি খামার ও ডেইরি খামারের দায়িত্ব পালন করবেন। (১১) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (১২) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সিনিয়র ইন্স্ট্রাক্টর (পশু পালন)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) কেন্দ্রের অতিরিক্ত (হোস্টেল/মেস/কোর্স কো-অর্ডিনেটর/ লাইব্রেরি/ ওয়েলফেয়ার খামার ইত্যাদি) দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৫) কেন্দ্রের খামারের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৬) অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য স্ব-স্ব উইংয়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন।

	(৭) তার উপর অর্পিত দলের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, খামার পরিকল্পনা তৈরি, খামার পরিদর্শন, বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৮) তার দলের প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করবেন। (৯) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (১০) কেন্দ্রের দুজন সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশু পালন/পশু চিকিৎসা) বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রস্থ পোল্ট্রি খামার ও ডেইরি খামারের দায়িত্ব পালন করবেন। (১১) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) কেন্দ্রের অতিরিক্ত (হোস্টেল/মেস/কোর্স কো-অর্ডিনেটর/লাইব্রেরি/ ওয়েলফেয়ার মৎস্য খামার ইত্যাদি) দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৫) কেন্দ্রের খামারের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৬) অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য স্ব স্ব উইংয়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। (৭) তার উপর অর্পিত দলের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, খামার পরিকল্পনা তৈরি, খামার পরিদর্শন, বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৮) তার দলের প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করবেন। (৯) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

	(১০) বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রস্থ মৎস্য হ্যাঁচারি ও পুকুর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। (১১) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (১২) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (মৎস্য)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) কেন্দ্রের অতিরিক্ত (হোস্টেল/মেস/কোর্স কো-অর্ডিনেটর/ লাইব্রেরি/ ওয়েলফেয়ার মৎস্য খামার ইত্যাদি) দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৫) কেন্দ্রের খামারের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৬) অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য স্ব স্ব উইংয়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। (৭) তার উপর অর্পিত দলের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, খামার পরিকল্পনা তৈরি, খামার পরিদর্শন, বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৮) তার দলের প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করবেন। (৯) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (১০) বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রস্থ মৎস্য হ্যাচারি ও পুকুর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। (১১) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (১২) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সিনিয়র প্রশিক্ষক (স্টেনো টাইপিং)	(১) জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপপরিচালক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে স্ব-স্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন।

	(২) বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৩) স্ব-স্ব উইংয়ের উপর প্রশিক্ষণের নীতিমালা তৈরি করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। (৪) তার উপর অর্পিত প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন–সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, প্রকল্প তৈরি, যুব কার্যক্রম বিষয়ক ক্লাস ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৫) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (৬) অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সিনিয়র প্রশিক্ষক (দপ্তর বিজ্ঞান)	(১) জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপপরিচালক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে স্ব-স্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৩) স্ব-স্ব উইংয়ের উপর প্রশিক্ষণের নীতিমালা তৈরি করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। (৪) তার উপর অর্পিত প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, প্রকল্প তৈরি, যুব কার্যক্রম বিষয়ক ক্লাস ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৫) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (৬) অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) কেন্দ্রের অতিরিক্ত (হোস্টেল/মেস/কোর্স কো-অর্ডিনেটর/লাইব্রেরি/ ওয়েলফেয়ার কৃষি খামার ইত্যাদি) দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন।

	(৫) কেন্দ্রের খামারের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৬) অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য স্ব স্ব উইংয়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। (৭) তার উপর অর্পিত দলের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, খামার পরিকল্পনা তৈরি, খামার পরিদর্শন, বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৮) তার দলের প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করবেন। (৯) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (১০) বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রস্থ নার্সারি/কৃষি ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। (১১) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (১২) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সিনিয়র প্রশিক্ষক (ব্লক ও বাটিক)	(১) জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপপরিচালক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে স্ব-স্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৩) স্ব-স্ব উইংয়ের উপর প্রশিক্ষণের নীতিমালা তৈরি করেবন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। (৪) তার উপর অর্পিত প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, প্রকল্প তৈরি, যুব কার্যক্রম বিষয়ক ক্লাস ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৫) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (৬) অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের যুব কার্যক্রম বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) কেন্দ্রের অতিরিক্ত (হোস্টেল/মেস/কোর্স কো-

	অর্ডিনেটর/লাইব্রেরি/ ওয়েলফেয়ার ইত্যাদি) দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করবেন। (৫) প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ দায়িত্বসমূহ নিয়মিত তদারকি করবেন। (৬) অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য স্ব-স্ব উইংয়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করবেন এবং বাস্তবায়ন করবেন। (৭) তার উপর অর্পিত দলের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, খামার পরিকল্পনা তৈরি, খামার পরিদর্শন, বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৮) তার দলের প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করবেন। (৯) তার দলের প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করবেন। (১০) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (১১) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (১২) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
হিসাবরক্ষণ অফিসার	(১) উপপরিচালক (অর্থ) এর তত্ত্বাবধানে রাজস্ব ও উন্নয়নের বাজেট প্রণয়ন (২) কিস্তিওয়ারী মাঠ পর্যায়ে অর্থ অবমুক্তকরণ। (৩) হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়। ক্যাশ বইসহ সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার ও ব্যাংকের হিসাব সংরক্ষণ। (৪) জেলা ও উপজেলা কার্যালয় থেকে আর্থিক চাহিদা এবং কিস্তিওয়ারী হিসাব সমন্বয়ের বিবরণী সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ। (৫) অফিস ভাড়া, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন ও গাড়ির জ্বালানী বিল তৈরি ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৬) গাড়ি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়, মেরামত, বণ্টন, স্টক রেজিস্টার ও ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণ। (৭) প্রধান কার্যালয়েরে কর্মকর্তার ও কর্মচারীদের বেতন বিল, ভ্রমণ বিল ও মাঠ পর্যায়ের উপপরিচালকদের ভ্রমণ বিল অনুমোদন।

	(৮) মাঠ পর্যায়ের বাড়িভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় মঞ্জুরীর ব্যবস্থা। (৯) মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন। (১০) হিসাব নিরীক্ষণ/অডিট প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ। (১১) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	(১) উপপরিচালক (অর্থ) এর তত্ত্বাবধানে রাজস্ব ও উন্নয়নের বাজেট প্রণয়ন (২) কিস্তিওয়ারী মাঠ পর্যায়ে অর্থ অবমুক্তকরণ। (৩) হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়। ক্যাশ বইসহ সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার ও ব্যাংকের হিসাব সংরক্ষণ। (৪) জেলা ও উপজেলা কার্যালয় থেকে আর্থিক চাহিদা এবং কিস্তিওয়ারী হিসাব সমন্বয়ের বিবরণী সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ। (৫) অফিস ভাড়া, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন ও গাড়ির জ্বালানী বিল তৈরি ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৬) গাড়ি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়, মেরামত, বন্টক, স্টক রেজিস্টার ও ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণ। (৭) প্রধান কার্যালয়েরে কর্মকর্তার ও কর্মচারীদের বেতন বিল, ভ্রমণ বিল ও মাঠ পর্যায়ের উপপরিচালকদের ভ্রমণ বিল অনুমোদন। (৮) মাঠ পর্যায়ের বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় মঞ্জুরীর ব্যবস্থা। (৯) মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন। (১০) হিসাব নিরীক্ষণ/অডিট প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ। (১১) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
সহকারী প্রকৌশলী	(১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ রাজস্ব ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের যাবতীয় পূর্ত কাজ, সংস্কার, মেরামত কাজসহ সংশ্লিষ্ট কাজসমূহের প্রাক্কলন প্রস্তুত, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহ্বানসহ অন্যান্য কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ। (২) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ত কাজ, সংস্কার, মেরামত কাজসহ সংশ্লিষ্ট কাজসমূহের তদারকি ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ত কাজ, সংস্কার, মেরামত কাজসমূহের বিল প্রস্তুতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
মেডিকেল অফিসার	(১) প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসার সাথে সাথে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা।

	(২) প্রশিক্ষণার্থী ও কেন্দ্রে অবস্থানরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। (৩) প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অসুস্থতাজনিত ও অন্যান্য ছুটির জন্য সনদপত্র প্রদান করা। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের খাদ্য পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সার্বিক ধারণা প্রদানের জন্য রিসোর্সপার্শনের দায়িত্ব পালন। (৫) প্রশিক্ষণার্থীগণ শরীরচর্চা করার সময় যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনাজনিত বিষয়ের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। (৬) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে ঔষধ ক্রয়ের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করে চাহিদাপত্র প্রদান। (৭) মেডিক্যাল স্টোরের মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৮) স্বাস্থ্য ইউনিটের মান উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া।
সহকারী প্রোগ্রামার	(১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলায় যুবদের কম্পিউটার বিষয়ক ৬ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিভাগীয় শহরগুলো কম্পিউটার বেসিক কোর্স এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্স নামক ২টি কম্পিউটার ল্যাবের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৬৪টি জেলার কম্পিউটার ল্যাবগুলো প্রতি ব্যাচে ৪০ জন যুবক ও যুব নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতায় কম্পিউটার ল্যাবগুলোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমৃদ্ধ ও কর্মসূচির মান উন্নয়ন, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন। (২) সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল প্রকার প্রশিক্ষণের কার্যক্রম ডাটাবেজ করা এবং অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থীদের আবেদন গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার প্রণয়নের ব্যবস্থা করা; (৩) সংশ্লিষ্ট বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচিতে সহজীকরণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য সফটওয়্যার প্রণয়ন ও ব্যবহারে সহায়তা করা; (৪) সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধীনস্ত কার্যালয় সমূহের প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলোর হার্ডওয়ার/ সফটওয়্যার সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা করা; (৫) জেলা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা; (৬) বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (দেশী-বিদেশি) চাকরি লাভে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা; (৭) বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীনস্ত জেলা সমূহের কম্পিউটার কেন্দ্র সমূহের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, ও প্রতিবেদন সমন্বয় ও রিপোর্ট প্রদানে উপপরিচালককে সহায়তা করবেন;

	(৮) স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে সহায়তা করণ; (৯) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	(১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। (২) উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের নির্বাহী প্রধান হিসেবে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন সহ উপজেলা কার্যালয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা এবং উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের সব ধরণের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং উপজেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা। (৩) উপজেলা কার্যালয়ের অধীনস্থ কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর, ভ্রমণ সূচি ও ভ্রমণ বিল অনুমোদন, অর্জিত ছুটি যাচাইপূর্বক অগ্রগামী করা, উপজেলার কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি ও অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের সুপারিশ করা। অধস্তন কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন দেওয়াসহ অফিস ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা। (৪) উপজেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদেরকে ঋণ প্রদানের পূর্বে আবেদনভিত্তিক সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই, প্রকল্পের উপযোগিতা নির্ণয়, ঋণের জন্য সুপারিশ ও চেকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান। ঋণ পরবর্তী নিয়মিত কিস্তি আদায় ও আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমাদান নিশ্চিত করা, খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া, সাপ্তাহিক সভায় অংশ গ্রহণ ও প্রকল্প তদারকি। ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় রেজিস্টার, লেজার সংরক্ষণ, ঋণের প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণে সহযোগিতা দান। (৫) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য যথা নিয়মে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনপূর্বক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন। (৬) অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য প্রশিক্ষণার্থী ও ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষক নির্বাচন এবং যথাসময়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৭) স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে রেজিস্ট্রেশন এবং যুব কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করবেন। যুব সংগঠনের সহাযোগিতায় দেশের সামাজিক সচেতনতামূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। (৮) প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, স্থাপিত প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান এবং ঋণ কার্যক্রমসহ সার্বিক যুব কার্যক্রম

	পরিদর্শন ও তদারকির জন্য প্রতি মাসে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিদর্শন করবেন। (৯) প্রশিক্ষিত যুবদের গৃহীত প্রকল্পের উপযোগিতা ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক তাদের ঋণ আবেদন ক্রেডিট ম্যানুয়েল অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (১০) আত্মকর্মসংস্থান, ঋণ কর্মসূচি ও অন্যান্য বিষয়ে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। (১১) পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ঋণের প্রস্তাবিত কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ, উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন, ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারক করবেন। (১২) প্রশিক্ষিত যুবক ও যুব নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মশালার আয়োজন করবেন। (১৩) প্রশিক্ষিত ও আত্মকর্মী যুব নারীদের ট্রেডভিত্তিক নাম ও ঠিকানার রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। (১৪) যুব পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে সফল যুবদের যাচাই-বাছাই এবং আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে যুব সংগঠন নির্বাচন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। (১৫) জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচি পালনে পরিষদকে সহায়তা করবেন। (১৬) যুবদের তথ্য প্রযুক্তি ও আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্প্রসারণে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। (১৭) জে.ও.সি.ভি কে ওয়াই ভি-এর স্বেচ্ছাসেবীদের যুব কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের জন্য কাউন্টার পার্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন। (১৮) সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে থাকেন, যেমন- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-বৃত্তি বিতরণে তদারকি অফিসার, নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের ভিজিডি বিতরণে রিলিফ অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে পরিচালিত অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ট্যাগ অফিসার, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের তদারকি অফিসার, ওএমএস ডিলারের চাল বিক্রয় কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তা এবং পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত

	কর্মকর্তা নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের অধীনে সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার এর দায়িত্ব পালন করেন। (১৯) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাবরক্ষক	(১) মাঠ পর্যায়ের সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রশিক্ষণ জনবলের ব্যক্তিগত নথি, প্রশাসনিক নথি রক্ষণাবেক্ষণ, নথি উপস্থাপন-সহ মাঠ পর্যায়ের সাথে প্রধান কার্যালয়ের যোগাযোগ রক্ষায় কাজ করা, অডিট ও কেন্দ্রসমূহের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় ও সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, এ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নথি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। (২) বর্তমানে এ অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ও ৪৭৬টি উপজেলায় যুব কার্যক্রম এবং ৬২টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তরের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ উইংয় কাজের প্রকৃতি ও পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
গ্রাফিক ডিজাইনার	প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পরামর্শ ও নির্দেশনামতে গ্রাফিক ডিজাইনার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশিত প্রকাশনা, স্থিরচিত্র, যুব কার্যক্রম বিষয়ক পোস্টার, উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমের পুঞ্জিকাসহ প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত করবেন। (২) বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশের জন্য কভার ডিজাইন, ট্রান্সপারেন্সি তৈরি, মডিউলের মধ্যকার ছবি অঙ্কন তৈরির কাজসহ উদ্ভাবনীমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাজে আরও গতিশীলতা আনতে সচেষ্ট থাকবেন। (৩) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রশিক্ষক (পশু পালন)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণ সিডিউল তৈরি, প্রশিক্ষণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত

	করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৫) কেন্দ্রের খামার কর্মকর্তার সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৬) প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ দায়িত্বসমূহ নিয়মিত (সকাল-বিকাল-রাত্রি) তদারকি করবেন। (৭) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
ইন্সট্রাক্টর (পশু পালন)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণ সিডিউল তৈরি, প্রশিক্ষণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৫) কেন্দ্রের খামার কর্মকর্তার সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৬) প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ দায়িত্বসমূহ নিয়মিত (সকাল-বিকাল-রাত্রি) তদারকি করবেন। (৭) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রশিক্ষক (মৎস্য)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণ সিডিউল তৈরি, প্রশিক্ষণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৫) কেন্দ্রের খামার কর্মকর্তার সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৬) প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ দায়িত্বসমূহ নিয়মিত(সকাল-বিকাল-রাত্রি) তদারকি করবেন।

	(৭) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৮) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
ইন্স্ট্রাক্টর (মৎস্য)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণ সিডিউল তৈরি, প্রশিক্ষণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৪) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৫) কেন্দ্রের খামার কর্মকর্তার সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (৬) প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ দায়িত্বসমূহ নিয়মিত (সকাল-বিকাল-রাত্রি) তদারকি করবেন। (৭) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৮) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রশিক্ষক (পোশাক)	(১) জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপপরিচালক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পোশাক তৈরি ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ কোর্সের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করা। (২) বেকার যুব নারীদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা তৈরিকৃত দ্রব্যসামগ্রী যাতে যথাযথ বিক্রয়যোগ্য হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে দ্রব্য (আইটেম) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণের নমুনা চিহ্নিত করা এবং তা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। (৪) স্ব স্ব প্রশিক্ষণের নীতিমালা তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা। (৫) তার উপর অর্পিত প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন-সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, প্রকল্প তৈরি, যুব কার্যক্রম

	বিষয়ক ক্লাস ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা। (৬) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগযোগ রক্ষা করবেন। (৭) অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রশিক্ষক (স্টেনো টাইপিং)	(১) সিনিয়র প্রশিক্ষকের (স্টেনো টাইপিং) তত্ত্বাবধানে স্ব স্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করা। (২) বেকার যুব নারীদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৩) স্ব স্ব উইংয়ের উপর প্রশিক্ষণের নীতিমালা তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা। (৪) তার উপর অর্পিত প্রশিক্ষর্ণীদের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, প্রকল্প তৈরি, যুব কার্যক্রম বিষয়ক ক্লাস ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা। (৫) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগযোগ রক্ষা করাবেন। (৬) এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
উপ-সহকারী প্রকৌশলী	(১) সহকারী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ রাজস্ব ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের যাবতীয় পূর্ত কাজ, সংস্কার, মেরামত কাজসহ সংশ্লিষ্ট কাজসমূহের প্রাক্কলন প্রস্তত, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহ্বানসহ অন্যান্য কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (২) সহকারী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ত কাজ, সংস্কার, মেরামত কাজসহ সংশ্লিষ্ট কাজসমূহের সরাসরি তদারকি ও বাস্তবায়ন করা। (৩) সহকারী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ত কাজ, সংস্কার, মেরামত কাজসমূহের বিল প্রস্তুত করা। (৪) এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	(১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যালয়সহ সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বৈদ্যুতিকরণ কাজ নিয়মিত তদারকি করবেন।

	(২) সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গভীর নলকূপের মোটর পাম্প মেশিন নিয়মিত তদারকি করবেন। (৩) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জেনারেটর, লিফট্, কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি কাজের রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য কাজ নিয়মিত তদারকি করবেন। (৪) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বৈদ্যুতিকরণ কাজ, গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ, জেনারেটর ক্রয়, লিফট্, কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি কাজের প্যাটার্ন, ডিজাইন, প্রাক্কলন তৈরি করবেন। (৫) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৬) অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক দেয় যে-কোন দায়িত্ব পালন করবেন।
অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান	(১) অধ্যক্ষ ও উপধ্যক্ষের পরামর্শ ও নির্দেশনামতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি ও ব্যবহার, যন্ত্রপাতি পরিচালনা, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং যুব কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার ও বেনিফিসিয়ারিতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সফল আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি ভিডিওতে ধারণ, সম্পাদনপূর্বক প্রচার রক্ষণাবেক্ষণ। (২) সকল প্রকার অডিও ভিজুয়াল সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অপারেট করা ও সংরক্ষণ করা। (৩) ওভারহেড প্রজেক্টর, স্লাইড প্রজেক্টর, ভিডিও প্রজেক্টের, সিসেটম, পিএ সিসটেমসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন, সার্ভিসিং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবে এবং উদ্ভাবনীমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাজে আরও গতিশীলতা আনতে সচেষ্ট থাকবেন। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যেকোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।
লাইব্রেরিয়ান	(১) অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পরামর্শ ও নির্দেশনামতে তিনি কেন্দ্রের লাইব্রেরির বইসমূহ সঠিকভাবে হেফাজত করবেন। (২) কেন্দ্রের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য বই, পত্রিকা ও জার্নাল নির্বাচন করা এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি উপস্থাপান করা। (৩) সংগৃহীত বইয়ের তালিকাভূক্ত /Accession Register ভুক্ত করা। (৪) ক্যাটালগ ও ক্লাসিফিকেশন প্রস্তুত করা। (৫) কম্পিউটার ডাটাবেজকরণ এবং কম্পিউটার ও পরিচয় পত্রের মাধ্যমে রিডার ম্যানেজমেন্ট। (৬) বই ইস্যুকরণ ও জমা নেওয়া। (৭) যুব বিষয়ক পত্র পত্রিকা ও জার্নাল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করণ। (৮) ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যুব সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্যাবলী সংগ্রহও সংরক্ষণ।

	(৯) যুব সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমে প্রশিক্ষক ও গবেষকদের তথ্য উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করা। (১০) লইব্রেরীর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ পড়াশুনার পরিবেশ বজায় রাখা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা। (১১) কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন। (১২) প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা মোতাবেক বই, জার্নাল প্রভৃতি সরবরাহ করা ও টার্ম পেপার প্রস্তুতে সহায়তা ও লাইব্রেরি উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। (১৩) লাইব্রেরিতে বইয়ের হিসাব রাখা ও নিরাপত্তা বিধান করা। (১৪) অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে নতুন নতুন জার্নাল, পুস্তিকা ও বই সংগ্রহের কাজ করবেন। (১৫) নতুন পুস্তক সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন। (১৬) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	(১) সিলেবাস অনুযায়ী পাঠপরিকল্পনা ও পাদটিকা প্রস্তুত করে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসে প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিক ভাবে পাঠদান করা। (২) সফটওয়্যার ডেভেলপিং, ডাটাবেজ ম্যানেজম্যান্ট, ইউটিলিটি সফটওয়্যারের উপর ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান। (৩) হার্ডওয়্যার ও ট্রাবলস্যুটিং, নেটওয়ার্কিং ও ইন্টারনেট, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, ওয়েবপেজ ডিজাইনিং, নেটওয়ার্ক এডমেনিস্ট্রেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করণ। (৪) সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামারের অনুপস্থিতিতে তিনি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে, যাচাই বাছাই করণসহ ভর্তি কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন। (৫) সেন্টার ইনচার্জ/কেন্দ্র প্রধান হিসেবে স্টোরের দায়িত্ব সহ প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন। সহকারী প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ সূচী প্রস্তুতকরণ। (৬) জেলা প্রশাসনসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার সমূহের ট্রাবলসুটিং ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার পরিচালনা ও ইন্টারনেটে দক্ষ করে তোলার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন। (৭) এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দ্রুত ও সফল করে তোলার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী দায়িত্ব পালন। (৮) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

	(৯) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা। (১০) তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান করা। (১১) প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের উপর জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সভা সেমিনারে উপস্থিত থেকে যুবদের উদ্বুদ্ধকরন।
প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	(১) সিলেবাস অনুযায়ী পাঠপরিকল্পনা ও পাঠটিকা প্রস্তুতকরে প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিক ভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পাঠদান করণ। কেন্দ্রে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে যাচাই বাছাই করণ সহ ভর্তি কমিটির নিজস্ব ট্রেডের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন। (২) দেশীয় প্রযুক্তিতে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন ইলেট্রিক্যাল ডিভাইস প্রস্তুত এবং পুরাতন ডিভাইস সমূহের রিপেয়ারের উপর ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান। সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কেন্দ্র প্রধান হিসেবে স্টোরের দায়িত্বসহ প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন। (৩) সহকারী প্রশিক্ষক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং-কে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ সূচী প্রস্তুতকরণ। (৪) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। (৫) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা। (৬) তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান করা। (৭) জেলা প্রশাসন-সহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস-সমূহের ট্রাবলসুটিং করার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন। (৮) এছাড়া সংশ্লিষ্ট ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন। (৯) প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার স্বপক্ষে মোটিভেশন ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের উপর জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সভা সেমিনারে উপস্থিত থেকে উদ্বুদ্ধকরন।

প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	(১) সিলেবাস অনুযায়ী পাঠপরিকল্পনা ও পাঠটিকা প্রস্তুতকরে প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিক ভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পাঠদান করণ। (২) কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রার্থী যাচাই-বাছাই করন-সহ ভর্তি কমিটির নিজ ট্রেডের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন। (৩) দেশীয় প্রযুক্তিতে বিভিন্নধরনের নতুন নতুন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস প্রস্তুত এবং পুরাতন ডিভাইস সমূহের রিপেয়ার এর উপর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান। অডিও, ভিডিও, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার মনিটর, উ,পি,এস/আই,পি,এস, প্রভৃতি মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ এ প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান করণ। সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কেন্দ্র প্রধান হিসেবে স্টোরের দায়িত্বসহ প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন। (৪) সহকারী প্রশিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ সূচী প্রস্তুতকরণ। (৫) জেলা প্রশাসন সহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সমূহের ট্রাবলসুটিং করার জন্য দায়িত্ব পালন। (৬) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। (৭) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা। (৮) তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান করা। (৯) এছাড়া সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন। (১০) প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার স্বপক্ষে মোটিভেশন ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের উপর জনমত গড় তোলার জন্য বিভিন্ন সভা-সেমিনারে উপস্থিত থেকে উদ্বুদ্ধকরণ।
প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	(১) সিলেবাস অনুযায়ী পাঠপরিকল্পনা ও পাঠটিকা প্রস্তুতকরে প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিক ভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পাঠদান করণ। (২) কেন্দ্রে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রার্থী যাচাই বাছাই করণ-সহ ভর্তি কমিটির নিজ ট্রেডের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন।

	(৩) নতুন রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনার এবং পুরাতন রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনার, রিমোট কন্ট্রোল স্পিলট টাইপ এ,সি, কার এ,সি, ডিপ ফ্রিজার, ওয়াটারকুলার, ডিসপ্লে-সমূহের মেরামতের উপর ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান। (৪) সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কেন্দ্র প্রধান হিসেবে স্টোরের দায়িত্ব সহ প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন। (৫) সহকারী প্রশিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণসূচি প্রস্তুতকরণ। (৬) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। (৭) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা। (৮) তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান করা। (৯) জেলা প্রশাসন সহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনার ডিভাইস সমূহের ট্রাবলসুটিং। সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন। (১০) প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার স্বপক্ষে মোটিভেশন ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের উপর জনমত গড় তোলার জন্য বিভিন্ন সভা সেমিনারে উপস্থিত থেকে উদ্বুদ্ধকরণ।
শরীর চর্চা শিক্ষক (ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর)	(১) অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ন্যায় কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা:- • প্রশিক্ষণার্থীদের বাধ্যতামূলক প্রতিদিন সকাল বেলা ব্যায়াম, হাটা, জগিং, পিটি, মাইনর গেমস ইত্যাদি পরিচালনাসহ উপস্থিতি নিশ্চিত করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। • প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন সময়ে বিকালে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার আয়োজন ও পরিচালনা করা। • শারীরিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়- খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, শারীরিক ও মানিসিক ধকল, প্রাথমিক প্রতিবিধান, সু-স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণে তাত্ত্বিক ক্লাস পরিচালনা। (২) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দিক নির্দেশনায় সহায়তা করা।

	(৩) খেলাধুলা সম্পর্কিত অন্যান্য বিভাগ, দপ্তর, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন। (৪) সাকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর গৃহীত কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা। (৫) কেন্দ্রের শারীরিক শিক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও তার সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান করা। (৬) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে তত্ত্বাবধায়ক, পরীক্ষক ও প্রশিক্ষককের দায়িত্ব পালন। (৭) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	(১) আন্তর্জাতিক হোস্টেলে সেবা কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন। (২) আন্তর্জাতিক হোস্টেলে বিদেশি অতিথি এবং ভিআইপি অতিথিদের অবস্থানজনিত সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ। (৩) সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে হোস্টেল ভাড়া প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণ। (৪) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি কর্মসূচিতে আপ্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। (৫) প্রশিক্ষণার্থীগণ কেন্দ্রের হোস্টেলে অবস্থানকালীন সময়ে আবাসন খাদ্য ও অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণ। (৬) ডরমেটরি ও ক্যাফেটেরিয়ার সেবা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা। (৭) রুম বরাদ্দ এবং রুমের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান। (৮) হোস্টেলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা পত্র পেশ করা। (৯) ক্যাফেটেরিয়ার অর্থ ব্যবস্থা ঠিক রাখা ও কার্যক্রমের খরচের বিল চেক করা। (১০) হোস্টেলের অন্যান্য কর্মচারীদের কাজের তদারকি করা। (১১) হোস্টেল সংক্রান্ত সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। (১২) হোস্টেল সংক্রান্ত সরঞ্জামাদির সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান করা। (১৩) আন্তর্জাতিক হেস্টেলে বিদেশি অতিথি এবং ভিআইপি অতিথিদের অবস্থানের সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (১৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	(১) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ঋণ ম্যানুয়েল অনুসারে অধিদপ্তরের টার্গেট ''গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের যুব সদস্যদের'' নিয়ে গ্রুপ গঠন, আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় চাহিদা

	মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণের অর্থ ব্যবহারের উপযোগী মানসিকতার উদ্যোক্তা সৃষ্টিকরণ, ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ, ঋণের অর্থ সম্পূর্ণরূপে আদায়ের দায়িত্ব পালন। (২) উপজেলা পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রার্থী বাছাই ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিতকরণ ও ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং জেলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসুচির জন্য প্রার্থী বাছাই ও প্রেরণে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সহায়তা করা। (৩) ঋণ প্রদানের জন্য (প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক, পরিবারভিত্তিক ও যুব ঋণ) জরিপ পরিচালনা, সদস্য বাছাই, পারিবারিক গ্রুপ গঠন, কেন্দ্র প্রধান নির্বাচন ইত্যাদি ঋণ প্রদান ও আদায় সংক্রান্ত কাজ সরাসরি তদারকি করা। (৪) ২০দিন ঋণীদের সাথে মাঠ পর্যায়ে সংযোগ রক্ষা করা, মাঠ পর্যায়ে যুব সংগঠনকে তালিকাভুক্তিকরণ এবং বিভিন্ন অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা। (৫) উপজেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদেরকে ঋণ প্রদানের পূর্বে আবেদনভিত্তিক সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই, প্রকল্পের উপযোগিতা নির্ণয়, ঋণের জন্য সুপারিশ ও চেকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান। ঋণ পরবর্তী নিয়মিত কিস্তি আদায় ও আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমাদান নিশ্চিত করা, খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া, সাপ্তাহিক সভায় অংশ গ্রহণ ও প্রকল্প তদারকি। ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় রেজিস্টার, লেজার সংরক্ষণ, ঋণের প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সহযোগিতা দান। (৬) এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
অডিটর	(১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষিত বেকার যুব ও যুব নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অডিটরগণ উপজেলা কার্যালয়সমূহের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা করেন। তাছাড়া প্রধান কার্যালয়ে প্রাপ্ত ঋণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নিরীক্ষাপূর্বক ঋণ সংক্রান্ত সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করবেন। (২) জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা। (৩) অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির যাবতীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিচালককে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

	(৪) অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুত করবেন। (৫) এছাড়া তিনি অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় সকল দায়িত্ব পালন করবেন।
সহকারী লাইব্রেরিয়ান	(১) কেন্দ্রে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বেসরকারি যুব সংগঠক, প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবেন। (২) প্রশিক্ষণার্থীদের বই পুস্তক পাঠে উদ্বুদ্ধকরণের দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) কেন্দ্রের বইপত্র সংরক্ষণ এবং সংগ্রহ করবেন। (৪) এছাড়া তিনি অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় সকল দায়িত্ব পালন করবেন।
কম্পিউটার অপারেটর	(১) বর্তমানে এ অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ও ৪৭৬টি উপজেলায় যুব কার্যক্রম এবং ৬২টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তরের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ উইংয় কাজের প্রকৃতি ও পরিধি বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় বিভিন্ন কার্যক্রম কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজের স্বার্থে প্রধান কার্যালয়ে অর্থ উইংয় কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। (২) এছাড়া তিনি অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় সকল দায়িত্ব পালন করবেন।
হিসাব রক্ষক	(১) উপপরিচালক (অর্থ) ও সহকারী পরিচালকের (অর্থ) নিয়ন্ত্রণে থেকে বাজেট প্রাক্কলন, বাজেট বিভাজন, চাহিদা গ্রহণ ও সংরক্ষণ, সংশোধিত বাজেট প্রস্তাব ও বিভাজন প্রস্তুত। (২) মাসিক আর্থিক খরচের প্রতিবেদন প্রস্তুত। (৩) অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত। (৪) আয়করের হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত। (৫) বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম সংক্রান্ত চাহিদা গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৬) মাঠ পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম, অডিট আপত্তি নিস্পত্তি, মাঠ পর্যায়ের অডিট কর্মসূচি প্রণয়ন, মাসিক অডিট প্রতিবেদন ও অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুতকরণ। (৭) টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, অধিকাল ভাতা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন এবং প্রশিক্ষণ কোর্স ফি বাবদ মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি উপস্থাপন। (৮) এছাড়া তিনি অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় সকল দায়িত্ব পালন করবেন।
ডেমোনেস্ট্রেটর (ব্লক ও বাটিক)	(১) সিনিয়র প্রশিক্ষকের (ব্লক ও বাটিক) অধীনে ব্লক ও বাটিক, পোশাক তৈরি এবং উল নিটিং প্রশিক্ষণ কোর্সে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

	(২) প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা তৈরিকৃত দ্রব্যসামগ্রী যাতে যথাযথ বিক্রয়যোগ্য হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে দ্রব্য (আইটেম) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণের নমুনা চিহ্নিত করা এবং তা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। (৩) এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সহকারী হিসাব রক্ষক	(১) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরের নির্দেশে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে নথিপত্র উপস্থাপন করবেন। (২) কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য নথিপত্র সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করবেন। কেন্দ্রের যাবতীয় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ করবেন। (৩) কেন্দ্রের কর্মচারীদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণ এবং কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। (৪) কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নির্দেশ পালনে সচেষ্ট থাকবেন। (৫) কেন্দ্রের স্টোরের দায়িত্ব পালন এবং কেন্দ্রের মালামাল ও আসবাবপত্রের হিসাবসহ সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। (৬) কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ করবেন। (৭) বিভিন্ন প্রতিবেদন ও পত্রের উত্তর যথাসময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন। (৮) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৯) যুব প্রশিক্ষণ নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রধান সহকারী	(১) প্রধান কার্যালয় ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এবং মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রশিক্ষকদের ব্যক্তিগত নথিপত্র উপস্থাপনা এবং নথিপত্র সংরক্ষণ করা। (২) মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ, কর্মচারীদের পদস্থাপন, বদলি, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ। (৩) মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের ছুটি, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরী প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। (৪) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়াদি নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ। (৫) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন ও জারি, সনদপত্র ছাপানো ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহায়তা করা।

	(৬) এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	(১) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরের নির্দেশে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে নথিপত্র উপস্থাপন করবেন। (২) কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য নথিপত্র সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করবেন। কেন্দ্রের যাবতীয় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ করবেন। (৩) কেন্দ্রের কর্মচারীদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণ এবং কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। (৪) কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নির্দেশ পালনে সচেষ্ট থাকবেন। (৫) কেন্দ্রের স্টোরের দায়িত্ব পালন এবং কেন্দ্রের মালামাল ও আসবাবপত্রের হিসাবসহ সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। (৬) কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ করবেন। (৭) বিভিন্ন প্রতিবেদন ও পত্রের উত্তর যথাসময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন। (৮) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৯) নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	(১) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরের নির্দেশে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে নথিপত্র উপস্থাপন করবেন। (২) কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য নথিপত্র সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করবেন। কেন্দ্রের যাবতীয় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ করবেন। (৩) কেন্দ্রের কর্মচারীদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণ এবং কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। (৪) কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নির্দেশ পালনে সচেষ্ট থাকবেন। (৫) কেন্দ্রের স্টোরের দায়িত্ব পালন এবং কেন্দ্রের মালামাল ও আসবাবপত্রের হিসাবসহ সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। (৬) কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ করবেন। (৭) বিভিন্ন প্রতিবেদন ও পত্রের উত্তর যথাসময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন। (৮) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৯) নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।

সাঁট-লিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৈনিক কর্মসূচি লিপিবদ্ধ করে সময় ও তারিখ অনুযায়ী তা কর্মকর্তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। (২) ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দেশি-বিদেশি সংস্থাসমূহ, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে ফোনের সংযোগ দেওয়া এবং ফোনের রেজিস্টার যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা। (৩) বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি চিঠি পত্রের শ্রুতিলিপিবদ্ধ করা এবং যথাযথভাবে টাইপ, কম্পিউটারে কম্পোজ, প্রিন্ট করে চূড়ান্ত কপি পেশ করা। (৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গোপনীয় প্রতিবেদন, গোপনীয় নথি, চিঠিপত্র সংরক্ষণ করা এবং তা কর্মকর্তার নজরে আনা। (৫) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নথি, চিঠিপত্র, ফাইল মুভমেন্ট করা এবং তা লিপিবদ্ধ করা। (৬) এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	(১) প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসে পাঠদান করণ। (২) সফটওয়্যার ডেভেলপিং, ট্র্যাবলসুটিং, ডাটাবেজ মেনেজম্যান্ট সহ ইউটিলিটি সফটওয়্যারের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তবভিত্তিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পাঠদান করণ। (৩) প্রয়োজনে কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রার্থী যাচাই বাছাই করনসহ ভর্তি কমিটির নিজস্ব ট্রেডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। (৪) কেন্দ্রের যাবতীয় ফাইল উপস্থাপন, ফাইল নোট প্রদান প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা-সহ যাবতীয় রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন। (৫) সনদপত্র লিখন ও আত্মকর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ। (৬) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। (৭) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা। (৮) তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান করা। (৯) সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কেন্দ্রের বই পুস্তক সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থীর বিভিন্ন পাঠ্যবই সরবরাহ সংরক্ষণ করন। (১০) সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফল করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন।

	(১১) জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদানকরণ।
সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং)	(১) প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসে পাঠদান করণ। (২) প্রয়োজনে কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থী ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রার্থী যাচাই বাছাই করনসহ ভর্তি কমিটির নিজস্ব ট্রেডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। (৩) দেশীয় প্রযুক্তিতে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস প্রস্তুত এবং পুরাতন ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসসমূহের মেরামতের উপর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান। (৪) কেন্দ্রের যাবতীয় ফাইল উপস্থাপন, ফাইল নোট প্রদান, প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা-সহ যাবতীয় রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ। সনদপত্র লিখন ও আত্মকর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ। (৫) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। (৬) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা। (৭) তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান করা। (৮) কেন্দ্রের বই পুস্তক সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থীর বিভিন্ন পাঠ্যবই সরবরাহ ও সংরক্ষণ করণ। সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফল করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন। (৯) প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধকরন।
সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	(১) প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠসূচী অনুযায়ী তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসে পাঠদান করন। (২) দেশীয় প্রযুক্তিতে বিভিন্নধরনের নতুন নতুন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস প্রস্তুত এবং পুরাতন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসসমূহের মেরামতের উপর ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রয়োজনে কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থী ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রার্থী যাচাই বাছাই করনসহ ভর্তি কমিটির নিজস্ব ট্রেডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। (৩) কেন্দ্রের যাবতীয় ফাইল উপস্থাপন, ফাইল নোট প্রদান প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা সহ যাবতীয় রেজিষ্ট্রার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ।

	(৪) সনদপত্র লিখন ও আত্মকর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ। (৫) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। (৬) ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা। (৭) তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান করা। (৮) কেন্দ্রের বই পুস্তক সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থীর বিভিন্ন পাঠ্যবই সরবরাহ ও সংরক্ষণ করণ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সফল করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন। (৯) প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধকরন।
সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	(১) প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠসূচী অনুযায়ী তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসে পাঠদান করন। (২) প্রয়োজনে কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রার্থী যাচাই-বাছাই করণসহ ভর্তি কমিটির নিজস্ব ট্রেডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। (৩) নতুন রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনার প্রদর্শন এবং পুরাতন রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনার সমূহের মেরামতের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান। (৪) কেন্দ্রের যাবতীয় ফাইল উপস্থাপন, ফাইল নোট প্রদান প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা-সহ যাবতীয় রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ। (৫) সনদপত্র লিখন ও আত্মকর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ। (৬) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। (৭) ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা। (৮) তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান করা। (৯) কেন্দ্রের বই পুস্তক সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থীর বিভিন্ন পাঠ্যবই সরবরাহ সংরক্ষণ করন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সফল করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন।

	(১০) প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধকরন।
সহকারী প্রশিক্ষক (কৃষি)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শনী নার্সারি ও কৃষি ইউনিট বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিবেন। (৩) কেন্দ্রের প্রদর্শনী নার্সারি ইউনিট সার্বক্ষণিকভাবে তদারকি করবেন। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৫) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করেন। (৬) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৭) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক,প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সহকারী প্রশিক্ষক (পশু পালন)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শনী ডেইরি ও পোল্ট্রি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিবেন। (৩) কেন্দ্রের প্রদর্শনী ডেইরি ও পোল্ট্রি ইউনিট সার্বক্ষণিকভাবে তদারকি করবেন। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৫) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৬) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যমত্ম দায়িত্ব পালন করবেন। (৭) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
সহকারী প্রশিক্ষক (মৎস্য)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শনী মৎস্য ইউনিট বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিবেন।

	(৩) কেন্দ্রের প্রদর্শনী মৎস্য ইউনিট সার্বক্ষণিকভাবে তদারকি করবেন। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৫) প্রশিক্ষণরত বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৬) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৭) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক,প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রদর্শক (পশু পালন ও পোল্ট্রি ইউনিট)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শনী ডেইরি ও পোল্ট্রি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিবেন। (৩) কেন্দ্রের প্রদর্শনী ডেইরি ও পোল্ট্রি ইউনিট সার্বক্ষণিকভাবে তদারকি করবেন। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৫) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৬) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৭) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক,প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রদর্শক (মৎস্য ইউনিট)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শনী মৎস্য ইউনিট বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিবেন। (৩) কেন্দ্রের প্রদর্শনী মৎস্য ইউনিট সার্বক্ষণিকভাবে তদারকি করবেন। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

	(৫) প্রশিক্ষণরত বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৬) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৭) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক,প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রদর্শক (কৃষি ইউনিট)	(১) প্রশিক্ষণ কোর্সের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করবেন। (২) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শনী নার্সারি ও কৃষি ইউনিট বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিবেন। (৩) কেন্দ্রের প্রদর্শনী নার্সারি ইউনিট সার্বক্ষণিকভাবে তদারকি করবেন। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ/দলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে স্ব-স্ব দলের প্রতি আরোপিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (৫) বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৬) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৭) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক,প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রদর্শক	(১) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গবাদিপশু ও মৎস্য বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস গ্রহণ এবং পোল্ট্রি, ডেইরি ও মৎস্য ইউনিট তত্ত্বাবধান করা। (২) কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
কেয়ার টেকার কাম স্টোর কিপার	(১) প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার স্টেশনারি, মালামাল, তৈজসপত্র ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি ভান্ডারে মজুদ সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করা। (২) ক্রয় কমিটি/ঠিকাদার কর্তৃক সদ্য ক্রয়কৃত মালামাল যথাযথ কমিটির অনুমোদনপূর্বক ভান্ডারে গ্রহন করা। (৩) ভাণ্ডার কক্ষের চাবির বাহক ও প্রতিদিন সময়মত (অফিস চলাকালীন)) বান্ডার খোলা ও বন্ধ করা।

	(৪) কেন্দ্রীয় মজুদ রেজিস্টার ব্যক্তিগতভাবে যথাযথ সংরক্ষণ। (৫) কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে মজুদ করা সকল প্রকার দ্রব্যের জন্য আলাদাভাবে বিন কার্ড করা। (৬) অনুমোদিত বিধিমালা অনুসারে বাৎসরিক ভাণ্ডার পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা। (৭) কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে মজুদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্রব্যের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। (৮) কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক চাহিদাপত্র পাওয়ার পর সহকারী পরিচালকের অনুমতি সাপেক্ষে চাহিদাকারীকে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত মাল প্রদান করা। (৯) যথাযথ চাহিদাপত্র সংরক্ষণ করা। (১০) যে সকল দ্রব্য অব্যবহারযোগ্য তা বিনস্ট/নিলামে বিক্রির জন্য প্রস্তাব দেওয়া।
অ্যাকাউনটেন্ট কাম স্টোর কিপার	(১) কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে প্রশাসনিক ও আর্থিক নথিপত্র উপস্থাপন করবেন। (২) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য নথিপত্র সংরক্ষণ ও উপস্থাপন প্রশাসনিক কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণ, কেন্দ্রের স্টোরের দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) কেন্দ্রের মালামাল ও আসবাবপত্রের হিসাবসহ সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণ, বিভিন্ন প্রতিবেদন ও পত্রের উত্তর যথা সময়ে যথাযথভাবে প্রেরণের ব্যবস্থা করণের দায়িত্ব পালন করবেন। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।
পি এ	(১) পরিচালক মহোদয়ের টেলিফোন সংক্রান্ত সেবা প্রদান। (২) পরিচালক মহোদয়ের অফিসের সকল প্রকার দাপ্তরিক কাগজপত্র টাইপ করা। (৩) দাপ্তরিক চিঠিপত্র গ্রহণ এবং গোপনীয় চিঠিপত্র ইস্যু ও প্রেরণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন। (৪) পরিচালক মহোদয়ের দপ্তরে ব্যবহৃত স্টেশনারী ও অন্যান্য বিষয়াদির ইনডেন্ট করা /চাহিদা দেওয়া। (৫) পরিচালক মহোদয়ের দপ্তরে/কক্ষে ব্যবহৃত সকল প্রকার আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র ও অন্যান্য মালামালের তত্ত্বাবধান করা। (৬) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।
উচ্চমান সহকারী	(১) উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালককে প্রশাসনিক সকল প্রকার পত্রাদি নথিতে উপস্থাপন ও সকল কাজে সহায়তা করবেন। (২) সকল প্রকার নথি সংরক্ষণ ও চিঠিপত্র গ্রহণ ও বিতরণ নিশ্চিত করা। (৩) প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার দাপ্তরিক কাজে অংশগ্রহণ।

	(৪) অফিস তত্ত্বাবধায়ককে দাপ্তরিক কাজে সহযোগিতা করে নথির কাজ দ্রুত নিষ্পত্তি করা। (৫) প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট উইংয় সকল প্রকার চিঠির খসড়া প্রস্তুত করণ। (৬) উইংয়ের নথির তালিকা রেজিস্টার সংরক্ষণ। (৭) অফিসের বার্ষিক স্টেশনারী দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করা। (৮) অফিস তত্ত্বাবধায়কের অনুপস্থিতিতে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে অফিস তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করা। (৯) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।
রিসার্চ এ্যাসিসট্যান্ট	(১) সহকারী পরিচালক (গবেষণা) কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান। (২) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	(১) উপপরিচালক/অধ্যক্ষের পরামর্শ ও নির্দেশনামতে সাঁট মুদ্রাক্ষরিক দৈনন্দিন কাজের ডিকটেশন গ্রহণ ও টাইপকরণ/কম্পিউটার কম্পোজ সংক্রান্ত কাজ করবেন। (২) ডাক ফাইল আগত পত্র ও নথি মুভমেন্ট রেজিস্টারে তালিকাভুক্তসহ যথাসময়ে উপস্থাপন করবেন। (৩) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ ও পরিচালনা করবেন। (৪) অফিসের প্রশাসনিক ও ছুটি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করবেন। (৫) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া অন্য যেকোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।
একাউনটেন্ট	(১) কর্মচারীদের বেতনভাতাসহ অন্যান্য সকল বিল পরীক্ষাকরণ। (২) নন গেজেটেড কর্মচারীদের সার্ভিস বুক ভেরিফাই করা। (৩) সকলের লিভ একাউন্ট ভেরিফাই করা। (৪) অফিসের যাবতীয় বিলসমূহ পরীক্ষাকরণ। (৫) অগ্রিম প্রদান রেজিস্টার চেকসহ পর্যায়ক্রমে সকল অর্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করা। (৬) সকল প্রকার বিল প্রস্তুতকরণসহ পরীক্ষা করা এবং হিসাব রাখ ও আর্থিক সকল প্রতিবেদন তৈরি করা। (৭) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।
পোশাক বিক্রয় সহকারী	(১) ৬৪টি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে দেশের বেকার যুব নারীদের পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের দ্বারা উৎপাদিত পোশাক প্রধান কার্যালয়ে প্রদর্শনী কেন্দ্রে বিক্রয় করা হয়। পোশাক বিক্রয় সহকারী প্রদর্শণী কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। (২) জেলা কার্যালয় থেকে প্রেরিত তৈরি পোশাক স্টোরে জমা করবেন এবং প্রদর্শনী কেন্দ্রে বিক্রয় করবেন।

	(৩) বিক্রিত পোশাকের অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করবেন। (৪) পোশাক সংক্রান্ত মজুত বহি সংরক্ষণ করবেন। (৫) এ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ করবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। (৬) এছাড়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
জুনিয়র প্রশিক্ষক (পোশাক)	(১) প্রশিক্ষকের (পোশাক) তত্ত্বাবধানে পোশাক তৈরি ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ কোর্সের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করা। (২) বেকার যুব নারীদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা তৈরিকৃত দ্রব্যসামগ্রী যাতে যথাযথ বিক্রয়যোগ্য হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে দ্রব্য (আইটেম) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণের নমুনা চিহ্নিত করা এবং তা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। (৪) স্ব স্ব প্রশিক্ষণের নীতিমালা তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা। (৫) তার উপর অর্পিত প্রশিক্ষর্ণীদের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন– সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, প্রকল্প তৈরি, যুব কার্যক্রম বিষয়ক ক্লাস ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা। (৬) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। (৭) অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
জুনিয়র ডেমোনেস্ট্রেটর (ব্লক ও বাটিক)	(১) সিনিয়র প্রশিক্ষকের (ব্লক ও বাটিক) তত্ত্বাবধানে পোশাক তৈরি ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ কোর্সের উপর তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, ট্রেনিশিপ ক্লাস গ্রহণ করা। (২) বেকার যুব নারীদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং প্রকল্প গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন। (৩) প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা তৈরিকৃত দ্রব্যসামগ্রী যাতে যথাযথ বিক্রয়যোগ্য হয়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে দ্রব্য (আইটেম) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণের নমুনা চিহ্নিত করা এবং তা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। (৪) স্ব স্ব প্রশিক্ষণের নীতিমালা তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা। (৫) তার উপর অর্পিত প্রশিক্ষর্ণীদের বিভিন্ন কার্যক্রম. যেমন– সেমিনার, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, প্রকল্প তৈরি, যুব কার্যক্রম

	বিষয়ক ক্লাস ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দলীয় আলোচনা, দলীয় ক্রীড়া সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা। (৬) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক যোগযোগ রক্ষা করাবেন। (৭) অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
ট্রান্সপোর্ট মেকানিক	(১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যানবাহনসমূহে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করা। (২) গাড়িসমূহের অনুকূলে দৈনন্দিন জ্বালানী ইস্যু করার লক্ষ্যে যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান। (৩) যানবাহনসমূহ যথাসময়ে গ্যারেজ থেকে বাহির এবং যথাসময়ে গ্যারেজে পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সহাযোগিতা করা।
ফটোগ্রাফার	(১) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের ছবি তোলা এবং ভিডিও করা। (২) কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিডিও চিত্র ধারণ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা। (৩) কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত যুব ও যুব নারীদের আয়সঞ্চারণমূলক প্রকল্পের ভিডিও চিত্র ধারণ করবেন এবং যা পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
কম্পাউন্ডার	(১) প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান। (২) ঔষধ সংরক্ষণ ও স্টোর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন। (৩) ঔষধ সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত রেকর্ড রেজিস্টার সংরক্ষণ। (৪) রোগী দেখার রেকর্ড রেজিস্টার সংরক্ষণ। (৫) রোগী দেখার রেজিস্টার কার্ড বিতরণ ও নিবন্ধন রেজিস্টার সংরক্ষণ। (৬) মেডিকেল সেন্টারের সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি স্টেরিলাইজেশন/জীবাণুমুক্তকরণ। (৭) ই.সি.জি মেশিন, সাকার মেশিন, নেবুলাইজার মেশিন, ফ্লোটির মেশিনসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অপারেটিং। (৮) স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিচালনার জন্য মেডিকেল অফিসারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান। (৯) পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ।

	(১০) এইচ,আই, ভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। (১১) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।
গাড়ি চালক	(১) কর্মকর্তাগণের সুবিধামত গাড়ি চালনাকরণ, লগবই মেইনটেইন্যান্স ও অন্যান্য কাজের দায়িত্ব পালন করা। (২) গাড়ি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ ও কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ। (৩) গাড়ি ধৌতকরণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রেজিস্ট্রেশন নবায়ন, ফিটনেসের দায়িত্ব পালন করবেন। (৪) প্রয়োজনমতো গাড়ি চালনা করা এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করে কর্তৃপক্ষকে জানানো। (৫) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
স্টোর কিপার	(১) প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের অধীনে ক্রয়কৃত ও ভাণ্ডারে রক্ষিত যাবতীয় মালামাল, যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল সংরক্ষণ ও স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করণ। (২) ক্রয়কৃত মালামাল সংগ্রহ, তালিকাভুক্তকরণ ও সংরক্ষণ। (৩) স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ আপডেট রাখা। (৪) বাতিলকৃত মালামালের বাতিল সার্টিফিকেট প্রদান করা। (৫) বার্ষিক স্টোর ভেরিফাই করা। (৬) বিভিন্ন ইউনিটের/মাখার চাহিদাপত্র গ্রহণ ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মালামাল প্রদান। (৭) চাহিদাপত্র সংরক্ষণ। (৮) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।
হিসাব সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	(১) কর্মচারীদের সকল প্রকার বিল ভাউচার তৈরি, বিল রেজিস্টার এবং ক্যাশবহিসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। (২) কেন্দ্রের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব ক্যাশ বহি লিখে প্রধান সহকারী এবং আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর নিবেন। (৩) কেন্দ্রের অন্যান্য তহবিলের হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করবেন। (৪) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৫) বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করবেন। (৬) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
ক্যাশিয়ার	(১) বিভিন্ন খরচের বিল ভাউচার তৈরি, ট্রেজারি থেকে ক্যাশ করে যথাযথভাবে পরিশোধ করবেন। (২) কেন্দ্রের যাবতীয় আয়-ব্যয়-এর হিসাব ক্যাশ বহি লিখে প্রধান

	সহকারী এবং আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর নিবেন। আয়-ব্যয়, বিল-ভাউচার, রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। (৩) কেন্দ্রের অন্যান্য তহবিলের হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করবেন। (৪) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৫) কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও প্রধান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	(১) দাপ্তরিক সকল চিঠিপত্রের টাইপিং, পত্র গ্রহণ এবং পত্র ইস্যু করে বিতরণের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রশিক্ষণার্থীদের যাবতীয় তথ্য ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন। (২) কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটির হিসাব এবং ছুটি সংক্রান্ত নথি উপস্থাপন করবেন। (৩) রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ব্যবহার ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন। (৪) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৫) কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও প্রধান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
রিসিপশনিস্ট কাম টেলিফোন অপারেটর	(১) প্রধান কার্যালয়ের অভ্যর্থনা কক্ষের দায়িত্ব পালন করা। (২) টেলিফোন কল গ্রহণ করা ও প্রয়োজনীয় জায়গায় সংযোগ দেওয়া। (৩) ভিজিটরদের তাদের ইপ্সিত ব্যক্তির সন্ধান প্রদান করা বা সাহায্য করা। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।
ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	(১) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক কাজকর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও পানির পাম্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা। (২) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।
ইমাম	(১) কেন্দ্রের মসজিদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পরিচালনা করা। (২) জুমা ও ঈদের নামাজ পরিচালনা করা। (৩) সুবিধামতো সময়ের কেন্দ্রের শিশুদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। (৪) কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করা। (৫) কেন্দ্রের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করা এবং মসজিদের সার্বিক বিষয় তদারকি করা। (৬) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।
অডিও ভিজুয়্যাল	(১) কেন্দ্রের সকল প্রকার অডিও ভিজুয়্যাল সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অপারেট করা ও সংরক্ষণ করা।

অপারেটর	(২) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।।
মেকানিক	(১) জেলা কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তরবিজ্ঞান, স্টেনো টাইপিং প্রশিক্ষণ (বর্তমানে মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট) এবং পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের টাইপ রাইটার এবং সেলাই মেশিনসমূহ সার্ভিসিং, মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ছোটো-খাটো ত্রুটি ও বিচ্যুতি তাৎক্ষণিকভাবে মেরামতের কার্যাদি সম্পাদন করবেন। (২) টাইপ রাইটার এবং সেলাই মেশিনের বড়ো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো পরীক্ষাপূর্বক চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করে মেরামতের ব্যবস্থা করা। (৩) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
মেকানিক হেলপার	(১) জেলা কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তরবিজ্ঞান, স্টেনো টাইপিং প্রশিক্ষণ (বর্তমানে মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট) এবং পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের টাইপ রাইটার এবং সেলাই মেশিনসমূহ সার্ভিসিং, মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ছোটো-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি তাৎক্ষণিকভাবে মেরামতের কার্যাদি সম্পাদন করবেন। (২) টাইপ রাইটার এবং সেলাই মেশিনের বড়ো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো পরীক্ষাপূর্বক চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করে মেরামতের ব্যবস্থা করা। (৩) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
লিফটম্যান	(১) লিফটকে সচল রাখা ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করা। (২) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
মৎস্য সহকারী	(১) মৎস্য ইউনিট কর্মকর্তার নির্দেশে পুকুরের সার্বিক দায়িত্ব পারন করবেন। (২) পুকুর নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। (৩) কেন্দ্রের ব্যবহারিক ও বিশেষ দায়িত্ব পালনকালীন সময় প্রশিক্ষণার্থীদের সহিত ক্লাসে থাকবেন এবং সহযোগিতা করবেন। (৪) পুকুরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সহযোগিতা করবেন। (৫) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৬) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।
ক্যাশ সহকারী	(১) হিসাব উইংয়ের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন বিল, ভাউচার সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ ও নিয়ে যাওয়া।

	(২) প্রেরণকৃত ও নিয়ে যাওয়া বিল ভাউচারসমূহের বিপরীতে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় হতে চেক ও ক্যাশ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ। (৩) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত যে কোনো দায়িত্ব পালন।
ফটোকপি অপারেটর	(১) ফটোকপি মেশিন অপারেট করা। (২) ফটোকপি মেশিনের যথাযথ সংরক্ষণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন। (৩) সরকারি পত্রাদি প্রেরণের ক্ষেত্রে পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ উইংকে সহযোগিতা করা। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত যে কোনো দায়িত্ব পালন।
বাবুর্চি	(১) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের রান্নাবান্না,খাবার তৈরি ও পরিবেশন,নিয়মিত ডাইনিং ও কিচেন রুম ও তার আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং মালামাল ও আসবাবপত্রের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করা। (২) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত যে কোনো দায়িত্ব পালন।
বার্তাবাহক	(১) পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ উইংয় পত্রাদি গ্রহণ ও প্রেরণের উদ্দেশ্যে ডকেট ও জারি নম্বর দেওয়া। (২) পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ উইংয় তদসংক্রান্ত রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) সার্ভিস স্ট্যাম্পের যথাযথ হিসাব রাখা। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত যে কোনো দায়িত্ব পালন।
ক্যাটল এন্ড পোল্ট্রি এটেনডেন্ট	(১) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পোল্ট্রি ও ডেইরি প্রদর্শনী ইউনিটের তদারকি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সার্বিক নিরাপত্তার কাজ করা। (২) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত যে কোনো দায়িত্ব পালন।
কিচেন কাম-ডাইনিং এটেনডেন্ট	(১) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের রান্নাবান্না কাজে বাবুর্চীকে সহযোগিতা করা, ডাইনিংয়ে খাবার প্রদান, বাবুর্চীর অবর্তমানে ডাইনিংয়ে রান্নবান্না করা এবং ডাইনিং সংক্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজকর্ম সম্পাদন করা। (২) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
নিরাপত্তা প্রহরী কাম পরিচ্ছন্নতা কর্মী	(১) নিরাপত্তা প্রহরীর (গার্ড) কর্তব্য পালন করা এবং অফিস ভবন, আবাসিক বাসভবনসমূহের টয়লেট, সেফটি ট্যাংক পরিষ্কারসহ ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করা।

(জেলা কার্যালয়, ৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের ও ৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের)	(২) আক্রমন বা বিপদের আশংকা থাকলে উর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ। (৩) সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
পরিচ্ছন্নতা কর্মী (ঝাড়ুদার) (১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র / কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ/ প্রধান কার্যালয় ও ৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের)	(১) অফিস ভবন, আবাসিক বাসভবনসমূহের টয়লেট, সেফটি ট্যাংক পরিষ্কারসহ ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করা। (২) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) (জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/১১টি যুপ্রকে/কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ/ প্রধান কার্যালয়)	(১) নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) এর কর্তব্য পালন করা। (২) আক্রমন বা বিপদের আশংকা থাকলে উর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ। (৩) সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) (জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/১১টি যুপ্রকে/কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ/ প্রধান কার্যালয়)	(১) নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) এর কর্তব্য পালন করা। (২) আক্রমন বা বিপদের আশংকা থাকলে উর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ। (৩) সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
অফিস সহায়ক	(১) সংশ্লিষ্ট উইংয়ের অফিস কক্ষ, শ্রেণি কক্ষ ও অন্যান্য কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং কক্ষ খোলা ও বন্ধ করবেন। (২) দাপ্তরিক চিঠিপত্র বিলি ও গ্রহণ করবেন। (৩) সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিবলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। (৪) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
মালী	(১) বাগানের পরিচর্যা।

	(২) বাগান পরিষ্কার ও সুসজ্জিত রাখা (৩) গাছ লাগানো। (৪) অধ্যক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।
অফিস সহায়ক কাম-নৈশ প্রহরী	(১) কেন্দ্র প্রধানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে যাবতীয় কার্যক্রমের সাহায্য করার জন্য নির্দেশ পালন। (২) কেন্দ্রের যাবতীয় মূল্যবান মালামাল, যন্ত্রাংশ, কম্পিউটারসহ অন্যন্য ট্রেডের মালামাল সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন মত সাহায্যকরণ। (৩) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো দায়িত্ব পালনকরণ।
পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাম নিরাপত্তা প্রহরী (১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের)	(১) অফিস ভবন, আবাসিক বাসভবনসমূহের টয়লেট, সেফটি ট্যাংক পরিষ্কার এবং নিরাপত্তা প্রহরীর দায়িত্ব পালনা করা। (২) এছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।

সামগ্রিক তথ্য-চিত্র অনুসারে যুব কার্যক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা ও সাফল্য দিনে দিনে ব্যাপকতর হচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে শামিল হবে মর্মে আমরা বিশ্বাস করি। যুবসমাজ টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং যার মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি পরিচালিত হবে। উন্নয়ন অভিযাত্রায় আর্থসামাজিক অবস্থার সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থ উইং

অর্থ উইংয়ের প্রসঙ্গ এলে প্রশাসন উইংয়ের কথাও চলে আসে। কেননা, ২০২২ সালের আগে অর্থ এবং প্রশাসন উইং একই বিভাগ ছিল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টির শুরু থেকে এ উইং কাজ করে আসছে। যুবরা জনসংখ্যার ১৮-৩৫ বৎসর বয়সী প্রতিশ্রুতিশীল উৎপাদনমুখী শ্রেণিকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুবগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল করে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যুবদের সুসংগঠিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১২৬ জন জনবল, উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৪৩৮৪ জন জনবলের বিভিন্ন পদ সৃজন করে তাদের মাধ্যমে যুব কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো এবং এ জনবলের কল্যাণমূলক কার্যক্রম তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, তাদের সরকারি সুবিধাসহ দেশের এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রায় ৮২টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের পরিচালনা করে প্রশাসন ও অর্থ উইং।

জনবল নিয়োগ, তাদের পদায়ন, পদোন্নতি, পদসৃজন অফিস স্থাপন, পেনশন প্রদান ইত্যাদি প্রশাসনিক ও এর সঙ্গে জড়িত আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কর্মসূচি ভিত্তিক বরাদ্দ/ বাজেট তৈরি এবং সকল কার্যালয়ে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে।

দপ্তরের জনবল কাঠামো কম ছিল বিধায় প্রশাসন ও অর্থ উইং আগে একটি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পর্যায়ক্রমে জনবল ও কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় একীভূত হওয়ায় প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রমের আকার বড়ো হয় এবং এ দুটি শাখা পৃথকভাবে পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। যার ফলে ২০২২ সাল থেকে পরিচালক প্রশাসন ও পরিচালক অর্থ এ দুটি শাখা পৃথক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থ উইং হলো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সব থেকে কম বয়সী বা নবাগত উইং।

অর্থ উইং নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করছে–

১. অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজস্বখাতভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিদা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ।
২. পরবর্তী বছরের বাজেট প্রণয়নের কাজ শুরু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল শাখা থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ এবং বিভিন্ন শাখার চাহিদা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকরণ।
৩. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক লেনদেন মিটানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার হিসেবে নিয়োগ প্রদান।

৪. অধিদপ্তরের সকল যানবাহন নিয়ন্ত্রণ।
৫. অধিদপ্তরের ভান্ডার প্রশাসন।
৬. রাজস্বখাতভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা বিলের অনুমোদন প্রদান।
৭. প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৮. বিভিন্ন জাতীয় দিবসের জন্য বাজেট বরাদ্দ, ছাড় এবং সমন্বয়করণ।
৯. প্রশিক্ষণ বাজেট ছাড়করণ ও বিভাজন প্রদান।
১০. বিভিন্ন আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান।
১১. মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রস্তুতকরণ।

পঞ্চম অধ্যায়

পরিকল্পনা উইং

শুরুর কথা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে তিনটি উইং দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সেগুলোর মধ্যে পরিকল্পনা উইং একটি।

আমরা জানি যে, বিশ্বের দুটি ধারা ছিল– Control Economy এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি। Control Economy-র যারা, সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে তারাই প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অংশ নিয়েছিল, সেই মডেল অনেক দেশ অনুসরণ করেছিল। বাংলাদেশও সেই মডেল অনুসরণ করে। প্রথম ১৯৭২ সালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এখন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের শুরুতেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে ম্যাটারালাইজড করে কীভাবে যুবদের জন্য কল্যাণকর কিছু করা যায়, সেজন্য এই পরিকল্পনা উইং সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে, যুবদের জন্য যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণে মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করার লক্ষ্যেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং সৃষ্টি করা হয়েছিল। মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একজন পরিচালক, সহকারী পরিচালক/উপপরিচালক মিলে একটি দক্ষ দল কাজ করেছিল এবং এখনো কাজ করছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পের শুরু ১৯৮২ সাল থেকে। বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কৌশলগত পরিকল্পনায় জাতীয় উন্নয়নে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বস্তুত: আত্মকর্মসংস্থানে কাজ করে। যেহেতু দুই ধরনের কর্মসংস্থান আছে, একটি হচ্ছে ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট– যারা বেতনের বিনিময়ে কাজ করে, আরেকটি হলো সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট– যেখানে নিজেরাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেই অন্ট্রাপ্রেনরশিপ ডেভলেপের মধ্য দিয়ে কিছু করা এবং এখানে অন্যদের কাজের ব্যবস্থা করা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু থেকে এই সেল্ফ এমপ্লয়মেন্টের কাজ করে যাচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সব কিছুর মূলে রয়েছে সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট। এজন্য অধিদপ্তর যুবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে বিষয়ে ব্যক্তি প্রশিক্ষণ নিলো সেই বিষয়ে যাতে গ্রহণ করতে পারে। এজন্য মেন্টরশিপ, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও স্টার্টআপ ক্যাপিটালও দিয়ে থাকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। অর্থাৎ একটি প্রকল্পে তিনটি কম্পোনেন্ট দেওয়া হতো– প্রশিক্ষণ, মেন্টরশিপ এবং স্টার্টআপ ক্যাপিটাল। যদিও এই টাকা আগে স্বল্প সুদে দেওয়া হতো, এখন তাতে সুদ থাকে না, তবে ৫ শতাংশের মতো সামান্য সার্ভিস চার্জ থাকে। এখন তা কমতে কমতে জিরোতে নেমে এসেছে। যুবরা তাদের উপযোগী ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অফিসারদের তত্ত্বাবধানে যাতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য যুব প্রশিক্ষার্থীদের ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ পেয়ে তারা আত্মকর্মী হিসেবে নিজের

প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে। এর প্রভাব অনেক বেশি দৃশ্যমান। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ‘শৃঙ্খলা’, যা বাংলাদেশের প্রায় ৬ কোটি কোটি যুব জনগোষ্ঠীকে সুষ্ঠুভাবে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করছে। অর্থাৎ তারা সমাজে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে না। ফলস্বরূপ, এই যুবরা দেশের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়– ১৭০ টাকায় ব্রয়লার মুরগি পাওয়া সম্ভব হয়েছে, কারণ একসময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পোল্ট্রিতে ট্রেনিং এবং হিউজ ক্যাপিটাল দিয়েছে। এক সময় মুরগি ও মুরগির ডিম অনেক টাকা খরচ করে বাইরে থেকে আমদানি করতে হতো। একইভাবে বাংলাদেশের মানুষ গরুর জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের যুব সমাজ এগিয়ে এসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ নেওয়ার কারণে দেশে এখন গরু আমদানি না করেও সাধারণ জনগণ পশু কোরবানি করতে পারে। যুব উন্নয়নের তত্ত্বাবধানে ১৬টি জেলায় ১টি করে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে এবং নতুন করে আরও ৪৮টি হচ্ছে। যুবকরা এর মাধ্যমে ঘরে বসে আয় করতে পারবে। এটি এখনো শুরু হয়নি, কিন্তু এটি শেষ হলে আশা করা যায় বাংলাদেশের রিজার্ভে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কমবে।

পরিকল্পনা উইং একজন পরিচালক, দুজন উপ-পরিচালক এবং তিনজন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত। তারা প্রকল্প প্রণয়নে অভিজ্ঞ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইতিহাসে এই প্রথম যিনি পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন, তিনি এই পরিকল্পনা ডিসিপ্লিনেরই মানুষ। তিনি সাবেক ইকোনোমিক ক্যাডারের (প্রশাসনের সাথে একীভূত) সদস্য জনাব এম এ আখের। তিনি পরিকল্পনা উইংকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। যেহেতু বর্তমান পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক জনাব এম এ আখের, নিজেই পরিকল্পনার সাথে যুক্ত এবং ২৪ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, সেহেতু বিষয়টি তার জন্য সহজ হয়েছে। এই কারণে অল্প সময়ের মধ্যে, মাত্র ১৮ মাসে তিনি নয়টি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করতে পেরেছেন। এম এ আখের যখন জয়েন করেন, তখন ছিল ২ টি প্রকল্প, আরেকটি অনুমোদিত ছিল, তবে ফিল্ডে যায়নি। তিনি জয়েন করার পর সহকর্মীদের সহযোগিতায় ১১টি প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন। এই ১১টি প্রকল্পের মধ্যে ১০টি প্রকল্প ফিল্ডে চলমান এবং ১টি চলমান হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০১৭ সালের যুবনীতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকেরা ১৮-৩৫ বছর বয়সী। তারা মোট জনসংখ্যার ২৯ শতাংশ। এর অর্থ তাদের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। প্রায় ৬ কোটি যুবকের ২৮.৮৩ শতাংশের কোনো কাজ, পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ নেই। তাদের সংখ্যা পুরো যুব সমাজের ২৮.৮৩ শতাংশ, অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ। এই জনসংখ্যাকে যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজে লাগাতে না পারে তাহলে দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটবে না, আমাদের সমাজের অসমতা বেড়ে যাবে। ফলে এই যুবকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এই ২৮.৮৩ শতাংশকে কমিয়ে ১২.৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। জনাব এম এ আখের প্রথম যে প্রকল্পটির উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, সেটি বাস্তবায়নে

বিশ্বব্যাংক অর্থ সহায়তা দিবে। এই প্রকল্পের নাম Acceleration and Resilience for NEET (EARN). এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক তিন হাজার দুই শত কোটি টাকা আর বাংলাদেশ সরকার দিচ্ছে একশত আটচল্লিশ কোটি টাকা। যুব উন্নয়ন তিন হাজার তিনশত আটচল্লিশ কোটি টাকা দিয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্প শুরু করেছে। প্রকল্পের জন্য অফিস ভাড়া করা হয়েছে, কন্সালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে এবং আটটি বিভাগে শীঘ্রই সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগ করে গ্রাম পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এই প্রকল্পটি মূলত রুরাল এরিয়ায় ২৫০টি উপজেলায় কাজ করবে। প্রথম ফেজে কিছু নির্বাচিত উপজেলায় এবং পরের ফেজে সব উপজেলায় কাজ করবে। এই ২৫০টি উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিএলটিসি (Village level Training Centre) গঠন করা হবে। সার্ভিস প্রোভাইডাররাই এসিস্ট্যান্ট, গাইডেন্স এন্ড ফিল্ড অফিসার। উপজেলা পর্যায়ে এটি যখন শুরু হবে, তখন গ্রাম পর্যায় থেকে যুব সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হবে। গ্রাম পর্যায়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলে তা ন্যাশনাল পর্যায়েও আসবে। আমরা গরুকে যখন খইল দিতাম, তখন তা পানির নিচে পড়ে যেত। নেড়ে দিলে খইল উপরে উঠে আসত। ঠিক তেমনি গ্রাম পর্যায়ের আলোড়ন জাতীয় পর্যায়েও নাড়া দিবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এতদিন কাজ করলেও সেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি কিন্তু এবার পারবে বলে আশা রাখা যায়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আরেকটি প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত, বেকার যুবকদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। যুব সমাজের একটি বড়ো অংশ কাজ পাচ্ছে না। একদিকে প্রাইভেট সেক্টর তত বেশি ডেভেলপ হয়নি, অন্যদিকে অধিকাংশ সরকারি চাকরি পাচ্ছে না। তাই তাদের হতাশা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যুব উন্নয়ন পাইলটিং করেছে ১৬টি জেলায়। ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়িতে বসে তারা ইনকাম করবে। প্রকল্পটি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে। যারা প্রশিক্ষণ শুরু করেছে, তাদের অনেকেই তিন মাসের কোর্সে দেড়-দুই মাসেই আয় শুরু করেছে। যুব উন্নয়নের একটি কমন প্লাটফর্ম আছে, যেখানে ঢুকলে দেখা যায়; একজন ছেলে বলছে 'আজকে আমি এত ডলার আয় করেছি', অন্য একজন মেয়ে বলে, 'আমি ফেসবুক বুস্টিং করে ৭৭০ টাকা পেয়েছি'। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা, কিন্তু এর পাশাপাশি যদি লোকাল মার্কেটে কাজ করতে চায় তাহলেও সমস্যা নেই। আবার একটি আশংকা তৈরি হয়েছে যে, তারা এত বেশি ভালো কাজ করছে যে, অনেককে তিন মাসের ট্রেনিং শেষ করার আগেই লোকাল মার্কেটে হায়ার করে নিচ্ছে। এটিও আমাদের জন্য এখন একটি চ্যালেঞ্জের ব্যাপার, যাতে তারা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ১৬টি জেলায় প্রকল্পটির সফলতা দেখে বাকি ৪৮টি জেলাতে এর সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। এটি অনুমোদিত হওয়ায় পুরো দেশে একযোগে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ চলবে। যারা শিক্ষিত বেকার, কোনো কাজ পাচ্ছে না, তারা ফ্রিল্যান্সিং শিখে ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

আরেকটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায়, আমাদের মা-চাচীরা গ্রামে রান্না

করার ক্ষেত্রে আগে ভুসি ব্যবহার করতো কিন্তু এখন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে কাঠ, তাই বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবেশ বিপর্যয়। এখন গ্রামবাংলায় গরুর খামার আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। এটি বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। গরুর গোবর/মুরগির বিষ্ঠা থেকে তৈরি বায়োগ্যাস রান্নার কাজে এবং এখানে ব্যবহৃত গোবর জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা যাবে। ফলে এটি সাধারণ মানুষের বিবিধ উপকারে আসবে। যদিও প্রকল্পটি কিছু কারণে কিঞ্চিৎ পিছিয়ে তবুও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ক্যাটালগ ঠিক করছে। এই প্রকল্প পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গ্রামাঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে। বর্ষাকালে গাছের ডাল বা শুকনো পাতার সন্ধান করতে হবে না।

আরেকটি প্রকল্প সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়, আমাদের দেশে যে দুর্ঘটনা ঘটছে তার মূল কারণ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত গাড়ি চালকের অভাব। তাই দক্ষ ড্রাইভার তৈরির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। ৩ বছরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার দক্ষ ড্রাইভার তৈরি হয়েছে। অধিদপ্তর ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪০টি জেলায় এই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। সেখানে ট্রেইনিং ইকুইপমেন্ট হিসেবে ৮০টি গাড়ি আছে। এক মাসব্যাপী একটি কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে এবং কেউ চাইলে ড্রাইভিং শিখে বিদেশ যেতে পারবে। সেই সাথে ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফিটও যুব উন্নয়ন প্রদান করে থাকে। যে ৪০ জন ভর্তি হয় প্রতি ব্যাচে তার মধ্যে ২০ জনের থাকা-খাওয়া ফ্রি। এই প্রকল্পটি বেশ সাড়া ফেলেছে। জেলায় জেলায় যাচাই-বাছাই করে উপযুক্তদের নেওয়াও একটি চলমান প্রকল্প। এই প্রকল্প হতে নির্মিত পুস্তিকায় বিস্তারিত পাওয়া যাবে। প্রকল্পের সকল সুযোগ-সুবিধা শুধু জেলা পর্যায়ে বহাল হলেও উপজেলা পর্যায়ে তার দৃশ্যমানতা নেই। উপজেলা পর্যায়ে ৭ জনের একটি দল আছে। তারা প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। সেখানে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিং ভবন বা ট্রেনিংয়ের কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই, তাই অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুধু ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্যে সাময়িক একটি স্থান কিছুদিনের জন্য ভাড়া নিয়ে সাত দিনের পিঠা তৈরি বা ইনভেলাপ তৈরির মতো ছোটোখাটো কাজের ট্রেনিং দেন। সরকারের ডিজিটাল বা স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে হলে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সবাইকে ট্রেনিং দেওয়ার সুযোগ আপাতত নেই, তাই প্রান্তিক এলাকায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নামে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এটির নাম হচ্ছে– Technology Empowerment Centre on wheels for the Underprivileged rural young people of Bangladesh (TECUB). এখানে ৩২ সিটের ১৪টি মিনি বাসের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে ১৪টি উপজেলার রুরাল এলাকায় কাজ করা হচ্ছে। সেসব এলাকার প্রত্যন্ত জায়গা থেকে বাছাই করে ২০ জন যুবক ও ২০ জন যুব নারী ২ মাসব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং তারা প্রতিদিন আসা-যাওয়ার খরচ বাবদ ১৫০ টাকা করে ভাতা পাচ্ছে। এই ভ্যানটি এয়ার কন্ডিশন্ড এবং এখানে ল্যাপটপ, চেয়ার-টুল ও

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আছে। প্রশিক্ষক একদম হাতে-কলমে তাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। উক্ত প্রশিক্ষণগুলো যুব উন্নয়ন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণার্থীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তৎপর। প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেমন– লাকসাম, কবিরহাট, সাতকানিয়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো, উত্তরবঙ্গের ডোমারে, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, গদায়, বগুড়ায়, জয়পুরহাটের কালাইতে প্রশিক্ষণ চলছে। এছাড়া পাবনার সাঁথিয়ায়, জামালপুরের বখশিগঞ্জে, মৌলভীবাজারের রাজনগরে, সাতক্ষীরার আশসুনি, মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। এই মুহূর্তে ১৪টি উপজেলায় এই প্রশিক্ষণ চলমান আছে। বাড়ি থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পেরে প্রশিক্ষণার্থী যুবরা খুব আনন্দিত। ৬৪টি জেলায় এই কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

পরিকল্পনা উইংয়ের কাজ নানা দিকে বিস্তৃত। ফলে এটি বেশি কাভারেজ পাবে। পরিকল্পনা উইং এখন এনজিওগুলোর সাথে কোলাবোরেশান বৃদ্ধি করছে যা আগে ছিল না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একাই কাজ করে যেত। অনেক এনজিও পরিকল্পনা উইংয়ের কাছে আসছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের এডুকেশনের ডিরেক্টরও এসেছেন। তারা ইয়ুথ পলিসির জেলা পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে অবগত হয়ে উক্ত প্রকল্পে ফান্ডিং করতে এবং কীভাবে যুব সমাজের সচেতনতা বাড়ানো যায় সেটি নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী।

USAID পরিকল্পনা উইংয়ের সাথে 'বিজয়ী' নামের একটি প্রকল্প সাইন করেছে। ২০২৪ সালে মার্চের ৯ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এটি উদ্বোধন করেছেন। পরিকল্পনা উইং রুরাল এলাকায় কাজ করে, আর একই কাজ তারা করবে শহরাঞ্চলে। এটি মূলত নির্বাচিত ১৮টি জেলায় সাড়ে তিনশত কোটি টাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রজেক্টটি শুরু হয়ে গেছে এবং এটি লিড করছে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড কোম্পানি। এই কোম্পানির মতো আরও কিছু প্রতিষ্ঠান যুব সমাজ নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। তারা যুব উন্নয়নের গাইডেন্স এবং রিসোর্স ব্যবহার করে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চায়। যুব উন্নয়ন তাদের ডেডিকেশন কাজে লাগিয়ে যুব সমাজের অগ্রগতি সাধন করতে চায়। যেমন– ISEC প্রকল্পে ব্র্যাক যুব উন্নয়নের সাথে যুক্ত আছে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

১. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে যানবাহন চালনায় দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কেন্দ্রে ৬৪টি জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব নারী যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। উদ্বোধনের পর থেকে প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৮টি ব্যাচে ১২,৪১৩ জন যুবককে গাড়ি চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

করা হয়েছে। তন্মধ্যে পেশাদার লাইসেন্স পেয়েছেন ৫,৮৬৫ জন এবং আত্মকর্মী হয়েছেন ১,৬৮০ জন।

কার্যক্রম	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩-জুন ২০২৪)	১০৫৯৪.০০ লক্ষ টাকা	৫৭৭৭.৯৬ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ আর এডিপি বরাদ্দ	১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা	১৪০৩.৫৬ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৪ পর্যন্ত ২০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ	৩১,০০১ জন	৩০,০০১ জন
জুন ২০২৪ পর্যন্ত পেশাদার লাইসেন্স	-	৯,১০৭ জন
জুন ২০২৪ পর্যন্ত আত্মকর্মী হয়েছেন	-	২,৪৯৭ জন

২. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

শহর ও গ্রামের যুবদের মধ্যে দক্ষতা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবধান হ্রাস করে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের শিক্ষিত সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র যুবদের অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্ব)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দোরগোড়ায় প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে এগারটি ল্যাপটপ, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম, জেনারেটরসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান প্রতি উপজেলায় দুই মাস অবস্থান করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগের সকল উপজেলায় (সদর উপজেলা ব্যতীত) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬১৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ৩ (তিন) বছর ০১-০১-২০২২ ইং থেকে ৩১-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত। প্রশিক্ষণের মোট লক্ষ্যমাত্রা- ১২৮৮০ জন। ১৪টি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান দিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প হতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কর্ম দিবসে জন প্রতি ২০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা/যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের আপ্যায়নের জন্য প্রতি কর্ম দিবসে জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

খ. দরিদ্র যুবদের নিজ নিজ অবস্থানে রেখে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
গ. আইসিটি বিষয়ক চাকুরির ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র যুবদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
ঘ. গ্রামীণ ও শহুরে যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস করা।
ঙ. প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার পিছিয়ে পড়া যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক অগ্রগতি জুন-২০২৪
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩-জুন ২০২৪)	৪৬১৮.০০ লক্ষ টাকা	২৩১২.৫২ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে আর এডিপি বরাদ্দ	৯০৭.০০ লক্ষ টাকা	৮৮১.৭৯ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ	৩৩৬০ জন	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা	১২৮৮০ জন	-

৩. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইমপ্যাক্ট- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

গবাদিপশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের গোবর ও মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোপূর্বে প্রকল্পের ২টি পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্ব সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় ৩য় পর্বের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা। তদপ্রেক্ষিতে বিগত ১৯/০৭/২০২২ তারিখে আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে পরিবেশবান্ধব এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩য় পর্যায়ে দেশের সকল জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে সর্বোচ্চ ৩২,০০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হবে। আগস্ট/২০২৩ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ৪৩৩২ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৮৪টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয় পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক অগ্রগতি জুন-২০২৪
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩- জুন ২০২৪)	১০৬৪.৫১ লক্ষ টাকা	৯৮৬১.২৭ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে আর এডিপি বরাদ্দ	৮৯২৫.০০ লক্ষ টাকা	৮৭৯৬.৭৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা জুন ২০২৪	১৪৯০২৫ জন	২১০২০ জন

৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্ট (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্প

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্য হতে কর্মপ্রত্যাশীদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং-এর উপযোগী করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
২. আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।
৩. আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

লক্ষ্যমাত্রা

ক. আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ০৮টি বিভাগের ১৬ টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মধ্যে ৬৪০০ জনকে স্বাবলম্বী করা;
খ. সোসাইটি ফর পিপলস এডভান্সমেন্ট (এসপিএ)-এর বিভিন্ন কার্যালয়ে ১০০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি জুন-২০২৪
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩- জুন ২০২৪)	৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা	২৩৯০.৪৯২ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে আর এডিপি বরাদ্দ	২১৭৫.০০ লক্ষ টাকা	২১৭৪.৯৮ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা জুন-২০২৪	৬৪০০ জন	৩২০০ জন

৫. লাইফ স্কিলস এডুকেশন ইন ইয়ুথ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্ট্রেন্থিনিং অব ন্যাশনাল ইয়ুথ প্ল্যান (LYTC & SNYP) প্রকল্প

UNFPA এর অর্থায়নে Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National Youth Platform শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি ০১-০৭-২০২২ খ্রি. হতে ৩০-০৬-২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যুবদের জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ প্রশিক্ষণে যুব নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে। জাতীয় নীতি নির্ধারণী সংলাপে যুব ফোরামের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি জুন-২০২৪
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩- জুন ২০২৪)	৫০৬.২২ লক্ষ টাকা	৫১.৫৩ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে আর এডিপি বরাদ্দ	১৪২.০০ লক্ষ টাকা	৭৮.৭৪ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ	১৯৮ জন	১২৫ জন

৬. Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) Project

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এদেশের যুবদের উন্নয়ন ও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩,৩৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৩ জুন ২০২৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'EARN' প্রকল্পটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। দেশের ৯ লক্ষ যুব প্রত্যক্ষ এবং ২০ লক্ষ যুব পরোক্ষভাবে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবেন। নারীর ক্ষমতায়নে এ প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে ৬০% যুব নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

'EARN' প্রকল্পের কার্যক্রম

১) ৫০০০ হাজার ভিলেজ লেভেল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হবে;
২) ০৫ লক্ষ যুব ও যুব নারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
৩) ২৫০০০ যুবক ও যুব নারীকে অনলাইন ট্রেনিং প্রদান করা হবে;
৪) ২৫০০০ যুবক ও যুব নারীকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন ফান্ড প্রদান করা হবে;
৫) প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ২০টি উপজেলায় কমিউনিটি সাপোর্ট চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপ করা হবে।
৬) স্কুল কলেজ থেকে ঝরে পড়া ১ লক্ষ যুবক ও যুব নারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বৃত্তি প্রদান করা হবে।
৭) প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব নারী এবং কর্মে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জব ফেয়ার আয়োজন করা হয়।
৮) ০১ লক্ষ যুবক ও যুব নারীকে ০৬ মাসব্যাপী ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং দেওয়া হবে।
৯) দেশের ২৫০০ ইউনিয়নে ২৫০০ কমিউনিটি গ্রুপ তৈরি করা হবে।
১০) নিবন্ধিত যুব সংগঠনের ৫০ হাজার যুবকে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রদান করা হবে।
১১) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর, বিকেএসপি এবং জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
১২) সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল পেমেন্ট এবং একাউন্টস সিস্টেম চালু করা হবে।
১৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ উন্নয়নে অনুদান প্রদান করা হবে।

এছাড়াও চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি জুন-২০২৪
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩- জুন ২০২৪)	৩৩৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা	২৭৯৮.৪৫ লক্ষ টাকা
আর এডিবি বরাদ্দ জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৩০৮৪.০০ লক্ষ টাকা	২৭৯৮.৪৫ লক্ষ টাকা

৭. প্রকল্পের শিরোনাম : **দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশি যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬।

মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩-জুন ২০২৪) : ২৯৯৯৯.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. কর্মপ্রত্যাশি যুবদের জন্য ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা;
গ. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রকল্প এলাকা: দেশের ৪৮টি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

সর্বশেষ অবস্থা : পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা (২২.১১.২০) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৭. প্রকল্পের শিরোনাম : **'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' প্রকল্প।**

কার্যক্রম

মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩- জুন ২০২৪) : ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (জুন-২০২৪) : ৭৪.৮৭ লক্ষ টাকা।

২০২৩-২০২৪ আর এডিপি বরাদ্দ : ৭৯.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (জুন-২০২৪) : ৭৪.৮৭ লক্ষ টাকা।

১৮. প্রকল্পের শিরোনাম : **'কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ' প্রকল্প**

কার্যক্রম

মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩- জুন ২০২৪) : ২৩১৯.৮৫.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (জুন-২০২৪) : ১৬৯.৬৬ লক্ষ টাকা।

২০২৩-২০২৪ আর এডিপি বরাদ্দ : ১৭১.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (জুন-২০২৪) : ১৬৯.৬৬ লক্ষ টাকা।

জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ : ৩০০ জন।

১৯. প্রকল্পের শিরোনাম : **Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC) Project**

কার্যক্রম

মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৩-জুন ২০২৪) : ১৭৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (জুন-২০২৪) : ১০০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২৩-২০২৪ আর এডিপি বরাদ্দ : ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা।

সমাপ্ত কর্মসূচি

১. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

২০০৯ সালে একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী যুবক ও যুব নারীদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪৭টি জেলার অধীনে ১৩৮ টি উপজেলায় ২,৩৫,৩৪৭ জন যুবক ও যুব নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ২,৩২,৯৯৬ জনকে অস্থায়ী কর্মসংস্থানে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তাদের মাঝে ভাতা বাবদ ৩,৪৬৯.৬০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ৮ম পর্ব আগস্ট ২০২৩ খ্রি. সমাপ্ত হয়েছে। এ সমাপ্তির সাথে সাথে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০০৯- আগস্ট ২০২৩)	৩৬৯৩৪৫.৫১ লক্ষ টাকা	৩৪৬৯৬১.৬১ লক্ষ টাকা
এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪৭টি জেলার অধীনে ১৩৮টি উপজেলায় যুবক ও যুব নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান	-	২,৩৫,৩৪৭ জন
এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪৭টি জেলার অধীনে ১৩৮টি উপজেলায় জন যুবক ও যুব নারীকে অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান	-	২,৩২,৯৯৬ জন

২. অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

দেশের ৫৩টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুব নারীদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ১৪৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প গত ১৯-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীকালে সংশোধনীর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২১৪ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশের ৬৪টি জেলাতেই আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১০-২০১৯)	২১৪৫০.৪৫ টাকা	১৯৫৭৮.১৫ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৮০০.০০ লক্ষ টাকা	৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়	৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা	৬২৫.৩৯ লক্ষ টাকা

৩. শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" ১৯৯৮ সালে ঢাকা জেলার সাভারে স্থাপিত হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন থাকায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোন বছরই যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী থোক বরাদ্দ না পাওয়ায় কেন্দ্রের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের অবদানকে আরও সম্প্রসারিত এবং এটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীকালে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০২১ করা হয় এবং প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা হয়। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (মার্চ ২০১৫- জুন ২০২১)	৩৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা	২৭৩৭.০৬ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ	১০০০.০০ লক্ষ টাকা	৮৮০.৩৪ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১১৪৫০ জন	১০৪১৩ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৫০০ জন	১২৪৬ জন

৪. ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৯-১০-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীকালে ৩০৬৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২-১০-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীকালে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১৯-০২-২০২০ তারিখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন অনুমোদন করা হয় এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় ৭১টি এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি সহ মোট ৭৭টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশে ও বিদেশে ২৯,৮০০ জন যুবক ও যুব নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১৬-২০২১)	৬১০০.০০ লক্ষ টাকা	৬০৬৬.১৫ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৮২৩.০০ লক্ষ টাকা	২৮১৫.৪০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের শুরু থেকে প্রশিক্ষণ	৬৪,৮৫০ জন	৬৪,০৪০ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২২,২৪০ জন	২০,৫৪০ জন

৫. উত্তরবঙ্গেও ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের প্রথম পর্বের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুব নারী উপকৃত হবে মর্মে ২৭-১২-২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। ০১-০১-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রথম পর্বের ঋণ তহবিল ৫৪৭৯.৭৬ লক্ষ টাকা ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০)	১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা	১৫২৯.০৩ টাকা লক্ষ
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৩০৩.০০ লক্ষ টাকা	২২৯০.৪১ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	২৮২০০ জন	২৮২০০ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৫৮৭৫ জন	৫৮৭৫ জন
প্রকল্প মেয়াদে কর্মশালা	১৬২টি	১৪১টি
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কর্মশালা	৩৩টি	৩৩টি

৬. ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি শীর্ষক প্রকল্প

উল্লেখিত ০৬টি প্রকল্পের প্রতিটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৫.০০ কোটি টাকার উপরে। বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন। কোনো ধারণার টেকসইতা যেমন প্রকল্পটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই এবং একইসাথে

অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক কি না তা নির্ধারনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সুপরিচিত সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস-এর মাধ্যমে ৬টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬টি প্রকল্প একত্রে বা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। ডিওয়াইডি নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের এসব প্রকল্প গ্রহণের জন্য যৌক্তিকতা নির্ধারণ করবে।

১) যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প;
২) কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব);
৩) যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প;
৪) শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প;
৫) দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তা তৈরি করণ প্রকল্প;
৬) অনলাইনভিত্তিক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ চালুকরণ প্রকল্প।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (মে/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১)	২৭০.০০ লক্ষ টাকা	

৭. সাপোর্ট টু ডেভেলপ ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব ন্যাশনাল ইয়ুথ পলিসি এণ্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স প্রকল্প

প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে ৯ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামালপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল এ্যাকশন প্লান এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করা। এছাড়া যুবদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুব নারীদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের বিষয়ে পরিবার, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ও গেটকিপারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে এ প্রকল্প কাজ করেছে। ০১-১০-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (অক্টোবর ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১)	২৪০.০০ লক্ষ টাকা	১৭৬.২২ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৪২.৩৫ লক্ষ টাকা	২৩.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৬৭.৯০ টাকা	২৭.৩৮ লক্ষ টাকা

আপকামিং প্রকল্প
আরএডিপি'র সবুজ পাতায় প্রকল্প অন্তর্ভুক্তকরণ

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

মোট প্রকল্প : ১২টি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (১৯টি প্রকল্প)

সেক্টর : ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন (১২টি প্রকল্প)

সাব-সেক্টর : যুব উন্নয়ন (১২টি প্রকল্প)

নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সাহায্যের উৎস	সর্বশেষ অবস্থা
১.	Life Skill Development for Youth of FDMN	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫	১০,২২৯.০০	১২৯.০০	১০,৮০০	এডিবি	প্রকল্পের ডিপিপির ওপর গত ১৪/০৫/২০২৪ তারিখে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিএসসি সভার সুপারিশ মোতাবেক ডিপিপি পুনগঠন করে ০৭.০৭.২০২৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে
২.	Skills Developme nt and Employmen t Generation for Youth of Host Community Under Chattogram Division	জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৮	১৯,৮৭৫.৬০	৯,৮৭৫.৬০	১০,০০০	এডিবি	প্রকল্পের ডিপিপির ওপর গত ১৪/০৯/২০২৪ তারিখে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিএসসি সভার সুপারিশ মোতাবেক ডিপিপি শুনগঠন করে ০৭.০৭.২০২৪ অরিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)	জানুযারি ২০১৩-ডিসেম্বর ২০২৫	২৪১,৫৬৯	২৪১,৫৬৯			পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পের ডিপিপি পুণর্গঠনপূর্বক ১৪.০৭.২০১৪ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।
৪.	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রকে BPATC এবং	জানুযারি ২০২৪ ডিসেম্বর ২০২৬	৪,৯৫০.০০	৪,৯৫০.০০			প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

	আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোকে BPATC এর আমলে উন্নীতকরণ প্রকল্প						
৫.	দেশের ৮টি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	জানুযারি ২০২৪ ডিসেম্বর ২০২৭	২৪,৯৪৩.০০	২৪,৯৪৩.০০			অনুমোদন প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ০৯.০৭.২০১৪ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.	যুব উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প	আনুযারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২১	৩৯,৭৭২.০০	৩৯,৭৭২.০০			অনুমোদন প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ১৫.০৭.২০২৪ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।
৭.	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোসমুহ সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব প্রকল্প	জানুযারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৬	৫,৫৯৫.০০	৫,৫৯৫.০০			প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।
৮.	যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৬	৫২,৬৪৬.০০	৫২,৬৪৬.০০			পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভার প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯.	যুবসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে যুব সংগঠনের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৬	৪,৯৮১.০০	৪,৯৮১.০০			অনুমোদন প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ০৭.০৭.২০২৪ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।
১০.	শিক্ষিত যুবদের উৎপাদিত পণ্য ই-কমার্সের মাধ্যমে বিপণন	মার্চ ২০১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	৯,৮৯০.০০	৯,৮৯০.০০			শিক্ষিত যুবদের উৎপাদিত পণ্ড ই-কমার্সের মাধ্যমে বিপণন প্রকল্প ও

	ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদেরকে উদ্যোক্তায় রূপান্তরকরণ প্রকল্প					তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদেরকে উদ্যোক্তায় রূপান্তরকরণ প্রকল্প দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প হিসেবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকল্প দুটির ওপর প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পরিকল্প কমিশন কর্তৃক দুটি প্রকল্পকে একীভূত করে এডিপির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় থেকে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১১.	ভিলেজ ডিজিটাল হাব স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬	৪৫,৮২২.৪৭	৪৫,৮২২.৪৭		গত ১৭০১,২০২৩ খ্রি. তারিখে তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৪.০৭.২০২৪ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২.	উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্ব)	জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬	২,৪০,১১৩	২,৪০,১১৩		অনুমোদন প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
			২১৯,৪০৪.০৭	১৯৮,৬০৪.০৭	#####	

১. প্রকল্পের শিরোনাম : **কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)**।
বাস্তবায়নকাল : ০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৬।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩১০১৯.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত স্থানীয় চাহিদা মোতাবেক বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা;
খ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস করা;
গ. উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
ঘ. যুবদের শহরমুখী প্রবণতা রোধ করে গ্রামেই আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
ঙ. জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে যুবদের সম্পৃক্ত করা।

সর্বশেষ অবস্থা : পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভার প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. প্রকল্পের শিরোনাম : **উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্ব)**।
বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪০১১৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তর করা;
খ. বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে "তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র" হিসেবে গড়ে তোলা;
গ. তরুণদের জন্য সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্প এলাকা : প্রাথমিক অবস্থায় দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করা।

সর্বশেষ অবস্থা : অনুমোদন প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ১২.০৯.২০২৩ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. প্রকল্পের শিরোনাম : **যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প**।
বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫২৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা;
খ. কারিগরি ও প্রযুক্তি খাতে যুব নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করা;
গ. দক্ষ মানবসম্পদের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
ঘ. বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি করা।

প্রকল্প এলাকা : ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও দিনাজপুর জেলা।

সর্বশেষ অবস্থা : অনুমোদন প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ১২.০৯.২০২৩ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. প্রকল্পের শিরোনাম : **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ডিজিটাল ভিলেজ যুব হাব প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৫৮২২.৪৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

গ্রামীণ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন এবং তরুণদের তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, ই-কমার্স, এফ-কমার্সে আগ্রহী, দক্ষ, সক্ষম করে গড়ে তোলা ও প্রান্তিক পর্যায়ে অনলাইনভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসাসমূহের উন্নীতকরণপূর্বক তাদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তার মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকা : দেশের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলার আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে নির্বাচিত গ্রাম।

সর্বশেষ অবস্থা : অনুমোদন প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ০১.০৪.২০২৩ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫. প্রকল্পের শিরোনাম : **ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪১৫৬৯.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব নারীদের জন্য ০২ (দুই) বছর মেয়াদি অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
খ. কর্মক্ষম জনগোষ্ঠিকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
গ. প্রশিক্ষিত যুবক ও যুব নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করা।

প্রকল্প এলাকা: দেশের ৬৪টি জেলার ৫০১ টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

সর্বশেষ অবস্থা : ১৭.০১.২০২৩ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নোট : এই প্রকল্পের ফিসিবিলিটি স্টাডি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছেন।

৬. প্রকল্পের শিরোনাম : **দেশের সীমান্তবর্তী ৩২ জেলায় যুবসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে যুব সংগঠনের মাধ্যমে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. মাদকাসক্তি থেকে যুবদের বিরত রাখার জন্য যুব সংগঠনের মাধ্যমে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
খ. উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলা আয়োজনের মাধ্যমে বিনোদনের ব্যবস্থা করা;
গ. যুব সংগঠনের সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান/সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা।

প্রকল্প এলাকা: দেশের ৩২টি জেলার সকল উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

সর্বশেষ অবস্থা: প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭. প্রকল্পের শিরোনাম : **যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে লিফট স্থাপনসহ আধুনিকীকরণ প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. কাজের গতিশীলতা ও সময় বৃদ্ধি পাবে;
খ. ভবনগুলোতে লিফট্ সংযোজনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পরিদর্শনে সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্প এলাকা: দেশের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

সর্বশেষ অবস্থা: প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতে কাজ চলছে।

৮. প্রকল্পের শিরোনাম : **দেশের ৮টি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪৯৪৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. যুবদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ সুবিধা একই কমপ্লেক্স থেকে প্রদান করার লক্ষ্যে ৮টি জেলার জেলাসদরে উপপরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ করা;

খ. যুবদের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা;

গ. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা।

প্রকল্প এলাকা: দেশের ৮ জেলায় (গোপালগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল, ফেনী, নড়াইল, ভোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং নাটোর) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

সর্বশেষ অবস্থা: প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতে কাজ চলছে।

৯. প্রকল্পের শিরোনাম : **কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রকে BPATC এবং আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোকে RPATC-এর আদলে উন্নীতকরণ প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৬

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০০৫০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান CHRDC-কে BPACT-এর আসলে আধুনিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নীত করা।

খ. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতার উন্নয়ন, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

গ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টি।

প্রকল্প এলাকা: কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা এবং অপর ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

সর্বশেষ অবস্থা : প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতে কাজ চলছে।

১০. প্রকল্পের শিরোনাম : **যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৪৫৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. রাজস্ব খাত থেকে বরাদ্দ না পাওয়ায় বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত করা;

খ. সরকারি সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ করা;

গ. প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রকল্প এলাকা: যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ।

সর্বশেষ অবস্থা : প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতে কাজ চলছে।

১১. প্রকল্পের শিরোনাম : **যুগোপযোগি ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. বিদ্যমান ট্রেডগুলোর মধ্য থেকে যুগোপযোগি ট্রেডগুলো রেখে নতুন যুগোপযোগি ট্রেড অন্তর্ভুক্ত করা (মোবাইল রিপেয়ারিং, ফ্রিল্যান্সিং, অটোমোবাইল রিপেয়ারিং, সফটওয়্যার তৈরি ইত্যাদি)।

খ. NSDA-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণের মেয়াদ নির্ধারণ, পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন।

প্রকল্প এলাকা: দেশের সমগ্র উপজেলা।

সর্বশেষ অবস্থা : প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতে কাজ চলছে।

১২. প্রকল্পের শিরোনাম : **জাতীয় যুব কাউন্সিল (NYC)-কে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৮৫০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. জাতীয় যুব কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসহ সকল সদস্যের অরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ইত্যাদি;

খ. ঢাকায় স্থায়ী সদর দপ্তর স্থাপন।

প্রকল্প এলাকা: দেশের সকল জেলা ও উপজেলা।

সর্বশেষ অবস্থা: প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতে কাজ চলছে।

১৩. প্রকল্পের শিরোনাম : **মুক্ত পেশাজীবীদের উদ্যোক্তায় রূপান্তর প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৪৬.৪৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. ফ্রিল্যান্সারদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

খ. উপজেলা পর্যায় আইসিটি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করা;

গ. যুবসমাজকে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্প এলাকা : দেশের ০৮টি বিভাগের ৪০টি জেলা সদর এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

সর্বশেষ অবস্থা : প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটির সভা ২৭.১১.২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৪. প্রকল্পের শিরোনাম : **যুব উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প**
বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৯৭৭২.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা;
খ. প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে উৎসাহিত করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা;
গ. যুবদের নিজ নিজ এলাকায় কৃষিভিত্তিক খামার গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা;
ঘ. উদ্যোক্তাদের খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

প্রকল্প এলাকা : দেশের সকল উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।
সর্বশেষ অবস্থা : প্রকল্পের ডিপিপি গঠনের কার্যক্রম চলমান।

১৫. প্রকল্পের শিরোনাম : **"৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্প**

কার্যক্রম

মোট প্রকল্প ব্যয় জানুয়ারি ২০২৩- জুন ২০২৪) : ৪৩৮৩.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (জুন-২০২৪) : ২১৯.৯৮ লক্ষ টাকা।
২০২৩-২০২৪ আর এডিপি বরাদ্দ : ২২০.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (জুন-২০২৪) : ২১৯.৯৮ লক্ষ টাকা।
জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ : ২৩৮৬০ জন (উপকারভোগী)। ১৩৪৩১ জন (উপকারভোগী)।

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে প্রস্তাবিত প্রকল্প

১৬. প্রকল্পের শিরোনাম : **Creating self-empolyment opportunities of the youth of host community affected by FDMN in Cox's Bazar through skills training প্রকল্প।**
বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৪।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৮৭৫.৬০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের বাংলাদেশে আগমনের কারণে কক্সবাজার জেলার স্থানীয় যুবদের কর্মসংস্থানের সমস্যা সমাধানের লক্ষে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার জেলা।
সর্বশেষ অবস্থা : প্রকল্পের পিডিপিপি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৭. প্রকল্পের শিরোনাম : **Employment Generation in Digital Marketing through Freelancing Training for Youth প্রকল্প।**
বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩০২৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. তরুণদের জন্য উন্নত ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জাম প্রদান করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়;
খ. বাংলাদেশের তরুণ ফ্রিল্যান্সারদের জন্য একটি সুষম ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা;
গ. তরুণ ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম চালু করা;
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করার জন্য দক্ষ তরুণ ফ্রিল্যান্সারদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি করা।

প্রকল্প এলাকা : দেশের ২০টি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।
সর্বশেষ অবস্থা : DPP– প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

১৮. প্রকল্পের শিরোনাম : **Upgraded freelancing training for trainers of DYD প্রকল্প।**
বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদানের মাধ্যমে DYD-এর প্রশিক্ষকদের শক্তিশালী করা বাংলাদেশে দক্ষ ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা;
খ. বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি করা।

প্রকল্প এলাকা : দেশের ৬৪টি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।
সর্বশেষ অবস্থা : DPP– প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

১৯. প্রকল্পের শিরোনাম : **Foreign exchange Earnings Through Language Education (English and Arabic) Training For expatriate Youth প্রকল্প।**
বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৬।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩০০০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য
বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি করা।
প্রকল্প এলাকা : দেশের ৬৪টি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।
সর্বশেষ অবস্থা : DPP- প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কিংবা ব্যর্থ হলে প্রভাব
পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক যখন কোনো প্রকল্পের কথা বলেন, তখন পরিকল্পিত কর্মোদ্যোগের কথাই বলেন। পরিকল্পিত পরিকল্পনা মানে Risk management built there Without risk management পরিকল্পনা উইং কোনো প্রকল্প অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায় না। প্রতিটি প্রকল্প পাঠানোর সময় We Identified the risks and we recommend probable solution of those risks. কিছু কিছু Important assumption থাকে beyond our control। সেটি শুধু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর না, সেটি ঘটলে পুরো দেশে ঘটে। যেমন– আইলা, সিডর, করোনা এগুলো জাতীয় পর্যায়ে ক্ষতিসাধন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৭৩.২। আর এখন তা হয়েছে ৭২.২। গড় আয়ু কমে গেছে। এর অর্থ মৃত্যু বেড়ে গেছে। এরকম যদি ঘটে তাহলে তা জাতীয়ভাবে ঘটবে। আলাদাভাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কোনো প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ পরিকল্পনা উইং যথাযথভাবে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে তার প্রেক্ষিতে উপযুক্তভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্ণয় করে এবং ঝুঁকির সমাধান কী হতে পারে তা প্রকল্পের দলিলেই থাকে। সে অনুযায়ী পরিকল্পনা উইং প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কোনো প্রকল্প ব্যর্থ হয়নি। ফলে এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আগত এবং চলমান প্রকল্পও ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

আশাবাদ
পরিকল্পনা উইংয়ের আশাবাদের জায়গাটা হচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অন্য অধিদপ্তর থেকে উন্নত। কারণ এ অধিদপ্তর সমাজের সেই সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করে যারা প্রাণশক্তিতে ভরপুর এবং তারা যেকোনো পরিবর্তন আনতে পারে। এটি অধিদপ্তরের প্লাস পয়েন্ট।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যাদের নিয়ে কাজ করে তারা তরুণ। তারুণ্য যেখানে, বাধভাঙ্গা উচ্ছলতা সেখানে। এখানে স্বপ্ন থাকবে, স্বপ্নের বাস্তবায়ন থাকবে। ফলে তাদের কাছে সহজ হয়ে গেছে এই সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করে বলে।

দ্বিতীয়ত, এ অধিদপ্তরের লিডারশীপে মহাপরিচালক, উপদেষ্টা, সচিবদের গতিশীল নেতৃত্ব আছে। ফলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর খুব ভালোভাবে এগিয়ে

যাচ্ছে। এখন যুবরা যে উদ্যম নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, এতে করে এ অধিদপ্তর ভালো ফল পাবে।

একেকটি প্রকল্প হলো একেকটি ব্লক। সবগুলো প্রকল্প মিলেই পুরো অবয়ব আসে। প্রত্যেকটি প্রকল্পই যেহেতু অনুমোদিত হয়ে আসে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেহেতু এটি একটি বড়ো আশাবাদের জায়গা।

বর্তমানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবরা বিভিন্ন ধরনের হাতে তৈরি জিনিস বানায়, কিন্তু এগুলো বিক্রি করার জায়গা তারা পায় না। তাই যুব উন্নয়নের মহাপরিচালক মহোদয়ের উদ্ভাবনায় 'যুবপণ্য ডট কম' নামে অনলাইনে একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুবকরা সেখানে যুক্ত থাকবে এবং নিজের পণ্য দেখাবে, সাধারণ মানুষ সিলেট বা ঢাকায় বসে অনলাইনে পণ্য কিনবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কেট ক্রিয়েট হলে আরও বেশি কাজ হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১১টি প্রকল্প আমাদের এডিপির মধ্যে আছে যা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও মহাপরিচালক মহোদয় আরও ১৮টি প্রকল্প তালিকাভুক্ত করেছেন। বর্তমানে ১৮ ও ১১ মিলিয়ে মোট ২৯টি প্রকল্প আছে।

এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে মানুষ এবং সমাজের সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন আসবে। দেশের ১ কোটি ৮২ লক্ষ নিট পিপল স্বাবলম্বী হবে। এর অন্তত ৫০ লক্ষ যুবক কর্মক্ষম হবে, সর্বনিম্ন এই পাঁচ বছরে। পাশাপাশি কমে যাবে সমাজের অধিকাংশ অপরাধ। সাধারণত যারা মাদকে নিজেকে নিমজ্জিত করেছে, তারা আত্মকর্মী হবে। ফলে মাদকাসক্তি কমে যাবে। মধ্যম আয়ের দেশের যে পার ক্যাপিটাল আয়, বাংলাদেশ তা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

যুব উন্নয়নের অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে ইম্প্যাক্ট একটি অন্যতম প্রকল্প যা বাংলাদেশের ৪৯৫টি উপজেলাতেই হচ্ছে। ৬৪ জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর অন্যতম লক্ষ হলো ১ লাখ ৪৬ হাজার যুব ও যুব নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করা। ৩২ হাজারের মধ্যে ২২ হাজারকে লোন দেওয়া হবে এবং কিস্তিতে তা শোধ করার সময় সীমা প্রদান করা হবে।

প্রথমত এটি পাইলট প্রকল্প ছিল, পরে দুটো ফেজ রেগুলার হয়েছে এবং এখন তৃতীয় ফেজ চলছে। চাহিদার ভিত্তিতে বাড়ছে। আগে ৮ বা ১৬ জেলায় হতো এখন পুরো বাংলাদেশে হচ্ছে। এখন যে প্রকল্পটি চলমান তার সম্পূর্ণ অনুদান, অর্থাৎ ২ শত ৩৬ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের। এখানে ফরেন এইড বা লোক নেই। সরকারি তাগিদ ও নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কিংবা ব্যর্থ হলে প্রভাব

পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক এম এ আখের যখন কোনো প্রকল্পের কথা বলেন, তখন পরিকল্পিত কর্মোদ্যোগের কথাই বলেন। পরিকল্পিত পরিকল্পনা মানে Risk management built there. Without Risk management পরিকল্পনা উইং কোনো প্রকল্প অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায় না। প্রতিটি প্রকল্প পাঠানোর সময় We Identified the risk and we recommend probable solution of those risks. কিছু কিছু Important assumption থাকে beyond our control। সেটি শুধু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর না, সেটি ঘটলে পুরো দেশে ঘটে। যেমন– আইলা, সিডর, করোনা এগুলো জাতীয় পর্যায়ে ক্ষতিসাধন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৭৩.২। আর এখন তা হয়েছে ৭২.২। গড় আয়ু কমে গেছে। এর অর্থ মৃত্যু বেড়ে গেছে। এরকম যদি ঘটে তাহলে তা জাতীয়ভাবে ঘটবে। আলাদাভাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কোনো প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ পরিকল্পনা উইং যথাযথভাবে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে তার প্রেক্ষিতে উপযুক্তভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্ণয় করে এবং ঝুঁকির সমাধান কী হতে পারে তা প্রকল্পের দলিলেই থাকে। সে অনুযায়ী পরিকল্পনা উইং প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কোনো প্রকল্প ব্যর্থ হয়নি। ফলে এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আগত এবং চলমান প্রকল্পও ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, স্বল্প মেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি ও পারসপেক্টিভ পরিকল্পনা প্রণয়ন-সহ এ সম্পর্কিত অজস্র কাজ করে পরিকল্পনা উইং এ অধিদপ্তরের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কোন প্রতিষ্ঠান কীভাবে চলবে, তার কার্যক্রম কী হবে এজন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব পালন করে পরিকল্পনা উইং। পরিকল্পনা যত সুদূরপ্রসারী এবং বাস্তবসম্মত হবে প্রতিষ্ঠান তত এগিয়ে যাবে। এজন্য পরিকল্পনা উইং যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং সূচনা লগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত এর মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। পরিকল্পনা উইং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং বেকার যুবদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে তাদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। তাদের কর্মস্পৃহা এবং কর্মোদ্দীপনা কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করার জন্য নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে।

দেশের জনসংখ্যার সম্ভাবনাময় যুবগোষ্ঠীকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের মাঝে গঠনমূলক মানসিকতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী হিসেবে তৈরির লক্ষ্যে পরিকল্পনা উইং শুরু থেকেই বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে যাচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রশিক্ষণ উইং

শুরুর কথা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং গঠিত হয় ১ জুলাই, ১৯৯৫ সালে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কৃষিভিত্তিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মধ্যে কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। আগে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন এই প্রশিক্ষণগুলোই প্রধান ছিল। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর, যেমন– প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সেসময় যৌথভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। সেসময় যুব প্রশিক্ষণ ছিল একটি প্রকল্প। পরবর্তীকালে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণের বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৯২ সালে কারিগরি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু হয়। ১৯৯২ সালে প্রশিক্ষণ চালু হলেও অল্প কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কারিগরি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে ৬৪ জেলায় 'ইলেক্ট্রনিক্স', 'ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং', 'কম্পিউটার বেসিক'– এসব প্রশিক্ষণ চালু করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একসাথে চালু হয়নি। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৯৬ ও পরবর্তীকালে ২০০৩ সালে 'যুব প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি' প্রকল্পে বেশিরভাগ জনবল রাজস্ব খাতে আত্তীকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষকেরা রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাদের নিয়েই রাজস্ব বাজেটের আওতায় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পুরোপুরি শুরু হয়।

রাজস্ব খাতে আসার পর থেকে 'প্রশিক্ষণ উইং' নামে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্বতন্ত্র একটি উইং চালু করা হয়। প্রকল্প মূলত নির্দিষ্ট একটি সময়ের পরে শেষ হয়ে যায়। প্রকল্পে যারা কর্মরত ছিল তারা রাজস্বখাতের বেতনভুক্ত হয়েছে। যাতে করে তাদের দ্বারা পরিচালিত যে প্রশিক্ষণ ট্রেডগুলো আছে সেগুলো নিয়মিত সরকারি বাজেটের আওতায় পরিচালিত হতে পারে। এগুলো নিয়েই প্রশিক্ষণ উইংয়ের যাত্রা আরম্ভ হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৫ সাল থেকে প্রশিক্ষণ উইং নামে আলাদা একটি উইংয়ের সূচনা হয়।

৬৪টি জেলায় ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দিকে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ সালে নির্মাণ হয়েছে সিলেট, রাজশাহী ও সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সর্বশেষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় গাজীপুর ও মানিকগঞ্জে। অবকাঠামোগত পূর্ণতা, ভবন ও ক্যাম্পাস-সহ ৬৪ জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছে। প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই সম্পূর্ণ আবাসিকভাবে কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সবচেয়ে পুরাতন প্রশিক্ষণ হচ্ছে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন প্রশিক্ষণ যা তিন মাস মেয়াদে সম্পন্ন হয়। ১৯৯৮ সালে 'ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং', 'ইলেক্ট্রনিক্স', 'রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং' প্রশিক্ষণ ট্রেড চালু করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আরেকটি ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ আছে যা উপজেলা পর্যায়ে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের অস্থায়ী ভেন্যুতে প্রদান করা হয়। ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ১৯৯৬ সালে শুরু হয় যা মূলত ৭

দিন মেয়াদি। ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের কোনো স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। ২০১১ সাল থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হিসেবে পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতি বছর সারাদেশে প্রায় দুই লক্ষাধিক বেকার যুবক ও যুব নারীদের সংক্ষিপ্তভাবে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রধানত স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষিত যুব অথবা সফল আত্মকর্মী দিয়ে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের যাতায়াত ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছর থেকে জেলা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের এবং উপজেলার অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি সাপেক্ষে ১০০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে দৈনিক ১০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া হতো। পরে ২০২১-২০২২ অর্থবছর থেকে দৈনিক ১৫০ টাকা করে প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া হচ্ছে, আবাসিকভাবে প্রশিক্ষণের এই টাকা সরাসরি প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে না দিয়ে তিন বেলা খাবার বাবদ ব্যয় করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বিভিন্ন সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর প্রেক্ষাপট হলো বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা যারা দীর্ঘদিন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। যেমন– ব্র্যাক, প্রশিকা, ইউসেপ বাংলাদেশ ইত্যাদি। বর্তমানে সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বেসরকারি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তাদের প্রচলিত প্রশিক্ষকদের আন্তর্জাতিক বা জাতীয় গ্রহণযোগ্যতা না থাকার কারণে তাদের কার্যকর মানোন্নয়নের জন্য অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সে প্রেক্ষিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে প্রায় ৩০-৪০টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর কার্যক্রম ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। সাধারণত ২ থেকে ৩ বছরের মেয়াদে সমঝোতা স্মারকের চুক্তি করা হয়। বর্তমানে ৩ থেকে ৪টি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজ করছে। যেমন– ওয়ার্ল্ড ভিশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, মডার্ন হার্বাল গ্রুপ, আইটি ভিশন ইত্যাদি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন ও ভিশন অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে প্রশিক্ষণ উইং। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গড়ে প্রতি বছর প্রায় তিন লাখ যুবদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এই ৩ লাখ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কেউ আত্মকর্মী হয়ে ওঠে, কেউ আবার বিদেশে বা দেশে চাকরি করে। কেউ যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে তাহলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে তাকে ঋণ সহায়তা দেওয়া সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সবচেয়ে জরুরি। প্রশিক্ষণ উইং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অপরিহার্য একটি উইং। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা থাকে যেখানে বড়ো টার্গেট প্রশিক্ষণ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), ডেল্টা প্ল্যান এই সমস্ত ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা আছে। যুব সমাজকে কেন্দ্র করে যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে তাদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ দিলেও তাদের প্রশিক্ষণার্থীদের বয়সের কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের আবেদনে বয়সসীমা আছে। যুব সমাজকে কার্যকর করে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ উইং সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমান যুগ স্পেশালাইজেশনের যুগ। স্পেশালাইজেশনের যুগে স্পেসিফিক কোনো গাইডলাইন না থাকলে বাস্তবে কেউ কোনো কাজ সঠিকভাবে করতে পারবে না। সেজন্য প্রশিক্ষণের এমন কিছু কলা-কৌশল রপ্ত করানো হয় যাতে সে আত্মকর্মী হতে পারে। চাকরি-বাকরি পরের কথা, সে যাতে আত্মকর্মী বা উদ্যোক্তা হওয়ার মতো সাহস ও সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়।

এজন্যই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশিক্ষণ উইংয়ের কার্যাবলী

১. মহাপরিচালকের নির্দেশনায় এবং তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন চলমান আবাসিক ও অনাবাসিক সকল প্রকার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।
২. চলমান যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, সিলেবাস এবং মডিউল তৈরি করা এবং এগুলো প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রণীত বার্ষিক কর্মসূচি অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. প্রশিক্ষণের মান ঠিক রাখা এবং প্রয়োজনবোধে যুগোপযোগী সিলেবাস, কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫. বেকার যুবদের কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা লক্ষ্যে নতুন নতুন ট্রেডের উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬. প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র তৈরি ও আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭. আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে প্রশিক্ষিত যুবদের সহায়তা প্রদান ও প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কারিগরি পরামর্শ প্রদান, ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা এবং বিভিন্ন প্রকার উপকরণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
৮. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের লোকবলের বেতনভাতা, প্রশিক্ষণ উপকরণ, ইমারত সংস্কার ও মেরামত, অতিথি বক্তাদের সম্মানী ভাতাসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।

৯. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ও ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালকের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন এবং প্রশাসন উইংয়ের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
১০. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
১১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য প্রশিক্ষণ উইংয়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১২. প্রতিটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যাতে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে তা নিশ্চিতকরণ। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আপ-টু-ডেট তথ্য বাস্তবায়ন উইংয়ে নিয়মিতভাবে প্রেরণ।
১৩. আবাসিক এবং অনাবাসিক সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও যুবকর্ম ও যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
১৪. প্রতি মাসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন এবং এর এক কপি বাস্তবায়ন উইংয়ে প্রেরণ।
১৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থার সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MOU) মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৬. আধুনিক ও ৪র্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী ট্রেড চালু করা এবং অনলাইনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১৭. তাছাড়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং দারিদ্র্য বিমোচন, ঋণ ও আত্মকর্ম উইংয়ের কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত উপকারভোগী/কেন্দ্র প্রধান/গ্রুপ প্রধান/গ্রুপের সদস্য ও সদস্যা/বিভিন্ন প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলা এবং আত্মকর্মীদেরকে জেলা, উপজেলা কিংবা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রশিক্ষণ মডিউল ও সিলেবাস তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৮. মহাপরিচালক কর্তৃক দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব সম্পাদন।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

উৎপাদনের জন্য দক্ষ জনশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিপুল জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এর সংকট রয়েছে। আমাদের দেশে রয়েছে দক্ষ জনশক্তির সংকট। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের মধ্য থেকে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হতাশা দূর করে তাদের কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দান করে যাচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। যুবদের মধ্যে কেউ কেউ উদ্যোক্তাও

হয়েছে। আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি জাতীয় আয় উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। ফলে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাসে প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলা।

২. প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি শ্রমবাজার উপযোগী যুবশক্তি গড়ে তোলা।

৩. সমাজে পিছিয়ে পড়া যুবগোষ্ঠীর (NEET) জন্য শোভন কর্মসংস্থানের উপযোগী সক্ষমতা প্রদানে সহায়তা করা

৪. আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার জন্য সক্ষম করা

৫. প্রান্তিক যুবনারীদের দক্ষতাবৃদ্ধি ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের স্বাধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি করা।

মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (অনাবাসিক)

এখানে যে সুবিধাগুলো রয়েছে–

১. দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়।
২. প্রতিটি বিষয়ে প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ২০-৮০ জন।
৩. শ্রেণিকক্ষ, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ ল্যাবের সুবিধা আছে।
৪. উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে জেলা কার্যালয়ে কোর্সগুলো পরিচালিত হয়।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আবাসিক)

এখানে যে সুবিধাগুলো রয়েছে–

১. ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
২. কৃষি বিষয়ক আবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ।
৩. প্রতিটি বিষয়ে প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ৪০-৬০ জন, যা ১০০ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।
৪. শ্রেণিকক্ষ, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির সুবিধা আছে।
৫. হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ব্যবহারিক ইউনিট রয়েছে।
৬. সকলের জন্য হোস্টেলের সুবিধা রয়েছে।
৭. কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরের তত্ত্বাবধানে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোর্সগুলো পরিচালিত হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদেয় সুবিধা

১. আবাসিক প্রশিক্ষণে আবাসন সুবিধাসহ তিন বেলা খাবার বাবদ জনপ্রতি দৈনিক ১৫০/- টাকা ভাতা বরাদ্দ প্রদান
২. অনাবাসিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান।

৩. দলিত, ঋষি ও ডোম সম্প্রদায়ের জন্য ৪% এবং অটিস্টিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যুবদের জন্য ৫% কোটাসহ ভর্তি ফি ব্যতীত প্রশিক্ষণ।
৪. প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান।
৫. প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প গ্রহণে ঋণ সহায়তা প্রদান।
৬. পার্বত্য তিনটি জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) কোর্স ফি সম্পূর্ণ ফ্রি।
৭. মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।

টার্গেট গ্রুপ

১. ১৮-৩৫ বছর বয়সী কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারী।
২. যুবনারীদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর যুবনারী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

প্রশিক্ষণের রিসোর্স পার্সন

১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পেশাগতভাবে দক্ষ অতিথি বক্তা।
২. অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

১. উদ্বুদ্ধকরণ
২. প্রদর্শন
৩. প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার
৪. হাতে-কলমে শিখন এবং অনুশীলন
৫. কেইস স্টাডি
৬. রোল মডেল
৭. তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশ অনুপাত, তাত্ত্বিক : ২০ ব্যবহারিক : ৮০
৮. উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি
৯. ইন্টার্নশিপ (ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, ট্যুরিস্ট গাইড)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রকারভেদ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূলত দু-ভাগে বিভক্ত–

ক) কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের প্রশিক্ষণ এবং
খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।

ক) কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মপ্রত্যাশী যুবক-যুবনারীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় তা হলো–

১. এলাকাভিত্তিক স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ।
২. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী।
৩. পেশাভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ।

প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন

প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়নের যোগ্যতা হলো–

১। ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সী কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারী।
২। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সদস্যবৃন্দকে অগ্রাধিকার প্রদান।
৩। অগ্রাধিকার যুব নারী।
৪। শারীরিক প্রতিবন্ধী/অটিস্টিক যুবক ও যুবনারী।
৫। যুবকর্মে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী।
৬। অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU)-এর মাধ্যমে।

ভর্তি/মনোনয়ন পদ্ধতি

ভর্তি/মনোনয়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো–

১। কোর্স শুরুর পূর্বে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয়ভাবে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এছাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টাল এবং জেলা ও উপজেলা সমন্বয় সভার সদস্যবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবেদনপত্র যাচাই বাছাইপূর্বক জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালক জেলা বাছাই কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্ধারিত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক তালিকা চূড়ান্ত করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। এছাড়াও অনলাইনে NISE (National Intelligence for Skills, Education, Employment & Entrepreneurship) প্ল্যাটফর্মে ভর্তির আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়।
২। নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সদস্যদের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকের পরামর্শক্রমে স্ব-স্ব জেলার প্রাতিষ্ঠানিক (অনাবাসিক/আবাসিক) এবং উপজেলা পর্যায়ের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়।
৩। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যতীত যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সমঝোতা স্মারক (MoU)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো আয়োজনে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উপর জোর দেয়া হয়ে থাকে এবং এজন্য প্রশিক্ষণের প্রশ্নোত্তর, মুক্তচিন্তার ঝড়, ঘটনা বিশ্লেষণ, ভূমিকা অভিনয়, ৮০% ব্যবহারিক ক্লাশ ও অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ ও আকর্ষণীয় করার জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ

হিসেবে ফ্লিপচার্ট, তথ্যচিত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহারের উপরও জোর দেওয়া হয়।

ফলপ্রসূতা ও প্রশিক্ষণের মান যাচাই

প্রশ্নমালার সাহায্যে প্রতিটি কোর্স শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই করা হয়। প্রতিদিন সেশন শুরুর পূর্বে পূর্বদিনের আলোচনা স্মরণ করা হয়। প্রতিটি সেশনের সহায়ক/রিসোর্স পার্সনের পাঠদান প্রক্রিয়া, বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞান, পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির উপর প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাইসহ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে কাজে লাগাতে পারছে কি না তা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা দ্বারা নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।

খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী মনোনয়ন–

১. নব নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী উল্লেখিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি এমন কর্মকর্তা।
২. কমপক্ষে ৫ বছর চাকুরি আছে এমন কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

প্রশিক্ষণের ধরন

যুব প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

যুবসমাজকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান/ কর্মসংস্থানমূলক তিন ধরণের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। যেমন–

১. প্রাতিষ্ঠানিক (আবাসিক)
২. প্রাতিষ্ঠানিক (অনাবাসিক)
৩. অপ্রাতিষ্ঠানিক (উপজেলা/থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়)

বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে দুই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে। যথা– ১. প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ২. অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আবাসিক ও অনাবাসিক এ দুই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রদান করা হয়। সব উপজেলায় একই ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ মাস হতে ৬ মাস এবং

অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে মেয়াদ ০৭ দিন থেকে ২১ দিন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ভাড়া বাড়িতে নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অতিথি বক্তা কর্তৃক স্কুল, মাদ্রাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া আইসিটি মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে অংশগ্রহণকারীদের বয়সসীমা ১৮-৩৫ বছর। সমাপ্ত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল (এপিএ অনুযায়ী) ২,৭০,৮৮০ জন এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ২,৭২,১৬৪ জনকে। চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী) ২,৬৪,০৮০ জন।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ

সকল জেলায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ (আবাসিক/অনাবাসিক)

১. কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইটি অ্যাপ্লিকেশন।
২. প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন।
৩. মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন (৩০টি জেলায়)।
৪. ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজ ওয়্যারিং।
৫. রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং।
৬. ইলেকট্রনিক্স।
৭. পোশাক তৈরি।
৮. ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং (৫টি জেলায়)।
৯. মৎস্য চাষ (আবাসিক ও অনাবাসিক)।
১০. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং অ্যান্ড রিপেয়ারিং।
১১. গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষিবিষয়ক (৬৪টি জেলায় আবাসিক)।

স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ (আবাসিক/অনাবাসিক)

প্রাণিসম্পদ বিষয়ক

১. দুগ্ধবতী গাভীপালন ও গরু মোটাতাজাকরণ (আবাসিক)।
২. দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ (আবাসিক)।
৩. মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন (আবাসিক)।
৪. ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা (আবাসিক)।

মৎস্য চাষ বিষয়ক

১. চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ (আবাসিক)।
২. মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ (আবাসিক)।

কৃষি বিষয়ক ও অন্যান্য

১. অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা (আবাসিক)।
২. কৃষি ও হর্টিকালচার বিষয়ক (আবাসিক)।
৩. ফুল চাষ, পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ (আবাসিক)।
৪. নার্সারি ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা (আবাসিক)।
৫. মাশরুম ও মৌ-চাষ (আবাসিক)।
৬. বাণিজ্যিক অ্যাকোয়াপনিক্স (আবাসিক)।
৫. কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত (আবাসিক)।
৬. ব্যানানা ফাইবার এক্সট্র্যাক্ট (আবাসিক)।
৭. ফ্রিল্যান্সিং।
৮. ফ্যাশন ডিজাইন।
৯. ওভেন সুইং মেশিন অপারেশন।
১০. ব্লক প্রিন্টিং।
১১. বাটিক প্রিন্টিং।
১২. স্ক্রিন প্রিন্টিং।

বিশেষজ্ঞ রিসোর্স পার্সন দ্বারা পরিচালিত

১. ক্যাটারিং।
২. ট্যুরিস্ট গাইড।
৩. হাউজকিপিং অ্যান্ড লন্ড্রি অপারেশন।
৪. ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট।
৫. বিউটিফিকেশন অ্যান্ড হেয়ার কাটিং।
৬. আরবি ভাষা শিক্ষা।
৭. ইংরেজি ভাষা শিক্ষা।
৮. সেলসম্যানশিপ।
৯. ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং।
১০. চামড়াজাত পণ্য তৈরি।
১১. পাটজাত পণ্য তৈরি।
১২. আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন।
১৩. ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট।
১৪. ওয়েব ডিজাইন।
১৫. নেটওয়ার্কিং বিষয়ক।

১৬. ইয়ুথ কিচেন।
১৭. বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ।
১৮. ওয়েল্ডিং।
১৯. ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং ও সোলার সিস্টেম/আইপিএস, ইউপিএস ও স্ট্যাবিলাইজার প্রস্তুত এবং প্রতিস্থাপন।
২০. স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের করণীয় শীর্ষক।

যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১. সোয়েটার নিটিং (এমওইউ'র মাধ্যমে)।
২. লিংকিং মেশিন অপারেশন (এমওইউ'র মাধ্যমে)।
৩. সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং (এমওইউ'র মাধ্যমে)।

মোবাইল ভ্যানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স

১. গ্রামীণ যুবদের বেসিক কম্পিউটার।

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আওতায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে বেকার যুবদের ০৭ দিন থেকে ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ কোর্সের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ :

১. পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন।
২. ব্রয়লার ও ককরেল পালন।
৩. বাড়ন্ত মুরগি পালন।
৪. ছাগল পালন।
৫. মৎস্য চাষ।
৬. সমন্বিত মৎস্য চাষ।
৭. মৌসুমী মৎস্য চাষ।
৮. মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা)।
৯. মৎস্য হ্যাচারি।
১০. প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ।
১১. গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ।
১২. শুটকি তৈরি ও সংরক্ষণ।
১৩. গরু মোটাতাজাকরণ।
১৪. পারিবারিক গাভীপালন।
১৫. পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ।
১৬. পশু-পাখির রোগ ও প্রতিরোধ।
১৭. কবুতর পালন।
১৮. চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।

১৯. বসতবাড়িতে সবজি চাষ।
২০. নার্সারি।
২১. ফুল চাষ।
২২. ফলের চাষ (লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি)।
২৩. ভার্মি কম্পোস্ট কেঁচো সার তৈরি।
২৪. গাছে কলাম তৈরি।
২৫. ঔষধি গাছের চাষাবাদ।
২৬. ব্লক প্রিন্টিং।
২৭. বাটিক প্রিন্টিং।
২৮. পোশাক তৈরি।
২৯. স্ক্রিন প্রিন্টিং।
৩০. স্প্রে প্রিন্টিং।
৩১. মনিপুরী তাঁত শিল্প।
৩২. কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরি।
৩৩. বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি।
৩৪. নকশি কাঁথা তৈরি।
৩৫. কারু মোম তৈরি।
৩৬. পাটজাত পণ্য তৈরি।
৩৭. চামড়াজাত পণ্য তৈরি।
৩৮. চাইনিজ ও কনফেকশনারি।
৩৯. রিকশা, সাইকেল, ভ্যান মেরামত।
৪০. ওয়েল্ডিং।
৪১. ফটোগ্রাফি।
৪২. সোলার প্যানেল স্থাপন।

বিজিএমইএ-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ (সমাপ্ত)

১. সোয়েটার নিটিং (কুড়িগ্রাম, রংপুর ও পঞ্চগড় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।
২. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স।

বিএমইটি ও এস. এ ট্রেডিং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স (সমাপ্ত)

১. সোয়েটার নিটিং (কুড়িগ্রাম, রংপুর ও পঞ্চগড় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।
২. লিংকিং মেশিন অপারেশন।

বিএমইটি ও এস.এ ট্রেডিং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স (সমাপ্ত)

১. সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং (কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র)।

মডার্ন হারবাল গ্রুপ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স

১. দেশীয় প্রযুক্তিতে অর্গানিক ও ওষুধি গাছের চাষাবাদ (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে)।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভর্তির যোগ্যতা ও ভর্তি ফি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

জেলা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স (আবাসিক)

১. **গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০.০০ (একশত) টাকা ভর্তি ফি এবং জামানত হিসেবে ১০০.০০ (একশত) টাকা (ফেরৎযোগ্য) জমা দিতে হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করে থাকে। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

২. **মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

৩. **দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

৪. **চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

৫. **ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে

অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

৬. **কৃষি ও হর্টিকালচার :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

৭. **মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

৮. **দুগ্ধবতী গাভীপালন ও গরু মোটাতাজাকরণ :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১০. **মাশরুম ও মৌ চাষ :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৫দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১১. **ফুল চাষ, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বাজারজাতকরণ :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১২. **অর্নামেন্টাল প্ল্যান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১৩. **নার্সারি ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে এ প্রশিক্ষণে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১৪. **বাণিজ্যিক অ্যাকোয়াপনিক্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১৫. **কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১৬. **ব্যানানা ফাইবার এক্সট্র্যাক্ট :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১৭. **মোবাইল সার্ভিসিং অ্যান্ড রিপেয়ারিং:** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১৮. **সোয়েটার নিটিং :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

১৯. **লিংকিং মেশিন অপারেশন :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

২০. **সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্স (অনাবাসিক)

১. **কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি এপ্লিকেশন :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। কম্পিউটার

বেসিক কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাশ।

২. **মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশনস :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৩. **প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ২০০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাশ এবং কম্পিউটার বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

৪. **ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ. এসসিপাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৫. **ওয়েব ডিজাইন :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/- (পাঁচশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৬. **ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৭. **নেটওয়ার্কিং বিষয়ক :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৮. **ইলেকট্রনিক্স :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রনিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। প্রশিক্ষণার্থীদের ১০০/- টাকা যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৯. **ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। প্রশিক্ষণার্থীদের ১০০/- টাকা যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১০. **রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। প্রশিক্ষণার্থীদের ১০০/- টাকা যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১১. **যানবাহন চালনা :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩০ দিন এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। ন্যূনতম বয়স ২১ বছর এবং জাতীয় পরিচয় পত্র থাকতে হবে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক প্রশিক্ষণ ভাতা ও আপ্যায়ন বাবদ ১৫০/- টাকা প্রদান করা হয়।

১২. **শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক (কর্মদিবস হিসেবে) প্রশিক্ষণ ভাতা বাবদ ২০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

১৩. **ভ্রাম্যমান আইসিটি ভ্যানে বেসিক কম্পিউটার :** উপজেলায় ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে পরিচালিত ০২ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যুবনারীদের জন্য এসএসসি এবং যুবদের জন্য এইচএসসি পাশ। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন প্রশিক্ষণ ভাতা বাবদ ২০০/- টাকা এবং আপ্যায়ন ভাতা ১০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

১৪. **ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং সোলার ও সিস্টেম প্রশিক্ষণ/আইপিএস, ইউপিএস, স্টেবিলাইজার প্রস্তুত এবং প্রতিস্থাপন :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/-(তিনশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১৫. **ওয়েল্ডিং বিষয়ক :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত)

টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১৬. **পোশাক তৈরি :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১৭. **ওভেন সুইং মেশিন অপারেশন :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য এ প্রশিক্ষণে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১৮. **ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

১৯. **মৎস্য চাষ :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২০. **ফ্যাশন ডিজাইন :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/-(তিনশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে থথঅংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২১. **সেলসম্যানশিপ :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২২. **ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২৩. **চামড়াজাত পণ্য তৈরি :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২৪. **ব্লক প্রিন্টিং :** এটি ০২ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২৫. **বাটিক প্রিন্টিং :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২৬. **স্ক্রিন প্রিন্টিং :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২৭. **ক্যাটারিং :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২৮. **হাউজকিপিং অ্যান্ড লন্ড্রি অপারেশন :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

২৯. **ট্যুরিস্ট গাইড :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৩০. **বিউটিফিকেশন অ্যান্ড হেয়ার কাটিং :** এটি ০১ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ)

টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৩১. **ইংরেজি ভাষা শিক্ষা :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ২১ দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি/এসএসসি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৩২. **আরবি ভাষা শিক্ষা :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৩৩. **ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং :** এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৩৪. **ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন :** এটি ০৩ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৩৫. **পাটজাত পণ্য তৈরি :** এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৩৬. **আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন :** এটি ০১ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোনো কোর্স ফি দিতে হয় না। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

৩৭. **ইয়ুথ কিচেন :** এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

৩৮. **বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ :** প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

৩৯. **স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের করণীয় :** অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে সময়োপযোগী দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দেশের আগ্রহী বেকার যুব সম্প্রদায়কে আধুনিক পদ্ধতিতে লাভজনকভাবে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ এবং কৃষি ও সমন্বিত ফার্মিং বিষয়ে প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;
২. প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যুব সম্প্রদায়কে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা;
৩. আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা তথা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;
৫. যুবসমাজের অবক্ষয়রোধ ও সমাজ উন্নয়নে তাদের অবদান রাখা;
৬. পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করা;
৭. যুব সমাজের মধ্যে ঐতিহ্যগত নৈতিকতার প্রতি গৌরব ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, মাতা-পিতা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা। মাবনীয় গুণাবলী অর্জন ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

যুব উন্নয়ন অদিধপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় পর্যায়ক্রমে আবাসিকভাবে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। যেমন–

ক. ১৯৭৯-১৯৮২ মেয়াদে ৩টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেমন– ১. ঢাকা জেলাস্থ সাভার, ২. সিলেট এবং ৩. রাজশাহী।
খ. ১৯৯০-১৯৯৫ মেয়াদে ৭টি জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেমন– ১. রংপুর, ২. যশোর, ৩. বরিশাল, ৪. ময়মনসিংহ, ৫. ফেণী, ৬. চট্টগাম এবং ৭. বগুড়া।

গ. ১৯৯৫-২০০৩ মেয়াদে ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেমন– ১. নরসিংদী, ২. ফরিদপুর, ৩. জামালপুর, ৪. কুমিলা, ৫. বান্দরবান, ৬. ঠাকুরগাঁও, ৭. সিরাজগঞ্জ, ৮. বাগেরহাট, ৯. কুষ্টিয়া, ১০. মৌলভীবাজার, এবং ১১. ঝালকাঠি।
ঘ. ১৯৯৭-২০০৬ মেয়াদে ২৬টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেমন– ১. নারায়ণগঞ্জ, ২. টাংগাইল, ৩. শরীয়তপুর, ৪. মাদারীপুর, ৫. গোপালগঞ্জ, ৬. কিশোরগঞ্জ, ৭. শেরপুর, ৮. চাঁদপুর, ৯. বি-বাড়ীয়া, ১০. নোয়াখালী, ১১. রাঙ্গামাটি, ১২. খাগড়াছড়ি, ১৩. পাবনা, ১৪. দিনাজপুর, ১৫. লালমনিরহাট, ১৬. গাইবান্ধা, ১৭. নওগাঁ, ১৮. নাটোর, ১৯. খুলনা, ২০. নড়াইল, ২১. ঝিনাইদহ, ২২. মাগুরা, ২৩. হবিগঞ্জ, ২৪. ভোলা, ২৫. বরগুনা এবং ২৬. পিরোজপুর।
ঙ. ২০০৩-২০০৭ মেয়াদে ৬টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেমন– ১. পঞ্চগড়, ২. কুড়িগ্রাম, ৩. পটুয়াখালী, ৪. মুন্সিগঞ্জ, ৫. কক্সবাজার এবং ৬. সুনামগঞ্জ।
চ. ২০১০-২০১৬ মেয়াদে ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। যেমন– ১. জয়পুরহাট, ২. চুয়াডাঙ্গা, ৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ৪. নীলফামারী, ৫. নেত্রকোণা, ৬. রাজবাড়ী, ৭. সাতক্ষীরা, ৮. মেহেরপুর, ৯. লক্ষ্মীপুর, ১০. গাজীপুর এবং ১১. মানিকগঞ্জ। এর মধ্যে ৯টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
প্রতিটি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২.০০ থেকে ৫.০০ একর জমির উপর নির্মিত।

আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিম্নবর্ণিত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে–

১. অফিস-কাম-একাডেমিক ভবন
২. ছাত্রাবাস
৩. ছাত্রীনিবাস
৪. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থান
৫. ডাক কাম-পোল্ট্রি শেড
৬. কাউ শেড
৭. মৎস্য হ্যাচারি
৮. পুকুর
৯. খেলার মাঠ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নিয়োগে প্রাপ্ত একজন প্রকল্প পরিচালক, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণ,

মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার যুবগোষ্ঠীর অধিক হারে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদানের জন্য 'গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ এবং কৃষি' বিষয়ে বছরে ৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এসকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবগোষ্ঠী প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান, মেধা, দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে হাঁস-মুরগির খামার, গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প, মৎস্য খামার, দুগ্ধ খামার, নাসারী ও বিভিন্নমুখী কৃষি খামার গড়ে তুলে আত্মকর্মসংস্থনে নিয়োজিত হয়ে স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য বেকার যুবদের স্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করছে। যুবদের এসকল বিভিন্নমুখী উৎপাদন কর্মকাণ্ড একদিকে দেশের বেকারত্ব দূর করছে এবং অন্যদিকে দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করছে। এভাবে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত এসব যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং গ্লোবালাইজেশনের এ যুগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তিগণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি শিক্ষা বা দক্ষতা না থাকায় তারা তাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ছিটকে পড়ছে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ থেকে। আর এই সমস্যা সমাধানকল্পে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু করেছে বেকার যুবদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্য

মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে নানা রকমের মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্সের সাধারণ থেকে জটিল সব যন্ত্রপাতি। আর এই যন্ত্রপাতিসমূহের মেরামতের কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে একটি বিশাল দক্ষ জনগোষ্ঠীকে। এই দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প। কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প জনগণের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলবে। এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে দেশের দক্ষ বেকার জন্যগোষ্ঠী আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে দেশে কিংবা বিদেশে নিজের কর্মসংস্থান জোটাতে সমর্থ হবে। মধ্যপ্রাচ্য-সহ বিশ্বের অনেক দেশেই দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা প্রচুর। আমরা যদি এই চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করে এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারি। তবে একদিকে যেমন আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান হবে, তেমনি অন্যদিকে দেশ অর্জন করবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিবরণ

বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কারিগরি প্রশিক্ষণকে চারটি ট্রেডে ভাগ করেছে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. কম্পিউটার ট্রেড;
২. রেডিও, টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর ট্রেড;
৩. রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেড;
৪. ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড।

প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণ

প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে গাজীপুর এবং জামালপুর জেলায় এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরও ১৬টি জেলায় (ঢাকা, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা, মুন্সিগঞ্জ, পাবনা, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, মৌলভীবাজার, ঝালকাঠি, বান্দরবান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরও ২০টি জেলায় (চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া, ফরিদপুর, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, বাগেরহাট, ভোলা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও শেরপুর) কার্যক্রম চালু হয়। সব মিলিয়ে মোট ৩৮টি জেলায় শুরু হয়। এ কার্যক্রমের সুবিধাসমূহ:

ক. প্রশিক্ষণের শেষদিনে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান নিশ্চিতকরণ। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের সময়, অর্থ ও যাতায়াত সাশ্রয় হয়।
খ. প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট জনবলের কাজ, যেমন– রেজিস্ট্রেশন, টেবুলেশন, ট্রান্সক্রিপ্ট, সনদপত্র ইত্যাদি তৈরির কাজের ধাপ কমিয়ে আনা।
গ. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজের বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করা।
ঘ. সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

বিগত ৫ বছরের প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ, লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

বিগত ০৫ বছরের প্রশিক্ষণ বরাদ্দ, লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির তথ্য নিম্নরূপ :

অর্থবছর	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রশিক্ষণার্থী লক্ষ্যমাত্রা (জন)	প্রশিক্ষণ অগ্রগতি (জন)
২০১৭-১৮	১১০০.০০	২৮২০০০	২৯৮২৪৭
২০১৮-১৯	১৪৫০.০০	৩১০০০০	৩১২০০৩
২০১৯-২০	১৮২৫.৯৭	৩৪১০০০	৩১০৯৮৫
২০২০-২১	২০৭৯.০০	৩০০৪৮০	২৮৪৫৩০
২০২১-২২	৬৫৬৭.০০	৩০০১৭৪	৩০০৮১১
২০২২-২৩	৪৩৪২.৭১	১৪৬২০০	১৪৬৩৫৫
২০২৩-২৪	৭১১৬.১৬	২৭০৮৮০	২৭২১৬৪

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

ঢাকার অদূরে সাভার পৌরসভায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বারুইগ্রাম মৌজায় ৫.৫৯ (৫.০৩) একর জমির উপর 'কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত। যা বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির একমাত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসেবে কাজ করছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রে একটি তিন তলাবিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত প্রশাসনিক কাম-একাডেমিক ভবন রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে একাডেমিক ভবনে একটি সম্মেলন কক্ষ কাম-শ্রেণিকক্ষ (এসি), একটি আধুনিক ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব (এসি) ও একটি কম্পিউটার ল্যাব (এসি) রয়েছে। অধিকন্তু, অত্র একাডেমিক ভবনে নন-এসি সম্বলিত একটি শ্রেণিকক্ষ ও একটি লাইব্রেরিও রয়েছে। 'কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে' কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের থাকার জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে। এছাড়া আবাসিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার নিমিত্ত দুটি (পুরুষ ও মহিলা) তিন তলাবিশিষ্ট আবাসিক হোস্টেল রয়েছে। মহিলা হোস্টেলের নিচ তলায় ৮০ জন বসার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি ডাইনিং হল রয়েছে। কেন্দ্রটিকে আধুনিকীকরণ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারের গণপূর্ত বিভাগ প্রকল্পে বিদ্যমান আধুনিক ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রশিক্ষণ ও আবাসন স্থাপনার নকশা অঙ্কন করেছে।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১. **বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬০/৩০ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

২. **আর্থ-প্রশাসন, ই-নথি, ইজিপি ও আইবাস ++ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

৩. **ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

৪. **নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৭ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

৫. **বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র ও জুনিয়র প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।৬. **আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫

দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

৭. **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৪ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

৮. **কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২১ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

৯. **ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নব নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

১০. **বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ কোর্স:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

১১. **শিষ্টাচার ও প্রটোকল:** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

১২. **ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস ও সঞ্জীবনী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স:** এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৭ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

১৩. **মডার্ন অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৫ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

১৪. **নিরীক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

১৫. **কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলস্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

১৬. **ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

১৭. **ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

১৮. **ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স :** আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন, যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	২১,২৭৮ জন	২১,০৪৮ জন
শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত উপকারভোগী প্রশিক্ষণ	৮৮,৫০০ জন	৮৮,৫৩৪ জন
শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনার	১,৯০০ জন	১,৮৪১ জন
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	৪৩৫ জন	৪১৩ জন
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের	৮৫০ জন	-

আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে কম-বেশি ৩.০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্র ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের ঋণ ব্যবহার, তদারকি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকে কাজ করে আসছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্রে একটি তিন তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন রয়েছে এবং উক্ত ভবনের তিন তলায় হোস্টেল রয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
২০২১-২০২২ অর্থবছরে বুট ক্যাম্প প্রশিক্ষণ	৪২০ জন	৪২০ জন	রাজশাহী কেন্দ্রটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বুট ক্যাম্প প্রশিক্ষণ হয়নি।
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বুট ক্যাম্প প্রশিক্ষণ (সাভার, সিলেট ও যশোর)	৩৬০ জন	৩৬০ জন	

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত ০৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই মূল উদ্দেশ্য। যুবদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জন বেকার যুবক ও যুবনারীকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৬৪টি। দেশের সকল জেলায় একটি করে আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ সর্বনিম্ন ১.৫০ একর হতে ৭.০০ একর ভূমির উপর জেলা সদরে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অফিস কাম কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থান, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, ডাক কাম একাডেমিক ভবন, পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড, মৎস্য হ্যাঁচারি, পুকুর, নার্সারি ইউনিট এবং খেলার মাঠ রয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ দেশে মৎস্য ও পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৭১৮৩২৭৬ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে গতি সঞ্চার করে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো গেলে যুব প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে এ কেন্দ্রগুলো রোল মডেলে পরিণত হতে পারে।

যুবদের বেকারত্ব দূর করে তাদের উৎপাদনমুখী করে গড়ে তুলতে হলে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং সূচনালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ধারবাহিকভাবে এবং সফলতার সাথে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করে চলেছে। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রেখেছে। আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে এ উপযোগী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অসংখ্য বেকার যুব আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করতে পেরেছেন। নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আরও অনেকের কর্মের সুযোগও সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ সফল আত্মকর্মী বা উদ্যোক্তা হয়েছেন। তারা আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হয়ে জাতীয় আয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠেছেন। এসবের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ উইংয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়ার সাথে অর্থবহও হয়েছে।

যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ

ক. পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সাথে যৌথ উদ্যোগে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের (MoU) মাধ্যমে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের ফলে ০৩টি জেলার (মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর) ০৩টি

উপজেলায় (লৌহজং-মুন্সীগঞ্জ, জাজিরা-শরীয়তপুর, শিবচর-মাদারীপুর) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি পর্বে মোট ৪৭০৯ জনকে আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ. মডার্ন হারবাল গ্রুপ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও মডার্ন হারবাল গ্রুপের সাথে যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টিসহ যুব বেকারত্ব নিরসনকল্পে চাহিদানুযায়ী জেলা কার্যালয়সমূহে 'হারবাল মেডিসিন বিষয়ক' প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৯,১৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০,০৩১ জন আত্মকর্মীতে পরিণত হয়েছে এবং ৯,১৩৮ জন ক্ষুদ্র থেকে মাঝারী ও বড়ো উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে।

গ. বিজিএমইএ

বিজিএমইএ-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও রংপুর জেলায় সুয়েটার নির্টিং ও লিংকিং মেশিন অপারেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ১৫,২৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে ১০,৮৫৩ জন বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্পে চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

ক. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

দেশের সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে যানবাহন চালনায় দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৪০টি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব নারী যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

খ. ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর প্রোভারটি এলিভিয়েশন থ্রো কমপ্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট-৩য় পর্ব)

গবাদি পশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানী চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পের ২য় পর্বের বাস্তবায়ন কাজ ৩০-০৬-২০১৯ খ্রি. সমাপ্ত হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩য় পর্বে দেশে সকল জেলা ও উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

জ্বালানী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩২,০০০ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হবে।

গ. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আনডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব-২য় পর্যায় প্রকল্প)

এ প্রকল্পের মাধ্যমে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভ্রাম্যমান আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে একমাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন একমাস ভ্রাম্যমান আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থান করে প্রকল্প মেয়াদে মোট ১২৮৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

ঘ. EARN প্রকল্প

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক "Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)" শীর্ষক প্রকল্প ৩৩৪৮০০.০০ লক্ষ (তিন হাজার তিনশত আটচল্লিশ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২৩ ডিসেম্বর থেকে ২০২৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলার ৯ লক্ষ NEET যুবদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এছাড়াও–

১. ২০ লক্ষ যুব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবেন। নারীর ক্ষমতায়নে এ প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে ৬০% যুব মহিলার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে;
২. ৫০০০ ভিলেজ লেভেল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হবে;
৩. ভিলেজ লেভেল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ০৫ লক্ষ যুবকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
৪. ২৫ হাজার যুবক ও যুব নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন ফান্ড গঠন করা হবে;
৫. ২০টি উপজেলায় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কমিউনিটি সাপোর্ট চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন করা হবে;
৬. মাধ্যমিক শেষ করার পূর্বেই ঝরে পড়া ০১ লক্ষ যুবক ও যুব নারীকে শিক্ষা সমাপ্তির লক্ষ্যে সহায়ক বৃত্তি প্রদান করা হবে;
৭. প্রতি উপজেলায় প্রতি বছর কর্মপ্রত্যাশি যুব এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চাকরি মেলা আয়োজন করা হবে;

৮. ০১ লক্ষ যুবক ও যুব নারীকে ৬মাস ব্যাপী ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং দেয়া হবে;
৯. দেশের ২৫০০টি ইউনিয়নে ০১টি করে কমিউনিটি গ্রুপ তৈরি করা হবে;
১০. ৫০ হাজার যুবকে নিবন্ধিত যুব সংগঠনের মাধ্যমে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রদান করা হবে;
১১. সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল পেমেন্ট এবং অ্যাকাউন্টস সিস্টেম চালু করা হবে;
১২. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ উন্নয়নে অনুদান প্রদান করা হবে।

যৌথ উদ্যোগে ঋণ কার্যক্রম

ক. এনআরবিসি ব্যাংক লিঃ

ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা থেকে ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর। সার্ভিস চার্জ– ৪% থেকে ৯% পর্যন্ত। এনআরবিসি ব্যাংক থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৭৩ জন যুব উদ্যোক্তাকে ২.১০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আরও ৩০০ জন যুব উদ্যোক্তাকে ১৫.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের জন্য যাচাইয়ের কাজ চলছে।

খ. কর্মসংস্থান ব্যাংক

ঋণের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর। সার্ভিস চার্জ ৯%। বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ২৩,৭২৭ জনকে ৩৫৭.১১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

মুক্তপাঠে সংযোজিত অনলাইন প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও a2i-এর সহযোগিতায় মুক্তপাঠে অনলাইন ডিডিও কনটেন্টসমূহ আপলোড করা হয়েছে।

১. স্বল্প পুঁজিতে কোয়েল পালন
২. গরু মোটাতাজাকরণ
৩. ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরি
৪. স্ক্রিন প্রিন্টিং
৫. মাছের মিশ্র চাষ
৬. বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের (এসডিজি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত তথ্য

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন দেশের জন্য এক বিরাট

চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষ বিশেষ করে যুবসমাজকে দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ যুবসমাজের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং

১৯৯৫ সালে রাজস্বখাতে পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি সৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থারডেপ) এবং যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসূচি নিয়ে এ উইংয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের কাজ হচ্ছে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা তৈরি ও বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার যে নির্দেশনা মাঠে দেওয়া হয় তার প্রতিমাসের অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করা এবং তথ্য সংগ্রহ সমন্বিত করে ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণ করা। এছাড়াও ঋণ বিতরণের নীতিমালা অনুসরণ করে কারা ঋণ দিচ্ছে কিংবা দিচ্ছে না এটিও ঋণ উইং থেকে মনিটরিং করা হয়। ঋণ কার্যক্রমের জন্য শুরুতেই স্ব স্ব উপজেলাতে তহবিল দেওয়া হয়। কোনো কার্যালয়ে বেশি ঋণ বিতরণ করার কারণে তহবিলে ঘাটতি পড়ে, আবার কোনো কার্যালয়ে তহবিল রয়ে যায়। তহবিলগুলো আন্তঃসমন্বয় করার জন্য ঋণ উইং নির্দেশনা দেয়। এই কার্যক্রম কারা ভালো করেছে, আবার কারা খারাপ করেছে সেগুলো নির্ধারণ করার জন্য এ উইংতে একটি নিরীক্ষা টিম রয়েছে। সেই নিরীক্ষা টিম দিয়ে কার্যালয়গুলোকে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা করার মাধ্যমে কাজের মান, দক্ষতা, সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা নিরীক্ষার পর উপস্থাপিত হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিশেষত্ব হলো যুবদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর কর্ম সৃজন বা আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্ম সৃজনের জন্য তাদের কিছু আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয়। আত্মসৃজনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং থেকেই ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়। এই ঋণের টার্গেট হচ্ছে, প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা। শুধু প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা করা এমনটি নয়, এই ঋণ একজন কীভাবে ব্যবহার করছে প্রজেক্টে গিয়ে তা প্রতিনিয়ত তদারকি করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং পরামর্শ দেন। যাতে করে এর মাধ্যমে তিনি সফল হওয়ার পাশাপাশি ঋণের কিস্তিটাও নিয়মিত পরিশোধ করতে পারেন। একটি পরিক্রমায় ২-৩ বছরের মধ্যে এই ঋণ ব্যবহার করে তিনি নিজের কিছু পুঁজি তৈরি করবেন। পরবর্তীকালে তাকে যদি আরেক দফায় ঋণ দেওয়া হয় তাহলে তার প্রজেক্ট ছোটো থেকে বড়ো হবে। এভাবেই ছোটো ছোটো উদ্যোগ ব্যবহার করে যুবরা উদ্যোক্তা হয়ে উঠছে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে। এ ধরনের সাপোর্ট দেওয়াই হলো দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের মূল কাজ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের ঋণের প্রকারভেদ

দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং থেকে তিন প্রকারের ঋণ দেওয়া হয়–

ক. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি
খ. আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি
গ. যুব উদ্যোক্তা ঋণ

ক. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি

গ্রাম বাংলার স্থানীয়দের সুদের মাধ্যমে টাকা লেনদেনের একটি চিরাচরিত প্রথা ছিল। তথাকথিত গ্রাম্য মোড়ল বা মহাজনেরা জনসাধারণকে বড়ো অংকের সুদের বিনিময়ে যে টাকা দিত তা নির্ধারিত সময় আসার পূর্বেই চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের টাকা বেড়ে যত। এতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে মূল টাকাই পরিশোধ করতে পারতো না, ফলে সুদের টাকা অপরিশোধ্য হিসেবে থেকেই যেত। বিভিন্ন এলাকাতে মহাজনীয় সুদ কারবার থেকে রক্ষা পেতে সাধারণ মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সমিতি করে ঋণ দিয়ে অনেক সফলতা লাভ করেছে। এরকম সাফল্য দেখে সরকার ভাবলো বেসরকারি সংস্থা যদি এ কাজ করতে পারে তাহলে সরকারও এরকম কিছু করতে পারে কি না, মহাজনদের সুদের বোঝা থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষার নিমিত্তে সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। আর পরীক্ষামূলকভাবে ১৯৮৭ সালে দুটি উপজেলায় এই কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। কার্যক্রম অনেকটা এনজিওদের গ্রুপ করে করে ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়ার মতো। প্রতি পাঁচজন মিলে একটি গ্রুপ করা হতো। এরকম ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গড়া হয়েছিল। কেন্দ্রের সব সদস্যকেই ঋণ ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সমাজ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে গড়ে তুলে একযোগে সকলকে ঋণ দেওয়া হতো। এই কার্যক্রমটি শুরুতে থারডেপ নামে পরিচিত ছিল। এটি প্রজেক্ট আকারে তিনটি ফেজে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রথম ফেজটি ছিল ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত। দ্বিতীয় ফেজ ছিল ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত, তৃতীয় ফেজ ছিল ১৯৯৩ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত। এরপর দুটো রিভাইস ফেজ ছিল। একটি ছিল ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত, আরেকটা ছিল ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই প্রজেক্টের কার্যক্রম ১৯৯৯ সালে এসে শেষ হয়েছে।

এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের বিষয়। এই কার্যক্রম সরকারের ঋণদান প্রকল্পের অত্যন্ত সফল কার্যক্রম। রেটিং বা গ্রেডিং সব ক্ষেত্রেই ঋণের রিকভারি রেট অনেক বেশি। এই ঋণের বেনিফিশিয়ালও আছে, ঋণ প্রাপ্তির পর যুবরা নিজেদের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। নিজেদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়িয়েছে। এ বিষয়টি লক্ষ করে সরকার ১৯৯৫ সালে রাজস্ব খাত থেকে আরও ৫০ টি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করে। পূর্বে এই কার্যক্রম ছিল ৩২টি উপজেলায়। প্রথমে ২টি, পরে ৫টি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭টি, পরে ২৫টি বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৩২টিতে এটি বাস্তবায়ন হয়েছিল। উক্ত কার্যক্রমের সফলতা দেখে সরকার রাজস্ব খাত

থেকে এরকম একটি কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছিল, সেটি হলো 'পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি' (১৯৯৫)। তখন এই কর্মসূচি চলমান ছিল, আর নতুনভাবে রাজস্ব খাতে আরেকটি কর্মসূচি তৈরি করা হলো। ১৯৯৯ সালে এই কর্মসূচি সমাপ্ত হয় এবং এটি রাজস্ব খাতের পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির সাথে একীভূত হয়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে যা আজও চলমান। অর্থাৎ এটি ক্ষুদ্র ঋণ, যার নাম 'পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি'। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল থারডেপ নামে। এর ডিজাইন এবং কার্যক্রম একই রয়েছে, হয়তো গ্রুপ সংখ্যা কখনো কমেছে, আবার কখনো বেড়েছে। ঋণের সিলিং বেড়েছে। সার্ভিস চার্জ শুরুতে ছিল ১৬ শতাংশ, তারপর সরকার বিশেষ বিবেচনায় ১০ শতাংশ করেছিল, আর এখন মাত্র ৫ শতাংশ। অবশ্য ৫ শতাংশ বলা হলেও জনগণের কাছ থেকে সরাসরি আড়াই শতাংশ নেওয়া হয়। কেউ ১২ হাজার টাকা ঋণ নিলে এক বছর পর তাদের সব মিলিয়ে ৩০০ টাকা সার্ভিস চার্জ দিতে হয়।

শতাংশে হিসাব করলে আড়াই শতাংশ হয়, কিন্তু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আড়াই শতাংশ না বলে ৫ শতাংশ বলে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, ঋণ গ্রহণের পরই প্রতি সপ্তাহে কিস্তি দিলে গ্রহীতার কাছে পুরো টাকা থাকে না। কিন্তু সার্ভিস চার্জ দিলে তার ১০ শতাংশ হয়ে যায়। এজন্য তার কাছে সরাসরি সার্ভিস চার্জ আড়াই শতাংশ নেওয়া হয়।

থারডেপ ঋণ কর্মসূচি ১৯৯৫ সালে শুরু হয়। থারডেপের পূর্ব নাম ছিল উরডেপ Upazila resource Development and employment project. এরপর উপজেলা যখন থানাতে এসে রূপান্তর হলো তখন এর নাম হয়– Thana resource development and employment project. মূলত উপজেলা বা থানা উভয়ের কাজ একই। যখন উপজেলাকেন্দ্রীক কাজ হয় তখন উরডেপ, আর থানাকেন্দ্রীক হলে নাম হয় থারডেপ।

১৯৯৯ সালের জুন পর্যন্ত থারডেপ নাম চলমান ছিল। এটি চলাকালীন সময় ১৯৯৫ সালে একইরকম একটি কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছিল। 'পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি' যা আজও চলমান আছে। আর থারডেপ কর্মসূচির পরিকল্পনাগুলোও পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচির সাথে একীভূত হয়ে রাজস্ব খাতে চলছে। ফলে যার নাম ছিল থারডেপ তা বর্তমানে 'পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি' নামে চালু আছে।

'দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং' যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাজ হলো দেশের নিট জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা। নিট (NEET) শব্দটি উল্লেখ করার কারণ হলো যারা বেকার, যারা এ মুহূর্তে লেখাপড়ার মধ্যে নেই, যাদের দক্ষতা নেই, প্রশিক্ষণ নেই, কোনো কাজ করতে পারছে না তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। একজনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তিনি সাথে সাথেই কাজ শুরু করতে পারেন না। এজন্য তার পুঁজির প্রয়োজন হয়। পুঁজি সরবরাহের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব কিছু তহবিল আছে, সেখান থেকে ঋণ দেওয়া

হয়। কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ নিয়ে সমঝোতা রয়েছে। তাদের মাধ্যমেও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থী নিজেদের কাজ বাস্তবায়নের জন্য যদি ঋণ পায় তাহলে দ্রুত কাজ শুরু করতে পারে। কোনো বেকার বা কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছে এমন যুবকের জন্য যদি ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে তাহলে তার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হচ্ছে। এজন্যই উইংটির নাম 'দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং'।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান করে। হয়। এজন্যই দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং বিদ্যমান বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান তৈরির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে ঋণ দেয় তার পরিমাণ বেশি নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য যুবকদের সক্ষম করে গড়ে তোলা। কোনো যুবক এক দুই বছরের মধ্যে ৬০ হাজার বা ১ লাখ টাকার ঋণ পরিশোধে সক্ষম হলে তিনি সম্পদ সৃষ্টি করার দক্ষতা ও ক্ষমতা উভয়ই অর্জন করেছেন বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। যুব উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই এটি। ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে ঋণ আদায় বা সুদ গ্রহণ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ নয়, তিনি যাতে সম্পত্তি সৃষ্টি করতে পারেন এবং তা দেখে বড়ো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকও যাতে তাকে ঋণ দিতে পারে। এ ধরনের চর্চার জন্যই মূলত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।

শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের ভূমিকা হলো ঋণ সহায়তার মাধ্যমে দেশের প্রশিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারা। একজন মানুষের যখন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় তখন তিনি সামাজিক ও পারিবারিকভাবেও সক্ষম হয়ে উঠেন।

ঋণ কার্যক্রমের সূত্রপাত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল দুটি উপজেলা দিয়ে, একটি ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলা, আরেকটি ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ড উপজেলা। ৩২টির নাম ছাকাকারে উল্লেখ করা হলো–

বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	থানার নাম	এরিয়া কার্যালয়ের নাম	সংশ্লিষ্ট জেলার নাম
ঢাকা বিভাগ	০১।	গরিষাবাড়ি	গরিষাবাড়ি	জামালপুর
	০২।	মদন	মদন	নেত্রকোণা
	০৩।	মনোহরদী	মনোহরদী	নরসিংদী
	০৪।	কাপাসিয়া	কাপাসিয়া	গাজীপুর
	০৫।	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান	মুন্সিগঞ্জ
	০৬।	শ্রীনগর	শ্রীনগর	মুন্সিগঞ্জ
	০৭।	সদরপুর (২য় পর্ব)	সদরপুর	ফরিদপুর
	০৮।	কালকিনি	কালকিনি	মাদারীপুর

বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	থানার নাম	এরিয়া কার্যালয়ের নাম	সংশ্লিষ্ট জেলার নাম
	০৯।	শিবচর (২য় পর্ব)	শিবচর	মাদারীপুর
চট্টগ্রাম বিভাগ	১০।	হোমনা	হোমনা	কুমিল্লা
	১১।	দেবীদ্বার (২য় পর্ব)	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
	১২।	বোয়ালখালী	বোয়ালখালী	চট্টগ্রাম
	১৩।	কোম্পানীগঞ্জ	কোম্পানীগঞ্জ	নোয়াখালী
	১৪।	ফুলগাজী	ফুলগাজী	ফেনী
	১৫।	শ্রীমঙ্গল	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
	১৬।	বাঞ্ছারামপুর	বাঞ্ছারামপুর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
রাজশাহী বিভাগ	১৭।	ফুলবাড়ি (২য় পর্ব)	ফুলবাড়ি	কুড়িগ্রাম
	১৮।	গাবতলী	গাবতলী	বগুড়া
	১৯।	জলঢাকা	জলঢাকা	নীলফামারী
	২০।	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
	২১।	ধামইরহাট	ধামইরহাট	নওগাঁ
	২২।	তানোর	তানোর	রাজশাহী
	২৩।	বোঁচাগঞ্জ	বোঁচাগঞ্জ	দিনাজপুর
খুলনা বিভাগ	২৪।	গারসা	গারসা	যশোর
	২৫।	শ্রীপুর (২য় পর্ব)	শ্রীপুর	মাগুরা
	২৬।	দামুরহুদা	দামুরহুদা	চুয়াডাঙ্গা
	২৭।	হরিণাকুন্ড (২য় পর্ব)	হরিণাকুন্ড	ঝিনাইদহ
	২৮।	কচুয়া	কচুয়া	বাগেরহাট
	২৯।	ডুমুরিয়া (২য় পর্ব)	ডুমুরিয়া	খুলনা
বরিশাল বিভাগ	৩০।	ডানারীপাড়া	ডানারীপাড়া	বরিশাল
	৩১।	কাউখালী	কাউখালী	পিরোজপুর
	৩২।	চরফ্যাশন	চরফ্যাশন	ভোলা

এ ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

ক. তৃণমূল পর্যায়ের বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংঘবদ্ধ করে স্বীয় অবস্থানে (গ্রামে) ও পরিবেশে এবং পেশায় স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

খ. এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্থানীয় সম্পদের ব্যাপক আহরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে উপার্জনমুখী পেশায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করা। জীবন-যাপনের মান ধাপে ধাপে উন্নয়নকল্পে পরিবারে সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা।

গ. দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে জাতীয় উৎপাদনে সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ. মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত ও পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রেখে পরিবার প্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে পরিবারের ভাঙন রোধ এবং পরিবার প্রধানের অসহায়ত্ব দূর করে পরিবারকে উন্নয়নের একক হিসেবে গড়ে তোলা।

ঙ. নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুপেয় পানির ব্যবহার বিষয়ে ধারণা প্রদান এবং যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ইভটিজিং, নারী ও শিশু পাচার, মাদকের অপব্যবহার রোধ এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ পরিবেশ উন্নয়নে জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করা।

চ. গ্রামবাংলার অতীত ঐতিহ্য ও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

ছ. পারিবারিক পেশা/শিল্পের পুনরুদ্ধারের সুযোগ সৃষ্টি করা।

জ. নগরমুখীতা হ্রাস করার মাধ্যমে গ্রাম ও নগরের জনসংখ্যার ভারসাম্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

ঋণ তহবিলের উৎস

ক. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তহবিল।

খ. আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের অংশবিশেষ।

গ. ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব হতে প্রাপ্ত নিট সুদ।

ঘ. অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিল।

ঋণ তহবিল বরাদ্দ/পুনঃবণ্টন

বিগত সময়ের পরিচালনার অভিজ্ঞতা, নিরীক্ষা প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও বাস্তব চাহিদা এবং দেশের দরিদ্রতা পর্যালোচনা করে সম্পদের প্রাপ্যতা তহবিল স্থিতির ভিত্তিতে উপজেলাসমূহে ঋণ তহবিল বরাদ্দ/পুনঃবণ্টন করা যাবে।

সদস্য বাছাই পদ্ধতি

ক. কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে উপকারভোগী চিহ্নিত করার জন্য প্রত্যেক সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নির্ধারিত জরিপ ফরম (ফরম নং-১) পূরণের মাধ্যমে এলাকার সকল পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জরিপ করবেন।

খ. যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এলাকা নির্বাচন ও জরিপ কাজ তত্ত্বাবধান করবেন।

গ. জরিপের পর টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে কমপক্ষে ৩টি ঘরোয়া বৈঠকের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলীসহ তাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

গ্রুপ সদস্যের যোগ্যতা

ক. সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক জরিপকৃত পরিবারের সদস্য হতে হবে।

খ. একই পরিবারের (১৮-৪৫) বছর বয়সী কর্মক্ষম বেকার ব্যক্তিগণ গ্রুপ সদস্য হতে পারবেন। তবে বিশেষক্ষেত্রে পরিবারপ্রধানের বয়স শিথিলযোগ্য।

গ. গ্রুপ সদস্য হতে হলে পরিবারের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্য ২ লক্ষ টাকার কম এবং বার্ষিক সার্বিক (গ্রস) আয় ৫০,০০০/- টাকার কম এবং আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ১ একরের কম থাকতে হবে।

ঘ. গ্রুপের সদস্য হবার ক্ষেত্রে নারীসহ স্বল্প আয়ের বিভিন্ন নিম্ন পেশাজীবীকে (যেমন– জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী ইত্যাদি) অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ঙ. ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যকে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।

চ. যদি কেউ কোনো ব্যাংক/সরকারি/বেসরকারি/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন তবে উক্ত ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সদস্য হতে পারবেন না।

ছ. এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড মেম্বার কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

জ. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

গ্রুপ

জরিপকৃত পাড়া বা মহল্লার একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী সদস্যকে সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা দিয়ে উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের জন্য গঠিত ৫জন সদস্যের প্রাথমিক সংগঠন হলো গ্রুপ।

গ্রুপ গঠনের নিয়মাবলী

ক. একই পরিবারের ৫(পাঁচ) জনকে নিয়ে গ্রুপ গঠন করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে একই পরিবারের কমপক্ষে ২(দুই) জনসহ নিকট আত্মীয় বা পাড়া প্রতিবেশীকে নিয়ে গ্রুপ গঠন করা যাবে।

খ. গ্রুপ সদস্যগণকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হতে হবে। প্রতিটি গ্রুপে ১(এক) জন গ্রুপ প্রধান থাকবে।

গ. গ্রুপ সদস্যগণ পরস্পর পরস্পরের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

ঘ. শুধু নারী সদস্য নিয়ে গ্রুপ গঠন করা যাবে।

ঙ. জরিপ কাজ সম্পন্ন করার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে গ্রুপ গঠন করতে হবে।

ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে এলাকায় ঋণ দিবে আগে ওই এলাকা জরিপ করবে। গ্রাম নির্বাচন করবে। যারা দুস্থ অবস্থায় আছে তাদের বাছাই করে জরিপ

কার্যক্রম চালাবে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, একটি গ্রামের ৭০-৮০ জনকে জরিপের আওতায় এনে তাদের নিয়ে বসে একটি তালিকা তৈরি করা হবে। তালিকা করার পর প্রাথমিকভাবে ৫ জন ৫ জন করে একটি দল তৈরি করা হলো। দল তৈরির ক্ষেত্রে যাতে একই পরিবার থেকে পাঁচজন নেওয়া যায় এতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিবারের ক্ষেত্রে বাবা-মা, ভাই-বোন ও তাদের স্ত্রী মিলিয়ে একটি গ্রুপ করা হয়। দেখা যায় অনেক পরিবারে ছেলে বিয়ের পর আলাদা হয়ে যায়। এভাবে যদি একটি পরিবারে দশজন হয়ে যায় তাহলে একই পরিবারকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দুটো গ্রুপ করে দিয়ে থাকে। আর যদি ৫ জন হয় তাহলে একটি গ্রুপই হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে গ্রুপের সদস্য করার ক্ষেত্রে যুবদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮ থেকে ৩৫। এক্ষেত্রে যিনি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ তার বয়স যদি ৪৫ এর মধ্যে হয় এবং কর্মক্ষম হন তাহলে তিনিও গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। ক্ষেত্রবিশেষে ৫০ বছর পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়। এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মসূচির চেয়ে একটু অনন্য বা আলাদা। অর্থাৎ বয়স বেশি হলেও নেওয়া যাবে, তবে শর্ত হলো তিনি যাতে ওই পরিবারের কর্মক্ষম এবং প্রধান ব্যক্তি হোন। এভাবেই ৫ জনের গ্রুপ হবে। আবার কখনো যদি এমন হয় যে, একটি পরিবারে পাঁচজন সদস্য নেই, তখন তার নিকটতম প্রতিবেশীর পরিবার থেকে সদস্য নিয়ে ৫ জনের গ্রুপ তৈরি করা হবে। এরকম ১৮ থেকে ৪৫ বা ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ৫ জন সদস্য নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি হবে। এভাবে প্রাথমিকভাবে ৪-৬টি গ্রুপ তৈরি করা হবে। গ্রুপ করার পর কমপক্ষে ৫দিনের ট্রেনিং হয়। মিটিং হয় সাতটি। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণ শেষে যে ঋণ পাবে তা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ভ্যান চালক তার ভাড়াকৃত ভ্যান চালিয়ে সারাদিন কাজ করে ভ্যানের মালিককে ১০০ টাকা দিতে হয়। কিন্তু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ গ্রহণ করলে এ চিত্র ভিন্ন হয়। যদি যুব উন্নয়ন থেকে ১২০০০ টাকার ঋণ নিয়ে একটি ভ্যান ক্রয় করে, তাহলে প্রতি সপ্তাহে ২৪০ টাকা সঞ্চয় হলে প্রায় ৪৩-৪৪ সপ্তাহের মধ্যে তিনি ভ্যানের সম্পূর্ণ মালিক হয়ে যাবেন। যেখানে প্রতিদিন ভ্যান ভাড়া থেকে তাকে ১০০ টাকা দিতে হতো সে যদি প্রতিদিন ৩০ বা ৪০ টাকা করেও সঞ্চয় করে তাহলে তার কিস্তি পরিশোধ সম্ভব। সেইসাথে যুব উন্নয়নের ঋণের টাকাও পরিশোধ হয়ে যায়। এর অর্থ হলো সে একটি সম্পদের মালিকও হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে এর নাম ছিল থানা সম্পদ, অর্থ হলো থানীয়ভাবে সম্পদ তৈরি করা হয়। মনে করা যাক, একজন বাইরে থেকে মুড়ি চিড়া কিনে এনে ব্যবসা করে, কিন্তু তাকে পুঁজি দেওয়া হলে (পরিবারের তিনজন থাকলে ৩৬ হাজার টাকা ঋণ পায়) এবং এই টাকা দিয়ে সে চাল কিনে মুড়ি তৈরি করে নিজেই বাজারে বিক্রি করলে যে লাভ হবে তা দিয়ে সে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে পারবে। দেখা যাবে বছর শেষে তার পুঁজি রয়ে গেল, লাভের টাকা সংসারের প্রয়োজনে খরচ করলো। এভাবে পুঁজি তৈরি করাই ছিল এ প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য।

এই কার্যক্রমকে ক্রেডিট না বলে বলা হয় 'মাইক্রো ফিন্যান্স'। মাইক্রো ক্রেডিট ও মাইক্রো ফিন্যান্সের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মাইক্রো ক্রেডিট হলো টাকা প্রধান, গ্রহণ ও লাভ নেওয়া হয়। আর মাইক্রো ফিন্যান্স হলো এর মাধ্যমে আরও উন্নয়ন সাধিত হওয়া। বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি সপ্তাহে একটি সাপ্তাহিক মিটিং হয়। সেখানে কিস্তি নেওয়া হয়। এছাড়া মাসিক একটি মিটিংও হয় যেখানে নানা পরামর্শ দেওয়া হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে। এসডিজি বাস্তবায়নের সময় স্যানিটারি ল্যাট্রিনের বিষয়টি ছিল। আগে এরকম পরিস্থিতি ছিল যে, কেউ যদি বাসায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন করে তাহলে সে ঋণ পাবে। ঋণ নেওয়ার আগে স্যানিটারি ল্যাট্রিন না থাকলেও হবে, কিন্তু ঋণ নেওয়ার পর অবশ্যই থাকতে হবে। এটি বাধ্যতামূলক ছিল, আমাদের কর্মকর্তারা এ সম্পর্কে তথ্য নিতেন।

আরেকটি দিক হলো সন্তানদের স্কুলে দেওয়া। যেহেতু সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক করেছে সেহেতু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কেন্দ্রের সদস্য হতে হলে বাধ্যতামূলকভাবে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে হয়। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ যুব উন্নয়নের কর্মসূচির একটি অংশ। বর্ষাকালে প্রত্যেক সদস্যকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়– কোথাও তিনটি, কোথাও ৫টি গাছ লাগানোর বাধ্যবাধকতা থাকে। শুধু তাই নয়, ডিসেম্বর মাসেও গাছটি জীবিত আছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। এই কর্মসূচি সফল হওয়ার পেছনে এরকম আরও সমাজ সচেতনামূলক কর্মসূচি আছে। যেমন– জঙ্গীবাদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মাদকের ব্যবহার রোধ-সহ এ সমস্যা সোশাল ইস্যু নিয়ে কাজ করেছে। ফলে এটি শুধু ঋণ কার্যক্রমই ছিল না, ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওই সমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠু করা ছিল এর উদ্দেশ্য এবং টার্গেট।

প্রশিক্ষণে একসময় সব মানুষকে মাটিতে বসতে হতো, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চট কিনে দিয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-সহ সকলেই মাটিতে বসতো। এখন অবশ্য চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা হয়েছে কেন্দ্রগুলোতে। এই কার্যক্রমে ঋণগ্রহীতাদের সাথে যুব উন্নয়নের প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। এর কারণ, ঋণ হলো কিস্তিকেন্দ্রীক। প্রতি সপ্তাহে তার কাছে পৌঁছাতে হয়। এরকম বারবার দেখা হওয়ার কারণে মানুষের সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক তৈরি হয়। এই ঋণের আদায়ের হার অনেক বেশি। আগে এটি ছিল ১০০ শতাংশ। অর্থাৎ কোনো ঋণ খেলাপি নেই, পরে ৯৯, ৯৮ এবং এখনো ৯৬ শতাংশ হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সাধারণত নিম্নবিত্তদের ঋণ প্রদান করে থাকে। এর অর্থ এটি না যে, সরাসরি রাস্তাঘাটে ঋণ বিতরণ করে। সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণ নির্বাচনের জন্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সে এলাকার মসজিদের ইমাম, স্কুল শিক্ষক বা মাতবর শ্রেণির মানুষকে ইনিশিয়াল তথ্য নেওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে। কাজের কারণে যদি কারো আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটে তাহলে উক্ত কর্মসূচি সম্পর্কে এমনিতেই প্রচার হয়ে যায়।

বর্তমানে সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেকটি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, কেন্দ্র গঠন করার জন্য আগে ম্যাপিং করতে হবে। তার

উপজেলাতে কতটি গ্রাম রয়েছে, কোন কোন গ্রাম কী ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার উপযুক্ত হয়েছে, সেই তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি ম্যাপিং করবে। এই ম্যাপিং ধরে ধরে তিনি এগিয়ে যাবেন– কোন কোন গ্রামে কোন কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে সেখানে। এই কর্মসূচি এক এক গ্রামে এক এক সময় হবে। এক বছর এক গ্রামে, পরের বছর আরেক গ্রামে হবে। এভাবে আস্তে আস্তে কর্মসূচি চলতে থাকে। নিজস্ব পদ্ধতিতেই কাজটি করা হয়। আলাদা করে প্রচারের দরকার হয় না। তবে এক সময় এটির একটি বড়ো প্রচার ছিল। যে এলাকাতে কেন্দ্র করা হতো ওই এলাকাতে একটি সাইনবোর্ড থাকত, যেখানে লেখা থাকত এলাকাতে এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন হয়েছে এবং সাইনবোর্ড রাখা হতো দৃশ্যমান কোনো জায়গায়। যাতে মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় দেখতে পায়। এটি লিফলেট না হলেও লিফলেটের মতোই প্রচারে ভূমিকা রেখেছিল।

অনেক সময় দেখা যায় অল্পবয়সি মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় তখন কেন্দ্রের সদস্য খবর দিলে ইউএনও পুলিশসহ যেয়ে সেখানে বাল্যবিবাহ রোধ করে। বহুবিবাহ এভাবে রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের মাধ্যমে শুধু আর্থিক নয়, সামাজিক ও পারিবারিক উন্নয়নও ঘটে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো– বেকার যুবক জনগোষ্ঠীকে সজ্ঞবদ্ধ করে স্বীয় পরিবেশে স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্থানীয় সম্পদের ব্যাপক আহরণ এবং ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে আয় উপার্জন বৃদ্ধি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ দেওয়া।

গ্রাম নির্বাচন

প্রধান কার্যালয় হতে বছরের জন্য নির্ধারিত কেন্দ্র গঠনের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে সুবিধাভোগী বাছাইয়ের জন্য গ্রাম নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি উপজেলার সমুদয় গ্রামের নাম ও সংখ্যা পূর্ব থেকেই তালিকভুক্ত করে প্রাথমিকভাবে একটি গ্রামকে নির্বাচিত করে সে গ্রামে কেন্দ্র গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে উপজেলার প্রতিটি গ্রামকে কর্মসূচির আওতাভুক্ত করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই প্রাথমিকভাবে একটি গ্রামে উপর্যুপরি একাধিক কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। উপজেলার প্রতিটি গ্রামে ১টি করে কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য গ্রামে (পর্যায়ক্রমে) ১ম, ২য়, ৩য় ... কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

উপজেলার গ্রাম (কর্ম এলাকা) চিহ্নিত করার সময় অবশ্যই পৌরসভার তিন কিলোএটির এবং গ্রোথ সেন্টারের (হাট, বাজার/জনসমাবেশের স্থান) ন্যূনতম দুই কিলোএটিরের বাইরের অপেক্ষাকৃত কম উন্নত গ্রামকে বাছাই করতে হবে।

ঋণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত পেশা

গ্রুপ স্বীকৃতির সাথে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বা উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পেশা/ট্রেড বা ব্যবসার জন্য গ্রুপ সদস্যবৃন্দ ঋণ পাবেন।

ক্রঃ নং	ট্রেডের নাম	ক্রঃ নং	ট্রেডের নাম	ক্রঃ নং	ট্রেডের নাম
১	গবাদি পশু পালন	১৭	মৃৎ শিল্পের কাজ	২৯	রিকশা/ভ্যান মেরামত, রিকশা/ভ্যান ক্রয় ও চালনা
২	ছাগল পালন	১৮	কামরের কাজ		
৩	গরু মোটা তাজাকরণ	১৯	কামারের কাজ	৩০	স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরি ও বিপণন
৪	হাঁস-মুরগি পালন	২০	ফটোস্ট্যাটের ব্যবসা		
৫	মৎস্য চাষ	২১	চিড়া/মুড়ি/চানাচুর ভাজা	৩১	রেডিও, টিভি মেরামত ও যন্ত্রপাতি ক্রয়
৬	উল নিটিং	২২	ফোন-ফ্যাক্স এর ব্যবসা		
৭	সূচীকর্ম	২৩	কাপেন্ট্রি/কাঠের কাজ	৩২	রেফ্রিজারেশন এবং এয়ারকন্ডিশনিং সামগ্রী মেরামত ও মেরামত সামগ্রী ক্রয়
৮	মৌ চাষ	২৪	তাঁত শিল্প		
৯	মৌসুমী শাকসবজি চাষ	২৫	সেলুন, লন্ড্রির ব্যবসা		
১০	পোশাক তৈরি	২৬	ক্ষুদ্র কৃষি খামার		
১১	ব্লক বাটিকের কাজ	২৭	ইলেকট্রিক্যাল এবং হাউজ ওয়্যারিংয়ের যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামত	৩৩	সাপ্তাহিক/ দৈনিক হাটবাজারে মনিহারী/ মুদি/সবজি ক্রয় বিক্রয়
১২	ধান, চাউলের ব্যবসা				
১৩	নার্সারি/বনায়ন সৃজন				
১৪	কুটির শিল্প/হস্তশিল্প				

ঋণের পরিমাণ ও দফা

১ম দফায় একজন পারিবারিক গ্রুপ সদস্যকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা প্রদান করা যাবে। **১ম** দফায় গৃহীত ঋণ যথাযথ পরিশোধকারী এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের শর্তে জরীপ ফরম হতে নিরূপিত হবে) সফল সদস্যগণকে দ্বিতীয় দফায় সর্বোচ্চ ৪০,০০০/-টাকা।

ঋণ বিতরণ

ক. কোনো কেন্দ্রে ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়ায় ঋণ বিতরণের কমপক্ষে ৫ দিন পূর্বে সার্ভিসিং ব্যাংক-কে বিতরণের বিষয় অবহিত করে পত্র প্রদানসহ অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের মাধ্যমে বিতরণযোগ্য অর্থ বিতরণের তারিখে চলতি হিসাবে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

খ. উপজেলার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে উপ-পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ঋণের খতিয়ান (ফরম নং-৪) অনুযায়ী অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর/ক্যাশিয়ার/সিনিয়র সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মাস্টার রেজিস্টারে তথ্যাদি লিখবেন এবং মঞ্জুরকৃত ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেক ঋণীর 'জন্য পৃথক অর্ডার চেক প্রস্তুত করবেন। শর্ত থাকে যে, চেক স্বাক্ষরের পূর্বেই মঞ্জুরীকৃত ঋণের ৫% গ্রুপ সঞ্চয় সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা হতে হবে, নতুবা চেক লিখা বা স্বাক্ষর করা যাবে না। প্রতিটি চেকে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর/ক্যাশিয়ার/সিনিয়র সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা যৌথ স্বাক্ষর করবেন এবং নির্ধারিত তারিখে সদস্যদের প্রত্যেকের উপস্থিতিতে যার যার ঋণের চেক তাকেই উপজেলা কার্যালয়/ কেন্দ্র হতে প্রদান করতে হবে। চেক বিতরণের সময় সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নিশ্চিত হবেন যেন গ্রুপের চেক(৫টি চেক) প্রতিটি গ্রুপ সদস্য ব্যতীত একত্রে গ্রুপ প্রধান এবং কেন্দ্রের (৫০টি) চেক প্রতিজন গ্রুপ সদস্য ব্যতীত একত্রে কেন্দ্র প্রধান/সচিবের নিকট কোনোভাবেই চলে না যায়। বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রুপের/কেন্দ্রের সমুদয় চেক একজন বা দুইজনের কাছে প্রদানের সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার উপর সমভাবে বর্তাবে।

গ. বিতরণকৃত ঋণের তালিকা নির্ধারিত ফরমে (ফরম নং-৪) যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা উপজেলা কার্যালয় থেকে ব্যাংকে পাঠাবেন। ব্যাংক তালিকা ও চেকের স্বাক্ষর পরীক্ষা করে ঋণের অর্থ বিতরণ করবে। অর্থ বিতরণের পর ব্যাংক থেকে **১৫**দিনের মধ্যে বিতরণকৃত তালিকার কপি উপজেলা কার্যালয় সংগ্রহ করবে। উপজেলা কার্যালয় ব্যাংক থেকে সংগৃহীত তালিকার সাথে তার অফিসে সংরক্ষিত কপি মিলিয়ে এক কপি জেলা কার্যালয়ে পাঠাবে।

ঘ. ঋণ বিতরণের তারিখে সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ব্যাংকে উপস্থিত থেকে ঋণীদের শনাক্তসহ ঋণের টাকা গ্রহণে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

ঙ. সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ঋণ বিতরণ খতিয়ান মোতাবেক স্ব-স্ব এলাকার সদস্যদের ঋণের পাশবহি লিপিবদ্ধ করবেন এবং ঋণ বিতরণ, আদায় লেজার ও অন্যান্য রেজিস্টারে পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান লিপিবদ্ধ করে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর নিবেন।

দফা অতিক্রম/পুনরায় ঋণ বিতরণ পদ্ধতি

১. একটি কেন্দ্রের সদস্যগণকে নিম্নোক্ত শর্তে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বার/দফায় ঋণ প্রদানের সুযোগ থাকবে।

২. প্রতিটি চলমান কেন্দ্র ৪৮ সপ্তাহে উপনীত হলে সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক জরিপ ফরমে (কেন্দ্র শুরুর পূর্বে যে ফরম পূরণ করা হয়েছিল সেটিতে) বছরভিত্তিক সংরক্ষিত ছক ব্যবহার করে পুনরায় জরিপ করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পরিমাপ করতে হবে। জরিপকালে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ক্রেডিট সুপারভাইজারের জরিপ কাজ সরেজমিনে যাচাই করবেন যাতে করে কোনো অলীক তথ্য প্রতিফলিত না হয়। দফা অতিক্রম প্রস্তাবকালে নথিতে এবং অনুমোদন প্রস্তাবে জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্যের সারসংক্ষেপ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন উল্লেখ থাকতে হবে যাতে করে দফা অতিক্রমের যৌক্তিকতা নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ একটি দফায় প্রদত্ত ঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হলেই কেবল পরবর্তী দফায় ঋণ প্রদানের যোগ্য বিবেচিত হবে, নচেৎ নয়।
৩. সাধারণভাবে পূর্ব দফায় বিতরণকৃত সমুদয় ঋণ ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারিত সময়ে এবং নীতি মাফিক পরিশোধকারী কেন্দ্রের সদস্যগণকে সিলিং বৃদ্ধিসহ পুনরায় পরবর্তী দফায় ঋণ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ কোনো খেলাপী কেন্দ্রকে পরবর্তী দফায় উন্নীত করার/ ঋণ প্রদানের সুযোগ থাকবে না।
৪. সকল ক্ষেত্রে একটি ঋণ সম্পূর্ণ (সার্ভিস চার্জসহ) পরিশোধের পরই কেবল অপর একটি ঋণ (দফা অতিক্রম) দেওয়া যাবে। যে সকল কেন্দ্র হতে ধারাবাহিকভাবে ০৩ (তিন) সপ্তাহ কিস্তি আদায় হবে না অর্থাৎ পরপর ০৩ (তিন) সপ্তাহ কিস্তি খেলাপী হবে সে কেন্দ্রকে পরবর্তী দফায় উন্নীত করা যাবে না।
৫. কোনো কেন্দ্রের ৯০% সদস্য তাদের ঋণ ও সার্ভিস চার্জ যথারীতি পরিশোধ করলে বকেয়া/খেলাপী সদস্যদের ব্যতীত পরিশোধকারী সদস্যদের নতুন ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে তারা দলীয় খেলাপী অংশের হারাহারির দায় পরিশোধে বাধ্য থাকবেন।

পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি থেকে এ পর্যন্ত ৬,৫৮,২৪৯ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ঋণের পরিমাণ ৮১৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। ঋণগ্রহীতাদের শতকরা ৯৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে স্বনির্ভর হয়েছেন এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে।

খ. আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ জনবহুল এবং অপার সম্ভাবনাময় একটি দেশ। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার ও জনগণের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে দেশটি অনুন্নত দেশ থেকে দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়। এদেশে রয়েছে সম্ভাবনাময় বিশাল যুব জনগোষ্ঠি, যা সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু এ গোষ্ঠির একটি বড়ো অংশ কাজের

সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকায় দরিদ্রতার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। যেহেতু দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি সম্ভব নয়, সেহেতু যুবদের কাজে নিয়োজিত থেকে বিকল্প কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানই উত্তম পন্থা। আত্মকর্মসংস্থান সৃজন মোটেই সহজ কাজ নয়। এজন্য প্রয়োজন দক্ষতা, ঝুঁকিগ্রহণ, পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং পুঁজি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেকার যুবদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। প্রশিক্ষিত যুবরা যাতে আত্মকর্মসংস্থান সৃজনমূলক প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে সহজে পুঁজি পেতে পারে সেজন্য অধিদপ্তর নিজস্ব প্রক্রিয়ায় দেশের সকল উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের মাধ্যমে সহজশর্তে ঋণ সহায়তা বা পুঁজি প্রদান করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ ও পুঁজিপ্রাপ্ত যুবগণের মধ্যে প্রায় ৯৫ ভাগই আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প সৃজনের মাধ্যমে নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হয়েছেন তেমনি দেশের অব্যাহত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান (পণ্য ও সেবা উৎপাদন এবং সরবরাহ করে) রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১. দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বেকার যুবদের অধিক হারে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।
২. পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বেকার যুবদের ক্ষমতায়িত করা।
৩. যুবসমাজের ক্রমবর্ধমান কাজের চাহিদার বিপরীতে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণে সহজ শর্তে পুঁজি সরবরাহ করা।
৪. আত্মকর্মসংস্থানমূলক (আয়সঞ্চারণমূলক) কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে কৃষি, সেবা ও কারিগরি খাতে বিনিয়োগ নিয়ে বেকার যুবদের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মোচন করা।
৫. আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি ও সেবা খাতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা।

ঋণ/পুঁজি প্রাপ্তির শর্তাবলী

১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যেকোনো ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব এ সুবিধার আওতায় আসবেন।
২. পুঁজি প্রত্যাশীকে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কাজ নিজ অর্থায়নে অবশ্যই শুরু করতে হবে, অর্থাৎ প্রকল্প পরিকল্পনার ন্যূনতম ২০% কাজ নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগে সম্পাদন করতে হবে।
৩. প্রকল্পটি প্রশিক্ষণ ট্রেড সংশ্লিষ্ট থেকে হবে।
৪. প্রশিক্ষণের ৫ বছরের মধ্যে ঋণ আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে।
৫. অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ঋণীগণ সে প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিবেচ্য ঋণ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন না।
৬. ঋণ প্রত্যাশীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট উপজেলার বাসিন্দা থেকে হবে।

৭. ঋণ/পুঁজি প্রত্যাশীর পক্ষে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন একজন তৃতীয় পক্ষ নিশ্চয়তাকারী প্রয়োজন হবে।

নিশ্চয়তাকারীর যোগ্যতা

ক. ঋণীর আত্মীয়তার অধঃক্রমে যে কেউ অথবা বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশিদের মধ্য থেকেও নিশ্চয়তাকারী থেকে পারেন তবে, তাকে-

ক.১. ঋণের নিশ্চয়তার সমর্থনে প্রত্যাশিত ঋণের দ্বিগুণ মূল্যমানের সমপরিমাণ (রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত সংশ্লিষ্ট মৌজার চলতি বছরের মূল্যের ভিত্তিতে) স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা সমর্থিত মূল দলিল, পর্চা ও হালনাগাদ খাজনা ও দাখিলা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ারিশকায়েম সনদ একযোগে জমা প্রদানে সামর্থ্যবান থেকে হবে।

ক.২. ঋণ গ্রহীতার গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত তদারকি নিশ্চিতকরণসহ কোনো কারণে ঋণী যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ঋণীর পক্ষে যাবতীয় ঋণের অর্থ পরিশোধ করবেন মর্মে বৈধ চুক্তির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত (বর্তমানে ৩০০/-) মূল্যমানের ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করতে হবে।

খ. অথবা পুঁজি প্রত্যাশীর পিতা/মাতা/নিকট আত্মীয় যদি চাকরিজীবী হন (সরকারের রাজস্বপদে কিংবা এমপিওভুক্ত স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসায় কর্মরত স্থায়ী শিক্ষক যাদের নিজের এমপিওভুক্তি রয়েছে, ব্যাংক, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী) তারাও নিশ্চয়তাকারী থেকে পারবেন (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণে ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী বাদে)। এ ধরনের নিশ্চয়তাকারীর ক্ষেত্রে তিনি নির্ধারিত ফরমেটে তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে ঋণ প্রত্যাশীর জন্য নিশ্চয়তাকারী হবেন। নিশ্চয়তাকারী গেজেটেড কর্মকর্তা হলে তিনি নিজেই বৈধচুক্তির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত (বর্তমানে ৩০০/-) মূল্যমানের ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত ফরমেটে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প তদারকিসহ ঋণ পরিশোধের অংগীকারনামা প্রদানপূর্বক চুক্তিনামা স্বাক্ষর করবেন।

গ. আবেদনকারীর নিজের প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি থাকলে এবং সে সম্পর্কিত কাগজপত্র জমা দিতে সমর্থ হলে, তার জন্য স্থায়ী সম্পদের কাগজপত্র জমা দিতে পারে এমন জামিনদার অথবা চাকরিজীবী জামিনদারের প্রয়োজন নাই। তবে ঋণ গ্রহীতার অভিভাবকদের পক্ষ থেকে যে কেউ একজন ঋণী কর্তৃক প্রদত্ত বৈধ চুক্তির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত (বর্তমানে ৩০০/-) টাকা মূল্যমানের স্ট্যাম্পে নিশ্চয়তাকারী হিসাবে প্রকল্প তদারকিসহ ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার প্রদান করবেন।

নিশ্চয়তাকারীর অযোগ্যতা

ক. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ (স্থায়ী ও অস্থায়ী) ঋণের নিশ্চয়তাকারী হিসাবে অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

খ. একই ব্যক্তি একাধিক ঋণীর নিশ্চয়তাকারী হিসেবে অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

গ. মঞ্জুরীকৃত ঋণের চেক গ্রহণের পূর্বে মঞ্জুরীকৃত অর্থের ৫% সমপরিমাণ টাকা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে জমা প্রদানে সামর্থ্যবান থেকে হবে।

ঋণ/পুঁজি প্রত্যাশীর করণীয়

ঋণ গ্রহণে শর্তাদি পূরণে সক্ষম ঋণ প্রত্যাশী যুবগণ স্ব-স্ব উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বরাবরে নির্ধারিত ফরমে (নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, প্রশিক্ষণের বিষয়, আবেদনকালীন প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ও সম্পদের বিবরণ, কাঙ্ক্ষিত ঋণের পরিমাণ, নিশ্চয়তাকারীর নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক, মোবাইল নং ইত্যাদি উল্লেখ করে) দরখাস্ত করবেন।

দরখাস্ত জমাকালীন অফিস থেকে নির্ধারিত তারিখে দরখাস্তকারীকে তার আবেদনের অগ্রগতি বিষয়ে খবর নিতে বলা হবে; সে কারণে তাকে অফিসের ফোন নম্বর এবং যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার সেলফোন নম্বর দেওয়া হবে।

নির্ধারিত তারিখে আবেদনকারী অফিস থেকে খবর নিয়ে নিশ্চিত হবেন যে, তিনি ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত/উপযুক্ত নন। যদি তিনি ঋণ প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হন তবে তিনি নগদ ২০/- টাকা বাবদ জমা দিয়ে ঋণ আবেদন ফরম ফরমে বর্ণিত তথ্যাদি যথাযথভাবে পূরণ ও চাহিত কাগজপত্র সংযুক্ত করে উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসে জমা দেবেন (দুই সেট)। অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dyd.gov.bd থেকে আবেদন ফরম ডাউনলোড করা যাবে। এক্ষেত্রে আবেদন ফরম জমা দেওয়ার সময় ২০/-টাকা নগদ জমা দিতে হবে।

ঋণ তহবিলের উৎস

১. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তহবিল।
২. আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের অংশবিশেষ।
৩. ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব থেকে প্রাপ্ত নিট সুদ।
৪. অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিল।

ঋণ তহবিল বরাদ্দ/পুনঃবিতরণ

ঋণ তহবিলের অর্থ সকল উপজেলায় জনসংখ্যা অনুপাতে বণ্টন করা হবে। অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে চাহিদা এবং অনগ্রসরতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। ঋণ তহবিলের আদায়কৃত অর্থ (আসল ও সার্ভিস চার্জের অংশবিশেষ) ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে পুণঃবিতরণ করা যাবে।

মূল আবেদনের সাথে জমাযোগ্য কাগজপত্রের বিবরণ

ক. আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা পাশপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ৩ কপি ছবি। জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি/নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি/জন্মনিবন্ধন সনদের কপি। প্রশিক্ষণের মূল সনদপত্র।

খ. নিশ্চয়তাকারীর ২ কপি সত্যায়িত ছবি।

গ. নিশ্চয়তাকারীর নিশ্চয়তার সমর্থনে স্থাবর সম্পত্তির দলিল, পর্চা, হালনাগাদ দাখিলা ও খাজনা রশিদ ইত্যাদির মূলকপি। যদি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হয় তবে দলিলের পরিবর্তে এস, এ পর্চা/আরএস পর্চা/প্রিন্ট পর্চার মূল কপি ও বণ্টননামা (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) জমা দিতে হবে।

ঘ. প্রকল্পের স্থান যদি ইজারাকৃত হয় (বিশেষ করে মৎস প্রকল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) তবে ইজারা দলিলের মূলকপি এবং ইজারার মেয়াদ ন্যূনপক্ষে ৩ বছর থেকে হবে।

ঙ. যে প্রকল্পের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হবে সে প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ প্রকল্পের সম্ভাব্য বিনিয়োগ, আয় ও ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রস্তাব এবং মূল আবেদন ফরম ও আবেদনের সাথে নির্দেশিত সকল মূল কাগজপত্র (১ম সেটে) এবং ২য় সেটে সকল কাগজের সত্যায়িত ফটোকপি যুক্ত করে ২ সেট আবেদন জমা দিতে হবে।

আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এবং ঋণ প্রস্তাব প্রস্তুত ও মঞ্জুরী কমিটিতে পেশ

ক. সাধারণভাবে উপজেলাসমূহে প্রাপ্ত (নির্ধারিত ফরমে মূল আবেদন) আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই করে (তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই এবং সংযুক্ত কাগজপত্র যাচাই ও কাগজপত্রের তথ্যের সাথে ফরমের তথ্যের মিল অমিল যাচাই) ঋণ অনুমোদন ছক পূরণপূর্বক ঋণ প্রস্তাব প্রস্তুত করে উপজেলা/ জেলা ঋণ কমিটি বরাবরে উপস্থাপন করতে হবে।

খ. সাধারণভাবে প্রতিটি জেলা/উপজেলায় প্রতিমাসের ২০-২৫ তারিখের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে ন্যূনতম একটি ঋণ মঞ্জুরী কমিটির সভা আহবান করতে হবে।

গ. ঋণ কমিটি প্রস্তাবিত ঋণের মধ্যে অনুমোদনযোগ্য ঋণ অনুমোদন করবে এবং বাতিলযোগ্য ঋণ প্রস্তাব কারণ উল্লেখপূর্বক বাতিল করবে। পক্ষান্তরে ত্রুটিপূর্ণ কাগজপত্র বা অন্য কোনো কারণে যদি ঋণ অনুমোদনযোগ্য না হয়, সেক্ষেত্রে সভার কার্যবিবরণীতে কারণ উল্লেখপূর্বক সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ. উপজেলা ঋণ মঞ্জুরী কমিটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদনের পর অনুমোদন ছকের একটি কপি জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবে এবং অপর কপিটি আবেদনপত্রসহ উপজেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঙ. উভয় (জেলা ও উপজেলা) ঋণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মাসের ২৭ তারিখের মধ্যে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ ও উপজেলাসমূহে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। উপজেলাকে স্ব-স্ব উপজেলার জন্য মঞ্জুরীকৃত ঋণের চেক পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া

১. ঋণগ্রহীতাকে ঋণের চেক গ্রহণের পূর্বে মঞ্জুরীকৃত ঋণের শতকরা ৫% টাকা এককালীন সঞ্চয় হিসেবে অগ্রিম পাশবইতে লিপিবদ্ধ করে উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২. মঞ্জুরীকৃত ঋণের সমুদয় অর্থ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর/ক্যাশিয়ার/সিনিয়র সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা (উপজেলার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে উপ-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত) যৌথ স্বাক্ষরে ক্রস চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

৩. এছাড়া চেক প্রদানের পূর্বে প্রত্যেকটি ঋণের বিবরণ ‘ঋণ বিতরণ ও আদায় সম্পর্কিত মাস্টার রেজিস্টারে’ লিপিবদ্ধ করে ওই রেজিস্ট্রারে ঋণগ্রহীতা, সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে স্বাক্ষর করতে হবে।

৪. প্রতিটি আবেদনপত্রের উপর একটি ক্রমিক নম্বর দিতে হবে। অতঃপর ঋণ বিতরণের সময় প্রত্যেক ঋণীর জন্য একটি ঋণী নম্বর প্রদান করতে হবে, যা ঋণ বিতরণ ও আদায় রেজিস্টারসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। ঋণী নম্বর প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডের ক্ষেত্রে “প্রা” অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডের ক্ষেত্রে “অপ্রা” এবং যুব সমিতির ক্ষেত্রে যুঃসঃ শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।

৫. ঋণের চেক বিতরণ ছক/রেজিস্টারে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রাজস্ব টিকেটের উপর ঋণগ্রহীতার স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। প্রতিটি চেক প্রদানের প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত দলিলাদি (ক্যাশবই ও ঋণ বিতরণ আদায় রেজিস্টার) হালনাগাদ করতে হবে। অনুমোদিত আবেদনপত্রে ধারাবাহিকভাবে ঋণী নম্বর লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৬. ঋণীকে চেক প্রদানকালে একটি পাশবই তার নামে ইস্যুকৃত তাতে ঋণীর নিকট থেকে অগ্রীম গৃহীত ৫% এর পরিমাণ এন্ট্রি করে দিতে হবে। পাশবই প্রদানপূর্বক ঋণ বিতরণ করা বাধ্যতামূলক। পাশবই ব্যতিরেকে কোনো ঋণ প্রদান করা যাবে না। যদি কেন্দ্রিয়ভাবে পাশবই সরবরাহ না থাকে তাহলে স্থানীয়ভাবে তৈরি করে পাশবই সরবরাহ করতে হবে।

৭. প্রতিদফা ঋণের জন্য নতুন পাশবই ইস্যু করতে হবে, তবে পূর্বেরটি সংশ্লিষ্ট ঋণীর নথিতে সংরক্ষণ রাখা বাধ্যতামূলক।

ঋণের পরিমাণ

ক. ট্রেডভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী (প্রাতিষ্ঠানিক) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ঋণগ্রহীতাকে ১ম দফায় সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০/-টাকা এবং ২য় দফায় সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/-টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে।

খ. ট্রেডভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী (অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ঋণগ্রহীতাকে ১ম দফায় সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/-টাকা এবং ২য় দফায় সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০/-টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে।

ঋণের দফা

একজন ঋণগ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বার (দফা) ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে, শর্ত থাকে যে-যে সকল ঋণগ্রহীতা চলতিবার/দফায় গৃহীত ঋণ নির্দিষ্ট প্রকল্পে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করে প্রকল্প বাস্তবায়নপূর্বক সর্বোচ্চ তিনটি পর্যন্ত কিস্তি খেলাপী করে ঋণের কিস্তি ও সার্ভিস চার্জ পরিশোধের সিডিউল মাফিক পরিশোধ করবেন।

আত্মকর্মসংস্থান ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থেকে হবে (একক/সমিতি উভয় প্রকার ঋণের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রযোজ্য)।

খ. প্রকল্পটি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে (পরিদর্শনে) যোগ্য থেকে হবে।

গ. প্রস্তাবিত প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে।

ঘ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রেড সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. প্রশিক্ষণ শেষে ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে ঋণের আবেদন করতে হবে। তবে যারা নিজস্ব বিনিয়োগ/অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ঋণে প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন তাদের ক্ষেত্রে আবেদনের মেয়াদ শিথিলযোগ্য।

চ. আবেদনকারী অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তা সমুদয় পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার ঋণের আবেদন বিবেচিত হবে না।

ছ. গৃহীত প্রকল্পের ২০% কাজ নিজের অর্থে সম্পন্ন করতে হবে।

ঋণ আবেদনপত্র, প্রকল্প দাখিল ও পরিদর্শন এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ

ক. ঋণ গ্রহণে আগ্রহী যুব/যুবসমিতি সাদাকাগজে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করবেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ আবেদনকারীকে তার কার্যক্রম পরিদর্শনের দিন ও তারিখ ধার্য করে জানিয়ে দিবেন। তিনি ধার্যকৃত তারিখে একজন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে আবেদনকারীর প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক ওইদিন বা পরের দিন মতামতসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করবেন। সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৭(সাত) দিনের মধ্যে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পুনরায় প্রকল্পটি পরিদর্শন করবেন। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আবেদনকারীর অনুকূলে হলে উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস আবেদনকারীকে ১(এক) সেট আবেদন ফরম নগদ ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যে (অফেরৎ যোগ্য) সরবরাহ করবে। আবেদন ফরম বিক্রির অর্থ উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চালানের মাধ্যমে নন-টেক্স রেভিনিউ খাতে বিবিধ-১-৩৬৪০-০০০০-২৬৮১ এ-চালানের মাধ্যমে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর জমা প্রদান করবেন। ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয়

ফরম প্রধান কার্যালয় থেকে সরবরাহ করা হবে। আবেদনকারী ঋণ আবেদনপত্র পূরণপূর্বক উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে দাখিল করবেন।

খ. আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা পাশপোর্ট সাইজের ৩ কপি সত্যায়িত ছবি, চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কমিশনারের কাছ থেকে নাগরিকত্বের সনদপত্র, আবেদনকারী যে ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তার মূল সনদপত্র, তার কোনো ব্যাংক একাউন্ট থাকলে সে একাউন্ট নম্বর, ঋণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির মালিকানা সমর্থনে জমির মূল দলিল/দলিলের সার্টিফাইড কপি/হালনাগাদ পর্চা ও দাখিলা জমা দিতে হবে। আবেদনকারী বা তার পিতা-মাতার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি না থাকলে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইজারাকৃত জমি/ঘর/পুকুরের বৈধ চুক্তিনামার মূল কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। ইজারামেয়াদ কমপক্ষে তিন বছরের জন্য থেকে হবে। এক্ষেত্রে ইজারাকৃত জমি/ঘর/পুকুর এর মালিক ইজারা চুক্তি বাতিল করতে ইচ্ছুক হলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবেন মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করবেন। মূল প্রশিক্ষণ সনদপত্র কোনো কারণে প্রশিক্ষণার্থীর অনুকূলে সরবরাহ করা না গেলে সেক্ষেত্রে অনাবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে সাময়িক সনদপত্র প্রদান করা যাবে।

গ. আবেদনপত্রের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিবরণসহ তথ্যাদি দাখিল করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব তৈরিতে সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রয়োজনে সহকারী পরিচালক/যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ট্রেডের প্রশিক্ষক আবেদনকারীকে সহায়তা প্রদান করবেন।

ঘ. কমিটি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর সংক্রান্ত পত্র পাপ্তির ৭(সাত) দিনের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক/ প্রাতিষ্ঠানিক/ যুব সমিতির আবেদনকারী ও জামিনদার ৩০০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নমুনা ফরম অনুযায়ী অঙ্গীকারনামা উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে দাখিল করবেন।

নিশ্চয়তাকারীর যোগ্যতা

ক. ঋণ গ্রহীতার পিতা/মাতা বা নিকট আত্মীয়ের মধ্যে যে ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ/ সম্পত্তি আছে যার বর্তমান স্থানীয় বাজারমূল্য প্রস্তাবিত ঋণের কমপক্ষে দ্বিগুণ হবে।

খ. যাদের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি নেই এমন কোনো ঋণগ্রহীতার পিতা/মাতা/নিকট আত্মীয় যদি সরকারি চাকরিজীবী/ স্বায়ত্তশাসিত

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী বা এমপিওভুক্ত স্কুলের শিক্ষক হোন সেক্ষেত্রে তিনি তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণ আবেদনকারীর নিশ্চয়তাকারী থেকে পারবেন।

আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এবং ঋণপ্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুমোদন

ক. সম্ভাবতা যাচাইয়ে যোগ্য ঋণ আবেদনকারীর আবেদনপত্রটি যাচাই বাছাই করে (চাহিত তথ্যাদির সঠিকতা নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করা) ঋণ প্রস্তাব ও অনুমোদন ছক পূরণপূর্বক উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরবর্তী ৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা/থানা ঋণ কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ প্রস্তাব প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে জেলা ঋণ কমিটির সভা আহবান করে ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপজেলা/থানার ক্ষেত্রে উপজেলার/থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ প্রস্তাব প্রস্তুতির ৭(সাত)দিনের মধ্যে উপজেলা/থানার ঋণ কমিটির সভা আহবান করে ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

খ. ঋণ কমিটি প্রস্তাবিত ঋণের মধ্যে অনুমোদনযোগ্য ঋণ অনুমোদন করবেন এবং বাতিলযোগ্য ঋণ বাতিল করবেন। পক্ষান্তরে ত্রুটিপূর্ণ কাগজপত্র বা অন্য কোনো কারণে যদি অনুমোদনযোগ্য না হয়, সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

গ. উপজেলা/থানা কমিটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদনের পর অনুমোদন ছকের একটি কপি জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবেন এবং অপর কপিটি আবেদনপত্র-সহ উপজেলা/থানা কার্যালয়ে সংরক্ষণ করবেন।

আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচীতে এ পর্যন্ত ৪২০৬১৮জনকে ১৭৩৮ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ গ্রহণের পর তাদের অধিকাংশই স্বাবলম্বী হয়েছে। বর্তমানে কারো কারো মাসিক আয় এক লাখেরও বেশি। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করেছেন এবং অনেক কর্মহীন লোকের কর্মের ব্যবস্থা করেছেন। সমাজ পরিবর্তনে তারা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

গ. যুব উদ্যোক্তা ঋণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সূচনালগ্ন থেকেই দেশের অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ কর্মপ্রত্যাশী যুবদের সংগঠিত করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

কর্মপ্রত্যাশী যুবদেরকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের বিদ্যমান ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবদের প্রাথমিক পুঁজি

সরবরাহ করা হচ্ছে, ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের প্রায় অর্ধেক যুব আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত থাকতে সক্ষম হয়েছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি সফল আত্মকর্মীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সীমিত পরিসরে 'যুব উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। একজন আত্মকর্মীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তার প্রকল্পে/ব্যবসায় একাধিক যুবক/যুব নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পণ্য/সেবার উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে, যা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। প্রাথমিকভাবে দেশের বিভাগীয় জেলাসমূহে এ কার্যক্রম সীমিত আকারে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হবে। এর সফলতার ভিত্তিতে এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

লক্ষ্য

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে যারা আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করেছেন তাদের উদ্যোক্তা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে যুব উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সফল 'যুব উদ্যোক্তা'য় পরিণত করা;

খ. স্থানীয় এলাকায় অধিকসংখ্যক যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা;

গ. পণ্য/সেবা উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা;

ঘ. নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করা।

যুব উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের নিয়ামক

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী 'দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ' প্রাপ্ত যুবক/যুব নারী;

খ. ঋণ গ্রহণ নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প সৃজনে দৃশ্যমান সফলতা লাভ করেছেন;

গ. সৃজিত আত্মকর্ম প্রকল্পটির বয়স ন্যূনতম ৪ বছর হতে হবে;

ঘ. প্রকল্পের মাসিক গড় আয় ন্যূনতম ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা হতে হবে;

ঙ. প্রকল্পে ন্যূনতম ২জন কর্মী নিয়োজিত (পরিবারের সদস্য) থাকতে হবে;

চ. কোনো প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপি থাকলে তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন;

ছ. প্রশিক্ষণার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৪০(চল্লিশ) বছর পর্যন্ত বিবেচ্য হবে।

যুব উদ্যোক্তা ঋণ নামকরণ

যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সীমিত আকারে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা 'যুব উদ্যোক্তা ঋণ' হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

যুব উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির শর্তাবলি

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফল আত্মকর্মী, যার মাসিক গড় আয় ন্যূনতম ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকা;

খ. সম্প্রসারণযোগ্য প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ন্যূনতম পাঁচ লক্ষ টাকা;

গ. বিনিয়োগের অনুপাত হবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৭০% এবং উদ্যোক্তা ৩০% অর্থাৎ (৭:৩) অনুপাত। ইক্যুইটির ৩০% অর্থ ঋণ প্রাপ্তির পূর্বেই বিনিয়োগ করতে হবে। উদ্যোক্তাকে তার বিনিয়োগের অংশ উপকরণ, সরঞ্জাম ও কাঁচামাল বাবদ (জমি ও অবকাঠামো বাদে) ব্যয় করতে হবে;

ঘ. ঋণের কিস্তি পরিশোধের লক্ষ্যে তারিখ ও টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে ৩৬-৪৮টি অগ্রিম স্বাক্ষরিত চেক অফিসে জমা প্রদান করতে হবে; ৫.৫ মঞ্জুরিকৃত ঋণের ৫% অর্থ ঋণের চেক গ্রহণের পূর্বে অগ্রিম সঞ্চয় হিসেবে জমা প্রদান করতে হবে;

ঙ. ঋণের কিস্তির সাথে মাসিক ৫০০/- টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা প্রদান করতে হবে।

নিশ্চয়তাকারী

ক. উদ্যোক্তার গৃহীত ঋণ পরিশোধে একজন নিশ্চয়তাকারী থাকতে হবে। সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা স্থাবর সম্পত্তির মালিক নিশ্চয়তাকারী হতে পারবেন।

খ. ঋণ গ্রহীতা কোনো কারণে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণীর পক্ষে নিশ্চয়তাকারীকে যাবতীয় ঋণের অর্থ পরিশোধ করবেন মর্মে ৩০০/- টাকা মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করতে হবে।

গ. নিশ্চয়তাকারী স্থাবর সম্পত্তির মালিক হলে তাকে ঋণের দ্বিগুণ মূল্যমান সম্পত্তির মূল কাগজপত্র (মর্টগেজ ব্যতিরেকে) অফিসে জমা রাখতে হবে।

যুব উদ্যোক্তা ঋণের প্রস্তাবকারী

পাইলটভুক্ত জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে ঋণ প্রত্যাশী উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে :

ক. নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে;

খ. আবেদন অগ্রায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে;

গ. নিশ্চয়তাকারীর নির্ধারিত ফরমে/সাদা কাগজে প্রাথমিক সম্মতি গ্রহণ করতে হবে, যা পরবর্তীকালে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে;

ঘ. প্রশিক্ষণের মূল সনদ (দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক) আবেদনের সাথে প্রদান করতে হবে;

ঙ. আবেদনকারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পূর্বে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে ঋণ পরিশোধের প্রমাণক হিসাবে মূল পাশবহি দাখিল করতে হবে;

চ. আবেদনকারী ও নিশ্চয়তাকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি দাখিল করতে হবে;

ছ. সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিতভাবে বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব সংযুক্ত করতে হবে।

জেলা ঋণ মঞ্জুরি ও তদারকি কমিটি

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান জেলা ঋণ কমিটি ঋণ অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করবে। কমিটি প্রতি চার মাসে ন্যূনতম ১টি সভা আয়োজন করবে;

খ. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা ঋণ অনুমোদন ও পর্যালোচনা কমিটি ঋণ অনুমোদন ও সুপারিশ করে প্রস্তাবনা জেলা ঋণ কমিটির নিকট প্রেরণ করবে;

গ. ঋণ প্রস্তাবে বর্ণিত ইক্যুইটির ৩০% বিনিয়োগ পরিকল্পনার যথার্থতা পরিদর্শনকারী কর্তৃক যাচাই করতে হবে।

যুব উদ্যোক্তা ঋণ তহবিলের উৎস

১. অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পরিচালিত বিদ্যমান ঋণ কার্যক্রমের তহবিল থেকে জেলায় উপপরিচালকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ;

২. আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের অংশবিশেষ;

৩. ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব থেকে প্রাপ্ত নিট সুদ; অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিল।

ঋণ বিতরণ

কর্মসূচিভুক্ত জেলার উপপরিচালক বরাবরে প্রদত্ত তহবিল নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ব্যবহৃত হবে–

১. ঋণ মঞ্জুরি কমিটি কর্তৃক ঋণ অনুমোদন হলে তা ঋণীকে অবহিত করা হবে। ইক্যুইটির অর্থ সন্তোষজনকভাবে ব্যবহার হয়েছে মর্মে সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট প্রাপ্তি এবং উপপরিচালক যাচাইয়ের পর মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণ করা যাবে;

২. ঋণ মঞ্জুরি কমিটির অনুমোদন মোতাবেক উদ্যোক্তার নামে মঞ্জুরিকৃত ঋণ ব্যাংকে স্থানান্তরের মাধ্যমে অথবা ক্রস চেকের মাধ্যমে মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হবে;

৩. প্রথম কিস্তিতে প্রদত্ত চেকের অর্থ যথাযথভাবে (প্রকল্প প্রস্তাব মাফিক বিনিয়োগ হয়েছে এবং উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে) ব্যবহার হয়েছে মর্মে ৬ষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি স্ব-স্ব উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নির্ধারিত ফরমে উপপরিচালক বরাবরে প্রতিবেদন পাঠাবেন;

৪. প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য উপপরিচালক সরেজমিনে যাচাই করে যথার্থতা নিরূপণ সাপেক্ষে ঋণের ২য় কিস্তির চেক প্রদান অথবা ব্যাংক হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করবেন;

৫. প্রতিবার চেক বিতরণের পূর্বে বিতরণযোগ্য অর্থের ৫% অগ্রিম সঞ্চয় বাবদ আদায়পূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা নিশ্চিত করতে হবে; মঞ্জুরিকৃত ঋণের চেক বিতরণের পূর্বে উদ্যোক্তার স্বাক্ষরিত ৩৬-৪৮টি চেক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমা নিতে হবে;

৬. ঋণী কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিটি চেকে কিস্তির তারিখ ও কিস্তির (আসল+সার্ভিস চার্জ+সঞ্চয়) সমপরিমাণ অর্থ উল্লেখ থাকতে হবে।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত যুব ঋণ দেওয়া হয়েছে **১২১** জনকে, টাকার পরিমাণ হলো ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪৫ হাজার। পরিবারভিত্তিক ঋণ ছোটো পরিসরে এবং আত্মকর্মসংস্থান ঋণ মাঝারি পরিসরে হলেও যুব উদ্যোক্তা ঋণ দেওয়া হচ্ছে বড়ো পরিসরে। যুব উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে অনেকেই বড়ো বড়ো উদ্যোক্তা হয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রম

■ টেবিল-১: ঋণ তহবিল সংক্রান্ত তথ্য

কর্মসূচি	মূলধন ঋণ তহবিল (লক্ষ টাকা)	প্রবৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)	মোট ঋণ তহবিল (লক্ষ টাকা)
আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি	১১৭০৪.২১	১৯৭২৯.৭৭	৩১৪৩৩.৯৮
পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি	৪৫৪৭.৯৯	৯৫৪৪.৮৬	১৪০৯২.৮৫
যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৪০০.০০	৫৩.৩৬	৪৫৩.৩৬
মোট	১৬৬৫২.২০	২৯৩২৭.৯৯	৪৫৯৮০.১৯

■ টেবিল-২: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তথ্য

বিভাগ	ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণের অগ্রগতি	হার
ঢাকা বিভাগ	৭১৯১	৭৪৩৯	১০৩%
ময়মনসিংহ বিভাগ	২৫৫১	২৯০৫	১১৪%
রাজশাহী বিভাগ	৪৮৯২	৬২৭৯	১২৮%
রংপুর বিভাগ	৪৪৮৪	৪১৫৯	৯৩%
বরিশাল বিভাগ	২৭৬৭	২৮৭১	১০৪%
খুলনা বিভাগ	৫৫১৭	৬৮২৮	১২৪%
চট্টগ্রাম বিভাগ	৬১৩৯	৬১৬৫	১০০%
সিলেট বিভাগ	১৪৬০	১৫৪৮	১০৬%
মোট =	৩৫০০০	৩৮১৯৪	১০৯%

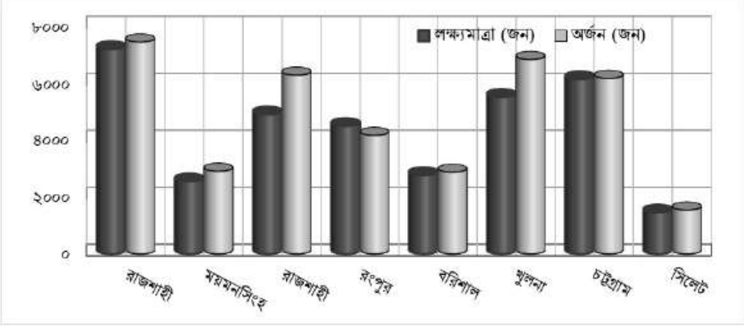

গ্রাফ-১.১: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

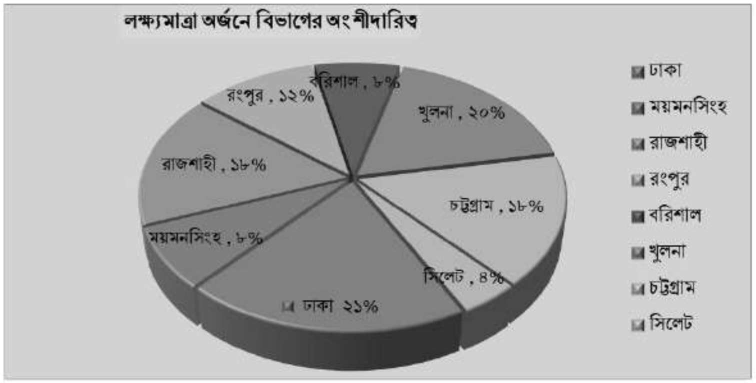

গ্রাফ-১.২ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের বিভাগওয়ারী অংশীদারিত্ব

■ টেবিল -৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মসূচিভিত্তিক ঋণ বিতরণের তথ্য

কর্মসূচি	ঋণ গ্রহিতা			বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
	যুবক	যুব-নারী	মোট	
আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি	১১৫৩৪	৯০৬৩	২০৫৯৭	১১৯০৪.৬১
পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি	৯৭৮৭	৭৬৯০	১৭৪৭৭	২৩০৪.১৯
যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৬৭	৫৩	১২০	২৫.৫০
মোট	**২১৩৮৯**	**১৬৮০৫**	**৩৮১৯৪**	**১৪২৩৪.৩০**

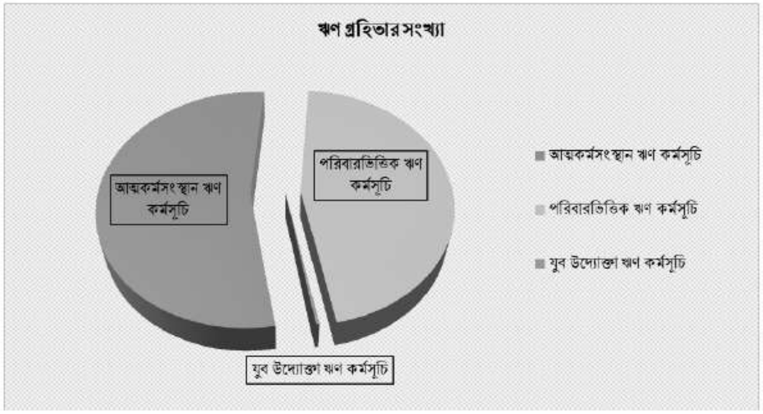

গ্রাফ-২ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মসূচিভিত্তিক ঋণ বিতরণ

■ টেবিল-৪ : ঋণ আদায়ের তথ্য (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি		পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি		যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি		সকল কর্মসূচি	
	চলমান মাস (জুন'২৪)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন'২৪)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন'২৪)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন'২৪)	ক্রমপুঞ্জিত
আদায়যোগ্য ঋণ	১০০৮.৩৪	১৫৭১২৭.২৮	১৭১.৬০	৭৯৮৯০.৩৬	৭.৩০	২৫১.৪৭	১১৮৭.২৪	২৩৭২৬৯.১১
আদায়কৃত ঋণ	৯৪০.৮০	১৪৯৮৬৮.৮৬	১৬৪.৩৫	৭৭৫২৩.১৬	৬.৩০	২২৩.২৬	১১১১.৪৫	২২৭৬১৫.২৮
আদায়ের হার	৯৩.৩০%	৯৫.৩৮%	৯৫.৭৮%	৯৭.০৪%	৮৬.৩০%	৮৮.৭৮%	৯৩.৬২%	৯৫.৯৩%

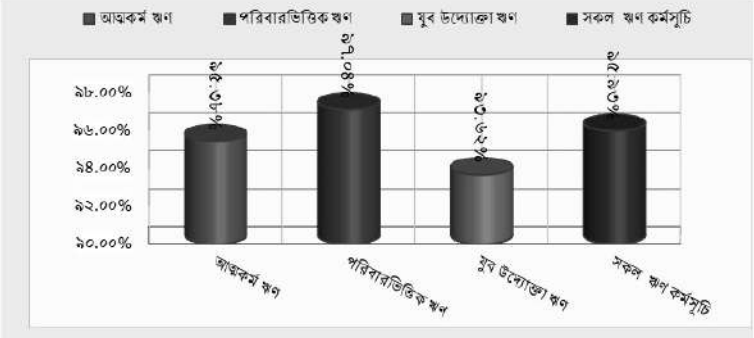

গ্রাফ-৩: কর্মসূচিওয়ারী ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার

■ ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠুভাবে উপজেলা পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়।

টেবিল- ৬. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত নিরীক্ষার সংখ্যা

সম্পাদিত নিরীক্ষার সংখ্যা	জেলার নাম	উপজেলার নাম
১৩ টি	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও
	জামালপুর	সরিষাবাড়ি
	কুড়িগ্রাম	চিলমারী, ফুলবাড়ি
	ঢাকা	নবাবগঞ্জ, ধানমন্ডি
	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও
	খুলনা	পাইকগাছা
	টাঙ্গাইল	ভূয়াপুর
	নীলফামারী	ডিমলা
	পটুয়াখালী	দশমিনা
	মুন্সীগঞ্জ	লৌহজং
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম

■ আত্মকর্মসংস্থান সৃজন : প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণোত্তর স্ব-স্ব প্রশিক্ষণ বিষয়ে কাজে নিয়োজিত করার জন্য অধিদপ্তরের

নিজস্ব ঋণ সুবিধার পাশাপাশি পরিবার হতে অর্থের সংস্থান করা, কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহায়তা প্রাপ্তিতে অব্যাহত সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রশিক্ষিত যুবগণ নিজেই নিজের কাজ তৈরির ব্যবস্থা করছে এবং পরোক্ষভাবে তার প্রকল্পে একাধিক যুবকের কর্মসংস্থান তৈরি করছে। প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

- অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন '২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মধ্যে ২৪,৩৩,৭৫৬ জন যুব আত্মকর্মীতে পরিণত করা হয়েছে।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আত্মকর্ম সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১,০০০ জন, জুন '২০২৪ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ৫১,৭৫৬ জন।

■ ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালা

প্রতিবছর বিভাগওয়ারী প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে বাস্তবায়িত ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য কর্মশালা করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী জেলার উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং জেলাধীন উপজেলার সকল উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি কর্মশালায় চলমান বছরের ঋণ বিতরণ, আদায় এবং খেলাপীভিত্তিতে ঋণ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়, ঋণ নীতিমালা যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধির

লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, ঋণ নীতিমালায় সংযোজন ও বিয়োজন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণের পন্থা নিরূপন করা হয়।

■ টেবিল -৮: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালার তথ্য

বিভাগ ও কর্মশালার ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী জেলা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ- কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর রাজবড়ী ও গোপালগঞ্জ জেলা	১২০ জন
ময়মনসিংহ বিভাগ- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জামালপুর জেলা	ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা	১৩৩ জন
রাজশাহী বিভাগ- বগুড়া অঞ্চলিক যুব কেন্দ্র, বগুড়া	রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা	৮৬ জন
রংপুর বিভাগ- আরডিআরএস, রংপুর	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা	৭৬ জন
খুলনা বিভাগ- আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও কুষ্টিয়া জেলা	৮৪ জন
বরিশাল বিভাগ- সার্কিট হাউজ, বরিশাল	বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, বরগুণা, পিরোজপুর ও ভোলা জেলা	৫৬ জন
চট্টগ্রাম বিভাগ- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজার	চট্টগ্রাম. কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেণী ও চাঁদপুর জেলা	৯৮ জন
সিলেট বিভাগ- এফআইভিডি সেন্ট্রাল ট্রেনিং সেন্টার, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	৭৯ জন

■ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রমকে অটোমোশনে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

ক. কার্যক্রমের ই-সার্ভিস

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবগণ প্রশিক্ষণোত্তর ঋণের প্রত্যাশায় উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসে একাধিকবার যাতায়াত করে অর্থ ও সময়ের অপচয় করেন। তাদের এ

ভোগান্তি দূর করার জন্য ঋণ কার্যক্রমের ই-সার্ভিস কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হয়। এছাড়াও সরকারি সেবাকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজ করার পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি দপ্তর সংস্থার উল্লেখযোগ্য সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষিত যুব অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে ঋণ সেবা বক্সে প্রবেশ করে (ফুফ.মড়া.নফ) তার নিজস্ব ডিভাইস (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এ্যানড্রয়েড মোবাইল) অথবা ইউডিসি হতে ঋণের আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীকে এ প্রক্রিয়ায় তার ঋণ পাওয়া বা না-পাওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হয়। ঋণ প্রদানের সমুদয় প্রক্রিয়া ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সম্পন্ন করে তাকে চেক গ্রহণের জন্য উপজেলা কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে একদিন মাত্র আসতে বলা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করে বিসিসি'র সার্ভারে আপলোড করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েবপোর্টালের লিংক দেওয়া হয়েছে। এ সিস্টেমে ঋণ আবেদন, ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ প্রক্রিয়া ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে সম্পন্ন করা হয় তবে ঋণের চেক ম্যানুয়ালী বিতরণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, মেহেরপুর, নড়াইল, রাজবাড়ি, বরগুণা এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সকল উপজেলায় ঋণ কার্যক্রমের ই-সর্ভিস বাস্তবায়ন করা করা হয়েছে।

খ. মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রম

ঋণ সেবাগ্রহীতাদের কিস্তি পরিশোধে সুবিধা বৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থ, সময় ও যাতায়াত সাশ্রয় ও যুবদের একটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য যুব ঋণের কিস্তি মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়ের জন্য এই কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঋণ গ্রহীতাগণ এই প্রক্রিয়ায় তাদের কিস্তির টাকা যেকোনো সময়ে নিজ অবস্থান থেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নির্ধারিত হিসাবে জমা করতে পারেন। ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক (রকেট)-এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ঢাকা, গাজীপুর, শেরপুর, জামালপুর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, বাগেরহাট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেণী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নীলফামারী, সিলেট, বরিশাল ও পটুয়াখালী ও দিনাজপুর মোট ১৮ জেলার সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ. ঋণ কার্যক্রমের ই-রিপোর্টিং কার্যক্রম

এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি উপজেলার সকল ঋণীর তথ্যের ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ তৈরি এবং হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ হতে উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাসিক প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হয়। এ সিস্টেম ব্যবহারের ফলে প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সময়, শ্রম ও অর্থের ব্যাপক সাশ্রয় হয় এবং প্রতিবেদনের সঠিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমেও অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে (dyd.gov.bd) একজন প্রশিক্ষিত যুব তার নিজ অবস্থান হতে

ঋণের আবেদন করতে পারেন এবং ঋণের প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। এ পদ্ধতিতে সংযুক্ত ইলেকট্রনিক পাশবই এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাগণ স্ব-স্ব অবস্থান হতে ইলেক্ট্রনিক্যালী তার কিস্তি পরিশোধের স্ট্যাটাস জানতে পারেন। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় একজন সেবা প্রত্যাশী শুধুমাত্র আবেদন প্রেরণ এবং প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এ সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যক্রমের ব্যবস্থাপকগণ উপজেলার চলমান, খেলাপী, পরিশোধিত, সকল ঋণের সমন্বিত বা একক ঋণের তথ্যাদি সহজে পেতে পারেন, ফলে ঋণ কার্যক্রম তদারকি এবং ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট সহজতর হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১৬ জেলার ১৩৯ উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঘ. ঋণ কার্যক্রমের ডাটাবেজ ব্যবহার করে ঋণের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন

ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি কার্যালয়ে ঋণের ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে সকল ঋণীর তথ্য সংরক্ষণ করা। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি ঋণের ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার নামে পরিচিত যার লিংক- http://103.48.16.204/loanee/. এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে বিসিসি-এর সার্ভারে হোস্ট করা হয়েছে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে লিংকটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ের আলাদা আইডি রয়েছে এবং বিতরণকৃত ঋণীদের তথ্য সংশ্লিষ্ট উপজেলার আইডি থেকে এন্ট্রি করলে স্ব স্ব উপজেলার ঋণের তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষিত হয়। এ সকল ডাটা উপজেলা, জেলা এবং প্রধান কার্যালয় থেকে উপজেলাওয়ারি, জেলাওয়ারি এবং সারাদেশের ডাটা একযোগে প্রদর্শিত হয়।

এ ডাটাবেজ ব্যবহার করে ভার্চুয়ালী যেকোনো উপজেলার ঋণ কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং তদরকী করা সম্ভব। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন সহজ হয়েছে, সময়, অর্থ এবং যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে।

এ ধারণা বাস্তবায়নের ফলে উপজেলা, জেলা এবং প্রধান কার্যালয় থেকে ঋণ কার্যক্রম ভার্চুয়ালি মনিটিরিং করা সম্ভব হচ্ছে। ঋণের ডিজিটাল ডাটবেজ তৈরির ফলে বছরে অধিক সংখ্যক উপজেলাকে নিরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

■ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের তত্ত্বাবধানে ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনলাইনে **'ঋণ আদায় ও রেকর্ড সংরক্ষণ'** শিরোনামে একটি উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা যুবেদের ঋণ পরিশোধে সময়, অর্থ এবং যাতায়াত সাশ্রয়, যুব ঋণ আদায় সহজ করা, ঋণ আদায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নের জন্য নভেম্বর ২০২৩ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৮ বিভাগের ৮টি উপজেলার (ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার ধানমন্ডি ইউনিট থানা, ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর সদর উপজেলা, রাজশাহী বিভাগের বগুড়া সদর উপজেলা, রংপুর বিভাগের দিনাজপুর সদর উপজেলা, চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী সদর উপজেলা, সিলেট বিভাগের সিলেট সদর উপজেলা, খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা সদর উপজেলা এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল সদর উপজেলায় পাইলটিং করা হয়েছে;

ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের ঋণের কিস্তি মোবাইল ব্যাংক (রকেট)-এর মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিলার আইডি ১২০৯ তার ডিজিটাল ঋণ নম্বর ব্যবহার করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিশোধ করতে পারেন। মোবাইল ব্যাংক প্রতিষ্ঠান (রকেট)-এর পোর্টাল থেকে প্রতিটি উপজেলা স্ব স্ব উপজেলা কার্যালয়ের অনুকূলে পরিশোধিত ঋণের তথ্য দেখতে পাওয়া যায়। পরিশোধিত ঋণের তথ্য স্ব স্ব উপজেলা কার্যালয় সফটওয়্যারে মাস্টার রেজিস্টার অংশে এন্ট্রি করে ফলে ঋণ পরিশোধের ডাটাবেজ তৈরি হয়।

ডিজিটালী ঋণ পরিশোধের তথ্য সংরক্ষিত থাকায় যে কোনো প্রান্ত থেকে ঋণ পরিশোধের তথ্যচিত্র মনিটর করা যায় একই সাথে ঋণীগণ তার মোবাইল, ল্যাপটপ বা অনুরূপ কোনো ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তার ঋণ পরিশোধের তথ্য জানতে পারেন এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল ঋণের পাশবই হিসেবে তার ডিভাইসে সংরক্ষণ করতে পারেন বা প্রিন্ট নিতে পারেন।

এ ধারণা বাস্তবায়নের ফলে আদায়কৃত ঋণের অর্থ হস্তমজুদ রেখে পরে জমা প্রদান বা ঋণের অর্থ আত্মসাত করা রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আদায়কৃত টাকা যথাযথভাবে নির্ধারিত হিসাবে জমা ঋণীগণ নিজেই তার ডিভাইস থেকে দেখতে পাচ্ছেন ফলে ঋণীদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যুব ঋণ আদায় সহজ হয়েছে এবং ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সহজ হয়েছে। ঋণ পরিশোধে যুবদের সময় ও অর্থ ব্যয় এবং যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে।

ঋণ আদায়ে সাফল্য

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রমের সফলতা বা আদায়ের হার প্রান্তিক পর্যায়ে ৯৯% এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঋণ আদায়ের হার ৯৫%। এ অধিদপ্তর দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ যুবক এবং যুব নারীকে প্রায় ২৪ শত কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দিয়েছে। এ অধিদপ্তরকে সরকার ফান্ড দিয়েছে মোট ১৬৬ কোটি টাকা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজেক্টে দিয়েছে ৩২ কোটি, কোনো প্রজেক্টে দিয়েছে ৫০ কোটি টাকা)। আর এই তহবিলের ফান্ড উন্নীত হয়েছে ৪৫৬ কোটি টাকায়। ৩৫০টি উপজেলায় পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সারাদেশে ৪৯৫টি উপজেলা, ১০টি মেট্রোপলিটন থানাসহ মোট ৫০৫টি থানা ইউনিটে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বছরওয়ারী

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা (টাকা)	অর্জন (টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)
১৯৮৮-৮৯	১০৩.০০	১৪৫.৩১	১১১০০	৮৩৩১
১৯৮৯-৯০	১৪৫.০০	২২৪.১৭	১১২০০	৫৮১৭
১৯৯০-৯১	১৬৪.০০	১৩৭.৩৪	১১৩০০	১৩৫৩
১৯৯১-৯২	৩০৭.৮৫	৪৮৬.১৯	১৫১০০	১১৩৮৫
১৯৯২-৯৩	৩৭৯.৫০	৪২৫.১৯	১৫২০০	১০৯৮৫
১৯৯৩-৯৪	৪২৫.৩৫	১১৭৩.৭৩	৩৫৫০০	২৫৭২৩
১৯৯৪-৯৫	১৬৩৬.০০	১৩১৬.৯৬	৩৬০০০	২১২৫৪
১৯৯৫-৯৬	২৮৯৮.৩৮	৪৭৯৩.৬২	৩৭০০০	৩৯৭৬৬
১৯৯৬-৯৭	৩৫০১.৪০	৩০৯১.৯০	৩৮০০০	৩৮০৩৬
১৯৯৭-৯৮	১৮৭২.৪৯	২৪৩০.২৩	৪৫০০০	৫১৭৬১
১৯৯৮-৯৯	৩৫৫৩.৯৫	৮৬১২.৪৯	৪৫৫০০	৭৩৬১৫
১৯৯৯-২০০০	৭৬২০.০০	৬৮৭৭.৩৯	৪৬০০০	৭৬৯৩৭
২০০০-২০০১	৯৩৯২.০০	৮৭৪৯.৭৫	৪৬৫০০	৭২৮৪৭
২০০১-২০০২	৯৩৯২.০০	৪৮১৫.৯০	৪৬৬০০	৩৭৮৫৭
২০০২-২০০৩	৯৩৯২.০০	৫০৬৯.৯৩	৪৬৭০০	৫৮৫৩৬
২০০৩-২০০৪	৯৩৯২.০০	৪৭৪৬.৫৪	৪৬৮০০	৪২৫১৬
২০০৪-২০০৫	১২৮৭৭.০০	৬৭৪২.৬৮	৪৬৯০০	৫২৪৬৭
২০০৫-২০০৬	১২৮৯৩.০০	৮২৫৬.৯১	৪৭০০০	২৯৫৪১
২০০৬-২০০৭	১০৯২৫.০০	৬৬৫৮.৪২	৩৪৮০০	২৪৬৩০
২০০৭-২০০৮	১০৮৬২.২৬	৬৫৩২.২১	৩৫০০০	২৪৭৩২
২০০৮-২০০৯	১০২৩৫.০০	৫১২৫.১৮	৩৫২০০	১৫৭০৩
২০০৯-২০১০	১০৫৮৬.৯৭	৬১০৯.৯৬	৩৫৪০০	১৭৩০৬

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা (টাকা)	অর্জন (টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)
২০১০-২০১১	১৩৫৯৭.২০	৭০১২.৫৯	৩৫৬০০	২০৬৬৮
২০১১-২০১২	১২০০৪.৮০	৮৪১৭.০৫	৩৫৮০০	১৯০৮১
২০১২-২০১৩	১১৮৯৩.৮০	৯০৭৮.৯৮	৩৬০০০	১৮৬১৪
২০১৩-২০১৪	৯২০০.০০	৮৮৮৪.৪৫	৩৬২০০	১৭১৮৭
২০১৪-২০১৫	১০৫০০.০০	৯৭৩৪.৪৮	৩৬৪০০	২০৪৫৪
২০১৫-২০১৬	১০৬০০.০০	১০২৬৪.৭২	৩৬৬০০	১৯৯৪৮
২০১৬-২০১৭	১০৬৪৯.৬৮	১২১৯৭.২০	৩৬৭০০	২৭১২৮
২০১৭-২০১৮	১০৭০০.০০	১৩৮৮১.৪৩	৩৭৮০০	২৮১১৬
২০১৮-২০১৯	১১৫০০.০০	১৪২৯৪.৩৩	৩৮০০০	২৬৭৭২
২০১৯-২০২০	১১৮০০.০০	১১৪৯৩.৯৭	৩৮১০০	২৩৩৭১
২০২০-২০২১	৯৯০০.০০	১৩৩৬১.৬২	৩০৮০০	২৯২৫৪
২০২১-২০২২	১১২০০.০০	১৫০৯৮.৬৬	৩৩০০০	৩৪১৫০
২০২২-২০২৩	১৩২০০.০০	১৫৪৬৬.২৫	৩৩৯২০	২৪৯৮৮
২০২৩-২০২৪	১৪০০০.০০	১৫৪২১.২৩	৩৫০০০	৩৮২১৬
	২৮৯২৯৯.৬৩	**২৫৭১২৮.৯৬**	**১২৬৭৭২০**	**১০৭৫৮১৭**

ঋণ কর্মসূচির আওতায় আদায়কৃত অর্থের হিসাব

বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিত জুন ২০১৭ পর্যন্ত	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
আদায়	১৩৭০.৮৬	১১৭.১৬	১৩২.৯১	১০৫.০৮	১১৭.৯৪	১৩৪.২৯	১৫৪.৬৬	১৩২.৪০
আদায়ের হার (%)	৮৬.৭৫%	৮৪.৪০%	৯২.৯৮%	৮৪.৭৫%	৯৫.২১%	৯৫.২১%	৯৫.৬৮%	৯৫.৯৩%

কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থান

কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থান প্রসঙ্গে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যাখ্যা হলো– যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কেউ কেউ চাকরি পেয়ে যায়, যেমন– যুব

উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কেউ কম্পিউটার শিখে একটি স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলো। এটিকে বলা হচ্ছে কর্মসংস্থান। অথবা যুব উন্নয়নের কিছু ট্রেড রয়েছে, যেমন– কম্পিউটার, রেফ্রিজারেটর, টেকনিক্যাল অ্যান্ড হাউস ওয়ারিং ইত্যাদি ট্রেনিং করে মানুষ কোনো না কোনো এক জায়গায় চাকরিতে চলে যায়। যখন চাকরিতে চলে যায় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কর্মসংস্থান।

আবার দেখা গেল কেউ হয়তো চাকরি করলেন না, কিন্তু নিজেই কিছু একটি করার চেষ্টা করলেন। নিজে পুঁজি বিনিয়োগ করে নিজেই যখন সম্পদ তৈরি করেন এবং নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন তখন তাকে বলে আত্মকর্মসংস্থান।

আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা

আত্মকর্মীর বিশদ নান্দনিক রূপ হলো উদ্যোক্তা। কেননা, আত্মকর্মী শুধু নিজের জন্য কাজ সৃষ্টি করতে পারেন, নিজেরই আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারেন। অপরদিকে উদ্যোক্তা নিজে উৎপাদন করার পাশাপাশি আরও দু-একজন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করে। অর্থাৎ আত্মকর্মী ক্ষুদ্র পরিসরে নিজের কাজের ব্যবস্থা করে, আর উদ্যোক্তা বড়ো পরিসরে কাজ করে, নিজের কর্মের ব্যবস্থার সাথে আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে থাকে। একক নয়, অনেকের রুটিরুজির ব্যবস্থা করে।

ঋণ ফেরত আসা

ঋণ ফেরত পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি কার্যালয়ে ডেডিকেটেড ব্যক্তি রয়েছে। তারা এই ঋণ আদায় করার জন্য মাঠে যান। ফিজিক্যালি তাদের কাছ থেকে কিস্তি আদায় করেন এবং অফিসে জমা দেন।

ক্ষুদ্র ঋণের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো ঋণীর সাথে যত বেশি ভালো সম্পর্ক থাকবে তত এই ঋণের কালেকশন বেশি হবে। যুব উন্নয়নের পরিবারকেন্দ্রিক কর্মসূচিতে কিস্তি হলো সাপ্তাহিক। প্রতি সপ্তাহে কর্মকর্তাকে ঋণীর কাছে যেতে হয়। এর ফলে তাদের সম্পর্কটা ভালো থাকে এবং ঋণ পুরোপুরি আদায় হয়। তাই এই ঋণে খেলাপি কম। মাঠ পর্যায়ে যারা ঋণ আদায়ের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তারা এই ঋণের ব্যবহার ঠিকমতো করতে পারলেন কি না তা নিশ্চিত করেন। যদি ঋণগ্রহীতা টাকা যথাযথ ব্যবহার করে তাহলে সেখান থেকে তার লাভ হবে এবং লাভ হলে যথাযথ কিস্তি দিতে পারবেন। এই বিষয়টা মাঠ পর্যায়ে তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এই কারণে ঋণের ব্যবহার যথাযথ হয় এবং ঋণের টাকাও ফেরত আসে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ পুরোপুরি ফেরত আসার গোপন রহস্য হলো এটি। ঋণ ফেরত পাওয়াটা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বড়ো একটি সাফল্য। যদি ঋণ আদায়ের সময়সীমা মাসিক, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক হত সেক্ষেত্রে ঋণীর সাথে সম্পর্ক তেমন ভালো হতো না এবং দেখা যেত টাকাও ঠিকমতো আদায় করা হতো না। তাই ঋণ গ্রহণ করা হয় সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে, যেটা একক ঋণ সেটা মাসিক এবং যেটা গ্রুপ ঋণ সেটা সাপ্তাহিক।

ঋণকে কেন্দ্র করে যুব উন্নয়নে সাফল্যের গল্প আছে। প্রতি বছর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঋণ পরিশোধকারীদের পুরস্কার প্রদান করে থাকে। পুরস্কার তারাই পান যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাফল্যের চিহ্ন রাখেন। প্রশিক্ষণার্থীরা শুরুতে যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোটো একটি কাজ শুরু করেছিলেন। এখন হয়তো তিনি কোটি টাকার মালিক। উদাহরণ হিসেবে রেশমার নাম বলা যায়। তিনি কৃষি উদ্যোক্তা। ইউটিউবে তার নাম সার্চ করলেই তথ্য পাওয়া যায়। তার উদ্যোক্তা হয়ে উঠার পেছনের গল্প ঘাটলে জানা যায় তিনি সাত-আট বছর আগে যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে তার কাজ শুরু করেছিলেন। যুব উন্নয়ন থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ এবং মায়ের থেকে পাওয়া ১৫ হাজার টাকা একসাথে করে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন। ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করলেও এখন তিনি কয়েক কোটি টাকার মালিক।

রেশমা ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। নানা বাড়িতে মানুষ হোন। অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালীন তার বাল্যবিবাহ হয়, বিবাহ সুখের ছিল না, তাই একসময় আবার মায়ের কাছে ফেরত আসতে হয়। তার নিজের পরিচয় দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তার স্বামী কী করে বা তার বাবা কী করে এ প্রসঙ্গে সবাই জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বিব্রত হতেন। নিজের পরিচয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪ সালের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে খামার শুরু করেছিলেন। দুটি গরু দিয়ে শুরু করা সেই খামারে এখন বহু মানুষের কর্মের ব্যবস্থা হয়েছে। গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, পুকুরে মৎস্য চাষ করে বাণিজ্যিকভাবে তিনি লাভবান হচ্ছেন। তার খাদ্যের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিক্রি করেও অর্থ উপার্জিত হচ্ছে।

এরকম সাফল্যের গল্পগুলো যুব উন্নয়ন দিবসে বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় এরকম সফল যুব রয়েছেন, তাদের আত্মকাহিনী হয়তো তেমন শোনা যায় না। কিন্তু সারাদেশে অজস্র সফল যুবা আছেন– জেলা সদর বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও আশাবাদ

এটি আসলে ফলোআপের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কোনো জায়গায় সেরকম ঘটনা ঘটলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এটিকে ক্লোজ মনিটরিংয়ে রাখে। জেলা পর্যায়ে বলা হয়, এইখানে এরকম ঘটনা ঘটেছিল, ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। তখন মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। তাছাড়া কোনো একটি এলাকায় যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলে সবাই মিলে সোচ্চার হয়। যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

মাঠ পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত মানুষের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এর বাইরেও অফিস কার্যালয়ে রয়েছে ১ হাজার। এই ৩-৪ হাজার মানুষ সরাসরি ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে আত্মসাতের সঙ্গে যুক্ত ২০ বা ২৫ জন। এই অল্প কয়েকজনের কারণে পুরো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুনাম ক্ষুণ্ন হোক এটি

কেউ চায় না। যারা আত্মসাৎ করে তাদের ব্যাপারে যখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় তখন সবার কাছে একটি সতর্ক বার্তা চলে যায়। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্তরা বিপদে থাকলেও টাকা আত্মসাৎ করার সাহস করবে না। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা আশ্বস্ত হয় যে, টাকা আত্মসাৎ করলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাদের কাছে বার্তা চলে যায় যে, এই কাজ করলে বিপদে পড়তে হবে।

এখানে কর্মকর্তারা আসে একজন মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে, সেখানে যদি তারা নিজেরাই অসাধু পথ অবলম্বন করে তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। অন্য সব সরকারি চাকরি আর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চাকরি এক নয়। এ অধিদপ্তরের কাজ হলো নিট জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। ফলে এখানে ব্যক্তিগতভাবে সৎ হওয়া খুবই জরুরী। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ ধরনের ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে না পারলে যুবদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না।

বিভাগভিত্তিক সফলতা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগভিত্তিক সফলতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খুলনা বিভাগে সফলতার হার সবচেয়ে বেশি। খুলনা বিভাগের মানুষ কিছু একটি করতে চায়। ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির পর কেউ কৃষি, কেউ মৎস্য, কেউবা গবাদি পশুর খামার করেছেন। আমাদের কোরবানির ঈদে গরু সরবরাহের একটি বড়ো অংশ আসে যশোর, খুলনা বিভাগ থেকেই। খুলনা বিভাগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সফলতার জায়গা বেশি। আবার যেসব এলাকায় বিদেশে যাবার প্রবণতা বেশি সেসব এলাকায় আত্মকর্মী হওয়ার হার কম। তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে, বিশেষ করে নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, সিলেট এই অঞ্চলগুলোতে মানুষের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেশি।

অবশ্য সফলতা কম বেশি সব জায়গাতেই আছে। কিছু কিছু অঞ্চলে দেশে বা বিদেশে চাকরি করার প্রবণতা থাকলেও অধিকাংশ অঞ্চলেই বেশ ভালো সফলতা আছে। একটি সময় উত্তরবঙ্গকে বলা হতো দারিদ্র্য কবলিত এলাকা বা মঙ্গা এলাকা। কিন্তু বর্তমানে কোথাও কোনো মঙ্গা নেই। পূর্বের তুলনায় মানুষ বেশি কর্ম প্রিয় এবং নিজে থেকেই তারা কাজে নিয়োজিত হতে চাচ্ছে। সেজন্য তারা নিজে থেকেই এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। আগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সারাদেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না, কিন্তু এখন আছে। এর অর্থ, এখন উত্তরবঙ্গেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চাহিদা তৈরি হয়েছে। যার কারণে মানুষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এবং কর্মে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছে।

খুলনা, রাজশাহী এবং বরিশাল বিভাগ ভালো অবস্থানে আছে। দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। অনেকেই শুরু করে এবং কয়েক বছর ভালো চলার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তাকে আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হয়। এটি বড়ো প্রকারের সংগ্রামী জীবন। যেসব জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই সেখানে খামার

আগেও ছিল এবং বর্তমানে আরও বাড়ছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে অনেক মাছের খামার আছে। তাই বলা যাবে না এক বিভাগ অনেক উপরে চলে গেছে, আরেক বিভাগ অনেক পিছিয়ে আছে। সব বিভাগই ভালো করছে, তবে কেউ ৭০% ভালো করছে, আবার কেউ ৫০% ভালো করছে। এভারেজে সব এলাকায়ই ভালো সফল এ কথা বলা যায়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের কর্মতৎপরতা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য ইতিবাচক ফলাফল এনেছে। এ উইং অসংখ্য যুবক ও যুব নারীকে ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে। তারা নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করার পাশাপাশি আরও অসংখ্য মানুষের কর্মের ব্যবস্থা করেছে। বেকার যুবদের বিপদগামীতার হাত থেকে রক্ষা করছে। আত্মকর্ম সৃজনের ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে। উৎপাদনশীলতার কারণে উদ্যোক্তারা জিডিপিতে অবদান রাখতে পারছে।

অষ্টম অধ্যায়

বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন উইং

বাস্তবায়ন উইংয়ের শুরুর কথা

বাস্তবায়ন উইং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উইং। এটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য যুব সমাজকে দায়িত্ববান, আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। ১৯৭৮ সালে 'যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়' গঠন করা হয় যা পরবর্তীকালে নামকরণ করা হয় 'যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়'। এ মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর' গঠন করা হয়। গঠনের শুরু থেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং যুব সংগঠন– এ উইং কার্যকর ছিল। ১৯৮১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজস্ব কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রায় ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৭৬ জন যুবক এবং যুব নারীকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক এ কাজগুলো মাঠ পর্যায়ে কতটুকু প্রয়োগ হচ্ছে তা তদারকি করা এবং যাদের জন্য কাজটি করা হচ্ছে অর্থাৎ, যুব নারী ও যুব সমাজকে উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে বা একটি সংগঠনের মাধ্যমে একত্রিত করা বাস্তবায়ন উইংয়ের মূল লক্ষ্য।

যারা একই ধরনের কাজ করে তাদের নিয়ে যদি একটি সংগঠন করা হয় তাহলে সেই সংগঠনের সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। ফলে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় এবং কাজটি করা সহজ হয়। সেই লক্ষ্য থেকে যুব সংগঠন তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যুবদের উন্নয়নে বাস্তবায়ন উইং

যুব সমাজ একটি দেশের মূল চালিকাশক্তি। যুব সমাজ সঠিক পথে পরিচালিত হলে দেশও সঠিক পথে পরিচালিত হবে। তারা যদি সঠিক দিক-নির্দেশনা পায় তাহলে তারা কখনো পথ হারাবে না। এজন্যই তাদেরকে উজ্জীবিত করতে হবে। তাদের মাধ্যমেই বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। মাদকবিরোধী ও সন্ত্রাস বিরোধী বিভিন্ন কাজের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। সারা দেশেই যুব কাউন্সিল রয়েছে। এ কার্যক্রমটি সরকার যেভাবে চাচ্ছে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সেভাবেই যুবদের জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহিত করছে। বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে যুবদের যুক্ত করা হচ্ছে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং সারাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসতে চায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। বার্তা পৌঁছাতে এবং কোথাও যদি নাশকতামূলক বা সমাজের জন্য হিতকর কাজ হয়, তখন তাদের মাধ্যমে সেটি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। যুব কাউন্সিল শুরু হয়েছে একটি বিশাল লক্ষ্য নিয়ে, ধীরে ধীরে এটি আরও গতিশীল হয়ে উঠছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মাধ্যমে দেশের জন্য কল্যাণকর অর্জন বয়ে আনার

লক্ষ্যেই কাজ করছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে মিশন ও ভিশন রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে অধিদপ্তর সর্বদা সচেষ্ট।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন উইং-এ যুব সংগঠন ও যুব কাউন্সিল নিয়ে কাজ হচ্ছে। দেশের অগ্রগতিতে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। বাস্তবায়ন উইংয়ের মাধ্যমে যুব সমাজ বা যুব সংগঠন দেশের জন্য সরাসরি কাজ করছে। যুবরা যার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, সেটি অনগ্রসর থাকতে পারে না। তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজটি করতে চায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

সম্প্রতি সিলেট জেলার এক যুব প্রশিক্ষণার্থীর 'দুধওয়ালা' নামক মিষ্টির দোকানের উদ্যোগ যুব উন্নয়নকে এক গর্বের স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। লোকটি দুধ বিক্রি করতেন। এক সময় প্রচুর দুধ উৎপাদন হওয়ায় তিনি দুধ দিয়ে মানসম্মত ঘি ও মিষ্টি তৈরি করেছেন যা এলাকার মানুষের কাছে বেশ প্রশংসিত হয়েছে। এই যুবদের প্রধান উদ্দেশ্য মানসম্মত পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তারা বিনিয়োগের মাধ্যমে দান করে যে আনন্দ পায়, সেটি মুনাফা অর্জনে পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু সিলেট জেলা নয়, কুমিল্লা, রাজশাহীসহ অনেক এলাকায় যুবদের অবদান লক্ষণীয়। কুমিল্লা ও রাজশাহীর অনেক প্রোডাক্ট বিদেশে যাচ্ছে। তারা অফলাইন ও অনলাইন উভয় মাধ্যমে কাজ করে দেশের পাশাপাশি বিদেশেও ভালো একটি মার্কেট তৈরি করেছে। একইসাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য ছিল 'আমরা চাকরি করব না, চাকরি দিব'। এই স্লোগান আমাদের যুব সমাজ সানন্দে গ্রহণ করেছে। বর্তমানে অনেক সংস্থা ও সংগঠনে কাজ দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং জীবিকা নির্বাহের পথ তৈরি করে দিয়েছে। কয়েকজন যুবার ইনকাম আগে ছিল কয়েক হাজার টাকা মাত্র। আর এখন তারা লাখ টাকার উপরে বেতন দেয়। শরীয়তপুরের প্রতিবন্ধী এক নারী বলেছেন যে, তার প্রতিষ্ঠানে ২৫ জন লোক কাজ করে এবং তিনি এ বিষয়টি নিয়ে গর্বিত। এ অর্জন সম্পূর্ণ সরকার এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। তাদের কাজ খোঁজার কথা ছিল কিন্তু তারাই এখন কাজ দিচ্ছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য যদি ভালো সেল সেন্টার থাকত, যেমন– নারী বিশেষজ্ঞদের জন্য রয়েছে জয়িতা, এরকম যদি আরও কোনো নামের বেশ কয়েকটি সেন্টার থাকত, তাহলে এর ব্যাপক প্রচার হতো।

যে স্বল্প পরিসরে প্রোডাকশন হয়, সেখান থেকে খুব বেশি প্রফিট মার্জিন করার সুযোগ নেই। যেমন– ব্লক, বাটিকের কাজ যদি ১ হাজার কপিও করা হয় তা মার্কেটে তেমন লাভের অঙ্ক দেখাতে পারে না। তবে, আরও ১ হাজার লোক যদি ১ হাজার করে, তখন সব মিলিয়ে সেটি বিশাল অঙ্কে পৌঁছাবে। মার্কেটের ডিমান্ড অনুযায়ী কাজ করা যাবে। সে অনুযায়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি প্রজেক্ট নেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপাতত ভাড়া করা স্থানে সেল সেন্টার খোলার পরিকল্পনা চলছে। বর্তমান মহাপরিচালক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এ বিষয়ে খুবই আগ্রহী। ফলে এটিতে প্রভাব আরও বেশি পরবে। সম্প্রতি বগুড়ায়

বেগুনের মণ ৮০ টাকা হয়েছিল। এটি মোটেও কোনো আনন্দের বিষয় নয়। কারণ, এ যুগে ৮০ টাকা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। বেগুনের মণ ৮০ টাকা হলে এখানে কৃষকের পরিশ্রমের মূল্য কোথায়? তার জমির যে 'সুযোগ ব্যয়' এখানে কাজে না লাগিয়ে অন্য জায়গায় প্রয়োগ করলে ফলাফল আশানুরূপ হতে পারতো। কৃষকের বিনিয়োগকৃত ২-৩ মাস সময় এবং মুনাফা সব মিলিয়ে কোনোভাবেই এই মূল্য গ্রহণযোগ্য না। উৎপাদন যদি লাভজনক না হয় তাহলে লাভ হওয়া উচিত সাধ্যের মধ্যে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যেন থাকে। অর্থনীতির এ যুগে কাঁচা বাজার অন্যতম ভূমিকা রাখছে। আমরা জানি, বেইজ স্ট্রাকচার হলো ইকোনমি, আর বাকি যা আছে সেগুলো সুপার স্ট্রাকচার। ফলে ইকোনমি ঠিক রাখতে হলে মার্কেট বা বাজার ঠিক রাখতে হবে এবং ডিমান্ড, সাপ্লাই, মার্কেটিং চ্যানেলও ঠিক রাখতে হবে। যে চ্যানেলের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ভোক্তার কাছে যাবে সেই চ্যানেল যদি ক্রয়বান্ধব না হয় তাহলে সমাজ উপকৃত হবে না। যুব সংগঠনে উৎপাদন ও বিভিন্ন ধরনের বিপণন আসতে পারে। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরকারের সাথে পরামর্শ করে নীতিমালা তৈরি করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব শক্তিকে সংগঠিত করে যুব সংগঠন তৈরি করেছে এবং প্রায়োগিকভাবে তাদের কাজে লাগিয়েছে।

পুরস্কার প্রদানের প্রক্রিয়া

জাতীয় পর্যায়ে যুবকর্মীদের সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠক ক্যাটাগরিতে প্রত্যেকটিতে জাতীয় পর্যায়ে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয় (বিস্তারিত ২ নং পয়েন্টের ছকে)। উভয় ক্ষেত্রেই যিনি প্রথম হোন, তাকে প্রদান করা হয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চেক বা প্রাইজ বন্ড, ২য় পুরস্কার ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং ৩য় পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা। যুব সংগঠনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ট্রান্সজেন্ডার বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রত্যেককেই ৭৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। যেমন– প্রতি বছরের ১২ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক যুব দিবস' উদ্‌যাপন করে। দিবসের দিন র‍্যালির আয়োজন করা হয়। মাঠ পর্যায়েসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ দিবসগুলো পালিত হয়।

'যুব কল্যাণ তহবিল' নামে একটি তহবিল আছে যেখানে যুব উন্নয়ন অনুদান দিয়ে থাকে। ২০১৬ সালে ৩৩ নং আইন মোতাবেক 'যুব কল্যাণ তহবিল' নামে একটি আইন প্রত্যাবর্তন করা হয়। এই আইনের আওতায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ডের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। সরকারের 'ত্রাণ এবং কল্যাণ তহবিল' থেকে জুলাই ২০২৩ সাল পর্যন্ত অনুদান প্রাপ্ত হয়েছে ২০ কোটি টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা হয়েছে। দেশের যুব সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরই যুব কল্যাণ অধিদপ্তরের নিবন্ধিত তহবিলগুলোতে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। পুরস্কার দেওয়ার পূর্বে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পুরস্কার

প্রত্যাশীদের প্রথমে উপজেলা পর্যায়ে আবেদন করতে হবে। উপজেলায় একটি কমিটি আছে, সেই কমিটি নির্ধারিত মানদণ্ডে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে জেলাগুলোতে পাঠাবে। জেলা আবার যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। মন্ত্রণালয়ের কমিটি এই আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই করে। এখানে নম্বর দেওয়ার বিষয় আছে। প্রায় প্রতি বছর আবেদন জমা হয় ১ হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে জেলা পর্যায়ে বাছাইয়ে কিছু বাতিল হয়ে যায়। বিভাগ অনুযায়ী একটি বিভাজনও রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ে এ আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই করা হয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। বাছাইকৃত আবেদনে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯০ নম্বর দেয় জেলা কমিটি, আর বাকি ১০ নম্বর দেয় মন্ত্রণালয় কমিটি। এই ১০ নম্বর দিয়ে চূড়ান্তভাবে বাছাই করে সঠিক আবেদন গৃহীত হয়।

যেখানে যেখানে সমস্যা তা উত্তরণের উপায়

অনেকগুলো যুব সংগঠন আছে যেগুলোর কার্যক্রম স্তিমিত অথবা সক্রিয় নয়, কমিটির মাধ্যমে তাদের সক্রিয় করতে হবে। যুব কাউন্সিলে জেলা, উপজেলা প্রত্যেক জায়গার প্রতিনিধি এ কমিটিতে আছে। তাদের মাধ্যমে সারাদেশে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এই মুহূর্তে যুবদের কী প্রয়োজন, কোন জেলায় কী হলে ভালো হয়– এই Need Assessment তারা করবে। যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশার পাশাপাশি যুবরা কী ধরনের প্রশিক্ষণ বা সাপোর্ট চায় সে বিষয়টি অবগত থাকতে হবে।

বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন উইংয়ের কার্যক্রম

এ উইংয়ের বর্তমান জনবলের চিত্র নিম্নরূপ:

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
পরিচালক	০১ জন	০১ জন
উপপরিচালক	০২ জন	০১ জন
সহকারী পরিচালক	০২ জন	০২ জন
পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী	০১ জন	০১ জন
সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০২ জন	০২ জন
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১ জন	০১ জন
অফিস সহায়ক	০২ জন	০২ জন
মোট=	**১১ জন**	**১১জন**

২. জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন ও জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান

প্রতিবছর ১ নভেম্বর তারিখে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুব নারী আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুব সংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ

পর্যন্ত মোট ৫১৯ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ক্যাটাগরিতে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

ক্যাটাগরি	বিবরণ	পুরস্কারের সংখ্যা
ক) সফল আত্মকর্মী- (মোট পুরস্কার ১৪টি)	জাতীয় পর্যায়ে ১ম, ২য়, ৩য়; যার মধ্যে একজন নারী	০৩টি
	প্রতিবিভাগ থেকে ০১ জন করে	০৮টি
	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	০১টি
	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক	০১টি
	ট্রান্স জেন্ডার	০১টি
খ) যুব সংগঠক- (মোট পুরস্কার ০৬ টি)	জাতীয় পর্যায়ে ১ম, ২য়, ৩য় ; যার মধ্যে একজন নারী	০৩টি
	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক	০১টি
	ট্রান্স জেন্ডার	০১টি
	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	০১টি
	সর্বমোট=	২০টি

পুরস্কারের প্রকৃতি : ক্রেস্ট, নগদ টাকা (চেক/প্রাইজবন্ড) ও সার্টিফিকেট।

জাতীয় পর্যায়ে
১ম পুরস্কার ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
২য় পুরস্কার ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
৩য় পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা
বিভাগীয় পর্যায় ও অন্যান্য ৭৫ হাজার টাকা।

৩. আন্তর্জাতিক যুবদিবস উদ্‌যাপন

ক. প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় ১২ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক যুবদিবস' উদ্‌যাপন করা হয়।

খ. আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দিবসের দিনে যুব র‍্যালীর আয়োজন-সহ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গ. মাঠ পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪. যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং পরিচালনা

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ প্রণীত হয়। আইনটি ১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত

হয়। এ আইনের আলোকে যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইন ও বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধন ও স্বীকৃতি প্রদানের কাজ জুলাই ২০১৭ থেকে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। নিবন্ধন আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের পূর্বে যুব সংগঠনকে তালিকাভুক্তি প্রদান করা হতো। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা-১৬,০৮৩টি। নিবন্ধন আইনের আওতায় তালিকাভুক্ত ২৩৭৫টি যুব সংগঠনকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত ১৬০৮৩টি যুব সংগঠন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বীকৃতিপত্র গ্রহণ করতে পারেনি। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৫০৬৩ টি সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সংখ্যা– ৭৪৩৮টি; জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট যুব সংগঠনের সংখ্যা-২৩৫২১টি (নিবন্ধিত ৫০৬৩ + স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ২৩৭৫ + অবশিষ্ট তালিকাভুক্ত ১৬০৮৩)।

৫. যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রদান

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে সফল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের উপযুক্ত যুব সংগঠনগুলোকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদেরকে পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়। এর গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১৬ সনের ৩৩ নং আইন মোতাবেক যুব কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ প্রবর্তন করা হয়।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপদেষ্টার নেতৃত্বে বারো সদস্য বিশিষ্ট যুব কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড রয়েছে। বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে নয় সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে জুলাই, ২০২৩ মাসে সিডমানি হিসেবে বিশ কোটি টাকা মঞ্জুর করায় এ তহবিলের বর্তমান সিডমানি পঁয়ত্রিশ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। দেশের যুব সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব কল্যাণ তহবিল থেকে প্রতিবছর নিবন্ধিত উপযুক্ত যুব সংগঠনসমূহকে অনুদান প্রদান করা হয়। অনুদানের অর্থ দ্বারা যুব সংগঠনসমূহ কর্মমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা দেশের যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দৃশ্যমান অবদান রাখছে।

যুব সংগঠনসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ১৯৮৫ সালে যুব কল্যাণ তহবিল গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি ১৫ হাজার ৫ শত ৬৮টি যুব সংগঠনকে মোট ৩১ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যুব সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে যুব সংগঠনকে প্রদত্ত অনুদান ২৫ হাজার টাকার স্থলে ৫০ হাজার টাকা উন্নীত করেছে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ কার্যক্রম সরাসরি পরিচালিত হয়।

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রদান

সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন উইং থেকে সম্পাদন করা হয়।

৬. জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রম

ক. যুবদেরকে সংগঠন তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং যুব সংগঠনের কার্যক্রমকে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ২০১৫ সালে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ প্রণীত হয়।

খ. এই আইনের ১৩ ধারায় জাতীয় পর্যায়ে যুব সংগঠনসমূহের উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং তাদের কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে।

গ. আইনের ১৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এর আওতায় জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঘ. যুবদের একটি প্লাটফর্মে একত্রিত করার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ-সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জাতীয় যুব কাউন্সিল/যুব কংগ্রেস/ইয়ুথ ফোরাম ইত্যাদি নামে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ঙ. জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের নিমিত্ত প্রত্যেক জেলা থেকে একজন করে মোট চৌষট্টি জন, বিশেষ শ্রেণিভুক্ত যুব ছয় জন এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত যুব পাঁচ জন-সহ মোট পঁচাত্তর জন সদস্য নিয়ে বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ গঠন করা হয়।

চ. এই প্রেক্ষিতে জাতীয় যুব কাউন্সিল বিধিমালা ২০২১ মোতাবেক ২০২৩ ও ২০২৪ মেয়াদে (দুই বছরের জন্য) পঁচাত্তর সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সাতাশো সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

ছ. জাতীয় ইয়ুথ কাউন্সিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন উইং থেকে সম্পাদন করা হয়।

৭. জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহায়তা

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে অনুমোদিত যুবনীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন জাতীয় যুবনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়েছে। সকল যুব কার্যক্রম জাতীয় যুবনীতি-২০১৭ অনুযায়ী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ২০১৯ এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১ প্রণীত হয়েছে।

৮. মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন সমন্বয় ও প্রেরণ

ক. মহাপরিচালকের কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রাপ্ত পরিদর্শন, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধ, যুব সংগঠন নিবন্ধন ও স্বীকৃতি প্রদান,

মাসিক সমন্বয় সভা জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কমিটির সভার প্রতিবেদন সমন্বিত করে মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন।

খ. শূন্যপদ, নিয়োগ-পদোন্নতি উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য, অডিট, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করার নিমিত্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৯. জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন

যুব সমাজকে মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কুফল বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও প্রধান কার্যালয়ে জনসচেতনতামূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ২৯২টি জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এরূপ ৫৬৫টি জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৫৬৫টি জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

১০. কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম ও কমনওয়েলথ পুরস্কার

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার (চণ্ডীগড়, ইন্ডিয়া) এশীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং যুব সংগঠনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন শিরোনামে কমনওয়েলথ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পর্যন্ত মোট ১৯ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম ও কমনওয়েলথ পুরস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন উইং থেকে সম্পাদিত হয়।

১১. সার্ক ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড

সার্ক ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড স্কিম ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সার্ক সচিবালয় থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২ (দুই) জন সফল যুব সংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সার্ক ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

সার্ক ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন উইং থেকে সম্পাদিত হয়।

নবম অধ্যায়

সফল আত্মকর্মীর গল্প

সফল আত্মকর্মীর জীবনালেখ্য : মাঠ পর্যায়ে কাজ ও পর্যালোচনা

আমরা জরিপ কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ৬৪টি জেলার ২০০জন আত্মকর্মীকে বাছাই করেছি। আত্মকর্মীদের মধ্যে কারো বসবাস সদর এলাকায়, আবার কারো বসবাস প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আত্মকর্মীদের অধিকাংশই জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত, আবার কেউ কেউ পুরস্কার পায়নি। পুরস্কার না পেলেও তারা অর্থনৈতিক জায়গা থেকে নিজের খামার বা প্রতিষ্ঠানকে ভালো অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছেন।

জরিপ করার ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক আত্মকর্মীকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। মৌলিক চাহিদা পূরণের মাপকাঠিতে তাদের প্রচেষ্টা কতটুকু সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছে আমরা তা জানার চেষ্টা করেছি।

তারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পর কীভাবে ব্যবসার শুরু ও বিস্তার ঘটিয়েছে, আর বেড়েছে কি না, কর্মী সংখ্যা শুরুতে কেমন ছিল এবং পর্যায়ক্রমে বেড়েছে কি না, সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা নিতে পারছে কি না, খাদ্য তালিকায় প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার আছে কি না, ছেলেমেয়ে বা ভাইবোনদের পড়ালেখা করাতে পারছে কি না, বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন, মোবাইল, কম্পিউটার আছে কি না, ইন্টারনেট বা বিদ্যুৎ সুবিধা আছে কি না, স্বাবলম্বী হওয়ার পর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি না এবং হয়রানি আছে কি না, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করছে কি না– এ বিষয়গুলো আমরা জানতে চেয়েছি এবং তারা স্পষ্ট উত্তর করেছেন।

তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের খামারের উপর নির্ভরশীল, নাকি অন্য পেশার সাথেও যুক্ত আছেন আমরা তা জানার চেষ্টা করেছি।

তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার পেছনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত ঋণের কোনো ভূমিকা আছে কি না এও জানার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেক আত্মকর্মীর জীবনাখ্যান আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে আনার চেষ্টা করেছি।

প্রাপ্ত জরিপ থেকে পাওয়া ফলাফল নিম্নরূপ :

সারণি-১: মাঠ পর্যায়ে ২০০ জন আত্মকর্মীর উপর করা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

সূচক	হ্যাঁ	না	অপরিবর্তিত
আয় বৃদ্ধি	৯৫%	৫%	×
অন্য পেশার সাথে সম্পৃক্ততা	৩৫.৩৩%	৬৪.৬৭%	×
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ গ্রহণ	৭০.৬৭%	২৯.৩৩%	×
কর্মী বৃদ্ধি	৮৪%	১২%	৪%
খাদ্য তালিকা পরিবর্তন	৯৩.৩৪%	৬.৬৬%	×
বাসস্থানের উন্নয়ন	৮৮%	×	১২%
লেখাপড়া	৯৬.৬৭%	৩.৩৩%	×
উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	৯৬.৬৭%	৩.৩৩%	×
বিনোদন ব্যবস্থা	৯৮.৬৭	১.৩৩	×
বিদ্যুৎ ব্যবহার	১০০%	×	×
ওয়াই-ফাই/ইন্টারনেট ব্যবহার	১০০%	×	×
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১০০%	×	×
হয়রানি	১৯.৩৪%	৩৬%	৪৪.৬৬%
সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ	৯৮%	২%	×

সারণি-১ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, জরিপকৃত ২০০ জন আত্মকর্মীর মধ্যে আয় বেড়েছে ৯৫% এবং কমেছে ৫% এর। তাদের মধ্যে অন্য পেশার সাথে জড়িত আছেন প্রায় ৩৫.৩৩% এবং অন্য কোনো পেশায় যুক্ত নন ৬৪.৬৭% মানুষ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ গ্রহণ করে আত্মকর্মী হয়েছেন ৭০.৬৭% মানুষ এবং যুব উন্নয়নের ঋণ সহায়তা পাননি ২৯.৩৩% মানুষ। আত্মকর্মীদের প্রতিষ্ঠান বা খামারে পূর্বের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৪% মানুষের, কর্মীর সংখ্যা অপরিবর্তিত আছে ৪% মানুষের। ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার কারণে কিছু উদ্যোক্তার পূর্বের তুলনায় কর্মী সংখ্যা কমেছে এবং এর হার ১২%। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে প্রায় ৯৩.৩৪% তাদের পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারছেন এবং ৬.৬৬% মানুষ পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়াও বাসস্থানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে পেরেছেন প্রায় ৮৮% আত্মকর্মী এবং ১২% আত্মকর্মীর বাসস্থান অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। তাদের মধ্যে ৯৬.৬৭% আত্মকর্মী পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া করাতে পারছেন এবং ৩.৩৩% পারছেন না। ৯৬.৬৭% আত্মকর্মী তাদের পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতায় উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে সক্ষম হলেও ৩.৩৩% মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন না। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্ট ফোন ইত্যাদি ব্যবহার করেন ৯৮.৬৭% এবং তুলনামূলক কম ব্যবহার করেন ১.৩৩% আত্মকর্মী। এছাড়াও ১০০% আত্মকর্মী বিদ্যুৎ ব্যবহার-সহ ওয়াই-ফাই ও ইন্টারনেট পরিসেবা গ্রহণ করেন। ১০০% আত্মকর্মীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের ৯৮% বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন। তবে ২% মানুষ এ সকল কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত নন। সারণি থেকে দেখা যায় যে, স্বাবলম্বী হওয়ার আগে এবং পরে অনেক আত্মকর্মী হয়রানির শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪৪.৬৬% কখনো হয়রানির শিকার হননি, ৩৬% আত্মকর্মী স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে হয়রানির শিকার হলেও বর্তমানে তা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ১৯.৩৪% বর্তমানে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সারণি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যেহেতু অধিকাংশ আত্মকর্মীই বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক অবস্থানে আছেন সেহেতু তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

আত্মকর্মীদের খামার/প্রতিষ্ঠানে কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি :

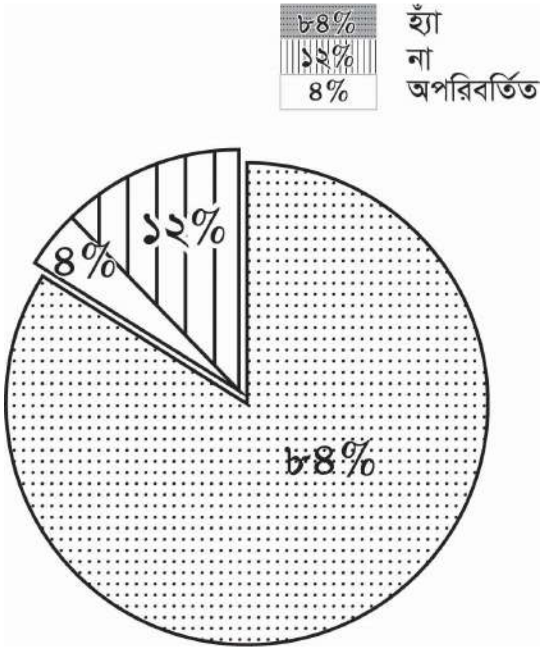

চার্ট-১.১ : প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সফল আত্মকর্মীর প্রতিষ্ঠানে কর্মীর বর্তমান অবস্থা।

চার্ট-১.১ থেকে আমরা দেখতে পাই ২০০ জন আত্মকর্মীর প্রতিষ্ঠান বা খামারে বর্তমানে কর্মী সংখ্যার উন্নতি, অবনতি এবং অপরিবর্তনীয় অবস্থা। অধিকাংশ আত্মকর্মী তাদের প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তাদের কর্মী সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মী বৃদ্ধির হার ৮৪%। আবার বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালাই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনা মহামারি-সহ বিভিন্ন কারণে কিছু সংখ্যক আত্মকর্মী বড়ো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং পর্যাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের অভাবে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে কিংবা পরিসর ছোটো করে আনতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে ১২% আত্মকর্মীর প্রতিষ্ঠানে পূর্বের তুলনায় কর্মী সংখ্যা কমেছে। ৪% আত্মকর্মী, বিশেষত কিছু নারী আত্মকর্মী তাদের কাজ ঘরোয়াভাবে শুরু করেছিলেন এবং তাদের কর্মী সংখ্যা এখনো অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে।

আত্মকর্মীদের হয়রানির বর্তমান অবস্থা :

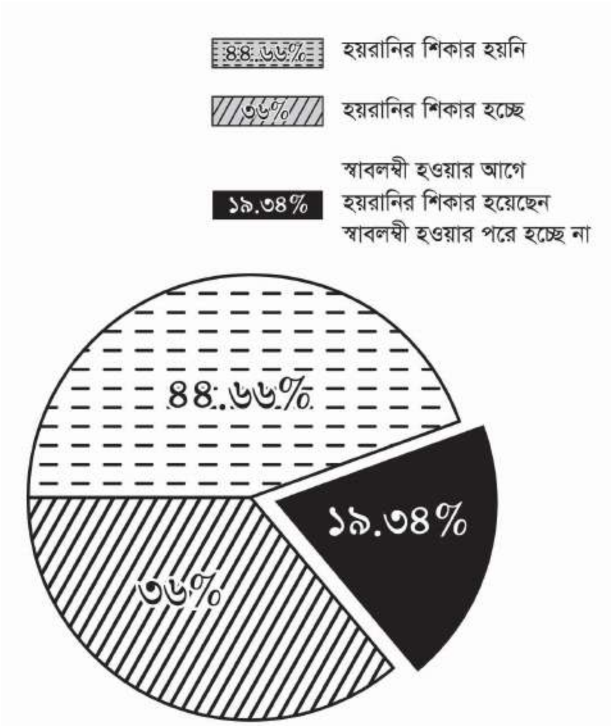

চার্ট-১.২ : স্বাবলম্বী হওয়ার পূর্বে ও পরে আত্মকর্মীদের হয়রানির হার।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবেই তার বাস। ফলে বিভিন্ন সময় মানুষকে বিভিন্ন সমস্যা বা হয়রানির শিকার হতে হয়। চার্ট-১.২ থেকে আমরা আত্মকর্মীদের সমাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটি দেখতে পাই। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৪৪.৬৬% আত্মকর্মী তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবনে কখনো হয়রানির শিকার হয়নি। আবার ৩৬% আত্মকর্মী স্বাবলম্বী হওয়ার আগে এবং পরে কখনো কখনো হয়রানির শিকার হয়েছেন। তবে তারা সেসব সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এখন কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন না। তবে ১৯.৩৪% আত্মকর্মী বর্তমানে কিছুটা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

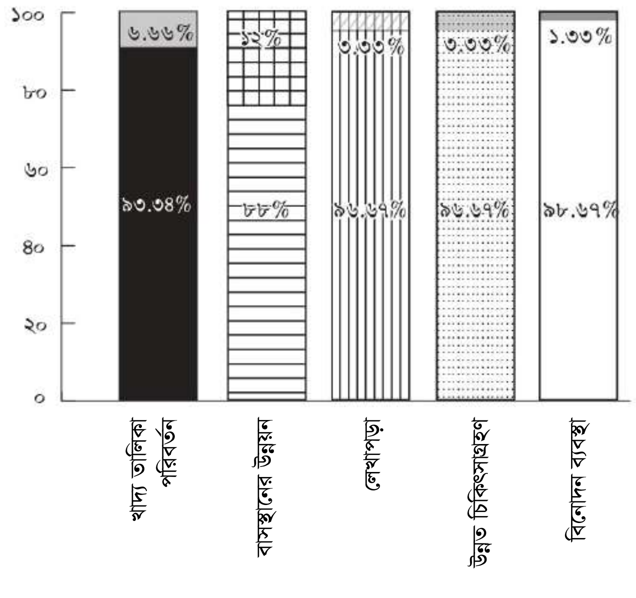

চার্ট-১.৩ : আত্মকর্মীদের মৌলিক চাহিদা পূরণের হার।

চার্ট-১.৩ থেকে আমার দেখতে পাই যে, স্বাবলম্বী হওয়ার পরে প্রায় ৯৩.৩৪% (সারণি-১) আত্মকর্মীর খাদ্য তালিকায় আমিষ জাতীয় খাবার, যেমন- মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির পরিমাণ বেড়েছে এবং ৬.৬৬% মানুষ পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়াও বাসস্থানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে পেরেছেন প্রায় ৮৮% মানুষ এবং তাদের ১২% বাসস্থানের অবকাঠামো উন্নয়ন করেননি। তবে তারা জমি ক্রয়, সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান, কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিধি বিস্তৃত করেছেন। আত্মকর্মীদের ৯৬.৬৭% তাদের পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া করাতে পারছেন। তবে ৩.৩৩% আত্মকর্মী নব্য বিবাহিত, সন্তান না থাকা এবং ডিভোর্সড হওয়া-সহ আরও কিছু কারণে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারছেন না। ৯৬.৬৭% আত্মকর্মী তাদের পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতায় উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে সক্ষম। আয় কমে যাওয়া, বড়ো ধরনের অসুস্থতা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করার কারণে ৩.৩৩% মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন না। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্ট ফোন, ট্যাবসহ অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করেন ৯৮.৬৭% এবং তুলনামূলক কম ব্যবহার করেন ১.৩৩% মানুষ। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, স্বাবলম্বী হওয়ার পরে অধিকাংশ আত্মকর্মী তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষমতা অর্জন করেছেন, যা তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

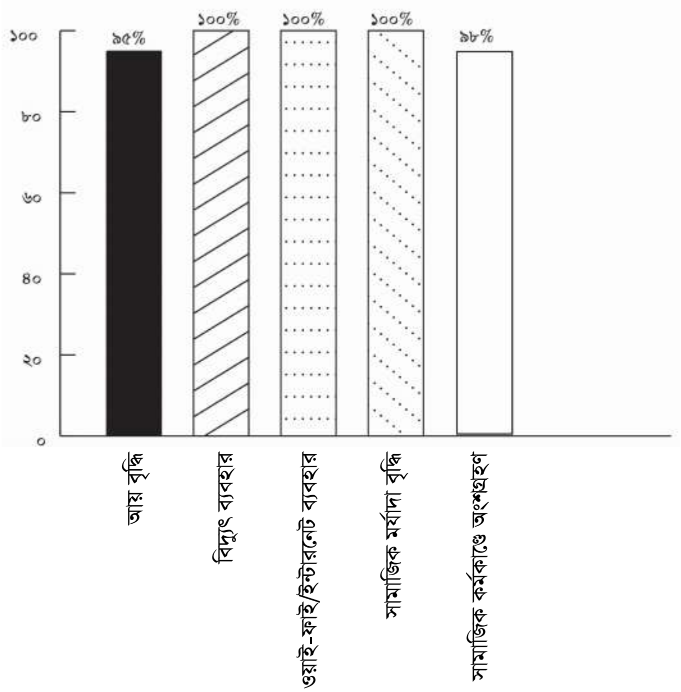

চার্ট-১.৪ : আত্মকর্মীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির হার।

চার্ট-১.৪ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ২০০ জনের মধ্যে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৫% (সারণি-১) এবং পূর্বের তুলনায় বর্তমানে আয় কমেছে ৫% আত্মকর্মীর। তাদের ১০০%-ই বিদ্যুতায়নের আওতাভুক্ত এবং ওয়াই-ফাই বা মোবাইল ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করছেন। জরিপের আওতাভুক্ত প্রায় প্রত্যেক আত্মকর্মীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা ও বয়স্ক নারীদের উন্নয়ন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক মানুষদের বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া, রাস্তাঘাট সংস্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, মসজিদ-মাদ্রাসা ও মন্দির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্কুল-কলেজে অনুদান, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন-সহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন ৯৮% এবং সরাসরি অংশগ্রহণ করেন না ২% আত্মকর্মী। এখানে জীবনমান উন্নয়নের সূচকগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। অধিকাংশ আত্মকর্মীই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও সহজ করতে পেরেছেন, যা সমাজেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

সারণি-১ এ প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী চার্ট-১.৩ এবং চার্ট-১.৪ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আত্মকর্মীরা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও সহজতর করতে সক্ষম হয়েছেন। চার্ট-১.৪ থেকে আমরা দেখি যে, প্রায় ৯৫% আত্মকর্মীর আয় বেড়েছে। আয় বৃদ্ধির ফলে তারা তাদের অন্যান্য চাহিদাগুলো খুব সহজেই পূরণ করতে পারছেন। যেমন– আয় বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ আত্মকর্মীর খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন এসেছে এবং ৯৩.৩৪% মানুষ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে পারছেন। আবার আত্মকর্মীদের ৮৮% মানুষ তাদের বাসস্থানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর্থিক সামর্থ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায় ৯৬.৬৭% মানুষ তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে পেরেছেন। পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতায় সঠিক সময়ে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন ৯৬.৬৭% আত্মকর্মী। পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেন ৯৮.৬৭% আত্মকর্মী। যুব উন্নয়ন অধিপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে বিদ্যুৎ ব্যবহার, ওয়াই-ফাই বা মোবাইল ইন্টারনেট সেবা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম ১০০% আত্মকর্মী। অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত শক্ত হওয়ায় ১০০% আত্মকর্মীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৯৮% বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে বেশিরভাগ আত্মকর্মীর রয়েছে ইতিবাচক ধারণা এবং কৃতজ্ঞতাবোধ। আত্মকর্মীরা মনে করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। এ অধিদপ্তরের কারণেই তারা সমাজে সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে ৯৫% আত্মকর্মী ইতিবাচক বললেও বাকি ৫% আত্মকর্মী সমালোচনা করেছেন। তবে এ সমালোচনা পরামর্শমূলক। যেমন– কেউ বলেছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যাতে ঋণের পরিমাণ বাড়ায়, কেউ বলেছেন ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়, কেউ বলেছেন সময়োপযোগী ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে, কেউ বলেছেন জেলা-উপজেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেন না, কেউ বলেছেন পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মকর্মীদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় না এবং ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে জাতীয় যুব পুরস্কারের সার্টিফিকেট পজিটিভ কিছু বহন করে না বলে কেউ কেউ আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

আত্মকর্মীদের সাফল্যের গল্প

সফল আত্মকর্মী-১

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

অংশেথোয়াই মারমা : আমি যুব উন্নয়ন থেকে মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

মৎস্য চাষের উপরেই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

অংশেথোয়াই মারমা : আমাদের তো মফস্বল শহর। আমি যখন ট্রেনিং নিয়েছি তখন ওইরকম কোনো ট্রেনিং ছিল না। তখন শুধু কৃষির উপরে কিছু ট্রেনিং ছিল। যে ট্রেনিংগুলো চালু ছিল সেসবের মধ্যে আমার কাছে মৎস্য চাষের ট্রেনিং-ই ভালো মনে হয়েছে। তাই মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

অংশেথোয়াই মারমা : শুরুতে ৩-৪ জন কর্মী ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কী?

অংশেথোয়াই মারমা : মাছ চাষ, ফলজ গাছ, ট্যুরিজম, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট চালু রেখেছি।

ফার্মের পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সাথে জড়িত আছেন?

অংশেথোয়াই মারমা : ঠিকাদারী কাজ করে থাকি। এছাড়া একটি স্কুল আছে, কলেজ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করছি।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন?

অংশেথোয়াই মারমা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে ঋণ সহায়তা দিয়েছিল। এছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আমি ঋণ সহায়তা পাইনি, তবে ঋণের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। যুব উন্নয়নের ঋণ এবং পরিবার থেকে পাওয়া অর্থনৈতিক সহায়তা নিয়েই এগিয়েছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

অংশেথোয়াই মারমা : ছোটোবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল ব্যবসা করব এবং মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব। স্বাধীন এবং নতুনভাবে কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই আত্মকর্মী হয়েছি।

আপনার ব্যবসায় প্রথম দিকে আয় কেমন ছিল?

অংশেথোয়াই মারমা : প্রথম দিকে আমার আয় হয়নি, লস হয়েছে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ধাপে এসে আমার ব্যবসায় আয় শুরু হয়। নির্দিষ্ট করে বললে, ২০১১ সাল থেকে আয় শুরু হয়। বর্তমানে বার্ষিক আয় ৪০-৫০ লাখ টাকার মতো।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

অংশেথোয়াই মারমা : ব্যবসা শুরুর প্রথম দিকে এবং ২০২০ সালের করোনাতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।

ক্ষতি কাটিয়ে কীভাবে বিজনেস স্বাভাবিক অবস্থানে এনেছেন?

অংশেথোয়াই মারমা : স্বাভাবিক অবস্থা বলতে আগের লভ্যাংশ থেকে চলেছে। কখনো ভেঙে পড়িনি। ব্যবসায় তো লাভ লস থাকবেই। আমি যখন লসে পড়ি তখন আমার উস্তাদেরা সাপোর্ট করেছে, এর বাইরে কেউ পাশে থাকেনি।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থা কেমন। আগের থেকে কোন কোন জায়গায় উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন?

অংশেথোয়াই মারমা : আর্থিকভাবে অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে পরিবারের উপর নির্ভর করে চলতে হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে পরিবারকে কিছু দিতে পারছি।

পারিবারিক বিনোদন লাভের সুযোগ সুবিধা রয়েছে কি না। যেমন– কম্পিউটার, টেলিভিশন, ট্যাব ইত্যাদি বাসায় আছে কি?

অংশেথোয়াই মারমা : জি, এখন আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

অংশেথোয়াই মারমা : আমার মেয়ে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। ছেলে ঢাকায় একটি বেসরকারি স্কুলে পড়ে এবং এবার এসএসসি পরীক্ষা দিবে। আমার স্ত্রী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা।

পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গা আগে কীরকম ছিল, আর বর্তমানে কেমন উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন?

অংশেথোয়াই মারমা : এখন সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার কারণে হয়তো পরিবারকে সঠিকভাবে সময় দিতে পারছি না, তারপরও চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের এখানে সদর হাসপাতাল আছে, যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে থাকি। বড়ো ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ঢাকা বা দেশের বাইরে নিয়ে যাই। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার কারণে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিতে পারছি।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? যেমন– মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় কেমন যুক্ত হয়েছে?

অংশেথোয়াই মারমা : হ্যাঁ, অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে ভাত, ডাল, সবজি থাকত, এখন সর্বনিম্ন ডিম হলেও থাকে।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না উদ্যোক্তা হওয়ার পর?

অংশেথোয়াই মারমা : আমি এখনো বাবার দেওয়া বাড়িতে বসবাস করলেও অভ্যন্তরীণ কিছু পরিবর্তন এনেছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পর আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি না? এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা সামাজিক কার্যকলাপে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

অংশেথোয়াই মারমা : অনেক বেশি মর্যাদা বেড়েছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে তারা আমাকে অন্যভাবে মূল্যায়ন করে। যেমন– কারো চিকিৎসার

প্রয়োজন হলে তাদের সহায়তা করছি। কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না সেখানে আমি কিছু না কিছু দিচ্ছি। এলাকাবাসী আমাকে অনেক মূল্যায়ন করে।

কখনো কি সামাজিক বা পারিবারিকভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন? বা নিরাপত্তার জায়গা কতটুকু?

অংশেথোয়াই মারমা : না, কখনো হয়রানির শিকার হইনি। এ নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

যে সকল হতাশ কর্মপ্রত্যাশীরা রয়েছে তাদের নিয়ে কিছু বলবেন?

অংশেথোয়াই মারমা : যারা অল্পতেই হতাশ হয়ে যায় তাদের জন্য মেসেজ হলো– জীবন একটিই, আমাদের কিছু না কিছু করে যেতে হবে এ দুনিয়াতে। শুরুতে ব্যর্থ হতে পারি, তবে একটি সময় আমি জিতবোই! যারা হতাশাগ্রস্ত তাদের একটিই সমস্যা, তারা কর্মটাকে ছোটো করে দেখে। তাদের কাছে আমি এ অনুরোধ করব যে, সকল কাজই সম্মানের। একজন শ্রমিকের মূল্যায়ন যতটুকু, আবার অফিসারের মূল্যায়নও ততটুকু। কেননা দুজনেই কাজ করছে, দুজনেই শ্রম দিচ্ছে, তাই দুজনেই শ্রমিক। এক কথায় শ্রমকে মূল্যায়ন করতে হবে, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। যখনই আমরা এসব করব তখনই সফল হতে পারব।

আপনি তো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং ঋণ সহায়তাও পেয়েছিলেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

অংশেথোয়াই মারমা : একটি জাতির মেরুদণ্ড হচ্ছে যুবক শ্রেণি। যুবকরা ঠিক থাকলে পুরো জাতি ঠিক থাকবে। আজকের যুবকরাই তো আগামীর দেশ গড়ার কারিগর। যুব উন্নয়ন শুধু হাতে-কলমে ট্রেনিংই দিচ্ছে না, তারা নীতি-নৈতিকতার শিক্ষাও দিচ্ছে। যুব উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আগে যেমন কাজ করেছে তার থেকেও বেশি কাজ করছে বর্তমানে। আমি চাই আরও সুদূরপ্রসারি হোক তাদের কার্যক্রম।

তবে আমার একটিই অনুরোধ সেটা হচ্ছে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যাতে আর্থিক সহায়তার স্কোপ বৃদ্ধি করে, যাতে ঋণের পরিমাণ বাড়ায়। আগে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে অনেক কিছুই করা যেত, কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। আমি ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম, তখনকার ২৫ হাজার কিন্তু এখনকার প্রায় ২৫ লাখের কাছাকাছি হবে। বর্তমানে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি, আগের লিমিটেশনেই রয়ে গেছে।

❐ [অংশেথোয়াই মারমা জন্মগ্রহণ করেছেন বান্দরবান জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি নং-১৩২৫, গ্রাম- থোয়াইচাহ্লা পাড়া, পোস্ট-আলীকদম, উপজেলা-আলীকদম। তিনি ২০০১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: দাতাংতুয়া ইঙ্ক। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। অংশেথোয়াই মারমা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-২

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

অনিত্য কুমার রায় : আমি ২০১২ সালে হাস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মৎস্য চাষ ও কৃষির উপর ৩ মাস মেয়াদি একটি ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

অনিত্য কুমার রায় : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'রায় পোল্ট্রি ফার্ম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

অনিত্য কুমার রায় : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে ৩টি গাভী আছে। এখানে গরু মোটাতাজাকরণ করা হচ্ছে এবং ব্রয়লার মুরগি পালন হচ্ছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

অনিত্য কুমার রায় : ২০১৪ সালে অক্টোবরে আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার বাৎসরিক ইনকাম কত?

অনিত্য কুমার রায় : আমার প্রায় ৬-৮ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

অনিত্য কুমার রায় : 'মেসার্স লাইভস্টোক ট্রেডার্স' নামে আমার একটি ভেটেরিনারি ওষুধের দোকান আছে। পাশাপাশি আমি প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের এলডিডি নামক একটি প্রজেক্টে কাজ করি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

অনিত্য কুমার রায় : আমি বিজনেস শুরু করার সময় আমার পরিবার থেকে ৫০ হাজার এবং গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ১৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

অনিত্য কুমার রায় : আমি ২০১২ সালে ৩ মাসের ট্রেনিং নেওয়ার পর একটি এনজিওতে চাকরি নিয়েছিলাম। স্বাধীনচেতা হওয়ায় অন্যের অধীনে কাজ করা আমার পোষায়নি। দুর্গাপূজায় বাড়ি এসে আমি একজনকে ট্রেনিং ছাড়া পোল্ট্রি ফার্ম করতে দেখি। তখন আমি নিজে ফার্ম শুরু করার আগ্রহ পাই এবং ফার্ম শুরু

করি। পোল্ট্রি শেড তৈরির সব কাজ আমি করেছি। প্রথম মাসে আমার প্রায় ৭ হাজার টাকা লাভ হয়। আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি এবং ব্যবসা কন্টিনিউ করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি শিক্ষিত অথচ চাকরি না করে ফার্ম করব– মানুষ এটা নিয়ে হাসাহাসি করত। সেজন্য আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে সাইকেল চালিয়ে ফিড আনতে যেতাম, দিনের বেলা যেতাম না। দিনে টুকটাক শাক-সবজি ও কৃষি কাজ করতাম। তারপর আর আমাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

অনিত্য কুমার রায় : প্রথম শেডে আমার ৬৬০০ টাকা লাভ হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে বেড়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কতজন?

অনিত্য কুমার রায় : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে ২ জন স্থায়ী এবং প্রায় ৪ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

অনিত্য কুমার রায় : শুরুতে আমি একাই কাজ করতাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

অনিত্য কুমার রায় : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

অনিত্য কুমার রায় : জি, পারছি। কিছু দিন আগেও আমার মায়ের একটি অপারেশন করালাম।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

অনিত্য কুমার রায় : আগে মাসে একবার মুরগির মাংস তো দূরের কথা মুরগির ডিমও ঠিকমতো খেতে পারতাম না। আর স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আমার মেয়ে দিনে ৫-৬টি ডিম খেত। এখন খাদ্য তালিকায় ডিম, দুধ, মাংস পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

অনিত্য কুমার রায় : জি, আগে আমার মাটির বাড়ি ছিল, এখন টিন শেড বিল্ডিং বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

অনিত্য কুমার রায় : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। আমার মেয়ে ক্লাস ফোরে এবং ছেলে ক্লাস ওয়ানে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

অনিত্য কুমার রায় : হ্যাঁ, আগের থেকে অনেক বেড়েছে। মানুষ এখন ভালো চোখেই দেখে। মানুষ আমাকে বেশ ভালো মূল্যায়ন করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

অনিত্য কুমার রায় : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

অনিত্য কুমার রায় : আমাদের একটি সংগঠন আছে। আমরা প্রতিবছর শীত এবং দুর্গাপূজার সময় বস্ত্র বিতরণ করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

অনিত্য কুমার রায় : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বলে শেষ করা যাবে না। যুব উন্নয়ন না থাকলে আমাকে হয়তো মানুষের বাড়িতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে খেতে হতো। যুব উন্নয়নের কারণে আমি আজ একটি ভালো অবস্থানে আছি।

❐ [অনিত্য কুমার রায় জন্মগ্রহণ করেছেন পঞ্চগড় জেলায়। গ্রাম: বামাকালী, ডাকঘর: ময়দানদীঘি, উপজেলা: বোদা। তিনি ২০১২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : রায় পোল্ট্রি ফার্ম। অন্যের অধীনে চাকরি না করে নিজে কিছু করার প্রবণতা থেকে অনিত্য কুমার রায় আত্মকর্মী হয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কবে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

অলিদ শেখ : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১৯৯৬ সালে হাঁস-মুরগি পালন ও পশু চিকিৎসার উপর তিন মাসের একটি ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

অলিদ শেখ : মূলত পশুপালন করে আমি নিজেই আত্মকর্মী হবো, সেজন্যই এ ট্রেনিং নিয়েছিলাম। চাকরি করলে আমি একা চলতে পারব কিন্তু যখন আমি উদ্যোক্তা হবো তখন আরও মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব। এই সব কিছু মিলিয়েই আসলে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার খামারের নাম কী? কত সালে খামারের যাত্রা শুরু হয়?

অলিদ শেখ : আমার খামারের নাম 'ফেমাস পোল্ট্রি ফার্ম'। ১৯৯৬ সালে আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৯৬ সাল থেকে বর্তমানে ২০২৪ সাল। দীর্ঘ ২৮ বছরে আপনার প্রতিষ্ঠানের কীভাবে বিস্তার ঘটালেন এটি যদি একটু বলেন।

অলিদ শেখ : বিস্তার ঘটেছে সেসময়ই। মাঝে অনেক ভাঙাগড়ার গল্প আছে। আমি ২000 সালে যুব পুরস্কার পেয়েছি। ২005 সালে বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয় বাংলাদেশ, তখন আমার প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আমার ঘুরে দাঁড়াতে অনেক কষ্ট হয়। সেজন্য আমি বিকল্প পেশায়ও গিয়েছি। পরে ধীরে ধীরে আবার দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক বা বাৎসরিক আয় কীরকম?

অলিদ শেখ : খামার আসলে লাভজনক অবস্থায় নেই। খামারের পাশাপাশি আমার অন্য আরেকটি প্রোজেক্ট আছে। ঢাকাতে একটি চকোলেট ফ্যাক্টরি করেছি। দুটো ব্যবসাই করছি।

১৯৯৬ সালে যখন আপনার 'ফেমাস পোল্ট্রি ফার্ম' করলেন তখন কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

অলিদ শেখ : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১৯৯৮ সালে সহযোগিতা পেয়েছি। তা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করিনি বা পাইনি।

প্রথম দিকে আপনার আয় কীরকম ছিল?

অলিদ শেখ : একদম শুরুতে তো কম ছিল। পরে এক লক্ষ টাকার মতো ইনকাম হয়েছে।

আপনার খামারে বর্তমানে কতজন স্থায়ী কর্মী এবং কতজন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে?

অলিদ শেখ : বর্তমানে স্থায়ী কর্মী পাঁচজন। অস্থায়ীভাবে কাজ করছে আরও দুজন।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

অলিদ শেখ : শুরুতে নিজেই কাজ করেছি। কোনো কর্মী ছিল না।

আপনার বাসায় অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

অলিদ শেখ : এখন নেই, আগে ছিল। বর্তমানে কেউ টিভি দেখে না, আর সেরকম সময়ও নেই। সবার হাতে হাতে এখন স্মার্ট ফোন।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটা কীরকম ছিল আর বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

অলিদ শেখ : আগের তুলনায় অবশ্যই ভালো দিচ্ছি।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রশ্ন করছি। স্বাবলম্বী হওয়ার আগে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় কীরকম থেকেছে আর বর্তমানে কীরকম থাকছে?

অলিদ শেখ : আগেও ভালো ছিল। তবে বর্তমানে যেহেতু নিজেরাই উৎপাদন করি তাই এখন বেশি থাকছে।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না স্বাবলম্বী হওয়ার পরে?

অলিদ শেখ : হ্যাঁ, অবকাঠামোগত অনেক পরিবর্তন করেছি। শহরের আধুনিক বাড়ির ন্যায় একটি বাড়ি করেছি।

আপনার সন্তানেরা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

অলিদ শেখ : আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, মেয়ে এইচএসসি পাশ করেছে এবার।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

অলিদ শেখ : হ্যাঁ, বেড়েছে। একটি পর্যায়ে আছি বলা যায়। উপজেলায় কোনো প্রোগ্রাম হলে আমাকে ডাকা হয় এবং কিছু বলার জন্য বলা হয়। তাছাড়া যুব উন্নয়ন থেকেও ডাকে সফল যুব উদ্যোক্তা হিসেবে।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? স্বাবলম্বী হওয়ার পরে বা আগে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে কি না?

অলিদ শেখ : হ্যাঁ, আছে। আমাদের এলাকাটি এক সময় খুব সেনসেটিভ এলাকা ছিল। তাই বলা যায় অনেক হয়রানির ঘটনা রয়েছে। অনেক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছি তবে এখন এগুলো কমে গিয়েছে বা নেই বললেই চলে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে সেগুলো কী কী ছিল?

অলিদ শেখ : হ্যাঁ, এখনো করি। আমাদের সামাজিক একটি ক্লাব আছে তার মাধ্যমেই কাজ করি।

যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী তাদের কি আপনি আত্মকর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিবেন?

অলিদ শেখ : হ্যাঁ, অবশ্যই। 'চাকরিও করব না, বেকারও থাকব না, নিজে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলব'! এটিই আমার স্লোগান। আত্মকর্মী হলেই তো মানুষ উদ্যোক্তা হবে আর উদ্যোক্তা হলেই তো মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি যদি চাকরি করি তাহলে শুধু নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব। চাকরির মাধ্যমে বড়োজোর মানুষকে সেবা দিতে পারব কিন্তু আর্থিক সহযোগিতা তো করতে পারব না। আমি যদি আত্মকর্মী হই তাহলে মানুষ আমার প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে। আমার ঢাকার প্রতিষ্ঠানে ২২ জন কর্মী কাজ করছে। আমি অবশ্যই দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছি। আমি ভ্যাট, ট্যাক্স দিচ্ছি যা দেশের উন্নতিতে অবদান রাখছে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

অলিদ শেখ : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিঃসন্দেহে দেশের যুবদের জন্য মাইলফলক। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতাশাগ্রস্ত যুবকদের বিভিন্ন মোটিভেশন দিয়ে কর্মমুখী করে তুলছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রত্যেকটি ট্রেনিং যদি সঠিকভাবে গ্রহণ করে সঠিক প্রকল্প বেছে নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে তাহলে অবশ্যই সে সফল হবে। আরেকটি কথা হচ্ছে, যে যে-কাজে পারদর্শী তাকে অবশ্যই সেই কাজের উপরেই ট্রেনিং গ্রহণ করতে হবে। যুব উন্নয়নের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যুব উন্নয়নের কারণেই আজকে আমি এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর না থাকলে হয়তো আমি অন্য কোনো পেশায় যেতাম বা চাকরি করতাম, উদ্যোক্তা হতে পারতাম না। সেজন্য আমি যুব উন্নয়নকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

❒ [অলিদ শেখ জন্মগ্রহণ করেছেন খুলনা জেলায়। গ্রাম : নৈহাটী, পোস্ট : নৈহাটী, উপজেলা : শ্রীরামপুর। তিনি ১৯৯৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : ফেমাস পোল্ট্রি ফার্ম। চাকরি ছাড়াও ব্যবসা করে নিজের এবং মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। অলিদ শেখ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

আকবর হোসেন : আমি ১৯৯৯ সালে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু এবং মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিংগুলোই কেন নিয়েছিলেন?

আকবর হোসেন : ছোটোবেলা থেকেই আমি মুরগি পালন ও মাছ চাষ করেছি। দেশি জাতের গাভীও পালন করেছি। আমি এসএসসির পরে ইন্টার পাশ করলাম। তারপর ডিগ্রি পাশ করে প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরিও করেছি। এ রকম ছয় বছর চাকরি করার পরে প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতে আর ভালো লাগেনি। যুব উন্নয়ন থেকে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু এবং মৎস্য চাষের উপর তিন মাসের ট্রেনিং নেওয়ার আমার খামারের কার্যক্রম শুরু করি। আমার খামারের নাম দিয়েছি 'আইডিয়াল ডেইরি মিল্ক এন্ড এগ্রো ফিশারিজ'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থা কীরকম?

আকবর হোসেন : আমি তো শূন্য থেকে উঠেছি। আমি আমার আব্বার রিটায়ারমেন্টের টাকাও নিইনি। আমি ১৯৯৯ সালে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা পুঁজি দিয়ে শুরু করেছি। একটি গরু থেকে ৩০টা গরু হয়েছে আমার। একেকটি গরু ২০ থেকে ৩০ লিটার পর্যন্ত দুধ দিত। আমার এমনও দিন গিয়েছে কোনো গরু ১৫ লিটারের নিচে দুধ দিত না। আমার উপজেলায় আগে অস্ট্রেলিয়া জাতের গরুর দুধ কেউ খেতো না। একটি অনীহা ছিল সেসময়। আমার প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থা আগে অনেক ভালো ছিল। এখনো ভালোই আছে তবে আগে বেশি ভালো ছিল। আমি এক বছর খামার থেকে দূরে ছিলাম। মৎস্য খামার নতুন করে শুরু করেছি। গরুর খামারে বর্তমানে তিনটি গরু আছে। সামনে চিন্তা করছি গরুর খামার আবার বড়ো করব কিন্তু আমার শারীরিক আবস্থা আগের মতো ভালো নেই।

আপনার ফার্ম 'আইডিয়াল ডেইরি মিল্ক এন্ড এগ্রো ফিশারিজ' এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে আর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

আকবর হোসেন : আমি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অকেশনাল আওতায় একটি প্রজেক্টে কাজ করি। সেখান থেকে আমার কিছু আয় হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

আকবর হোসেন : আমি যখন প্রতিষ্ঠান শুরু করি তখন কারো থেকেই কোনো আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করিনি।

কেন মনে হলো যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

আকবর হোসেন : আমি যদি একটি প্রতিষ্ঠান করে নিজে আত্মকর্মী হই তাহলে নিজেও স্বাবলম্বী হতে পারব এবং সমাজের গরিব দুঃখী মানুষের পাশেও দাঁড়াতে পারব। আত্মকর্মী হওয়ার ফলেই সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমরা সঠিকভাবে ভূমিকা রাখতে পারব।

প্রথমদিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের আয় কীরকম ছিল?

আকবর হোসেন : শুরুতে তো কম ছিল। প্রথমে ১০ হাজার তারপর আস্তে আস্তে বেড়েছে। ১০ হাজার থেকে শুরু করে ১৫ হাজার, ৩০ হাজার, ৫০ হাজার এবং কোনো কোনো মাসে এক লক্ষ টাকাও হয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কর্মী সংখ্যা কতজন ছিল আর বর্তমানে কতজন?

আকবর হোসেন : বর্তমানে তিনজন কর্মী আছে। অসুস্থ ছিলাম তাই কর্মীও কমে গেছে। শুরুতে আমার কোনো কর্মী ছিল না। আমার পরিবারে বছর বান্ধব একজন কাজের নারী ছিল সে কাজ করেছে। একটি সময় গিয়েছে যখন আমার খামারে ১২ থেকে ১৫ জন কাজ করেছে।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের অংশ হিসেবে টেলিভিশন নিশ্চয়ই আছে?

আকবর হোসেন : হ্যাঁ, টেলিভিশন আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন এবং তারা কি পড়ালেখার সাথে যুক্ত?

আকবর হোসেন : আমার ছেলেমেয়ে তিনজন। বড়ো ছেলে ইন্টার পরীক্ষা দিবে সামনে। মেজো ছেলে ঢাকায় পড়ালেখা করছে, এসএসসি পাশ করে নটরডেম কলেজে চান্স পেয়েছে। ছোটো মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে।

আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার আগে আপনার পরিবারে কীরকম চিকিৎসা লাভের সুযোগ ছিল আর বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

আকবর হোসেন : আমার পরিবারে সাপোর্ট আছে। আমি অন্য সব পরিবারে যেহেতু চিকিৎসা সেবায় সহযোগিতা করি সেখানে আমার পরিবারের চিকিৎসা সেবা তো ভালোই হবে। আমার ক্যান্সার হওয়ার পরে ১২ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আমার কোনো ঋণ নিতে হয়নি। আমার ফ্যামিলি এটি মেকআপ করেছে।

এখন একটু খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রশ্ন করছি। স্বাবলম্বী হওয়ার আগে আপনার খাদ্য তালিকায় কীরকম মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি থাকত আর স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কীরকম থাকছে?

আকবর হোসেন : খাদ্য তালিকা আগে এত নিয়মতান্ত্রিক ভাবে চলত না। তখনও পরিবারে শাক, ডাল, মাছ, মাংস থাকত। আগে যখন দেশি মুরগি রান্না করা হয়েছে তখন দশ-বারো জনে মিলে খেতে হয়েছে। একটি দেশি মুরগি ওজনেই বা কতটুকু। এখন তো খাবারে কোনো সমস্যা হয় না। হাঁস-মুরগি আমি নিজেই

উৎপাদন করছি তাই যখন যা প্রয়োজন, চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারছি। মেহমান এলে তাদেরও সুন্দরভাবে আপ্যায়ন করতে পারছি। মাছের ক্ষেত্রেও সেরকম। মাছ চাষ করে চাহিদা অনুযায়ী খেতে পারছি।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না স্বাবলম্বী হওয়ার পরে? স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কীরকম বাড়িতে অবস্থান করেছেন আর বর্তমানে কীরকম বাড়িতে থাকছেন?

আকবর হোসেন : বাড়ির পরিবর্তন হয়নি। আমাদের ৩৭ বছরের পুরোনো বাড়িটায় এখনো আছি। সামান্য একটু পরিবর্তন করেছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কি আপনার সামাজিক মূল্যায়ন বেড়েছে?

আকবর হোসেন : জি, বেড়েছেই। আগে বলত দুধের ব্যাপারী, ডিমের ব্যাপারী। এখন তো আর ওসব বলে না। বর্তমানে যেখানেই যাই সেখানেই একটি আলাদা সম্মান পাই। যে সম্মান আমরা কখনো টাকা দিয়ে কিনতে পারব না।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

আকবর হোসেন : তারা প্রথম শ্রেণির মানুষ হিসেবেই মূল্যায়ন করে।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? কখনো কোনো হয়রানির শিকার হয়েছেন?

আকবর হোসেন : না, কখনো কোনো হয়রানির শিকার হইনি। আমাদের এলাকার রাজনৈতিক অবস্থাও অনেক ভালো। রাতের বেলায় কখনো কোনো জিনিস বাইরে রাখলেও সেটা নিরাপদ থাকে। ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে সেখানেও কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কোনো ব্যাপারে কোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি আমাদের এখানে নেই। রাজনৈতিক পরিবেশও শান্ত। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছি। একটি আদর্শ উপজেলা বলা যায় আমাদের উপজেলাকে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলবেন।

আকবর হোসেন : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আর্থিক, সামাজিক-সহ সব দিকেই স্বাবলম্বী হয়েছি। শুধু আমি একা স্বাবলম্বী হইনি, আমার দেখাদেখি অনেক ছেলেই স্বাবলম্বী হয়েছে। এজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে আমি সাধুবাদ জানাই। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিনই আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যেন আরও প্রসারিত হয়ে দেশের যুবক ছেলেমেয়েদের আত্মকর্মী হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

❒ [আকবর হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন ফেনী জেলায়। গ্রাম : নয়নপুর, পোস্ট : প্রতাপপুর, উপজেলা: দাগনভূঞা। তিনি ১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : আইডিয়াল ডেইরি মিল্ক এন্ড এগ্রো ফিশারিজ। চাকরির না করে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে নিজের পাশাপাশি আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আকবর হোসেন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

আ: হালিম বিশ্বাস : আমি ২০০২ সালে পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাথমিক চিকিৎসার উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

আ: হালিম বিশ্বাস : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'বিশ্বাস পোল্ট্রি, মৎস্য অ্যান্ড ডেইরি ফার্ম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

আ: হালিম বিশ্বাস : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

আ: হালিম বিশ্বাস : আমি পোল্ট্রি, মৎস্য ও ডেইরি নিয়ে কাজ করছি।

আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটিয়েছেন কীভাবে?

আ: হালিম বিশ্বাস : ট্রেনিং নেওয়ার পর আমি ১ হাজার লেয়ার মুরগি নিয়ে বিজনেস শুরু করি। পৈতৃক সূত্রে আমার কিছু মাছের প্রজেক্ট ছিল। ট্রেনিং নেওয়ার পর আমি সে পুকুরগুলোতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করি। এভাবে ধীরে ধীরে আমার বিজনেস বিস্তৃত হয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

আ: হালিম বিশ্বাস : আগে আমি একটি ভালো অবস্থানে ছিলাম। কিছুদিন আগে আমার প্রায় ৫ হাজার লেয়ার মুরগি মারা যায়। সেখানে আমার প্রায় ৭০ লাখ টাকা লস হয়েছে। সেজন্য আপাতত মুরগির ফার্ম বন্ধ রেখেছি। এখন বাৎসরিক প্রায় ২০-২৫ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

এর বাইরে আপনার প্রতিষ্ঠান আর কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

আ: হালিম বিশ্বাস : হ্যাঁ, এর আগেও বার্ড ফ্লুতে আমার ১০ হাজার মুরগি মারা গিয়েছিল।

তখন এই ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

আ: হালিম বিশ্বাস : তখন আমাকে সরকারিভাবে সহায়তা করা হয়েছিল এবং আমি সেই ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এখন তো আর সেটা সম্ভব নয়। আগে উৎপাদন খরচ অনেক কম ছিল, এখন সে খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ব্যবসা এখন আর প্রান্তিক খামারিদের হাতে নেই, এগুলো এখন বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন কি যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

আ: হালিম বিশ্বাস : জি, আমার ছোটো-খাটো ব্যবসা আছে।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

আ: হালিম বিশ্বাস : আমি অগ্রণী ব্যাংক থেকে দুই ধাপে ঋণ নিয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

আ: হালিম বিশ্বাস : আমার সব সময় মনে হয়েছে আমার কিছু করতে হবে। ২০০১ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার পরে আমার হাতে তিন মাস অবসর সময় ছিল এবং আমি তখন যুব উন্নয়নে ট্রেনিং নিই। ট্রেনিংয়ের পর পড়াশোনার পাশাপাশি আমি আমার বিজনেস শুরু করি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

আ: হালিম বিশ্বাস : শুরুতে মাসিক ২৫-৩০ হাজার টাকা ইনকাম হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

আ: হালিম বিশ্বাস : সব মিলিয়ে আমার এখানে ৭ জন স্থায়ী এবং আমার প্রয়োজন অনুযায়ী বেশ কিছু অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

আ: হালিম বিশ্বাস : শুরুতে ২ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

আ: হালিম বিশ্বাস : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

আ: হালিম বিশ্বাস : জি, আমার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য শহরে নিয়ে যাই। আগের চেয়ে এখন অবস্থা ভালো হয়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

আ: হালিম বিশ্বাস : এখন তো সপ্তাহে একদিন মাংস থাকেই, আগে এরকমটা ছিল না।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

আ: হালিম বিশ্বাস : আগে আমার টিনের ঘর ছিল। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আমি দোতলা বিল্ডিং করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

আ: হালিম বিশ্বাস : আমার দুই ছেলে। বড়ো ছেলে ক্লাস এইটে এবং ছোটো ছেলে ক্লাস ওয়ানে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

আ: হালিম বিশ্বাস : জি, যেহেতু আমি স্বাবলম্বী এবং জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, সামাজিক মর্যাদা তো কিছুটা বেড়েছেই।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

আ: হালিম বিশ্বাস : আমি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। সেই সুবাদে সব সময় সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

আ: হালিম বিশ্বাস : জি, যেহেতু ব্যবসা করি এবং গ্রামে থাকি, টুকটাক হয়রানির শিকার হতে হয়।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

আ: হালিম বিশ্বাস : জি, আমার 'একতা যুব সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি আমি। গ্রামের দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাবার ও ওষুধ বিতরণ করি। পল্লি এলাকায় আমার বাস। এখানে নারীদের মাসিক এবং বাৎসরিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

আ: হালিম বিশ্বাস : আমি মনে করি শিক্ষাগত যোগ্যতা শুধু একটি সার্টিফিকেট মাত্র, এটি কোনো যোগ্যতা না। হাতেকলমের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আত্মকর্মী হলে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। আর স্বাবলম্বী না হলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কেউ টিকতে পারবে না। বেকার থাকলে কেউ গুরুত্ব দেবে না। সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচতে হলে নিজেকে কিছু করতে হবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

আ: হালিম বিশ্বাস : যুব উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি যুব উন্নয়নের লোক'। আমার এই অবস্থানে আসতে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্যাপক সাপোর্ট পেয়েছি। আমি তাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

❒ [আ: হালিম বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেছেন পাবনা জেলায়। গ্রাম : চরবিশ্বনাথাপুর, পোস্ট : সুজানগর, উপজেলা : সুজানগর। তিনি ২০০২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : বিশ্বাস পোল্ট্রি মৎস্য অ্যান্ড ডেইরি ফার্ম। পড়াশোনার পাশাপাশি নিজে কিছু করার তীব্র বাসনা থেকেই হালিম বিশ্বাস আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

আইরিন সুলতানা : আমি যুব উন্নয়ন থেকে ইলেকট্রনিক্সের ট্রেনিং নিয়েছি। এছাড়াও সেলাই, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, মাশরুম চাষ, শাকসবজি চাষ-সহ আরও কিছু আছে অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিং নিয়েছি।

আপনি তো বেশ কিছু ট্রেনিং নিয়েছেন। বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের কাজ হচ্ছে?

আইরিন সুলতানা : আমার প্রতিষ্ঠান কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে আটটি গ্রেডের অনুমোদন আছে এবং 'এন এস ডি' এর অধীনে তিনটি গ্রেডের অনুমোদন আছে। এটি ছাড়াও আমরা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, বিউটিপার্লার এর কাজ, ফ্রকের কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা কীভাবে এবং কবে শুরু হয়েছিল?

আইরিন সুলতানা : আমার প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছিল ২০১০ সালে। তখন আমি বাসায় প্রশিক্ষণ শুরু করি। এরপর ২০১২ সালে লক্ষ্মীপুরে ডিসি অফিসের পাশে আমার প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু হয়। এখন পর্যন্ত সেই লোকেশনেই আছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটল কীভাবে?

আইরিন সুলতানা : প্রথমত আমি মেয়েদের কম্পিউটার শিক্ষা দিয়ে শুরু করেছিলাম। এখানে আমি কিছু কিছু সময় বিনামূল্যে অল্প টাকায় প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করি। এসব বিষয়ে যুব উন্নয়নে যখন আমি একটি বক্তব্য দিয়েছিলাম, হঠাৎ ডিসি স্যারের দৃষ্টি আমার উপর পড়ে। তখন স্যার আমাকে বললেন, আমি যেন প্রতিষ্ঠানটি আমার নামে অনুমোদন নিয়ে নিই। সেসময় আমি ডিসি স্যারকে আমার বিভিন্ন সহযোগিতার কথা বলি। তখন স্যার আমাকে বললেন, সহযোগিতা লাগলে সহযোগিতা করা হবে। তারপর আমি তখন স্যারকে বললাম কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে আমার অনুমোদন লাগবে। এরপর আমি অনুমোদন পেয়েও গেলাম ২০১৬ সালে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমি লাগাতার কাজ করে যাচ্ছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন অবস্থা কেমন?

আইরিন সুলতানা : আমার প্রতিষ্ঠান হলো পুরো লক্ষ্মীপুর জেলার সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান। সঠিক সেবা দিতে পারছি গ্রাহককে।

এ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

আইরিন সুলতানা : আমার প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমি আর কোনো কাজের সঙ্গে নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজে যুক্ত আছেন?

আইরিন সুলতানা : হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় রক্তদান, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে জড়িয়ে যাই, জড়িয়ে থাকি। সব সময় এসব কাজের পাশেই থাকি। এছাড়া এতিম ও গরিবদের সব সময় সাহায্য করে থাকি। ২০১৫ সালে আমি এতিমদের জন্য একটি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পর থেকে আমি প্রতি ব্যাচে প্রায় দু'তিন জনকে ফ্রি-তে ট্রেনিং দিয়ে থাকি এবং তাদের সরকারি সনদও দিয়ে থাকি।

আপনার এই প্রতিষ্ঠান যাত্রার শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

আইরিন সুলতানা : আমি একবার ডিসি অফিস থেকে শিক্ষা অনুদান পেয়েছিলাম ৫০ হাজার টাকা।

যুব উন্নয়ন অধিপ্তর থেকে কোনো সহযোগিতা পাননি?

আইরিন সুলতানা : এখান থেকে আমি ঋণ নিয়েছি।

কেন মনে হলো যে, আত্মকর্মী হবেন?

আইরিন সুলতানা : অন্যের পিছু না ছুটে আমি চিন্তা করেছি যে, অন্যকে চাকরি দিব। এই লক্ষ্যে কাজ করেছি এবং এখন সফলও হয়েছি। আমার খামারে অনেককেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের আয় কেমন ছিল?

আইরিন সুলতানা : আমার প্রথম দিকে আয় ছিল সীমিত। আল্লাহ্‌র রহমতে এখন বেশ ভালোই।

বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত টাকা?

আইরিন সুলতানা : এখন মাসিক প্রায় এক লক্ষ টাকার উপরে থাকে। প্রথম দিকে অনেক কম ছিল। কারণ লক্ষ্মীপুর জেলায় মেয়েদের এমন কোনো উদ্যোগ তেমন ছিল না।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, আপা?

আইরিন সুলতানা : ক্ষতির সম্মুখীন তো হয়েছি। করোনার সময়টা আমরা ঘরে বসেই ছিলাম। এরপরে আবার কাজ শুরু করেছি।

ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ তো ঘরে বসে করাটাই সহজ?

আইরিন সুলতানা : হ্যাঁ, ঘরে বসেই কাজ করা সহজ। করোনার সময়টা আমি এই কাজটাই করেছিলাম। যখন সব পথ বন্ধ হয়ে গেল তখন ঘরে বসে ফ্রিল্যান্সিং করে আমি আয় করেছিলাম।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংখ্যা কতজন?

আইরিন সুলতানা : আমার এখানে স্থায়ী অস্থায়ী মিলে প্রায় দশজন হবে।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থা কেমন? স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

আইরিন সুলতানা : আমি আগে পারিবারিকভাবে অস্বচ্ছল ছিলাম। এখন মোটামুটি ভালো। উন্নতি বলতে আমি ইনকাম করে আমার প্রতিষ্ঠানকেই আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছি। শুরুতে এমন তো আর ছিল না, ছোটো একটি প্রতিষ্ঠানকে আমি ধীরে ধীরে বড়ো করেছি। আমার স্বপ্ন ছিল লক্ষ্মীপুর জেলায় সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়ার। আমি পেরেছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের কোনো সুযোগ আছে কি না? টেলিভিশন, ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি এগুলো ব্যবহার করা হয়?

আইরিন সুলতানা : হ্যাঁ, এগুলো আছে আমার পরিবারে।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?

আইরিন সুলতানা : আমার এক ছেলে আছে।

আপনার ছেলে কী পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত?

আইরিন সুলতানা : জি, সে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

পারিবারিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন বলে মনে করছেন? বর্তমানে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন কি না?

আইরিন সুলতানা : আমি সব সময়ই সবাইকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দেবার চেষ্টা করি। সুস্থ থাকার জন্য যা যা দরকার আমরা তাই করে যাচ্ছি। আগের চেয়ে দ্রুত ও উন্নত সেবা নিতে পারছি।

খাদ্যাভ্যাসে আগের চেয়ে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? ডিম, দুধ, মাংস, মাছ ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় আগে কেমন ছিল, আর এখন কেমন?

আইরিন সুলতানা : হ্যাঁ, খাবারের অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগের চেয়ে আমরা ভালো খাই। মানে সব সময়ই ভালো খাবার চেষ্টা করি।

আপনার বাসস্থান অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না?

আইরিন সুলতানা : আসলে আমার পরিকল্পনা হচ্ছে নিজের টাকা দিয়ে একটি বিল্ডিং করার। এজন্য আমি প্রস্তুতিও নিয়েছি। আশা রাখছি এ বছরেই হয়ে যাবে। আমার ইনকাম থেকে আমি একটু জায়গাও কিনেছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি? এলাকার কোনো অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

আইরিন সুলতানা : আমাদের লক্ষ্মীপুরে বড়ো বড়ো সকল প্রোগ্রামে আমাকে অলটাইম দাওয়াত করে এবং আমাকে সেখানে বক্তব্যেরও সুযোগ করে দেয়।

সামাজিক কিংবা পারিবারিকভাবে কোনো হয়রানিমূলক ঘটনা ঘটেছে কখনো?

আইরিন সুলতানা : এই মুহূর্তে কোনো হয়রানির ঘটনা নেই। তবে '১৫ সালের আগে ঘটেছিল। আমার প্রতিষ্ঠানে হামলা হয়েছিল রাতের অন্ধকারে। আমি জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা পাওয়ার পর এরপর থেকে আর কোনো সমস্যায় পড়িনি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলবেন?

আইরিন সুলতানা : যুব উন্নয়ন থেকে শুধু আমি কোনো প্রশিক্ষণই গ্রহণ করি নাই। বলতে গেলে ওখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন অবধি আমি যুব উন্নয়নের দশ থেকে ১৫টি ব্যাচ আমার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কমপ্লিট করিয়েছি। লক্ষ্মীপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ ধরনের কার্যক্রম করে আসছে, দেখা যায় অনেক সময় আমরা অনেকেই ট্রেনিং নিতে চাই কিংবা লোন নিতে চাই, তখন তাদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ এবং লোনের কথা বলে থাকি এবং সে একজন সফল আত্মকর্মী হতে পারে। এক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যুব উন্নয়ন যদি লোনের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দেয় তবে ভালো হয়। তবে আমি শুনেছি লোনের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ পরিমাণ বাড়িয়েছে।

❐ [আইরিন সুলতানা জন্মগ্রহণ করেছেন লক্ষ্মীপুর জেলায়। গ্রাম : বাঞ্চানগর, পোস্ট : লক্ষ্মীপুর, উপজেলা : লক্ষ্মীপুর। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : আইরিন টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট। চাকরির পেছনে না ছুটে নিজে কিছু করার প্রেরণা থেকে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আইরিন সুলতানা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

আশরাফুন্নাহার : আমি ১৯৯৬ সালে হস্তশিল্পের উপর ছয় মাসের একটি ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

আশরাফুন্নাহার : আমি বাংলাদেশের প্রথম একজন নারী যে 'বাংলাদেশ কলেজ অফ লেদার টেকনোলজি' থেকে লেদার কোর্স নিয়ে পাশ করি। চামড়ার কাটিং সেনসেটিভ হওয়ায় আমি সেদিকে এগুতে পারিনি। আমি ঢাকায় বড়ো হই, তবে শেরপুরে চলে আসি এবং কাপড়ের কাজ শুরু করি। কাপড়ের কাজ করার জন্য আমি যুব উন্নয়নে ভর্তি হই।

হস্তশিল্পে ট্রেনিং নেওয়ার পরে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী দিয়েছেন?

আশরাফুন্নাহার : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'লেডিস ফ্যাশন'।

আপনার 'লেডিস ফ্যাশন' কত সালে প্রতিষ্ঠিত করেন?

আশরাফুন্নাহার : লেডিস ফ্যাশন ১৯৯৬ সালে চালু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম কী?

আশরাফুন্নাহার : এখন সামগ্রিক কার্যক্রম হচ্ছে, আগে আমরা কিছু নারীদের নিয়ে কাজ করিয়েছি এবং নিজেও করেছি। এর পাশাপাশি কিছু দুস্থ নারী আসতে থাকে এবং তাদের কিছু লিগ্যাল ক্রাইসিস তৈরি হতে থাকে। তখন আমার খুব ইচ্ছে হয় এই প্রফেশনে থেকে নারীদের সাপোর্ট দেওয়ার। সেজন্য ২০০৯ সালে আবার যুব উন্নয়নে ট্রেনিংয়ে ভর্তি হই। আমি বর্তমানে নারীদের আইনি সুবিধা দিচ্ছি এবং তাদের এগিয়ে নিতে। আমাদের অনলাইনে একটি বিপণন সাইডও রয়েছে।

আপনি কী 'লেডিস ফ্যাশন' এর বাইরেও অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

আশরাফুন্নাহার : আমি একজন ল'ইয়ার। সেখান থেকে তো ইনকাম হয়।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

আশরাফুন্নাহার : আমি আসলে ঋণ অপছন্দ করি। আমার কৃষিভিত্তিক ঋণ আছে। কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আমরা একটি পারিবারিক খামার করেছি।

কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

আশরাফুন্নাহার : আমার মনে হয়েছে একজন মানুষ যদি চাকরি করে তাহলে সেটা শুধু নিজের জন্য করে। কিন্তু কেউ যদি আত্মকর্মী হয় তাহলে সে আরও মানুষের ইনকামের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে। সেজন্যই মূলত আত্মকর্মী হতে চেয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার ব্যবসায় ইনকাম কীরকম ছিল?

আশরাফুন্নাহার : সব খরচ বাদ দিয়ে ৫০ বা ৬০ হাজার টাকার মতো থেকেছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

স্থায়ী কর্মী আছে ছয়জন। এছাড়া অস্থায়ী আরও কিছু আছে, তবে তারা দৈনিক হিসেবে কাজ করে।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

আশরাফুন্নাহার : শুরুতে বেশি ছিল না। তিনজন ছিল।

আপনার বাসায় অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

আশরাফুন্নাহার : হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।

আপনার পরিবারের কেউ যখন অসুস্থ হয় তখন সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

আশরাফুন্নাহার : হ্যাঁ, দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে কি আপনাদের খাদ্যাভ্যাসের কোনো পরিবর্তন এসেছে?

আশরাফুন্নাহার: খাদ্যাভ্যাস আগের মতোই আছে। সব পরিমাণমতো থাকে।

বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার ব্যবসার কোনো ভূমিকা আছে কি না?

আশরাফুন্নাহার : আমার বাসাতে মোটামুটি পরিবর্তন এসেছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন এবং তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

আশরাফুন্নাহার : আমার ছেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ, এমবিএ কমপ্লিট করেছে। মেয়ে ল নিয়ে পড়ছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

আশরাফুন্নাহার : হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি একজন আইনজীবী, সোশ্যাল ওয়ার্কার, একজন সংগঠক। আমি কাউন্সিলিং করি। আমার সামাজিক মর্যাদা তো অবশ্যই বেড়েছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা কার্যকলাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

আশরাফুন্নাহার : হ্যাঁ, সবাই মূল্যায়ন করে। সব কিছুতেই সবাই আমার কাছে আসে।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে বা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

আশরাফুন্নাহার : তাতো থাকবেই। বিশেষ করে যদি মেয়ে মানুষ হয়ে থাকে। সেগুলো ওভারকাম করার চেষ্টাও করেছি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

আশরাফুন্নাহার : অবশ্যই। যখন কোনো মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছে না টাকার অভাবে তখন আমি কাউকে বললাম তুমি চালের ব্যবস্থা কর, তুমি মাংসের ব্যবস্থা কর– এভাবেই অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে ওভারকাম করিয়েছি। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অনেক করেছি। এ ছাড়াও আমি রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য ছিলাম। কেউ সহিংসতার শিকার হলে তাকে সাহায্য করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

আশরাফুন্নাহার : যুব উন্নয়নের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে ও স্বপ্নপূরণের জায়গা করে দিয়েছে। আমার সামাজিকভাবে মর্যাদাবান হওয়ার পেছনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনেক ভূমিকা রয়েছে।

❐ [আশরাফুন্নাহার জন্মগ্রহণ করেছেন শেরপুর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : সাতালিয়া, শেরপুর। তিনি ১৯৯৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : লেডিস ফ্যাশন। নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি আরও মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আশরাফুন্নাহার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

আসাদুজ্জামান : আমি মাছ চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

মাছ চাষের উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

আসাদুজ্জামান : পারিবারিকভাবে আমাদের মাছ চাষ করা হতো। মাছ চাষের উপযুক্ত জমি ছিল। তখন আমি বেকার ছিলাম, তাই সফলভাবে মাছ চাষ করার জন্য আমি এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

আসাদুজ্জামান : 'এক্সিস এগ্রো'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

আসাদুজ্জামান : ২০০৪ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

আসাদুজ্জামান : বর্তমানে আমি সবজি উৎপাদন, ডেইরি ফার্ম, আমের কলম এবং আম বাগান, মাছের রেণু ও মাছ চাষ করছি।

২০০৪ থেকে এখন পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২০ বছরে ধীরে ধীরে কীভাবে আপনার ব্যবসার বিস্তার ঘটিয়েছেন?

আসাদুজ্জামান : আমার তিনটি পারিবারিক পুকুর ছিল। সেখানে মাছ চাষ করে আস্তে আস্তে আমি আমার বিজনেস বড়ো করেছি। আমার বাবার প্রায় ৫ একরের মতো জমিতে আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বড়ো আকারের পুকুর খনন করি, তারপর কিছু গরু কিনি। এভাবেই ধীরে ধীরে আমি স্বাবলম্বী হয়েছি।

গত ২০ বছরে আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

আসাদুজ্জামান : প্রায় ৮০ হাজার টাকা।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন কি যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

আসাদুজ্জামান : না।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

আসাদুজ্জামান : আমি যুব উন্নয়ন থেকে দুইবার ঋণ নিয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

আসাদুজ্জামান : আমি সব সময় মানুষকে ভালো কিছু দিতে চেয়েছি। আমি আত্মকর্মী হতে চেয়েছি যাতে আমি মানুষকে ফ্রেশ জিনিস খাওয়াতে পারি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

আসাদুজ্জামান : প্রথমে আমি ছোটো পরিসরে শুরু করেছিলাম। তখন মাসিক প্রায় ১০ হাজার টাকা ইনকাম হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

আসাদুজ্জামান : বর্তমানে আমিসহ ৪ জন কর্মী আছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

আসাদুজ্জামান : ১ জন ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

আসাদুজ্জামান : হ্যাঁ, করোনাকালীন আমার প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। মালামাল বাজারজাত করতে পারিনি, দুধ বিক্রি করতে পারিনি, বাইরে বের হয়ে কাজ করতে পারিনি।

তখন এই ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

আসাদুজ্জামান : ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বেশ কষ্ট হয়েছে। তবে কিছু মূলধন ছিল, তা দিয়েই ব্যবসা স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করেছি।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

আসাদুজ্জামান : না। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা মোবাইল ফোনেই সব দেখি।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে আগে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন আর এখন কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারেন?

আসাদুজ্জামান : আগে কেউ অসুস্থ হলে বরিশাল যেতাম। আর এখন কেউ অসুস্থ হলে ঢাকা নিয়ে যাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

আসাদুজ্জামান : কিছুটা উন্নত হয়েছে। আগের চেয়ে খাদ্য তালিকায় এগুলোর পরিমাণ বেড়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

আসাদুজ্জামান : জি, আগে ছিল টিনের ঘর, আর বর্তমানে আমি পাকা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

আসাদুজ্জামান : আমার দুই ছেলে। একজন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার এবং আরেকজন ক্লাস ফোরে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

আসাদুজ্জামান : জি, বেড়েছে।

সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে? সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

আসাদুজ্জামান : আমাকে সবাই সম্মান করে। খেলাধুলা, মসজিদ-মাদ্রাসা কিংবা দরিদ্র মানুষদের আমি সাহায্য-সহায়তা করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

আসাদুজ্জামান : না।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

আসাদুজ্জামান : জি, আমি মনে করি সবার স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। বেকার যুবকদেরকে আমি যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার পরামর্শ দেই। তাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে চেষ্টা করি। প্রত্যেকটি মানুষেরই খাবার, টাকাপয়সা এবং মর্যাদার দরকার আছে। তাই আমি তাদেরকে আত্মকর্মী হতে উৎসাহ দেই।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

আসাদুজ্জামান : আমার সফল উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা অনেক। আমাকে এ পর্যায়ে আসতে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য যুব উন্নয়নকে ধন্যবাদ।

❒ [আসাদুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেছেন বরিশাল জেলায়। গ্রাম : সাপানিয়া, পোস্ট : চরবাড়ীয়া, উপজেলা : সদর। তিনি ১৯৯৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মাছ চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : এক্সিস এগ্রো। সমাজের মানুষের জন্য ভালো কিছু করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আসাদুজ্জামান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৯

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথমে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : আমি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্যান্য ট্রেনিং না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : গ্রাজুয়েশন শেষ করে আমি চাকরির জন্য অনেক ঘুরাঘুরি করেও চাকরি পাইনি। তাই আমি তিন মাসের এই ট্রেনিং নিয়ে বাড়িতে অল্প পরিসরে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন শুরু করি।

আপনার খামারের নাম কী?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'সাবিনা ডেইরি ফার্ম'। আমার ফার্মে ডেইরির পাশাপাশি কিছু ছাগল ছিল।

আপনার ফার্মের কার্যক্রম কত সালে চালু করেছিলেন?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : ২০০১ সালে আমি কাজ শুরু করি।

২০০১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর ধীরে ধীরে কীভাবে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটিয়েছেন?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : আমি যুব উন্নয়ন থেকে ৫০০০ টাকা যুব ঋণ নিয়ে ৫টি ছাগল কিনি এবং স্বল্প পুঁজিতে বেশ লাভবান হই। তারপর আস্তে আস্তে ছাগলের সংখ্যা বাড়াই, এর সাথে গরু পালন করেছি। আমার বায়োগ্যাস ছিল। বায়োগ্যাস ব্যবহার করে আমি রান্না করতাম, বায়ো গ্যাসের বর্জ্য জমিতে সার হিসেবে এবং মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেছি। সবকিছু ভালোই চলছিল। হঠাৎ ২০০৮ সালে আমার অসুস্থতার জন্য আমার খামার ছোটো হয়ে যায়। আস্তে আস্তে সব বিক্রি করে আমি দুটো গরু রেখেছি। এখন এভাবেই চলছে। এখন আমি বাছুর পালন করে বড়ো করি, পুকুর ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট আছে এবং কৃষি জমি আবাদ করি।

আপনার কেন মনে হয়েছে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : আমি সব সময় নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছি। একসময় মনে হয়েছে চাকরির পিছে না ঘুরে নিজে নিজে কিছু করব।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে ইনকাম কত টাকা ছিল?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : শুরুতে আমার আয় অনেক কম ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন স্থায়ী কর্মী আর অস্থায়ী কর্মী আছে?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : আমার ফার্মে একজন স্থায়ী কর্মী এবং একজন অস্থায়ী কর্মী আছে।

শুরুতে আপনার ফার্মে কতজন কর্মী ছিল?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : শুরুতে ২ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে কি?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : জি, আছে।

আপনার পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা প্রদান করতে পারেন কি?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করাতে পারি কিন্তু উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকার কোনো ধরনের পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় আগে মাছ, মাংস, ডিম কেমন থাকত, এখন কেমন?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : আগেও ভালো ছিল। এখন আমার খামারে যা উৎপাদন হয় সেখান থেকে আমার পরিবারের চাহিদা পূরণ করতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? আগে আপনার বাড়ি-ঘর কেমন ছিল, আর বর্তমানে কেমন?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : জি, আগে আমার বাড়ি মাটির ছিল, এখন টিন শেড বিল্ডিং করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে আলেম। সে যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়ে এখন কৃষির সাথে যুক্ত। আর মেয়ে ডেন্টিস্ট। সে বর্তমানে রংপুরে একটি প্রাইভেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : এলাকাবাসী আমাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে। কোনো ধরনের সমস্যায় পড়লে এলাকার মানুষ আমার কাছে আসে। আমি তাদের সমস্যা সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।

আপনার পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটি কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিংবা পরে আপনার সাথে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : না।

আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : জি! এলাকার নারীরা বিভিন্ন ধরনের বাগান করতে চায়। আমি তাদেরকে সঠিক পরামর্শ দেই। আমি যেহেতু একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত

উদ্যোক্তা, গবাদি পশুর চিকিৎসার বিষয়ে তারা আমার কাছে আসে। আমি তাদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকি।

আপনি কি মানুষকে উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ দেবেন?

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : জি, অবশ্যই দিব। কারণ এ যুগে চাকরি পাওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। আর আত্মকর্মী হলে, নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি আরও কয়েকজন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদেরও স্বাবলম্বী করা যায়।

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন : যুব উন্নয়নের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। আমার দেখাদেখি অনেক যুবক এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এখন স্বাবলম্বী হয়েছে।

❒ [ইউ.কে.এম সাবিনা ইয়াছমিন জন্মগ্রহণ করেছেন বগুড়া জেলায়। গ্রাম : ঘাঘুর দুয়ার, পোস্ট : মহাস্থান জাদুঘর, উপজেলা : শিবগঞ্জ। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : সাবিনা ডেইরি ফার্ম। চাকরির পেছনে না ছুটে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। সাবিনা ইয়াসমিন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

ইছমেতারা সরকার : আমি ১৯৯৬ সালে ড্রেস মেকিং বা পোশাক তৈরি ও হস্তশিল্পের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

পোশাক তৈরির উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন, অন্যান্য ট্রেনিংগুলো কেন নয়?

ইছমেতারা সরকার : হস্তশিল্পের সাথে গ্রাম পর্যায়ের সাধারণ মানুষের বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ততা থাকে। হস্তশিল্পের কাজ কৃষির মধ্যেও পড়ে। হস্তশিল্পের সাথে সুচের কাজের সম্পর্ক আছে। তারা যেহেতু কৃষির সাথে জড়িত, আমি দুইভাবেই তাদের সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সেজন্য আমি এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠান 'বাংলার পণ্য হস্তশিল্প প্রকল্প'-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

ইছমেতারা সরকার : ১৯৯৬ সালে ট্রেনিং নেওয়ার পরপরই কাজ শুরু করেছিলাম, তবে ট্রেড লাইসেন্স নিয়েছি ২০০৩ সালে।

বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

ইছমেতারা সরকার : করোনার আগে মাসিক ইনকাম ভালো ছিল কিন্তু করোনার পরে ইনকাম কমে গেছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

ইছমেতারা সরকার : হ্যাঁ, করোনাকালীন সময়ে আমার প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

তখন এই ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

ইছমেতারা সরকার : করোনার সময় আমার বিজনেসের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি পূরণে আমি কোনো জায়গা থেকেই সহায়তা পাইনি।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন কি যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

ইছমেতারা সরকার : জি, আমি কৃষকদের নিয়ে কাজ করি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

ইছমেতারা সরকার : প্রথমে কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং পরে যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

ইছমেতারা সরকার : আমার মনে হয়েছে মেয়েদের একটি কিছু করা দরকার। যেহেতু সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তাই প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে বসে বা অফিসে গিয়ে হলেও কিছু করা উচিত। আমার মতো উদ্যোক্তারা ঘরে বসে কাজ করতে পারে না কারণ আমি যে প্রোডাক্ট তৈরি করি, বাইরে বেরিয়ে আমাকে সেটির মার্কেটিং করতে হয়। আমাকে ঘর থেকে বের হতে হলেও আমার কর্মীরা ঘরে বসে কাজগুলো করতে পারছে। আমি নিজের পাশাপাশি নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চেয়েছি যাতে সম্পদের পরিমাণ কমে গেলেও তারা কর্মমুখী হয়ে সচ্ছল ভাবে চলতে পারে।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

ইছমেতারা সরকার : প্রথম দিকে আমার বিজনেসে ইনভেস্টমেন্ট কম ছিল, তখন আয় কম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ আমার কাজ সম্পর্কে জানে এবং আগ্রহী হয়, তখন আয় ভালো ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

ইছমেতারা সরকার : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

ইছমেতারা সরকার : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

ইছমেতারা সরকার : মাছ খাওয়া হয়। মাংস কিছুটা কম খাওয়া হয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার কি কোনো ভূমিকা আছে? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

ইছমেতারা সরকার : জি, আগে টিনের ঘর ছিল, এখন হাফ বিল্ডিং করে বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

ইছমেতারা সরকার : আমার দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে দিয়েছি, পড়ালেখাও করে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

ইছমেতারা সরকার : হ্যাঁ, বেড়েছে। ব্যবসায়ী হিসেবে অনেক মানুষ আমাকে চিনে এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য আমার কাছে আসে।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

ইছমেতারা সরকার : এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং প্রশাসনের বিভিন্ন মিটিং ও মেলাগুলোতে তারা আমাকে একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সেখানে কথা বলার জন্য ইনভাইট করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

ইছমেতারা সরকার : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

ইছমেতারা সরকার : যদিও আমি পারিবারিকভাবে হস্তশিল্পের কাজ টুকটাক জানতাম, তবে প্রাতিষ্ঠানিক হাতেখড়ি হয়েছে যুব উন্নয়নের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি কাজে তারা আমাকে ডাকে, বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিংয়ে পাঠায়। যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা। যুব উন্নয়ন অন্যরকম একটি প্রতিষ্ঠান, তারা যুবদের নিয়ে কাজ করে। যদি কেউ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে, তাহলে তারা সফল হবে।

❒ [ইছমেতারা সরকার জন্মগ্রহণ করেছেন শেরপুর জেলায়। মহল্লা : নারায়ণপুর (শিববাড়ি), পোস্ট : সদর, উপজেলা : সদর। তিনি ১৯৯৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলার পণ্য হস্তশিল্প প্রকল্প। নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। ইছমেতারা সরকার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, জয়িতা পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

ইতি আক্তার : আমি ২০১৭ সালে গবাদিপশু ও হাস-মুরগি পালন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্রয়লার ও মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

ইতি আক্তার : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'রাজাবাবু ডেইরি উন্নয়ন দুগ্ধ খামার'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

ইতি আক্তার : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে ২০০৯ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

ইতি আক্তার : আমার প্রতিষ্ঠানে এখন গরু মোটাতাজাকরণ, দুধ উৎপাদন ও বিক্রি এবং উন্নত জাতের গরু নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

ইতি আক্তার : আমার ফার্ম থেকে প্রতিদিন সব খরচ বাদে প্রায় ৫-৭ হাজার টাকা আয় হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

ইতি আক্তার : ফার্ম বাদে আমার একটি ফার্মেসি এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে। এ দুটো থেকে প্রতি মাসে আমার প্রায় এক লাখ টাকা ইনকাম হয়। ইউটিউবে আমি খামারিদের জন্য বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ভিডিও এবং আমার গরু বিক্রির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভিডিও দিয়ে থাকি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

ইতি আক্তার : না, আমি তেমনভাবে আর্থিক সহায়তা পাইনি। আমার যে গরুটি আমি প্রায় দশ লাখ টাকায় বিক্রি করি, সেখান থেকে পাঁচ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে আমি আমার ব্যবসা শুরু করি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

ইতি আক্তার : আমরা ছয় বোন। আমি সবার ছোটো। আমার বাবা অসুস্থ হলে উপার্জন করার মতো কেউ ছিল না। বাবার চিকিৎসা করার মতো অবস্থাও

আমাদের ছিল না। তখন মনে হয়েছে যে, আমার নিজের কিছু করতে হবে। আমার বাবার দুধের ব্যবসা ছিল। চিকিৎসার অভাবে আমাদের গরুগুলোও মারা যায়। আমাদের একটি ছোটো বাছুর ছিল। আমি সেটার নাম দিয়েছিলাম 'লক্ষী সোনা'। আমি পাঁচ বছরের মতো সে ব্যবসা কন্টিনিউ করেছি। এখানকার ইনকাম থেকে আমি আমার সংসার চালিয়েছি। আমাদের সেই ছোটো বাছুরকে বেশ বড়ো করে ২০১৬ সালে অনেক টাকায় বিক্রি করি। তখন বড়ো গরুর প্রতি ভালো লাগা কাজ করত। মানুষ কাজ করতে উৎসাহ দিত। আমি ২০১৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি ফার্মেসি চালু করি এবং গাভী পালন ও গাভী থেকে যে বাচ্চা হতো সেগুলো পালন শুরু করি। এভাবেই আমার আত্মকর্মী হওয়া। আমি মনে করি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

ইতি আক্তার : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে প্রায় ৫-৭ জন অস্থায়ী কর্মী প্রতিদিন কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

ইতি আক্তার : শুরুতে আমি, আমার বাবা-মা, বোন সব মিলিয়ে আমার পরিবারের পাঁচ জন কাজ করতাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

ইতি আক্তার : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

ইতি আক্তার : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

ইতি আক্তার : ২০০৯ সালের আগে আমার বাবা যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন আমরা ঠিক মতো ভাত খেতেই পেতাম না। আমি যখন ছোটো পরিসরে কাজ শুরু করি সেসময় এমনও দিন গেছে যে, আমি মরিচ বাটা দিয়ে ভাত খেয়েছি। মাছ প্রায় খাওয়া হতো না। এমনকি দুটো টাকা বেশি আয়ের কথা চিন্তা করে দুধের ব্যবসা থাকা সত্ত্বেও দুধ খেতাম না। আর বর্তমানে আমার ফার্মেই এগুলো উৎপাদন হয়। এখন এগুলো নিয়মিত খাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

ইতি আক্তার : আমার বাইরে কিছু করার পরিকল্পনা আছে তাই আমি বাসায় আপাতত তেমন কোনো পরিবর্তন করিনি। আমি খামারে কিছু জিনিস পরিবর্তন করেছি। খামার আরও বড়ো এবং পাকা করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

ইতি আক্তার : আমার একটি মেয়ে। সে এখনো স্কুলে যায় না, আগামী বছর স্কুলে ভর্তি করাব।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে? এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

ইতি আক্তার : হ্যাঁ, আমি আমার এলাকায় যুব উন্নয়নের বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে থাকি। এলাকার বিভিন্ন প্রোগ্রামে তারা আমাকে ডাকে, আমি এটেন্ড করি। উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকে সবাই ভালো চোখে দেখে ও সম্মান করে। সবাই আমাকে বাহবা দেন। সমাজে আমার গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

ইতি আক্তার : উদ্যোক্তা হওয়ার আগে নারী হিসেবে কিছুটা বুলিংয়ের শিকার হয়েছি। উদ্যোক্তা হওয়ার পরে প্রশাসনিকভাবে আমি অনেক সাপোর্ট পেয়েছি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

ইতি আক্তার : আমি বৃক্ষরোপণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কাজ করেছি। শীতার্তদের শীত বস্ত্র এবং বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

ইতি আক্তার : যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আমি আজ সফল উদ্যোক্তা হতে পেরেছি। খামার ও বিভিন্ন রোগ-বালাই সম্পর্কে আমি খামারিদের পরামর্শ দিতে পারি। আমার দেখাদেখি আরও খামারি তৈরি হয়েছে। তাদের বেকারত্ব সমস্যার সমাধান হয়েছে। যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে আমি বড়ো পরিসরে খামার করতে পেরেছি। খামারে কোনো সমস্যা হলে যুব উন্নয়নের স্যার-ম্যাডামরা আমাকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ।

❒ [ইতি আক্তার জন্মগ্রহণ করেছেন মানিকগঞ্জ জেলায়। গ্রাম : দেলুয়া, ইউনিয়ন : দিঘুলিয়া, উপজেলা : সাটুরিয়া । তিনি ২০১৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : রাজাবাবু ডেইরি উন্নয়ন দুগ্ধ খামার। নিজে কিছু করতে হবে এই তাড়না থেকে আত্মকর্মী হয়েছেন। ইতি আক্তার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ জয়িতা পুরস্কার।]

সফল আত্মকর্মী-১২

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : আমি ১৯৯৩ সালে মৎস্য, ডেইরি ও পোল্ট্রির উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিংগুলো না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে আমি মাছ চাষের জন্য আমার এলাকার কিছু পুকুর পরিষ্কার করি। আমি ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট করার পর আমার গ্রামের একজন স্যারের পরামর্শে কয়েকজন বন্ধু মিলে মাছ চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিলাম 'বন্ধন মৎস্য চাষ প্রকল্প'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : আমি ট্রেনিং নেওয়ার পর দুটো বড়ো পুকুর লিজ নিয়ে ১৯৯৭ সালে পুরোদমে কাজ শুরু করি।

বর্তমানে আপনি কতগুলো পুকুরে মাছ চাষ করছেন?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : বর্তমানে আমার প্রায় ২ হাজার শতকের একটি পুকুরে মাছ চাষ হচ্ছে। এছাড়া ৩৫০ শতাংশ, ৪০০ শতাংশ, ১৫৫ শতাংশ, ৮৭ শতাংশের লিজের পুকুর এবং ১৫০ ও ৮০ শতাংশের নিজস্ব ২টি পুকুর আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : আলহামদুলিল্লাহ, মোটামুটি ভালো ইনকাম হয়।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : সব মিলিয়ে আমার এখানে ২২ জন স্থায়ী এবং ১৬ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : শুরুতে আমি আর আমার বন্ধু মিলে কাজ করতাম।

এই বিজনেসে কি আপনার একক মালিকানা? না কি পার্টনার আছে?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : শুরুতে আমি একা ছিলাম। ২০০২ সালের দিকে আমার এলাকার একজন বড়ো ভাইয়ের সাথে পার্টনারশিপে বিজনেস শুরু করি এবং এখনো আছি।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন কি যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : জি, আমার পিক আপ এবং মাহিন্দ্রা আছে। এগুলো আমার নিজের কাজে লাগে, ভাড়ায়ও চলে।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : আমি যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ নিয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : আমি ছোটোবেলা থেকে ফুটবল খেলতাম। আমি জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ফুটবল খেলেছি। ঢাকা লীগে খেলেছি। তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল চাকরি করব না। পুলিশে ভাইবা দিয়েও বাবার নিষেধের কারণে চাকরি করিনি। জুনিয়র অডিটর হিসেবে চিটাগং কোর্টে চাকরি করার সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু ডিগ্রির পরীক্ষা বাদ দিয়ে বাবা-মা যেতে দেয়নি। খেলাধুলা থেকে যে টাকা পেতাম সেগুলো আমি মাছ চাষে ইনভেস্ট করতাম। লাভ হতে শুরু করলে তখন আমার মনে হয়েছে যে যেহেতু খেলাধুলার পাশাপাশি আমি স্বাধীনভাবে মাছ চাষ করতে পারছি এবং লাভও হচ্ছে, তাই মাছ চাষ কন্টিনিউ করব।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : প্রথমে আমি মাছের রেণু ও পোনার চাষ করতাম। তখন বেশ ভালো ইনকাম হতো। তখন ফরিদপুরে এই বিজনেসের ভালো ফিল্ড ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : জি, অবশ্যই পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিমের

পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। আমার কর্মচারীরা অনেক কাজ জানে। তারা পুকুর পাড়ে নানা ধরনের সবজি চাষ করে। আমাদের দৈনন্দিন খাবারের চাহিদা এখান থেকেই পূরণ হয়ে যায়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : আমি আমার বাবার পুরনো দোতলা বাড়িতেই থাকি। নিজে বাড়ি করিনি এখনো। কিছু জায়গা-জমি কিনেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : আমার একটি মাত্র মেয়ে। সে ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে ইংরেজিতে অনার্স ২য় বর্ষে পড়ছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই বেড়েছে। আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এছাড়া আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে আর কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : হ্যাঁ, শুরুতে কিছু লোককে চাঁদা দিতে হতো। সমিতিতে অভিযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি। তাই ২০০২ সালে আমরা ৪০ জন চাষি মিলে নতুন সমিতি গঠন করে নির্বাচন দিলাম এবং আমি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। পরপর ৭ বার আমি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। প্রশাসন থেকেও আমরা অনেক হেল্প পেয়েছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন : যুব উন্নয়নের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ। যুব উন্নয়ন সব সময় আমার পাশে থেকেছে। আমার খামার পরিদর্শনে এসেছে। তারা আমাকে ট্রেইনার হিসেবেও ডাকত।

❐ [এ, কে, এম হাসিবুল আমিন সিদ্দিকী লিপন জন্মগ্রহণ করেছেন ফরিদপুর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : কোতোয়ালী থানা, ফরিদপুর। তিনি ১৯৯৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : বন্ধন মৎস্য চাষ প্রকল্প। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রমাণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। হাসিবুল আমিন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ আত্মকর্মী পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

এফতেখার আহম্মেদ : আমি ১৯৯৮ সালে হাঁস, মুরগি ও গবাদি পশু পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি কেন এই ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

এফতেখার আহম্মেদ : আমি এ বিষয়ে বেশ কয়েকবার ট্রেনিং নিয়েছি। আমাদের এখানকার যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে আমি ট্রেইনার হিসেবে ছিলাম এবং ক্লাস নিতাম। এছাড়াও, ঢাকার বিভিন্ন এনজিওতে আমি ক্লাস নিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

এফতেখার আহম্মেদ : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'মুন্না পোল্ট্রি', 'মুন্না ফার্ম' এবং 'মুন্না পোল্ট্রি ফিড'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

এফতেখার আহম্মেদ : বর্তমানে আমি পোল্ট্রি নিয়ে কাজ করছি না। এখন আমি মৎস্য চাষ ও কৃষি নিয়ে কাজ করছি। আমার ড্রাগন, মালটা ও কমলার বাগান আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

এফতেখার আহম্মেদ : সব মিলিয়ে মাসিক প্রায় ৫০ হাজার টাকা আয় হয়।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

এফতেখার আহম্মেদ : সব মিলিয়ে আমার এখানে প্রায় ১৫ জন স্থায়ী এবং প্রায় ৩০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

এফতেখার আহম্মেদ : ২ জন।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন কি যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

এফতেখার আহম্মেদ : আমি একটি প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন আম ও টমেটো সাপ্লাই দেই। এর পাশাপাশি আমি স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরকেও সাপ্লাই দিয়ে থাকি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

এফতেখার আহম্মেদ : আমি প্রথমে যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি। তারপর আশা, ব্র্যাকসহ অন্যান্য স্থানীয় এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

এফতেখার আহম্মেদ : ছোটোবেলা থেকে আমার ইচ্ছে ছিল যে আমার একটি খামার থাকবে, একটি বড়ো পুকুর থাকবে, ৪/৫ জন কর্মচারী থাকবে। এই মনোভাব থেকে আমি প্রায় ১৭টি ট্রেনিং নিয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

এফতেখার আহম্মেদ : প্রথমদিকে পোল্ট্রি সেক্টর থেকে মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা আয় হতো। মুরগির ফিডের দাম বৃদ্ধি, বাচ্চা উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, যথাযথ চিকিৎসার অভাবে আমি একসময় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। ২০১০ সালের দিকে আমার প্রায় ৫০ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। সে ক্ষতি কাটিয়ে উঠে এখন মোটামুটি একটি পর্যায়ে আছি।

তখন এই ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

এফতেখার আহম্মেদ : পোল্ট্রি সেক্টরে লসের পর আমি কৃষির দিকে নজর দেই। তখন আমি প্রায় দুশো বিঘা জমিতে পেয়ারা, কলা, পেঁপে ইত্যাদির বাগান করেছিলাম। এখন আমি ড্রাগন, কমলা, মালটার বাগান করছি। এভাবেই কাটিয়ে উঠেছি।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

এফতেখার আহম্মেদ : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারেন আগে কেমন চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন?

এফতেখার আহম্মেদ : উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আমার বাড়ি থেকে ১০ মিনিট দূরত্বে। এখানে চিকিৎসা সেবাও ভালো পাওয়া যায়। ছোটোখাটো অসুস্থতায় এখান থেকেই চিকিৎসা সেবা নিই। আর বড়ো কোনো সমস্যা হলে রাজশাহী বা ঢাকাতে যাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

এফতেখার আহম্মেদ : আগে কিছুটা ক্রাইসিস ছিল কিন্তু এখন সেটি নেই। খাদ্য তালিকা প্রায় আগের মতোই আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

এফতেখার আহম্মেদ : আগে আমার দুই বিঘা জমির ওপর কাঁচা বাড়ি ছিল। এখন আমি দোতলা পাকা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

এফতেখার আহম্মেদ : আমার কোনো সন্তান নেই।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি? এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

এফতেখার আহম্মেদ : হ্যাঁ, বেড়েছে। আমার এলাকায় একটি ক্লাবের আমি সভাপতি ছিলাম। আরেকটি ৭০০ সদস্যের সংগঠনে আমি তাদের বিট করতাম। সব ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে আমি অংশ গ্রহণ করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

এফতেখার আহম্মেদ : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

এফতেখার আহম্মেদ : জি। অনেক জায়গায় বাল্যবিবাহ রোধ করেছি। স্কুল, মসজিদসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা করেছি। বৃক্ষরোপণ করেছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

এফতেখার আহম্মেদ : যুব উন্নয়ন জীবনে কিছু করার জন্য আমাকে প্রথম একটি প্লাটফর্ম বানিয়ে দিয়েছে। আমি মনে করি মানুষ যদি নিজেকে কোনো কাজে সঠিকভাবে নিয়োগ করে, তাহলে তার জীবনে সফলতা আসবে। যুব উন্নয়নের মাধ্যমে আমার জীবনে সফলতা এসেছে। তবে আগে আমাদের যুব দিবসগুলোতে ডাকা হলেও গত ৪-৫ বছর ধরে আমাদেরকে কোনো সম্মেলনে ডাকা হয় না।

❒ [এফতেখার আহম্মেদ জন্মগ্রহণ করেছেন রাজশাহী জেলায়। উপজেলা : গোদাগাড়ী। তিনি ১৯৯৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মুন্না পোল্ট্রি, মুন্না ফার্ম এবং মুন্না ফিড। ব্যবসা করে নিজের প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। এফতেখার আহম্মেদ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ স্থানীয় পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১৪

আমি শুরুতেই জানতে চাচ্ছি আপনার নাম, পরিচয় ও পদবি এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম।

এস এ জাহিদ : আমি এস এ জাহিদ, ইনটেক এগ্রো এন্ড ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ২০২০ সালে করোনার মধ্যে প্রথম নাস্তা সেমাই তৈরি করেছিলাম। এর আগে ২০১৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য কার্যক্রমের এক মাসের যে ট্রেনিং হয়, আমি ওই ট্রেনিং করেছিলাম। ওই ট্রেনিং দিয়েই মূলত আমার যাত্রা শুরু এবং আমার মূলধনেরও জোগান পেয়েছিলাম মৎস্য চাষ থেকে। এখনো মৎস্য চাষ করি, তার পাশাপাশি ২০২০ সালে ইনটেক এগ্রো এন্ড ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেডের যাত্রা শুরু করি। আল্লাহর রহমতে এখন প্রতিমাসে এক কোটি টাকার উপর বিক্রি হয়। প্রতিমাসে ভালো প্রফিট জেনারেট হয়। বিশেষ করে সরিষার তেল, বগুড়ার লাল মরিচ, হলুদ, গুঁড়ামরিচ, ধনিয়াগুঁড়া, জিরাগুঁড়াসহ দেশীয় ১৪ থেকে ১৫টি পণ্য নিয়ে কাজ করছি। আমার ফেসবুক, ই-কমার্সসহ বেশ কিছু অনলাইন একটিভিস্ট আছে। সচরাচর এইসব পণ্য অনলাইনেই বেশি বিক্রি করে থাকি।

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্যের উপরেই কেন ট্রেনিং নিয়েছেন, অন্য কোনো ট্রেনিং কেন নেননি?

এস এ জাহিদ : আমি মৎস্যের উপরেই ট্রেনিং নিয়েছি এবং এখনো মৎস্য কার্যক্রম চলমান। এছাড়া অন্য কোনো ট্রেনিং করব সেই সুযোগও হয়ে উঠেনি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কীরকম? যদি সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু বলেন।

এস এ জাহিদ : আমার প্রতিষ্ঠানে ১৮টির মতো ডিপার্টমেন্ট আছে। যেমন– ম্যানেজমেন্ট, একাউন্টিং, সেলস, কল সেন্টার, এডমিন সাপোর্ট, ক্লেম এরকম প্রায় ১৪ থেকে ১৫টি ডিপার্টমেন্ট। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের অধীনে দু থেকে তিনজন করে লোক আছে। কল সেন্টারে ১১ জন আছে। তারা সবাই মিলে আমার অফিসের ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা করে এবং সবরকম কার্যক্রম চালায়। কাস্টমাররা ফোনের মাধ্যমে অর্ডার দেয়। হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুক মেসেঞ্জারে অর্ডার দেয়। এরপরে সরাসরি ওয়েবসাইটেও অর্ডার দেয়। এগুলো আমরা ম্যানেজমেন্ট করে, নিজেরা উৎপাদন করে, তা প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং করে– আমরাই বিক্রয় করি। প্রতিষ্ঠান ম্যানেজমেন্ট আমরা এভাবেই করে থাকি। প্রায় শতাধিক লোক এখন আমার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সরাসরি যুক্ত আছে।

এই যে আপনি ১০০ জনের কথা বললেন, এ ১০০ জন কী আপনার স্থায়ী কর্মী?

এস এ জাহিদ : আসলে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলেই। স্থায়ী প্রায় ৪২ জনের মতো কাজ করে। অস্থায়ী যারা কারখানাতে কাজ করে তারা চুক্তিভিত্তিক। আমার চারটি কারখানাতে কাজ চলে। চারটি কারখানাতে প্রচুর পরিমাণ চুক্তিভিত্তিক লোকবল প্রয়োজন হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে মৎস্যচাষের মধ্য দিয়ে। এরপর ২০২০ সালে ইনটেক এগ্রো এন্ড ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেডের যাত্রা শুরু হয়। কীভাবে ধীরে ধীরে আপনার প্রতিষ্ঠান বিস্তার লাভ করল?

এস এ জাহিদ : আসলে অনেক হতাশা আর নিরাশার মধ্য দিয়েই শুরু। প্রথম অনলাইন, ফেসবুক মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি মাধ্যমে বেশ সাড়া পাওয়ার ফলে সেলস বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসাথে পণ্যের চাহিদাও বেড়ে গিয়েছিল। তাই লোকবলও নিয়োজিত করতে হয়েছিল। এভাবেই বিস্তার ঘটতে থাকে।

করোনাকালে সরিষার তেলের চাহিদা অনেক বেশি ছিল, সেই সময় থেকেই মূলত উঠে আসা। বগুড়ার লাল মরিচ অত্যন্ত পপুলার একটা আইটেম। এই আইটেমটিও অনেক ভালোভাবেই চলে। সব মিলিয়েই আসলে গড়ে উঠেছে আমার প্রতিষ্ঠানটি। আমিও নিষ্ঠা আর সততার সঙ্গে যুব উন্নয়ন স্যারদের পরামর্শে অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাও দাঁড় করিয়েছি। বিশেষ করে তোছাদ্দেক হোসেন স্যার (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়ার উপপরিচালক) আমাকে প্রচুর পরিমাণ সাহায্য করেছেন। সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা, কারখানা ডেভেলপ সম্পর্কে ধারণা, এরকম বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা লাভ করতে হয়েছে– এভাবেই সবমিলিয়ে সবার সাহায্যে হয়ে উঠেছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা কীরকম?

এস এ জাহিদ : আলহামদুলিল্লাহ্, এখন উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচাইতে বড়ো একটি অনলাইন প্লাটফর্ম বলা যেতে পারে এবং সুনামের সঙ্গে সেটার পরিচালনা করতে পারছি। রাজশাহী ও রংপুর দুই অঞ্চলের মধ্যে বড়ো একটা অনলাইন প্লাটফর্ম। মানে অর্গানিক, ন্যাচারাল প্রোডাক্ট তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনপ্রিয়।

আপনি এই এগ্রো ফার্ম ছাড়াও অন্য কোনো কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত?

এস এ জাহিদ : এর পাশাপাশি গরু মোটাতাজাকরণ ও মৎস্য চাষ প্রকল্পে জড়িত। আসলে আমি মূলত ইনটেক এগ্রোকে নিয়েই অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কোনো কাজে জড়িত আছেন কী?

এস এ জাহিদ : সামাজিক কর্মকাণ্ডে আমি নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। যেমন– আমাদের বগুড়া অঞ্চলে নদী খননের কাজ চলছে, আমি এখন মাছের পোনা ছাড়ছি, আরও বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত আছি। এরপর শীতকালে শীতার্তদের পাশে দাঁড়াই, কারো মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করি। ছোটো থেকে খেলাধুলার প্রতি আমার আগ্রহ বেশি, ফলে খেলাধুলায় অনুপ্রেরণামূলক সাহায্য করা, ছোটোদের উপহার দেওয়া, এরকম কাজ সব সময় করার চেষ্টা করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুর দিকে আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন?

এস এ জাহিদ : না, শুরুর দিকে আসলে কোনো জায়গা থেকে সাহায্য পাইনি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ শেষে যে মাছ চাষ করেছিলাম, সেখান থেকে বেশ ভালো একটা প্রফিট করেছিলাম। ওই প্রফিটের টাকা দিয়েই আমি আমার এই এগ্রো ফার্মের যাত্রা শুরু করি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

এস এ জাহিদ : আসলে বিভিন্ন প্লাটফর্মে দেখেছি সরকারি চাকরি হলেও ১৫-২০ হাজার টাকার উপরের বেতনের চাকরি হয় না। আমারও চাকরি হয়েছিল কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে পরিদর্শক পদে, সেখানে আমার বেতন ছিল স্বল্প। ১৩ গ্রেডের চাকরি হয়েছিল। চিন্তা করলাম যে, আমি মানুষকে চাকরি দেব, আমি চাকরি নেব না। 'চাকরি দিব, চাকরি নেব না'– ওই স্লোগানটা আমার মাথায় খুব ভালোভাবে গেঁথে গিয়েছিল। এভাবেই মূলত আত্মকর্মী হওয়া।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন? তখন কীভাবে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এনেছেন?

এস এ জাহিদ : হ্যাঁ, ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। আমার এক লক্ষ ফলোয়ারের একটা ফেসবুক বিজনেস পেইজ ছিল সেটি ২০১৩ সালে হ্যাক হয়ে যায়। পরে আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল। এখন আমার ফেসবুক ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ১৫ হাজারের মতো। ধরা চলে ওই ক্ষতিটাই আমার ব্যবসায়িক সাইটের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি।

ফেসবুক ফলোয়াররা কী আসলে কাজের? আপনার পেইজ বা ফেসবুক থেকে কোনো পণ্য কেনে?

এস এ জাহিদ : হ্যাঁ, এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবাই আমার কাস্টমার। তারা নিয়মিত আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে। অনলাইনে এখন পর্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষ কাস্টমার আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মীর কথা আপনি বলেছেন যে, এখন ১০০ জনের মতো কাজ করে। তার মধ্যে ৪৫ জন স্থায়ী আর বাকিরা অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক। আমি জানতে চাইছি প্রতিষ্ঠানটির শুরুর দিকে কতজন কর্মী ছিল?

এস এ জাহিদ : শুরুতে আমি একজন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। কার্যক্রম যখন শুরু করি তখন আমি এবং সঙ্গে আর একজন কর্মী ছিল। এভাবেই ধীরে ধীরে একজন, দু-জন করতে করতেই উঠে আসা।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থান কেমন? আগের থেকে কোন কোন জায়গায় উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন?

এস এ জাহিদ : আমরা আসলে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তেমন কোনো সচ্ছলতা আসলে আমাদের নাই। তারপরেও সামাজিকতা মেনে চলতে পারি এতটুকু।

এই ব্যবসার মাধ্যমে আপনি কতটুকু সফলতা পেয়েছেন? এবং আপনার পারিবারিক উন্নয়ন সাধন কতটুকু ঘটেছে, মানে গাড়ি বাড়ি ইত্যাদি করতে সক্ষম হয়েছেন কি না?

এস এ জাহিদ : হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ্, বাসাবাড়ি করেছি, কলকারখানা করেছি এগুলো অবশ্যই আমার ব্যবসায়িক সফলতা। একটা গাড়িও কিনেছি আমার ব্যবসায়িক কিংবা পারিবারিক চলাচলের জন্য। সবমিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বেশ ভালো বলা যায়।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

এস এ জাহিদ : আসলে কেউ যদি ইচ্ছে করে আমি ব্যবসা শুরু করব, তাহলে শুরু করতেই পারে। এর জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কেউ মন থেকে শুরু করলে এবং লেগে থাকলেই হবে। মূল কথা হচ্ছে তার লক্ষ্য অটল রাখতে হবে দীর্ঘদিন। এসবের জন্য ধৈর্য দরকার, ধৈর্য থাকলে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ্।

নিশ্চয় আপনার পরিবারে বিনোদনের ব্যবস্থা আছে? যেমন– টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন অথবা ট্যাব আছে।

এস এ জাহিদ : হ্যাঁ, ওগুলোতো আছে। আমার প্রায় ১৫-২০টি কম্পিউটার, ল্যাপটপ আছে। প্রত্যেকের কাছে স্মার্টফোন আছে। এগুলো বাদে অবশ্যই পারিবারিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন এসেছে, বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ, ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোনও ব্যবহার করা হয়।

আপনার পরিবারে ছেলে সদস্য কেউ বিয়ে করেছেন কী?

এস এ জাহিদ : আমি করেছি। আমার একটা মেয়ে আছে, আরও একটা হবে।

আপনার কন্যা কী পড়ালেখা করে?

এস এ জাহিদ : হ্যাঁ, পড়ালেখা করে। ও সবে মাত্র ক্লাস ওয়ানে উঠেছে।

আপনার স্ত্রী কী পড়ালেখা করেছেন? কিংবা এখনো করেন?

এস এ জাহিদ : হ্যাঁ, লেখাপড়া করেছে। ও বাসাতেই থাকে, চাকরি করে না। চাকরি করবে না।

পারিবারিক চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থায় কেমন উন্নতি ঘটেছে? আগের তুলনায় এখন সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

এস এ জাহিদ : আসলে এটাতো সবসময়ই অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে। আগে তো আমরা ওইভাবে এতটা সচ্ছল ছিলাম না, এখন আল্লাহ দিয়েছেন, এটা নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে আছি। সবদিক দিয়েই ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

আগের তুলনায় বর্তমান খাদ্যাভ্যাসে কীরকম পরিবর্তন এসেছে? মাছ, মাংস, ডিম এগুলোতে?

এস এ জাহিদ : আমরা তো ন্যাচারাল আর অর্গানিক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি,

ফলে খাদ্যাভ্যাসে সবজিটাই বেশি রাখা হয়। আসলে আমরা মাছ, মাংসে ওইভাবে অভ্যস্ত নই।

আপনি না মাছ চাষ করেন?

এস এ জাহিদ : হ্যাঁ, মাছ চাষ করি এবং ওই মাছটাই খাই। পুকুরে যখন ছোটো মাছ পাওয়া হয়, ওই মাছই খাই। আসলে বাইরে থেকে আনা বড়ো প্রজাতির মাছ খুব কম খাওয়া হয়।

ডিম, মাছ, মাংস– প্রোটিন জাতীয় খাবারগুলোও নিশ্চয় খাদ্য তালিকায় থাকে?

এস এ জাহিদ : হ্যাঁ, এগুলো যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খাই। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে সবজিটাই বেশি খাই।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কেমন পরিবর্তন এসেছে। আগের তুলনায় এখন বাসস্থান বা ঘরবাড়ি কেমন উন্নত হয়েছে?

এস এ জাহিদ : আসলে আগে তো আমার টিন শেড বাসা ছিল, ইদানীং একটা বাড়ি করেছি– দোতলা। আমি দোতলায় থাকি, নিচে আমার একজন বড়ো বোন থাকেন।

এলাকার সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে বা কার্যকলাপে আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন বা গুরুত্ব দেওয়া হয়?

এস এ জাহিদ : আমাকে সচরাচর সব অনুষ্ঠানেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমি নিয়মিত যাই। কেউ দাওয়াত করলে 'না' বলতে পারি না। প্রায় অনুষ্ঠানে আমাকে বিশেষ অতিথি, প্রধান অতিথি, উদ্বোধক হিসেবে দাওয়াত করে এবং এভাবেই আমাকে আইডেন্টিফাই করা হয়।

সামাজিক বা পারিবারিকভাবে হয়রানি হন কি না কিংবা আগে হয়েছিলেন কি না?

এস এ জাহিদ : না, আসলে সামাজিকভাবে ওরকম হয়রানি বা পেরেশানি হওয়ার সুযোগ নেই। আমরা তো ব্যবসাবাণিজ্য করি এবং সততার সাথেই করি। তবে কিছু জটিলতা আছে যেটা প্রশাসনিক লেভেল, যেমন– ব্যবসায়ের অনুমোদন, বিভিন্ন লাইসেন্স ও ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়।

যারা পরিশ্রমের মাধ্যমে অল্প বয়সে ইকোনমিক্যালি বেজমেন্ট ডেভেলপ করে ফেলে, তাদেরকে সমাজ কিংবা পরিবারের মানুষ কেউই ভালো চোখে দেখে না।

এস এ জাহিদ : হ্যাঁ, দেখে না।

বর্তমানে যেসব হতাশাগ্রস্ত কর্মপ্রত্যাশী রয়েছে, তাদের উদ্দেশে কিছু বলবেন?

এস এ জাহিদ : যারা হতাশ তাদেরকে বলব কাজের মধ্যে থাকতে হবে, যে-কোনো কাজই হোক তা চেষ্টা করতে হবে। যারা কর্মপ্রত্যাশী তাদের বলব যে, সর্বশক্তি দিয়ে লেগে থাকতে হবে। এক কথায় লেগে থাকতেই হবে। লেগে না থেকে ছেড়ে দিলে তো শেষই হয়ে গেল। সুযোগটা থাকলই না। আর যদি লেগে থাকে তাহলে তো সুযোগ একটা থেকেই গেল। আরও একটা চান্স নেওয়ার

সুযোগ রয়েই গেল। আমি বলব যে, যারা হতাশ তারা শুরু করেন এবং যারা প্রত্যাশী তারা লেগে থাকেন, তবে প্রতিদিন আপনাকে আপডেট করতে হবে। তাহলেই সফলতা অর্জন বা উদ্‌যাপন সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আপনার ঋণ তো বেশ ভালোই। ঋণ মানে কৃতজ্ঞতা তো স্বীকার করবেন? যদি বলা হয় যুব উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বলুন, তাহলে কী বলবেন?

এস এ জাহিদ : আসলে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে নিয়ে বলতে চাই, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলার যুবদের জন্য পথপ্রদর্শক। এ জায়গাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যতটুকু সম্ভব প্রশিক্ষণ ও দিক-নির্দেশনা দেয় যা একজন উদ্যোক্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উৎসাহের। কারণ, কয়েকদিন আগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এসেছিলেন আমার অফিসে। আসলে তাঁর আসাতে কিন্তু আমি প্রচণ্ড উৎসাহবোধ করেছি এবং উৎসাহিত হয়েছি। এছাড়া মাঝেমধ্যে আমাদের বগুড়া সদরের উপপরিচালক তোসাদ্দেক হোসেন তিনিও কিন্তু আমাদের বিভিন্নভাবে নানান কিছু দিয়ে সহযোগিতা করেন। একজন যুবকের জন্য মুরব্বি মানুষের পরামর্শ ও মানুষের সহযোগিতা দরকার হয়। তাঁরা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে যে সহযোগিতা করেন এটাই যথেষ্ট পাওয়া। আর একজন উদ্যোক্তা যখন শুরু করেন তার তেমন সহযোগিতা লাগে না। যতটুকু বুদ্ধি পরামর্শ প্রয়োজন ততটুকু দিলেই তাঁর জন্য পরম পাওয়া।

❒ [এস এ জাহিদ জন্মগ্রহণ করেছেন বগুড়ায়। ঠিকানা : স্নিগ্ধা আবাসিক, উপশহর, বগুড়া। তিনি ২০১৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : ইনটেক এগ্রো এন্ড ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেড। চাকরি দিব, চাকরি নিবো না– এ লক্ষ্যে ১৩ তম গ্রেডের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। এস এ জাহিদ একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত।]

সফল আত্মকর্মী-১৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : আমি ১৯৯৬ সালে ব্লক, বাটিক ও সেলাইয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

পোশাক তৈরির উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : আমি তো ঢাকায় থাকি। আর ঢাকাতে পোল্ট্রি, গবাদি পশু ও ফিশারিজ নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়, এটি গ্রামে সম্ভব। একারণেই মূলত আমি এ বিষয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : প্রথমে আমার প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'হলি ক্রাফট এন্ড ফ্যাশন'। বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'জুট ক্রাফটস বাংলা'।

আপনার সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেছেন কত সালে?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : ২০১২ সালে এটি শুরু করেছি। আর প্রথম প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৬ এ ট্রেনিং নেওয়ার পরপরই শুরু করি।

এখন আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট লেভেলের সকল প্রকার জুটের কর্পোরেট আইটেম যেমন : অফিশিয়াল ফোল্ডার, শপিং ব্যাগ, ট্রেনিং ব্যাগ, সেমিনার ব্যাগ, ওয়ার্কশপ ব্যাগ ইত্যাদি অর্ডার নিয়ে তৈরি করা এবং সরবরাহ করা হয়।

১৯৯৬ বা ২০১২ থেকে এখন পর্যন্ত সময়ে ধীরে ধীরে কীভাবে আপনার ব্যবসার বিস্তার ঘটিয়েছেন?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : ১৯৯৬ সালে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম ড্রেস মেকিং দিয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে আমি 'জুট ক্রাফটস বাংলা' প্রতিষ্ঠানটি শুরু করি এবং বর্তমানে পাট শিল্প নিয়ে কাজ করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে নিশ্চয়। বর্তমানে আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : সব খরচ বাদে বছর শেষে আমার ৮-১০ লাখ টাকা থাকে।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন কি যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ট্রেইনার হিসেবে যাই, সেখান থেকে তারা আমাকে সম্মানি দেয়।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : আমি নিজের কিছু মূলধন এবং দুইজন বন্ধুর থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে আমার বিজনেস শুরু করেছিলাম। পরবর্তীকালে ২০০০ সালে ব্র্যাক ব্যাংক থেকে কিছু টাকা লোন নিয়েছিলাম। তারপর আর কোনো লোন নিতে হয়নি।

আপনার কেন মনে হয়েছে আপনি আত্মকর্মী হবেন?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : আমার ফ্যামিলির সবাই ট্র্যাডিশনাল জব করত। আমার বাবা সরকারি স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। শুরু থেকেই ফিক্সড বেতনের চাকরি আমার ভালো লাগত না। যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পরে আমার মনে হয়েছে যে এটি স্বাধীন ব্যবসা। এখানে নিজে পরিশ্রম করলে প্রত্যাশার চেয়ে বা চাকরির চেয়ে বেশি ইনকামের সুযোগ আছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি আরও উদ্যোক্তা তৈরি এবং মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মানসিকতা আমার মধ্যে কাজ করেছে। আমি সংগঠন করি। সংগঠনের কাজ করার জন্য আমি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে চেয়েছি। তাই আত্মকর্মী হওয়া।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : আমি ২৫ হাজার টাকা মূলধন দিয়ে শুরু করেছিলাম। নিজের মূলধন ৫০০ টাকা ছিল। ২ বন্ধুর থেকে বাকিটা ধার নিয়েছিলাম। এখন পর্যন্ত লসে পড়িনি শুধুমাত্র করোনাতে ফ্যাক্টরির ভাড়া, স্টাফদের বেতন নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল। তাছাড়া লস তেমন একটি কখনো হয়নি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী কতজন?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : আমার প্রতিষ্ঠানে ৭ জন স্থায়ী ও ১১ জন অস্থায়ী কর্মী আছে। শুরুতে ৩ জন ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : শুরু থেকেই কমবেশি লাভ হয়েছিল কিন্তু করোনাতে অনেক ক্ষতি হয়েছে।

এই ক্ষতি পূরণ করেছেন কীভাবে?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : জমানো টাকা দিয়ে ফ্যাক্টরির ভাড়া এবং

স্টাফদের বেতন দিতে হয়েছে। স্টাফদের ছাঁটাই করে মাত্র ৩ জনকে রাখতে পেরেছি। এভাবে ক্ষতিপূরণ করতে হয়েছে। কারণ তখন ইনকাম বন্ধ ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা কতটা সহজতর হয়েছে?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : চিকিৎসা সেবা তো সব সময়ই প্রায়োরিটির জায়গায় ছিল। তবে আগের থেকে এখন অনেক উন্নতমানের সেবা দিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : আমাদের পারিবারিক খাদ্যাভ্যাসের যে রীতিনীতি ছিল তা সব সময় মেইনটেইন করে চলি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : বাসস্থানের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে ছোটো বাসায় বসবাস করেছি এখন বড়ো বাসায় বসবাস করি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : আমার সন্তান দুইজন। একজন পাঞ্জাবের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যজন বি এফ শাহীন কলেজ, ঢাকাতে পড়াশোনা করছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : হ্যাঁ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নানা প্রকল্পের উচ্চ পদমর্যাদায় আছি। সাংগঠনিক পারফরম্যান্সের দিক থেকেও ভালো একটি অবস্থানে আছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে যুক্ত আছি। দেশের বাইরেও যুব মন্ত্রণালয়ের নানা সেমিনারে যুবদের প্রতিনিধিত্ব করেছি। আমার মনে হয় এ সংগঠনগুলোর মধ্য দিয়েই আমি বেশি সম্মানিত হয়েছি।

সামাজিক কর্মাকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করছেন? কী কী?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : হ্যাঁ, সব ধরনের কাজই করা হয়। যেমন: বৃক্ষরোপণ, স্কুলের বাচ্চাদের সাইট টেস্ট, ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা বা ছানি অপারেশন, অসহায়দের মাঝে খাদ্য বিতরণ, জামা কাপড় বিতরণ, উদ্যোক্তামূলক নানা সেমিনারের আয়োজন ইত্যাদি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ। যুব উন্নয়ন আমার পথপ্রদর্শক। এটি আমাকে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ায় জীবনে উন্নতি করতে পেরেছি।

❒ [এ. কে. এম নেয়ামত উল্লাহ (বাবু) জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: ৩৯, করিম উলার বাগ, পোস্তগোলা, শ্যামপুর, ঢাকা। তিনি ১৯৯৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানের নাম : জুট ক্রাফটস বাংলা। ট্র্যাডিশনালি চাকরি না করেও যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। নেয়ামত উল্লাহ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১৬

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : আমি ২০০১ সালে মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

মৎস্য চাষের উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন, অন্যান্য ট্রেনিংগুলো কেন নয়?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : আমি কুমিল্লায় পড়াশোনা করেছি। কুমিল্লা বা ফেনীতে আমি ব্যাপক মৎস্য চাষ দেখেছি। সেখান থেকে আমার ইচ্ছে ছিল আমি মৎস্য চাষ করব। সেজন্য এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : 'কমেন্দু মৎস্য খামার'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : ২০০১ সালের আগে থেকে আমি কাজ শুরু করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : এর পাশাপাশি আমি কিছু ফলদ বাগান করেছি। আম্রপালি, বারিফোর, ব্যানানা ম্যাংগো ইত্যাদির বাগান করি। সব মিলিয়ে আম থেকে বাৎসরিক প্রায় ১৫ লাখ এবং মাছ থেকে প্রায় ১০ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন কি যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : না।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : আমি যুব উন্নয়ন, মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিসিক থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : কুমিল্লায় কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সাথে ঘুরতাম, মাছ চাষ দেখতাম। সেখান থেকেই ইচ্ছে জাগে মাছ চাষের। কলেজ লাইফ থেকেই আমি মৎস্য চাষ শুরু করেছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : প্রথম দিকে আয় কম ছিল। তখন ভালো জাতের পোনা সংরক্ষণ করা কঠিন ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : আমার বাগানে ৬ জন এবং মৎস্য চাষে ৮ জন স্থায়ী এবং চুক্তিভিত্তিক আরও কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : শুরুতে ৪ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা আগের থেকে কতটা সহজতর হয়েছে?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : আগে তো রাস্তাঘাট ভালো ছিল না। এখন রাস্তা উন্নত হওয়ায় খুব দ্রুত সময়ে উন্নত চিকিৎসা সেবা নিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : আগে তো এগুলো খাদ্য তালিকায় কম ছিল। সচেতনতা কম ছিল। বর্তমানে খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন এসেছে। আগের চেয়ে ভালো খাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : আগে আমার বাড়ি শনের ছিল। বর্তমানে আমি টিন শেড বিল্ডিং করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : আমার এক ছেলে, পড়াশোনা করে।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : তারা আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : জি, আমি আমার উপজেলায় সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম। ক্লাবে ডোনেট করি। ফুটবল খেলায় আর্থিক সহায়তা করার পাশাপাশি খেলোয়াড়দেরকে কক্সবাজার, টেকনাফ থেকে ঘুরিয়ে এনেছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

কমেন্দু বিকাশ চাকমা : যুব উন্নয়নের প্রতি আমি সব সময় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। এখানে সুদের হার কমানোর জন্য আমরা যুব উন্নয়নে দাবি করেছি। আমার ব্যবসায় সফলতা এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে যুব উন্নয়নের ভূমিকা আছে।

❒ [কমেন্দু বিকাশ চাকমা জন্মগ্রহণ করেছেন রাঙ্গামাটি জেলায়। গ্রাম: বড়পুলপাড়া, পোস্ট: নানিয়ারচর, থানা: নানিয়ারচর। তিনি ২০০১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : কমেন্দু মৎস্য খামার। পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যবসার প্রতি আগ্রহ থেকে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ জেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

কে এম সবুজ : আমি ২০০৭ সালে প্রথম যুব উন্নয়ন থেকে কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি, হাঁস-মুরগি চিকিৎসা, এরকম কয়েকটি বিষয়ের উপর সমন্বিত কোর্স করেছিলাম।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

কে এম সবুজ : সত্যি বলতে ১৯৯৬ সাল থেকে আমি বনসাই নিয়ে কাজ করতাম, বনসাইয়ের প্রতি আমার একটি অন্যরকম ভালোবাসা ছিল, বনসাই নিয়ে কিছু একটি করা যায় কি না, বাংলাদেশে সেসময় খুব একটি বনসাইয়ের প্রচলন ছিল না, হাতেগোনা কয়েকজন লোক এই কাজ জানত, আমার ধারণা ছিল যে যুব উন্নয়ন যেহেতু কৃষি সমন্বয় নিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে, হয়তো ওই ট্রেনিংয়ে বনসাই নিয়ে ট্রেনিং পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এইসব চিন্তাভাবনা করে আমি তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি, কিন্তু দেখা গেল ওই ট্রেনিং কৃষি বিষয়ের উপর ট্রেনিং।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কবে?

কে এম সবুজ : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালে।

১৯৯৬ সাল থেকে এখন ২০২৪ সাল এই দীর্ঘ সময়ে কেমন বা কতটুকু স্বাবলম্বী হয়েছে আপনার প্রতিষ্ঠান?

কে এম সবুজ : শতভাগ স্বাবলম্বী, একটি প্রতিষ্ঠান যতটুকু হওয়া উচিত এই বনসাই জগতে, আমি বলব আমি শতভাগ স্বাবলম্বী এবং সাফল্য অর্জন করেছি।

বনসাইয়ের পাশাপাশি আপনি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

কে এম সবুজ : হ্যাঁ, আছে। আমার মৎস্য চাষ প্রকল্প ও পোল্ট্রি আছে, এর বাইরেও আমি একটি চাকরি করি, সেখানেও আমার ইনকামের সুযোগ আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার দিকে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থেকে কোনধরনের আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

কে এম সবুজ : আমি ঋণ পেয়েছিলাম ব্র্যাক থেকে কয়েকবার, যদিও আমার প্রতিষ্ঠানের নামে না অন্যের নামে। এই ঋণ দিয়েই আমি আমার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছি।

আপনার কেন মনে হলো যে নিজেকে একজন আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা দরকার?

কে এম সবুজ : এটি তো প্রায় প্রতিটি মানুষেরই স্বপ্ন থাকে। একজন মানুষ যখন

বেকার থাকে তখন তার কিছু করাটাই স্বাভাবিক। তাকে কিছু করতে হবে এই তাড়না থাকতেই পারে এবং আমরা জানি যে, বর্তমান বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট তাতে করে চাকরি পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ বাংলাদেশে চাকরি পেতে গেলে মামু খালু লাগে, সেই দিকটা চিন্তা করে আমরা নিজেরাই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি চেষ্টা করেছি। চাকরির পেছনে না দৌড়ে আমরা কীভাবে চাকরি দিতে পারি, একটি উদ্যোক্তা হয়ে সমাজে অন্য সবার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারি। মূলত সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমার এই কাজগুলো করে যাওয়া।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কীরকম ছিল?

কে এম সবুজ : প্রাথমিক অবস্থায় তেমন ভালো ছিল না। আমি আগেও বলেছি প্রথম ১২-১৪ বছর অনেক হতাশা বলতে গেলেই বলা যায়। তবে পরবর্তী সময় আমার প্রতিষ্ঠান ভালোই সাফল্য অর্জন করে।

আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী আছে এখন?

কে এম সবুজ : মোট ১২-১৩ জন আছে।

স্থায়ী কর্মী কতজন? অস্থায়ী কর্মী কতজন?

কে এম সবুজ : স্থায়ী ৬জন, অস্থায়ী ৮জন।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

কে এম সবুজ : শুরুতে আমি নিজেই কাজ করেছি কোনো কর্মী ছিল না।

আপনার পরিবারে টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়?

কে এম সবুজ : হ্যাঁ, এগুলো সবই আছে এবং আমরা তা ব্যবহার করি। টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইল এসব আসলে এখন আর বিনোদন না, বিনোদন বলতে আমি বুঝি আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে তাদের একসঙ্গে থাকা, এটিই বড়ো বিনোদনের মাধ্যম।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?

কে এম সবুজ : আমার একজন ছেলে, একজন মেয়ে।

আপনার ছেলেমেয়ে কে কোন ক্লাসে লেখাপড়া করে?

কে এম সবুজ : আমার বড়ো ছেলের বয়স দশ সে ক্লাস ফোরে পড়ে, ছোটো মেয়ের বয়স চার, সে প্লে গ্রুপে পড়ে।

এখন চিকিৎসা নিয়ে বলুন কিছু। আপনি যখন উদ্যোক্তা ছিলেন না, তখন আপনার পারিবারিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন ছিল? আর এখন উদ্যোক্ত হওয়ার পর আর্থিক সাফল্য আসার পর পারিবারিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কতটুকু উন্নত বলে মনে করেন?

কে এম সবুজ : এটি একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন। শুরুর দিকে যখন আমার ছেলেমেয়ে হবে তখন আমার ইনকাম কম ছিল, সেসময় একটি টেনশন ছিল যে ছেলেমেয়ে হলে তাদের কী খাওয়াব ইত্যাদি। ছেলেমেয়ে হলো তাদের পড়াশোনা এভ্রিথিং নিয়ে টেনশন হয়, হচ্ছে। তাদের অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে

যাওয়া, নানারকম দুশ্চিন্তা থাকত আগে মাথায়। এখন আলহামদুলিল্লাহ আগের তুলনায় এসব নিয়ে তেমন চিন্তা করতে হয় না। কারণ যা করার আল্লাহতালা করবেন। আমাদের তিনি সুযোগ দিয়েছেন সঠিক চিকিৎসা নেবার, আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করব।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কিছু বলুন। মানে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ আগে খাদ্য তালিকায় কেমন ছিল? আর এখন কেমন?

কে এম সবুজ : আগে খাদ্য তালিকা একদম পারফেক্ট ছিল না, দেখা যে ডিম সপ্তাহে একদিন খাওয়া হতো, অথবা মাছ কোনোদিন, সবজি নিরামিষ খাওয়া হতো। কিন্তু এখন ওইসব দিন পাল্টে গেছে, এখন দেখা যাচ্ছে মাছ, মাংস, ডিম প্রায় দিনই থাকে। দুধ প্রতিদিনই থাকে। ফলফলাদি সবদিনই থাকে।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না?

কে এম সবুজ : হ্যাঁ, এটি নিশ্চয় এসেছে। নিজে বাড়ি করেছি, নিজে জমি কিনেছি।

আগে বাড়ি কেমন ছিল, আর এখন কেমন?

কে এম সবুজ : আগে বাড়ি টিন শেড ছিল, এখন চারিদিকে পাকা বাড়ি উপরে টিন।

এলাকায় উন্নয়নমূলক কোনো অনুষ্ঠান বা সেবামূলক কাজে আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়?

কে এম সবুজ : আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। এলাকায় সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সবকিছুতেই তারা আমাকে বিশেষ আপ্যায়ন করে এবং মর্যাদার আসনে রাখেন। আমার কাছ থেকে এলাকার লোকজন অনেকেই অনেক কিছু আশা করেন। হ্যাঁ, সব মিলিয়ে এলাকায় বিশেষ অনুষ্ঠান বা দাওয়াতে আমাকে উপস্থিতি থাকতে হয়।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

কে এম সবুজ : বনসাই নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রতিবেশীদের কটূক্তির শিকার হতে হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে বলুন।

কে এম সবুজ : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এবং তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, আমাকে যে পুরস্কৃত তারা করেছে, এই পুরস্কার আসলে একজন মানুষের সবচেয়ে বড়ো পাওয়া। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এই কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি হোক, তারা তাদের কার্যসমূহ চলমান রাখুক। এজন্য আমি সব সময় যুব উন্নয়নকে সাধুবাদ জানাই, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা থাকবেই। তাদের প্রতি আমার একটু বাড়তি কৃতজ্ঞতা, তারা আমার বনসাই কার্যকলাপ অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে চারটি জেলায় এটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে। মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে কার্যক্রমটি চালু করেছে এবং এই প্রশিক্ষণের

দায়িত্বটাও আমাকে দিয়েছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ এইসব এলাকায় অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে বনসাই ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেছে। তাদের এই দায়িত্ব আমি অনেক বড়ো পাওয়া বলে মনে করি। অথচ বনসাইটা বাংলাদেশ চেনেই না, কিন্তু দেখুন বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন এটি নিয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে।

❒ [কে এম সবুজ জন্মগ্রহণ করেছেন গাজীপুর জেলায়। গ্রাম : আমবাগ (পশ্চিম পাড়া), পোস্ট : নীলনগর, উপজেলা : গাজীপুর সদর। তিনি ২০০৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: লিভিং আর্ট। নিজের শখ পূরণ করে মানুষের জন্য কাজ করার মানসিকতা থেকে চাকরি ছেড়ে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। কে এম সবুজ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১৮

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কবে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : আমি ২০০০ সালে তিন মাসব্যাপী মৎস্য চাষ, প্রাণিসম্পদ, পোল্ট্রি খামারসহ কৃষি উৎপাদনের বিষয়গুলোর উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : কে. এস চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ।

কে.এস চৌধুরী এন্টারপ্রাইজের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : ২০০২ সাল থেকে টুকটাক শুরু করি। মাঝখানে বার্ড ফ্লুর কারণে বন্ধ ছিল। বার্ড ফ্লুর কারণে কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতির মুখে পড়ি যার কারণে ব্যবসা কয়েক বছর বন্ধ থাকে। ব্যবসায় লসের কারণে আমি মাঝখানে চাকরির জন্য ধরনা দিয়েছি। পরবর্তীকালে আবার নতুন করে ২০১২ সালে শুরু করি।

তাহলে ২০১২ সাল থেকে আজ ২০২৪ সাল। এই এক যুগে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার কীভাবে ঘটল?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : আমার মোট আট একর জমিতে পাঁচটি পুকুর, ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি খামার, ভিয়েতনামী নারিকেল বাগান ও এছাড়াও আরও বিভিন্ন ফলের বাগান রয়েছে। পাশাপাশি খামার আবাসন নির্মাণ করতে পেরেছি। ছোটোখাটো হলেও পাঁচ রুমের একটা বিল্ডিং করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : বলতে গেলে মাসিক ১ লাখ টাকার মতো আসে।

আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : সামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন বৃক্ষরোপণ করি। খেলাধুলার সাথে যুক্ত আছি। আমার এলাকায় ক্রিকেট, ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনা করি। ছোটোবেলা থেকেই আমি একটু সংস্কৃতিমনা ছিলাম তাই সমাজসচেতন মূলক নাটিকা বা শর্টফ্লিম তৈরি করি। এগুলো আবার প্রজেক্টর টিভির মাধ্যমে পরিচালনা করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : স্থায়ী কর্মী আছে পাঁচজন। অস্থায়ী কর্মী তো কখনো পাঁচজন আবার কখনো তার থেকে বেশি লাগে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : একজন কর্মী ছিল আর সাথে আমি কাজ করেছি। মাঝখানে পারমানেন্ট কর্মী ছিল আট জন।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

প্রথমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই ঋণ সহায়তা পেয়েছি। তারা আমাকে তিনবার ঋণ দিয়েছিলেন।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছি। অনেক সময় নাটক বানাই, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন তৈরির কাজ করি। আমার ছোটো একটা খাদ্য মিলও আছে।

আপনার কে. এস চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : হ্যাঁ, কয়েকবার হয়েছে। বার্ড ফ্লুর কারণে ক্ষতি হয়। আমার থেকে যারা মাল নিতেন তারা অনেকেই টাকা দেয়নি। এক পর্যায়ে ব্যবসাটাই তো বন্ধ করে দিতে হয়। প্রায় ২০/৩০ লাখ টাকার মতো লস হয়ে যায়। তারপর করোনার কারণে ক্ষতির মুখে পড়ি। করোনার কারণে অর্ধেক দামে মাল বিক্রি করতে হয়েছে। করোনার পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফেরার চেষ্টা করছি।

কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছেন?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তার পরে ব্র্যাক ব্যাংক থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছিলাম। পরে দেখি সেখানে চক্রবৃদ্ধি হারে অনেক টাকা শোধ দিতে হচ্ছে। কিস্তির টাকা কিন্তু আমরা পুরো ১ বছর খাটাতে পারি না। সেজন্য একবারই কিস্তিতে ঋণ নিয়েছিলাম আর নেইনি। আমাদের থেকে যারা পণ্য কিনে তাদের সাথে বিভিন্ন কন্ট্রাক্টে গেলাম। আবার আমি যাদের থেকে পণ্য কিনি তাদের সাথেও একটি সমঝোতায় গেলাম। যেমন আমি এই পরিমাণ খাবার এই দামের মধ্যে নগদে নিতে পারব আর বাকি হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাদের টাকাটা পরিশোধ করব। আমার থেকে যারা পণ্য কিনে তাদের সাথেও এমন কন্ট্রাক্ট করলাম যাতে আমাকেও তারা না ঠকাতে পারে। এরকম কিছু পলিসি নিজে চিন্তা করে ব্যবসায়ীদের সাথে শেয়ার করলাম আর যেটা যেটা বাস্তবায়ন করা যায় সেটা বাস্তবায়ন করেছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন আছে?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : হ্যাঁ, স্মার্ট টিভি আছে।

বর্তমানে পরিবারের সদস্যদের সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন তো?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : হ্যাঁ, দিতে পারছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম ছিল যদি তুলনামূলক আলোচনা করেন।

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : মাছ, মাংস এগুলো আমার জন্য সহজ হয়

কারণ পুকুরে মাছ চাষ করি। মুরগিও উৎপাদন করি। শুধু গরুর মাংস বছরে ৩/৪ বার কিনতে হয়। বাজার থেকে বেশি মাংস কিনি না কারণ বাজারের মাংস বেশির ভাগই ভেজাল থাকে। মাছ, মুরগি, ডিম এগুলো অনেক থাকছে খাদ্য তালিকায়। ছাগলের মাংসও থাকে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : হ্যাঁ, আমি একটা আধুনিক বাড়ি করেছি। খামারও পরিবর্তন করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : আমার এক ছেলে থ্রিতে পড়ে। মেয়ে ছোটো, মাত্রই স্কুলে যায়।

স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : হ্যাঁ, অনেক বেড়েছে। এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায়ের টিএনও স্যারেরা ডাকেন যদি কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনেক কিছুতে তারা মতামত নেন। জনপ্রতিনিধি না হয়েও অনেক সময় জনপ্রতিনিধিদের মতো চেয়ারে বসতে পারি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী : অনেকেই ভাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুধু একটি ট্রেনিং দেওয়ার প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের মতো ঋণ দেওয়ার প্রতিষ্ঠান। আমি যেটা বলতে চাই তা হলো, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মানুষকে উৎসাহ প্রদান করে উদ্যোগী করে তুলে। এটি মানুষের উদ্দীপনার বৃদ্ধি ঘটায়। অনেক সময় আমরা হতাশায় আত্মহত্যা করতে যাই বা ভুল পথে পা বাড়াই। এসব না করে কেউ যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখে তাহলে অন্তত জীবন কি, জীবনে সহজ পদ্ধতিতে অনেক কিছুই করা সম্ভব এগুলো জানতে পারবে। তারা ট্রেনিং দেয় ও মোটিভেশান দেয় এবং এছাড়াও নানান ধরনের সাহায্য করে।

❒ [কে.এম. আর আবু সায়াদ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছেন দিনাজপুর জেলায়। গ্রাম : চৌগোপালপুর, পোস্ট : চৌগোপালপুর, উপজেলা : ঘোড়াঘাট। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : কে.এস. চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ। বেকারত্ব থেকে মুক্তির জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আবু সায়াদ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১৯

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : নাটোর ট্রেনিং সেন্টার থেকে মাছ চাষের উপর আমি ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : ১৯৮৯ সালে।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে শুধু মাছ চাষের উপরেই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : মাছ তো আমার খুব শখের জিনিস। একদম ছোটোবেলা থেকেই মাছের সঙ্গে আমার খুব আত্মীয়তা। পড়াশোনা শেষ করে ভাবলাম কী করব কী করব। যেহেতু মাছ চাষ আমার হবি, তাই ট্রেনিং নিয়ে লেগে পড়লাম কাজে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : মেসার্স মনিকা হ্যাচারি।

মনিকা হ্যাচারি কত সালে চালু করেছিলেন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : ১৯৮৯ সালে যখন আমি ট্রেনিং নিই, তখনই চালু করা এই প্রতিষ্ঠানটি।

১৯৮৯ থেকে এই ২০২৪ সাল, এই দীর্ঘ সময়ে মনিকা হ্যাচারির বিস্তার কীভাবে ঘটল?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : আমার ধারণা সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে যে-কোনো বিষয়েই জয় পাওয়া যায়। এই কথাটাই আমাকে শক্তি জুগিয়েছে। আমি ধীরে ধীরে জমি কিনে প্রজেক্ট বিস্তার করেছি। সেখানে বিল্ডিং করেছি। এভাবেই বিস্তার ঘটে।

দীর্ঘ ৩৫ বছর বয়সে আপনার প্রতিষ্ঠান নিশ্চয় অনেক বড়ো হয়েছে? তো মাসিক ইনকাম কেমন হয়?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : আমার বাৎসরিক প্রায় ৬০ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

আপনার মোট কতগুলো হ্যাচারি আছে?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : আমার মতে রাজশাহীতে আমার উপরে আর কেউ নেই। আমার কোনো শাখা নেই। একটাই হ্যাচারি। আল্লাহর রহমতে এখান থেকেই ভালো টাকা ইনকাম হয়।

হ্যাচারি ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : আমার মূল ব্যবসা হ্যাচারি। আর এর পাশাপাশি একটি ডেইরি ফার্ম শুরু করছি।

আপনার যাত্রাকালীন সময়ে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন আর্থিক সহযোগিতা করেছিল?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : আর্থিক সহযোগিতা আমি কারো কাছ থেকেই নিইনি। তবে যুব উন্নয়ন থেকে আমি একটি লোন নিয়েছিলাম সেই সময়। পরে আবার তা পরিশোধ করে দিয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছে যে আপনি আত্মকর্মী হবেন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : আমি পড়াশোনা শেষ করে ভাবলাম কী করা যায়? চাকরি আমার ভালো লাগে না। মানুষ গরু, ছাগল, এগুলো পালন করে। আমার শখের জিনিস ছিল মাছ চাষ করা। শখের পেশা, এই কারণেই হয়তো আমি মন দিয়ে করেছিলাম কাজটি। আর সেই কারণেই হয়তো সফলতাও পেয়েছি।

আপনি পড়ালেখা করেছেন কোথা থেকে?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : বাঘমারা আমার বাড়ির কাছেই, তাইজুল কলেজ থেকে কমার্সে অনার্স করেছি।

আপনি যখন এই বিজনেস শুরু করেন, তখন আপনার মাসিক ইনকাম কেমন ছিল?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : খুবই খারাপ ছিল প্রথম দিকে। আমি আমার পকেটের শেষ টাকাগুলো দিয়েও এই ব্যবসা চালু করেছিলাম। পরে আমার বউয়ের গয়না বিক্রি করে এখানে ইনভেস্ট করেছিলাম।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন? আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : রেগুলার আছে চারজন, আর অস্থায়ী আছে আরও আট ন'জন।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : শুরুতে আমি আর আমার একজন সহকারী ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : হ্যাঁ, ক্ষতির মুখোমুখি একটা সময় হয়েছিল। পানি নিষ্কাশনের জন্য এই সমস্যা হয়েছিল। মাস খানেকের মতো বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এখন সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। আর কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ।

আপনার বাসায় অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : হ্যাঁ, আছে।

পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে আগে কেমন চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন? আর উদ্যোক্তা হওয়ার পর এখন কেমন চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : এখন আমি বেশ স্বাবলম্বী হয়েছি। আমি এখন সবচেয়ে দামি ঢাকার প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিতে পারি। ছেলেমেয়েদের ভালো জায়গায় পড়াশোনা করাই। এখন ধরতে গেলে আমি একজন সফল এবং স্বাবলম্বী একজন মানুষ।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর আপনি কী কী অবকাঠামোভাবে পরিবর্তন এনেছেন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : মাটির ঘরে বাস করতাম। এখন এখানে পাঁচতলা বিল্ডিং করেছি। নতুন করে পরিবর্তন বলতে, আমি একটা ডেইরি ফার্ম খুলেছি। রাজশাহী শহরে আমার একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আছে। আমি সেখানেই পাঁচতলা বিল্ডিং করেছি। আমি ৪০ বিঘা জমি কিনে মাছের হ্যাচারি করেছি।

বিল্ডিংয়ের অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলো কি ভাড়া দেন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : হ্যাঁ, দিই। একটিতে আমরা থাকি, অন্যগুলো ভাড়া।

এখন তো আপনি সফল একজন মানুষ। খাবারের তালিকা অবশ্যই উন্নতমানের। উদ্যোক্তা হওয়ার আগে আপনার খাদ্য তালিকা কেমন ছিল আর এখন কেমন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : আমার বড়ো ভাই ইঞ্জিনিয়ার, আরেক ভাই সরকারি চাকরি করে, বাবা স্কুলের শিক্ষক। আমার একটা ব্যাপার ছিল আমি নিজে কিছু করব। ব্যবসা শুরুর দিকে আমি অনেক তিরস্কৃত হয়েছি। ওইদিন গুলো খুব কষ্টের। না খেয়েও যাপন করতে হয়েছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এক ছেলেকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ পাশ করিয়েছি। আরেক ছেলেকে রাজশাহী থেকে। সবদিক থেকেই এখন সফল।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর সামাজিক মর্যাদা কীরকম বেড়েছে?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : যথেষ্ট বেড়েছে।

এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা কার্যকালাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে? কতটুকু গুরুত্ব দেয়?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : যথেষ্ট, একদম অতুলনীয়। আমার তো মাঝেমধ্যে লজ্জা লাগে। যখন কেউ আমাকে স্যার বলে ডাকে। আমি একজন মাছ চাষি, আমাকে যে তারা এত সম্মান করে, আমার খুবই ভালো লাগে।

আপনার সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিংবা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেছে?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : হয়রানির ঘটনা বলতে, আমি কিছু রাজনৈতিক হয়রানির ঘটনায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম। পরে সেগুলো তখনই সমাধান হয়েছে। এখন এরকম কোনো ঘটনা নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : হ্যাঁ, করেছি।

আমি গরিব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করে থাকি। এছাড়াও আমার গ্রামে এবং আশপাশের গ্রামের গরিব লোকদের আমি সাহায্য করে থাকি।

আপনি কি মনে করেন, যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম এবং যারা কর্মপ্রত্যাশী তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : অবশ্যই প্রয়োজন। আমি নিজে আমার অনেক কাজ ফেলে রেখে বেকারদের উদ্বুদ্ধ করি এবং অনেক সময় তাদের ট্রেনিং দিয়ে উদ্যোক্তা হওয়ার অনুপ্রেরণা দেই। তারা কষ্টে আছে। আত্মকর্মী হলে তারা স্বাবলম্বী হবে। আর্থিকভাবে সচ্ছলতা আসবে। সমাজের মানুষকে সাহায্য করতে পারবে। আত্মীয়স্বজন পরিবার এদের পাশে থাকতে পারবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে আপনার কৃতজ্ঞতার জায়গাটা কীরকম?

খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাদের দেশের যুব সমাজের জন্য আমার ধারণা মতে তারা সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখে। আমার সুপারিশে অনেককেই লোন এবং প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি করা হয়। যুব উন্নয়ন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম যুব সমাজকে গড়ে তোলার জন্য। তাদের প্রতি আমি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকব। কারণ এই দেশে যুবকদের যুব উন্নয়নের মতো আর কেউ সহযোগিতা করতে পারে না।

❒ [খন্দকার তৌহিদুল করিম মুকুল জন্মগ্রহণ করেছেন রাজশাহী জেলায়। গ্রাম : তাহেরপুর, পোস্ট : তাহেরপুর, থানা : বাঘমারা। তিনি ১৯৮৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স মনিকা হ্যাচারি। চাকরির পেছনে না ছুটে নিজের শখের কাজকে পেশায় রূপান্তরের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-২০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১৯৯৩ সালে যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : পোশাকের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিংয়ের পরে আরও কোনো ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : হ্যাঁ, অনেকগুলো ট্রেনিংই নিয়েছি। কম্পিউটারের উপর পরিবেশে উপরের ফায়ার সার্ভিসের উপর ট্রেনিং সহ আরও অনেকগুলো ট্রেনিং নিয়েছি আমি।

এতগুলো ট্রেনিং নেওয়ার কারণ কী?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : আমি সব বিষয়ে পারদর্শী হতে চেয়েছি। এরকম মনমানসিকতা থেকেই এতগুলো ট্রেনিং নিয়েছি।

কতটুকু পারদর্শী হতে পেরেছেন?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : আমি পোশাকের উপরে ১৮০ জন মানুষকে সেলাই মেশিন এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তারা সব কাজই করতে পারে।

আপনার প্রতিষ্ঠান 'মা হাউজ' কত সালে প্রতিষ্ঠিত করেছেন?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : এটি ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

আপনি ১৯৯৩ সালে ট্রেনিং নিয়েছেন আর ২০১৬ সালে এসে প্রতিষ্ঠান করেছেন। তাহলে এত বছর কী কী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : আমি আমার গ্রামে একটা স্কুল করেছি। সেখানে ১৮ বছর শিক্ষকতা করি। তারপর ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমি চা পাতার ব্যবসা করেছি যা ময়মনসিংহ থেকে নিয়ে পাইকারি সেল করতাম। করোনার কারণে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তাই আর প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে পারিনি। আমরা পাঁচ ভাইবোন, আমার ছোটো ভাই হার্টঅ্যাটাক করে আবার অ্যাকসিডেন্ট করে, সেজন্য হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করার কারণে ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে যায়। আবার নতুন করে শুরু করছি।

আপনি আপনার এই ব্যবসার পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : আমি ইঁটের ভাটায় কয়লা দিতাম সেখান থেকে ইনকাম হতো।

আপনি যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন কোন কোন প্রতিষ্ঠান আপনাকে আর্থিক সহযোগিতা করেছিল?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : ব্যাংক থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলাম। আমার নিজস্ব কিছু জমানো টাকা ছিল আবার ভাইয়ের থেকেও নিয়েছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : আমার মনে হয়েছে আমার নিজের প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত জরুরি। কারণ আমার ভাইগুলো আমার ছোটো। আমার আব্বা মারা গেছেন ত্রিশ বছর আগে। সেজন্য আমি আত্মকর্মী হতে চেয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানে শুরুতে কতজন কর্মী ছিল আর বর্তমানে কতজন কর্মী কাজ করছে?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : বর্তমানে ৮ থেকে ৯ জন আছে। শুরুতে ৯ জন ছিল যখন একেবারে নতুন শুরু করি। করোনার পর থেকে আমি অনেক ডাউন হয়ে গেছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন আছে?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : হ্যাঁ, আছে।

আপনার পরিবারে কে কে আছেন?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : আমার ছেলেমেয়ে নেই। আমার ছোটো ভাই আছে, মা আছে। ভাইয়ের বউ আর তাদের একটি ছোটো বাচ্চা আছে।

আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার আগে আপনার পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটা কীরকম ছিল আর বর্তমানে কীরকম? বর্তমানে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : বর্তমানে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি।

ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার আগে আপনার খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম ছিল আর বর্তমানে কীরকম থাকছে?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : আগেও ভালোই ছিল, করোনার কারণে ব্যবসাটা একটু ডাউন হয়েছে। তবে বর্তমানেও খাদ্য তালিকা ভালো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : হ্যাঁ, অবশ্যই পরিবর্তন এসেছে। আগে আমাদের একতলা বাড়ি ছিল। এখন আবার আমি নতুন করে বাড়ি করেছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে আগের তুলনায় আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : হ্যাঁ, বেড়েছে। সবাই এখন আমাকে চিনে এবং সম্মান করে।

আপনার সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

খাদিজা সুলতানা শাহিন : হয়রানি তো মানুষ করতে চায় কিন্তু পেরে উঠে না।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে সর্বশেষ কিছু বলেন।

খাদিজা সুলতানা শাহিন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে।

❒ [খাদিজা সুলতানা শাহিন জন্মগ্রহণ করেছেন যশোর জেলায়। গ্রাম : বিরামপুর, পোস্ট : শিক্ষাবোর্ড, থানা : যশোর। তিনি ১৯৯৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মা হাউস। নিজের প্রতিষ্ঠা জরুরি বিবেচনা করে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ শ্রেষ্ঠ জয়ীতা পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-২১

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কবে কোন বিষয়ের উপর প্রথম ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

খোরশেদ আলম : হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন ও চিকিৎসার উপর ১৯৯৩ সালে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন ও চিকিৎসা সেবার উপরেই কি শুধু ট্রেনিং ছিল নাকি আরও অন্য কোনো ট্রেনিং এর অপশন ছিল?

খোরশেদ আলম : তখন এগুলোই ছিল। আমাদের সাথে যারা যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়েছিল সবাই মোটামুটি ভালো করেছে।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন অন্য ট্রেনিং না নিয়ে?

খোরশেদ আলম : তখন আসলে পোল্ট্রি ব্যবসার সূচনা হলো। আমরা ট্রেনিং গ্রহণ করেই পোল্ট্রির ব্যবসা শুরু করি। আমরা খামার করেছি এবং পরবর্তীকালে আমাদের হাতে অনেক খামারই সম্প্রসারিত হয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী আর কত সালে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল?

খোরশেদ আলম : শুরুতে 'তাজ পোল্ট্রি ফিড' নাম দিয়েছিলাম। ১৯৯৩ সালে ট্রেনিং শেষ করেই নামকরণ করেছিলাম। ফেনীতে প্রাকটিক্যাল করার সময় বিভিন্ন মুরগি ব্যবসায়ীদের সাথে পরিচয় হয় আর তাদের থেকে একশো বাচ্চা নিয়েই ব্যবসা শুরু করি।

১৯৯৩ সাল থেকে আজ ২০২৪ সাল। একশো বাচ্চা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার কীভাবে ঘটালেন?

খোরশেদ আলম : আমরা যখন খামার শুরু করি তখন নোয়াখালী এরিয়াতে তেমন কোনো খামার ছিল না। তারপর একশো বাচ্চা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ করি। পরে ভাবলাম শুধু খামারের মধ্যে থাকলে হবে না, তাই বিভিন্ন ফার্মে বাচ্চা সরবরাহ শুরু করি। বাচ্চা, খাদ্য এসব সাপ্লাই করি সাথে বিভিন্ন ফিডও সরবরাহ করি। আমার হাতেই বৃহত্তম নোয়াখালীতে শত শত খামার গড়ে উঠছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে অবশ্যই সামর্থ্যবান হয়েছে। বর্তমানে মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

খোরশেদ আলম : প্রথমে কম ছিল। এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো। পরে সেটা বাড়তে বাড়তে মোটামুটি ২০ থেকে ৩০ লাখ এ চলে গিয়েছে। আমার আন্ডারে অনেকেই কাজ করছে।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

খোরশেদ আলম : পোল্ট্রি সেক্টরেই আছি। ফিড সাপ্লাই বিক্রি এসবের সঙ্গে যুক্ত আছি।

ব্যবসা শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

খোরশেদ আলম : ওই সময় ঋণের ব্যাপারটা তেমন ছিল না। আমি আমার আত্মীয়স্বজনের থেকে ধারদেনা করে আমার বিজনেস শুরু করেছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

খোরশেদ আলম : একটা কিছু তো করতে হবে। একটা সময় বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু যেতে পারিনি। তাই নিজেই ব্যবসা শুরু করলাম আর আলহামদুলিল্লাহ ডে বাই ডে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ঘটল। আমাদের হাতে অনেকগুলো খামার স্থাপন হয় আর সেগুলোতে বাচ্চা সাপ্লাই দিয়েছি, খাদ্য দিয়েছি। সাপ্লাই দেওয়ায় আমাদের একটা কমিশন থাকত, সেই কমিশন থেকেই ব্যবসাটা এগিয়ে যায়।

প্রথম দিকে ব্যবসায় ইনকাম কীরকম ছিল?

খোরশেদ আলম : প্রথম দিকে তো ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা ইনকাম হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

খোরশেদ আলম : অস্থায়ী কর্মী একশোর অধিক। আমাদের লেবার বেশি তাই স্থায়ী কর্মী আছে একশোর মতো।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

খোরশেদ আলম : শুরুতে নিজেরাই করেছি। আমার ভাই, আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে ৪/৫ জন ছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

খোরশেদ আলম : হ্যাঁ, অনেক ধাক্কা, প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠেছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শেয়ালের উপদ্রব ছিল। একটা সময় জিরো হয়ে গেছি। এভাবেই এগিয়েছি, কখনো হাল ছাড়িনি।

ক্ষতির মুখ থেকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থানে এসেছেন?

খোরশেদ আলম : আবার ঋণ নিয়েছি, পরিশ্রম করেছি। আলহামদুলিল্লাহ রিকোভার করতে পেরেছি। পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা লোনও পেয়েছি।

আপনার বাড়িতে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

খোরশেদ আলম : হ্যাঁ, আছে।

পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

খোরশেদ আলম : আগে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা নিতে হয়েছে। বর্তমানে প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার মতো সামর্থ্য হয়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে আপনার খাদ্য তালিকায় কীরকম পরিবর্তন এনেছেন? যেমন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

খোরশেদ আলম : আমরা মফস্বলের মানুষ। তাই আগে সেভাবে পর্যাপ্ত পাওয়া যেত না। মুরগি দেখা যেত সপ্তাহে একদিন অথবা অনেকদিন থাকতই না। বর্তমানে খামারি হওয়ার কারণে আমরা মুরগি, ডিম এগুলো সব সময় পাচ্ছি। এগুলো বর্তমানে কোনো সমস্যা হয় না।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের কোনো পরিবর্তন এসেছে?

খোরশেদ আলম : আলহামদুলিল্লাহ, আগের থেকে অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। আগে টিনের ঘর ছিল কিন্তু বর্তমানে বিল্ডিং করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

খোরশেদ আলম : আমার দুই ছেলে, এক মেয়ে। বড়ো ছেলে ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করছে, মেজো ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। মেয়ে এবার ইন্টারে ভর্তি হবে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

খোরশেদ আলম : অবশ্যই বেড়েছে। আমার দ্বারা অনেক পরিবার উপকৃত হয়েছে। অনেক বেকার যুবকদের খাদ্য, বাচ্চা, ফিড দিয়ে সহযোগিতা করেছি। সেখান থেকে লাভবান হয়ে তারা স্বাবলম্বী হয়েছে এবং তাদেরও সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। মজার বিষয় হলো, যখন প্রথম খামার প্রতিষ্ঠা করি তখন দৈনিক ৫০-৬০ জন করে আসত শুধু দেখার জন্য।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

খোরশেদ আলম : বাড়ির পাশের রাস্তাঘাট সংস্কারে বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করেছি।

আপনার সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে বা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে কি না?

খোরশেদ আলম : না, সেরকম কোনো হয়রানি নেই।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন? তাদের কি আত্মকর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিবেন?

খোরশেদ আলম : চাকরির পেছনে না ঘুরে দেশে আত্মকর্মী হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আমাদের যদি চিন্তাভাবনা, মেধা এসব ভালো থাকে তাহলে সফলতা সম্ভব।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

খোরশেদ আলম : সরকারের এই সংস্থাটি ভালো, আত্মকর্মী সৃষ্টিতে তারা দারুণ কাজ করছে। আমি যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। বিনে পয়সাতে আমাদের ট্রেনিং, থাকার জায়গা, ভাতা এবং ঋণ দিয়েছে। এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি ভালো উদ্যোগ।

❒ [খোরশেদ আলম জন্মগ্রহণ করেছেন নোয়াখালী জেলায়। গ্রাম : উত্তর পূর্ব একলাশপুর বাজার, পোস্ট : একলাশপুর, থানা : বেগমগঞ্জ। তিনি ১৯৯৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : তাজ পোল্ট্রি ফিড। বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছে দমন করে ব্যবসার মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। খোরশেদ আলম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-২২

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : ১৯৯১ সালে গবাদি পশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসার উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : গবাদি পশুর ফার্ম করেছিলাম সেজন্যই এই ট্রেনিংটি নিয়েছিলাম।

কত সালে ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন এবং আপনার ফার্মের কী নাম দিয়েছিলেন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : ১৯৯৫ সালে ফার্ম প্রতিষ্ঠা করি। ফার্মের নাম দিয়েছিলাম 'গাভী মোটাতাজাকরণ ফার্ম'।

বর্তমানে আপনার ফার্মে কী কী কার্যক্রম চলছে?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : এখনো গাভী মোটাতাজাকরণ ও চিকিৎসা আছে। সাথে মৎস্য চাষও শুরু করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : বাৎসরিক পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকার মতো ইনকাম হয়।

খামারের পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সাথে কী আপনি যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : ওষুধের দোকান আছে। মৎস্য চাষ আছে।

আপনার ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই শুরুতে ঋণ নিয়েছিলাম। এ ছাড়াও সমবায় সমতি আছে সেখানে কিছু ঋণ নিয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : আমি মূলত আত্মকর্মী হওয়ার জন্যই ব্যবসা শুরু করি।

প্রথম দিকে আপনার ব্যবসায় ইনকাম কীরকম ছিল?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : প্রথম দিকে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার মতো ইনকাম হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : স্থায়ী কর্মী তিনজন। অস্থায়ী কর্মী সংখ্যা ১২ জনের মতো।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : শুরুতে আমি আর আমার স্ত্রী কাজ করেছি।

আপনার খামার কি কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে? ক্ষতিটা কীভাবে সামলিয়েছেন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : সিডরে আমার প্রতিষ্ঠান একদম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আমার ফার্মের বিশাল ক্ষতি হয়েছিল। পরে অগ্রণী ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে আবার ফার্ম দাঁড় করিয়েছি।

আপনার পরিবারে কি বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন আছে?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : হ্যাঁ, আছে।

আপনার পরিবারের কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে কি তাদের সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : হ্যাঁ, চিকিৎসা দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো কীরকম ছিল আর বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে এগুলো কীরকম থাকছে?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : আগে তেমন খাওয়া হতো না। বর্তমানে আগের তুলনায় বেশি খাওয়া হচ্ছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : প্রথমে তো ছিল খড়ের ঘর। তারপর করেছিলাম টিনের বাড়ি। বর্তমানে আমার দুইতলা বিল্ডিং।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত আছে?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : আমার তিন সন্তান। মেয়ে অনার্স পাশ করেছে। এক ছেলে ডিগ্রি পড়ছে, আরেক ছেলে ইন্টারে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কি সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : হ্যাঁ, বেড়েছে। আমি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান এবং একটি জামে মসজিদ করেছি। বড়ো একটি ওষুধ ফার্মেসি দিয়েছি।

এলাকার কোনো কার্যকলাপে সামাজের মানুষ আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : তারা অনেক মূল্যায়ন করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে বা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

না, কোনো হয়রানির ঘটনা নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর ট্রেইনার হিসেবে পাঁচ বছর কাজ করেছি। বৃক্ষরোপণ ও বাল্যবিবাহ রোধেও কাজ করেছি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার, শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : হ্যাঁ, সবারই আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। আমিও তাদের পরামর্শ দিয়ে যুব উন্নয়নে পাঠিয়েছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

গাজী মো: মতিয়ার রহমান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভালো। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কেননা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। আমার যত সম্মান সবই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বদৌলতে হয়েছে।

❒ [গাজী মো: মতিয়ার রহমান জন্মগ্রহণ করেছেন বরগুনা জেলায়। গ্রাম : তালতলী, পোস্ট : তালতলী, থানা : আমতলী। তিনি ১৯৯১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : গাভী মোটাতাজাকরণ ফার্ম। ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মতিয়ার রহমান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-২৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি এবং মৎস্য চাষের উপর ১৯৯৪-৯৫ সালে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য কোনো ট্রেনিং না নিয়ে এই ট্রেনিংটিই কেন নিয়েছিলেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : ওই সময় এই ট্রেনিংই ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসাসহ তিন মাসের ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলাম। আত্মকর্মী হওয়ার জন্যই মূলত ট্রেনিং গ্রহণ করি।

আত্মকর্মী হওয়ার ইচ্ছে বা বাসনা হওয়ার কারণ কী?

গোলাম আরিফ (লিটন) : আমি ১৯৯৪ সালে যখন এসএসসি পরীক্ষা দেই আর পরীক্ষার পরের তিন মাস বেকার সময়কে আমি কাজে লাগিয়েছিলাম। নিজে কিছু করব, নিজের পায়ে দাঁড়াব এরকম ইচ্ছে থেকেই আত্মকর্মী হওয়া।

ট্রেনিং গ্রহণের পরে আপনার প্রতিষ্ঠানের কী নাম দিয়েছিলেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : 'আরিফ পোল্ট্রি কমপ্লেক্স' নাম দিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?

গোলাম আরিফ (লিটন) : ১৯৯৫ সালে আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৯৫ সাল থেকে আজকের ২০২৪ সাল। ধীরে ধীরে কীভাবে 'আরিফ পোল্ট্রি কমপ্লেক্স' এর বিস্তার ঘটালেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : আমি প্রথমে এক হাজার বাচ্চা মুরগি দিয়ে শুরু করি। পরে এটি ১৫/২০ হাজার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপর বার্ড ফ্লুর কারণে ২০২০ সালের দিকে পোল্ট্রি বন্ধ করতেও বাধ্য হই।

করোনা'র সময় কী করেছেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : করোনা'র সময় আস্তে আস্তে বন্ধ করছিলাম। মহামারি আমার প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করতে প্রভাব ফেলেছে।

এই ক্ষতিটা আপনি রিকোভার করার চেষ্টা করেননি?

গোলাম আরিফ (লিটন) : চেষ্টা করেছি তবে বিভিন্ন কারণে রিকোভার হয়ে উঠেনি।

আপনি গত চার বছর যাবৎ মৎস্য চাষ শুরু করেছেন। এর পরিস্থিতি কেমন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : মৎস্য চাষ আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তবে মৎস্য আমার শুরু থেকেই ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের জায়গাটি কীরকম? মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কেমন হচ্ছে?

গোলাম আরিফ (লিটন) : মৎস্য চাষের পাশাপাশি অন্য আরেকটি পেশায় যুক্ত হয়েছি। তবে মৎস্যের ইনকাম খারাপ না।

আপনার ব্যবসার শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম।

প্রথম দিকে আপনার ব্যবসায় আয় কীরকম ছিল?

গোলাম আরিফ (লিটন) : শুরুতে মাসিক দেড় লাখ টাকার মতো ইনকাম ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : স্থায়ী কর্মী ৫০ জন আছে আর অস্থায়ী কর্মী ৪-৫ জন থাকে।

শুরুতে কতজন কর্মী নিয়ে শুরু করেছিলেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : শুরুতে একজন কর্মী ছিল আর আমি নিজে করেছি।

আপনার বাড়িতে বিনোদনের জন্য অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

গোলাম আরিফ (লিটন) : হ্যাঁ, আছে।

পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : জি, অবশ্যই পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরের কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করছি। উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থেকেছে?

গোলাম আরিফ (লিটন) : আগের মতোই আছে। এটি নিয়ে কখনো তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। কেননা বাবার আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো ছিল।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের কোনো পরিবর্তন এসেছে?

গোলাম আরিফ (লিটন) : আমি নিজে নতুন বাড়ি করেছি। একটি আধুনিক বিল্ডিং করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

গোলাম আরিফ (লিটন) : আমার ছেলেমেয়ে দুজন। ছেলে বড়ো, সে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে আর মেয়ে ক্লাস নাইনে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

গোলাম আরিফ (লিটন) : আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

গোলাম আরিফ (লিটন) : কার্যকলাপে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবেই সব সময় মূল্যায়ন করে।

আপনার পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

গোলাম আরিফ (লিটন) : না, কোনো হয়রানি নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : হ্যাঁ, করি। আমি সব ধরনের কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করি। আমি রেড ক্রিসেন্টের সাথে যুক্ত এবং টিম লিডার হিসেবেও আছি। আরও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে আছি। করোনাকালে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন করেছি, মানুষকে সচেতন করেছি। এছাড়াও সমাজকে নিরাপদ রাখার জন্য সকল সংগঠনের সাথে সক্রিয় থাকি। বিভিন্ন দুর্যোগে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াই।

আপনি কি মানুষকে আত্মকর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিবেন? যদি পরামর্শ দেন তাহলে কেন দিবেন?

গোলাম আরিফ (লিটন) : আমি যখন যুব উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম তখন মাসে দুই-তিনটি ক্লাস নিয়েছি। অনেককেই সহযোগিতা করেছি এবং তারা আত্মকর্মী হয়ে প্রতিষ্ঠান দিয়েছে। মানুষের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। কেননা আত্মকর্মী হলে তারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে?

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে বলুন।

গোলাম আরিফ (লিটন) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর না থাকলে আমি আজকের অবস্থানে আসতে পারতাম না। এসএসসি পরীক্ষার পরের তিন মাস বেকার সময়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পেরেছি, এটি আমার অনেক বড়ো সফলতা। যুব উন্নয়ন আমাকে পথ দেখিয়েছে। যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরেই আমার জীবনের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে।

❐ [গোলাম আরিফ (লিটন) জন্মগ্রহণ করেছেন কক্সবাজার জেলায়। গ্রাম : উত্তর রমালিয়ারছড়া, পোস্ট : উত্তর রমালিয়ারছড়া। তিনি ১৯৯৪/৯৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : আরিফ পোল্ট্রি কমপ্লেক্স। গোলাম আরিফ নিজে কিছু করে স্বাবলম্বী হওয়ার অভিপ্রায়ে আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার।]

সফল আত্মকর্মী-২৪

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন বিষয়ের উপর প্রথম কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

চন্দনা ঘোষ : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০০০ সালে প্রথম সেলাইয়ের উপর চার মাসের ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে সেলাইয়ের উপরেই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

চন্দনা ঘোষ : আমি আগে থেকেই সেলাইয়ের কাজ পারতাম। ছোটো থেকেই সেলাই, ডিজাইন এগুলো করেছি। যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং গ্রহণের আগেই ১৯৯৮ সালে আমি শো-রুম করেছিলাম। আমি নতুন কিছু জানতে চেয়েছি আর শো-রুম করে বুঝলাম আমি যদি আরও কিছু জানতে পারি তাহলে ভালো হবে। সেজন্যই আমি যুব উন্নয়ন থেকে চার মাস মেয়াদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।

ট্রেনিং শেষে আমি যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ গ্রহণ করি। ২০০২ সালে যুব মেলায় অংশগ্রহণ করি এবং শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার পাই।

আপনার প্রতিষ্ঠানের কী দিয়েছিলেন?

চন্দনা ঘোষ : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম ‘কারুপণ্য’।

‘কারুপণ্য’ কত সালে প্রতিষ্ঠা করেন?

চন্দনা ঘোষ : ১৯৯৮ সালে ১৫ই মার্চ।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

চন্দনা ঘোষ : আমার শো-রুম এখন অনেক বড়ো পরিসরে করেছি। এছাড়াও ২০১৩ সাল থেকে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করেছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রেনিং করিয়ে থাকি। পাঁচটি সাবজেক্টের উপরে আমি ট্রেনিং দেই আর পাঁচটি সাবজেক্টরই ল্যাব আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অবশ্যই অর্থনৈতিক জায়গা থেকে স্বাবলম্বী হয়েছে? বর্তমানে মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

চন্দনা ঘোষ : প্রতিষ্ঠানের ইনকাম এক রকম আবার ট্রেনিং সেন্টারের ইনকাম আরেকরকম। যখন ট্রেনিং হয় তখন ট্রেনিং ফি পাই, অনারিয়াম পাই। শো-রুমে তো বিক্রির উপরে ইনকাম।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

চন্দনা ঘোষ : না।

ব্যবসা শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

চন্দনা ঘোষ : ঋণ সহায়তা ব্যাংক তখন দেয়নি। ঠাকুরগাঁও এনজিও ছিল সেখান থেকে নিয়েছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর লোন দিয়েছিল।

কেন মনে হলো যে, আত্মকর্মী হবেন?

চন্দনা ঘোষ : নিজেকে ডেভল করার চেষ্টা করেছি। নিজে স্বাবলম্বী হয়ে আরও যে নারীর আছে তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি। আমার প্রতিষ্ঠানের কাজ তো আমি একা করতে পারব না, তাই মেয়েদের নিয়ে কাজ করিয়েছি। তারাও উপকৃত হয়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী কতজন?

চন্দনা ঘোষ : স্থায়ী কর্মী ১১ জনের মতো কাজ করছে। সাড়ে চারশত পরিবার আমার হাতের কাজ করে। সাড়ে চারশত পরিবার তাদের কাজের উপরেই পারিশ্রমিক পায়।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

চন্দনা ঘোষ : শুরুতে ১০-১২ জন কাজ করেছে।

নারীর ক্ষমতায়নে আপনি কী ভূমিকা রেখেছেন?

চন্দনা ঘোষ : আমি নারী কর্মীদের ট্রেনিং দিচ্ছি। নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। আগে আমাদের এ অঞ্চলে কোনো উদ্যোক্তা ছিল না। প্রায় ১৫ শত নারীকে আমি ট্রেনিং দিতে পেরেছি এবং আমাদের আশেপাশের অনেক উপজেলা থেকে এসেই অনেকেই ট্রেনিং নিয়েছে। আমি উপজেলা পর্যায়ে গিয়েও অনেক ট্রেনিং দিয়েছি যা নারীর ক্ষমতায়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করি।

আপনার বাসায় অবশ্যই বিনোদন লাভের জন্য টেলিভিশন আছে?

চন্দনা ঘোষ : হ্যাঁ, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটি কীরকম ছিল?

চন্দনা ঘোষ : স্বাবলম্বী হওয়ার আগে আমার চিকিৎসা সেবার জায়গাটি আমার পরিবার দিতেন। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সবার চিকিৎসা সেবা আমিই দিয়ে থাকি। চিকিৎসায় আগের তুলনায় অবশ্যই উন্নতি হয়েছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে খাদ্য তালিকায় কীরকম পরিবর্তন এসেছে?

চন্দনা ঘোষ : আমার হাসবেন্ডের পরিবার মোটামুটি সামর্থ্যবান পরিবার। তাই কখনো খাওয়া-দাওয়া এসবে সমস্যা হয়নি। আমার পরিবার কখনো নিরামিষ গ্রহণ করে না।

বর্তমানে আপনারা যে বাড়িতে বসবাস করছেন সেই বাড়ির অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার কোনো ভূমিকা আছে?

চন্দনা ঘোষ : অবশ্যই আছে। পুরোটাই ভূমিকা আমার। আমার হাসবেন্ডের বাড়িটা ছিল যৌথ পরিবার। করোনার আগে আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার পরে বণ্টন হয়। বণ্টনের পরে আমার হাসবেন্ডের জায়গায় ছয়তলা ফাউন্ডেশন করে বিল্ডিং নির্মাণ শুরু করি। বর্তমানে চারতলা নির্মাণ হয়েছে। দুতলায় ব্যাংক আর আমার শো-রুম। তিনতলায় ট্রেনিং সেন্টার করেছি আর চারতলায় আমার ফ্লাট।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কে কোথায় পড়াশোনা করেছেন?

চন্দনা ঘোষ : আমার বড়ো ছেড়ে ডাক্তার। ইবনে সিনা মেডিকেল থেকে পড়েছে। ছোটো ছেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে আইএফআইসি ব্যাংকে চাকরি করছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কি আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে।

চন্দনা ঘোষ : ডিসি অফিসের বিভিন্ন মিটিং এ দাওয়াত থাকে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে কার্ড আসে। আমি ২০১৩ সাল থেকে ট্রেনিং করাচ্ছি তাই সামাজিক অবস্থান অনেক ভালো।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটি কীরকম? কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

চন্দনা ঘোষ : উদ্যোক্তা হওয়ার আগে সবাই সমালোচনা করেছে, মেয়ে মানুষের কাজ করতে হবে কেন! তবে বর্তমানের পরিস্থিতি এক রকম আবার ২০/২৫ বছর আগের পরিস্থিতি আরেকরকম ছিল। আমার শ্বশুরবাড়ির অনেকেই তখন বাঁকা চোখ বা বাঁকা টোন এ কথা বলেছে। কিন্তু বর্তমানে তারাই আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

চন্দনা ঘোষ : হ্যাঁ, করেছি। ঠাকুরগাঁও শহরের অনেক জায়গায় আমি বৃক্ষরোপণ করেছি বা গাছ দিয়েছি। মেয়েদের বিনা পয়সাতে ট্রেনিং দিয়েছি যার কারণে তাদের কাছে আমি অনেক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছি।

যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী তাদের কি আপনি আত্মকর্মী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন?

চন্দনা ঘোষ : হ্যাঁ, উৎসাহিত করব। নিজের পরিচয় সৃষ্টির জন্য হলেও আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। কেননা নিজের পরিচিতি না থাকলে গ্রহণযোগ্যতা আসবে না, আবার গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে ক্ষমতায় আরোহণ করা সম্ভব না। তাই আমি মনে করি সকল মেয়েরই স্বাবলম্বী হওয়ার দরকার। ছেলেরা কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়াটাকে দায়িত্ব মনে করে। অন্য দিকে মেয়েদেরও স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

চন্দনা ঘোষ : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এবং এক দিনের প্রশিক্ষণে আমি থাকি। অবশ্যই আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণেই আমি প্রথমবার যুব মেলায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেয়েছি এবং ঢাকার কাস্টমার পেয়েছি। আমাকে তাঁরা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন এবং বক্তৃতা ও আমার সফলতার গল্প বলার সুযোগ দেন। আসলে যুব উন্নয়নের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ।

❒ [চন্দনা ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছেন ঠাকুরগাঁও জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : তাতীপাড়া, ঠাকুরগাঁও। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : কারুপণ্য। চন্দনা ঘোষ নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার।]

সফল আত্মকর্মী-২৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন।

জিনিয়া পারভীন : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পোশাক ট্রেড এ ট্রেনিং নিয়েছি।

এই ট্রেনিংটিই কেন নিলেন?

জিনিয়া পারভীন : এই ট্রেনিংটি নেওয়ার কারণ হলো ফ্যাশনের উপর আমার আগে থেকেই একটা আলাদা আগ্রহ ছিল। দ্বিতীয়ত আমি যেহেতু মেয়ে মানুষ তাই পোশাক বা টেইলারিং নিয়ে কাজ করাটা সহজ হয়। এ কারণেই আমি ট্রেনিংটি নিয়েছিলাম।

আপনার বিজনেসের মূল ফোকাসের জায়গাটা কোথায়?

জিনিয়া পারভীন : বিজনেসের মাদার প্রোডাক্ট এখন স্কুল প্রোডাক্ট। আমার কারখানা আছে সেখানে তৈরি করি। চাঁপাইনবাবগঞ্জে যতগুলো স্কুল, মাদ্রাসা আছে সকল প্রতিষ্ঠানে মাশাআল্লাহ রেডিমেড ড্রেস দিয়ে থাকি। এছাড়াও স্কুলের স্যারেরা কন্ট্রাক্ট করে– এতগুলো স্কুল ড্রেস চেইঞ্জ হবে। সেক্ষেত্রে আমরা টেইলারিং নিয়ে মাপজোখ নিয়ে আসি। বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ এভাবেই চলে যাচ্ছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

জিনিয়া পারভীন : প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় ২০১৯ সালে।

কোন প্রক্রিয়া বা প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে?

জিনিয়া পারভীন : প্রথমে যখন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সহযোগিতা পেলাম সেটাই আমার প্রথম ধাপ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে সাহায্য করেছিল বলে আমি এমন সাহসী উদ্যোগ নিতে পেরেছি।

৫০ জন কর্মী স্থায়ীভাবে কাজ করে?

জিনিয়া পারভীন : ৫০ জন কর্মী স্থায়ীভাবে মেশিন নিয়ে কাজ করে।

আর বাকিরা?

জিনিয়া পারভীন : বাকিরা আমার কাটিং মাস্টার, কাপড় কেটে দেয় আর তারা এসে নিয়ে যায়। কেউ হয়তো শার্ট নিয়ে যায় আবার কেউ হয়তো প্যান্ট নিয়ে যায়। এভাবেই চলছে। সত্যি কথা হলো যে, আমার মাধ্যমে অনেকেই আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। আমি যে তাদের জন্য কিছু একটা করতে পারছি এটা খুব ভালো লাগে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

জিনিয়া পারভীন : প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

জিনিয়া পারভীন : আসলে প্রথম থেকেই কোনো কিছু করার একটা ইচ্ছে ছিল। সরকারি চাকরির পেছনে অনেক সময় ব্যয় করেছি তারপর পড়াশোনা করেছি। শেষ পর্যন্ত সরকারি চাকরি হয়নি তবে চেষ্টার ক্রটি ছিল না। পরে মনে হলো আমি কারো আন্ডারে চাকরি না করে আমার আন্ডারেই কেউ একজন চাকরি করবে এটা তো বেশি ভালো লাগার কথা। এই চিন্তাধারাটা যখন আমার মাথায় চলে আসল তখন আমার আত্মকর্মী হওয়ার ইচ্ছে হলো। এমন কিছু করব যাতে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারি এবং অন্যরাও যেন আমার দ্বারা উপকৃত হয়।

কারখানাটার কথা বললেন, সেই কারখানা কবে চালু করলেন আর কোন ধরনের কাজ করেন?

জিনিয়া পারভীন : আমি ২০১৯ সালে ব্যবসাটা শুরু করি। পরে আড়াই বছরের মাথাতে কারখানাটা চালু করি। ঐখানেই আমার সকল কাজ হয়ে থাকে। আমরা রেডিমেড কাজ করি বলেই যে অর্ডার নেই তেমনটা না। টেইলারের মতো এখানেও অর্ডার নেওয়া হয়। যখন অনেকের অনেক মাপ হয় না তখন আমরা মাপ নিয়ে কাজ করে দেই। সেই অর্ডারগুলো আমার কারখানায় চলে যায়। প্রতি বছরই আল্লাহর রহমতে কাজ হতেই থাকছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে আয় কেমন ছিল আর এখন আয় কেমন?

জিনিয়া পারভীন : আমরা বাৎসরিক হিসাবটাই করি। কেননা এটা সিজনাল বিজনেস। বাৎসরিক আয় প্রথম বছর পাঁচ লাখ এরকম দেখেছি। এখন দেখা যায় আলহামদুলিল্লাহ লভ্যাংশ আর সকল খরচ বাদ দিয়ে ৩০-৪০ লাখ টাকা থেকে যায়।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

জিনিয়া পারভীন : শুরুতে আমার একজন সেলসম্যান আর একজন টেইলার ছিল। এছাড়াও আমার হাসবেন্ড, ছোটো ভাই, বড়ো ভাই, বড়ো আপু তারপর আমার আম্মা আমরা সবাই এটার সাথে ইনভলভ। পারিবারিক বিজনেস বলতে পারেন। বর্তমানে আমাদের সেলসম্যান আছে পাঁচজন আর শোরুমে টেইলারিং এর কাজ করে একজন। শোরুমের টেইলার শুধু ব্যাচট্যাচ লাগিয়ে দেন।

এই বিজনেসের পাশাপাশি আরও কোনো কাজের সাথে জড়িত আছেন?

জিনিয়া পারভীন : কাজের সাথে জড়িত মানে, আমি তো বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিংগুলো করেছি। যাতে করে আরও সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি সেজন্যই। আর পাশাপাশি সামাজিক কিছু কর্মকাণ্ড করে থাকি। যেমন গাছ

লাগানো, দুঃস্থ মানুষদের সহায়তা করা। আমার শো-রুম থেকে এতটুকু করি যাদের পড়াশোনা করার মতো ক্ষমতা নাই, আবার পড়াশোনা করছে কিন্তু ড্রেস কেরি করার মতো সামর্থ্য নাই তাদের সহায়তা করে থাকি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন?

জিনিয়া পারভীন : যখন শীত আসে তখন শীতের সুয়েটার আমাদের শো-রুম থেকে প্রোভাইড করি। কিছু এতিমখানা, বৃদ্ধা আশ্রম আছে সেগুলোতে দেই। দরিদ্র শিক্ষার্থী আছে, গ্রাম অঞ্চলের দিকে যারা নিতান্তই দরিদ্র চাঁদা তুলে ড্রেসটা বানিয়ে নেয় তখন তাদের ড্রেসের সাথে কিছু একটা দেই। হতে পারে সেটা সুয়েটার কিংবা জুতা। আমি স্কুল রিলেটেড কাজগুলোই বেশি করে থাকি। এ ছাড়াও যদি কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু ডোনেট করতে বলে আমি সেটাও করি আমার প্রতিষ্ঠান থেকে।

করোনার সময় এটা কীভাবে সামলিয়েছেন?

জিনিয়া পারভীন : এটা খুবই টাফ ছিল আমার জন্য। ২০১৯ সাথে সেপ্টেম্বরে বিজনেস স্টার্ট করি। ২০২০ সালের মার্চে করোনার জন্য সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। আমি মাত্র একটা সিজন পেয়েছিলাম। সেই সময় আসলে অনেকবারই ভেঙে পড়েছি কিন্তু আবার সাহস করেই জেগে উঠেছি। আমাকে শক্ত হতে হবে এবং ভেঙে পড়লে চলবে না।

এভাবেই নিজেকে বুঝিয়েছি যেহেতু এটা একদিনের জন্য শুরু করি নাই।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল বা টেলিভিশন এসব আছে?

জিনিয়া পারভীন : জি, এসব আছে।

আপনার পরিবারের সদস্যরা পড়াশোনার সাথে যুক্ত? তারা কে কোন পর্যায়ে আছে?

জিনিয়া পারভীন : আমার ছেলে ক্লাস এইট এ পড়ছে। আমার দেবর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ব্র্যাক এর আইটি অফিসে আছে।
আমাদের শিক্ষিত পরিবার বলতে পারেন। সবাই পড়াশোনার মধ্যেই আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন?

জিনিয়া পারভীন : আমার একটাই ছেলে।

পারিবারিক চিকিৎসা গ্রহণের জায়গা থেকে প্রশ্ন করব, এখন কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে। এখন কি সবাইকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে?

আলহামদুলিল্লাহ, এখন সবাই সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা নিতে পারছে। আগে যখন পরিবারের কারো কিছু হয়েছে তখন অনেক চিন্তা করতে হয়েছে। বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ এখন আর ঐরকম চিন্তা করতে হয় না। এখন খুব সুন্দরভাবে এগুলোকে সামলে নিতে পারি।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রশ্ন। মাছ, মাংস, ডিম যেগুলো আমিষ জাতীয় খাবার এগুলো আগে কী রকম খাদ্য তালিকায় যুক্ত করেছিলেন আর এখন কী রকম?

জিনিয়া পারভীন : অবস্থা তো সবার এক রকম থাকে না সব সময়। আমার অবস্থাও সেই সময় ভালো ছিল না। নুন আনতে পান্তা ফুরায় আমারও অবস্থা সেরকম ছিল। তখন দেখা গিয়েছে তিন বেলা হয়তো বা খেয়েছি কিন্তু আমিষ বা সুষম খাবার সেটা হয়তো পরিপূর্ণভাবে খাবার তালিকায় যুক্ত করতে পারিনি। পরে ব্যবসায় যুক্ত হবার পর আলহামদুলিল্লাহ তিনবেলা না হোক অন্তত দুইবেলা মাছ-মাংস থাকছে।

বাসস্থানের অবকাঠামোর কথা বলেছেন টাইলস করেছেন। আর কী কী পরিবর্তন হয়েছে ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার পরে?

জিনিয়া পারভীন : আর বলতে আমি জীবনটাকে বিলাসিতা দিয়ে ঐভাবে প্রোভাইড করতে চাই না। নিতান্তই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই করেছি। আমার সব সময় টার্গেট সঞ্চয়ে কিছু থাকবে যাতে খারাপ সময়ে কারো কাছে হাত পাততে না হয়। আমি নিজে নিজেরটা সামলে যেন চলতে পারি এটাই চিন্তা করি।

বিজনেস করার পরে সামাজিক অবস্থানগত কোন জায়গায় পরিবর্তন দেখেছেন আপনাকে নিয়ে। যেমন, সামাজিক কার্যক্রলাপে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়?

জিনিয়া পারভীন : হ্যাঁ, আমি এদিক থেকে বলব আলহামদুলিল্লাহ। আগে খুব সাধারণ একটা মেয়ে ছিলাম, একটা বাড়ির বউ ছিলাম, স্বামীর কাছে গৃহিণী ছিলাম। তবে এই বিজনেস করার পরে যে সম্মানটা পেয়েছি তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আমার আশেপাশে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে আমার একটা গুরুত্ব এখন আছেই। সবাই আমাকে সম্মান দিয়েই কথা বলে। কারো যদি কোনো সমস্যা হয়, তারপর মসজিদ কমিটির জন্য কিছু একটা দরকার পড়ে, তখন তারা আমাকে চিহ্নিত করে। আমার থেকে কিছু পেতে পারে বা আমি আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই তারা আশা করে। এটাও কিন্তু সম্মানের জায়গা আমার জন্য। সব থেকে বড়ো পাওয়া আমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছি। প্রত্যেকটা স্কুলের শিক্ষককেরা আমাকে অনেক সম্মান দেন। প্রাথমিক স্কুলে অভিভাবক সমাবেশ বা অনেক ধরনের প্রোগ্রামগুলো হয় তখন আমাকে ইনভাইট করে।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? আগে কীরকম ছিল আর এখন কীরকম?

জিনিয়া পারভীন : সামাজিকভাবে নিরাপত্তা আগেও ছিল তবে মনে হতো কিছুটা ইনসিকিউরড থাকতাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ এবং নিজের দিক থেকে নিজেকে শক্ত মনে হয়।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার, শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

জিনিয়া পারভীন : অবশ্যই, প্রত্যেকটা মানুষকে বলব কারো দিকে তাকিয়ে না থাকতে আর ভাগ্যের উপর দোষ না চাপাতে। নিজে কর্ম করেন এবং নিজের ভাগ্য নিজেই পরিবর্তন করেন।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

জিনিয়া পারভীন : আসলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে আমি যতই বলব ততোই কম বলা হবে। আমার সুদিনের পথে চালিত করেছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে যে প্লাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে আমাদের মতো নারীদেরও যে একটা প্লাটফর্ম হচ্ছে এটা সত্যি দারুণ। এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমরা কিছু করতে পারছি আবার আর্থিক সহযোগিতাও দেওয়া হচ্ছে। এই জন্য আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি আমার একটাই চাওয়া থাকবে, আমাদের মতো নারী উদ্যোক্তা যারা আছি তাদের যদি সরকারিভাবে আরেকটু সাপোর্ট করে এসএমসি এর যে লোন সেটা যদি আমাদের খুব স্বল্প সুদে দেওয়া হয় তাহলে আমরা আরও এগিয়ে যাব। আমরাও দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারব এটা আমার বিশ্বাস।

❐ [জিনিয়া পারভীন জন্মগ্রহণ করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। বর্তমান ঠিকানা : স্কুল কলেজ রোড, গাবতলী মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তিনি ২০১৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : জিনিয়া স্কুল এন্ড কলেজ ড্রেস সেন্টার। চাকরি না পেয়ে নিজের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার অভিপ্রায়ে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-২৬

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমি ২০০৬ সালে ব্লক, বাটিক, ফ্যাশন ডিজাইনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

পোশাক তৈরির উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন, অন্যান্য ট্রেনিংগুলো কেন নয়?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : বিজনেস শুরু করার জন্য আমার কাজ শিখতে হয়েছে, অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। আমি যুব উন্নয়নের পাশাপাশি আরও অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেনিং নিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'স্বপ্নসাজ'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমি টেইলারিং শুরু করেছিলাম ২০০২ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমার শরীর ইদানীং বেশি ভালো যাচ্ছে না। সেজন্য আমার বিজনেস কিছুটা স্লো রেখেছি। এখন আমি বিভিন্ন জায়গায় মাল সাপ্লাই দেই এবং অনলাইনে পোশাক বিক্রি করি।

এই সুদীর্ঘ সময়ে আপনি কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানকে বড়ো করেছেন?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : প্রথমে আমি নিজে কাজ শিখেছি এবং ট্রেনিং সেন্টার দিয়েছি। সেখান থেকে আমার কিছু কিছু ইনকাম হতো। তারপর আমি ব্যাংক লোন নিয়ে কাজ শুরু করি এবং তখন ধীরে ধীরে কর্মী বাড়াতে থাকি। এভাবেই আস্তে আস্তে আমার প্রতিষ্ঠান বড়ো হয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : একসময় অনেক ভালো ইনকাম ছিল। এখন ইনকাম কমে গেছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমার এক ছেলে। আমি আমার ইনকামের টাকা দিয়ে ছেলেকে বাইরে পড়িয়েছি।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : জি, আমি কয়েক জায়গায় মালামাল সাপ্লাই দেই।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জনতা ব্যাংক এবং অগ্রণী ব্যাংক থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমার হাসব্যান্ডের সাথে আমার ডিভোর্স হওয়ার পরে আমার মনে হয়েছে যে আমার কিছু করতে হবে। সেজন্য আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : শুরুতে ১০-১৫ হাজার টাকা মাসিক ইনকাম হয়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : সবমিলিয়ে আমার এখানে অধিকাংশই অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : শুরুতে প্রায় ৪৫ জন কর্মী ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : না।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : জি, কেউ অসুস্থ হলে আমরা ঢাকার বড়ো বড়ো হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমার পরিবার আগে থেকেই সচ্ছল ছিল। খাদ্য তালিকা প্রায় আগের মতোই আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : হ্যাঁ, জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পরে বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাজের বাইরে খুব কম প্রোগ্রামে এটেন্ড করি। আমি আমার বিজনেস নিয়েই ব্যস্ত থাকি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমি তো উদ্যোক্তা। আমার কাজ মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : জি, আমি মনে করি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের নিজের পায়ে দাঁড়াতে আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। কারো উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। যার যার ইনকাম তার নিজের করতে হবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

জেবুন্নেছা স্বর্ণা : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কাজ শিখেছি এবং জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি। আমার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে যুব উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে যুব উন্নয়নের লোন সেবা যারা দরিদ্র, তারা অনেক সময় নিতে ব্যর্থ হয়।

❒ [জেবুন্নেছা স্বর্ণা জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: ২৭/৬, তাজমহল রোড, ব্লক সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। তিনি ২০০৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : স্বপ্নসাজ। আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়নোর জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। জেবুন্নেছা স্বর্ণা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-২৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

তারেক ইমাম চৌধুরী : ১৯৯৬ সালে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ এসবের উপরেই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম বলবেন।

তারেক ইমাম চৌধুরী : চৌধুরী মৎস্য হ্যাচারি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?

তারেক ইমাম চৌধুরী : ১৯৯৮ সালে যাত্রা শুরু করি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী কী চলছে?

তারেক ইমাম চৌধুরী : মাছের রেণু উৎপাদন। রুই, কাতলা, মৃগেল, সরপুঁটি, সিলভার কার্প, পাঙাশ ইত্যাদি মাছের রেণু উৎপাদন করি। এ ছাড়া পোনাও বিক্রি করি।

১৯৯৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের কীভাবে বিস্তার ঘটালেন?

তারেক ইমাম চৌধুরী : প্রথমে হ্যাচারি ছোটো ছিল। ধীরে ধীরে বড়ো হয়েছে। দিন যত বাড়ছে চাহিদা বাড়ছে, বিক্রি বেশি হয়েছে তাই প্রতিষ্ঠানও বড়ো হয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সামর্থ্য কেমন? মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

তারেক ইমাম চৌধুরী : মাসে তিন থেকে চার লাখ টাকার মতো ইনকাম হচ্ছে।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

তারেক ইমাম চৌধুরী : বাজারে আমার দোকান আছে। দোকান ভাড়া থেকে টাকা পাই।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন?

তারেক ইমাম চৌধুরী : মূলত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই আর্থিক সহায়তা পেয়েছি। বর্তমানে একটি কৃষি ঋণ আছে।

কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

তারেক ইমাম চৌধুরী : নিজের পেটের তাড়নায় আত্মকর্মী হয়েছি। একটি কাজের মধ্যে থাকতে হবে তাই প্রতিষ্ঠান করেছিলাম। আমি যখন ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ি তখনই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

ব্যবসার প্রথম দিকে আয় কীরকম ছিল?

তারেক ইমাম চৌধুরী : প্রথম দিকে আয় খুবই কম ছিল। লস হয়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

তারেক ইমাম চৌধুরী : স্থায়ী কর্মী চারজন। অস্থায়ী কর্মী যখন যেমন লাগে তখন সেরকম নিতে হয়।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

তারেক ইমাম চৌধুরী : শুরুতে একজন কর্মী ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

তারেক ইমাম চৌধুরী : না, সেরকম কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হইনি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন আছে?

তারেক ইমাম চৌধুরী : হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

তারেক ইমাম চৌধুরী : এখন সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি। আগের তুলনায় ভালো চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে খাদ্যাভ্যাসে কোন ধরনের পরিবর্তন এনেছেন? যেমন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে কীরকম থাকছে?

তারেক ইমাম চৌধুরী : বর্তমানে যেরকম প্রয়োজন সেরকমই খাচ্ছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?

তারেক ইমাম চৌধুরী : তেমন পরিবর্তন হয়নি। অল্প দুই-একটা রুম বেড়েছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

আমার দুই মেয়ে। তারা ঢাকাতে পড়াশোনা করে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কি সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

তারেক ইমাম চৌধুরী : হ্যাঁ, বেড়েছে। তবে সামাজিক মর্যাদা আমাদের আগেও ছিল। বাপ-দাদা স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা এসব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমার সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে। আমি প্রাইমারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন এবং মাদ্রাসার সভাপতি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

তারেক ইমাম চৌধুরী : না, তেমন কোনো হয়রানির ঘটনা নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

তারেক ইমাম চৌধুরী : হ্যাঁ, করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলবেন।

তারেক ইমাম চৌধুরী : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে। যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং গ্রহণের ফলে তারা সব সময় আমার খোঁজখবর নিতেন।

❐ [তারেক ইমাম চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছেন চাঁদপুর জেলায়। গ্রাম : নিশ্চিন্তপুর, পোস্ট : নিশ্চিন্তপুর, থানা : মতলব। তিনি ১৯৯৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠান : চৌধুরী মৎস্য হ্যাচারি। বেকারত্বের করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। তারেক ইমাম চৌধুরী সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-২৮

আপনিতো যুব উন্নয়ন থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

দেলোয়ার হোসেন : আমি যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম টাঙ্গাইল জেলাভিত্তিক ২০১২ সালে হাঁস-মুরগি পালনের উপর এবং প্রাথমিক পশু চিকিৎসা, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি এরকম ছয়টা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের কী কী কার্যক্রম চালু আছে?

দেলোয়ার হোসেন : আমিতো এখন আমার গরুর খামারের সঙ্গে কৃষিতে নির্ভরশীল। আমি মূলত কৃষকের ছেলে, তবে মাস্টার্স কমপ্লিট। আমি কফি ও কাজুবাদাম চাষ করছি এবং কলা চাষ করি, আনারস চাষ করি। আসলে আমাদের বাড়িটা পাহাড়ি এলাকায়। লালমাটিয়া যেটাকে বলে। এখানে অনেক ফসলই উৎপন্ন হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা কবে এবং কীভাবে শুরু হয়েছিল?

দেলোয়ার হোসেন : প্রতিষ্ঠানের যাত্রা বলতে, আমি ছোটো থেকেই অনেক কষ্টে লেখাপড়া করেছি। আসলে আমি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। ছাত্র জীবন থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি কাজ করেছি। পঞ্চম শ্রেণিতে থাকতে একটা গরু কিনি। এই গরু দিয়েই আমার যাত্রা শুরু। বলতে গেলে ২০০৭/২০০৮ সাল থেকে। ২০০৭ সাল থেকে আমি ছাগলের খামার শুরু করেছিলাম। কিন্তু তখন আমার কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না। ফলে তখন আমি সফলতা অর্জন করতে পারিনি। ওই খামার থাকা অবস্থায় আমি ২০১০/২০১১ সালের দিকে একটা গরু কিনেছিলাম ১১ হাজার টাকা দিয়ে। এভাবেই আমার লেখাপড়ার পাশাপাশি ব্যবসার যাত্রা শুরু।

আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান কেমন এখন? উন্নতি বা অবনতির দিক থেকে?

দেলোয়ার হোসেন : আসলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষি কাজে যারা সম্পৃক্ত তাদের সবারই মাঝে মাঝে সমস্যা হয়। মাঝখানে এক ঝড়তুফানে আমার প্রায় লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তারপরও এই মুহূর্তে আল্লাহর রহমতে আমি এখনো ভালো আছি সবমিলিয়ে।

করোনার সময় কোনো ক্ষতি হয়নি?

দেলোয়ার হোসেন : আসলে করোনার সময়টাতে সব স্থানই বন্ধ ছিল। কিন্তু ফসল উৎপাদন থেমে থাকত না। তবে উৎপাদনকৃত সবজি বা ফসল বিক্রি করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হতো। শাক, লাউ, বেগুন, আলু এ জাতীয় ফসল বাজারে বিক্রি

করতে সমস্যা হতো। করোনার সময় বুট বাজারজাত করতে গিয়ে অনেক সমস্যাই হতো। মাংস যদিও পরে বিক্রি করা যেত।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

দেলোয়ার হোসেন : আমি এর পাশাপাশি শিক্ষকতা করি। ইসলামি ফাউন্ডেশনের দায়িত্বে সকালে একটা মক্তবে পড়াই।

আপনার প্রতিষ্ঠান যাত্রার শুরুর দিকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন আর্থিক সহযোগিতা করেছিল বা পেয়েছিলেন?

দেলোয়ার হোসেন : আমি এযাবৎ কোনো আর্থিক সহযোগিতা পাইনি। আমি ২০১৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৫০ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলাম। এরপর ২০১৫ সাল নাগাদ আমার ওই লোন এক্সফেইল করেছিল। তারপরও যুব উন্নয়ন আমাকে ভালো সাহায্য করেছে এবং পাশে থেকেছে। সহকারী স্যারেরা আমাকে ভালো সহযোগিতা করেছে।

কেন মনে হলো যে, আপনি হবেন?

দেলোয়ার হোসেন : আমাদের বাংলাদেশে সব পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখতে গেলে চাকরির জন্য সবাই দৌড়ায়। এই যে চাকরি না পাওয়ার পেছনে যে একটা কষ্ট। এটা যদি কেউ তার মাইন্ডে নেয় আর সে যদি আঘাত পেয়ে থাকে তাহলে সে অটোমেটিক্যালি একটা কিছু করার আগ্রহ প্রকাশ করবে। আর আমি ছোটো থেকে অনেক প্রতিকূলতার ভেতর দিতে বড়ো হয়েছি। আমি দেখেছি বাস্তবিক ক্ষেত্রে মানুষের জীবন অন্যের কাছে আবেদন করা একদম ঘৃণিত। তাই নিজে নিজে কিছু করার মানসিকতা সেই ছোটো থেকে। এখনো আমার অনেক কিছু করার ইচ্ছে। তারপরও যা করেছি মনে হয় কিছুই করিনি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী কতজন? আর আগে কতজন ছিল?

দেলোয়ার হোসেন : আগে পারিবারিকভাবে শুরু করেছিলাম। আমি ও আমার পরিবারের লোকজনেরা সাহায্য করত। এখন পাঁচজন।

প্রতিষ্ঠান শুরুর দিকে আপনার আয় কেমন ছিল? এর এখন কেমন?

দেলোয়ার হোসেন : আসলে প্রথম দিকের আয়ের কথা বলতে গেলে একদমই লো ইনকাম ছিল। এখন আল্লাহর রহমতে আয় বলতে গেলে মোটামুটি মাপের একটা ইনকাম হয়।

এখন আপনার বাৎসরিক আয় কত টাকা?

দেলোয়ার হোসেন : খরচ বাদ দিয়ে দু থেকে তিনি লক্ষ টাকা আয় থাকে।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থান কেমন? আগের থেকে কোন কোন জায়গায় উন্নতি হয়েছে?

দেলোয়ার হোসেন : বর্তমানে পারিবারিক অবস্থা বলতে গেলে আগের থেকে

ভালো। আমাদের এটা আদিবাসী এলাকা ছিল। আমরা এখন আগের থেকে বেশ সচেতন। আগের থেকে মোটামুটি সহানুভূতি আছে। এক কথায় আলহামদুলিল্লাহ।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া উচিত?

দেলোয়ার হোসেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি মনে করি যে অযথা সময় লস না করে কিছু না করার চেয়ে কিছু করা ভালো।

আপনার পরিবারের বিনোদন লাভের সুযোগ টিভি, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি আছে?

দেলোয়ার হোসেন : আমার বাবা মা এমনকি ছোট্ট বাচ্চারাও মোবাইল টিভির প্রতি আকৃষ্ট। আসলে এখন তো আধুনিক যুগ এমন হতেই পারে। তবে আমার বাসায় টেলিভিশন নেই।

আপনার পরিবারে সদস্যরা কী পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত? ছেলেমেয়ে বা ভাইবোন?

দেলোয়ার হোসেন : আমার ছোটো ভাই সেও মোটামুটি লেখাপড়া করেছে। ওয়াইফ সে-ও লেখাপড়া করেছে। আমার সন্তান সে এখন ছোটো। তবে মোটামুটি সবাই লেখাপড়া করেছে। মানে আমরা যারা ভাইবোন আছি সবাই ইন্টার লেভেলে পড়াশোনা করেছে। আমরা কেউ নিরক্ষর নই।

পারিবারিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন? মানে আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন? সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

দেলোয়ার হোসেন : আগে এমন ছিল না। আপনাকে যদি বলি আমিতো আগে সিলেটে পড়াশোনা করতাম। আমার মা অসুস্থ হয়েছিল সেবার। তখন চিকিৎসা ব্যবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, আমি সিলেট থেকে এসে মাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাই। আসলে আমাদের এলাকা এতটাই দুর্গম ছিল। যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটা কষ্টদায়ক ছিল। তবে দিন পাল্টেছে। সবকিছু এখন হাতের কাছেই পাওয়া যায়। যাতায়াত খরচ মোটামুটি স্বাভাবিক। চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভালো।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে? ডিম, মাছ, মাংস খাদ্য তালিকায় কীরকম যুক্ত করেছেন?

দেলোয়ার হোসেন : আগের তুলনায় বলতে গেলে, আমার মনে আছে ২০০৭/২০০৮ সালের দিকে আমাদের ভাতের ভীষণ অভাব। কিন্তু দেখুন এখন আমরা ধান বিক্রি করি। আর খাদ্যাভ্যাসে যে পরিবর্তন ওটা ৯৯.৯% হয়েছে।

আপনার পরিবর্তন এসেছে কি না?

দেলোয়ার হোসেন : আমার পরিবর্তন বলতে আমি যে ফ্যামিলিতে বেড়ে উঠেছি, তাদের কালচার, তাদের রুচি সবসময় থাকবে। তবে আগের থেকে ইনশাআল্লাহ আমার অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগের তুলনায় এখন খাদ্য তালিকায় অনেক পরিবর্তন এসেছে আমাদের।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? আর এলেও সেটা কীরকম?

দেলোয়ার হোসেন : হ্যাঁ, আমার বাসস্থানের অবকাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। আগের তুলনায় বাড়ির পরিবেশ চেঞ্জ হয়েছে এবং নতুন ঘর দেওয়া হয়েছে। খামারেরও পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মানানসই করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

আপনার সামাজিক অবস্থানে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? অর্থাৎ সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে কেমন মূল্যায়ন করা হয়?

দেলোয়ার হোসেন : আগেতো সমাজে আমাদের তেমন অবদান ছিল না। ফলত কোনোকিছুতে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা পেতাম না। কিন্তু এখন দিন পরিবর্তন হয়েছে। লোকে আমাকে দাওয়াত করে। তাদের প্রোগ্রামে আমাকে রাখে। আমি সামাজিক কাজে যাই এবং সম্পৃক্ত থাকি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন? আপনিতো তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ ঋণ পেয়েছেন, অবশ্যই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু বলার আছে?

দেলোয়ার হোসেন : আসলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে আমার বলার শেষ নেই। আসলে তারা যে কাজগুলো দেশ বা সমাজের জন্য করে আসলে এসকল কাজ অতুলনীয়। যুব উন্নয়ন কিন্তু সবসময় বেকারদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আপনি বেকার যুবক? আপনাকে ওরা প্রশিক্ষণ দেবে এবং আপনাকে প্রশিক্ষণ শেষে একটা ভালো এমাউন্টের ঋণ ব্যবস্থা করিয়েও দেবে। যাতে ওই বেকার যুবক সমাজ ও দেশের কাজে আসতে পারে। তার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হতে পারে। দেশের জন্য যুব উন্নয়ন একটা বিশাল অবদান।

❐ [দেলোয়ার হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন কুষ্টিয়া জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: শহীদ ইয়াকুব সড়ক, আড়োয়াপাড়া, কুষ্টিয়া। তিনি ২০১২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: মা গোস্ত ও মাংস উৎপাদনকারী সমবায়। চাকরির জন্য কারো কাছে ধরনা না দিয়ে নিজে কিছু করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। দেলোয়ার হোসেন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-২৯

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : আমি ২০০৭ সালে মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'তালুকদার এগ্রো'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : ২০০১ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : এখন আমার প্রতিষ্ঠানে মাছ চাষের পাশাপাশি ফল, সবজিসহ আরও কিছু আইটেম যুক্ত হয়েছে।

২০০১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটেছে কীভাবে?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : মৎস্য চাষ ছিল আমাদের পারিবারিক ব্যবসা। আমাদের নিজস্ব ৭টি পুকুর ছিল। আমার বাবা মাছ চাষ করতেন তাই আমার মাছ চাষের হাতেখড়ি ছোটোবেলা থেকেই। মাছ চাষের সুবাদে মৎস্য অফিসের সাথে আমার বাবার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তারা বাবার মাছ চাষ দেখতে আসতেন। সে জায়গা থেকেই মাছ চাষের একটি প্রাথমিক ধারণা আমাদের হয়ে যায়। আমার একটি প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট প্রয়োজন ছিল সেজন্য আমি এই কোর্সটি করেছি। আমাদের প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই বড়ো ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান এখন অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : আমার প্রতিষ্ঠান ভালো অবস্থানে ছিল। তবে ২০19 সালের সেই ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের কারণে আমার একটি পুকুর বাদে সবগুলো পুকুর নষ্ট হয়ে যায়। তখন আমার প্রায় দেড় কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

এই ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : এই ক্ষতি আমি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। গতবছর কয়েকটি স্পট আমাদের খালি রাখতে হয়েছে, আমরা মাছ সাপ্লাই দিতে পারিনি। কারণ, মাছের খাবারের দামের ঊর্ধ্ব গতির কারণে আমরা সব জায়গায় মাছ চাষ করতে পারিনি। আমি কোনো ধরনের প্রণোদনা পাইনি।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : না।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : আমি যুব উন্নয়ন থেকে দুই বার ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : ছোটোবেলা থেকে আমি মাছ চাষ দেখে বড়ো হয়েছি। মাছ চাষের উপযুক্ত জমি ও পুকুর আমাদের ছিল। গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর মনে হলো পৈত্রিক পুকুরগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু পুকুর খনন করলে আমি নিজের কর্মসংস্থানের সাথে সাথে আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারব। সেজন্য আমি উদ্যোক্তা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : তখন মাসিক প্রায় ২ লাখ টাকা ইনকাম ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : আমার এখানে ৩ জন স্থায়ী এবং প্রয়োজনানুযায়ী বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : জি, সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : এখন অবশ্যই খাদ্য তালিকায় এগুলো বেশি পরিমাণে যুক্ত হয়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : আগে আমার বাড়ি একতলা ছিল, এখন আমি দোতলা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : আমার এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ছেলে বিকেএসপিতে পড়ে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : তারা আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

নাদিম মাহমুদ তালুকদার : যুব উন্নয়নের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার জায়গাটি চমৎকার। তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করার ফলে আমি আমার প্রতিভাকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে পেরেছি এবং সম্মাননা পেয়েছি। আমি মনে করি উদ্যোক্তাদের জন্য এটি একটি ভালো প্লাটফর্ম।

❒ [নাদিম মাহমুদ তালুকদার জন্মগ্রহণ করেছেন বরিশাল জেলায়। গ্রাম : দুর্গাপুর, পোস্ট : মেহেন্দিগঞ্জ, উপজেলা : মেহেন্দিগঞ্জ। তিনি ২০০৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : তালুকদার এগ্রো। পারিবারিক ব্যবসার প্রতি আগ্রহ থেকে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। নাদিম মাহমুদ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ উপজেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৩০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

নাজমা আক্তার নাজু : আমি ১৯৯৭ সালে পোশাক তৈরির উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

পোশাক তৈরির উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন, অন্যান্য ট্রেনিংগুলো কেন নয়?

নাজমা আক্তার নাজু : তখন এই ট্রেনিং ব্যতীত অন্য কোনো ট্রেনিং ছিল না।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

নাজমা আক্তার নাজু : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'নাজু বুটিক্স প্রিন্টার্স'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

নাজমা আক্তার নাজু : ২০০২ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

নাজমা আক্তার নাজু : এখন আমার প্রতিষ্ঠানে জুটের ব্যাগ তৈরি, ব্লক, বাটিক এবং নকশিকাঁথার কাজ করছি। এছাড়া যুব উন্নয়নের ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিংসহ অনেক দপ্তরের অধীনে ট্রেনিং করাই।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

নাজমা আক্তার নাজু : আমার বাৎসরিক প্রায় ৫ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

নাজমা আক্তার নাজু : জি, আমি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ট্রেইনার হিসেবে আছি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

নাজমা আক্তার নাজু : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

নাজমা আক্তার নাজু : আমি আত্মনির্ভরশীল হতে চেয়েছি। আমি মনে করি নারী-পুরুষ একে-অপরের সহযোগী। দুজন মিলে ইনকাম না করলে এ যুগে টিকে থাকা

দুষ্কর। আমি ইনকাম করলে আমার পরিবার, সন্তানেররা আমাকে প্রাধান্য দিবে। নিজে ইনকাম না করলে ১০ টাকার জন্যও স্বামীর কাছে হাত পাততে হতো, কৈফিয়ত দিতে হতো। সেজন্য আমি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে আগ্রহী হয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

নাজমা আক্তার নাজু : শুরুতে আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট ছিল না। তখন মাসিক প্রায় ৩০০ টাকা ইনকাম হতো। যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ শেষে লোন নিয়ে কাজ শুরুর পর ইনকাম আস্তে আস্তে বেড়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

নাজমা আক্তার নাজু : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে ৫ জন স্থায়ী এবং প্রায় ৫০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

নাজমা আক্তার নাজু : শুরুতে ২ জন কর্মী ছিল। মাঝখানে প্রায় ১৫০ জন কর্মী ছিল। তারাও এখন সফল আত্মকর্মী।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

নাজমা আক্তার নাজু : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

নাজমা আক্তার নাজু : আগে অসুখ হলে উন্নত চিকিৎসা দিতে পারতাম না, চিকিৎসা করানোর আগে দশবার ভাবতে হতো। কিছুটা টাকার অভাব ছিল। এখন আলহামদুলিল্লাহ উন্নত চিকিৎসা সেবা নিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

নাজমা আক্তার নাজু : আগে প্রোটিন জাতীয় খাবার সীমিত ছিল। তবে এখন নিয়মিত খাওয়া হয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

নাজমা আক্তার নাজু : জি, আমি দোতলা বাড়ি করেছি, টিন শেড ঘর আছে, ৬৫ শতাংশ জমি কিনেছি, আমার ছেলেকে উচ্চ শিক্ষিত করতে পেরেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

নাজমা আক্তার নাজু : আমার এক ছেলে। ছেলে ডুয়েট থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। আর আমার এক ভাতিজি আমার এখান থেকে পড়াশোনা করছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

নাজমা আক্তার নাজু : জি, এখন তারা আমাকে গুরুত্ব দেয়। আগে তো মানুষের কথার ভয়ে ঘর থেকেই বের হতে পারতাম না। বিজনেসের সুবাদে যখন ঢাকায় যেতাম, মালামাল নিয়ে আসতে আসতে রাত হয়ে যেত, তখন তারা একটু বাঁকা দৃষ্টিতেই দেখত। মানুষের কটু কথা শুনতে হতো। আর এখন তারা এলাকার ছেলেমেয়েদের চাকরির জন্য আমার কাছে আসে। এলাকায় কমিশনারের কোনো প্রোগ্রাম থাকলে আমাকেও ডাকে। আগে কেউ আমাকে মূল্যায়ন করত না, আর এখন তারাই আমাকে উদাহরণ হিসেবে টানে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

নাজমা আক্তার নাজু : আগে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হলেও এখন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই। সত্যি বলতে নারীরা স্বাবলম্বী হলে তাদের মর্যাদা বেড়ে যায়, এটা আমি আমার জীবনে দেখেছি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

নাজমা আক্তার নাজু : আল্লাহর রহমতে আমি অনেক সামাজিক কাজ করতে পেরেছি। আমার এলাকার একটি ছেলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, আমি তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

নাজমা আক্তার নাজু : যুব উন্নয়ন যদি না থাকত তাহলে আমি আর পাঁচটা মেয়ের মতো ঘরের ভেতরে অন্ধকারেই থাকতাম, জীবনে উন্নতি করতে পারতাম না। আমাকে উদাহরণ হিসেবে এলাকাবাসীও দেখত না। এধরনের প্রতিষ্ঠান না থাকলে আমাদের সমাজ পরিবর্তন হতো না।

❒ [নাজমা আক্তার নাজু জন্মগ্রহণ করেছেন টাঙ্গাইল জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : পশ্চিম আকুর টাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল। তিনি ১৯৯৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : নাজু বুটিক্স প্রিন্টার্স। আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। নাজমা আক্তার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, জয়িতা পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৩১

আপনি যুব উন্নয়ন থেকে কোন ট্রেনিংটি নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

নাজনীন আক্তার সুইটি : ২০১৬ বা ২০১৭ সালের দিকে সেলাইয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম। তারপর ট্রেইনার হিসেবেও কাজ করেছি।

এছাড়াও গবাদি পশুর ট্রেনিং নেওয়া হয়েছিল। ব্লক, বাটিক এর ওপরও প্রশিক্ষণ নিয়েছি আবার ক্লাসও করিয়েছি।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

নাজনীন আক্তার সুইটি : ট্রেনিংগুলো নেওয়া হয় স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যই। প্রথমত নিজে শেখার জন্য ট্রেনিং নিয়েছি তারপর ট্রেনিং সেন্টার দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষকে ট্রেনিং দিয়েছি। আমি যুব উন্নয়নে ক্লাস নিয়েছি ভ্রাম্যমাণ টিচার হিসেবে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

নাজনীন আক্তার সুইটি : অনুপ্রেরণা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে কবে?

নাজনীন আক্তার সুইটি : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে ২০১৬ সালে।

ধীরে ধীরে আপনার প্রতিষ্ঠানটির কীভাবে বিস্তার ঘটেছে?

নাজনীন আক্তার সুইটি : প্রথমদিকে আমিও শিখেছি আবার এক এক করে শেখাচ্ছিও। এছাড়া আর্মি সেনাকল্যাণ থেকেও আমি বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়েছি এবং সেখানে প্রথম স্থান অর্জন করি। এভাবেই এগিয়েছি। তবে একটা প্রশ্ন আছে!

আমরা পরের প্রশ্নে যাই, আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা কী রকম?

নাজনীন আক্তার সুইটি : আমার প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার আছে ৩০টির বেশি। তারপর ট্রেনিং সেন্টারটি অনেক বড়ো। রান্নার ট্রেনিং হয়, সেলাইয়ের উপর ট্রেনিং হয় এবং অনেক কার্যক্রম চলে।

আপনার এই প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে অর্থনৈতিক আয় বা ইনকাম হয়?

নাজনীন আক্তার সুইটি : না, এরকম আর কোনো আয়ের জায়গা নেই। আমি ক্লাস নিই যুব উন্নয়নে ভ্রাম্যমাণ ট্রেইনার হিসেবে। যখন ট্রেনিং আসে তখনই শুধু ক্লাস নিতে হয়। এরকম আনসারেও আছি, যখন ট্রেনিং কার্যক্রম আসে তখন গিয়ে কাজ করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

নাজনীন আক্তার সুইটি : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ নিয়েছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন?

নাজনীন আক্তার সুইটি : ছোটোবেলা থেকেই আমি টিউশনি করতাম। অনেক আগে থেকেই ইচ্ছে ছিল কিছু একটা করব। সেজন্যই বিভিন্ন ট্রেনিংগুলো নিয়েছি। ট্রেনিং নিয়েই মনে হয়েছিল মানুষকে শেখাব। আমাদের এলাকাটি অনেক গরিব। অনেক মানুষ বেকার থাকত। তাদের তখন হাতের কাজ, রঙের কাজ, কুটির শিল্প, নকশিকাঁথা এগুলো করাতাম। এভাবেই বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে মানুষকে স্বাবলম্বী করার চিন্তা আসে।

আপনার বিজনেসের আয় প্রথমদিকে কী রকম ছিল?

নাজনীন আক্তার সুইটি : ছিল তবে খুব যে বেশি ছিল তা নয়। একেকটা ট্রেনিং বাবদ চারশো টাকা বা পাঁচশো টাকা আবার অনেক গরিব মানুষের কাছ থেকে নিতামই না।

আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী কাজ করে?

নাজনীন আক্তার সুইটি : ট্রেনিং চলা অবস্থায় ৭/৮ জন আর এমনি বর্তমানে অফিসে থাকে তিন জন।

শুরুর দিকে কতজন কর্মী ছিল?

নাজনীন আক্তার সুইটি : একেবারে শুরুর দিকে যদি বলি তখন তো শুধু আমিই ছিলাম। শুরুতে কাউকে রাখার সামর্থ্য ছিল না।

আপনার বিজনেস শুরুর পরে পারিবারিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন?

নাজনীন আক্তার সুইটি : খুব বেশি যে করতে পেরেছি তেমনটা নয়।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ আছে?

নাজনীন আক্তার সুইটি : হ্যাঁ, বিনোদন লাভের সুযোগ রয়েছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন?

নাজনীন আক্তার সুইটি : আমার এক ছেলে।

সে কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

নাজনীন আক্তার সুইটি : জি।

পারিবারিকভাবে কেউ অসুস্থ হলে এখন সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন? আগে কীরকম ছিল আর উদ্যোক্তা হওয়ার পরে চিকিৎসার জায়গাটি কীরকম হচ্ছে?

নাজনীন আক্তার সুইটি : আল্লাহর রহমতে আছি। অনেক সময় বড়ো কিছু হলে ধার দেনা করতে হয়। কিছুদিন আগে আমার হাত ভেঙে গিয়েছিল। অনেক খরচ হয়েছে তখন ধারদেনা করতে হয়েছে।

এই খরচ কী আপনি জোগান দিতে পেরেছিলেন?

নাজনীন আক্তার সুইটি : অনেক সময় হয়ে উঠে না। ক্ষতি হয়েছিল তখন তাই অনেক টাকা লস হয়েছিল, আর হাত ভাঙা থাকায় কিচ্ছু করতে পারি নাই। করোনার পর থেকে আসলে অফিসটা সেভাবে আর হয়ে উঠছে না।

আপনি উদ্যোক্তা হওয়ার আগে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো কীরকম ছিল আর এখন কীরকম যুক্ত করেছেন?

নাজনীন আক্তার সুইটি : এখন তো খাওয়া হয়। বাচ্চা যেহেতু আছে আর সে মাছ, মাংস ছাড়া কিছু খায় না। অন্তত ওর জন্য হলেও কিনতে হয়।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার বিজনেসের কোনো ভূমিকা আছে কি না?

নাজনীন আক্তার সুইটি : হ্যাঁ, মোটামুটি ভূমিকা রেখেছে। তবে আমি যেখানে অফিস নিয়েছি সেটি ভাড়া।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

নাজনীন আক্তার সুইটি : হ্যাঁ, অনেক জায়গায় যখন বলা হয় আমি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি। তখন সবাই খুশি হয় সেই হিসেবে মর্যাদা বেড়েছে।

এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা কার্যকলাপে আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

নাজনীন আক্তার সুইটি : হ্যাঁ, যথেষ্ট মূল্যায়ন করে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

নাজনীন আক্তার সুইটি : যুব উন্নয়নের অবদান তো আমরা অবশ্যই ভুলতে পারব না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে শিখছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অনেক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করছে। আমরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে উপকৃত হচ্ছি।

❐ [নাজনীন আক্তার সুইটি জন্মগ্রহণ করেছেন দিনাজপুর জেলায়। গ্রাম: রামনগর, উপজেলা: সদর। তিনি ২০১৬/২০১৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : অনুপ্রেরণা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ দিয়ে এলাকার মানুষকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। নাজনীন আক্তার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৩২

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

নিলুফার ইয়াসমিন : আমি ২০০৪ সালে প্রথম ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

কী বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

নিলুফার ইয়াসমিন : প্রথম ছিল ওয়েলিটিং তবে ওয়েলিটিং শিখে আমি কিছু করতে পারিনি। তারপরে ২০০৫ সালে সেলাই এর উপর ট্রেনিং নিয়েছি।

সেলাইয়ের উপরে ট্রেনিং নিয়ে আপনি যা করতে চেয়েছিলেন সেটা কী করতে পেরেছেন?

নিলুফার ইয়াসমিন : জি, পেরেছি। আমি আগেও মেশিন চালানো জানতাম এবং টুকটাক ঘরেই অর্ডারে কাজ করেছি। তারপর অর্ডারের কাজ করতে করতেই এক সময় একটি দোকান নিয়েছিলাম। কিছুদিন পরে আরেকটি দোকান নিয়েছি আর এভাবেই আস্তে আস্তে এগুতে থাকি সাথে আরও অনেক কাজ শিখি। আমি একজন ট্রেইনার হিসেবেও যুব উন্নয়নে কাজ করছি।

প্রত্যাশা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন?

নিলুফার ইয়াসমিন : প্রত্যাশা একাডেমি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রফেশনালি ২০০৭ সাল থেকেই আমি কাজ করি এবং তার আগে টুকটাক কাজ করেছি।

২০০৭ থেকে ২০২৪ সাল। এই দীর্ঘ সময়ে আপনি কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটালেন?

নিলুফার ইয়াসমিন : এরপর আমি আরও ট্রেনিং করি। যুব উন্নয়নের ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিংগুলো করেছি। আমি চিন্তা করেছি একটি বিষয়ের উপর কাজ করে যদি কিছু না করতে পারি তাই অন্য ট্রেনিংগুলো নিতে শুরু করি। যুব উন্নয়নে ভ্রাম্যমাণ বেশ কিছু ট্রেনিং নিয়েছি। তাছাড়াও আবার প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিং ব্লক, বাটিক নিয়েছি। লম্বা একটি সময় টেইলারিং এর উপর কাজ করে দেখলাম টেলিগ্রাফের উপর মানুষ ঝুঁকছে। টেলিগ্রাফ নিয়ে কাজ করেছি। থাইল্যান্ড থেকে কিছু শো-পিছ আসত যেগুলো খুব এক্সপেন্সিভ ছিল এবং সুন্দর ছিল। আমি চেষ্টা করেছি দেশি প্রোডাক্ট দিয়ে কীভাবে ভালো কাজ করা যায়। আমি আলহামদুলিল্লাহ পেরেছি। তারপর আমি টেইলারিং দোকান ছেড়ে দিয়ে এই কাজ করতে থাকি। এরপরে আরও অনেক বিষয়েও ট্রেনিং নিয়ে কাজ করি। বর্তমানে অনেকগুলো বিষয় নিয়েই কাজ করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক জায়গাটা কীরকম? কতটুকু স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

নিলুফার ইয়াসমিন : আমার অর্থনৈতিক অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ চলছে। আমি সিঙ্গেল মাদার। আমার বাচ্চাদের দেখাশোনা, লেখাপড়া সব কিছু আমিই করছি।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজে জড়িত আছেন যেখান থেকে উপার্জন হয়?

নিলুফার ইয়াসমিন : না, আমার কাজের বাইরে অন্য কিছুতে জড়িত নেই যেখান থেকে উপার্জন হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

নিলুফার ইয়াসমিন : টাকার যখন প্রয়োজন হয়েছিল তখন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই লোন নিয়েছিলাম এবং পরপর তিনবার নিয়েছি।

কেন মনে হলো যে, আত্মকর্মী হবেন?

নিলুফার ইয়াসমিন : আত্মকর্মী হওয়ার শখ আমার ছোটোবেলা থেকেই ছিল। আমি নিজে কিছু করব এমন ইচ্ছে ছিল। আমি কারো অধীনে কাজ করব না, এই আত্মপ্রত্যয় ছোটোবেলা থেকেই কাজ করেছে। সেই চিন্তাধারা থেকেই আত্মকর্মী হয়ে উঠা।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে আয় কীরকম ছিল?

নিলুফার ইয়াসমিন : ছিল, আলহামদুলিল্লাহ।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

নিলুফার ইয়াসমিন : ক্ষতি বলতে যেটা তা হলো, প্রথম যে বাধা সেটা তো পরিবার থেকেই আসে। কখনোই আমার পরিবার চায়নি এবং এমনও হয়েছে পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তারপর নারীদের ক্ষেত্রে তো সামাজিক, পারিবারিক প্রতিবন্ধতা থাকেই শুধু আমার একার না। একটি পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতেই হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানে শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

নিলুফার ইয়াসমিন : শুরুতে দুই থেকে তিনজন ছিল। পরে ২০১৭ সালে এসে ১৭ জন হয়।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী কাজ করে?

নিলুফার ইয়াসমিন : ঐভাবে পারমানেন্ট কোনো কর্মী নেই, কারণ আমি বর্তমানে ট্রেইনার হিসেবে কাজ করছি। আমার একটি বিউটি পার্লার আছে এবং যুব উন্নয়নের ট্রেনিংগুলো নিয়ে থাকি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে নিশ্চয়ই টেলিভিশন আছে?

নিলুফার ইয়াসমিন : না, টেলিভিশন নেই।

আপনি যেহেতু বললেন সিঙ্গেল মাদার এবং ছেলেমেয়ে আছে। আপনার ছেলেমেয়েরা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

নিলুফার ইয়াসমিন : দুজনই পড়াশোনা করছে। ছেলে বিবিএ পড়ছে। মেয়ে এসএসসি পাশ করেছে।

আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটা কীরকম ছিল, আর বর্তমানে কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে?

নিলুফার ইয়াসমিন : জি, পরিবর্তন এসেছে।

খাদ্য তালিকায় আগের থেকে কীরকম পরিবর্তন এসেছে? মাছ, মাংস, ডিম কীরকম থাকছে?

নিলুফার ইয়াসমিন : আগেও ভালো ছিল এবং পরেও ভালো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন? নাকি আগের মতোই আছে?

নিলুফার ইয়াসমিন : বাসস্থান বলতে আমি আমার বোনের সাথে থাকি। আমার ছেলে দেশের বাইরে তাই মেয়েকে নিয়ে বোনের সাথে থাকছি।

সামাজিক বা পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

নিলুফার ইয়াসমিন : না।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

নিলুফার ইয়াসমিন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে আমি একটি পরিচয় তৈরি করতে পেরেছি, এটিই আমার অনেক বড়ো পাওয়া। আমি আগে কী ছিলাম এবং বর্তমানে কোন অবস্থানে আছি, এটি যদি চিন্তা করি তাহলে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু একটি করা উচিত। পড়াশোনা করেই যে ভালো একটি চাকরি পাবে এরকম ধারণা নিয়ে পড়াশোনা না করাই ভালো। যারা চিন্তা করে আমি জব করব না বরং জব দিব তাহলে তারা যেন অবশ্যই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দ্বারস্থ হয়। আমার মনে হয় যুব উন্নয়নের ট্রেনিং করে রাখা ভালো, যার ফলে ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হওয়ার পরের পথটা সুখময় হবে। আজকে আমার যে পরিচয়, যে অবস্থানে আছি তার পুরো কৃতিত্বটাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। আমি নিজেও একজন ট্রেইনার, তাই সবাইকে বলি পড়াশোনার পাশাপাশি বসে না থেকে কিছু করার জন্য চেষ্টা কর। আমি যুব উন্নয়নের কাছে সব সময় কৃতজ্ঞ আমার একটি পরিচিতি তৈরি করে দেওয়ার জন্য।

❐ [নিলুফার ইয়াসমিন জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি-৩১৭, রোড-১১, ব্লক-এ, খিলগাঁও, তিলপাপাড়া, ঢাকা। তিনি ২০০৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রত্যাশা একাডেমি। পরনির্ভরশীল না হওয়ার আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। নিলুফার ইয়াসমিন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৩৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

প্রকাশ দত্ত : আমি নিয়েছিলাম পশু পালন ও কৃষির সমন্বিত ট্রেনিং। যেটি ছিল তিন মাসের প্রশিক্ষণ।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন? অন্য ট্রেনিং কেন নেননি?

প্রকাশ দত্ত : অন্য ট্রেনিং বলতে এটিতো তিন মাসের ট্রেনিং। এটি নেওয়ার পরেই আমি ব্যবসা শুরু করি। আসলে ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় অনেক ট্রেনিং নেওয়া হয়নি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী কাজ চলমান?

প্রকাশ দত্ত : লেয়ার মুরগি, গরু ও মাছ চাষ চলমান।

'ব্রাদার ডেইরি লেয়ার অ্যান্ড ফিশ ফার্মের' যাত্রা কবে থেকে শুরু?

প্রকাশ দত্ত : যাত্রা ২০১১ সাল থেকে।

কীভাবে বিস্তার ঘটল এই প্রতিষ্ঠানের?

প্রকাশ দত্ত : প্রথমে আমার গরু ছিল। গরু নিয়েই আমার ব্যবসা শুরু। এরপর যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিই এবং এখন থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে যুব উন্নয়ন থেকে আবার দু-লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করি। এভাবে ধীরে ধীরে লেয়ারের ফার্ম শুরু করি। এরপর যাত্রা থেমে নেই। আমার এখন মাছ, গরু, লেয়ার এগুলো নিয়ে প্রতিষ্ঠান চলমান।

আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান এখন কেমন? উন্নতি অবনতি?

প্রকাশ দত্ত : আমার প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি বেশ ভালো। আমার এখন মূলত লেয়ারের দিকেই ফোকাস বেশি।

এসবের পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

প্রকাশ দত্ত : সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছি।

কী ধরনের সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

প্রকাশ দত্ত : আমার এখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি সংগঠনের আমি সেক্রেটারি। এছাড়া আমাদের সমমনা সংগঠন আছে আমি সেটারও সেক্রেটারি।

এই সংগঠনগুলো থেকে কী কী কাজ পরিচালনা করে থাকেন?

প্রকাশ দত্ত : এখান থেকে আমরা বিভিন্ন সময় অসহায় মানুষকে সাহায্য করে থাকি।

আপনি বলেছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম ৬০ হাজার, পরে দু'লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়েছিলেন। আমি জানতে চাচ্ছি আপনার যাত্রার শুরুর দিকে যুব উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোথাও থেকে ঋণ পেয়েছিলেন?

প্রকাশ দত্ত : হ্যাঁ, যুব উন্নয়ন ছাড়া অন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আমার ঋণের সম্পর্ক আছে। কৃষি ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া আছে।

কেন মনে হলো আপনি আত্মকর্মী হবেন?

প্রকাশ দত্ত : আমি একজন ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট। আমি যখন স্টুডেন্ট তখন থেকেই আমার ভেতর একটি ইচ্ছে ছিল আমি আমার নিজের এলাকায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব। এই মানসিকতা থেকেই আমি চাকরির পেছনে না ছুটে ব্যবসার দিকে ফোকাস দিয়েছি।

প্রথম দিকে আয় কেমন ছিল প্রতিষ্ঠানের?

প্রকাশ দত্ত : শুরুতে ব্যবসা ভালো ছিল না। তবে আমার উপার্জন দিয়েই মোটামুটিভাবে আমি চলতে পারতাম এবং খামারও পরিচালনা করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের আয় কেমন?

প্রকাশ দত্ত : বর্তমানে প্রতি মাসে দেড় থেকে দুই লাখ টাকা প্রফিট থাকে।

কখনো কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন কি না?

প্রকাশ দত্ত : হ্যাঁ, ক্ষতি হয়েছে। যেমন– আমার লেয়ারে আমি দু-বার লস খাই। এরপর বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে, ডিমের দাম কমে যায়।

ডিমের দাম কম হওয়ার কারণ কী? ফিডের দাম বেশি?

প্রকাশ দত্ত : আমরা যারা প্রান্তিক তাদের যত রকমের ফিড আছে সব কিনে আনতে হয় মালিকের কাছ থেকে। কিন্তু যারা মালিক তারা বড়ো ব্যবসায়ী, ওদের নিজেদের সবকিছু আছে। ফলে তাদের ব্যয় কম পড়ে প্রতি বস্তায়। কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের কস্ট সব সময় ১০০ থেকে ২০০ টাকা বেশি পড়ে। মাঝে যখন ডিমের দাম আট টাকা করে ছিল তখন আমাদের লস ছিল।

করোনাকালে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন?

প্রকাশ দত্ত : করোনার সময়টায় আমি আমার ডেইরি ফার্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তখন আমি দুধ বিক্রি করতে পারি নাই। একটি পর্যায়ে এসে আমার ডেইরি ফার্ম ছেড়েই দিতে হয়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী কতজন আছে?

প্রকাশ দত্ত : বর্তমানে আমার এখানে ২০ জন কর্মী কাজ করে তাদের সংসার পরিচালনা করে।

শুরুতে ক'জন ছিল?

প্রকাশ দত্ত : একজন কর্মী ছিল।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থান কেমন? আগের তুলনায় কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?

প্রকাশ দত্ত : এখন আমার পারিবারিক অবস্থা ভালো। এই মুহূর্তে আমার সবদিকই ভালো। আমি আবার ব্যবসাও বড়ো করেছি। বাজারে আমার একটি ওষুধের দোকান আছে। ভ্যাটেরেনারি ওষুধ। পাকাঘর করেছি।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

প্রকাশ দত্ত : হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। শুধু শিক্ষার যোগ্যতা কম না, যাদের বেশিও আছে তাদেরও হওয়া উচিত। কারণ আমি মনে করি চাকরির পেছনে না ছুটে নিজে নিজে কিছু করার চেষ্টা রাখা দরকার। কেননা চাকরির পেছনে ছোটা মিছেই একটি মোহ। কেউ যদি কাজ করার মানসিকতা রাখে, একটি সময় গিয়ে দেখা যাবে সে সফলতা অর্জন করেছে।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের কোনো সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন, মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ইত্যাদি আছে কি?

প্রকাশ দত্ত : হ্যাঁ, টেলিভিশন আছে। এখন পর্যন্ত কম্পিউটার নেই।

আপনার সন্তানাদি আছে? থাকলে তারা কী পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত?

প্রকাশ দত্ত : হ্যাঁ, আমার একটি ছেলে। দু'বছর বয়স।

পারিবারিক চিকিৎসা গ্রহণের জায়গা আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন? মানে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

প্রকাশ দত্ত : হ্যাঁ, এখন পারছি সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে।

আগের তুলনায় এখন খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খাদ্য তালিকায় কেমন যুক্ত হয়েছে?

প্রকাশ দত্ত : হ্যাঁ, এখন খাদ্য তালিকা আগের তুলনায় ভালো।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোয় কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

প্রকাশ দত্ত : ব্যবসা করে একটি দালান গড়েছি।

আপনার সামাজিক অবস্থার কেমন উন্নতি বোধ করেন? এলাকার লোকজন তাদের আয়োজনকৃত অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে মূল্যায়ন করে?

প্রকাশ দত্ত : আমি যখন আমার এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি তখন থেকেই অনেকেই পজিটিভ হতে শুরু করেছে। এখন আমার সঙ্গে অনেকেই থাকতে চায়। পরামর্শ চায়। আমিও তাদের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়াই। এসবে আমারও ভালো লাগা কাজ করে। আমি তাদের কোনো সাহায্য বা উপকার করতে পেরেছি বা পারছি।

আপনার সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? কতটুকু নিরাপদ? কখনো কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেছে?

প্রকাশ দত্ত : না, আমার এরকম ঘটনা ঘটেনি। আমার আশেপাশে যারা আছে তারা সব সময়ই আমাকে সাপোর্ট করে।

বর্তমানে যে সকল হতাশ কর্মপ্রত্যাশী রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?

প্রকাশ দত্ত : আসলে হতাশ কর্মপ্রত্যাশী কারা? আমি মনে করি যারা অনার্স মাস্টার্স শেষ করেছে, যাদের চাকরি হচ্ছে না তারাই কর্মপ্রত্যাশী। এদের মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু কাজ ছোটো মনে করে। কোনো কাজ ছোটো মনে না করে অবশ্যই তাদের কাজে লেগে পড়া উচিত। যে পড়াশোনা করেছে শুধু চাকরির আশায়? তাহলে বসে থাকুক। একজনকে চিন্তা করতে হবে আমার পাশাপাশি আমি আরও মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করব।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলবেন? যেহেতু তারা আপনাকে প্রশিক্ষণ এবং ঋণ দিয়েছে। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু বলতে চান?

প্রকাশ দত্ত : যুব উন্নয়ন অধিপ্তরের কাছে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ। কারণ যুব উন্নয়ন থেকে আমি ট্রেনিং নিয়ে এখানে এসেছি। তাদের সঙ্গে আমার সব সময়ই সম্পর্ক ভালো। যুব উন্নয়নের জন্যই আমি আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। আমি যুব উন্নয়ন থেকে ২০২২ সালে জাতীয় যুব পুরস্কার পেয়েছি। এই পুরস্কারের জন্য আমি সামাজিক পারিবারিক সব ক্ষেত্রে সম্মান পেয়েছি এবং এখনো পাচ্ছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমার লাইফে অনেক পরিবর্তন এনেছে।

❒ [প্রকাশ দত্ত জন্মগ্রহণ করেছেন মাগুরা জেলায়। গ্রাম: পাল্লা, পোস্ট: পাল্লা, উপজেলা: মহম্মদপুর। তিনি ২০১৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : ব্রাদার ডেইরি লেয়ার এন্ড ফিশ ফার্ম। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে মানুষের জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। প্রকাশ দত্ত সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৩৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমি ২০১৭ সালে ন্যাশনাল সার্ভিসের উপর ৩ মাস মেয়াদি একটি সমন্বিত ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'প্রিয়াঙ্কা নিট গার্মেন্টস'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : ২০২০ সালে আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমার প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি সাইট আছে। গেঞ্জি, ট্রাউজার, বিভিন্ন ধরনের এপ্রোন, পাঞ্জাবি, লেডিস গেঞ্জি তৈরি করা হয়। আর একটি ব্যাগের সেক্টর আছে। স্কুল, কলেজ, অফিসের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ তৈরি করা হয়। এর পাশাপাশি ব্লক, বাটিকের কাজ করা হয়। আমার একটি বিউটি পার্লার-ও আছে। বিভিন্ন এনজিও-তে আমি ট্রেনিং দিতে যাই। কিছু মহিলা আছে যারা বাইরে কাজ করতে পারে না, ঘরে বসে কাজ করতে চায়। তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে নকশিকাঁথা সেট করে দেই, তারা সেগুলো ঘরে বসে সেলাই করে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমি ২০২০ সালে ছোটো পরিসরে আমার ব্যবসা শুরু করলে বড়ো পরিসরে শুরু করেছি ২০২২ সালে। প্রতি মাসে আমার কর্মীদের ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা বেতন দিতে হয়। আমি আমার ইনকাম সেভাবে কখনো হিসাব করিনি। ২০২২-২৪ পর্যন্ত এ দুবছরে যা ইনকাম হয়েছে, সেগুলো দিয়ে আমি বিসিকে একটি ফ্যাক্টরি করেছি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমি বেসরকারি ব্যাংক ব্যতীত আর কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তেমন কোনো আর্থিক সহায়তা পাইনি।

আপনি ২০১৭ সালে ট্রেনিং নিয়েছেন কিন্তু ২০২০ সালে গিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করেছেন, কেন?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমি ২০১৭ সালে একটি সমন্বিত বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছি। ২০২০ সালে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে, নারীদের জীবনে কিছু

ডিফিকাল্ট সময় আছে। পরিস্থিতির কারণে তারা কিছু করতে পারে না। আমি এ জাতীয় বিজনেস শুরু করলে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব। নারীদের জন্য কিছু করার চিন্তা থেকে আমি এ বিজনেস শুরু করি। পরবর্তীকালে আমার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়েও আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পেয়েছি। যুব উন্নয়নের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমার অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। সেজন্য আমার মনে হয়েছে নারীদের জন্য যদি আমি কিছু করতে পারি তাহলে তারাও সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে এবং সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এ মানসিকতা থেকে আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : সব মিলিয়ে আমার এখানে প্রায় ৩৬ জন স্থায়ী এবং প্রকল্পে প্রায় ১০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে। আর বাইরে প্রোডাকশনে কাজ করেন প্রায় ৬০-৭০ জন কর্মী।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : শুরুতে ৮ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন, ফ্রিজ, স্মার্টফোন আছে?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমার বাসায় টেলিভিশন নেই, তবে ফ্রিজ এবং স্মার্টফোন আছে।

বাসায় টেলিভিশন না থাকার কারণ কী?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমার ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। আমি তখন পড়াশোনা করতাম। সংসারের সব কাজ করার পর টিভি দেখে যাতে আমার পড়ার সময় নষ্ট না হয় এবং আমি যাতে ভালোভাবে আমার মাস্টার্স পাশ করতে পারি সেজন্য বাসায় টিভি রাখিনি। এখন আবার আমার ছেলে পড়াশোনা করে, সেজন্য আর বাসায় টিভি আনা হয়নি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : জি, পারছি। আমার শ্বশুর অসুস্থ ছিলেন। আমি আমার বাসায় রেখে তার চিকিৎসা করিয়েছি। এখন তিনি ভালো আছেন। আমি স্বাবলম্বী না হলে তো এটি করতে পারতাম না।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আগে বিষয়টি এমন ছিল যে, খাবার তালিকায় এগুলো অনেক সময় থাকত না। কিন্তু এখন এগুলো খাদ্য তালিকায় অবশ্যই থাকে। পরিবারে যার যতটুকু প্রয়োজন আমি এখন সে চাহিদা পূরণ করতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : জি, আমি ৪- টি রুম নিয়ে পুরো বাসা টাইলস করেছি। বাড়ির সামনে ছোটো একটি উঠানে ফুলের বাগান এবং গেট করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : আমার একজন ছেলে। সে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : হ্যাঁ, অসম্ভব রকমের বেড়েছে। আগে মানুষের সাথে কথা বলতে গেলে তারা প্রায় কথাই বলতে চাইতো না, আর স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আমাকে দেখলে বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দেয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : না। তবে একজন নারী হিসেবে বাইরে বেরিয়ে এত বড়ো বিজনেস পরিচালনা করাটা একটু চাপের ছিল। আর রিসেন্টলি একটি ব্যাংক আমাকে টাকা দিতে চেয়েও কোনো কারণবশত টাকাটা আমাকে দেয়নি। এজন্য মানসিকভাবে একটু ভেঙে পড়েছিলাম। এখন অবশ্য সবকিছু ঠিকঠাক।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : জি। আমি আমার প্রতিষ্ঠানের ইনকামের টাকা দিয়ে বিভিন্ন স্কুলের বাচ্চাদের স্কুল ব্যাগ ও স্কুল ড্রেস দিয়ে থাকি। আমি মানুষের মাঝে গাছ বিতরণ করি। বিভিন্ন সময় আমি মহিলাদের ট্রেনিং, ছোটোখাটো আর্থিক সহযোগিতা ও সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছি। আমি অনেককে বিনামূল্যে ট্রেনিং দিয়েছি এবং আমার প্রোডাকশনের কাজ তাদের দিয়েছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

প্রিয়াংকা বিশ্বাস : যুব উন্নয়নের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ যুব উন্নয়ন আমাকে ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যমে কাজ করার জন্য ঘরের বাইরে বের হওয়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে আমি সমাজে অবহেলিত নারীদের দেখেছি এবং তাদের জন্য কিছু করার তাগিদ থেকে আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি।

❒ [প্রিয়াংকা বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেছেন সাতক্ষীরা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : সাইহাটি, চাম্পাফুল, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা। তিনি ২০১৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : প্রিয়াংকা নিট গার্মেন্টস। সমাজে পিছিয়ে পড়া এবং অসচ্ছল নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে প্রিয়াংকা বিশ্বাস আত্মকর্মী হয়েছেন।

সফল আত্মকর্মী-৩৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

ফরহাদ হোসেন : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১৯৯৭ সালে পোল্ট্রির উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে পোল্ট্রির উপরেই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

ফরহাদ হোসেন : আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকার পরেও পোল্ট্রি ব্যবসা করতে চেয়েছি। তাই হাতে-কলমে শেখার জন্যই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

ট্রেনিং গ্রহণ করার পরে আপনার পোল্ট্রির ফার্মের তো একটা নামকরণ করেছিলেন, সেই নামটা কী ছিল?

ফরহাদ হোসেন : প্রথমে 'অরণ্য পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি' নাম ছিল। বর্তমানে 'অরণ্য পোল্ট্রি হ্যাচারি এন্ড ফিড'।

কত সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান দুটির যাত্রা শুরু করেন?

ফরহাদ হোসেন : আমার বড়ো ভাই ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীকালে ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে আমি যুক্ত হই। ২০০৬ সালের দিকে প্রতিষ্ঠান বর্ধিত করে 'অরণ্য পোল্ট্রি হ্যাচারি এন্ড ফিড' করা হয়।

বর্তমানে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম কী?

ফরহাদ হোসেন : বর্তমানে পোল্ট্রি হ্যাচারি আছে। আমরা ফিড সাপ্লাই করে থাকি।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আপনার প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে বড়ো করলেন?

ফরহাদ হোসেন : ধীরে ধীরে বড়ো হয়েছে। যদিও এভাবে বলা মুশকিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

ফরহাদ হোসেন : আমাদের বাৎসরিক ইনকাম দু-তিন বছরে কমে গেছে। বলা যায় লসেই আছি। আমরা যখন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়ে কাজ শুরু করেছি তখন ভালোই ইনকাম ছিল। বেকারদের জন্যই মূলত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ট্রেনিং দিয়েছিল কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানি মানে, ধনী লোকেরা এসে ব্যবসা শুরু করছে।

বললেন গত দু-তিন বছরে আপনার প্রতিষ্ঠানের লস হচ্ছে। এই লসগুলো কভার করার চেষ্টা করছেন না?

ফরহাদ হোসেন : লস কভার করার মতো না। একটু কাজ করলেই যে কভাব হবে

তেমনটাও না। দেশের পরিস্থিতি খারাপ। বড়ো বড়ো কোম্পানি ফিড উৎপাদন করে, বাচ্চা উৎপাদন করে। আমরা আগে নিজেরাই বাচ্চা উৎপাদন করে খামারিদের দিয়েছি কিন্তু বর্তমানে বড়ো বড়ো কোম্পানির কাছে থেকে তারা বাচ্চা নিচ্ছে। বড়ো বড়ো কোম্পানি তো হাজার কোটি টাকা লোন করে তাদের ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে। আমরা তো গ্রামের তাই আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও তাদের থেকে খারাপ।

আপনার এই ব্যবসার পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে কী যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

ফরহাদ হোসেন : না, অন্য কিছুর সাথে আমি যুক্ত নই।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

ফরহাদ হোসেন : আমি কোনো ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করিনি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

ফরহাদ হোসেন : আমি ছোটোবেলা থেকেই চিন্তা করেছি চাকরি করব না। কেউ আমাকে অর্ডার দিবে সেটা আমার পছন্দ না। নয়টা পাঁচটা ডিউটি করার মতো মানসিকতা নেই বলেই আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

আপনি যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন আয় কীরকম ছিল?

ফরহাদ হোসেন : মাসে ২০-৩০ হাজার টাকা হতো।

বর্তমানে আপনার খামারে কতজন স্থায়ী কর্মী ও অস্থায়ী কর্মী আছে?

ফরহাদ হোসেন : স্থায়ী অস্থায়ী মিলে পাঁচ-সাতজন কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

ফরহাদ হোসেন : মাঝে কর্মী বেশি ছিল। মাঝে ১৫ জনের মতো কাজ করেছে।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য বাড়িতে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

ফরহাদ হোসেন : হ্যাঁ, টিভি আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন? স্বাবলম্বী হওয়ার আগে চিকিৎসা সেবাটা কীরকম ছিল?

ফরহাদ হোসেন : হ্যাঁ, এখন চিকিৎসা দিতে পারছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থাকছে যদি তুলনামূলক বলেন।

ফরহাদ হোসেন : আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। যখন যেটা প্রয়োজন সেটা খেতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

ফরহাদ হোসেন : আগের মতোই আছে। আমরা আগেই ভালো ছিলাম।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

ফরহাদ হোসেন : দুই ছেলে এক মেয়ে। তারা পড়াশোনায় তারা যুক্ত।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

ফরহাদ হোসেন : এটা আলহামদুলিল্লাহ। ছোটোবেলা থেকেই আমি সৎভাবে চলি তাই সমাজে একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

ফরহাদ হোসেন : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

ফরহাদ হোসেন : হ্যাঁ, করি। আমাদের সংস্থা আছে। আমরা বিভিন্ন লোকদের সাহায্য সহযোগিতা করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

ফরহাদ হোসেন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে জাতীয় যুব পুরস্কার দিয়েছেন যার কারণে আমি অনেক সম্মানিত হয়েছি।

❒ [ফরহাদ হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন যশোর জেলায়। গ্রাম: শংকরপুর, পোস্ট: চাচড়া, উপজেলা: সদর। তিনি ১৯৯৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : অরণ্য পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি। নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটি করার মতো মানসিকতা নেই বলেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। ফরহাদ হোসেন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৩৬

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

ফাইজুর কবির : আমি ২০১৯ সালে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

আপনি এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

ফাইজুর কবির : আমার একটি সমন্বিত খামার করার ইচ্ছে ছিল তাই এই ট্রেনিং গ্রহণ করে খামার শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

ফাইজুর কবির : আমার প্রতিষ্ঠান : ফাইজুর এগ্রো ফার্ম ও মৎস্য চাষ'।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

ফাইজুর কবির : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম গরু পালন, মৎস্য চাষ, আম বাগান, পেয়ারা বাগান, পেঁপে বাগান, কলা বাগান ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে কত সালে?

ফাইজুর কবির : ছোটো পরিসরে ২০১৭ সালে শুরু করেছিলাম। ২০১৯ সালে আরও কিছু বাড়ালাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটিয়েছেন কীভাবে?

ফাইজুর কবির : যুব উন্নয়ন থেকে ২০১৯ সালে আমি ট্রেনিং গ্রহণ করি। এরপর যুব উন্নয়ন থেকে ৬০০০০ টাকা আর আত্মীয়-স্বজনের কাছে আরও কিছু টাকা নিয়ে আমার প্রতিষ্ঠান বড়ো করি।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

ফাইজুর কবির : ঔষধ কোম্পানির একটি ডিলারশিপে আছি, সেখান থেকে কিছু ইনকাম হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

ফাইজুর কবির : বর্তমানে আমার ইনকাম ১২৫০০০ টাকা।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

ফাইজুর কবির : যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

ফাইজুর কবির : আমার পাশাপাশি আমার এলাকার গরিব-দুঃখী মানুষের কর্মসংস্থান হবে সেজন্য আমার আত্মকর্মী হওয়া।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

ফাইজুর কবির : ২০ থেকে ২৫ হাজার।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

ফাইজুর কবির : বর্তমানে স্থায়ী কর্মী ১৫ জন এবং অস্থায়ী কর্মী ২০ জন। আর শুরুতে ২ জন ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

ফাইজুর কবির : শুরুতেই প্রথম বছরের লোকসান হয়েছিল। আবার করোনার সময় লোকসানের সম্মুখীন হয়েছিলাম। এরপর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে নতুন করে শুরু করেছি।

বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে আপনার বাসায় টেলিভিশন, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার আছে?

ফাইজুর কবির : টেলিভিশন, ল্যাপটপ এগুলো সবই আছে।

বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

ফাইজুর কবির : আগে অসুস্থ হলে গ্রামের ডাক্তার ও ক্লিনিকে নিয়ে যেতাম। এখন অসুস্থ হলে ভালো এমবিবিএস ডাক্তার এবং ভালো ক্লিনিকে নিয়ে যাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

ফাইজুর কবির : আগে সপ্তাহে দুই-তিন দিন খেতাম, আর এখন প্রতিদিন খাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়ি কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

ফাইজুর কবির : আগের বাড়ি প্লাস্টার ছিল না। এখনকার বাড়ি প্লাস্টার করা রং করা।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

ফাইজুর কবির : আমার সন্তান একজন। সে সামনে বছর স্কুলে ভর্তি হবে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

ফাইজুর কবির : জি, স্বাবলম্বী হওয়ার পর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

ফাইজুর কবির : আমাক এলাকার সব অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে এবং ভালোভাবে মূল্যায়ন করে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

ফাইজুর কবির : সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছি যেন সমাজের মানুষের উপকার এবং উন্নতি হয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

ফাইজুর কবির : না, উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেনি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

ফাইজুর কবির : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। যুব উন্নয়নের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।যুব উন্নয়ন থেকে প্রাথমিকভাবে যে ঋণের টাকা দেওয়া হয় তা খুবই অল্প। প্রথম কিস্তিতে অন্তত এক লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত।

❒ [ফাইজুর কবির জন্মগ্রহণ করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। গ্রামঃ শানপুর, পোস্টঃ মল্লিকপুর, উপজেলাঃ নাচোল। তিনি ২০১৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নামঃ ফাইজুর এগ্রো ফার্ম ও মৎস্য চাষ। নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি গরীব দুঃখীদের কর্মসংস্থান তৈরি করার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। ফাইজুর কবির সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন সাউথ এশিয়ান অ্যাওয়ার্ড।]

সফল আত্মকর্মী-৩৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

ফাতেমা জোহরা : আমি ২০১০ সালে ড্রেস মেকিং বা পোশাক তৈরির উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম এবং ২০১৭ সালে জাতীয় যুব পুরস্কার পেয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

ফাতেমা জোহরা : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'হাসান হস্তশিল্প'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

ফাতেমা জোহরা : আমি ট্রেনিং নেওয়ার পরপরই কাজ শুরু করেছি।

এখন আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

ফাতেমা জোহরা : আমার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে আমি নকশিকাঁথা, নকশিচাদর, শাড়ি, থ্রি-পিছ, রাবার প্যান্ট ইত্যাদি নিয়ে কাজ করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

ফাতেমা জোহরা : এখন মাসিক ৪০-৫০ হাজার টাকা ইনকাম হয়।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

ফাতেমা জোহরা : জি, আমার লাইক শপিং নামে আমার আরেকটি বিজনেস আছে। এর ৫টি আউটলেট আছে।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

ফাতেমা জোহরা : যুব উন্নয়ন অধিপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

ফাতেমা জোহরা : সন্তানদের ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

ফাতেমা জোহরা : শুরুতে দু-একটি অর্ডার আসত, ড্রেস বানাতাম। আয় অল্প ছিল। তারপর ধীরে ধীরে পরিচিতি বেড়েছে, জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পরে মানুষ আরও বেশি করে চিনেছে আমাকে। নতুন উদ্যমে আরও বড়ো পরিসরে কাজ করেছি। বর্তমানে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে আমার মোট ৭টি আউটলেট আছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

ফাতেমা জোহরা : সব মিলিয়ে আমার এখানে প্রায় ৩০০ জন স্থায়ী এবং প্রায় ১০০০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

ফাতেমা জোহরা : শুরুতে আমি একাই কাজ করেছি। তারপর একজনকে সহযোগী হিসেবে নিয়েছিলাম।

আপনার বাসায় অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

ফাতেমা জোহরা : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

ফাতেমা জোহরা : আগে টাকাপয়সা কম ছিল, উন্নত চিকিৎসা সেবা সেভাবে নিতে পারিনি। তবে এখন আলহামদুলিল্লাহ উন্নত চিকিৎসা সেবা দিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

ফাতেমা জোহরা : আগের চেয়ে খাদ্য তালিকায় বেশ পরিবর্তন এসেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হলে সব কিছুতেই একটি পরিবর্তন আসে, সব ধরনের চাহিদা স্বাধীনভাবে পূরণ করা যায়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

ফাতেমা জোহরা : আমি তিনতলা বাড়ি করেছি, গাড়ি আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

ফাতেমা জোহরা : আমার ৪ ছেলে। দুই ছেলে পড়ালেখা শেষ করেছে, আর দুই ছেলে পড়ালেখা করছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কীরকম বেড়েছে বলে মনে করেন?

ফাতেমা জোহরা : হ্যাঁ, সামাজিক মর্যাদা তো অবশ্যই বেড়েছে। এখন অচেনা মানুষও এসে ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করে। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই এসে পাশে বসতে চায়। আগে মুখ ফিরিয়ে নিত, তারাও এসে হাসিমুখে কথা বলে, খোঁজখবর নেয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

ফাতেমা জোহরা : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে কল আসে। আমি সচেতন, তাই আমার সাথে পেরে উঠে না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

ফাতেমা জোহরা : জি, আমি দুঃস্থদের মাঝে প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করেছি, রাস্তার মোড়ে মোড়ে টিউবওয়েল স্থাপন করেছি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

ফাতেমা জোহরা : জি, আমি মনে করি। তবে এখন আর অন্যদের বলতে হয় না। তারা নিজে থেকেই আমার কাছে আসে, কাজ করতে চায়। আমি তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেই। সংসারের অভাব দূর করতে, সন্তানদের ভালো পড়াশোনার জন্য এবং ভালো রাখার জন্য এবং স্বাবলম্বী হতে সবার আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

ফাতেমা জোহরা : যুব উন্নয়নের অধিদপ্তরের কারণে আমার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, আমি সফল হয়েছি, মানুষ আমাকে চিনতে পেরেছে। যুব উন্নয়নের কারণেই আমি আজকে ফাতেমা জোহরা হতে পেরেছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের উদ্যোক্তা গড়ার কারিগর। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বলে শেষ করা যাবে না, আমার জীবনে তাদের অবদান ভোলার নয়।

❒ [ফাতেমা জোহরা জন্মগ্রহণ করেছেন যশোর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ব্লক ডি, বাসা-১৭৯, নতুন উপশহর, যশোর। তিনি ২০১০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : হাসান হস্তশিল্প। সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। ফাতেমা জোহরা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, মাদার তেরেসা পুরস্কার, বেগম রোকেয়া পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৩৮

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

ফিরোজা আক্তার বিফা : আমি ১৯৯৯ সালে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর ৩ মাসের একটি ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি কেন এই ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

ফিরোজা আক্তার বিফা : আমি মূলত সেলাই প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন সেলাই প্রশিক্ষণ না থাকায় আমি এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম। ট্রেনিং শেষে আমি যুব উন্নয়ন থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২০০ মুরগি নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। আমি প্রথমে ব্রয়লার এবং তারপর লেয়ার মুরগি পালন করেছি। এভাবে আমি যখন ২ হাজার মুরগি পালন করি, তখন আমি জাতীয় যুব পুরস্কার পাই।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

ফিরোজা আক্তার বিফা : আমি যুব উন্নয়ন অধিপ্তর থেকে তিন বার এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে একবার ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

ফিরোজা আক্তার বিফা : 'ফিরোজা আক্তার বিফা পোল্ট্রি'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

ফিরোজা আক্তার বিফা : বর্তমানে আমি পোল্ট্রির পাশাপাশি গবাদি পশু পালনও যুক্ত করেছি।

পোল্ট্রি ও গবাদি পশু মিলিয়ে বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

ফিরোজা আক্তার বিফা : বর্তমানে গবাদি পশু যুক্ত করায় পোল্ট্রি কিছুটা কমিয়ে এনেছি, এখন আমি ১ হাজার পোল্ট্রি পালন করি। যা ইনকাম হয় তা দিয়ে মোটামুটি ভালোভাবেই চলতে পারি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

ফিরোজা আক্তার বিফা : সত্যি বলতে পরনির্ভরশীল হওয়া তো ভালো নয়। আমি নিজে ছোটো-খাটো যা-ই করি না কেন, তার মধ্যে আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ আছে। আমি কারো মুখাপেক্ষী হতে চাইনি, তাই আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

ফিরোজা আক্তার বিফা : প্রথমে আমি ২০০ ব্রয়লার দিয়ে শুরু করি। তারপর লেয়ার শুরু করি। তখন আমি বেশ লাভবান হয়েছিলাম, সেসময় আমার মাসিক

ইনকাম ছিল প্রায় ৫০ হাজার টাকা। এখন তো আমি আগের মতো এত সময় দিতে পারি না।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

ফিরোজা আক্তার বিফা : জি, আমি প্রাণিসম্পদে চাকরি করি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

ফিরোজা আক্তার বিফা : বর্তমানে আমি একাই কাজ করি। আর আমার প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু অস্থায়ী কর্মী কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

ফিরোজা আক্তার বিফা : শুরুতে ২ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

ফিরোজা আক্তার বিফা : জি, আছে। তবে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার কারণে আমি লাইন কেটে দিয়েছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

ফিরোজা আক্তার বিফা : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

ফিরোজা আক্তার বিফা : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন এসেছে। আগের থেকে এখন সবদিক থেকে বেটার।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার কি কোনো ভূমিকা আছে? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

ফিরোজা আক্তার বিফা : আমরা আমাদের নিজেদের বাড়িতে থাকি। আমার ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে, তাই ঘর-বাড়ি খুব বেশি পরিবর্তন করতে পারিনি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

ফিরোজা আক্তার বিফা : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। একজন ক্লাস টেন, অন্য জন ক্লাস এইটে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

ফিরোজা আক্তার বিফা : হ্যাঁ, বেড়েছে। এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

ফিরোজা আক্তার বিফা : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

ফিরোজা আক্তার বিফা : যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাদের হাত ধরেই আমি আজ এত দূরে আসতে পেরেছি।

❒ [ফিরোজা আক্তার বিফা জন্মগ্রহণ করেছেন গাজীপুর জেলায়। গ্রাম : হাটুরিয়াচালা, পোস্ট : হাটুরিয়াচালা, উপজেলা : কালিয়াকৈর। তিনি ১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : ফিরোজা আক্তার বিফা পোল্ট্রি। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। ফিরোজা আক্তার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ স্থানীয় পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৩৯

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আমি ১৯৯৪ সালে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন এবং মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'দত্ত পোল্ট্রি এন্ড ডেইরি ফার্ম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

বাসুদেব কুমার দত্ত : ১৯৯৪ সালে।

১৯৯৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আপনি আপনার বিজনেসের বিস্তার ঘটিয়েছেন কীভাবে?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আমি প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ২৫০টি লেয়ার মুরগি নিয়ে শুরু করি। আস্তে আস্তে এর সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে আমার ফার্মে ১০ হাজার লেয়ার মুরগি আছে।

আপনার বিজনেসের উত্থান-পতনের বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলুন।

বাসুদেব কুমার দত্ত : বিজনেসে উত্থান-পতন তো থাকবেই। যখন প্রথম বার্ড ফ্লু হয়, তখন আমার একবারে প্রায় ১৭০০ মুরগি মারা গিয়েছিল। আমার অনেক লস হয়েছিল। বিজনেস আসলে একটি সাধনা। সাধনা ছাড়া এখানে ভালো করা যায় না। আমি আবার আমার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেষ্টা করি এবং ১০টি গাভী নিয়ে শুরু করি। আমার মাছের ঘের আছে।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

বাসুদেব কুমার দত্ত : জি, আমি গলদা চিংড়ি ও বাগদার পোনার ব্যবসা করি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আমার মাসিক ইনকাম প্রায় ২ লাখ টাকা।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আমি শুধু যুব উন্নয়ন থেকে ২৫ হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করেছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আমি দীর্ঘদিন বেকার ছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছে যে, যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি সফল আত্মকর্মী হতে পারব। আবার তখন ২৫ হাজার টাকার একটি লোন দেওয়া হতো। তিন মাস পর্যন্ত সে টাকার কোনো লাভ দিতে হতো না। সেজন্য আমার মনে হয়েছে এই লোন কাজে লাগিয়ে আমি জীবনে উন্নতি করতে পারব এবং আমি সফল হতে পেরেছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

বাসুদেব কুমার দত্ত : তখন তো আমি বেকার ছিলাম, দিন এনে দিন খাওয়ার মতো অবস্থা। তখন দৈনিক প্রায় ২৫০ টাকা ইনকাম হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

বাসুদেব কুমার দত্ত : সব মিলিয়ে আমার এখানে ১২ জন কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

বাসুদেব কুমার দত্ত : শুরুতে আমি ও আমার স্ত্রী কাজ করতাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

বাসুদেব কুমার দত্ত : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

বাসুদেব কুমার দত্ত : জি। আগে তো কিছুটা অসুবিধা হতো অবশ্যই। এখন শুধু নিজের পরিবারে উন্নত চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি আশেপাশের মানুষের কারো কোনো সমস্যা হলে আমি এগিয়ে যাই এবং আর্থিক সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

বাসুদেব কুমার দত্ত : উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কষ্টে দিন যাপন করেছি। তখন খাদ্য তালিকায় এগুলো কম পরিমাণে ছিল। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ এগুলো নিয়মিত খাদ্য তালিকায় থাকে এবং যখন যেটা মনে চায়, খেতে পারি। সবচেয়ে বড়ো কথা এগুলো সবই আমার বাড়িতে উৎপাদিত হয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আগে আমার একটি টিন শেড ছোটো বাড়ি ছিল। এখন আমি একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আমার ২ ছেলে। বড়ো ছেলে মাস্টার্স পাশ করে ভালো চাকরি না পাওয়ায় তাকে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং করিয়ে আমার প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত করে নিয়েছি। ছোটো ছেলে পড়াশোনা করে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আজ ৩০ বছর ধরে আমি আমার গ্রামের নিজ সম্প্রদায়ের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্বে আছি। আমি আমার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

বাসুদেব কুমার দত্ত : হ্যাঁ, আগে কিছুটা ছিল। তারপর যখন আমি সর্বস্তরের মানুষের সাথে মেলামেশা শুরু করলাম তখন আস্তে আস্তে তারা আমাকে চিনেছে। এখন ভালো আছি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আমি বেকারত্ব দূরীকরণে কাজ করেছি। রাস্তাঘাট ও কালভার্ট সংস্কারের কাজ করে থাকি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

বাসুদেব কুমার দত্ত : আমি সব সময় বেকার ছেলেমেয়েদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়ে আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দেই। আত্মকর্মী হলে নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি আশেপাশের আরও ১০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

বাসুদেব কুমার দত্ত : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বলে শেষ করা যাবে না। আমি যখন বেকার ছিলাম, তখন আমাকে কেউ চিনত না। আমি অভাবে ছিলাম। কেউ আমার খোঁজ পর্যন্ত নেয়নি। তারপর যখন আমি স্বাবলম্বী হতে শুরু করি, তখন মানুষ আমাকে চিনেছে এবং সম্মান করেছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশ সরকারের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের এই উদ্যোগের মাধ্যমে যে-কোনো বেকার ছেলেমেয়ে বেকারত্বের কশাঘাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। যুব উন্নয়ন ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

❒ [বাসুদেব কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেছেন খুলনা জেলায়। গ্রাম : নরনিয়া, পোস্ট : চুকনগর, উপজেলা : ডুমুরিয়া। তিনি ১৯৯৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : দত্ত পোল্ট্রি এন্ড ডেইরি ফার্ম। বেকারত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। বাসুদেব কুমার দত্ত সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৪০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

বিথী আক্তার : আমি ২০২১ সালে হাঁস-মুরগি পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

বিথী আক্তার : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম ‘বিথী পোল্ট্রি ফার্ম’।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

বিথী আক্তার : আমি ২০০৯ সালে ফার্ম শুরু করেছিলাম। প্রশিক্ষণ না থাকায় আমার বিজনেসে প্রায়ই লস হতো। যুব উন্নয়নের স্যারদের সাথে কথা বলে আমি হাঁস-মুরগি পালনের উপর ট্রেনিং নিয়ে আমার বিজনেস বড়ো করেছি। আমি তখন এক হাজার মুরগির শেড করি এবং বেশ লাভবান হই। আমার হাসব্যান্ড দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি দেশে চলে আসেন এবং আমরা দুজন মিলে কাজ শুরু করি। এখন আমার এখানে প্রায় ৬ হাজার মুরগি আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

বিথী আক্তার : আমার প্রতিষ্ঠানে এখন মুরগি পালন এবং বিক্রি করি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত?

বিথী আক্তার : সব কিছু সিন্ডিকেটে চলে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ এখন অনেক বেশি। সব খরচ বাদ দিয়ে এখন আমার বাৎসরিক প্রায় ৭-৮ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

বিথী আক্তার : জি, আমার প্রাথমিক গণশিক্ষার একটি স্কুল আছে।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

বিথী আক্তার : আমার কখনো আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয়নি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

বিথী আক্তার : আমার পরিবার অসচ্ছল ছিল। অষ্টম শ্রেণিতে থাকাকালীন আমার বিয়ে হয়। আমি চেয়েছি যে অভাব-অনটন আমি আমার বাবার বাড়িতে মোকাবিলা করেছি, আমার সন্তানদের যাতে সেগুলো মোকাবিলা করতে না হয়। সেজন্য আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

বিথী আক্তার : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে আমি, আমার স্বামী, আমার মেয়ে-সহ মোট ৫ জন স্থায়ী এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ৭-৮ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

বিথী আক্তার : শুরুতে কোনো কর্মী ছিল না।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

বিথী আক্তার : না, তবে কম্পিউটার এবং স্মার্টফোন আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

বিথী আক্তার : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

বিথী আক্তার : আমি উদ্যোক্তা হওয়ার আগে আমার হাসব্যান্ডের টাকায় ৫ জনের পরিবার চলতো। তখন সবার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। এখন তো আমি নিজেই উৎপাদন করি। এখন তো প্রায় প্রতিদিনই খাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

বিথী আক্তার : জি, আগে আমার কাঠের ছোটো একটি বাড়ি ছিল। উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আমি পাকা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

বিথী আক্তার : আমার ৩ মেয়ে। আমার বড়ো মেয়ে কলেজে এবং মেজো মেয়ে ক্লাস ফাইভে পড়ে। ছোটো মেয়ের বয়স ১ বছর।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

বিথী আক্তার : হ্যাঁ, অবশ্যই। এখন গ্রামের ১০ জন মানুষ আমার কাছে পরামর্শের জন্য আসে, আর্থিক সাহায্যের জন্য আসে। অনেকে কাজের জন্য আসে। মসজিদ উন্নয়ন কমিটির লোকও আমার কাছে আসে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

বিথী আক্তার : আমার স্কুলে ছোটো বাচ্চারা বিনামূল্যে পড়াশোনা করে। আমি আমার এলাকার মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। আমার ছোটো একটি সংগঠন আছে। সেখানে ৮ জন কিশোরীসহ প্রায় ৪০ জন মহিলা আছেন যারা সেমাই, পিঠা ইত্যাদি তৈরি করে এবং আমি সেগুলো বিক্রি করে দেই।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

বিথী আক্তার : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

বিথী আক্তার : আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন আমার স্বপ্ন এত বড়ো ছিল না। বিটিভিতে একটি অনুষ্ঠান দেখে আমি উপজেলা যুব উন্নয়নে যোগাযোগ করি। তখন স্যার ও ম্যাডামরা আমাকে হাতে ধরে সবকিছু শিখিয়েছে। আমাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখিয়েছে এবং সেটি বাস্তবায়নে আমাকে সার্বিক সহায়তা করেছে। আমার খামারে কোনো সমস্যা হলে তারা আমাকে সবসময় হেল্প করেছে।

❒ [বিথী আক্তার জন্মগ্রহণ করেছেন মুন্সিগঞ্জ জেলায়। গ্রাম : দঃ তাজপুর, থানা : সিরাজদিখান, জেলা : মুন্সিগঞ্জ। তিনি ২০২১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : বিথী পোল্ট্রি ফার্ম। সাংসারিক অস্বচ্ছলতা দূর করে সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে বিথী আক্তার আত্মকর্মী হয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-৪১

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথমে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে নিয়েছিলেন?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : আমি ১৯৯২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এই ট্রেনিংই কেন নিলেন?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : আমি খামার করার উদ্দেশ্যে এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : 'বিনয় পোল্ট্রি'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : বর্তমানে আমার ফার্মে লেয়ার মুরগির কার্যক্রম চলছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : ১৯৯২ সালে শুরু করেছিলাম, এখনো আছে।

১৯৯২ সাল থেকে এই পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছর আপনার প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে বিস্তার লাভ করল?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : ধীরে ধীরে বিস্তার ঘটিয়েছি।

বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : প্রায় এক-দেড় লক্ষ টাকা।

আপনি এই প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন, যেখান থেকে ইনকাম হয়?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : না। কিন্তু কিছু ফলের বাগান আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : আমি শুধু কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : আমার ব্যবসা করতে ভালো লাগে।

বিজনেসের শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানের ইনকাম কত টাকা ছিল?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : প্রথম দিকে ১০-২০ হাজার টাকা ইনকাম ছিল। তারপর আস্তে আস্তে বেড়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মী কত জন এবং অস্থায়ী কর্মী কত জন?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : আমার প্রতিষ্ঠানে ৪ জন স্থায়ী কর্মী আর ১ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করে।

বিজনেসের শুরুতে কয়জন কর্মী ছিল?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : ২ জন।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল কি? তখন ব্যবসা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : হ্যাঁ, করোনার সময় ডিমের দাম কমে গিয়েছিল। নিজের অর্জিত অর্থ এবং কিছু জমি বিক্রি করে এই ব্যবসাকে আবার আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছি। তবে এখনো সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারিনি। কিছু টাকা লাভ হয়েছিল তা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আপনার বাসায় কি টেলিভিশন আছে?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : জি, আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে কি সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে পারতেন? উদ্যোক্তা হওয়ার পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : আগের চেয়ে বর্তমানে ভালো চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকার কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছেন?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : একইরকম রয়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : জি, বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে পেরেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : আমার ২ ছেলে। একজন অনার্সে এবং আরেকজন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : জি, বেড়েছে। এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কি আপনার সাথে?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : না।

আপনি কি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন?

বিনয় জ্যোতি চাকমা : জি, করি। সমাজে কেউ যাতে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করতে পারে সেদিকে নজর রাখি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে বলেন।

বিনয় জ্যোতি চাকমা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণেই আমার পরিচিতি ও সম্মান বেড়েছে।

❒ [বিনয় জ্যোতি চাকমা জন্মগ্রহণ করেছেন রাঙ্গামাটি জেলায়। গ্রাম : টেকনিক্যাল পাড়া (মোনঘর), পোস্ট : রাঙ্গামাটি। তিনি ১৯৯২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : বিনয় পোল্ট্রি। ভালো লাগার জায়গা থেকে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। বিনয় জ্যোতি চাকমা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার।]

সফল আত্মকর্মী-৪২

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মকসেদা বেগম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে হয়তো ২০০০ অথবা ২০০২ সালে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। সঠিক মনে করতে পারছি না। পোশাক ও হস্তশিল্পের ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

মকসেদা বেগম : আমি পোশাক ও হস্তশিল্পে ট্রেনিং নিয়েছি। তারপর ব্লক বাটিকের উপরেও ট্রেনিং নিয়েছি। বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্লক বাটিকের উপরে যে ট্রেনিংগুলো আছে সেগুলোর প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মকসেদা বেগম : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'অনন্যা হস্তশিল্প'।

'অনন্যা হস্তশিল্প' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

মকসেদা বেগম : এটি আমি ২০০০ সাল থেকে শুরু করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মকসেদা বেগম : আগে আমার প্রতিষ্ঠানে ৩০০ থেকে ৪০০ মেয়ে কাজ করেছে। বর্তমানে ১০০ মেয়ে কাজ করছে। এছাড়াও শো-রুম ও কারখানা আছে এবং হোলসেলে মাল দিয়ে থাকি।

২০০০ থেকে ২০২৪ সাল। দীর্ঘ ২৪ বছরে আপনার প্রতিষ্ঠানের কতটুকু বিস্তার হয়েছে যদি একটু বলেন।

মকসেদা বেগম : আমি ২০০০ সালের আগে একটি এনজিওতে কাজ করেছি। লোকমুখে শুনলাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ট্রেনিং নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু করতে পেরেছে। সেটা শুনে আমিও ট্রেনিং গ্রহণ করি। তারপরে ২০০২ সালে ঢাকার একটি মেলাতে অংশগ্রহণ করি। যে মেলার আয়োজক ছিল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। সেই মেলায় আমি তৃতীয় স্থান দখল করে পুরস্কার পাই। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটা বেশ বড়ো হতে থাকে। আবারও ২০১০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মেলার আয়োজন করে সেখানেও অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে পুরস্কার লাভ করি। ২০১১ সালে তো যুব পুরস্কার পেয়েছি। সারাদেশেই আমার প্রোডাক্ট হোলসেল দেওয়া শুরু করি। যেমন– বিডিআর ক্যাম্প, বিজিবি ক্যাম্প, আর্মি ক্যাম্প, পিলখানায় আমি এখনো প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। আমার ব্যবসা অনেক সুন্দর চলছিল। হঠাৎ করোনা এসে সব এলোমেলো করে দিয়েছে। এখনো মোটামুটি ব্যবসা চলছে, একদম যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তেমনটাও না। যুব উন্নয়ন

অধিদপ্তর থেকে আমি মোট পাঁচবার ঋণ নিয়েছি। তিনবার ঋণ সহায়তার নিয়ম, কিন্তু আমার কার্যক্রম ভালো তাই তারা পাঁচবার ঋণ দিয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

আপনি তো করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাহলে বর্তমানে কীভাবে আবার ব্যবসায় ফেরার চেষ্টা করছেন?

মকসেদা বেগম : করোনার সময় তো দোকানপাট কিচ্ছু খুলতে পারিনি। বর্তমানে টুকটাক নিজের পুঁজি দিয়েই ব্যবসা চলছে। আমার মেয়েরা কাজ করছে, এখনো হোলসেল দিচ্ছি। বিসিকের কিছু হেল্প পাই, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কিছু হেল্প পাই। আমি আবার নারী উদ্যোক্তা হিসেবে এইচ এ ডব্লিউ বি থেকে সারাদেশে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে পুরস্কার পেয়েছি। এছাড়াও অনুদান পেয়েছি যা গর্ভনর আতিউর রহমান স্যার দিয়েছেন। তারপর জয়িতা রংপুর বিভাগ থেকে প্রথম স্থান অর্জন করেছি।

বর্তমানে যদিও লসের মধ্যে আছেন তারপরও কীরকম ইনকাম হচ্ছে? ইনকাম না হলে তো টিকে থাকতে পারতেন না। মাসিক ইনকামের জায়গাটা কীরকম?

মকসেদা বেগম : আমার একজন তাঁতি আছে, তাকে কাপড় অর্ডার করি। তাঁতির সেই কাপড় দিয়েই আমি কাজ করি। আমি একটু ভিন্নধারার কাজ করি, তাই আমার কাজের ডিমান্ড একটু বেশি। বলা যায় খুব কষ্টে কাজ করছি। পুঁজির অভাবে আমেরিকার একটি অর্ডার পিছিয়ে যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মকসেদা বেগম : না, কোনো কাজের সাথে যুক্ত নেই।

প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মকসেদা বেগম : সেই সময় শুধু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই ঋণ সহায়তা নিয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

মকসেদা বেগম : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। আমার বিয়েও হয়েছে অল্প বয়সে যখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি তখন, আমার এক ছেলে আর এক মেয়ের জন্মের পর আমার স্বামী মারা গিয়েছেন। দিনাজপুর থেকে আমি কিছু তাঁতের কাজ করেছিলাম। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে আমার মনে হয়েছিল তাঁতের উপর কিছু একটি করব। আমার স্বামীও যখন মারা গেলেন তখন আমাকে তো কিছু করতেই হবে। আমার দুটি সন্তান তখন ছোটো ছোটো। শ্বশুরবাড়ির উপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মকর্মী হওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার বাবার বাড়ির আর্থিক অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। তারপরও নিজের তাগিদে সংসার বাঁচাতে কাজ করে যাই। কিছু পরিবার যুদ্ধ করে সংসার মেইনটেইন করে, আমি তাদের একজন। মূল কথা নিজের সংসার চালাতে হবে, সন্তানের দেখাশোনা করতে হবে এজন্যই আত্মকর্মী হয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার ব্যবসায় ইনকাম কীরকম ছিল?

মকসেদা বেগম : প্রথম দিকে মোটামুটি ছিল, তারপর প্রচুর ইনকাম হতো। পুরো ঠাকুরগাঁওয়ে আমাকে চিনেছে। যখন আমি ব্যবসা শুরু করি তখন ঠাকুরগাঁওয়ের সবাই চিনত 'অনন্যা হস্তশিল্প'। আমার বাসায় এসে সবাই প্রোডাক্ট নিয়ে গেছে এবং প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছি। ব্যবসা করেই মেয়েকে ইন্টার পাশ করিয়ে বিয়ে দিয়েছি। ছেলেকে ডিগ্রি পাশ করিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মকসেদা বেগম : স্থায়ী কর্মী আছে চারজন। একজন দর্জি, একজন প্রশিক্ষক, অফিস সহকারী এরকম চারজন। অস্থায়ী কর্মী সংখ্যা ১০০ জনের মতো আছে।

শুরুতে কতজন কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন?

মকসেদা বেগম : শুরুতে ২০ জন নিয়ে কাজ করি। পরবর্তী সময়ে ৩০০ জন কর্মীতে উন্নীত হয়। বর্তমানে ১০০ জন কাজ করছে।

আপনার বাসায় বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মকসেদা বেগম : হ্যাঁ, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে বা পরে পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মকসেদা বেগম : আমার ছেলে ডিগ্রি পাশ করার পরে হঠাৎ করে হার্টঅ্যাটাক করে। তারপর রংপুর হার্ট ফাউন্ডেশনে ভর্তি করি। সেখানকার ডাক্তারেরা ঢাকায় রেফার করে দেন আর বলেন হার্টে রিং পরাতে হবে। আমি তখন ছেলেকে ঢাকায় না নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যাই এবং এক মাস সেখানে অবস্থান করি। কেউ অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসাটাই দেওয়ার চেষ্টা করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম আছে আর উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কীরকম ছিল?

মকসেদা বেগম : আগে ইনকাম ছিল না, একটি মেশিন দিয়ে টুকটাক দর্জির কাজ করেছি। তখন এমন অবস্থা ছিল আমার ইনকাম দিয়ে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাব নাকি খাব? কষ্ট করেই চলতে হয়েছে। বর্তমানে তো ইনকাম করছি, খাচ্ছি এখন। তবে খুব যে ভালো খাচ্ছি এমনটাও না। রিজিকের মালিক তো মহান আল্লাহ্।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন? মানে আগে বাড়ি কীরকম ছিল আর বর্তমানে কতটুকু পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন?

মকসেদা বেগম : উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কাঁচা ঘর ছিল। ধীরে ধীরে আমি তিনটি রুম টিনের চালা করে পাকা করেছি। রুম তিনটি এখনো ফিনিশিং করতে পারিনি। করেছি মোটামুটি চলার মতো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মকসেদা বেগম : হ্যাঁ, অবশ্যই বেড়েছে। ঠাকুরগাঁও জেলার ভেতরে এতগুলো

পুরস্কার পেয়েছি সামাজিক মর্যাদা তো বাড়ারই কথা। অনেক মর্যাদা পেয়েছি, সম্মান পেয়েছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে বা পরে পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মকসেদা বেগম : আগে তো হয়রানির ঘটনা ছিলই যেহেতু স্বামী ছিল না সেহেতু। বর্তমানে ভালো।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

মকসেদা বেগম : হ্যাঁ, করি। কারো কিছু হলে আমি দৌড়ে যাই। বিপদআপদে মানুষের পাশে দাঁড়াই।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মকসেদা বেগম : হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি কিছু মেয়েদের ট্রেনিং দিয়ে থাকি, আমি চাই তারাও আমার মতো কাজ করুক। নতুন যারা উদ্যোক্তা হচ্ছে তারাও আমার মতো কাজ করে যাক।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মকসেদা বেগম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যদি আমাকে সহযোগিতা না করত তাহলে আমি আজ এত দূর আসতে পারতাম না। যুব উন্নয়ন আমাকে চোখ খুলে দিয়েছে এবং রাস্তা দেখিয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ছোটো ছোটো ট্রেনিংগুলো যখন আসে তখন তারা সেগুলো আমাকে দেন এবং আমি সেই ট্রেনিংগুলো দিয়ে থাকি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে আমার সুন্দর একটি সম্পর্ক আছে।

❐ [মকসেদা বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন ঠাকুরগাঁও জেলায়। গ্রাম : গোবিন্দ নগর, পোস্ট : ঠাকুরগাঁও রোড, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর। তিনি ২০০০/২০০২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : অনন্যা হস্তশিল্প। স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানদের মানুষ করতে এবং পরিবারের হাল ধরার জন্য তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মকসেদা বেগম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৪৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মরিয়ম আক্তার লতা : আমি ১৯৯৭ সালে ড্রেস মেকিং বা পোশাক তৈরির উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

পোশাক তৈরির উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন, অন্যান্য ট্রেনিংগুলো কেন নয়?

মরিয়ম আক্তার লতা : বাংলাদেশে সেসময় পোশাক ব্যতীত যুব উন্নয়নের আর কোনো কোর্স ছিল না। এটি ৬ মাসের একটি কোর্স ছিল। নারায়ণগঞ্জে যুব উন্নয়নের প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলাম এবং সারাদেশে নারীদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রথম উদ্যোক্তা। আমার সার্টিফিকেট নাম্বার-১।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মরিয়ম আক্তার লতা : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'সেফ ফাউন্ডেশন'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মরিয়ম আক্তার লতা : আমি ট্রেনিং গ্রহণের পরপরই ১৯৯৭ সালে এটি শুরু করি। তবে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ২০০৯ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কী রকম?

মরিয়ম আক্তার লতা : সারা বাংলাদেশেই আমার প্রতিষ্ঠানের কাজ চলছে। বর্তমানে আমি মাশরুম উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বিভিন্ন প্রোডাক্টে রূপান্তরের কাজ করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মরিয়ম আক্তার লতা : বর্তমানে আমার ২টি ফ্যাক্টরি এবং উত্তরাতে একটি নিজস্ব অফিস আছে। সব মিলিয়ে মাসে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ পরিশোধ করে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।

এ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মরিয়ম আক্তার লতা : জি, আছি। আমি প্রবাসী পল্লী গ্রুপের সিইও হিসেবে আছি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মরিয়ম আক্তার লতা : আমি প্রথমে যুব উন্নয়ন থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। তারপর আর আমাকে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা নিতে হয়নি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

মরিয়ম আক্তার লতা : ছোটোবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল আমি বিজনেস করব অথবা নিজে কিছু করব।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মরিয়ম আক্তার লতা : প্রথমে ৩৫০ টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে এখন আমি তিনটি ফ্যাক্টরি করেছি। আমার ইনকাম তখনও ভালো ছিল, এখনো ভালো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মরিয়ম আক্তার লতা : আমার এখানে ১৪ জন স্থায়ী এবং মার্কেটিং, ডেভেলপমেন্ট ও প্রোডাকশন মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মরিয়ম আক্তার লতা : শুরুতে আমি ৪০ জন কর্মী নিয়ে শুরু করেছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মরিয়ম আক্তার লতা : বিজনেসে তো লাভ-ক্ষতি থাকবেই। আমি বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, আবার সেগুলো কাটিয়েও উঠেছি।

এই ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

মরিয়ম আক্তার লতা : এখানে আমি আমার বিজনেস কৌশল অবলম্বন করেছি। আমি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিজনেস করি। যখন যেটা দরকার আমি সেটা ডেভেলপ করি।

আপনার বাসায় অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মরিয়ম আক্তার লতা : জি, আছে।

পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে আগে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন, আর এখন কেমন চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে পারছেন?

মরিয়ম আক্তার লতা : আগে যেরকম ছিল, এখনো সেরকমই আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মরিয়ম আক্তার লতা : আমি উদ্যোক্তা হওয়ার আগেও পুষ্টিকর খাবার খেতাম, আর বর্তমানেও আমি হেলদি ফুডকেই ডেভেলপ করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার কী কোনো ভূমিকা আছে?

মরিয়ম আক্তার লতা : উদ্যোক্তা হওয়ার আগে আমি বাবার বাড়িতে ছিলাম। এখন আমি আমার শ্বশুরবাড়ি উত্তরাতে থাকি। উত্তরাতে নিজেদের বাড়ি করার সময় আমি অর্থনৈতিকভাবে হেল্প করতে পেরেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মরিয়ম আক্তার লতা : আমার দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে ক্লাস টেনে এবং ছোটো মেয়ে ক্লাস এইটে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মরিয়ম আক্তার লতা : হ্যাঁ, আমি শুধু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নয়, এর পাশাপাশি কৃষি অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এসবের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মরিয়ম আক্তার লতা : না। আগেও আমার সামাজিক নিরাপত্তা ছিল, এখন নিরাপত্তা আরও বেড়েছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মরিয়ম আক্তার লতা : সারা বাংলাদেশে আমি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করি। আমি নারীদের ডেভেলপমেন্টের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে নারীদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা, ট্রেনিং এবং আবাসন নিয়ে কাজ করি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মরিয়ম আক্তার লতা : এখানে আমি বলতে চাই যে, অশিক্ষিত লোক দিয়ে ভালো কিছু অর্জন করা যায় না। তাকে শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষিত না হলে তিনি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বা কর্পোরেট কালচার ম্যানেজ করতে পারবেন না। এ বিষয়গুলোর অভাবে অনেকে উদ্যোক্তা হওয়ার পরেও ঝরে যায়। শিক্ষিত না হলে সে হয়তো ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতে পারবে কিন্তু উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য তার মধ্যে অবশ্যই সৃজনশীল মানসিকতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। আমি বেকারদের আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দেব, যাতে প্রতিটি ঘরে ঘরে উদ্যোক্তা তৈরি হয়। কেননা, আমি মনে করি একটি চাকরির মাধ্যমে শুধু একক ব্যাক্তির চাহিদা পূরণ হয়, কিন্তু একজন উদ্যোক্তার মাধ্যমে আরও পাঁচজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে আপনার উপলব্ধির জায়গা থেকে কিছু বলুন।

মরিয়ম আক্তার লতা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হলো আমার প্রাণের জায়গা। যুব উন্নয়ন না থাকলে আজকে আমি লতা হয়তো তৈরি হতাম না। হয়তো এখন যুব উন্নয়নের সাথে আমার কানেকশন কম, কিন্তু আমার জীবনের যত সাফল্য এবং অর্জন সব যুব উন্নয়নের বদৌলতে। যুব উন্নয়নের কারণেই আজকে আমার এই জায়গায় আসা।

❒ [মরিয়ম আক্তার লতা জন্মগ্রহণ করেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ১৩২/২, মোবারক শাহ রোড, বেপারিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ। তিনি ১৯৯৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : সেফ ফাউন্ডেশন। চাকরি না করে নিজে কিছু করার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মরিয়ম আক্তার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, মাদার তেরেসা পুরস্কার, ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৪৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে নিয়েছিলেন?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : আমি ১৯৯০ সালের দিকে পোশাক, গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগি পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম। ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিংগুলোও নিয়েছি।

প্রথম ট্রেনিং কোন বিষয়ের উপর নিয়েছিলেন?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : পোশাক তৈরির উপর প্রথম ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কী?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : কুটির ও হস্তশিল্প, ব্লক, বাটিক এসব নিয়ে কাজ করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : মাতৃকল্যাণ বহুমুখী প্রকল্প।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে কত সালে?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : প্রতিষ্ঠান ২০০৮ সালে সরকারিভাবে চালু হয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার কীভাবে ঘটল?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : মানুষকে ট্রেনিং করিয়েছি। গরিব যারা তাদের ফ্রি-তে কাজ শিখিয়েছি। যাদের অবস্থা একটু ভালো তাদের কারো থেকে পাঁচশো আবার কারো থেকে এক হাজার এরকম নিয়েছি। বিভিন্ন কাজ শিখেছিলাম, যেমন– ব্লক, বাটিক করলে তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা করে পেতাম। এগুলো লোকালভাবেই করেছি। এভাবেই প্রতিষ্ঠান বড়ো হয়েছে। সেলাই ট্রেনিং করিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা কীরকম বা আর্থিকভাবে কতটা স্বাবলম্বী হয়েছে আপনার প্রতিষ্ঠান?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : আমি আমার বাচ্চাদের পড়াশোনা শেখাতে পারছি, পরিবার চালাতে পারছি, তাই আমিও চেষ্টা করছি আমার আশেপাশের মানুষও যেন সেটা পারে। মোটামুটি স্বাবলম্বী হয়েছে আমার প্রতিষ্ঠান।

হস্তশিল্প, গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগি পালন এসব বাদে আর কোনো কাজের সাথে আপনি জড়িত আছেন?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : আমি ট্রেনিং করাই, সেখান থেকেও টাকা পেয়ে থাকি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : যুব উন্নয়ন থেকে একবার ঋণ নিয়েছিলাম ২৫ হাজার টাকা। সমাজসেবা থেকে অনুদান দিয়েছিল। সমাজসেবা থেকে যে অনুদান দেয়

সেগুলো বিভিন্ন দিবস পালন ও অসহায়দের খাবার আয়োজন করতেই খরচ হয়ে যায়।

আপনার কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : আমার সংসারে অভাব-অনটন দূর করার জন্য কাজ করতে চেয়েছি। আরেকটি কথা হলো, নিজে আত্মকর্মী হয়ে প্রদীপের মতো আলো চারদিকে ছড়িয়ে দিতে পারব। যে আলোয় অন্যরা আলোকিত হবে। অনেক নারী আছে যারা অবহেলিত, আমি ট্রেনিং করাতাম তখন তাদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছি। সাক্ষাৎকারে দেখা যেত ৯৯% নারীই পরিবারে সুখী না। তাই চেয়েছি তারা কাজ শিখুক, পরিবারে অবদান রাখুক। এই কাজ শেখার মাধ্যমে তো আল্লাহ্ একটু সুখ দিতেও পারে। এজন্যই আত্মকর্মী হওয়া।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে আয় কীরকম ছিল?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : প্রথম দিকে আয় একটু বেশি ছিল। করোনার পর থেকে একটু কম হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে মাস্ক, গ্লাভস, হ্যান্ড সেনিটাইজার, মাথার ক্যাপ ইত্যাদি বিতরণ করতাম। নিজের টাকা দিয়েই এসব করেছি। এসব করার ফলে আমার নিজেরই করোনা হয়েছিল। আমি নিজে করোনায় আক্রান্ত ছিলাম সেজন্য প্রতিষ্ঠানের একটু ক্ষতি হয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কতজন কর্মী ছিল আর বর্তমানে কতজন কর্মী আছে?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : বর্তমানে ৯ থেকে ১০ জনের মতো আছে। আগে অনেক বেশি ছিল। ৪০ থেকে ৫০ জনের মতো ছিল আগে। ২০০১ সালে আদমজী মিল বন্ধ হয়ে যায় তখন সেখানকার কর্মীদের আমি প্রশিক্ষণ দিয়ে একেকটা প্রদীপ করে ঘরে আলো জ্বালাতে সাহায্য করেছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য টেলিভিশন, কম্পিউটার, ট্যাব ইত্যাদি আছে?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : কম্পিউটার ছিল তবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। টিভি আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : আমার তিন ছেলে।

আপনার ছেলেমেয়েরা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : হ্যাঁ, বড়ো ছেলে মাস্টার্স শেষ করেছে। মেজো ছেলে বিবিএ শেষ করেনি আর ছোটো ছেলে চীনে পড়ার জন্য গিয়েছিল ওয়াং ইউনিভার্সিটিতে। করোনার সময় সে চলে আসছে, পরে আর যায়নি।

ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার আগে পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটা কীরকম ছিল আর বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে চিকিৎসা লাভের জায়গাটা কীরকম পরিবর্তিত হয়েছে?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : যতটুকু পেরেছি আগে দিয়েছি। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে চিকিৎসা লাভের জায়গাটা অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আপনার খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কীরকম থাকত আর স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কীরকম থাকছে?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : আগে দুই কেজি মাংস কিনে খেতেও অনেক কষ্ট হতো। বর্তমানে আল্লাহর রহমতে আগের তুলনায় অনেক ভালো খাচ্ছি।

আগে আপনার বাসস্থান কীরকম ছিল আর স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছেন?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : আগে টিনের ঘর ছিল। তারপর টিনের ঘর পাকা করে ভাড়া দিতাম। তারপর উপরে টিন দিয়ে একটি আধাপাকা ঘর করেছিলাম। বর্তমানে আল্লাহর রহমতে ফ্ল্যাট বাড়ি করেছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কতটুকু বেড়েছে বলে মনে করেন?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : আল্লাহর রহমতে সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি বেড়েছে। এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামনের কাতারেই থাকি।

পারিবারিক বা সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? কোনো হয়রানির শিকার হয়েছেন কি না?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : সামাজিক নিরাপত্তা ভালো।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ কীরকম করে থাকেন?

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : সব ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মরিয়ম সুলতানা নয়ন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর না থাকলে বেকারের সংখ্যা আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেত। আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছি। যদিও আমি টুকিটাকি কাজ করেছি কিন্তু এত মর্যাদাসম্পন্ন বা মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারতাম না। যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নেওয়ার ফলে আমার আত্মশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি নিজে অবহেলিত ছিলাম তাই কেউ যেন অবহেলিত না হয় সেজন্য আমি কাজ করছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

❐ [মরিয়ম সুলতানা নয়ন জন্মগ্রহণ করেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: সুমিল পাড়া, আদমজিনগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। তিনি ১৯90 সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: মাতৃকল্যাণ বহুমুখী প্রকল্প। দারিদ্র্যের যাঁতাকল থেকে নিজেকে এবং অন্যান্য নারীদের মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মরিয়ম সুলতানা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৪৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মমতাজ তিথী মমো : আমি ২০০০ সালে ফ্যাশন ডিজাইনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিংগুলো না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

মমতাজ তিথী মমো : আমি প্রথমে বনায়নের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম। কিন্তু জাতীয় পুরস্কারের জন্য ৬ মাসের একটি ট্রেনিং থাকতে হতো। সেজন্য আমি পরবর্তীকালে ফ্যাশন ডিজাইনের উপর ট্রেনিং নিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মমতাজ তিথী মমো : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'মম আর্ট প্যালেস'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মমতাজ তিথী মমো : ট্রেনিং নেওয়ার পরপরই আমি কাজ শুরু করেছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মমতাজ তিথী মমো : আমি একটি ফাউন্ডেশনের জন্য কাজ করছি। আমার যা ইনকাম বা ফান্ড আসে আমি সেগুলো ঢাকা শহরে একটি কমার্শিয়াল প্লটের পেছনে খরচ করেছি। এটির কাজ প্রায় শেষের দিকে।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মমতাজ তিথী মমো : জি, আমার মায়ের একটি প্রতিষ্ঠান আছে 'মারিয়াম বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' নামে। আমার নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমগুলো মূলত এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। এটি কিছুদিন বন্ধ ছিল। সামনে সবকিছুই আমার ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মমতাজ তিথী মমো : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আমি প্রথমে ঋণ সহায়তা পেয়েছি। পরবর্তীকালে আমি জনতা ব্যাংক থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

মমতাজ তিথী মমো : আমি ছোটোবেলা থেকে ভাবতাম যে, বড়ো হয়ে আমি ভিন্নধর্মী কিছু করব এবং মানুষের উপকার করব। আমার সবচেয়ে ভালো লাগার

কাজ হচ্ছে পোর্ট্রেট। আমি মানুষের প্রতিকৃতি ৪টি মাধ্যমে হুবহু আঁকতে পারি। আমি ট্র্যাডিশনালি সুতার কাজেও এটি করতে পারি। এ কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার পরে দেখেছি যে, এখানে কাজের ধরন পাল্টে যাচ্ছে। সবাই আমার কাজ পছন্দ করছে। তখন আমি উপলব্ধি করেছি যে, আমার পরিকল্পনামাফিক সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি করে আসছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মমতাজ তিথী মমো : আমি খুব ভালো আর্ট করতে পারি। ২০০২ সালে আমি একটি প্রতিকৃতি তৈরি করে প্রথম ৫০ হাজার টাকা ইনকাম করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মমতাজ তিথী মমো : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে প্রায় ৬৫ জন স্থায়ী কর্মী এবং তাদের তত্ত্বাবধানে আরও কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মমতাজ তিথী মমো : শুরুতে প্রায় ৮ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মমতাজ তিথী মমো : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে কেমন চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন আর স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কেমন চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মমতাজ তিথী মমো : আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো ছিল। স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কখনো অসুস্থ হলে উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারতাম, এখনো পারি। পিজিতে আমার পরিচিত ডাক্তার আছেন। যে-কোনো সমস্যা নিয়ে গেলে আমাকে সেখানে অনেক সম্মান করা হয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মমতাজ তিথী মমো : আমি পারিবারিক জীবনে খুবই খাদ্য সচেতন একজন মানুষ। আমি সব সময়ই মাছ-মাংসের থেকে ডাল জাতীয় খাবার এবং সবজি খাদ্য তালিকায় বেশি রাখি। কারণ ডাল জাতীয় খাবারগুলো প্রোটিনের ভালো উৎস এবং শরীরকে দীর্ঘমেয়াদে ভালো রাখে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আপনি ঢাকাতে কি নিজস্ব বাসায় থাকেন না কি ভাড়া বাসায়?

মমতাজ তিথী মমো : শুরু থেকে আমি আমার এক আত্মীয়ের বাসা ভাড়া নিয়ে কাজ করে আসছি। বর্তমানে আমার ফাউন্ডেশনের কাজ প্রায় শেষের দিকে। কাজ শেষ হলে এখানেই আমাদের বাসা এবং অফিস হবে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মমতাজ তিথী মমো : আমি এখনো এ লাইফ শুরু করিনি। আমার সবকিছু রেডি হয়ে আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মমতাজ তিথী মমো : হ্যাঁ, অবশ্যই বেড়েছে। কেউ যখন কোনো কাজ করে এবং জাতীয় পর্যায়ে সে কাজের স্বীকৃতি পায়, তখন সব জায়গায় তার সিদ্ধান্ত এবং কথার প্রায়োরিটি থাকে। আমার ফ্যামিলিতে সবাই, বিশেষ করে আমার বাবা আমাকে অনেক বেশি সম্মান করেন এবং গুণী মেয়ে বলেন।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মমতাজ তিথী মমো : প্রথমদিকে একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার সময় কেউ কেউ পেছনের দিকে টেনে ধরার চেষ্টা করেছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মমতাজ তিথী মমো : জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোতে আমাকে ডাকা হয়। নেদারল্যান্ডস, জর্ডান, ফিনল্যান্ডসহ দেশের বাইরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে পাঁচবার আমি দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছি। ইয়ুথদের ট্রেইন আপ করার জন্য আমাকে ডাকা হয়। এছাড়াও সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মমতাজ তিথী মমো : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ। যুব উন্নয়ন থেকে আমি যে সুযোগ-সুবিধা এবং ট্রেনিং পেয়েছি সেগুলো একজন ইয়ুথ হিসেবে জীবনে টার্গেটে পৌঁছানোর পথকে আমার জন্য কিছুটা সহজ করেছে, আমাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান এনে দিয়েছে। যুব উন্নয়নের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হয়। আমি অনুষ্ঠানগুলোতে এটেন্ড করি এবং প্রেজেন্টেশন দেই। এভাবে আমার কাজগুলো তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে একদম উচ্চ পর্যায়ের মানুষদের কাছে পরিচিতি লাভ করছে।

❐ [মমতাজ তিথী মমো জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: ৩৯৪/এ, খিলগাঁও, তিলপাড়া, ঢাকা। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মম আর্ট প্যালেস। ছোটোবেলা থেকে আর্টের প্রতি আগ্রহ এবং ভিন্নধর্মী কিছু করার মানসিকতা থেকে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মমতাজ তিথী সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।

সফল আত্মকর্মী-৪৬

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মাসুদ আলম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০১৪ সালে বেসিক কম্পিউটারের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কি? কত সালে যাত্রা শুরু হয়?

মাসুদ আলম : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিঃ (যুব)'। ২০১৩ সাল থেকে আমার প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মাসুদ আলম : আমার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমের মধ্যে–

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের ১৬ জেলায় চলমান আছে।

খ) The Building Youth Employability through Skills (BYETS) যা নেদারল্যান্ডভিত্তিক সরকারি প্রকল্প। বাংলাদেশে প্রকল্পটি পরিচালনা করছেন সুইস কন্টাক্ট। এই প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী ও নাটোর জেলার ৬৪০ জন যুবক ও যুবনারীর ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।

খ) NHRDF (National Human Resource Development Fund) এটি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রকল্প, যার আওতায় ১৯২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি NSDA (National Skill Development Authority) লেভেল-৩ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করানোর টার্গেট রয়েছে।

গ) দেশের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট– এই প্রকল্পের আওতায় ডিপ্লোমা শেস পার্টে সরাসরি দক্ষতা উন্নয়নমূলক কাজ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মাসুদ আলম : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ৫৬৫ জন এবং অস্থায়ী কর্মী দুই হাজারেরও বেশি।

অর্থনৈতিক জায়গা থেকে আপনার প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কতটুকু সামর্থ লাভে সক্ষম হয়েছে? এখন মাসিক ইনকাম কীরকম?

মাসুদ আলম : আমার প্রতিষ্ঠান ২০১৩ সাল থেকে যাত্রা করেছে এবং ২০১৬ সাল থেকে সম্পূর্ণরূপে কার্যক্রম চলমান আছে। সরকারি প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানের

পাশাপাশি আমি বেসরকারিভাবে স্বল্প খরচে হাজার হাজার প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ করিয়েছি। যা আয় হচ্ছে তা দিয়ে নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ মেটাতে সক্ষম হচ্ছি।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মাসুদ আলম : ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিঃ-এর পাশাপাশি আমি আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছি। সেগুলো থেকে যা ইনকাম হয় তা থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতা মেটাতে চেষ্টা করি।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মাসুদ আলম : আমি কোনো ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করিনি। ২০০৭ সালে শরীয়তপুরে এনআইডি প্রকল্পে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যোগদান করি। এটিই আমার জীবনের মোড় ঘুরানোর প্রথম পদক্ষেপ ছিল। এরপরে ঢাকায় এসে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হই। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে আমার আজকের এই অবস্থানে আসা।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মাসুদ আলম : যখন আমি ঢাকায় আসি, তখন ছোটো একটি কম্পিউটার কম্পোজের দোকানে কাজ করতাম। তখন থেকেই চিন্তা করতাম কীভাবে এর থেকে ভালো কিছু করা যায়; পরাধীন না হয়ে নিজেকে কীভাবে আত্মনির্ভরশীল করা যায়। পরিবারের বড়ো ছেলে হিসেবে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে আসায় চাকরি করার থেকে নিজে কিছু করার তাগিদ বেশি অনুভব করেছিলাম। সেখান থেকে বের হয়ে নিজেকে আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি।

প্রথম দিকে ব্যবসায় ইনকাম কীরকম ছিল?

মাসুদ আলম : প্রথমদিকে মাত্র ০৬ জন কর্মী নিয়ে আমার ফ্রিল্যান্সিং কার্যক্রম শুরু করি। দেশের বাহিরের ক্লায়েন্ট খুঁজে বের করা আমার জন্য দুষ্কর হয়েছিল। তবে কয়েকমাস কষ্ট করার পর যা ইনকাম হতে শুরু হয় তা আমার ও পরিবারের জন্য যথেষ্ট ছিল। যেহেতু আমি কাজ ছাড়া কিছুই বুঝতাম না, ধূমপান ও মাদক থেকে সবসময় দূরে থাকতাম সেহেতু যা ইনকাম হতো তা আমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন, স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার, ওয়াই-ফাই কানেকশন ইত্যাদি অবশ্যই আছে?

মাসুদ আলম : আধুনিক চাহিদা ও যুগের প্রয়োজনে টেলিভিশন, স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার, ওয়াই-ফাই কানেকশন আছে, তবে এদের ব্যবহার কাজ ছাড়া সীমিত।

পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে আগে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পেরেছেন আর বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মাসুদ আলম : স্বাবলম্বী হওয়ার পূর্বে বাবার আর্থিক সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা সেবা দেয়া হতো। বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা চলতো, যা

উন্নত চিকিৎসা ছিল না। এখন সাধ্যমতো দেশের মধ্যে উন্নত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করতে পারছি।

খাদ্য তালিকায় উদ্যোক্তা হওয়ার আগে মাস, মাংস, ডিম কীরকম ছিল আর বর্তমানে খাদ্য তালিকায় এগুলো কীরকম থাকছে?

মাসুদ আলম : উদ্যোক্তা হওয়ার আগে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস বা ডিম প্রতি সপ্তাহে ২/১ দিন ছিল। এখন অন্তত ব্যালান্স ডায়েট বা সুষম খাবার খাওয়া ও পরিবারের জন্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা করি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

মাসুদ আলম : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পৈতৃক বাড়ি ভেঙে নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মাসুদ আলম : আমার দুই জন মেয়ে। বড়ো মেয়ে নার্সারিতে পড়ছে এবং ছোটো মেয়ের বয়স ১.৫ বছর।

আপনি কি আপনার ভাই-বোনদের পড়ালেখায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা করেছেন?

মাসুদ আলম : নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে ভাই-বোনদের পড়াশোনার খরচ চালিয়েছি, পুরো পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

মাসুদ আলম : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে শুধু নিজেকেই পরিবর্তন করিনি, সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছি। মানুষের উপকারে আসে এমন সব কাজ আমি করে যাচ্ছি। এজন্য মানুষ আমাকে চেনে-জানে। সামজে একটা সম্মানের জায়গা পেয়েছি, যা আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করে।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যকলাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মাসুদ আলম : এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যকলাপে এলাকাবাসী আমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। কোথাও কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন পড়লে আমাকে ডাকে, আমি যাই, আমার ভালো লাগে। এতে আমি সম্মানিত বোধ করি।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মাসুদ আলম : মানুষের সাথে চলাফেরা করলে এবং মানুষের উপকারে আসতে পারলে নিজের ও নিজের পরিবারের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হয় না। চলার পথে মানুষের সামনে অনেক ঝঞ্ঝাট আসবে, এসব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আসতে পারলেই মানুষ সফল হয়। উদ্যোক্তা হওয়ার আগে বা পরে আমাকে কোনো হয়ারানির সম্মুখীন হতে হয়নি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মাসুদ আলম : আমি ব্যবসার পাশাপাশি আমার সাধ্যমতো সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছি। র‌্যালি, ওয়ার্কশপ, সেমিনার বা সিম্পোজিয়াম, বৃক্ষরোপণ অভিযান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদির উন্নয়নে কাজ করেছি এবং ভবিষ্যতে এ কাজ চলতে থাকবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মাসুদ আলম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ আমার জীবন পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করতে পেরেছি এবং সফল আত্মকর্মী হতে পেরেছি। আমি কখনো ভাবিনি যুবতে প্রশিক্ষণ নিয়ে সফল আত্মকর্মী হতে পারব এবং সেখানের প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্ব আমি পাব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুবদের বিভিন্ন রকম দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভর করার যে চেষ্টা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর করে যাচ্ছে, আমি আশাবাদী একদিন এই দেশের বেকার সমস্যা যেমন দূর হবে তেমনি রেমিট্যান্স যোদ্ধা হয়ে দেশের প্রবৃদ্ধিতে প্রথম সারিতে থাকবে এই যুবরা। আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, আমাকে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিয়ে আমাকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার জন্য। আমি আজীবন আমার জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে যাব।

❐ [মাসুদ আলম জন্মগ্রহণ করেছেন শরীয়তপুর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : খাজা আইটি পার্ক (দ্বিতীয় ও সপ্তম তলা), কল্যাণপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা। তিনি ২০১৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : 'ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিঃ (যুব)'। পরাধীন না হয়ে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মাসুদ আলম সফল আত্মকর্মী হিসেবে জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-৪৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথমে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

মাহমুদা বেগম : আমি ১৯৯৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সেলাইয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি অন্যান্য ট্রেনিংগুলো না নিয়ে সেলাইয়ের উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মাহমুদা বেগম : আমি নিজে ঘরে বসে কাজ করতে পারব তাই।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মাহমুদা বেগম : মনোস্বীতা বহুমুখী নারী কল্যাণ সংস্থা। প্রথমে এর নাম ছিল 'মনোস্বীতা ফ্যাশন'।

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করেছেন কেন?

মাহমুদা বেগম : পরবর্তীকালে আমি এটি একটি সংস্থায় রূপান্তর করেছিলাম। এখানে অনেকগুলো প্রজেক্ট চালু আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মাহমুদা বেগম : ২০০০ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত টাকা।

মাহমুদা বেগম : প্রতিমাসে প্রায় ২০ হাজার টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মাহমুদা বেগম : আগে ছিলাম, কিন্তু এখন নেই।

আপনি বিজনেস শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মাহমুদা বেগম : আমার প্রয়োজনের সময় ঋণ সহায়তা পাইনি। পরবর্তীকালে আর ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

বিজনেসের শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানের ইনকাম কত টাকা ছিল?

মাহমুদা বেগম : শুরুতে ইনকাম ভালো ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে?

মাহমুদা বেগম : এখানে প্রায় ২০ জন কর্মী কাজ করে। এছাড়া আমি 'শতরঞ্জি'র সাথে যুক্ত আছি, সেখানেও প্রায় ৩০ জন মানুষ কাজ করে।

বিজনেসের শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

মাহমুদা বেগম : শুরুতে প্রায় ৮০ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে কি?

মাহমুদা বেগম : জি, আছে।

আপনার পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা প্রদান করতে পারেন কি?

মাহমুদা বেগম : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকায় কোনো ধরনের পরিবর্তন এসেছে কি?

মাহমুদা বেগম : জি, এসেছে। আগে তো মন চাইলেও অনেক কিছু খেতে পারতাম না, এখন চাহিদা অনুযায়ী খেতে পারছি। খাদ্য তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাবারের পরিমাণ আগের তুলনায় বেড়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? সেখানে আপনার ভূমিকা আছে?

মাহমুদা বেগম : বাড়ি আগের মতোই আছে, তবে ডেকোরেশনে পরিবর্তন এসেছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মাহমুদা বেগম : আমার এক মেয়ে, এক ছেলে। ছেলে ১০ম শ্রেণিতে এবং মেয়ে ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মাহমুদা বেগম : হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের মিটিং বা সমাবেশে আমাকে ডাকে। আমি বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোভাইড করতে পারি। সবাই আমাকে মনে রাখে, শ্রদ্ধা করে।

এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা কার্যকলাপে আপনাকে এলাকাবাসী কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মাহমুদা বেগম : তারা আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। দেখা হলে সালাম দেয়।

আপনার পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জায়গা কেমন? স্বাবলম্বী হওয়ার আগে বা পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কি?

মাহমুদা বেগম : না।

আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন কি?

মাহমুদা বেগম : জি, আমি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে কাজ করি। দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজ করি।

আপনি কি মনে করেন সবার আত্মকর্মী হওয়া উচিত?

মাহমুদা বেগম : জি, অবশ্যই আমি মনে করি সবার আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। তবে হতাশ হওয়া যাবে না, লেগে থাকার মানসিকতা থাকতে হবে। বিজনেসে লাভ-লস থাকবেই। আত্মকর্মী হলে পরনির্ভরশীল হতে হয় না, নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেওয়া যায়। একজন মানুষ আত্মকর্মী হলে তার সাথে আরও ৫টি পরিবার ভালোভাবে চলতে পারে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাহমুদা বেগম : যুব উন্নয়ন সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সঠিকভাবে উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন করেছে। আমি যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং না নিতাম তাহলে আমি আজ এই অবস্থানে আসতে পারতাম না, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পেত না। আমার বিজনেসের প্রথম প্রচার-প্রচারণা যুব উন্নয়ন থেকেই হয়েছে। তারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

❐ [মাহমুদা বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন রংপুর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : বাসা # ১৮, রোড # ১, কেরানীপাড়া, রংপুর। তিনি ১৯৯৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মনোস্বীতা বহুমুখী নারী কল্যাণ সংস্থা। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি নারীদের উন্নয়ন করার লক্ষ্যে মাহমুদা বেগম আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৪৮

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে কোন ট্রেনিংটি নিয়েছিলেন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : ১৯৯০ সালে প্রথম মৎস্য ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে মৎস্য চাষের ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : মৎস্য নিয়েই আগে কাজ করেছি তাই মৎস্য ট্রেনিংই নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নামটা কী দিয়েছেন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : 'স্মরণ মৎস্য ডিসকাভার' নাম দিয়েছি। এছাড়াও 'ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ক্যাম্প' প্রোগ্রাম করি। মাছ চাষও আছে তবে আর্ট প্রোগ্রামে বেশি জোর দিয়েছি।

মৎস্য চাষের তুলনায় আর্টের দিকে বেশি জোর দেওয়ার কারণ কী?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : ছোটোবেলা থেকেই শখ ছিল। শখের কাজ বলতে পারেন।

'স্মরণ মৎস্য ডিসকাভার' কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত করি।

'ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ক্যাম্প' কত সালে প্রতিষ্ঠা করেন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : 'ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ক্যাম্প' ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেছি।

'স্মরণ মৎস্য ডিসকাভার' ১৯৯০ সাল থেকে এখন ২০২৪ সাল। দীর্ঘ ৩৪ বছরে আপনার অভিজ্ঞতা কী এবং কীভাবে বিস্তার ঘটালেন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : বিস্তার তেমন ঘটেনি। আগে যেমন ছিল সেরকমই আছে। তবে এ প্রতিষ্ঠানের উপরই আমার জীবিকা নির্ভর করে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠান 'স্মরণ মৎস্য ডিসকাভার' থেকে মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা ইনকাম হয়।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কিছুর সাথে জড়িত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : কৃষি জমি আছে। এ ছাড়া আর কিছু নেই।

ব্যবসার শুরুতে আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : শুধু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলাম।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : সবাই তো আত্মকর্মী হতে চায়।

প্রথম দিকে আপনার ব্যবসায় ইনকাম কীরকম ছিল?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : তবে প্রথম দিকে ভালোই ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : স্থায়ী কর্মী বর্তমানে দুইজন আছে। অস্থায়ী কর্মীর সেরকম ধরাবাঁধা সংখ্যা নেই তবে কখনো ১০ জন লাগে আবার কখনো ৫ জন।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : শুরুতে সম্ভবত ১০-১২ জন ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কি কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে? ক্ষতির মুখোমুখি হলে ব্যবসাকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরিয়েছেন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : বন্যায় দুইবার ভেসে গিয়েছে। তারপর নিজের প্রচেষ্টায় পরিশ্রম করে কাভার করেছি।

আপনার বাড়িতে অবশ্যই বিনোদন লাভের জন্য টেলিভিশন আছে?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : হ্যাঁ, আধুনিক প্রযুক্তি যা যা আছে তার সবগুলোই আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসা লাভের জায়গাটি কীরকম ছিল?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : আলহামদুলিল্লাহ কখনো সমস্যা হয়নি।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে এবং পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাবারে কোনো ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : আগেও যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : আমরা আমাদের বাবার তৈরি করা বাড়িতেই থাকি। সম্প্রতি ছেলেমেয়েরা একটি নতুন বাড়ি করেছে সেখানে আমি তাদের সহযোগিতা করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন এবং তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : আমার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। তারা সবাই পড়াশোনার সাথে যুক্ত।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কতটুকু বেড়েছে?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : কুষ্টিয়া শহরকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি।

এলাকার কোনো কার্যকলাপে মানুষ আপনাকে কীরকম মূল্যায়ন করে?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : আগের মতোই মূল্যায়ন করে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : খেলাধুলা থেকে শুরু করে সব ধরনের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : অবশ্যই ১০০% প্রয়োজন। যুব উন্নয়ন আছে বলেই যারা অল্প শিক্ষিত তারা কর্মের মুখ দেখতে পারছে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে একটা সুপথ দেখিয়েছে। আমি তো সেসময় সমাজের খারাপ কাজের মধ্যে যুক্ত হয়ে যেতে পারতাম।

❐ [মোঃ দেলোয়ার হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন কুষ্টিয়া জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : শহীদ ইয়াকুব সড়ক, আড়োয়াপাড়া, কুষ্টিয়া। তিনি ১৯90 সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : স্মরণ মৎস্য ডিসকাভার। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রমাণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। দেলোয়ার হোসেন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৪৯

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো. উজ্জ্বল কাজী : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'মেসার্স উজ্জ্বল কাজী'।

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : আমি মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

মৎস্য চাষের উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : আমি আগে থেকেই মাছের ব্যবসা করতাম। আমার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য এবং ভালোভাবে চাষ করতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

মো. উজ্জ্বল কাজী : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে মাছ চাষের উপর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মো. উজ্জ্বল কাজী : ২০১৭ সালে।

২০১৭ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে ধীরে ধীরে কীভাবে আপনার ব্যবসার বিস্তার ঘটিয়েছেন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : মাছ চাষ করে আস্তে আস্তে বিস্তার ঘটেছে। মাছ চাষের পাশাপাশি আমার মালটার বাগান ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে?

মো. উজ্জ্বল কাজী : আমার প্রতিষ্ঠান অনেক উন্নত হয়েছে। বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠান ভালো অবস্থানে আছে।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মো. উজ্জ্বল কাজী : জি, আমার গাড়ির ব্যবসা আছে। এছাড়াও বরেন্দ্র প্রকল্পের কন্ট্রাক্টরি করি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : প্রথমে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। পরবর্তীকালে সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : জি, অবশ্যই। আমাদের এলাকায় রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, যুবকদের খেলাধুলার সামগ্রী কিনে দেওয়াসহ গ্রামের অসহায়-দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : দীর্ঘদিন পড়াশোনা করার পর প্রায় দুবছর আমি চাকরিও করেছিলাম। ছোটো থেকেই আমার ব্যবসার প্রতি ঝোঁক ছিল। একসময় মনে হলো যে আমি আর চাকরি করব না, ব্যবসা করব। এভাবেই আমার আত্মকর্মী হওয়া।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মো. উজ্জ্বল কাজী : তখন আমি স্বল্প পরিসরে শুরু করেছিলাম। সেসময় আমার মাসিক আয় ছিল প্রায় ১০-৩০ হাজার টাকা।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : সব মিলিয়ে আমার এখানে ১০ জন স্থায়ী এবং চুক্তিভিত্তিক ২ জন অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো. উজ্জ্বল কাজী : শুরুতে আমি একাই কাজ করতাম। তারপর ধীরে ধীরে আরও কর্মী নিয়োগ দিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মো. উজ্জ্বল কাজী : হ্যাঁ, পুকুরে গ্যাস বেড়ে গিয়ে একবারেই আমার প্রায় ৬ লাখ টাকার মাছ মারা যায়। তখন আমার প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

পারিবারিকভাবে কোন কোন জায়গায় আপনি উন্নতি করতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : আমি নিজে বাড়ি করেছি। একটি হার্ডওয়্যারের দোকান আছে আমার, ছোটো ভাইকে মাছের আড়ত করে দিয়েছি।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মো. উজ্জ্বল কাজী : জি, আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো. উজ্জ্বল কাজী : আমার দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড়ো মেয়ে ৫ম শ্রেণিতে ও ছেলে ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। আরেক মেয়ে ছোটো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা কতটা সহজতর হয়েছে?

মো. উজ্জ্বল কাজী : আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তবে আগেও চিকিৎসা সেবা গ্রহণে অসুবিধা হতো না।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : আগের মতোই আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মো. উজ্জ্বল কাজী : আগে আমাদের মাটির বাড়ি ছিল, বর্তমানে আমি পাকা দালান করেছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মো. উজ্জ্বল কাজী : হ্যাঁ, অবশ্যই বেড়েছে। এখন এলাকার সবার সাথে মেলামেশা করা হয়, ছাত্রজীবনে তাদের সাথে তেমন চলাফেরা ছিল না।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো. উজ্জ্বল কাজী : নিজ এলাকার অনুষ্ঠানে তারা আমাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। তবে আমি এলাকার বাইরের অনুষ্ঠানে খুব কম যোগ দিই। আমি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মো. উজ্জ্বল কাজী : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো. উজ্জ্বল কাজী : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। যুব উন্নয়নের সহায়তায় আমি আজ এখানে আসতে পেরেছি। সব বিষয়ে আমি তাদের সাহায্য পেয়েছি।

❒ [মো. উজ্জ্বল কাজী জন্মগ্রহণ করেছেন রাজশাহী জেলায়। গ্রাম : বালানগর, পোস্ট : খড়খড়ি, উপজেলা : পবা। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০০৬/২০07 সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স উজ্জ্বল কাজী। ব্যবসার প্রতি ঝোঁক থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। উজ্জ্বল কাজী সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৫০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন

মো: লোকমান শেখ : ২০০০ সালে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

ট্রেনিং গ্রহণ করার পরে আপনার প্রতিষ্ঠানের কী নামকরণ করেছিলেন?

মো: লোকমান শেখ : রহমান পোল্ট্রি ফার্ম। তবে ফার্ম এখন বন্ধ আছে। গবাদি পশু পালন করছি সেটার নাম 'আসমা ডেইরি ফার্ম'।

'আসমা ডেইরি ফার্ম' কত সালে শুরু করেন?

মো: লোকমান শেখ : ২০১৯ সালের দিকে চালু করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মো: লোকমান শেখ : গবাদি পশু আছে। ডেইরি ফার্মের কার্যক্রম চালাচ্ছি। পাশাপাশি সিঙ্গাপুর ট্রেনিং সেন্টার আছে। দুই আড়াই মাস ট্রেনিং করিয়ে সিঙ্গাপুরে মানুষ পাঠাই। আমাদের বাসাটা স্মৃতিসৌধের পেছনে। শিল্প এলাকা হওয়ায় গার্মেন্টস ভাড়া দিব, সেজন্য পোল্ট্রি বন্ধ আছে।

বর্তমানে আপনার ডেইরি ফার্ম থেকে মাসিক বা বাৎসরিক কীরকম ইনকাম হয়?

মো: লোকমান শেখ : মাসিক ইনকাম ৬০-৭০ হাজার টাকা।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: লোকমান শেখ : প্রথমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা নিয়েছিলাম। পরের বছর গণস্বাস্থ্য থেকে নিয়েছি। সাভার কৃষি ব্যাংক থেকেও ঋণ নিয়েছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মো: লোকমান শেখ : বিভিন্ন কারণ ছিল। আমার লেখাপড়ার মান এত হাই কোয়ালিটিও ছিল না যে, বড়ো কিছু একটি করতে পারব। তাই ব্যবসাই ভালো পথ ছিল। আমি সহজেই ঋণ সহায়তা পাব এমনও ছিল। আমার আগে যারা যুব পুরস্কার পেয়েছে তাদের বক্তব্য শুনেছি এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি। তারা বলেছে চাকরিই সব কিছু না, চাকরি ছাড়াও ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব, তাই এই লাইনে আসছি।

আপনি যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন আপনার প্রতিষ্ঠানে আয় কেমন ছিল?

মো: লোকমান শেখ : প্রথম তো ৪০/৫০ হাজার টাকা ইনকাম হয়েছে। ব্রয়লার

মুরগি দিয়ে আমি ব্যবসা শুরু করি। পরবর্তীকালে দুই লাখ, আড়াই লাখ টাকা মাসে ইনকাম করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী আছে?

মো: লোকমান শেখ : ডেইরি ফার্মে দুজন লেবার কাজ করছে। অস্থায়ী আরও দুইজন কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: লোকমান শেখ : শুরুতে অনেক বেশি ছিল। সব মিলিয়ে ২০ জনের মতো কাজ করেছে।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য বাড়িতে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মো: লোকমান শেখ : হ্যাঁ, এরকম সবই আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন? আর স্বাবলম্বী হওয়ার আগে চিকিৎসা সেবাটা কীরকম ছিল?

মো: লোকমান শেখ : আল্লাহ সব সময়ই ভালো রেখেছেন। আগে ও পরে সব সময়ই সেবা দিতে পেরেছি। চিকিৎসা সেবা নিয়ে আমাকে তেমন ভাবতে হয়নি।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থাকছে?।

মো: লোকমান শেখ : অবশ্যই আগের তুলনায় বেশি। কেননা, মাছ, মাংস, ডিম এসব নিয়েই তো আমার কাজ। এই সেক্টরে যেহেতু কাজ করছি সেহেতু অবশ্যই খাদ্য তালিকায় এগুলো বাড়বে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

মো: লোকমান শেখ : হ্যাঁ, পরিবর্তন করেছি। একটি সময় মাটির ঘর ছিল। বর্তমানে বিল্ডিং করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: লোকমান শেখ : দুই ছেলে এক মেয়ে। বড়ো ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছে। মেয়ে ক্লাস টেনে পড়ে। ছোটো ছেলে ফাইভে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মো: লোকমান শেখ : অবশ্যই বেড়েছে। সব জায়গাতেই মর্যাদা বেড়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মো: লোকমান শেখ : না, তেমন কোনো হয়রানির শিকার হইনি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

মো: লোকমান শেখ : হ্যাঁ, করি। বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাবের বিভিন্ন পদে যুক্ত আছি। পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই এসব বেড়েছে।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী, তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: লোকমান শেখ : হ্যাঁ, অবশ্যই আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন এবং আমি তাদের আত্মকর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ দেই। আমার দেখাদেখি অনেক খামারি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা ক্লাবে আমি আত্মকর্মী তৈরির জন্য বিভিন্ন সময় বক্তৃতা দিয়ে থাকি। আমার কারণে অনেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। অনেকে মোবাইল ট্রেনিং নিয়েছে ১৫/৩০ দিনের। আমি চাই দেশের বেকারত্ব দূর হোক। সবাই কিছু না কিছু করুক।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মো: লোকমান শেখ : যুব উন্নয়নের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। যুব উন্নয়নের মাধ্যমেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং আশেপাশের বন্ধুবান্ধবদের উদ্বুদ্ধ করেছি। আমি অনেক সম্মান পেয়েছি যার পেছনে যুব উন্নয়নের অসীম ভূমিকা। বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি এবং জাতীয় পর্যায়ের একটি পুরস্কার পেয়েছি। এ সবই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণে।

❒ [মো: লোকমান শেখ জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলায়। গ্রাম : চারিগ্রাম, পোস্ট : মির্জানগর, উপজেলা : সাভার। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : আসমা ডেইরি ফার্ম। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রমাণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। লোকমান শেখ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও জেলাভিত্তিক পুরস্কার পেয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-৫১

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: জাকারিয়া চৌধুরী : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় ব্যাচে ১৯৮২ সালে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের উপরেই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: জাকারিয়া চৌধুরী : সে সময় আমরা দুই ভাই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু আছে সে বর্তমানে স্বনামধন্য ডাক্তার। তার বাবা ছিলেন পুলিশ অফিসার। পুলিশ অফিসার থাকার পরেও তিনি একটি খামার করেছিলেন। আমার সেই বন্ধু আমাকে একদিন বলল, "বন্ধু চল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আমরা এই প্রশিক্ষণটা গ্রহণ করি। আমার বাবাও যেহেতু খামার করেছে আর তোরও হাঁস-মুরগি পালনের শখ।" জেনে শুনে কিছু করা যাবে তাই সেটা ভেবেই প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

ট্রেনিং গ্রহণ করার পরে আপনার খামারের নামকরণ করেছিলেন?

মো: জাকারিয়া চৌধুরী : মুরগির খামার ছিল 'পলিফেন পোল্ট্রি ফার্ম' নামে যা ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করি। ডেইরি ফার্মের নাম ছিল 'সিলেট ডেইরি'। বর্তমানে সিলেট ডেইরি এন্ড এগ্রো ফিশারিজ' নামে রান করছে, এটি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছি।

আপনার প্রথম প্রতিষ্ঠান 'পলিফেন পোল্ট্রি ফার্ম' কত সাল পর্যন্ত চালু ছিল এবং তার কী কী কার্যক্রম হয়েছে? দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ এটির কী কী কার্যক্রম চলছে? একটু বলবেন...

মো: জাকারিয়া চৌধুরী : প্রথম দিকে পোল্ট্রি ফার্ম ছিল আর ১৪ বিঘা জমির উপরে ফলের বাগান ছিল। পোল্ট্রি ফার্মে ১০ হাজার মুরগি ছিল। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ফিশারিজ, এটি কয়েকজন মিলে করেছিলাম। এটি ৬৫ বিঘা জমির উপরে গোলাপগঞ্জ থানার ফুলবাড়ি ইউনিয়নে করেছি। ১৮ একর জমিতে মাছের খামার ও গরুর খামার স্থাপন করেছি। বর্তমানে গরু বন্ধ আছে, মাছ চাষ চালু আছে।

বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

মো: জাকারিয়া চৌধুরী : বাৎসরিক ১৫-২০ লাখ টাকার মতো হচ্ছে।

এর বাইরে অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মো: জাকারিয়া চৌধুরী : না, আমি ফিশারিজ নিয়েই আছি।

ব্যবসা যখন শুরু করলেন ১৯৮৫ সালে। তখন কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : আমরা রূপালী ব্যাংক থেকে ৬ লক্ষ টাকা প্রথমে ঋণ পেয়েছিলাম। জনতা ব্যাংক থেকেও ৪ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছিলাম।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : স্বাধীন, সচ্ছল ও বেশি টাকা ইনকাম করা যায় বলেই আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

আপনি যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন কেমন আয় ছিল?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : প্রথমে তো কমই ছিল। ইনভেস্টও কম ছিল। সব মিলিয়ে ইনভেস্ট ছিল তিন-চার লক্ষ টাকা। আর আয় ছিল কখনো ৭-৮ হাজার, কখনো ১০-১২ হাজার টাকা ইনকাম হয়েছে।

বর্তমানে আপনার খামারে কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী আছে?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : বর্তমানে ফিশারিজে ১২ জন কর্মী আছে। অস্থায়ীভাবে তো অনেক লোক লাগে। যখন মাছ বেচাকেনা শুরু করি তখন ১৫/১৬ জন প্রয়োজন হয়। খণ্ডকালীন শ্রমিক ১২-১৩ জন, তারাও ২-৩ মাস কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : শুরুতে চারজন কাজ করেছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। মুরগি অসুস্থ হয়ে সাত হাজার মুরগি মারা গেছে।

এই ক্ষতি কাটিয়ে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছেন?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : আবার বিনিয়োগ করতে হয়েছে। আবার কেমিক্যাল ব্যবহার করে বন্ধুবান্ধব তারপর পরিবার থেকে টাকা ধারদেনা করেছি। প্রয়োজনে জমি বিক্রি করে হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য বাড়িতে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : হ্যাঁ, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন? আর স্বাবলম্বী হওয়ার আগে চিকিৎসা সেবাটা কীরকম ছিল?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : আমাদের পরিবার আসলে গভর্নমেন্ট চাকরিজীবীর পরিবার। আমার বাবা এগুলো দেখেছেন সেসময়। আমি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত বাবার টাকায় লেখাপড়া করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের টাকায় পড়েছি। আমার ব্যবসার টাকা দিয়েই আমি পড়েছি তারপর ছোটো বোন আছে তাদেরও দিয়েছি। আমরা চার ভাই, চার বোন ব্যবসায় সবাই সহযোগিতা করেছি। বোনদের বিয়ে দিয়েছে কিছু এই ব্যবসা থেকে নিয়েও। আমাদের যখন তিনটি ব্যবসা চালু ছিল

তখন ইনকাম তো অনেক বেড়ে যায়। বর্তমানেও তো সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে অসুবিধা হচ্ছে না।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থাকছে?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন থাকে সেরকমই ছিল। জমাজমি ছিল, বাবা সরকারি চাকরি করেছে, তাই আমরা মোটামুটি স্বাবলম্বী ছিলাম। আমরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করি, স্বাবলম্বী হই, আত্মকর্মী হই তখন আমাদের সচ্ছলতা বেড়ে যায়। গাড়ি বাড়ি করতে থাকি। বর্তমানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আছি আলহামদুলিল্লাহ।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : আগে যেমন ছিল সেটাকে শুধু ভেঙে একটু নিজের মতো করে নিয়েছি। নিজে ঘর করেছি এবং ৩১ বিঘা জমির উপরে চার ভাই একত্র থাকছি। টিন শেড বাংলো টাইপের বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : আমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সাইন্সে পড়ছে। ছোটো মেয়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ করছে। বড়ো ছেলে ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। আর ছোটো ছেলে ক্লাস থ্রিতে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : সবাই স্বাবলম্বী হিসেবে ভালো মূল্যায়ন করে।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : মুরগির চিকিৎসা সেবার জন্য ডাক্তার ডাকা হলে তারা আসেনি। সঠিক চিকিৎসা পেতাম না, মুরগির খাদ্যও পেতাম না। আমি যখন ফার্ম করি তখন ফিড পাওয়া যায়নি। খাবার একটি বিড়ম্বনার নাম ছিল, তা ছাড়াও মুরগি বিক্রি করতে পারিনি। সিলেট শহরে মুরগি বিক্রির সেন্টার করেছি যা দেখে মানুষ হাসাহাসি করেছে। ১৯৮৭/৮৮ সালে মুরগি ও ডিম বিক্রির জন্য ‘কঠিন হাউজ’ নামে একটি দোকান করেছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বর্তমান যে পরিস্থিতি তাই এদের আরও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা দরকার। যুব উন্নয়নে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এগুলো খুব ভালো হচ্ছে। কিন্তু ঋণ সহায়তার পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। যারা ভালো উদ্যোক্তা তাদের আরও বেশি ঋণ সহায়তা দিতে হবে। প্রশিক্ষণের

সিলেবাসটা আরেকটু মডার্নাইজ করা প্রয়োজন। অনেকে পণ্য বাজারজাত করতে গিয়ে নানান ভোগান্তিতে পড়ে, এটিও দেখা উচিত। আমি চাই যুব উন্নয়নের কর্ম পরিধি আরেকটু বাড়ুক। আমরা যখন প্রশিক্ষণ নিয়েছি তখন মনে হয়েছে যাত্রা শুরু হয়েছে ABC পর্যায়ে। সর্বোপরি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার শেষ করার মতো নয়। আমি যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ না পেতাম তাহলে খামারের দিকে এগোতে পারতাম না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে খামার করতে হয়, ম্যানেজমেন্ট করতে হয় সেগুলো শিখেছি। যুব উন্নয়নের প্রতি আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ।

❒ [মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছেন সিলেট জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ১০৬, দিশারী, হাওয়াপাড়া, সিলেট। তিনি ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। বর্তমানে তার ফার্মের নাম : সিলেট ডেইরি এন্ড এগ্রো ফিশারিজ। চাকরি ছাড়াও যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। জাকারিয়া চৌধুরী সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, রাষ্ট্রপতি কৃষি উন্নয়ন পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার।]

সফল আত্মকর্মী-৫২

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন বিষয়ের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ গোলাম মোক্তাদির : আমি যুব উন্নয়ন থেকে ১৯৯৯ সালে মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে মৎস্য চাষের উপরেই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ গোলাম মোক্তাদির : আমার সব ভাইয়েরাই মৎস্য চাষ করে। আমরা সবাই ফিশারিজ।

ট্রেনিং শেষ করে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই একটি নাম দিয়েছিলেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ গোলাম মোক্তাদির : বর্তমানে আমার খামারের নাম 'গ্রেট বেঙ্গল ফিশ হ্যাচারি'।

'গ্রেট বেঙ্গল ফিশ হ্যাচারি' কত সালে প্রতিষ্ঠা করেন?

মোঃ গোলাম মোক্তাদির : 'গ্রেট বেঙ্গল ফিশ হ্যাচারি'র বয়স আট নয় বছর হয়েছে। এর আগে আমাদের খামারের নাম ছিল 'শাহবাজপুর মৎস্য খামার' আগে আমরা একান্নবর্তী পরিবারে ছিলাম। বর্তমানে ভাইয়েরা সবাই আলাদা হয়েছি। তাই একক খামার করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কী কী কার্যক্রম হচ্ছে?

মোঃ গোলাম মোক্তাদির : বর্তমানে তেলাপিয়া মাছের কালচার হচ্ছে, রেণু করা হচ্ছে। ফিশারিজ এন্ড হ্যাচারির কার্যক্রমগুলোই হচ্ছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কীরকম স্বাবলম্বী হয়েছে? মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

মোঃ গোলাম মোক্তাদির : যে পরিস্থিতি চলছে, ফিডের দাম বৃদ্ধি। তাই নানান গোলযোগের মধ্য দিয়ে দিন কাটছে। তবুও মাসে এক দেড় লক্ষ টাকা ইনকাম হয়।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ গোলাম মোক্তাদির : না, এরকম কিছু করছি না।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মো: গোলাম মোক্তাদির : কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করিনি। আমার ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধবদের থেকে ধারদেনা নিয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

মো: গোলাম মোক্তাদির : আমি ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলাম আর ট্রেনিংয়ের উপর ভিত্তি করে আমি সাহস পেয়েছি নিজস্ব একটি হ্যাচারি করার। নিজের ভেতরে একটি আত্মবিশ্বাস ছিল আমি অবশ্যই আত্মকর্মী হতে পারব।

প্রথম দিকে আপনার প্রতিষ্ঠানে ইনকাম কীরকম ছিল?

মো: গোলাম মোক্তাদির : প্রথম দিকে ২০-৩০ হাজার টাকার মতো ইনকাম হয়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে?

মো: গোলাম মোক্তাদির : বর্তমানে স্থায়ী কর্মী ৪/৫ জন আছে। অস্থায়ী ৫/৭ জন এমন। যখন যেমন প্রয়োজন হয়।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: গোলাম মোক্তাদির : শুরুতে পাঁচজন রেগুলার কর্মী ছিল। আগে প্রায় সময়ই ১০/১৫ জন লেগেছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মো: গোলাম মোক্তাদির : হ্যাঁ, হয়েছে। প্রতিবছরই কম বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হই। বেশি ক্ষতি হয়েছিল করোনার সময়। প্রতিষ্ঠান করোনা'র কারণে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেই ক্ষতির মুখ থেকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরেছেন?

মো: গোলাম মোক্তাদির : পরে আবার ঋণ নিয়েছি। মাছ ছিল সেগুলো দিয়ে রিকোভার করেছি। এভাবেই স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরেছি।

আপনার বাড়িতে বিনোদনের জন্য স্মার্টফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি তো অবশ্যই আছে?

মো: গোলাম মোক্তাদির : স্মার্ট ফোন আছে, টেলিভিশন নেই। ফ্রিজ আছে।

আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পেরেছেন? যদি একটু তুলনামূলক বলেন...

মো: গোলাম মোক্তাদির : এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি। স্বাবলম্বী হওয়ার আগে টানা হ্যাঁচড়ার মধ্যে ছিলাম। আগের তুলনায় বর্তমানে ভালো চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থেকেছে? যদি তুলনামূলক বলেন।

মো: গোলাম মোক্তাদির : স্বাভাবিক খাবারই খাচ্ছি। তবে আগের তুলনায় বর্তমানে অবশ্যই উন্নত খাবার খাচ্ছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কী কী পরিবর্তন এনেছেন?

মো: গোলাম মোক্তাদির : আগে টিন শেড বাড়ি ছিল। এখন পাকা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: গোলাম মোক্তাদির : আমার দুই ছেলে। বড়ো ছেলের বয়স ১১ বছর। সে মাদ্রাসায় হেফজ্ বিভাগে পড়ছে। ছোটো ছেলের বয়স দুই বছর।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে? এলাকায় বিভিন্ন কার্যকলাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: গোলাম মোক্তাদির : অবশ্যই সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। সবাই মূল্যায়ন করে। যে কাজগুলো ভালো সেগুলো করার চেষ্টা করি।

পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মো: গোলাম মোক্তাদির : হয়রানি মাঝেমধ্যে হতেই হয় যেহেতু ব্যবসা করি। অনেক সময় অনেক রিস্কে থাকতে হয়। যেমন– হ্যাচারিতে বিষ দেয়, মাছ চুরি হয়। এরকম প্রতিনিয়ত হচ্ছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মো: গোলাম মোক্তাদির : বাল্যবিবাহ রোধে কাজ করি। সমাজের দরিদ্র মানুষের বিবাহে নানান আর্থিক সহায়তা করি। মাদকবিরোধী আন্দোলনের জন্য মানবাধিকার সংগঠন থেকে আমি পুরস্কারও পেয়েছি। আমার একটি সংগঠন ছিল। খেলাধুলা থেকে শুরু করে সকল কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করি।

যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী তাদের কী আপনি আত্মকর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিবেন?

মো: গোলাম মোক্তাদির : অবশ্যই আত্মকর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিব। আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে এখনো মাঝেমধ্যে ক্লাস নিয়ে থাকি। বিভিন্ন সংগঠনে যখন মৎস্য ট্রেনিং হয় তখন সেখানেও আমি বলি মানুষকে আত্মকর্মী হওয়ার জন্য। বর্তমানে চাকরি সোনার হরিণের মতোই। তাই সবাই চাকরির পেছনে না ছুটে আত্মকর্মী হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মোঃ গোলাম মোক্তাদির : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কেননা যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সফল আত্মকর্মী হতে পেরেছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যদি ট্রেনিং গ্রহণ না করতাম তাহলে কিন্তু আজকের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সফল আত্মকর্মী হতে পেতাম না। আমি অবশ্যই যতদিন বেঁচে থাকব যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব। যুব উন্নয়নের হাত ধরেই আমি আজ সফল হয়েছি।

❒ [মোঃ গোলাম মোক্তাদির জন্মগ্রহণ করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। গ্রাম : শাহবাজপুর, পোস্ট : শাহবাজপুর, উপজেলা : সড়াইল। তিনি ১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : গ্রেড বেঙ্গল ফিশ হ্যাচারি। নিজের উপর বিশ্বাস এবং পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকলে যে সফল হওয়া সম্ভব তা প্রমাণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। গোলাম মোক্তাদির সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, বেস্ট পারফরম্যান্স এওয়ার্ড-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার।]

সফল আত্মকর্মী-৫৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ হাসানুজ্জামান : আমি ২০০৬ সালে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিংগুলো না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

মোঃ হাসানুজ্জামান : পুকুরে মাছ চাষ এবং পোল্ট্রির প্রতি আগ্রহের জায়গা থেকে আমি এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ হাসানুজ্জামান : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'মেসার্স ইসলামিয়া পোল্ট্রি এন্ড ফিশারি'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ হাসানুজ্জামান : ২০০৫ সালে।

২০০৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার কীভাবে ঘটিয়েছেন?

মোঃ হাসানুজ্জামান : প্রথমে আমি ১ হাজার লেয়ার নিয়ে শুরু করি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হই। তারপর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আবার লেয়ারের বাচ্চা পালন শুরু করি এবং লাভবান হই। সেই লাভের টাকা দিয়ে আমি আরও বাচ্চা কিনি এবং লালন করি। এভাবে ধীরে ধীরে আমার ব্যবসা বড়ো হয়েছে। বর্তমানে আমার ফার্মে প্রায় ৮ হাজার লেয়ার আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ হাসানুজ্জামান : লেয়ার মুরগির পাশাপাশি আমার ২২টি মাছের পুকুর আছে। সব মিলিয়ে প্রতি মাসে আমার প্রায় ৪ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মোঃ হাসানুজ্জামান : জি, আমি কন্ট্রাকটরি করি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ হাসানুজ্জামান : আমি যুব উন্নয়ন থেকে পরপর তিন বার ঋণ নিয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

মো: হাসানুজ্জামান : মুরগির ফার্ম আর মাছের ব্যবসা করলে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা এখানে আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব এবং হালালভাবে জীবন-যাপন করতে পারব। নিজের পাশাপাশি আরও কিছু মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারব।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মো: হাসানুজ্জামান : প্রথমে আমি খুব বেশি সুবিধা করতে পারিনি। ট্রেনিং নেওয়ার আগে আমার ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা কম ছিল। আমার বিজনেসে ক্ষতি হয়েছিল। ট্রেনিং নেওয়ার পর থেকে সঠিকভাবে ফার্ম পরিচালনা করে আস্তে আস্তে ইনকাম বেড়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মো: হাসানুজ্জামান : সব মিলিয়ে আমার এখানে ২৬ জন স্থায়ী এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকজন জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: হাসানুজ্জামান : শুরুতে ১ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মো: হাসানুজ্জামান : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মো: হাসানুজ্জামান : স্বাবলম্বী হওয়ার আগে নরসিংদীতে চিকিৎসা নিতাম। আর এখন কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে ঢাকা নিয়ে যাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মো: হাসানুজ্জামান : আগে আমার অবস্থা অতটা ভালো ছিল না। যেভাবে চলতে চেয়েছি, সেভাবে চলতে পারিনি। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে এখন যখন যেটা প্রয়োজন সেটা করতে পারি এবং খেতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মো: হাসানুজ্জামান : আমি আমার বাড়ি মোটামুটি গুছিয়েছি। আমার বিজনেস বড়ো করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: হাসানুজ্জামান : আমার তিন ছেলে ছিল। বড়ো ছেলে এক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে। এখন আমার এক ছেলে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, আরেকজন ছোটো।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: হাসানুজ্জামান : জাতীয় যুব পুরস্কার পাওয়ার পরে আমার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। মানুষ আমাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে। আমি আশেপাশের মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। ফার্ম বা মাছ চাষ সম্পর্কিত নানা সমস্যায় তারা আমার কাছে পরামর্শের জন্য আসে। আমি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। এলাকায় আমার সুনাম আছে। তাই তারা আমাকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছিল।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মো: হাসানুজ্জামান : আমি মাদকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছি, প্রতিবাদ করি। আমি সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি এলাকাবাসীর সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমি রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ নানা ধরনের কাজ করি। মসজিদ-মাদ্রাসায় যথাসম্ভব দান করার চেষ্টা করি।

আপনি অন্যদের আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ কেন দেবেন?

মো: হাসানুজ্জামান : বিএ পাশ করে আমি চাকরি পাইনি। চাকরি না করেও আল্লাহর রহমতে আমি এখন ভালো আছি। আমার ম্যানেজারের বেতনই প্রায় ১৮ হাজার টাকা। ২০ হাজার টাকার সরকারি চাকরির জন্য এত টাকা ঘুষ দেওয়ার কী দরকার। স্বাধীন ও সৎভাবে ব্যবসা করে আত্মকর্মী হলে সে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে, মানুষকে সাহায্য করতে পারবে। সে নিজে প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ ও দেশ উন্নত হবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: হাসানুজ্জামান : যুব উন্নয়ন আমার জীবনের জন্য একটি মাইল ফলক। যুব উন্নয়নের বদৌলতে আমি সফল আত্মকর্মী ও এলাকার চেয়ারম্যান হতে পেরেছি, আমার পরিবারের সদস্যরা ভালো অবস্থানে যেতে পেরেছে। এখন আমি মানুষকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারি। আমার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। মানুষ আমাকে সম্মান করে। যুব উন্নয়ন আমাকে রাস্তা দেখিয়েছে। আমি যুব উন্নয়নের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

❐ [মো: হাসানুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেছেন নরসিংদী জেলায়। গ্রাম : শালিধা, পোস্ট : নরসিংদী। তিনি ২০০৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স ইসলামিয়া পোল্ট্রি এন্ড ফিশারি। চাকরি ছাড়াও যে হালাল ব্যবসা করে নিজের পাশাপাশি অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায় তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হাসানুজ্জামান আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ জেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৫৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : আমি ১৯৯৬/১৯৯৭ সালে মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিংগুলো না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : আমার কিছু পরিত্যক্ত পুকুর ছিল। আমার মাছ চাষের শখ ছিল। তাই পুকুরগুলোতে মাছ চাষ করার জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি আমি মাছ চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : আমার প্রকল্পের নাম ছিল 'পাহাড়ি মৎস্য চাষ প্রকল্প'। আমি এটি ১৯৯৭ সালে শুরু করেছিলাম। এটি এখনো চলছে। আর গত বছর আমি আরেকটি প্রকল্প শুরু করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : গত দুবছর যাবৎ অনাবৃষ্টির কারণে ব্যবসা অনেক খারাপ যাচ্ছে। ইনকাম অনেক কম হয়।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : জি, আমি কৃষি কাজ করি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : আমি যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : আমি শহর থেকে পড়াশোনা শেষ করে গ্রামে চলে আসি এবং শখের বশে কাজ শুরু করি। তারপর একটি সংগঠন করেছিলাম। সেখান থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আত্মকর্মী হবো।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : শুরুতে ইনকাম কম ছিল। তখন মাসিক ২-৩ হাজার টাকা ইনকাম হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : সব মিলিয়ে আমার এখানে ৪ জন স্থায়ী এবং প্রায় ৭ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : শুরুতে কর্মী সংখ্যা কম ছিল, তবে মাঝখানে অনেক কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : এখন পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সাথে সাথেই উন্নত চিকিৎসা সেবা নিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : আগে ভালোই ছিল, তবে ইদানীং একটু খারাপের দিকে যাচ্ছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : না, পরিবর্তন করতে পারিনি। বাড়িঘর আগের মতো আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : আমার দুই মেয়ে। দুজনেই পড়াশোনা করে। বড়ো মেয়ে এবার এস.এস.সি পাশ করেছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : তারা আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : না। তবে এদিকে রাস্তা-ঘাট উন্নত না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: হুসেন সোরওয়ার্দী : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি সব সময় কৃতজ্ঞ। এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমি এত দূর আসতে পেরেছি। আগে যুব উন্নয়নের অনেক প্রোগ্রামে যাওয়া হতো। এখন সময় স্বল্পতার জন্য আগের মতো যেতে পারি না।

❐ [মো: হুসেন সোরওয়ার্দী জন্মগ্রহণ করেছেন দিনাজপুর জেলায়। গ্রাম : ছাতইল, মাহেরপুর, উপজেলা : বোচাগঞ্জ। তিনি ১৯৯৬/৯৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : পাহাড়ি মৎস্য চাষ প্রকল্প। হুসেন শখের বশে মাছ চাষ শুরু করলেও পরবর্তীকালে মাছ চাষকে অবলম্বন করে আত্মকর্মী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, উপজেলা শ্রেষ্ঠ মৎস্য চাষি পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৫৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : ২০০৩ সালে সামগ্রিক বিষয়ের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। যেখানে পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, চিকিৎসা এরকম সাতটা বিষয় ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু ২০০৩ সালেই।

২০০৩ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার কীভাবে ঘটালেন?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : পর্যায়ক্রমে এগিয়ে আসছি ইনশাআল্লাহ।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কীরকম? বর্তমানে কী কী বিষয়ের উপরে কাজ হচ্ছে?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : গরু আছে, কৃষি খামার আছে। এসব চলছে।

বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কীরকম হয়?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : মাসিক ইনকাম যেমন হচ্ছে, খরচও তেমনই হচ্ছে। সমান সমান বলা যায়।

এর পাশাপাশি কী অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকম হয়?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : হ্যাঁ, আমি প্রাণিসম্পদের সাথে যুক্ত আছি।

ব্যবসা শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা সহায়তা পেয়েছেন?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই পেয়েছি।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : আমার কোনো উপায় ছিল না। আমাকে কিছু করতেই হবে। এক বড়ো ভাই বললেন 'তুই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর'। তার পরামর্শ মাথায় নিয়েই যুব উন্নয়নের অফিসে যাই, তারা আমাকে প্রশিক্ষণ দেয়।

প্রথম দিকে আপনার ব্যবসায় আয় কীরকম ছিল?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : প্রথম দিকে মাসিক আয় সাত থেকে আট হাজার টাকা থেকেছে। ২০০৩ সালে আট হাজার টাকাও অনেক টাকা।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : স্থায়ী কর্মী আছে চারজন। অস্থায়ী কর্মী দুইজন।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : শুরুতে কোনো কর্মী ছিল না।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : হ্যাঁ, হয়েছে। লেয়ার ফার্মে অনেক বড়ো ক্ষতি হয়।

ক্ষতির মুখ থেকে স্বাভাবিক অবস্থানে কীভাবে ফিরলেন?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরেছি, ফেরার চেষ্টা করেছি। তবে লেয়ার ফার্ম দিয়ে না, অন্য কাজের মধ্য দিয়ে।

আপনার বাড়িতে বিনোদন লাভের জন্য অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : হ্যাঁ, আছে।

আপনার পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : হ্যাঁ, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকায় কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম যুক্ত হয়েছে।

মোঃ হেলাল উদ্দিন : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো খুব ভালো। তবে স্বাবলম্বী হওয়ার আগের কথা বলতে পারব না।

আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : কিছুটা পরিবর্তন করেছি তবে পুরোপুরি হয়নি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : ছেলেমেয়ে পাঁচজন। তারা সবাই পড়াশোনার সাথে যুক্ত।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : হ্যাঁ, অবশ্যই বেড়েছে। আমাদের থানার পাশাপাশি তিনটি ইউনিয়নে আমার নাম বললে, এক নামেই সবাই চিনে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : হ্যাঁ, আছে। উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আমাকে মামলা দিয়েছিল। চুরি ও ডাকাতির মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে যাই। তারা টাকা নেওয়ার জন্য এই মামলাটা দিয়েছিল। তারপর মারামারির কারণে আরেকটি মামলা দিয়েছে, অথচ আমি ছিলাম না। তারপর তদন্ত করে দেখেছে আমি এর সাথে জড়িত না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

মোঃ হেলাল উদ্দিন : হ্যাঁ, করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মো: হেলাল উদ্দিন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমেই অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে আমার জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে।

❒ [মো: হেলাল উদ্দিন জন্মগ্রহণ করেছেন শেরপুর জেলায়। গ্রাম : টেংগরপাড়া, পোস্ট : ভায়াডাঙ্গা বাজার, উপজেলা : শ্রীবর্দী। তিনি ২০০৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। হেলাল উদ্দিন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৫৬

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: এমরান হোসেন : আমি ২০১৪/১৫ সালে ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং-এর উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: এমরান হোসেন : প্রথমে নাম ছিল ‘এমরান ইলেকট্রনিকস’ তবে পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে ‘আর.আর. ইলেকট্রনিকস’ রাখা হয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মো: এমরান হোসেন : ২০১৪ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

মো: এমরান হোসেন : বিল্ডিংগুলোতে হাউজ ওয়ারিং করা হয় এবং বেকার যুবকদের কাজ শেখানো হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মো: এমরান হোসেন : ইনকাম আমার কাজের উপর ডিপেন্ড করে। এভারেজে প্রতি মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মো: এমরান হোসেন : না। তবে আমি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত আছি।

আপনি কী কী সমাজসেবামূলক কাজ করেন?

মো: এমরান হোসেন : আমি ফ্রি-তে ব্লাড ডোনেট করি। ‘ব্যবসায়ী জাগ্রত জনতা’ সংগঠনের সাথে যুক্ত আছি। এটি ব্যবসায়ীদের সার্বিকভাবে সহায়তা করে। যারা দারিদ্র্যের কারণে বই-খাতা কিনতে পারে না, তাদের বই-খাতা কিনে দেই।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: এমরান হোসেন : আমি যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করি এবং পরবর্তীকালে যমুনা ব্যাংক থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

মো: এমরান হোসেন : আমি বেকার ছিলাম। কোনো চাকরি না পেয়ে আমি ২০১৪ সালের দিকে হাউজ ওয়ারিং-এর কাজ শিখি এবং ডোর টু ডোর কাজ করা শুরু করি। তারপর বেকারদেরকেও কাজ শেখানোর মাধ্যমে আস্তে আস্তে আমিও আত্মকর্মী হয়ে উঠি।

প্রথমদিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মো: এমরান হোসেন : শুরুর দিকে তো ইনকাম কম ছিল। দেখা যেত কারো একটি লাইট ঠিক করে দিলে ৫০/১০০ টাকা দিচ্ছে। শুরুতে দৈনিক প্রায় ৩০০ টাকা আয় হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মো: এমরান হোসেন : আমার এখানে প্রায় ৪ জন স্থায়ী এবং ৭ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: এমরান হোসেন : শুরুতে ৩ জন কর্মী ছিল। তারপর কাজ বাড়ার সাথে সাথে আরও কর্মী নিয়োগ দিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মো: এমরান হোসেন : হ্যাঁ, করোনাকালীন আমার প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

তখন এই ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

মো: এমরান হোসেন : আমি কোনো লোন নিইনি। আল্লাহর রহমতে আমার প্রতিষ্ঠান এখন ভালোভাবেই রান করছে।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মো: এমরান হোসেন : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মো: এমরান হোসেন : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মো: এমরান হোসেন : আগের মতোই আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মো: এমরান হোসেন : আগে আমার নিজস্ব কোনো জমি ছিল না। বর্তমানে আমি একটি ফ্ল্যাট কিনেছি এবং সেখানেই বাস করছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: এমরান হোসেন : আমার এক মেয়ে। সে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মো: এমরান হোসেন : হ্যাঁ, বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: এমরান হোসেন : আমি আমার এলাকার একটি মাদ্রাসার কমিটিতে আছি। ব্যবসায়ীদের কোনো সমস্যা হলে সেটি সমাধান করে দেই। সামাজিকভাবে একটি জায়গা তৈরি হয়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মো: এমরান হোসেন : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: এমরান হোসেন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে একজন সফল আত্মকর্মী হতে যে সম্মানটুকু দিয়েছে তার জন্য যুব উন্নয়নকে সেলুট জানাই। তাদের হাত ধরেই আমার উঠে আসা। তারা সবসময় আমার পাশে ছিল এবং জিরো থেকে তুলে এনে আমাকে সফল হতে সাহায্য করেছে।

❒ [মো: এমরান হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন রাজশাহী জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : হোল্ডিং নং-৮/১, উপশহর হাউজিং এসেস্ট, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। তিনি ২০১৪/২০১৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানের নাম : আর.আর. ইলেকট্রনিকস। বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। এমরান হোসেন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৫৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : আমি ২০০০ সালে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর ৩ মাসের একটি ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি কেন এই ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন আমার আগে থেকেই ভালো লাগত, সেজন্য আমি এ বিষয়ে ট্রেনিং নিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স মুন্নু ট্রেডার্স'-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : আমি ট্রেনিং নেওয়ার পরপরই প্রতিষ্ঠান শুরু করি। এটি মূলত মুরগির খাদ্য ও ওষুধের সেল সেন্টার ছিল। এর পাশাপাশি আমার নিজস্ব খামারও ছিল তবে সেটির আলাদা করে কোনো নাম ছিল না। মুন্নু ট্রেডার্সের ব্যানারেই এর কার্যক্রম চলত।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কী রকম?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : আগে আমার খামারে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি থাকলেও এখন নেই। বর্তমানে আমি ব্যবসার ধরন কিছুটা পাল্টেছি। এখন আমার বাড়িতে বিদেশি জাতের মুরগির খামার আছে।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : জি, আমার গাড়ি এবং ঠিকাদারির বিজনেস আছে।

বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : ঠিকাদারি, গাড়ির ব্যবসা এবং বিদেশি জাতের মুরগির খামার থেকে প্রতি মাসে মোটামুটি ভালো টাকা ইনকাম হয়।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : শুরু থেকেই আমার চাকরি পছন্দ ছিল না। আমি সবসময় ব্যবসায়ী হতে চেয়েছি এবং সেভাবেই নিজেকে গড়ে তুলেছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : তখন তো স্বল্প পরিসরে শুরু করেছিলাম, সেসময় মাসিক প্রায় ১৫ হাজার টাকা ইনকাম হয়েছে।

বর্তমানে আপনার ফেন্সি মুরগির খামারে কতজন কর্মী আছে?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : আমার এই খামার স্বল্প পরিসরে। এখানে বর্তমানে ৪ জন কর্মী আছে।

খামারের পরিসর কমিয়েছিলেন কেন?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : ২০০৩ সালের পরে বেশ কয়েক বছর আমি পোল্ট্রি সেক্টর ডেভেলপ করতে কাজ করেছি। আমি চেষ্টা করেছি যে-কোনো ভাবে এই পোল্ট্রি বাইরে রপ্তানি করা যায় কি না। তখন আমি সরকারিভাবে বিভাগীয় পর্যায়েও দৌড়াদৌড়ি করেছি। আমাদের এখানকার চিংড়ি মাছ খামারিরা স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রি করতে না চাইলে বিভাগীয় পর্যায়ের কোচিং সেন্টারে বিক্রি করতে পারে এবং সেখান থেকে সেগুলো বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এখানে বিক্রির নিশ্চয়তা আছে। আমিও পোল্ট্রির এরকম একটি বাজার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম এবং একটি কোচিং সেন্টার স্থাপনের চেষ্টা করেছিলাম যেখান থেকে পোল্ট্রি মুরগি প্রসেসড হয়ে বাইরে রপ্তানি করা যাবে। প্রায় ৫ বছর ছোটাছুটির পর বুঝতে পারলাম এটি বাংলাদেশে করা সম্ভব নয়। কারণ এক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি কোনো উদ্যোগ ছিল না। ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি হয়ে মুরগি পালন করতে হয়। এটা উপলব্ধি করে আমি আস্তে আস্তে মুরগি পালন থেকে সরে আসি এবং ঠিকাদারি ও গাড়ির ব্যবসার দিকে মনোযোগ দিই।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : আমার বাবা চাকরিজীবী ছিলেন। আমার পরিবার আগে থেকেই সচ্ছল ছিল। তাই খাদ্য তালিকা আগের মতোই আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : আমাদের যৌথ পরিবার। আমার বাবা শহরে তিনতলা বাড়ি করেছিলেন এবং আমি এটি ৫ তলা পর্যন্ত বর্ধিত করেছি। আরও কিছু জমি কিনেছি। গাড়ির ব্যবসা শুরু করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : আমার দুই মেয়ে। এক মেয়ে ক্লাস ফোরে পড়ে। আরেক মেয়ের বয়স ১১ মাস।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি? এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : সামাজিক মর্যাদা তো অবশ্যই বেড়েছে। আমি এখনো যুব উন্নয়ন ও ডিসি অফিসে যাই। দুটো কমিটির সদস্য আছি। গাড়ির কমিটিতে আছি। প্রাণী মেলায় আমাকে ইনভাইট করে এবং আমি আমার ফেন্সি মুরগি নিয়ে যাই। আমি ঝিনাইদহ চেম্বার অব কমার্সের ডাইরেক্টর নির্বাচিত হয়েছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : আমি ও আমার বন্ধুরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকি। প্রতি তিন মাস অন্তর আমরা দরিদ্র মানুষদের ফ্রি মেডিকেল সেবা দিয়ে থাকি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) : ঝিনাইদহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি চাঞ্চল্যকর শহর। সেখানে একটি শিক্ষিত ও সচ্ছল ফ্যামিলির ছেলে হিসেবে আমার বখে যাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যুব উন্নয়নের সংস্পর্শে এসে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছে। তাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমার আজীবন কৃতজ্ঞতা থাকবে। যুব উন্নয়নের সব প্রোগ্রামে আমি যাই, বিভিন্ন সময়ে ধার্যকৃত ডোনেশনও দিই।

❐ [মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবু) জন্মগ্রহণ করেছেন ঝিনাইদহ জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ৯০/৩৫/ক, ড্রিমল্যান্ড টাওয়ার, আরাপপুর, ঝিনাইদহ। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স মুন্না ট্রেডার্স। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রমাণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আব্দুল হান্নান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৫৮

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ আবদুস সামাদ : আমি ১৯৮৮ সালে ফিশ কালচারের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

মৎস্য চাষের উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ আবদুস সামাদ : আমার আগে থেকেই এটি ভালো লাগত।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ আবদুস সামাদ : 'সারা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ আবদুস সামাদ : ১৯৮৮ সালের দিকে যাত্রা শুরু হয়।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? এখন আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ আবদুস সামাদ : করোনার সময় আমার অনেক লস হয়েছে। মাছের বাজার ভালো ছিল না, খাদ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল।

এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কি?

মোঃ আবদুস সামাদ : জি, আমি আবার নতুন করে মাছ চাষ শুরু করেছি।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ আবদুস সামাদ : না।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ আবদুস সামাদ : আমি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিইনি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ আবদুস সামাদ : ছোটো থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল চাকরি করব না, ব্যবসা করব।

প্রথমদিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মোঃ আবদুস সামাদ : শুরুর দিকে ইনকাম ভালো ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মো: আবদুস সামাদ : আমার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৩ জন স্থায়ী এবং ৫ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: আবদুস সামাদ : শুরুতে ১০ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মো: আবদুস সামাদ : আছে, কিন্তু অনেক বছর ধরে বন্ধ।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মো: আবদুস সামাদ : জি, দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মো: আবদুস সামাদ : স্বাবলম্বী হওয়ার আগে এবং পরে একইরকম আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার কি কোনো ভূমিকা আছে? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মো: আবদুস সামাদ : আমার বাড়িতে আগে থেকেই পাকা দালান ছিল, এখনো সেরকমই আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: আবদুস সামাদ : আমার তিন মেয়ে। দুই মেয়ে পড়াশোনা করে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মো: আবদুস সামাদ : হ্যাঁ, আগেও ছিল, এখনো আছে। এলাকার সব অনুষ্ঠানে আমাকে তারা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: আবদুস সামাদ : উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আমার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। আমার উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা আছে। যুব উন্নয়নের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

❒ [মো: আবদুস সামাদ জন্মগ্রহণ করেছেন কুমিল্লা জেলায়। গ্রাম : রায়পুরা, পোস্ট : রায়পুরা, উপজেলা : দাউদকান্দি। তিনি ১৯৮৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : সারা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার। চাকরির পরিবর্তে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আবদুস সামাদ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ উপজেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৫৯

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আমি ২০০১ সালে হাঁস, মুরগি ও গবাদি পশু পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি কেন এই ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আমি নিজে একজন আত্মকর্মী হয়ে মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, তাই এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : শুরুতে আমার প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'মেহেন্দীগঞ্জ পোল্ট্রি খামার'। ২০১৪ সাল থেকে এটি 'রেশমা এন্টারপ্রাইজ' নামে পরিচালিত হচ্ছে।

আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করেছিলেন কেন?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আগে আমার পার্টনারশিপ বিজনেস ছিল। তারপর আমি এককভাবে শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আমার এলাকার খামারিদের মাধ্যমে বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির যথাসম্ভব চেষ্টা এবং তাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করি। আমার গবাদি পশু ও পোল্ট্রি ফার্ম আছে। আমি কাজী ফার্মসের পোল্ট্রি ফিড এবং বাচ্চার ডিলার।

বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : প্রায় ৩-৪ লাখ টাকা।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন কি যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আগে আমি ঠিকাদারির সাথে যুক্ত ছিলাম। এখন আর কোনো কিছুর সাথে যুক্ত নই।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আমি যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন একজন যুব উন্নয়ন অফিসার। ঘটনা পরিক্রমায় তার সাথে আমার পরিচয় হয়। ছাত্রাবস্থায় আমি অনেক বেশি দুষ্টামি করতাম, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ফলে রেজাল্ট ভালো হয়নি। তার পরামর্শে আমি যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়ে নিজে কাজ শুরু করি এবং এলাকার মানুষকেও উৎসাহিত করি। বর্তমানে আমার এলাকার অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : প্রথমে আমি স্বল্প পরিসরে ৩০০ মুরগি নিয়ে বিজনেস শুরু করি। তখন মাসিক প্রায় ২৫ হাজার টাকা আয় হতো। ধীরে ধীরে ব্যবসা বড়ো হয়েছে, ইনকামও বেড়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আমার এখানে ৭ জন স্থায়ী এবং প্রায় ৪০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : শুরুতে আমি পারিবারিকভাবে আমার ব্যবসা শুরু করি। তখন আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরা মিলে কাজ করতাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা কতটা সহজতর হয়েছে?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ আমাকে করতে হয়। বর্তমানে আমি উন্নত চিকিৎসা সেবা দিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আগে এগুলো সীমিত ছিল। আর বর্তমানে দেখা যায় যে, ১৫ দিনের বাজার একসাথেই নিয়ে যাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে পেরেছেন কি? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : জি, আমি আমার পৈতৃক ভিটায় একটি দোতলা বাড়ি করেছি। আরেকটি একতলা বাড়ি এবং একটি টিন শেড বিল্ডিং করেছি।

আপনার খামার কি নিজস্ব জমিতে করেছেন?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : না, এগুলো লিজ নেওয়া জমি। ঘর ভাড়া নিয়েছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে ক্লাস সেভেন এবং মেয়ে ক্লাস ফোরে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : হ্যাঁ, বেড়েছে। ব্যবসায়ী হিসেবে এখানে সবাই আমাকে চিনে। আমার এই পরিচিতি আগে ছিল না।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : আমি আর আমার ফ্রেন্ড (মৃত) বিগত ২৪-২৫ বছরে এলাকায় যেসকল কাজ করেছি, সেটির প্রেক্ষিতে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি এবং এমপির বিরুদ্ধে লড়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেছি। এলাকায় আমাদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে এটি সম্ভব ছিল না।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : জি, মাঝে মাঝে টুকটাক হয়রানির ঘটনা ঘটে। আমি যেহেতু ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার বিজনেস করি, আমাকে দুই ঘাটে বেশ কিছু টাকা দিতে হয়। এ বিষয়ে বারবার অভিযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি। আবার উপজেলার খাস জমিতে আমাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিকভাবে সেগুলো তাদের দখলে চলে যায়।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : জি, আমি আমার সুযোগ এবং সাধ্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: আজিজুর রহমান পিন্টু : যুব উন্নয়নের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। যুব উন্নয়ন ব্যতীত আমি আজ এই অবস্থানে আসতে পারতাম না। তবে যুব উন্নয়ন নিয়ে সরকারের যে উদ্দেশ্য, সেটি বাস্তবায়নে স্থানীয়ভাবে যারা কাজ করে তাদের আন্তরিক চেষ্টা থাকলে আমার মতো আরও উদ্যোক্তা তৈরি হবে, কিন্তু তারা কাজ করে না।

❐ [মো: আজিজুর রহমান পিন্টু জন্মগ্রহণ করেছেন বরিশাল জেলায়। গ্রাম : খরকী, পোস্ট : ঘাটপাতারহাট, উপজেলা : মেহেন্দিগঞ্জ। তিনি ২০০১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : রেশমা এন্টারপ্রাইজ। শিক্ষকের পরামর্শে যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আজিজুর রহমান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ উপজেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬০

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ কামরুজ্জামান : ১৯৯৫ সালে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিংটাই কেন নিয়েছিলেন?

মোঃ কামরুজ্জামান : আমি যখন ইন্টার পরীক্ষা দিয়ে বেকার বসে ছিলাম তখন এই ট্রেনিং গ্রহণ করি।

আপনার খামারের অবশ্যই তো একটা নাম দিয়েছেন। সেই নামটা কী?

মোঃ কামরুজ্জামান : খামারের নাম ছিল 'শেখ পোল্ট্রি ফার্ম' আর আমার দোকানের নাম 'ডাস পোল্ট্রি কর্নার'। আমার সব পোল্ট্রি রিলেটেড কার্যক্রম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের কত সালে শুরু হয়?

মোঃ কামরুজ্জামান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরেই ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করি।

২০০০ সাল থেকে আজ ২০২৪ সাল। এই দীর্ঘ সময়ে কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটালেন?

মোঃ কামরুজ্জামান : যুব উন্নয়নের মাধ্যমেই সব করেছি। আমার এখন চারতলা বাড়ি। বাড়ির তৃতীয় তলার এক পাশে বাচ্চা রেখেছি। সেখান থেকে বাচ্চা বড়োসড়ো করে দোকানে নিয়ে আসি। আমার দোকান বরিশাল শহরের বটতলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মাসিক ইনকাম কীরকম?

মোঃ কামরুজ্জামান : মাসিক ইনকাম তো আলহামদুলিল্লাহ।

আপনি এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ কামরুজ্জামান : না। আমি এগুলোতেই সম্পৃক্ত।

আপনি যখন আপনার প্রতিষ্ঠান শুরু করেন তখন কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ কামরুজ্জামান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ নিয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ কামরুজ্জামান : আমার ছোটোবেলা থেকেই আত্মকর্মী হওয়ার ইচ্ছে ছিল।

প্রথমদিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের ইনকাম কীরকম ছিল?

মোঃ কামরুজ্জামান : তখনও বেশ ভালোই ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মোঃ কামরুজ্জামান : দুইজন স্থায়ী কর্মী এবং নিজেরাই কাজ করি।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ কামরুজ্জামান : শুরুতে একজন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় অবশ্যই বিনোদন লাভের জন্য টেলিভিশন আছে?

মোঃ কামরুজ্জামান : হ্যাঁ, আছে।

পরিবারের কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে কী সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মোঃ কামরুজ্জামান : হ্যাঁ, দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম ছিল?

মোঃ কামরুজ্জামান : আগে কম ছিল। এখন তো অনেক থাকছে।

আপনি বলেছেন আপনি চারতলা বাড়ি করেছেন। ঐ বাড়িতেই বসবাস করেন, ঐখানেই ফার্ম?

মোঃ কামরুজ্জামান : হ্যাঁ। এটা বরিশাল শহরে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ কামরুজ্জামান : আমার দুই ছেলে। বড়ো ছেলে বরিশাল জেলা স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ে। ছোটো ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কীরকম বেড়েছে?

মোঃ কামরুজ্জামান : হ্যাঁ, আগের থেকে অনেক বেড়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মোঃ কামরুজ্জামান : না, নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

মোঃ কামরুজ্জামান : আগে করেছি। এখন ব্যস্ততার কারণে সময় পাই না।

যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী তাদের আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দিবেন?

মোঃ কামরুজ্জামান : আমার হাত ধরে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছে। আমি শুধু একা স্বাবলম্বী হয়েছি এমনটাও না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মোঃ কামরুজ্জামান : যুব উন্নয়ন আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আমি যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞ। যুব উন্নয়নের সাথে আমার এখনো ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

❒ [মোঃ কামরুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেছেন বরিশাল জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ১ নং পুল, বরিশাল। তিনি ১৯৯৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : শেখ পোল্ট্রি ফার্ম। স্বাধীনভাবে নিজে কিছু করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। কামরুজ্জামান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬১

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কত সালে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : ২০০৩ সালে মৎস্যের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে মৎস্যের উপরেই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : যশোর সদরে আমাদের যে ভিটেবাড়ি সেখানে পুকুর আছে চারটা। পুকুরের কারণে মাছের প্রতি একটা আগ্রহ ছিল। তখন হাঁস-মুরগি, ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি এসবের খুব বেশি প্রচলন ছিল না। চাঁচড়া সারা বাংলাদেশে মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সেলস সেন্টার চাঁচড়া। ওটা দেখেও ইন্টারেস্টেড হলাম।

আপনি ট্রেনিং নেওয়ার পরে যখন খামার প্রতিষ্ঠা করলেন তখন অবশ্যই খামারের একটা নাম দিয়েছেন? কি নাম দিয়েছেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : খামারের নাম দিয়েছি 'লুলু ফিশ হ্যাচারি'।

আপনার প্রতিষ্ঠানটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

'লুলু ফিশ হ্যাচারি' এর সামগ্রিক কার্যক্রম কী?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : বাংলাদেশের যত প্রকার ক্যাট ফিশ আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করি। নার্সিং করি ও কালেকশন করে বিক্রি করি। প্রায় বিলুপ্ত মাছ সেগুলো নিয়েও কাজ করি। তারা বাইম, ভেটকি এসব মাসের পোনা কালেকশন করে নার্সিং করে বিক্রি করি। কার্প জাতীয় মাছও আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : আমার প্রতিষ্ঠানে ১৫-১৬ জন কাজ করি। আমরা প্রডাকশন ও প্রফিটের ওপর কাজ করি। আমরা সবাই পার্টনার কেউ কর্মচারী না। কর্মচারী হলে কাজে ফাঁকি দেয়, কিন্তু পার্টনার হলে কেউ ফাঁকি দেয় না। কাজের প্রডাকশন ভালো হলে প্রফিট বেশি হবে আর বেশি প্রফিট হলে বেশি টাকা পাওয়া যাবে। তাই সবাই প্রডাকশনে কাজ করে। ১৫-১৬ জন সবাই কাজ করে, সবাই খুব পরিশ্রমী।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : শুরুতে খুবই ছোটো হ্যাচারি ছিল। শুরুতে আমি দশজন করে স্কুলগামী ছেলে নিয়ে কাজ করেছি। ছেলেরা যাতে নেশার সাথে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য তাদের এ কাজে নিয়েছি। সবাই স্কুল শেষে কাজ

করেছে। প্রায় ১০০ জন ছেলে আমার সাথে কাজ করেছে। বর্তমানে ভারত বাংলাদেশ মিলিয়ে অনেক বড়ো বড়ো হ্যাচারিতে তারা সবাই চাকরি করে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : বাৎসরিক হিসাবটা ঐরকম হিসাবে নেই। দেখা যাচ্ছে কেউ হয়তো জমি কিনছে, বাড়ি করছে তাই তেমন হিসাব থাকে না। আমি এ বছর হিসাব করলে একটা সঠিক তথ্য দিতে পারব।

কোন ধরনের সামাজিক কাজ করেছেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : আমি সমস্ত সামাজিক কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। শিক্ষা থেকে প্রশাসনিক সকল অনুষ্ঠানে দলমত নির্বিশেষে আমাকে ডাকে।

আপনি যখন 'লুলু ফিশ হ্যাচারি' চালু করলেন তখন কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : আর্থিক সহযোগিতা বলতে প্রথমে তো যুব উন্নয়ন থেকে পেয়েছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : আত্মকর্মী হয়েছি এই কারণে যে, শুধু আমি যদি একা স্বাবলম্বী হই তাহলে তো হবে না। আমি যদি বাজার নিয়ে যাই তাহলে অভুক্ত লোক আমার থেকে খাবার ছিনিয়ে নিবে। তাই আমি চেয়েছি সবাইকে নিয়ে স্বাবলম্বী হবো। আর এ কারণেই আমাকে সফল আত্মকর্মীর স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রথম দিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের আয় কীরকম ছিল?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : খুবই কম ছিল। সিজনাল ইনকাম ছিল। প্রতি পাঁচ মাসে সিজন আর বাকি সাত মাস বসে থাকা। পরবর্তী সময়ে আমরা ট্রেনিং করে, বিভিন্ন কিছু শিখে মাত্র এক মাস বেকার থাকি।

আপনার বাসায় অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : হ্যাঁ, আছে।

আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে স্বাবলম্বী হওয়ার আগে বা পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : আমি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দিয়ে থাকি। বড়ো কোনো রোগ হলে তখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এনেছেন? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কীরকম থাকছে খাদ্য তালিকায়?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আমি চেষ্টা করি সব খাবারই নিজে উৎপাদন করার। ৫% খাবার বাদে সব খারারই আমার নিজের উৎপাদন করা। মাছের পাশাপাশি আমার সমস্ত ফল গাছ আছে। শাক-সবজি ইত্যাদিও চাষ করে থাকি।

আপনি উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন করেছেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : হ্যাঁ, পরিবর্তন করেছি। আগে টিন শেড বাড়ির এক কামরায় থেকেছি। এখন তো ভিআইপি বাড়ি করেছি। আমি বিল্ডিং করেছি আড়াইতলা।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন। তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : আমার মেয়ে সরকারি কলেজ থেকে জিওগ্রাফিতে মাস্টার্স করেছে। মেয়ের জামাই সিভিলে কাজ করছে। ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং। এ ঢাকার এশিয়ান প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

আপনার সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা জায়গায়টা কীরকম? কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : নিজে ভালো তো জগৎ ভালো। আমি এটাই বিশ্বাস করি। তবে হয়রানি তো তারপর কম-বেশি থাকেই।

যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী তাদের কী আপনি আত্মকর্মী হতে বলবেন?

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : হ্যাঁ, ১০০% তাদের আত্মকর্মী হওয়ার জন্য বলব। কারণ আত্মকর্মী হলে নিজে ভালো থাকবে, দেশ ভালো থাকবে। কারো কাছে হাত পাততে হবে না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) : আলহামদুলিল্লাহ। এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। এটা পারসেন্টে হিসাব করা যায় না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বলে শেষ করা যাবে না।

❒ [মো: ওয়াহীদ সিকান্দার (লুলু) জন্মগ্রহণ করেছেন যশোর জেলায়। গ্রাম : চাচড়া, পোস্ট : চাচড়া, উপজেলা : সদর। তিনি ২০০৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : লুলু ফিশ হ্যাচারি। নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। ওয়াহীদ সিকান্দার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬২

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কত সালে কোন ট্রেনিংটি নিয়েছিলেন?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : ১৯৯৯ সালে কুমিল্লা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তিন মাস মেয়াদের হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন এবং মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

ট্রেনিং গ্রহণের পরে নিশ্চয়ই আপনার খামারের একটা নাম দিয়েছিলেন। সেই নামটা কী?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : আমার বেশ কয়েককটি প্রকল্প ছিল। সবগুলোতে আমার নামই ছিল। আবু হানিফ তালুকদার।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম কী কী?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : নার্সারি বনায়ন, ফিশারিজ ও ডেইরি ফার্ম আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে খরচ বাদ দিয়ে?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : বাৎসরিক ইনকাম প্রায় ২০ লাখ টাকা হবে।

আপনার এই প্রতিষ্ঠান বাদে অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : একটা সংগঠন আছে। সমবায় সমিতি সেখান থেকে ইনকাম হয়।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : দেশের চাকরিবাকরি সমস্যা। নিজে স্বাবলম্বী হওয়া তারপর অন্য মানুষকে স্বাবলম্বী করা যাবে সেজন্যই আত্মকর্মী হয়েছি।

ব্যবসার শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানের ইনকাম কীরকম ছিল?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : প্রথমদিকেও ভালো ছিল। শুরুতে প্রায় সাত বছরের বেশি ইনকাম হয়েছে। ব্যবসা করলে তো লাভ ক্ষতি আছেই।

আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : কর্মী আছে চারজন। অস্থায়ী ১২ জন কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : শুরুতে দুইজন ছিল। অস্থায়ী কর্মী ছিল চারজন।

আপনার বাসায় বিনোদনের সুযোগ হিসেবে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : হ্যাঁ, আছে।

এবার একটু তুলনামূলক প্রশ্ন করব। আপনার পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটা স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : আল্লাহর রহমতে কোনো সময়েই চিকিৎসা সেবায় সমস্যা হয়নি। তবে নিজে স্বাবলম্বী হওয়াতে এখন একটু বেশি সুবিধা হয়েছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় কীরকম থেকেছে আর বর্তমানে কেমন থাকছে?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : আল্লাহর রহমতে আগেও ভালো ছিল। আগে ছিলাম যৌথ পরিবারে বাবার সাথে। খাবার তালিকায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

যখন পরিবার থেকে আলাদা হলেন তখন অবশ্যই বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন এনেছেন?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : বাড়ির পরিবর্তন করেছি। নিজস্ব জমি কিনে সেখানে বিল্ডিং করেছি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন। তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : দুজনের পড়াশোনা শেষ হয়েছে আর দুজন পড়াশোনা করছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা কী বেড়েছে?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : হ্যাঁ, বেড়েছে। পরিচিত বেড়েছে। জাতীয় যুব পুরস্কার পেয়েছি যার কারণে আরও বেশি পরিচিতি পেয়েছি সাথে সম্মান বেড়েছে।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? কোনো হয়রানির ঘটনা আছে কী?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : না, কোনো হয়রানি নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : অসহায় মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করা। দুর্যোগ মোকাবিলায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। বিভিন্ন দিবসে অংশগ্রহণ করা। যৌতুক বিরোধী ও মাদক বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা করে থাকি।

যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী আপনি কী তাদের আত্মকর্মী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন?

মো: আবু হানিফ তালুকদার : হ্যাঁ, বলব। নিজে আত্মকর্মী হলে সামাজিক মর্যাদা বাড়বে সাথে আরও অনেক কাজ করার সুযোগ থাকে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মো: আবু হানিফ তালুকদার : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাছে সারাজীবন ঋণী, কারণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণে আমি আজ সম্মানিত হয়েছি।

❒ [মো: আবু হানিফ তালুকদার জন্মগ্রহণ করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তার বর্তমান ঠিকানা: সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর। তিনি ১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : আবু হানিফ তালুকদার। নিজের এবং আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, জাতীয় সমবায় পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬৩

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: আ: মতিন আজিজী : তিন মাসের একটা ট্রেনিং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন এবং তার প্রাথমিক চিকিৎসার উপর।

এটা কত সালে নিয়েছিলেন?

মো: আ: মতিন আজিজী : ১৯৮৫ সালে।

শুধু এই একটি ট্রেনিংই নিয়েছিলেন? না অন্য আরও কিছু ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: আ: মতিন আজিজী : না, এই একটা ট্রেনিংই আমি নিয়েছিলাম তখন।

এই ট্রেনিংটাই কেন নিলেন?

মো: আ: মতিন আজিজী : কারণ এটি আত্মকর্মের জন্য একটি নির্ভরশীল জায়গা ছিল। আর আমি পশুপাখি পালনের প্রতি আগে থেকে একটু শৌখিন ছিলাম। সবকিছু মিলিয়ে এই কাজটি আমার ভালো লেগেছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: আ: মতিন আজিজী : আমার দুইটা প্রতিষ্ঠান। একটা 'জমজম এগ্রো ফিড লিমিটেড'। এটাতে আমি ফিড বিষয়ক কাজ করি। বাংলাদেশে আমি মোট পাঁচটি বিভাগে এখন এই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছি। আরেকটা হলো 'জমজম ক্যাটেল ফার্ম'। এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ হলো গরু মোটাতাজাকরণ। ঈদে অনলাইনভিত্তিক গরু সেল করে দেওয়া।

'জমজম এগ্রো ফিড লিমিটেড' এটা কত সালে শুরু করেন?

মো: আ: মতিন আজিজী : আমি প্রথমে ট্রেনিং করতাম। গরুর খাদ্য, মুরগির খাদ্য, এই কাঁচামালের ট্রেনিং করতাম। ২০১২ সালের শুরু দিকে আমি শুরু করি এবং একই বছরের শেষের দিকে কারখানার মেশিনপত্র সেটিং হয়ে গেলে।

২০১২ সাল থেকে ২০২৪ সাল এই দীর্ঘ ১২ বছরে আপনার প্রতিষ্ঠান কীভাবে গ্রোথ করল?

মো: আ: মতিন আজিজী : এটা প্রথম যখন শুরু করি, মার্কেট ধরতে অনেক সময় লেগে যায়। এখন মোটামুটি ভালো। এই 'জমজম এগ্রো ফিড লিমিটেড'-এর এখন আরও একটি শাখা চালু হয়েছে বাজারে চাহিদা অনুযায়ী। দুইটা ইউনিট গড়তে আমার খুব কষ্ট হয়েছে এবং টাকার প্রয়োজন পড়েছিল। ইউনিট দুটি গড়তে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা লাগে। তখন ব্যাংক লোন নিয়েছি।

প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই অর্থনৈতিকভাবে অনেক লাভবান হচ্ছে? আমি জানতে চাইছি আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন মাসিক ইনকাম কত হয়?

মো: আ: মতিন আজিজী : জমজম ফিড থেকে আমার মাসে ১০ লাখ টাকা ইনকাম হয়। তবে সেখান থেকে ৪ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল, ৩ লাখ টাকা শ্রমিক বিল। এসব বাদ দিয়ে আমার প্রতিমাসে প্রায় ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

আপনার এই দু'টি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মো: আ: মতিন আজিজী : না, আর কিছুর সঙ্গে আমি যুক্ত নেই। কারণ এই দুটি প্রতিষ্ঠান সামলাতেই আমার বেহাল অবস্থা হয়ে যায়।

বিজনেস শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পেয়েছিলেন?

মো: আ: মতিন আজিজী : আমার ছিল ৬০% টাকা, বাকি টাকা আমি ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছিলাম।

কেন মনে হলো যে আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মো: আ: মতিন আজিজী : উদ্যোক্তা হওয়ার কারণ ছিল, আমি নিজে সামাজিকভাবে কিছু শিখেছি। সেসময় একটা বোধ জাগে। আমার কিছু করতে হবে। আমি করলে আমার দেখাদেখি আরও অনেকেই কিছু করার আগ্রহ পাবে। এসব নানাবিধ অনুপ্রেরণা থেকেই এ পথে আসা।

বিজনেস শুরু দিকে ইনকাম কেমন হতো?

মো: আ: মতিন আজিজী : আমার ইনকাম বলতে সেসব ট্রেনিং শেষ করে এসে গরুর ডাক্তারি শুরু করি। ডেইলি ২০০-৩০০ এরকম ইনকাম হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মো: আ: মতিন আজিজী : আমার এখানে স্থায়ী কর্মী আছে প্রায় ৬০-৭০ জনের মতো। আর অস্থায়ী কর্মী আছে ৪০ জন। এই ৪০ জন ডেইলি শ্রমিক। আর বাকিরা কোম্পানির বিভিন্ন পদে চাকরি করে। এবং ক্যাটেল ফার্মে আছে আটজন কর্মী।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: আ: মতিন আজিজী : শুরুতে তো খুবই অল্প লোক নিয়ে শুরু করেছিলাম। ১৫ থেকে ২০ জন ছিল, আর আমরা দুজন ছিলাম। সবাই একত্রিত হয়ে কাজগুলো করতাম।

আপনার বাসায় অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মো: আ: মতিন আজিজী : হ্যাঁ, টেলিভিশন আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা কীরকম চিকিৎসা দিতে পেরেছেন বা দিচ্ছেন?

মো: আ: মতিন আজিজী : সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি। আগে এমনটা ছিল না। আমি এখন পরিবারের সবাইকে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করি। শুধু

আমার পরিবারই না, আমাদের আশেপাশের পরিবারের প্রতিবেশী গ্রামবাসী সবাইকেই অসুস্থ হলে সাহায্য করার চেষ্টা করি। এছাড়া গ্রামের অসহায় ছাত্রছাত্রীদের মাসিক কিছু টাকা দিয়ে সাহায্যও করে থাকি।

এর বাইরে আর কোন ধরনের সামাজিক কাজ করেন?

মো: আ: মতিন আজিজী : এর বাইরে মসজিদ মাদ্রাসায় মোটা অংকের টাকা দিতে হয় প্রতি মাসে ইমাম সাহেবের বেতন বাবদ। মাদ্রাসার ছাত্রদের সাহায্য তো আছেই।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে মাছ, মাংস, ডিম, খাদ্য তালিকায় কীরকম থাকত? আর এখন উদ্যোক্তা হওয়ার পরে কী পরিমাণ আছে?

মো: আ: মতিন আজিজী : খাদ্য তালিকা অবশ্যই চেঞ্জ হয়েছে। এখন খাদ্য তালিকায় সবসময় সুস্বাদু খাবার থাকে। যখন যা ইচ্ছে খেতে পারি এবং উন্নতমানের খাবার টেবিলে থাকে। আগের তুলনায় খাবার এখন ভালো।

আপনি যেখানে বসবাস করছেন, সেই বাড়ি উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কীরকম ছিল? উদ্যোক্তা হওয়ার পরে কীরকম পরিবর্তন হয়েছে?

মো: আ: মতিন আজিজী : আগেতো টিনশেড ছিল। আলহামদুলিল্লাহ এখন সেখানে চারতলা বিল্ডিং করেছি। এটা নিজের বাড়ি ছিল। পুরোনো ঘরবাড়ি ভেঙে নতুন করে বাড়ি নির্মাণ করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন, তারা কি পড়ালেখার সঙ্গে যুক্ত?

মো: আ: মতিন আজিজী : পাঁচ ছেলেমেয়ে আমার। বড়ো মেয়ে ডেন্টিস্ট, বড়ো ছেলে অর্থনীতিতে মাস্টার্স, সেজো ছেলে জগন্নাথ থেকে মাস্টার্স, চার নং মেয়ে এবার ইন্টার পরীক্ষা দিচ্ছে এবং ছোটো একটা ছেলে আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মো: আ: মতিন আজিজী : ইনশাআল্লাহ অনেক বেড়েছে। এখন ডিসি সাহেবের চেম্বারে গেলেও আমার পারমিশন লাগে না। ওসি সাহেবের, এসপি সাহেবের অফিসে যেতে তেমন পারমিশন দরকার হয় না। কিন্তু আগে এমন পরিস্থিতি ছিল না। গত যুব দিবসে আমার পাঁচ মিনিটের ভাষণ ছিল। আমি দুই মিনিট শেষ করেছি ঠিক তখনই বিভাগীয় কমিশনার উঠে আমাকে স্যালুট জানিয়েছেন। এটা আমার বিশেষ পাওয়া।

এলাকায় কোনো অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়?

মো: আ: মতিন আজিজী : এলাকায় কোনো অনুষ্ঠান হলে, আমাকে বাদ দিয়ে সে অনুষ্ঠান হয় না। আমি স্কুল কলেজের কমিটিতে আছি। আমার এখানে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে ১৫ বছর ধরে এর সভাপতি হিসেবে আছি। এছাড়া মাহিগঞ্জের স্কুলগুলোর ম্যানেজিং কমিটিতে আমি আছি।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটি কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিংবা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মো: আ: মতিন আজিজী : হয়রানিমূলক ঘটনা কতগুলো আছে, সেগুলো বলে শেষ করা যাবে না। তবে এটা বলতে চাই, সময় কখনো কখনো মানুষকে হয়রানি থেকে পরিত্রাণ করে। যেটা আমি নিজে। যে লোকগুলো আমাকে হয়রানি করেছে, আমিই তাদের উপকারে লাগি। তাদের সাহায্য করি। মূল কথা, তারা এখন আমাকে ছাড়া কিছু বোঝে না।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: আ: মতিন আজিজী : শিক্ষার গুরুত্ব সবসময়ের জন্য। সবারই শিক্ষা থাকতে হবে। তবে আমার মনে হয়, যার যতটুকু শিক্ষা আছে সে ঠিক ততটুকু শিক্ষা নিয়ে কাজে লাগাতে পারে। লেগে থাকলে সফল হতে পারবে বা সম্ভব। শিক্ষাগত যোগ্যতা বড়ো নয়। একজন উদ্যোগী ব্যক্তির মেধা, মাথা সবকিছু কাজের প্রতি খাটাতে হবে। সবাই পড়েই যে খুব ভালো করতে পারে এমন নয়। আমি ছাত্র জীবনে খুব বোকা টাইপের ছিলাম। মানুষের সঙ্গে কথাই বলতে পারতাম না। কথা আটকে যেত, কথা বলার মতো কথা পেতাম না। এখন একজন মন্ত্রীর সামনেও আমি বক্তব্য দিতে পারি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন। তাদের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা কেমন?

মো: আ: মতিন আজিজী : কৃতজ্ঞতা তো আছেই। আমাদের সময়ে যারা শিক্ষক ছিলেন বা আমাদের যারা ট্রেনিং করিয়েছেন এবং ডিডি যারা ছিল, তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তবে এখন যারা ডিডি বা থানার অফিসার, তাদের প্রচুর পরিমাণ অফিসিয়াল কাজ থাকার কারণে এখন যুব ছেলেদের সময় দিতে পারে না। আগে তারা তরুণদের যথেষ্ট সময় দিত। আগে ডাকলে তাদের পাওয়া যেত। কিন্তু এখন সময় চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাদের পাওয়াই যায় না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভালো একটা মাধ্যম যুবকদের জন্য এবং দেশের সকল বেকারদের জন্য। আমিও তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। লোক মাঝে সম্মান পেয়েছি।

❒ [মো: আ: মতিন আজিজী জন্মগ্রহণ করেছেন রংপুর জেলায়। গ্রাম: দেওয়ানতলী, পোস্ট: মাহিগঞ্জ, মহানগর। তিনি ১৯৮৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : জমজম এগ্রো ফিড লিমিটেড। নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মতিন আজিজী সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, শের-ই-বাংলা পদক-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : আমি ২০১০ সালের দিকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসার উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি এ বিষয়ের উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : আমার আগে থেকেই গবাদি পশু পালনের প্রতি আগ্রহ ছিল। আগ্রহের জায়গা থেকে আমি এই বিষয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : 'হাসান পোল্ট্রি এন্ড ফিশারি'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : ট্রেনিং নেওয়ার পর ২০১৩ সালে আমার প্রতিষ্ঠান শুরু করি।

গত ১৩ বছরে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটিয়েছেন কীভাবে?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : শুরুতেই তো এরকম ছিল না। কিছুটা সময় লেগেছে, ধীরে ধীরে বিস্তার ঘটেছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : আমার ইনকাম মাঝখানে ভালো ছিল, এখন অতটা ভালো যাচ্ছে না। ফিডের দাম বৃদ্ধি, শ্রমিক খরচসহ আনুষঙ্গিক সবকিছু মিলিয়ে কখনো ভালো, কখনো মন্দ যাচ্ছে।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : জি, আমার একটি গাড়ি আছে। এটি ভাড়ায় চালিত।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : আমি পারিবারিকভাবে বিজনেস শুরু করেছিলাম, পরবর্তীকালে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ নিয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : আমি নিজে নিজে কাজ করতে চেয়েছি। চাকরি করতে গেলে আরেকজনের আন্ডারে থাকতে হয়। এসব চিন্তাভাবনা করেই আমার আত্মকর্মী হওয়া।

প্রথমদিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : শুরুতে খুব সামান্য ইনকাম ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : আমার এখানে ৩ জন স্থায়ী এবং বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : শুরুতে কর্মী ছিল না, আমি নিজে কাজ করতাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : জি, উপজেলাতে ডাক্তার আছে। গুরুতর কোনো সমস্যা হলে উন্নত চিকিৎসা সেবা তখন নিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : জি, এখন মাছ, মাংস, ডিম আগের তুলনায় অনেক বেশি খাওয়া হয়। আগে এগুলো খাদ্য তালিকায় নিয়মিত ছিল না, এখন নিয়মিত খাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : না, আমার বাবার আমলের বাড়িই এখনো আছে। ডেকোরেশনে সামান্য পরিবর্তন এসেছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : আমার দু'বছরের একটি মেয়ে আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : হ্যাঁ, বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আমাকে ডাকে এবং গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : জি, করেছি। এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার, বিদ্যুতের সমস্যা হলে আমি সমস্যার সমাধান করে দেই।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : জি। কারণ এখানে ইনকামের অনেক সুযোগ আছে। নিজের পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া : যুব উন্নয়নের সুবাদে আমি সমাজে পরিচিতি লাভ করেছি, স্বাবলম্বী হয়েছি। আমি যুব উন্নয়ন অধিপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ।

❐ [মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া জন্মগ্রহণ করেছেন চাঁদপুর জেলায়। গ্রাম : ভাটিরগাও (ভূইয়া বাড়ি), পৌর : ফরিদগঞ্জ, উপজেলা : ফরিদগঞ্জ। তিনি ২০১০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : হাসান পোল্ট্রি এন্ড ফিশারি। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। জাহিদুল ইসলাম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : আমি ১৯৮৪ সালে মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

মৎস্য চাষের উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : সেসময় খবরের কাগজে মৎস্য চাষের ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি দেখেছিলাম এবং এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'মুরাদ মৎস্য হ্যাচারি'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : ১৯৮৫ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কী রকম?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : বর্তমানে হ্যাচারির কাজই চলছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : সেভাবে তো এখন হিসাব করা হয় না। তবে হ্যাচারি থেকে বাৎসরিক প্রায় ২৪ লাখ টাকা আয় হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : জি, আমার মাছের নার্সারি আছে। কিছু ভ্যানগাড়ি আছে, সেখান থেকে ডেইলি একটা ইনকাম আসে। কিছু ছাগল আছে।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : আমি কোথাও থেকে ঋণ সহায়তা পাইনি। আমি নিজের টাকা দিয়ে একদম জিরো থেকে শুরু করেছিলাম। ভাতার তিনশত টাকা দিয়ে ডিম কিনে নিজের পুকুরে বাচ্চা ফুটিয়ে মা মাছ তৈরি করেছিলাম। এভাবে শুরু করেছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : আমি আগে থেকেই ছোটো একটি বিজনেস করতাম। অসুস্থ হওয়ার পরে সংসারের দায়িত্বও নিজের ঘাড়ে চেপে যায়। তখন এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করি এবং এখনো কাজ করছি।

প্রথমদিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : আমি যখন হ্যাচারি শুরু করি তখন পুরো যশোরে মাত্র তিনটি হ্যাচারি ছিল। এখন মাছের ডিম ১৫ শত টাকা বিক্রি করলেও তখন বিক্রি হতো ২৪ হাজার টাকা। কিন্তু তখন ক্রেতা ছিল না। ধীরে ধীরে বেকার ছেলেদের আমি নিজ উদ্যোগে নার্সারি করে দিয়েছি, তাদের অনেকেই এখন সফল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : সবমিলিয়ে আমার এখানে ৮ জন স্থায়ী এবং ২৪ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : শুরুতে আমি আমার ভাইদের নিয়ে পারিবারিকভাবে কাজ করেছিলাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : জি, দিতে পারছি। পরিবারের সবাইকে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

আপনার বোনের বিয়েতে আপনি কী ধরনের ভূমিকা রেখেছেন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : আমি ধুমধাম করে আমার বোনের বিয়ে দিয়েছি। আমার দুইজন মা ছিলেন। আমরা ৮ ভাই-বোন। সবাই শিক্ষিত। আমরা সব ভাই এখন প্রতিষ্ঠিত।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিছুটা সীমিত ছিল তবে এখন খাদ্য তালিকায় এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : আমার ভাইয়েরা সবাই আলাদা বাড়ি করেছে। আমি পুরাতন বাড়িতে আছি, নিজের মতো করে মোডিফাই করে নিয়েছি। আর কিছু জমি কিনেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : আমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড়ো ছেলে এবং মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, ছোটো দুজন অনার্সে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : হ্যাঁ, জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কার্যকলাপে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : আমি আগে থেকেই ছোটো একটি বিজনেস করতাম। আমার পরিবার সম্ভ্রান্ত ছিল। এলাকার মানুষ আমাকে যথেষ্ট সম্মান করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : জি, সামাজিক কাজ করতে হয়। আমি একটি ডায়াবেটিস সেন্টার করেছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করে আমি নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, আমার ভাইদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আমার এলাকার বেকার যুবকদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যুব উন্নয়নের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ।

❒ [মোঃ জাহিদ হাসান মোরাদ জন্মগ্রহণ করেছেন কুষ্টিয়া জেলায়। গ্রাম : বাটি কামারা, পোস্ট : কুমারখালী, থানা : কুমারখালী। তিনি ১৯৮৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মুরাদ মৎস্য হ্যাচারি। বিজনেসের প্রতি আগ্রহ থেকেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। জাহিদ হাসান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ উপজেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬৬

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : আমি ২০০০ সালে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্যচাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি এ বিষয়েই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : নিজেকে একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'এম. আর. এন্টারপ্রাইজ'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : আমি ট্রেনিং শেষ করে ২০০০ সালে পোল্ট্রি ফার্ম শুরু করি।

২০০০ সাল থেকে শুরু করে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটিয়েছেন কীভাবে?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : আমি প্রথমে পোল্ট্রি ফার্ম দিয়ে শুরু করি। তারপর মৎস্য চাষ, গরুর খামার শুরু করি। এখন পোল্ট্রি এবং মাছ চাষ করলেও আমার ব্যবসা কিছুটা অন্যদিকে চলে গেছে। আমি কন্সট্রাকশনের বিজনেস করি। আমার এম. আর. এন্টারপ্রাইজ নামে একটি দোকান আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : আমার মাসিক ইনকাম প্রায় ৭০ হাজার টাকা।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : না। আমি আমার ব্যবসা নিয়েই আছি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : আমি যুব উন্নয়ন থেকে তিন বার ঋণ নিয়েছি। পরবর্তীকালে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : ছোটোবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের

পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে ছিল। ভেবেছিলাম অন্যের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করব না, নিজে প্রতিষ্ঠান করব। আমি নিজের জন্য এবং আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম।

প্রথমদিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : প্রথমদিকে ইনকাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল। মাঝখানে একটু ডাউন ছিল। তবে এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো।

মাঝখানে ইনকাম ডাউন ছিল কেন?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : ২০১৪ সালের নির্বাচনে জ্বালাও-পোড়াওয়ের কারণে প্রায় ৬ মাস হরতাল-অবরোধ ছিল। তখন আমার বিজনেস বড়ো ধরনের ধাক্কা খেয়েছিল। কারণ আমি যা উৎপাদন করতাম, সেগুলোর মার্কেটিং বা বিক্রি করতে পারতাম না। করোনার সময় আরও বড়ো ধাক্কা খেয়েছি।

আপনি এই বড়ো বড়ো ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : আমি আমার অন্যান্য বিজনেসের ইনকাম দিয়ে এগুলো রিকভার করতে চেষ্টা করেছি। কিছুদিন আগে আমি সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : সব মিলিয়ে আমার এখানে ২ জন স্থায়ী এবং প্রায় ২৫ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : শুরুতে কর্মী ছিল না, আমি একা শুরু করেছিলাম। আস্তে আস্তে কর্মী নিয়োগ দিয়েছি।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : জি, আছে। তবে আমার সন্তানদের পড়াশোনার জন্য টিভি আপাতত বন্ধ আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : আমার দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে ক্লাস থ্রিতে পড়ে, আরেকজন ছোটো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : কেউ অসুস্থ হলে অসুখের উপর ডিপেন্ড করে উন্নত চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোঃ নুরুন নবী (রতন) : খাদ্য তালিকা আগের মতোই আছে। তবে এখন এগুলোর পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মো: নুরুন নবী (রতন) : আমি নিজে আলাদা একটি টিন শেড বিল্ডিং বাড়ি করেছি। বিজনেসে বড়ো দুটো ধাক্কা খাওয়ার কারণে বিল্ডিং করতে পারিনি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মো: নুরুন নবী (রতন) : হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: নুরুন নবী (রতন) : এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আমাকে সভাপতি কিংবা সহ-সভাপতি হিসেবে দাওয়াত করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মো: নুরুন নবী (রতন) : আমি ব্যক্তিগতভাবে সাবধানে চলাফেরা করি। আমার সাথে কারো শত্রুতা নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মো: নুরুন নবী (রতন) : জি। আমার সংগঠনের মাধ্যমে আমি আমার ইউনিয়নের প্রায় ৪৮০ জন প্রতিবন্ধী মানুষের জরিপ করে তাদেরকে প্রতিবন্ধী কার্ড করে দিয়েছি। রাস্তার দুপাশে গাছ লাগানো, ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদানসহ আরও অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত আছি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: নুরুন নবী (রতন) : জি অবশ্যই। আমি মনে করি প্রত্যেকটি মানুষের যার যার অবস্থান থেকে আত্মকর্মী হওয়া উচিত।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: নুরুন নবী (রতন) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ, যুব উন্নয়ন থেকে যদি আমি ট্রেনিং না করতাম তাহলে জেলা কিংবা জাতীয় পর্যায় থেকে পুরস্কার ও সম্মাননা পেতাম না। যুব উন্নয়নের কারণে আমার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে এবং আমি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। ২০১৫ সালে তারা আমাদের চীন সফরে পাঠিয়েছিল। তাদের কারণে আমি দেশ-বিদেশে সফর করার সুযোগ পেয়েছি।

❒ [মো: নুরুন নবী (রতন) জন্মগ্রহণ করেছেন কুমিল্লা জেলায়। গ্রাম: আমকামতা, পোস্ট: আজগরা বাজার, উপজেলা: লাকসাম। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : এন.আর.এন্টারপ্রাইজ। চাকরি না করে ব্যবসা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। নুরুন নবী সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ জেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬৭

আপনিতো যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। কোন ট্রেনিংটা নিয়েছিলেন?

মো: মিজানুর রহমান : আমি নিয়েছিলাম গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, কৃষি সমন্বিত ট্রেনিং এইগুলা...

এর বাইরে অন্য ট্রেনিংগুলো কেন নেননি?

মো: মিজানুর রহমান : আসলে অন্যগুলোতে কেন যাব? আমি তো এখানেই সফল...

আপনার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কী ধরনের কাজ চলমান বা এখন হচ্ছে?

মো: মিজানুর রহমান : ডেইরি ফার্ম, দুধ উৎপাদন, পুকুরে মাছ চাষ, তবে এখন পুকুরে পানি নেই, যে কারণে মাছ চাষ বন্ধ আছে। এবং হাঁসের খামার।

আপনার প্রতিষ্ঠান কবে এবং কীভাবে শুরু হয়েছে?

মো: মিজানুর রহমান : এটা ২০১১ সাল থেকে শুরু হয়েছে। এটা শুরু করার আগে আমি যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। এরপর ট্রেনিং শেষে পরিবারের সঙ্গে বসে আলোচনা করেছি। তাদের অর্থনৈতিক সাপোর্ট নিয়েছি। আমার ভাইয়েরা ওরা বেশ এস্টাবলিশ বিদেশে থাকে। তো ওরা আমাকে কিছু সাহায্য করে। আমার কিছু টাকা ছিল। এসব দিয়ে মোটামুটি যাত্রা শুরু। গরু কিনেছি সেই গরুর বাচ্চা হয়েছে। তাদের বাচ্চা হয়েছে। শুরুটা এভাবেই।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান কেমন?

মো: মিজানুর রহমান : আলহামদুলিল্লাহ ভালো। উন্নতিও হচ্ছে।

এর পাশাপাশি অন্যকোনো কাজের সঙ্গে জড়িত?

মো: মিজানুর রহমান : এর পাশাপাশি আমি পশু চিকিৎসক হিসেবে এই এলাকায় কাজ করে থাকি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

মো: মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আছি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত না থাকলে সমাজে মূল্যায়ন পাওয়া মুশকিল।

কী ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকেন?

মো: মিজানুর রহমান : সামাজিক কাজ বলতে আমি সবসময় দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে ভালোবাসি। আমাদের এলাকার বাল্যবিবাহ, যৌতুক এসব বিষয়েও আমি নজরদারি করি। কেউ যদি এসব কাজে যুক্ত হতে চায়, মানে যৌতুক নেয় এবং বাল্যবিবাহ করে তাদের কাছে যাই। খুব সুন্দর করে বোঝাই।

এইসব কাজ কেন করেন?

মো: মিজানুর রহমান : এগুলো না করলে আমি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারতাম না। আমাকে যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি পুরস্কার দিয়েছে ওটাও কেউ জানত না। এগুলো করার ফলেই মানুষ আমাকে গ্রহণ করেছে।

আপনার ব্যবসার শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মো: মিজানুর রহমান : কারো কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা নিইনি। আগেও বলেছি আমার পরিবার আমাকে সহযোগিতা করেছে। তাই আমার এক্সট্রা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগিতার প্রয়োজন পড়েনি। তবুও আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে একটি লোন নিয়েছিলাম।

কেন মনে হলো যে আত্মকর্মী হবেন?

মো: মিজানুর রহমান : স্বপ্নতো সবারই থাকে। আর্থিকভাবে সচ্ছল হব। নিজের সাধ্য অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করব। সবাই আমাকে চিনবে, জানবে। এসব ধারণা থেকেই আত্মকর্মী হয়ে ওঠা। আসলে সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হতে হলে অবশ্যই অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

প্রথমদিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের আয় কেমন ছিল?

মো: মিজানুর রহমান : প্রথমদিকে অনেককিছুই বুঝিনি। তাই অনেকভাবেই লস হয়েছে। পরবর্তীকালে সেসব ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমার বাৎসরিক ইনকাম প্রায় তিন লাখ টাকা।

কখনো কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মো: মিজানুর রহমান : শুরুর দিকেই যা ক্ষতি হবার হয়েছিল। খুব ভালো বুঝিনি তখন। বাছুর মারা গেল। গরুর দুধ কম হলো। কিন্তু এখন এমন নেই।

করোনার সময় কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হননি?

মো: মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, করোনার সময়টাতে আমি মোটা অংকের একটা লস খেয়েছি। প্রায় দশ লাখ টাকার দুধ লকডাউনের জন্য বিক্রি করতে পারিনি। এলাকার লোকজনকে দিয়েছি। কিছু ফেলেও দিতে হয়েছে।

এইসব লসের পরেও কীভাবে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়েছেন?

মো: মিজানুর রহমান : তখন আর কী করব। আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। গোয়ালে অনেকগুলো বাছুর ছিল, ওগুলো বিক্রি করে লস পুষিয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংখ্যা কতজন?

মো: মিজানুর রহমান : এখন প্রায় সাত-আটজনের মতো আছে।

আর শুরুতে কতজন ছিল?

মো: মিজানুর রহমান : শুরুতে তিনজন ছিল।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থান কেমন? আগের থেকে কোন কোন জায়গায় উন্নতি হয়েছে বলে মনে করছেন?

মো: মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, সব স্থানেই উন্নতি। ঘরদোর করেছি। পৌরসভায় জায়গা কিনেছি।

বাসস্থান আগে কেমন ছিল? আর এখন কেমন?

মো: মিজানুর রহমান : আগে এতটা উন্নত ছিল না। এখন আল্লাহর রহমতে খুব ভালো। এখন টাইলস করা বিল্ডিং, আগেতো এসব ছিল না।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, অবশ্যই। অনেকেই যারা লেখাপড়াও জানে। তারাও দু'চারটে গরু পালন করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

আপনার পরিবারের বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন ট্যাব, মোবাইল, কম্পিউটার ল্যাপটপ ইত্যাদি আছে?

মো: মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, আছে।

আপনার সন্তানাদি আছে?

মো: মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, দু ছেলে।

তারা কী লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত?

মো: মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, যুক্ত।

আপনার পারিবারিক চিকিৎসা লাভের ক্ষেত্র কেমন? অর্থাৎ আগের তুলনায় এখন সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মো: মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, পারছি ইনশাআল্লাহ!

আগের থেকে ভালো?

মো: মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, ভালো। আগের মতো এখন আর টাকা-পয়সার অসুবিধা নেই। সঠিক চিকিৎসা সঠিকভাবেই নিয়ে থাকি।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কেমন পরিবর্তন এসেছে? যেমন– ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি এসব খাদ্য তালিকায় কেমন থাকে?

মো: মিজানুর রহমান : এসব এখন সবসময়ই থাকে। ইনকামের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তন হতে শুরু করেছে।

আপনার সামাজিক অবস্থান কেমন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন? অর্থাৎ এলাকায় কোনো অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: মিজানুর রহমান : আগে তো কেউই চিনত না। এখন অনেক চেঞ্জ হয়েছে। এখন ওয়াজ মাহফিলের পোস্টারেও আমার নাম থাকে। সবাই আমাকে বেশ মূল্যায়ন করে।

পারিবারিক বা সামাজিকভাবে কখনো কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেছে? মানে আপনার নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন?

মো: মিজানুর রহমান : এটা নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই। এখনো বেশ ভালো আছি। কোনো হয়রানিমূলক ঘটনা নেই আমাদের।

আপনিতো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন এবং ঋণ গ্রহণ করেছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতার জায়গা কীরকম?

মো: মিজানুর রহমান : আসলে আমিতো একটা সময় ছিলাম বেকার। এই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যদি আমাকে আলোর পথ না দেখাত, যদি এভাবে ট্রেনিং না দিত তাহলে আমি আজকে এই মিজানুর রহমান হতে পারতাম না। আমি অবশ্যই যুব উন্নয়নের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

❐ [মো: মিজানুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছেন নোয়াখালী জেলায়। গ্রাম : পূর্ব চাকলা, পোস্ট : করমূল্যা বাজার, উপজেলা : সদর। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : আবদুল্লাহ আল ডেইরি ফার্ম। পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মিজানুর রহমান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬৮

যুব উন্নয়ন থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: সহিদুল ইসলাম : গবাদি পশু হাঁস-মুরগি পালন ও তার প্রাথমিক চিকিৎসার উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

কত সালে নিয়েছিলেন এই ট্রেনিং?

মো: সহিদুল ইসলাম : ১৯৯৪ সালে নিয়েছিলাম।

ট্রেনিং নেওয়ার পর, আপনার খামারের কী নাম দিয়েছিলেন?

মো: সহিদুল ইসলাম : 'বিসমিল্লাহ পোল্ট্রি ফার্ম'।

আপনার ফার্মের সামগ্রিক কী কী কাজ এখন চলমান?

মো: সহিদুল ইসলাম : আমার এখানে এখন মুরগি আছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট আছে। গবাদি পশু আছে। তাদের চিকিৎসার কেন্দ্র ও পরামর্শ কেন্দ্র। এছাড়া যুব উন্নয়ন থেকে যেসব ট্রেনিং হয় আমি এখান থেকে তা বাস্তবায়ন করি। ভ্রাম্যমাণ যেসব ট্রেনিং হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে আমি যেসব ট্রেনিং করিয়ে থাকি বেকার যুবকদের মাঝে।

ব্যবসায় অর্থনৈতিক ভাবে কতটুকু সফল? মাসে কত টাকা ইনকাম হয়?

মো: সহিদুল ইসলাম : ইনকাম মাত্রা নির্দিষ্ট বলা মুশকিল। দেখা যায় কখনো কম আবার কখনো বেশি। তাই নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল।

এই খামার ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মো: সহিদুল ইসলাম : এছাড়া আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছি।

বিজনেস শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মো: সহিদুল ইসলাম : শুধু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা নিয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছিল যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মো: সহিদুল ইসলাম : যখন আমি লেখাপড়া শেষ করি। বিএ পাশ করে বেকার বসে থাকি। চাকরির তেমন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। আমার বাবার এবং আমারও খুব ইচ্ছে ছিল আমি যাতে ব্যবসায়ী হই। তাই আমি তিন মাস ট্রেনিং করি গবাদি পশু পালন ও তার প্রাথমিক চিকিৎসার উপর। এমনিতেই আমার হাঁস-মুরগির উপর অন্যরকম মায়া ছিল। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলাম। ট্রেনিং শেষে এলাকায় এসে খামার দিই এবং পল্লি চিকিৎসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসের ইনকাম কীরকম ছিল?

মো: সহিদুল ইসলাম : প্রথম দিকে কখনো দশ হাজার, কখনো পনেরো হাজার, আবার কখনো দেখা যেত বিশ হাজারও হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মো: সহিদুল ইসলাম : স্থায়ী কর্মী আছে ছয়জন। অস্থায়ী যখন দরকার হয় তখন নিই।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: সহিদুল ইসলাম : শুরুতে কোনো কর্মী ছিল না। তবে একসময় তিন থেকে চারজন ছিল।

আপনার বাসায় অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মো: সহিদুল ইসলাম : টেলিভিশন এখন নাই।

তাহলে স্মার্টফোন এগুলো ব্যবহার হয়?

মো: সহিদুল ইসলাম : হ্যাঁ, এখন এগুলো ব্যবহার করি।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা কেমন দিতে পারছেন?

মো: সহিদুল ইসলাম : স্বাবলম্বী হওয়ার আগে চিকিৎসা দিতে আমাদের হিমশিম খাওয়া লাগত। ধারদেনা করতে হতো। মানে ভীষণ কষ্টই হয়ে যেত। এখন পারিবারিক সামর্থ্য অনুযায়ী চিকিৎসা নিয়ে থাকি। যতটা দ্রুত সম্ভব সমাধান করার চেষ্টা করি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম, দুধ কীরকম রাখতে পারছেন? আর স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কীরকম থাকত?

মো: সহিদুল ইসলাম : এটাতো চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। এখন একজন আত্মকর্মী হওয়া মানেই অনেক পরিবর্তন হবে এমন না। তবে সবকিছু মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। আমাদেরও পরিবর্তন এসেছে আগের তুলনায় অনেকটাই।

আপনি যে বাড়িতে বসবাস করছেন, স্বাবলম্বী হওয়ার পরে বাড়িটায় পরিবর্তন এনেছেন?

মো: সহিদুল ইসলাম : অবশ্যই কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

কীরকম সেটা?

মো: সহিদুল ইসলাম : আগে মাটির ঘর ছিল। এখন টিন শেড বিল্ডিং।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন? তারা কি পড়ালেখার সঙ্গে যুক্ত?

মো: সহিদুল ইসলাম : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। ওরা দু'জনেই খুব ছোটো...

এলাকার কোনো কার্যকলাপে মানুষ আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: সহিদুল ইসলাম : চিকিৎসা হিসেবে বেশ মূল্যায়ন করে। একজন সফল স্বাবলম্বী হওয়ার পর মানুষ আমার কাছে আসে এবং উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ নেয়। আমিও তাদের সাহায্য করি। পরামর্শ দেই। পাশে থাকি।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মো: সহিদুল ইসলাম : হয়রানির ঘটনা আপাতত নেই। আমাদের পরিবারের হয়রানি হবার মতো ঘটনা ঘটেনি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মো: সহিদুল ইসলাম : হ্যাঁ, করেছি।

সেগুলো কীরকম?

মো: সহিদুল ইসলাম : সামাজিক কর্মকাণ্ডে কাজ বলতে, আমি বিভিন্ন এনজিও বা সংগঠনে প্রশিক্ষণ করাই। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের ঋণের ব্যবস্থা করে দেই। বেকারদের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। এছাড়া গরিব অসহায়দের পাশে থাকার চেষ্টাও করি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন। মানে আপনার কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে জানতে চাই।

মো: সহিদুল ইসলাম : যুব উন্নয়নকে নিয়ে কী বলব! আমি মনে করি যারা বেকার, শিক্ষিত বেকার তারা চাকরির মতো সোনার হরিণের পেছনে না ছুটে, যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়ে নিজেকে একজন আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা একটা শ্রেষ্ঠ পন্থা। যেটা যুব উন্নয়ন আমাদের যুবকদের জন্য ব্যবস্থা করেছে। এখান থেকে ট্রেনিং নিলে কোনো বেকার অন্যের কাছে চাকরির জন্য হাত পাততে হবে না ইনশাআল্লাহ আমি এই শিওরিটি দিতে পারি। আমি মনে করি যারা বেকার তারা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ছোটো করে হলেও প্রথমে কাজটা শুরু করুক। আমি চিরকাল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। যুব উন্নয়নের সকল স্যার ম্যামদের ধন্যবাদ। তারা আমাকে সবসময় উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

❒ [মো: সহিদুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলায়। গ্রাম: সাদিরপুর, পোস্ট: মহজমপুর, উপজেলা: সোনারগাঁও। তিনি ১৯৯৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: বিসমিল্লাহ পোল্ট্রি ফার্ম। পড়াশোনা শেষে বেকার বসে না থেকে নিজে কিছু করার তাগিদ থেকে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। সহিদুল ইসলাম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৬৯

প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে?

মোঃ আসলাম আলী : আমি রাজশাহী থেকে ১৯৯০ সালে হাঁস-মুরগির গবাদি পশু পালন ও তার চিকিৎসার উপর।

ওই ট্রেনিংটাই কেন নিলেন অন্যগুলো না নিয়ে?

মোঃ আসলাম আলী : তখন বেকার ছিলাম। ঘুরাঘুরি করতাম এদিক ওদিকে। স্থানীয় যুব উন্নয়ন অফিসার আমাকে বলল আপনি আমাদের এখান থেকে ট্রেনিং নিন। আত্মকর্মী হন। সচেতনমূলক কাজ করেন। চাকরির আর কত সন্ধান করবেন? আমি তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলাম।

ট্রেনিং নেওয়ার পর নিশ্চয় একটা প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন? কী নাম সেটার?

মোঃ আসলাম আলী : 'ক্যামেরুন কৃষি কমপ্লেক্স'।

এটা কত সালে শুরু হয়েছিল?

মোঃ আসলাম আলী : ১৯৯০ সালে।

'৯০ থেকে ২০২৪ সাল, এই দীর্ঘ সময়ে কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটল?

মোঃ আসলাম আলী : ধীরে ধীরেই বিস্তার ঘটেছে। আমি বিভিন্ন সময় এসবের সংস্কার করেছি। ঋণ নিয়েছি। নিজেও কাজ করেছি। এভাবেই বিস্তার ঘটা।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মোঃ আসলাম আলী : এখন আমার পুকুর আছে ছয়টা। মুরগি আছে সাড়ে পাঁচ হাজার, গরু আছে ১২টা। বিভিন্ন প্রজাতির ফলফলাদির গাছ আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন বেশ ভালো অবস্থা অর্থনৈতিকভাবে। এখন মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কেমন হয়?

মোঃ আসলাম আলী : সবকিছু বাদ দিয়ে এখন মাসে প্রায় এক লক্ষ টাকার মতো ইনকাম হয়।

'ক্যামেরুন কৃষি কমপ্লেক্স' বাদে অন্যকিছুর সঙ্গে যুক্ত আছেন? যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ আসলাম আলী : না নেই।

বিজনেস শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মোঃ আসলাম আলী : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে লোন নিয়েছিলাম। এছাড়া

বাকিরা মানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তেমন লোন দিতে চায় না। ফলে অনেক কষ্টই হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটি সংস্থা থেকে টাকা নিয়েছিলাম। নিজের টাকা ছিল। সব একসঙ্গে যাত্রার শুরু করি।

আপনার কেন মনে হলো যে, আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ আসলাম আলী : অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম যে কাজটা ভালো। এখানে সাফল্য আছে। স্বাধীনতা আছে। ঘাত-প্রতিঘাত সবই আছে। মানে কাজে এনজয় আছে। টাকাও আছে। এ কারণেই আত্মকর্মী হওয়া। এই কাজে একটা আত্মতৃপ্তি আছে।

প্রথমদিকে আপনার বিজনেসে ইনকাম কেমন ছিল?

মোঃ আসলাম আলী : প্রথমদিকের ইনকাম এখনকার ইনকামের ধারেকাছেও নেই। কোনোরকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা যেত।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মোঃ আসলাম আলী : আমার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে স্থায়ী কর্মী কাজ করে ছয়জন। আর অস্থায়ীভাবে দুতিন-চারজন কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ আসলাম আলী : শুরুতে ছিল একজন।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মোঃ আসলাম আলী : হ্যাঁ। ২০০৮ সালে আমার ১৬শো মুরগি বার্ড ফ্লু হয়ে মারা গিয়েছিল। তখন কেউ আমাকে সহযোগিতা করেনি। খুব কষ্টে ব্যাংকের লোন শোধ করেছি।

ক্ষতি কাটিয়ে প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় এনেছেন?

মোঃ আসলাম আলী : আবার লোন নিলাম বিভিন্ন জায়গা থেকে। আত্মীয়দের থেকেও টাকা নিয়ে নতুন করে শুরু করলাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোঃ আসলাম আলী : হ্যাঁ, আমার বাসায় টেলিভিশন আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পর, পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মোঃ আসলাম আলী : হ্যাঁ, দিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে, খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এনেছেন? মাছ, মাংস, ডিম খাদ্য তালিকায় কীরকম যুক্ত করেছেন?

মোঃ আসলাম আলী : হ্যাঁ, এনেছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে খাদ্যাভ্যাস কেমন ছিল?

মোঃ আসলাম আলী : আগেও মোটামুটি এমনই খেতাম।

উদ্যোক্তা হওয়ার পর আপনি যে বাড়িতে অবস্থান করছেন? সেটা আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোঃ আসলাম আলী : আগে ছিল খড়ের বাড়ি, এখন পাকা ইটের বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন? তারা কি পড়ালেখার সঙ্গে যুক্ত?

মোঃ আসলাম আলী : আমার দুই ছেলে দুই মেয়ে। বড়ো ছেলে বিএসসি পড়ছে বড়ো মেয়ে গ্রাজুয়েট, ছোটো মেয়ে ইন্টার পরীক্ষা দিলো, ছোটো ছেলে ক্লাস সেভেনে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মোঃ আসলাম আলী : অবশ্যই বেড়েছে। আমি এখন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করি। সবাই আমাকে সম্মান করে।

এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে এবং গুরুত্ব দেয়?

মোঃ আসলাম আলী : হ্যাঁ, অবশ্যই দেয়। সম্মানি ব্যক্তি হিসেবে তারা আমাকে স্কুল-কলেজ, সভা-সেমিনার কিংবা জলসায় দাওয়াত করে অতিথি হিসেবে।

সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিংবা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মোঃ আসলাম আলী : না, আমাদের এলাকা ভালো। এখানে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি আমার সঙ্গে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মোঃ আসলাম আলী : হ্যাঁ, অবশ্যই করি। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে আমি সম্পৃক্ত থাকি। যখন যেখানে প্রয়োজন আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোঃ আসলাম আলী : হ্যাঁ, অবশ্যই প্রয়োজন।

কেন প্রয়োজন বলে মনে করেন?

মোঃ আসলাম আলী : এই কারণেই প্রয়োজন– কেননা আমাদের দেশ ছোটো দেশ। মানুষের সংখ্যা বেশি। আমরা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। সবসময় চাকরির আশায় থাকলে চলবে না। আমরা যে যে-বিষয়ের উপর পারদর্শী সে সে-বিষয়ের উপর কাজ করলে, এদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে যারা বড়ো বড়ো পোস্টে চাকরি করে তাদের হেঁয়ালিপনা, তাদের আত্মগরিমা, এসবের কারণেও আমাদের দেশ পিছিয়ে। যারা এখন আত্মকর্মী হবেন। নিজে উৎসাহিত হয়ে কিন্তু হাঁস-মুরগির গবাদি পশু পালন করবেন। কিন্তু এখানে দুঃখের বিষয় হলো, একজন তরুণ আত্মকর্মী তার কাজে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কখনো কখনো ন্যায্য মূল্য পায় না তার উৎপাদিত

পণ্যের। এসব কারণে তরুণদের মন ভেঙে যায়। আবার সরকারিভাবেও তেমন সহযোগিতা পায় না। এসব মিলিয়ে শুরুতে নতুনরা বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার ধারণা মতে যে-কোনো কাজেই লেগে থাকতে হবে। তাহলেই সফলতা অর্জন হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে আপনার কৃতজ্ঞতার জায়গা কীরকম?

মোঃ আসলাম আলী : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক অনেক উপকৃত হয়েছি। আমাদের সময় যিনি উপপরিচালক ছিলেন মঈন বিশ্বাস, আব্দুল্লাহ আল মামুন তারা সবসময় আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বুদ্ধি দিয়েছেন, পরামর্শ এবং গুরুজনের মতো গাইডলাইন দিয়েছেন।

❐ [মোঃ আসলাম আলী জন্মগ্রহণ করেছেন দিনাজপুর জেলায়। গ্রামঃ জমিদারহাট, পোস্টঃ বাপুপাড়া, থানাঃ পার্বতীপুর। তিনি ১৯৯০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নামঃ ক্যামেরুন কৃষি কমপ্লেক্স। নিজে কিছু করলে কাজে স্বাধীনতা, তৃপ্তি ও সাফল্য আছে– এরকম বাস্তবতা থেকেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আসলাম আলী সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

মোঃ হায়দার আলী : আমি ২০২৪ সালে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ এবং কৃষি কাজের উপর ৩ মাসের ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ হায়দার আলী : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'হায়দার এগ্রো ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মোঃ হায়দার আলী : আমার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে লেয়ার মুরগি পালন, গবাদিপশু, দেশি হাঁস-মুরগি পালন করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ হায়দার আলী : ২০০৬ সালে আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলেও ২০১৩ সালে আমার প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়। ২০২৪ সালে আমি আবার পুনরায় শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ হায়দার আলী : আমি আমার প্রতিষ্ঠান এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে শুরু করেছি। এখনো সব গুছিয়ে উঠতে পারিনি। সব খরচ মিলিয়ে ভালোভাবে চলে যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মোঃ হায়দার আলী : জি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি কাজের জন্য একটি স্কুল আছে আমার এলাকায়। আমি সেই স্কুলের সভাপতি। এছাড়া আমি উপজেলা যুব উন্নয়নের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ট্রেইনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ হায়দার আলী : আমি প্রথমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২ টা গরু কিনি এবং কৃষি কাজ করি। সেই ঋণ পরিশোধ করে আবার আমি যুব উন্নয়ন থেকেই ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছি এবং আরও কিছু ষাঁড় গরু কিনেছি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ হায়দার আলী : আমি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কাজ

করতাম। অনেক চেষ্টা করেও অভ্যন্তরীণ কারণে আমার চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয়নি। আমি এলএলবি পাশ করেছি। কিন্তু এখানেও সুবিধা করতে না পেরে ফার্ম করার সিদ্ধান্ত নিই। যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে আমি আত্মকর্মী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এর মাধ্যমে আমি নিজের পাশাপাশি আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের উন্নয়নে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারব।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মোঃ হায়দার আলী : আমার পরিবারের দুজন-সহ মোট ৪ জন স্থায়ী এবং কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোঃ হায়দার আলী : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মোঃ হায়দার আলী : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোঃ হায়দার আলী : আগে আমার ছোটো বাচ্চাটি মাছ-মাংস ছাড়া ভাত খেতে চাইতো না। পর্যাপ্ত টাকার অভাবে চাহিদা অনুযায়ী এগুলো কিনতে পারতাম না। এখন স্বাবলম্বী হওয়ার পরে এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পারি। আর আমি যা উৎপাদন করি সেখান থেকেই আমার পরিবারের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মোঃ হায়দার আলী : জি, আমি মুরগির জন্য ফার্ম করেছি, গরুর জন্য ঘর করেছি। আগে আমার বাড়ি কাঁচা ছিল, এখন পাকা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ হায়দার আলী : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে আমার স্কুলেই নার্সারিতে পড়ে এবং মেয়ের বয়স ২ বছর।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে কি? এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোঃ হায়দার আলী : হ্যাঁ, মানুষ আমাকে উদাহরণ হিসেবে দেখে। সবাই আমাকে মূল্যায়ন করে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মোঃ হায়দার আলী : আমি গবাদিপশু পালনের উপর বিনামূল্যে মানুষকে ট্রেনিং দিই। মানুষের মাঝে গাছ বিতরণ করি। আমার এলাকার মানুষ যাদের সাধ আছে

কিন্তু সাধ্য না থাকায় সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়াতে পারে না, তাদের জন্য আমি নিজ উদ্যোগে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে তারা তাদের সন্তানদের কম বেতনে পড়াতে পারে। অনেকে বিনা বেতনেও পড়ে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মো: হায়দার আলী : উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আমি যখন স্কুল নির্মাণ করতে গেছি তখন একটি মহল স্কুল বন্ধ করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে। কারণ স্কুলের মাঠে তারা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন জিনিস চাষাবাদ করতো, স্কুল দেওয়ার পরে সেটি বন্ধ হয়ে গেলে এ নিয়ে কিছুটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: হায়দার আলী : যেসকল বেকার ভাই ও বোনেরা আছে, তারা হতাশ না হয়ে যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণ করে নিজেরাই স্বাবলম্বী হতে পারবে। এ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকে আত্মকর্মী তৈরি হয়েছে। চাকরি ছেড়ে আসার পরে আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর আমি যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি কাজ শুরু করে এখন প্রায় সফল হয়েছি।

❒ [মো: হায়দার আলী জন্মগ্রহণ করেছেন লালমনিরহাট জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ১ নং (ফুলগাছ), লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট। তিনি ২০২৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : হায়দার এগ্রো ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম। চাকরি জীবনের ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পেতে নিজেই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

সফল আত্মকর্মী-৭১

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

মো: জয়নাল আবেদিন : আমি ১৯৮৮ সালে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

মো: জয়নাল আবেদিন : পারিবারিকভাবে আমার ফ্যামিলিতে এগুলো পালন করা হতো। খামার করার উদ্দেশ্যে আমি ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: জয়নাল আবেদিন : 'জয়নাল এগ্রো ফার্ম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মো: জয়নাল আবেদিন : ১৯৮৮ সালে কিছু হাঁস এবং গরু পালনের মধ্য দিয়ে আমি আমার বিজনেস শুরু করেছিলাম।

১৯৮৮ থেকে এখন পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে ধীরে ধীরে কীভাবে আপনার ব্যবসার বিস্তার ঘটিয়েছেন?

মো: জয়নাল আবেদিন : গরু পালনের পর আমি ব্রয়লার মুরগি নিয়ে কাজ করেছি। এর পাশাপাশি বাড়ির পুকুরে মাছ চাষ করেছি। এভাবে ধীরে ধীরে আমার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটেছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মো: জয়নাল আবেদিন : বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মুরগি এবং গরু মারা যায়। তাই আগের চেয়ে ইনকাম কমে গিয়েছে।

আপনি এই প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মো: জয়নাল আবেদিন : আমি কৃষি কাজ করি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: জয়নাল আবেদিন : যুব উন্নয়ন থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মো: জয়নাল আবেদিন : আমার মতে কিছু একটা করাই আত্মকর্মী। আত্মকর্মী হলে মানুষের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং স্বাধীনভাবে কাজ করা হয়।

প্রথমদিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মো: জয়নাল আবেদিন : শুরুতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা।

আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন স্থায়ী আর অস্থায়ী কতজন কর্মী আছে?

মো: জয়নাল আবেদিন : সবমিলিয়ে আমার এখানে ৬ জন স্থায়ী কর্মী এবং চুক্তিভিত্তিক কোনো কর্মী নেই।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: জয়নাল আবেদিন : ৪ জন।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মো: জয়নাল আবেদিন : হ্যাঁ, ২০১৭ সালে বন্যার সময় আমার প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সব কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমি আবার ছোটো পরিসরে শুরু করেছি।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মো: জয়নাল আবেদিন : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা কতটা সহজতর হয়েছে?

মো: জয়নাল আবেদিন : আমার পরিবারে এখনো পর্যন্ত বড়ো ধরনের কোনো অসুখ হয়নি। তবে ছোটো-খাটো অসুখে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মো: জয়নাল আবেদিন : মাছ, মাংস, ডিম, সবজি সবই আমরা উৎপাদন করি। এগুলো সব আগে থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মো: জয়নাল আবেদিন : জি। আগে চাটাইয়ের বাড়ি ছিল, এখন আধা-পাকা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: জয়নাল আবেদিন : আমার দুই ছেলে। দুজনেই পড়াশোনা করে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মো: জয়নাল আবেদিন : হ্যাঁ, পশু পালন বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে ডাকে আমার সফলতার গল্প বলার জন্য। আবার উপজেলা প্রাণী সম্পদের ট্রেনিং দেওয়ার সময় আমার খামারে তাদের নিয়ে আসে।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: জয়নাল আবেদিন : বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিংবা পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কি না?

মো: জয়নাল আবেদিন : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মো: জয়নাল আবেদিন : জি, আমি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি এবং রাস্তার দুপাশে গাছ লাগিয়েছি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: জয়নাল আবেদিন : জি, আমি মনে করি। চাকরির পেছনে বছরের পর বছর না ছুটে সে যদি দুটো গাভী পালন করে তাহলেও তার কিছু টাকা সঞ্চয় হবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: জয়নাল আবেদিন : যুব উন্নয়নের মাধ্যমে আমি জীবনে এগুতে পেরেছি। যুব উন্নয়নকে পরিবার মনে হয়। তারা এখনো আমার খামারে আসেন, খোঁজখবর নেয়। বিভিন্ন প্রোগ্রামে তারা আমাকে ডাকে, আমি যাই।

❐ [মো: জয়নাল আবেদিন জন্মগ্রহণ করেছেন দিনাজপুর জেলায়। গ্রাম : আলোকদিহি, উপজেলা : খানসামা। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১৯৮৮ ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : জয়নাল এগ্রো ফার্ম। সামাজিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। জয়নাল আবেদিন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ জেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭২

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর সাভার থেকে।

কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : ১৯৮৬ সালে...

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : আগেতো এতরকম ট্রেনিং ছিল না। আবার ট্রেনিং কেন্দ্রও খুব ছিল না। আমরা এখান থেকে যেতাম সাভার ট্রেনিং নিতে। সাভার খুলনা, এরকম মূল পয়েন্টে কেবল মাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ছিল।

১৯৮৬ সালে ট্রেনিং নেওয়ার পরে আপনি খামার দাঁড় করালেন? আপনার খামারের নাম কী দিয়েছিলেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : তামিম ডেইরি ফার্ম।

তামিম ডেইরি ফার্ম এর বর্তমান কার্যক্রম কী?

মো: নিজাম উদ্দিন : এখন আমার এখানে মৎস্য চাষ আছে।

১৯৮৬ থেকে ২০২৪ সাল এই দীর্ঘ সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার সম্পর্কে বলুন?

মো: নিজাম উদ্দিন : আমাদের এদিকে মাছের চাহিদা বেশি এবং চাষও হয় বেশি। আমি আগে থেকেই মাছ চাষের কাজে নিয়োজিত ছিলাম অন্যের খামারে। আমার মালিকের সমস্ত খামার আমার দায়িত্বে থাকত। আমি সেগুলো দেখভাল করতাম। এছাড়া আমার নিজেরও দশ বিঘার একটি মাছ চাষের খামার ছিল। এগুলো নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকি। সেই যাত্রা এখনো অব্যাহত আছে।

এখন আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক ইনকাম হয় কেমন?

মো: নিজাম উদ্দিন : এখান থেকে আমি অনেক টাকা ইনকাম করেছি। অনেক জায়গা জমি ক্রয় করেছি। প্রায় ৩০ বিঘার মতো ধানী জমি কিনেছি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : হ্যাঁ করেছি।

সেবামূলক প্রতিষ্ঠান করেছি। বাড়ির সামনে জায়গা কিনে মসজিদ করেছি। এছাড়া একটি পানি প্রকল্প করেছি। গ্রামের লোকেরা এখান থেকে বিশুদ্ধ পানি খেতে পারে। এরকম সেবামূলক কাজ আমি আরও অনেক করেছি। এখন আমি

উপজেলা দুর্নীতি দমনের সহ-সভাপতি। দুর্নীতি মুক্ত রাখতে যা যা স্টেপ দরকার সেগুলো আমি করে থাকি। স্কুল কলেজে নিয়োগ হলে আমি সেখানে কোনো দুর্নীতি ঠাঁই দেই না। মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি। সবসময় ভালো কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য তুলে ধরি।

আমি আসলে আপনার বাৎসরিক বা মাসিক ইনকাম জানতে চেয়েছি...

মো: নিজাম উদ্দিন : এখন আমার বাৎসরিক ইনকাম ৩ লাখ টাকার মতো হয়।

তামিম ডেইরি ফার্ম ছাড়াও অন্য আরও কিছুর সঙ্গে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মো: নিজাম উদ্দিন : হ্যাঁ, আমার দোকান আছে। উপজেলা শহরে আমার দুটি দোকান আছে, সেখান থেকে ভালো ইনকাম হয়।

বিজনেস শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পেয়েছিলেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : আমি প্রথম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই ঋণ পাই। ধরতে গেলে আমিই খুলনা জেলার প্রথম ঋণ গ্রহণকারী। আমার আগে কেউ আর পায়নি।

কেন মনে হলো যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : আত্মকর্মী হওয়া মানে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে যাওয়া। চাকরির জন্য দৌড়ঝাপ নেই। নিজের নিশ্চয়তা নিয়ে কাজ করা। নিজের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা।

প্রথমদিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের আয় কেমন ছিল?

মো: নিজাম উদ্দিন : ওই সময় ২০-৩০ হাজার হতো। তবে তখন অনেক লস গেছে বলা যাবে। কারণ তখন আমার গবাদি পশু ছিল, পোল্ট্রি ফার্ম ছিল। এগুলোর জন্য ভ্যাক্সিন, খাবার ইত্যাদি কিনতে আমার অনেক খরচ পড়ে যেত। আর মুরগির অসুখ হলে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যেত। পরে ট্রেনিং নিয়ে মৎস্য চাষে লেগে পড়লাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানে এখন স্থায়ী কর্মী কতজন?

মো: নিজাম উদ্দিন : ৩-৪ জন।

অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মো: নিজাম উদ্দিন : যখন কাজ বেশি থাকে তখন অস্থায়ী কর্মী নিয়ে থাকি।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

মো: নিজাম উদ্দিন : শুরুতেও ৩-৪ জন ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মো: নিজাম উদ্দিন : হ্যাঁ, টেলিভিশন আছে।

এখন কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : হ্যাঁ তা পারি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর খাদ্য তালিকায় কোনো ধরনের পরিবর্তন এনেছেন? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় আগে কেমন থাকত? আর এখন কেমন আছে?

মো: নিজাম উদ্দিন : এখন ভালোই খাওয়া হয়। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এগুলো থাকেই।

আপনি যেখানে বসবাস করছেন, স্বাবলম্বী হওয়ার পরে নিশ্চয় তা পরিবর্তন করেছেন? কেমন পরিবর্তন করেছেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : হ্যাঁ, তা করেছি। দোতলা বাড়ি করেছি। আরও একটি ফাউন্ডেশন করব উপজেলা সদরের কাছে।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন? তারা কি লেখাপড়া করে?

মো: নিজাম উদ্দিন : দু-মেয়ে এক ছেলে। মাস্টার্স পড়ছে বড়ো মেয়ে। ছোটো মেয়ে অনার্স ফাইনালে। ছেলে ক্লাস সেভেনে পড়ে।

এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা কার্যকলাপে মানুষ আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: নিজাম উদ্দিন : মূল্যায়ন তো করেই। উপজেলা এলাকায় আমি মোটামুটি ভালো মূল্যায়ন পাই। ইউএনও এবং অন্যান্য অফিসার আমাকে বেশ রেস্পেক্ট করে।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিংবা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেছে?

মো: নিজাম উদ্দিন : না, কোনো হয়রানির শিকার আমাদের মধ্যে নেই...

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম এবং যারা কর্মপ্রত্যাশী রয়েছে তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: নিজাম উদ্দিন : তাদের অবশ্যই আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। আমি বেশ কয়েক বছর ট্রেনিং করিয়েছি। বেকার আছে যারা, তাদের আত্মকর্মী হওয়ার অনুপ্রেরণা দিতাম। এখনো অনেকেই আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসে। আমি তাদের উপদেশ দেই ট্রেনিং নিয়ে একটা কাজে লেগে পড়তে।

মানুষকে কেন আত্মকর্মী হতে বলেন?

মো: নিজাম উদ্দিন : আত্মকর্মী হলে একজন মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। চাকরির জন্য চিন্তা করতে হয় না। নিজের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে পারবে। এজন্য আত্মকর্মী হতে বলি।

সবশেষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: নিজাম উদ্দিন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সবসময়ই ভালো কাজ করে। এখানের

অফিসও ভালো কাজ করে। আমি ঢাকার অফিসেও গিয়েছি সেখানেও ভালো কাজ করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরই আমাকে সবার কাছে পরিচিত করে তুলেছে। তারা আমাকে পুরস্কৃত না করলে আমি এতদূর আসতে পারতাম না। তাদের প্রতি আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

❒ [মো: নিজাম উদ্দিন জন্মগ্রহণ করেছেন খুলনা জেলায়। গ্রাম: পাইকগাছা, পোস্ট: পাইকগাছা। তিনি ১৯৮৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: তামিম ডেইরি ফার্ম। চাকরির পেছনে না ছুটে স্বাধীনভাবে কাজ করার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। নিজাম উদ্দিন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ মামুনুর রশীদ : হাঁস, মুরগি ও গবাদি পশু পালন এবং চিকিৎসার উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি কি আরও কোনো ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ মামুনুর রশীদ : জি, আরও অনেক ট্রেনিং নিয়েছি। যতবার ট্রেনিং হয়েছে আমি ততবারই ট্রেনিং নিয়েছি এবং বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছি। খুব সম্ভবত ২০০১/২০০২ সালে আমি তিন মাসের প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ মামুনুর রশীদ : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'গোল্ডেন লাইফ মাশরুম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ মামুনুর রশীদ : প্রথমে আমি হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু নিয়ে শুরু করি। তারপর কৃষিভিত্তিক ট্রেনিংয়ের সময় মাশরুম চাষের উপর ট্রেনিং নিই এবং ২০০৭ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

মোঃ মামুনুর রশীদ : আমার প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব ল্যাবরেটরি আছে। মাশরুম ওরিয়েন্টেড সব ধরনের কাজ আমার এখানে হয়। আমি টিস্যু কালচার, মাশরুমের বীজ এবং মাশরুম উৎপাদন করি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ মামুনুর রশীদ : গত দুটো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমার প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০১৭ সালের পর থেকে শুরু করে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে আমার প্রোজেক্টই প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার করোনার সময় মার্কেটিং বন্ধ থাকায় ব্যবস্থা করতে পারিনি এবং স্টাফদের বেতন বন্ধ ছিল। তারপর করোনা পরবর্তীকালে আবার নতুন করে শুরু করেছি। আগে প্রতি মাসে প্রায় ৫০-৬০ হাজার টাকা ইনকাম হতো।

করোনাকালীন ক্ষতি কীভাবে সামলিয়েছেন?

মোঃ মামুনুর রশীদ : বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে আবার শুরু করেছি।

মাশরুম চাষের পাশাপাশি আরও কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ মামুনুর রশীদ : না। যুক্ত নই।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ মামুনুর রশীদ : ব্যবসা শুরু করার সময় আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ মামুনুর রশীদ : যেহেতু আমার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে (প্যারালাইজড) সেহেতু আমি চাকরি করতে পারব না, তাই আত্মকর্মী হওয়া ছাড়া সামনের দিকে যাবার আর কোনো উপায় আমার ছিল না। যুব উন্নয়নের ট্রেনিংগুলো আমার মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে যা পরবর্তীকালে আমার চলার পথকে সহজ করতে সহায়তা করেছে বলে আমি মনে করি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মোঃ মামুনুর রশীদ : প্রথমাবস্থায় ৫০-৬০ হাজার টাকা আয় হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মোঃ মামুনুর রশীদ : আমার এখানে ৩ জন স্থায়ী এবং ১০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ মামুনুর রশীদ : শুরুতে ৩ জন কর্মী ছিল। তারপর ধীরে ধীরে প্রায় ২০ জনের মতো কর্মী ছিল।

বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোঃ মামুনুর রশীদ : না।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারছেন?

মোঃ মামুনুর রশীদ : না। আমার ছোটো ছেলে রিউমেটিক ফিবারে আক্রান্ত। তার ট্রিটমেন্ট করাতে হচ্ছে। আমি তো সবসময় ট্রিটমেন্টের উপরই থাকি। আমাকে ঢাকা সিআরপি থেকে থেরাপি নিতে হয়। কিন্তু আর্থিক অবনতির কারণে আমি চিকিৎসা সেবা নিতে পারছি না। আমার বড়ো ছেলে ঢাকাতে আইএলটিএস করছে। সবমিলিয়ে কিছুটা আর্থিক দৈন্যের মধ্যে আছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ মামুনুর রশীদ : আমার ২ ছেলে। একজন আইএলটিএস করছে। আরেকজন ক্লাস নাইনে পড়ে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোঃ মামুনুর রশীদ : করোনা পূর্ববর্তী সময়ে পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারলেও এখন সেটি সম্ভব হচ্ছে না।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার কি কোনো ভূমিকা আছে? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মো: মামুনুর রশীদ : জি, পরিবর্তন করতে পেরেছি। আগে বাবার বাড়িতে ছিলাম, এখন নিজে বাড়ি করেছি। আমার প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন করেছি, সেখানে বিল্ডিং স্ট্র্যাকচার করেছি। বেশ কিছু টাকা প্রতিষ্ঠানে ইনভেস্ট করতে পেরেছিলাম।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মো: মামুনুর রশীদ : বিভিন্ন অফিস বাংকে গেলে তারা আমাকে চিনতে চায় না। কাগজপত্র দেখালে বলে যে, এগুলো দেখে তারা কী করবে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মো: মামুনুর রশীদ : আমি আমার প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগতভাবে বাল্যবিবাহ নিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং ওয়ার্কারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। সামাজিক অবক্ষয় রোধে আমি এ কাজগুলো করি। তারপর পুষ্টি, হাইজিন, স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমি কাজ করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: মামুনুর রশীদ : যুব উন্নয়নের সার্বিক কর্মকাণ্ড খুবই ভালো। আমার আত্মকর্মী হওয়ার পেছনে যুব উন্নয়ন অনেক সহায়তা করেছে। তাদের সহায়তা ছাড়া আমি এতদূর আসতে পারতাম না। তবে সমস্যা হচ্ছে যে সবাইকে ঢালাওভাবে যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং না দিয়ে বরং যাদের সত্যিই প্রয়োজন তাদেরকে ট্রেনিং দিলে দেশের উন্নয়ন হবে বলে আমি মনে করি। এখানে অনেক লিকেজ আছে। রাজনীতিবিদরাও হয়তো কিছুটা হ্যান্ডেল করে, আবার অফিসারও অনেক সময় স্বজনপ্রীতি করে। ঋণ দেওয়ার সময় দেখা যায় যার টাকা আছে, তাকেই ঋণ দেওয়া হয়। আর যার সত্যিই প্রয়োজন তাকে ঋণ দেওয়া হয় না।

❒ [মো: মামুনুর রশীদ জন্মগ্রহণ করেছেন ঝিনাইদহ জেলায়। গ্রাম : মান্দারতলা, পোস্ট : হরিণাকুন্ডু, উপজেলা : হরিণাকুন্ডু। তিনি ২০০১/২০০২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : গোল্ডেন লাইফ মাশরুম। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মামুনুর রশীদ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭৪

যুব উন্নয়ন থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: বদিউল আলম : মৎস্য চাষ এবং গবাদি পশু পালন এর উপর নিয়েছিলাম।

কত সালে ট্রেনিংটা নিয়েছিলেন?

মো: বদিউল আলম : ১৯৯২ সালে।

এই ট্রেনিংটাই কেন নিলেন?

মো: বদিউল আলম : গবাদি পশুর উপরে আমি এক মাসের বেশি চিন্তাভাবনা করেছি। তারপর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া।

ট্রেনিং শেষে আপনার খামারের কোনো নাম দিয়েছিলেন?

মো: বদিউল আলম : হ্যাঁ, আমার খামারের নাম হলো 'মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার।'

এটা শুরু করেন কত সালে?

মো: বদিউল আলম : ১৯৯৩ সালে শুরু করেছিলাম।

১৯৯৩ থেকে ২০২৪ এই দীর্ঘ সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার সম্পর্কে বলুন।

মো: বদিউল আলম : আমরা পোনা উৎপাদন করি। মাছের ডিম সংরক্ষণ করি। ডিম থেকে আবার পোনামাছ উৎপাদন করে থাকি। এসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই আমার এই যাত্রা এখনো চলমান।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ইনকাম কেমন হয়?

মো: বদিউল আলম : এখন ব্যবসা তেমন হয় না। আর এটা সিজনাল ব্যবসা। ৬ মাসের একটা করে প্রজেক্ট। ভালোই হয়। ৩/4 লাখ হয়। প্রতি ছয় মাস পর পর।

বিজনেস শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পেয়েছিলেন?

মো: বদিউল আলম : যুব উন্নয়ন থেকে এবং কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়েছিলাম।

কেন মনে হলো আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মো: বদিউল আলম : আমি একটি ট্রেনিং করেছিলাম ড. সুজন বড়ুয়ার কাছ থেকে। সেখানে একটি বইতে ছিল মানুষ আত্মকর্মী হলে দরিদ্র থাকে না। সেই কথার উপর বিশ্বাস করে আমি আমার কাজ শুরু করেছিলাম। ইনশাআল্লাহ আমি এখন একজন সফল মানুষ।

প্রথমদিকে আয় কেমন ছিল আপনার প্রতিষ্ঠানের?

মো: বদিউল আলম : প্রথমদিকে আমি নার্সারিতে দশ হাজার চারাগাছ নিয়ে আসি। ইনকাম খুব ভালো বলব। এমন পরিস্থিতি তখনও গড়ে ওঠেনি।

আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মো: বদিউল আলম : স্থায়ী কর্মী চারজন আর অস্থায়ী কর্মী তিনজন।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: বদিউল আলম : যখন বিজনেস শুরু করেছি তখন ২-৩ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাড়িতে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মো: বদিউল আলম : হ্যাঁ, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের লোকজনকে কীরকম চিকিৎসা দিতে পারছেন? আর স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কীরকম দিতে পারতেন?

মো: বদিউল আলম : এখন একটু বেশিই সুবিধা সবক্ষেত্রে। এখন যেমন অনেক হাসপাতাল আছে। বিভিন্ন প্রযুক্তি আছে। আবার টাকাও আছে। আগের তুলনায় এখন সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন? আমি কমিউনিটি ক্লিনিক করার জন্য সরকারকে ৫ শতাংশ জায়গা দিয়েছি যেন সবাই চিকিৎসা পায়। এবং গ্রামের মধ্যে রাস্তা করে দিয়েছি। অনেক কিছুই করেছি মানুষের জন্য। এখন বয়স হয়ে গেছে আর কিছু ভাবতে পারি না।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম কীরকম রেখেছেন? আর আগে কীরকম থাকত?

মো: বদিউল আলম : উদ্যোক্তা হওয়ার পরে নিজে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ উৎপাদন করেছি আবার খেয়েওছি। কিন্তু আগে তো আমাদের এই সুযোগ ছিল না।

উদ্যোক্তা হওয়ার পর আপনার বাড়ির অবকাঠামোয় কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

মো: বদিউল আলম : ইনশাআল্লাহ। আমাদের আগে ভাঙা ঘর ছিল। এখন বিল্ডিং হয়েছে। থাকার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন তারা কি লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত?

মো: বদিউল আলম : ইনশাআল্লাহ আমার ছয় মেয়ে। দুজন অনার্স করছে সোশ্যাল ওয়ার্ক বিষয়ে। আরেকটা ছোটো। বাকিরাও পড়ালেখা করছে।

এখন আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কতটুকু?

মো: বদিউল আলম : ইনশাআল্লাহ, অনেক বেড়েছে।

এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা কার্যকলাপে মানুষ আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: বদিউল আলম : অনেক মূল্যায়ন করে। সর্বদা সম্মান করে। ভালো চোখে দেখে।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিংবা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেছে?

মো: বদিউল আলম : হয়রানির ঘটনাতো আছেই অনেক। মানুষের জীবন দুঃখ কষ্ট নিয়েই গড়া।

হয়রানির বিষয়গুলো মিটেছে?

মো: বদিউল আলম : হ্যাঁ, মিটেছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: বদিউল আলম : অবশ্যই এটা একটা কৃতজ্ঞতার জায়গা। সম্মানের জায়গা। তাদের থেকে ট্রেনিং নিয়েছি, স্বাবলম্বী হয়েছি, অনেক কিছু জেনেছি, এগুলো অনেক পাওয়া। তাদের জন্য আমি সমাজে মূল্যায়ন পাই।

❒ [মো: বদিউল আলম জন্মগ্রহণ করেছেন কুমিল্লা জেলায়। গ্রাম : করুক চতইলস, পোস্ট : ইকবাল নগর, থানা : নাংগলকোর্ট। তিনি ১৯৯২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। বদিউল আলম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭৫

আপনি যুব উন্নয়ন থেকে কোন বিষয়ে ও কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: ফয়ছল আলম : আমি ট্রেনিং নিয়েছিলাম গ্রাফিক্স-এর উপর ২০০৬ সালে।

অন্য ট্রেনিং নেওয়ার ইচ্ছে জাগেনি?

মো: ফয়ছল আলম : অন্য আরও ট্রেনিং নিয়েছি। ফ্রিল্যান্সিং, গবাদি পশু পালন, গ্রাফিক্সের উপর আরও একটা প্রোগ্রামিং কোর্স করেছি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে।

বর্তমানে আপনার ফার্মে কী কী কাজ হচ্ছে?

মো: ফয়ছল আলম : আমার বিসমিল্লাহ কম্পিউটার কেন্দ্রে কাস্টমার সার্ভিস, আইটি প্ল্যান বলে যেটাকে। কম্পিউটারের সকল কাজ, প্রিন্টিং, যাবতীয় এই আইটিতে করা হয়। আর বিসমিল্লাহ কম্পিউটার ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'তে আটটি প্রোগ্রাম চালু আছে। ৩ মাস ও ৬ মাসের ট্রেনিং করিয়ে থাকি। এবং প্রশিক্ষণ শেষে সরকারি অনুমোদিত সনদ দিয়ে থাকি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা কবে শুরু হয়েছিল?

মো: ফয়ছল আলম : ২০০৭ সালে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান কেমন? উন্নতি বা অবনতি এইসব বিষয়ে কিছু বলুন।

মো: ফয়ছল আলম : আমি খুবই কম্ফোর্ট মানুষ। এই মুহূর্তে আমার ইনকাম বেশ ভালো। তবে শুরুতে আমার অবস্থা খুব ভালো ছিল না। মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকায় চলতে হতো। আমি পরিবার থেকে কখনো একটা টাকাও নিইনি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোনো কাজের সঙ্গে আপনি জড়িত আছেন?

মো: ফয়ছল আলম : এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অলটাইম আমি জড়িত। তবে এর বাইরেও আমি আমার উপজেলা মাদক নির্মূল কমিটিতে আছি। আরও বেশ কয়েকটিতে আছি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজে জড়িত আছেন কেমন? যেমন– বাল্যবিবাহ রোধ, মাদক বিরোধী প্রচারণা ইত্যাদি কাজ।

মো: ফয়ছল আলম : এই কাজগুলো আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামেই করে থাকি।

আপনার বিজনেসের শুরুর দিকে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মো: ফয়ছল আলম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পেয়েছিলাম। এছাড়া ব্র্যাক ও টিএমএসএস থেকে ঋণ গ্রহণ করেছি।

কেন মনে হলো আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মো: ফয়ছল আলম : আসলে আত্মকর্মী হবো এমন কোনো বিষয় ছিল না। মূল কথা হলো আমার পারিবারিক অবস্থা ভালো ছিল না। আর আমি যখন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম তখন আমি একটা দোকানে কাজ করেছি কর্মচারী হিসেবে। আর নিজে ভাবতাম আমি নিজে নিজে কিছু করলে পারব। যখন আমি সেখানে কর্মচারী ছিলাম এবং পাশাপাশি ট্রেনিং নিচ্ছিলাম তখন মনে হয়েছিল আমি যদি একটা দোকান দেই তবে আমি পারব। এইতো এভাবেই আত্মকর্মী হওয়া।

শুরুর দিকে আপনার আয় কেমন ছিল?

মো: ফয়ছল আলম : প্রথম দিকেও ভালো ছিল। এবং এখনো ভালোই আছে। প্রথমদিকে কেন ভালো হতো? ওইসব শহরে অনেক প্রতিষ্ঠান আইডি সিস্টেম চালু করেছিল। সেইসময় শুরুর দিকেই আমি অনেক প্রতিষ্ঠানে আইডি কার্ড বানিয়েছিলাম। এজন্য শুরুর দিকে ভালো ইনকাম ছিল।

এখন আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক আয় কেমন?

মো: ফয়ছল আলম : ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা।

প্রথম দিকে মাসিক আয় কেমন ছিল তাহলে?...

মো: ফয়ছল আলম : ৫০/৬০ হাজার টাকা।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মো: ফয়ছল আলম : অনেকবার হয়েছি। দোকানের মালামাল চুরি হয়েছে একবার এবং বন্যার সময় চার ফুট উঁচুতে পানি উঠলে লসে পড়ি। করোনার সময় আরেকবার লসে পড়ি। একবার কাস্টমার উগ্র হয়ে দোকান ভাঙচুর করলেও ক্ষতিতে পড়ি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মো: ফয়ছল আলম : শুরুতে ছিল একজন আর আমি। এখন আছে ২৬ জন। এর মধ্যে স্থায়ী আছে ১২ জনের মতো। অস্থায়ী বাকিরা...

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার বা শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: ফয়ছল আলম : এটা সবার ক্ষেত্রেই। কারণ যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে বা যাদের নেই আমি তাদের বলব, অবশ্যই কারিগরি শিক্ষাটা নেওয়া উচিত। কারণ আপনি একটা কাজে গেলেন দক্ষতা ছাড়া কাজটি করতে পারলেন না, বিষয়টি কেমন হয়ে যায়। তাই আমি যারা ছাত্র তাদের মোটিভেট করব পড়াশোনার পাশাপাশি যেন এই কোর্সগুলো করে। আমি বলব যুবকদের এক দু'ঘণ্টা সময় ব্যয় করে প্রতিদিন কোনো না কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। নিজেকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা।

আপনার পরিবারের মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, ল্যাপটপ ইত্যাদি আছে?

মোঃ ফয়ছল আলম : কম্পিউটার, মোবাইল এগুলো আছে। ওয়াইফাই লাগানো আছে। এছাড়া জেনারেটর সিস্টেমও আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে আছে? তারা পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত?

মোঃ ফয়ছল আলম : এক মেয়ে। না সে এখনো ছোটো।

ভাইবোন যারা আছে তারা নিশ্চয় পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত?

মোঃ ফয়ছল আলম : আমরা ভাইবোন সবাই আসলে এখন বিবাহিত। আমরা সবাই এসএসসি পাশ। তবে আমার বড়ো ভাই বিকম দিয়েছে। এভাবে সবাই মোটামুটি পড়াশোনার সাথে যুক্ত ছিল।

আপনার পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটা কেমন? আগের চেয়ে উন্নত? মানে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন পরিবারের সদস্যদেরকে?

মোঃ ফয়ছল আলম : জি, এখন মোটামুটি দিতে পারি। আসলে আমরা শহরকেন্দ্রিক তাই সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাই নিতে পারছি।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কেমন পরিবর্তন এসেছে?

মোঃ ফয়ছল আলম : আগের থেকে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন তো যেটা চাই সেটাই খাই। আগে চাইলেই পারতাম না।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোয় কোনো পরিবর্তন এসেছে? যদি এসে থাকে সেটা কীরকম?

মোঃ ফয়ছল আলম : না, বাসস্থানে ঠিক এখনো পরিবর্তন আসেনি। তবে জায়গা কিনেছি কিন্তু ঘরবাড়ি এখনো করা হয়নি। মূল বাসস্থান গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা এখনো আগের ঘরেই আছি।

আপনার সামাজিক অবস্থানে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা উন্নয়নমূলক কাজে আপনাকে কেমন মূল্যায়ন করা হয়?

মোঃ ফয়ছল আলম : হ্যাঁ, আমি মূল্যায়ন পাই। আমাকে অতিথি করা হয়। এখনতো এলাকা ভাগ হয়েছে। আমাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হয়। বক্তব্য দিতে দেওয়া হয়। মানে এখন আমাকে সবাই সম্মান করেন। সমীহ করেন। এটা একটা ভালো লাগার জায়গা।

পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? কখনো কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেছে?

মোঃ ফয়ছল আলম : হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। দু-একবার ঘটেছে। এটা স্বাভাবিক ব্যবসা করলে ঘটতেই পারে।

সবশেষে আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলবেন। যেহেতু আপনি যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন এবং তাদের থেকে ঋণও পেয়েছেন। অবশ্যই এ অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ আছে?

মোঃ ফয়ছল আলম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একাধিক প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করে।

ওই প্রোগ্রামগুলো যেভাবেই হোক না কেন, করলেই সেটা কাজে দেবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজের প্রশিক্ষণ দেয় আবার ঋণের সুযোগও করে দেন। প্রথম তিন মাস পর একজন প্রশিক্ষণার্থীকে কিস্তিতে ঋণ দিতে শুরু করেন এবং এই ঋণের ৫% সুদ নেয়। অথচ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ৩০% সুদ নিয়ে থাকে। আমি বলব বাংলাদেশে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মতো দ্বিতীয় একটি প্রতিষ্ঠান নেই।

❒ [মোঃ ফয়ছল আলম জন্মগ্রহণ করেছেন সিলেট জেলায়। গ্রাম : লক্ষ্মীপুর, পোস্ট : লালবাজার, উপজেলা : দক্ষিণ সুরমা। তিনি ২০০৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : বিসমিল্লাহ কম্পিউটার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পরের অধীনে কাজ না করে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭৬

আপনি যুব উন্নয়ন থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : আমি যুব উন্নয়ন থেকে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : ২০১২ সালে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা কবে শুরু হয়েছিল?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা ২০১২ সালে যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পর। এরপর ধীরে ধীরে আগাতে থাকি।

এ কাজের পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : হ্যাঁ। ২০২২ সালে যুব উন্নয়ন পুরস্কার পাওয়ার পর আমি কিশোরগঞ্জ জেলার জাতীয় যুব কাউন্সিল হিসেবে নিযুক্ত হই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : জি, আল্লাহর রহমতে করি। আমার সংগঠন আছে মোটামুটি তার মাধ্যমেই আমি এই কাজগুলো করে থাকি। আমি এলাকার সমস্যায় পাশে দাঁড়াই এবং কোনো বাল্যবিবাহ হলে আমি তার প্রতিবাদ করি। মাদকসেবনকারীদের আমি সর্বদা বোঝাই মাদকসেবন ভালো না। বাল্যবিবাহ এবং মাদক এই দুটি বিষয়ের উপর আমি ভীষণ সচেতন।

আপনার যাত্রার শুরুর দিকে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থেকে কোনোরকম আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : তবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত কর্মসংস্থান ব্যাংক। এ ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলাম।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : আমি কিন্তু পড়াশোনা কমপ্লিট করেছি। তবুও আমার চাকরি করার ইচ্ছে ছিল না। আমার কোনোরকমেই ইচ্ছে ছিল না যে, আমি চাকরি করব। কারণ হচ্ছে আমার আব্বা আম্মা দুজনেই চাকরি করত সে হিসাবে আমার পড়াশোনা তেমন ভাবে হয়নি। আর আব্বা আম্মা ভাবত চাকরি থেকে ব্যবসাই ভালো। কারণ চাকরি করে ২০ থেকে ৩০ হাজার মাসিক ইনকাম করতে পারব। আর ব্যবসা করে দু'লাখ। তার মানে দু'লাখ ইনকাম করতে

গেলে অনেকের কর্মসসংস্থান সৃষ্টি হবে। আমার এলাকার মানুষ কাজের সুযোগ পাবে। এই চিন্তা থেকেই আমি ব্যবসাতে নামি। ১৪ থেকে ১৫ জনকে কর্মের জায়গা করে দিয়েছি। আমার দোকান থেকে ৬০ থেকে ৭০ জন উদ্যোক্তা তৈরি করেছি। মুরগির বাচ্চা বাকিতে দিয়েছি ওরা বড়ো করে বিক্রি করে আমাকে এর পর টাকা পরিশোধ করত। আসলে আমার এখান থেকে জেনুইন উদ্যোক্তা তৈরি করেছি। মানে যারা কিছুই জানত না, তাদের দিয়ে মাছ চাষ করিয়েছি, মুরগি পালন করিয়েছি। তাদের একজন দক্ষ উদ্যোক্তা গড়তে পেরেছি বলে আমার মনে হয়।

প্রথমদিকের আয়ের কথা একবার বলবেন। মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার হতো। এরপর ক্ষতির সম্মুখীনও হয়েছিলেন। কিন্তু আমি এখন জানতে চাইছি বর্তমানে আপনার মাসিক আয় কেমন?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : আসলে এখন বর্তমানে কত টাকা ইনকাম হয় সেটা গণনা করা হয়নি এখনো। কারণ হলো এসব কিছুই বছর শেষ হিসাব হয়। বাৎসরিক লাভ লস বোঝা যায়। তবে আমার বাৎসরিক ইনকাম বা আয় যেটা বলে সেটা ৮০-৯০ লাখ টাকা।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মী কতজন? আর পূর্বে কতজন ছিল?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : শুরুতে একজন ছিল। তবে ব্যবসা ধীরে ধীরে বড়ো করেছি। আমার এখানে এখন প্রায় ৩১ জন কাজ করে। পারমানেন্ট ১৫ জন আছে। বাকিরা অস্থায়ী। কেউ ছয় ঘণ্টা কাজ করে, কেউ আট ঘণ্টা। এভাবেই আমার এখানে কর্মীরা কাজ করে থাকে। ফার্মে মেয়েরা কাজ করে।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থান কেমন? আগের চেয়ে উন্নত?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : আমার আব্বা আম্মা চাকরি করে যে সম্মান বা ইনকাম করেছে আমি তার থেকে বেশি পাই। ধরেন আমি কোনো ব্যাংকে গেলে সবাই আমাকে সাহেব বলে সম্বোধন করে। আমি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে যে সম্মান পাই, চাকরিজীবী হলে হয়তো পেতাম না। এসব আমার ভীষণ ভালো লাগে এবং এগুলোই আমাকে অনুপ্রেরণা দেয় সামনের দিকে এগোনোর। আগে যখন রাজনীতি করতাম মানুষ তখন অন্যভাবে চিনত। আর এখন চেনে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে, এটা আমার বড়ো পাওনা।

আসলে আমি আপনার পারিবারিক অবস্থানটা জানতে চাইছি। আগের থেকে এখন কেমন মোটিভ হয়েছে পরিবার?

মোঃ শফিউল আলম সজিব : জি, আমার আগের অবস্থান থেকে বর্তমানে আমার পরিবার অনেক ডেভেলপ। এখন বলতে গেলে আগের তুলনায় অনেকটা উন্নত।

আপনার পরিবারের বিনোদন লাভের সুযোগ আছে? টেলিভিশন, মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি আছে?

মো: শফিউল আলম সজিব : মোবাইলতো আছেই। টেলিভিশন কম্পিউটার এগুলোও আছে।

আপনার পরিবারের কেউ কী পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত? ছেলেমেয়ে ভাইবোন?

মো: শফিউল আলম সজিব : আমার বড়ো ছেলেটা পড়াশোনা করে। আর ছোটো জনকে এখনো ভর্তি করা হয়নি।

পারিবারিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আগের থেকে এখন কেমন পরিবর্তিত হয়েছে? অর্থাৎ আগের থেকে এখন সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মো: শফিউল আলম সজিব : হ্যাঁ, সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাস কেমন পরিবর্তিত হয়েছে? মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় কেমন যুক্ত হয়েছে?

মো: শফিউল আলম সজিব : হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা যারা উদ্যোক্তা আছি আমরাইতো ভালো মাছ উৎপাদন করছি। আবার ভালো ব্রয়লার পালন করছি, ফলত আমাদের ঘরে অবশ্য ভালো খাবার রান্না হয়।

আপনার বাসস্থানের কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? এলেও সেটা কেমন?

মো: শফিউল আলম সজিব : মানে আগের চেয়ে উন্নত। শুধু আমি না আমাদের এলাকায় এখন অনেকেই এই উন্নতির জোয়ারে নাম লিখিয়েছে।

মানে মানুষ আপনাকে সমাজে কীভাবে মূল্যায়ন করছে? কোনো অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে কীভাবে দেখে?

মো: শফিউল আলম সজিব : হ্যাঁ, অবশ্যই আমি ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজে যথেষ্ট সম্মান পাই। আমার এলাকার মানুষ যে সম্মান আমাকে দেয় এতে আপ্লুত হই। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে আমাকে ডাকা হয়। uno সাহেব আমাকে ডাকে উপজেলার অনুষ্ঠানে। এছাড়া মাদক বিরোধী, বাল্যবিবাহ এসব কাজে আমাকে ডাকে। আল্লাহর রহমতে আমি আমার এলাকায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানও পাই।

সামাজিক বা পারিবারিকভাবে কখনো কোনো হয়রানির শিকার হয়েছেন? আমি জানতে চাইছি পারিবারিক এবং সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন?

মো: শফিউল আলম সজিব : আগে ছিল এখন আর নাই। আর আমরা হলাম ব্যবসায়ী লোক, ঝামেলা দেখলেও এগোই না।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে আপনার কৃতজ্ঞতার জায়গা কেমন?

মো: শফিউল আলম সজিব : আসলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি কতটুকু কৃতজ্ঞ তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। তবে আমি বলতে পারি, আমার

সজীব সাহেব হওয়ার গল্পটা তার পুরো ক্রেডিট আসলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। যুব উন্নয়ন যদি আমাকে ট্রেনিং না দিত। তাহলে আজকে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না। আমি কৃতজ্ঞ যুব উন্নয়নের প্রতি। যুবর প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা। তাদের জন্য আমার এই অবস্থান। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকলের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

❒ [মো: শফিউল আলম সজিব জন্মগ্রহণ করেছেন কিশোরগঞ্জ জেলায়। গ্রাম: তালজাঙ্গা, পোস্ট: তালজাঙ্গা, উপজেলা : তাড়াইল। তিনি ২০১২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মিতু পোল্ট্রি ফার্ম, মিতু হ্যাচারি, সজীব মৎস্য খামার। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে নিজের এবং অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব তা প্রমাণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। শফিউল আলম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন? কত সালে করেছেন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আমি ১৯৯৮ সালে মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়ে ছিলাম।

আপনি মৎস্য চাষের উপরে কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আমার পৈতৃক কিছু পুকুর ছিল, কীভাবে মাছ চাষ করলে আমি লাভবান হতে পারি এবং ভালো উৎপাদন হবে সে বিষয়ে ধারণা নিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এই ট্রেনিং নিয়েছি।

আপনার খামারের নাম কি?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : 'বি. এম. ও. এগ্রো ফিশারি এন্ড হ্যাচারি'।

আপনার খামারের যাত্রা শুরু কত সালে?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : ২০০২ সালে। তবে এর আগে থেকেই আমি মাছ চাষ করেছিলাম।

বর্তমানে আপনার খামারের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : মৎস্য উৎপাদন, কালচার, হ্যাচারি, ফিড মিল নিয়ে কাজ করছি।

২০০২ থেকে দীর্ঘ প্রায় ২২ বছরে আপনার খামারটির আস্তে আস্তে কীভাবে বিস্তার ঘটিয়েছেন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : ২০০২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নেওয়ার সাথে মায়ের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ধার নিয়ে আমি মৎস্য চাষ প্রকল্পটি শুরু করি। এখানে ভালো প্রফিট হয়। আমার পৈতৃক কিছু জমি ছিল, সেগুলো আমি মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে ডিজাইন করে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য উৎপাদন শুরু করি। আমাকে খামারটি দাঁড় করানোর জন্য কিছু আর্থিক সমস্যা ছিল। পরের বছর কৃষি ব্যাংক থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ দেয় আমাকে, এরপরে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করি। এভাবে আমি ধীরে ধীরে মৎস্য চাষে ইম্প্রুভ করি। করোনার আগে পর্যন্ত সব ভালোই চলছিল। আমি করোনার সময় তেলাপিয়া মাছের হ্যাচারি করেছিলাম, করোনার কারণে তখন ১ লাখ পোনা বিক্রি করতে পারিনি। আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম। ফলে খামারের

কার্যক্রম ১ বছর বন্ধ ছিল। এরপরে এটি কোনো রকমে কালচার চলেছে, পরে হ্যাচারিটি পুনরায় চালু করেছি। একটি ফিড মিল প্রতিষ্ঠা করেছি। আর এ বছর উদ্যোগ নিয়েছি একটা রাইস মিল দেওয়ার।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছেন? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : এ বছরের হিসেব তো এখনো সেভাবে করা হয়নি।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : না, এর বাইরে আমার আর কোনো ইনকাম সোর্স নেই।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আমি যুব উন্নয়ন, কৃষি ব্যাংক এবং টেন্ডার ব্যাংক থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হলো আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আমি যখন ব্যবসা শুরু করি তখন আমার মনে হয়েছে এখানে স্বাধীনভাবে কাজ করা যায়। আবার নিজে একটু পরিশ্রম করলে অনেক বেশি আয় করা যায়, আয়ের লিমিটেশন নেই। এধরনের চিন্তা থেকেই মূলত আমার আত্মকর্মী হওয়া।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : স্টার্টিংয়ে আমি ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ৩০ হাজার টাকা প্রোফিট করেছিলাম। হ্যাচারি থেকে আমার আরও বেশি লাভ হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আমার এখানে ১০ জন স্থায়ী এবং ২০-৩০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : শুরুতে ৩ জন কর্মী ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেখানে ২৫ জন স্থায়ী কর্মী ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কি করোনার সময় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : হ্যাঁ, করোনাকালীন আমার প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

তখন এই ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমি ব্যক্তিগত জমি বিক্রি করি এবং ব্যাংকের দেনা পরিশোধ করি। খামারের পরিধি কিছুটা ছোটো করেছি।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা কতটা সহজতর হয়েছে?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আগে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অতটা ভালো ছিল না। সেজন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। স্বাবলম্বী হওয়ার পর সাধ্যমতো উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আগে তো কিনে খেতে হতো, আর বর্তমানে সব কিছু তো প্রায় নিজের ফার্মে উৎপাদন হয়। প্রোটিনের চাহিদা ভালো ভাবেই মেক আপ হয়ে যায়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আগে পুরনো বাড়ি ছিল। উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আমি পাকা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। দুজনেই স্কুলে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : হ্যাঁ। উদ্যোক্তা হওয়ার পরে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত হয়েছি, তারা বিভিন্ন প্রোগ্রামে ইনভাইট করে।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : জি, এলাকার প্রতিটি প্রোগ্রামে তারা আমাকে ইনভাইট করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : এটি স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। ব্যাংক থেকে কিছুটা হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছি। এছাড়া আর কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেনি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : জি, এলাকায় বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ করি। যেমন : বৃক্ষরোপণ, প্লাস্টিক ব্যবহারে অনুৎসাহিত করা এবং বর্জ্য অপসারণ করা ইত্যাদি। এছাড়াও আমি নিজ উদ্যোগে প্রায় ১৫০০ বেকার যুবককে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং সাইন্টিস্ট সম্পৃক্ত রেখেছি নিজস্ব অর্থায়নে।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : অবশ্যই মনে করি। কারণ, আমার বেসিক বা জেনারেল নলেজ আমার কর্মজীবনে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কাজের প্রতি আমার যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি, আমার একাডেমিক নলেজ সেটা তৈরি করতে পারেনি। যুব উন্নয়নের মাধ্যমে আমার কর্মজীবনের হাতেখড়ি হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত একটি বিশাল জনগোষ্ঠী এখনো বেকার, তাই তাদেরকে কর্মমুখী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোঃ কুদরত ই-এলাহী : আজকে আমি যে পথে আছি, যুব উন্নয়নের এক মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ যদি আমার জীবনে না আসত, তাহলে আমি এ পথে আসতে পারতাম না। আমি মনে করি যুব উন্নয়ন আমার জীবনের পথপ্রদর্শক। আমার কর্মজীবনের সমস্ত অর্জন, আমাকে কর্মমুখী করে তোলা এবং একজন আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার একক কৃতিত্ব রাখে যুব উন্নয়ন।

❒ [মোঃ কুদরত ই-এলাহী জন্মগ্রহণ করেছেন ময়মনসিংহ জেলায়। গ্রাম : পাঁচপাড়া, উপজেলাঃ ত্রিশাল। তিনি ১৯৯৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : বি.এম. এগ্রো ফিশারি এন্ড হ্যাচারি। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রমাণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। কুদরত ই-এলাহী সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, বিআরসি থেকে স্বর্ণপদক-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭৮

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আপনি প্রথম কোন ট্রেনিংটি নিয়েছিলেন?

মোঃ মাসুদ সরকার : ১৯৯৪ সালে আমার এসএসসি পরীক্ষার পরে নরসিংদী যুব উন্নয়ন থেকে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু এবং মৎস্যের উপর একটি সমন্বিত ট্রেনিং নিয়েছিলাম। ট্রেনিংটার উদ্দেশ্য ছিল বাড়িতে পুকুর আছে সেখানে মৎস্য চাষ করব এবং পাশাপাশি হাঁস-মুরগি লালনপালন করব। পড়ালেখার পাশাপাশি একটা ইনকাম সোর্স করার জন্যই ট্রেনিংটি নিয়েছিলাম। আমি শুরুও করেছিলাম আমার পরিকল্পনা মোতাবেক তবে একটা ওভারফ্লো হয়েছিল বন্যার মতো। যার কারণে পুকুরের পাড় ডুবে যায় এবং মাছ বেরিয়ে যায়। শুরুতেই আমি হোঁচট খেয়েছিলাম। তারপর মাইন্ডটা একটু চেইঞ্জ করে ১৯৯৭ সালে ইন্টার পরীক্ষার পর ঢাকায় চলে আসি। ঢাকায় লজিং থেকে আমি আমার পড়ালেখা চালিয়ে গেছি। আর যখন দেখলাম যুব উন্নয়ন থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্কুলার হয়েছে তখন আবেদন করি এবং প্রশিক্ষণ সুযোগটা গ্রহণ করি।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কত সালে নিয়েছেন?

মোঃ মাসুদ সরকার : আমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়েছি ২০০০ সালে।

আপনার কেন মনে হলো আপনার কম্পিউটার ট্রেনিংটা নেওয়া উচিত?

মোঃ মাসুদ সরকার : তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সবারই একটা কৌতূহল আছে। কম্পিউটার জানা থাকলে চাকরির সুযোগটা বেশি থাকবে, আসলে সেই চিন্তা থেকেই কম্পিউটার প্রশিক্ষণটা নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম কী কী?

মোঃ মাসুদ সরকার : আমার প্রতিষ্ঠানে এখন এক সাথে ১০ জন বসে এক ডেস্কে কাজ করতে পারে। সকাল নয়টা থেকে শুরু হয়, দুপুরে ব্রেকের পর আবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলে। বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ আছে তারা রাতে কম্পিউটার শিখে। কম্পিউটার শেখার সাথে যুক্ত করা হয়েছে গ্রাফিক্স ডিজাইন।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তারটি কীভাবে ঘটেছে?

মোঃ মাসুদ সরকার : যে-কোনো জিনিসে লেগে থাকলে সেটার সফলতা আসবেই। ব্যবসায় খারাপ সময় গিয়েছে তবুও আমি এটা ছাড়িনি। পাশাপাশি একবার প্রাইভেট জব এ গিয়েছিলাম। তারপর আবার ব্যাক করে প্রতিষ্ঠানে চলে আসছি। আমি আমার প্রতিষ্ঠান আরও বৃদ্ধি করেছি। আমার একটা লাইব্রেরি স্টেশনারি আছে, ট্রেনিং সেন্টার আছে, কাস্টমার সাপোর্ট সেন্টার করেছি। একটা স্কুল করেছি তার সাথে একটা সংগঠনও করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে আর্থিক অবস্থা কীরকম?

মোঃ মাসুদ সরকার : আগে শুধু অ্যাডমিশন থেকে ইনকাম হতো। এর সাথে এখন আরও প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে, আমি ডেভেলপমেন্ট বিজনেসের সাথে যুক্ত হয়েছি। তাই আর্থিক অবস্থা ভালো।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম 'স্টার কম্পিউটার'। স্টার কম্পিউটার ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হচ্ছে?

মোঃ মাসুদ সরকার : আমার ডেভলপার কোম্পানি যেখানে জমি কিনে বিল্ডিং তৈরি করি এবং ফ্লাট বিক্রি করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ মাসুদ সরকার : আমি যুব উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করিনি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আমি দুইবার ঋণ নিয়েছিলাম। সময়মতো সব ঋণ ক্লিয়ার করে দিয়েছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ মাসুদ সরকার : সবাই তো চাকরি করতে পারবে না। বাংলাদেশে চাকরির বাজার তো খুবই খারাপ। চাকরি করতে হলে নানা নিয়মকানুনের ভেতরে থাকতে হয় কিন্তু স্বাধীনভাবে ব্যবসা করলে আনলিমিটেড ইনকামের সুযোগ থাকে। সাথে আবার অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা যায়।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুতে আয় কীরকম ছিল?

মোঃ মাসুদ সরকার : সেসময় আমি স্টুডেন্ট ছিলাম। যা আয় হতো তা দিয়ে একটি দুইটি করে কম্পিউটার বাড়াতাম। সেরকম হিসেব নেই তবে ভালোই ছিল। খরচ বাদ দিয়ে কম্পিউটার বৃদ্ধি করতে পেরেছি।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মোঃ মাসুদ সরকার : প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কিছু খারাপ সময় তো থাকবেই। আমি যখন প্রতিষ্ঠানটি শুরু করি তখন একটি পার্টনার নিয়েছিলাম। যখন আমি জব এ জয়েন করেছিলাম তখন এসে দেখি সে কম্পিউটার নিয়ে চলে গেছে। এরকম একটি হোঁচট খেয়েছিলাম। পরে আবার এককভাবে করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী কতজন?

মোঃ মাসুদ সরকার : ট্রেনিং সেন্টারে দুই দোকানে চারজন কাজ করছে। স্থায়ী কর্মী প্রায় ২০ জনের মতো হবে তবে অস্থায়ী এর থেকে অনেক বেশি। শুরুতে একজন নিয়ে শুরু করেছিলাম।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য টেলিভিশন আছে কি?

মোঃ মাসুদ সরকার : জি, টেলিভিশন আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন এবং তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: মাসুদ সরকার : আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে এবার ইন্টার পরীক্ষা দিবে আর মেয়ে মাদ্রাসায় পড়ে।

আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার আগে পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটি কীরকম ছিল আর স্বাবলম্বী হওয়ার পরে বর্তমানে চিকিৎসা লাভের জায়গাটি কীরকম?

মো: মাসুদ সরকার : আগের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কীরকম পরিবর্তন এসেছে? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আগে খাদ্য তালিকায় কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মো: মাসুদ সরকার : আগের দিনগুলো অনেক সুন্দর ছিল। কম টাকায় অনেক শপিং করা যেত। এখন অনেক বেশি খরচ হয়। ইনকাম বাড়লেও কস্টিং অনেক বেশি। সময়ের সাথে সব কিছুই ম্যানেজ করে চলা যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারগুলো খেতে পারছি।

আপনার ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার আগে বাসস্থানের অবকাঠামো কীরকম ছিল আর বর্তমানে কীরকম পরিবর্তন আনতে পেরেছেন?

মো: মাসুদ সরকার : একটা সময় আমি ভাড়া বাসায় থেকেছি। বন্ধুদের নিয়ে এক সময় কোম্পানি করেছি এবং সেখান থেকে সবাই মিলে জায়গা কিনে বিল্ডিং করেছি। এখন নিজের ফ্লাটে অবস্থান করছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক অবস্থানের কোন ধরনের পরিবর্তন খেয়াল করেছেন?

মো: মাসুদ সরকার : আগে ভাড়া থেকেছি তারপর নিজের পরিশ্রমের টাকা দিয়ে ফ্লাট করে থাকছি। আসলে এটা তো গর্বের বিষয়। সম্মান তো অবশ্যই বেড়েছে কেননা ভাড়াটিয়া থেকে আজ ফ্লাটের মালিক হতে পেরেছি।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপে আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়?

মো: মাসুদ সরকার : আমি যেহেতু আইটি পার্সন তাই সবাই খুব ভালো মনে করে। আমার থেকেই আইটি সাপোর্টগুলো নিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন পরামর্শ এবং সমস্যায় পড়লে আসে। সামাজিকভাবে যখন রক্তের প্রয়োজন হয় তখন আমাকে নক করে। যেহেতু আমি একজন জাতীয় পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাই একটু অন্যরকম ভাবে দেখে।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটি কেমন বা কতটুকু? হয়রানির কোনো ঘটনা আছে কি?

মো: মাসুদ সরকার : আমি কোনো সাংঘর্ষিক কাজ করি না তাই আমার কোনো এনিমিও নাই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ কীরকম করছেন?

মো: মাসুদ সরকার : জাতীয় দিবস, সভা সেমিনার, বৃক্ষরোপণ, ব্লাড ডোনেশন, শীতবস্ত্র বিতরণ, করোনায় মাস্ক পিপি বিতরণ ইত্যাদি এরকম অনেক কাজ করেছি।

যাদের তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, হতাশ ও কর্মপ্রত্যাশী তাদের কি আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দিবেন?

মো: মাসুদ সরকার : আমরা লেখাপড়া করে জেনেছি চাকরির বাজার অনেক কঠিন। সবাইকে বলি যেহেতু এটা আধুনিক কম্পিউটারের যুগ তাই কম্পিউটার শিখুক। কম্পিউটার শিক্ষা থাকলে চাকরি যদি নাও হয় তারপরও গ্রামে গিয়ে একটি প্রিন্টার নিয়ে বসলে আয় রুজি করতে পারবে। আমি যেহেতু কম্পিউটারের মানুষ তাই কম্পিউটার নিয়েই সবাইকে বলি। আর যারা লেখাপড়া জানে তারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং নিতে পারে। ড্রাইভিং শেখাচ্ছে, ফ্রিল্যান্সিং শেখাচ্ছে, এরকম আরও অনেক ট্রেনিং আছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে আপনার থেকে কিছু শুনতে চাই।

মো: মাসুদ সরকার : আমরা যুব উন্নয়ন থেকেই এসেছি। সারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবকদের কারিগরি শিক্ষা দিচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। যারা লেগে আছে তারা সবাই সফল হয়েছে। অনেকে ট্রেনিং করে কিন্তু লেগে থাকে না তারাই হতাশায় ভুগে। আমরা যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে লেগে আছি তারা সবাই মোটামুটি সফল হয়েছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়েছে তারপর ঋণ দিয়েছে বলেই তো আজ সফল হতে পেরেছি। তাই আজীবন আমি যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞ।

❒ [মো: মাসুদ সরকার জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : নতুন বাজার, ভাটারা, ঢাকা। তিনি ১৯৯৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : স্টার কম্পিউটার। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে আনলিমিটেড ইনকাম ও মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মাসুদ সরকার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৭৯

আপনি যুব উন্নয়ন থেকে, কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, কৃষি সমন্বিত ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : আসলে আমার কাছে এই ট্রেনিং এর বিষয়টি মোটামুটি ভালো লাগছে এবং আমার মাছ চাষ, হ্যাচারি, কৃষি বিষয়ক কাজ ভালো লাগে।

প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : 'নাহিন মৎস্য হ্যাচারি এন্ড এগ্রো ফিড লিমিটেড'।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী ধরনের কাজ চলমান?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : বর্তমানে মাছের হ্যাচারি চালু আছে। পোল্ট্রি আপাতত বন্ধ আছে। ডেইরি চালু আছে। এসব নিয়েই আমার প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চলমান।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটল কীভাবে?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : ২০০৬ সালে যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়ে এবং সেখান থেকে ঋণ গ্রহণ করে আমি আমার ব্যবসা শুরু করি মাছ চাষ দিয়ে। পরে দেখলাম এই কাজগুলো আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে। তাই ব্যবসা প্রসার করার চিন্তাভাবনা করলাম। এভাবেই আমার বিস্তার বলা চলে।

তাহলে ২০০৬ সাল থেকে আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : না, যাত্রা শুরু ২০০০ সাল থেকে তবে যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়ে ২০০৬ সাল থেকে আমার নতুন যাত্রা শুরু।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে অবস্থান কেমন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : হ্যাঁ, ভালোই। এখন তো মাছের সিজন মাছ নিয়েই আমরা ব্যস্ত এবং এই প্রকল্পটি সফলভাবে চালু আছে। তবে সূর্যের তাপ, প্রবল খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নানাবিধ সমস্যায় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজ করছেন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : না, নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে কোনো অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : হ্যাঁ, করি। ধরেন গ্রামের মানুষের কিংবা তাদের পারিবারিক কোনো সমস্যা হলে আমাকে ডাকে, আমি যাই এবং তাদের সমস্যাগুলো দেখি। সাহায্য করার মতো হলে সাহায্য করি।

এসবের বাইরে, মাদক বিরোধী, বাল্যবিবাহ, ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত আছেন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : হ্যাঁ, আছি। গ্রামের এবং ইন্টারন্যাশনাল ভাবেও জড়িত আছি। ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি এবং করব।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : আসলে আমার একটি নার্সারি ছিল ওটি বিক্রি করে আমি যুব উন্নয়নের স্যারদের পরামর্শে মাছ চাষে চলে আসি। পরে পোল্ট্রি, এরপর ডেইরি যাত্রা শুরু করি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : আত্মকর্মী হওয়ায় একটা স্বাধীনতা আছে। আমার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কর্মকর্তা সবাই একসঙ্গে কাজ করছি। যেহেতু কৃষি রিলেটেড কাজ সবাই হেসে আনন্দে কাজ করতে পারছে। আর আমার জন্য কয়েকজন মানুষ, হোক কৃষি কাজ তবু তারা কর্মসংস্থান পেয়েছে এটি ভালো লাগার বিষয় আমার কাছে। এজন্য আত্মকর্মী হওয়া।

প্রথম দিকে আয় কেমন ছিল?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : শূন্য থেকে যখন যাত্রা শুরু করি তখন যা আয় হয়েছে আমি কেবল প্রজেক্ট বাড়িয়েছি। প্রথম দিকের আয়ের ফলাফল ভালো ছিল। আমি অনেক কিছুই করতে পেরেছি।

এখন বর্তমানে আয় কেমন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : করোনার পর মানে ২০২০ থেকে এখন অবধি আয়ের সম্ভাবনা শূন্যতে নেমে এসেছে।

যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : অবশ্যই প্রয়োজন। এটি একজন মানুষের কাজের জন্য দক্ষতা বাড়ায়। শিক্ষায় শিক্ষিত না, কখনো কখনো কর্মই ফলাফল। বর্তমানে তো অনেকেই বেকার বসে আছে। মানে যারা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত অনেকেই। অযথা বেকার বসে না থেকে নিজেকে একটা কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখাই শ্রেয়। সেক্ষেত্রে আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী কতজন আছে এখন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : আমার এখানে এখন প্রায় ১৮ থেকে ২০ জনের মতো কর্মী স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে কাজ করে।

শুরুতে ক'জন ছিল?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : আমি মাঝে মাঝে যেতাম বা কাজ করতাম। এছাড়া ২ থেকে ৩ জন কর্মী ছিল।

আপনার পরিবারের বিনোদন লাভের সুযোগ সুবিধা আছে কি না? যেমন– টেলিভিশন, মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি আছে?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : এগুলো আছে।

আপনার কোনো ছেলেমেয়ে আছে? তারা কি লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : আমার ছেলে আছে দুটি এবং তারা পড়াশোনা করে।

পারিবারিক চিকিৎসার জায়গায় কেমন পরিবর্তন এসেছে? মানে সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন পরিবারকে?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : ইনশাআল্লাহ। আগের থেকে অনেক পরিবর্তন। সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে এখন কেমন পরিবর্তন এসেছে? যেমন ধরেন ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন থাকে?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : হ্যাঁ, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে। আগের তুলনায় এখন আমরা ভালো খাবার খাই।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে কি?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : পরিবর্তন তো অবশ্যই হয়েছে। আগে টিন শেড বাড়ি ছিল এখন ইট দিয়ে গাঁথনি করে নতুন বাড়ি করা হয়েছে।

আপনার সামাজিক অবস্থানে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি কোনো অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : হ্যাঁ, অবশ্যই মূল্যায়ন করে। সামাজিক কোনো প্রোগ্রামে আমাকে তারা স্মরণ করে। বিভিন্ন দাওয়াত ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করি এসব ক্ষেত্রে আমি ভালোই মূল্যায়ন পেয়ে থাকি।

বিজনেস শুরুর সময় আপনি যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : হ্যাঁ, আমি যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

বর্তমানে যে সকল হতাশ কর্মপ্রত্যাশী রয়েছে তাদের উদ্দেশে কিছু বলবেন?

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : হতাশ যারা আছে, মানে আমাদের দেশের যে অবস্থা কর্ম সংস্থানের একটি জটিলসময় চলছে। কেউ যেন অযথা বসে না থাকে। আমি চাইব সবাই কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকুক। সেটা যে-কোনো কাজ হতে পারে। কাজ করলে হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শেষ একটি প্রশ্ন, আপনি যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন, ঋণ নিয়েছেন, পরামর্শও নিয়েছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) : আসলে আমরা যারাই যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি, সবাই কিন্তু কর্ম করছি এবং অন্যকেও কাজ দিচ্ছি। এ হিসেবে আমরা তো অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন এলাকায় তাদের মাধ্যমে আরও উদ্যোক্তা তৈরি হোক এটা আমি আশা করি।

❒ [মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) জন্মগ্রহণ করেছেন রংপুর জেলায়। গ্রাম : কোবারু, পোস্ট : বুড়িরহাট ফার্ম, উপজেলা: রংপুর সদর। তিনি ২০০৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : নাহিন মৎস্য হ্যাচারি এন্ড এগ্রো ফিড লিমিটেড। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মশিয়ার রহমান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথমে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে নিয়েছিলেন?

মো: বেলাল হোসেন : আমি ১৯৯৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন এবং মৎস্য চাষের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: বেলাল হোসেন : 'মেসার্স ফ্রেন্ডস পোল্ট্রি ফার্ম'।

আপনার প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন কত সালে?

মো: বেলাল হোসেন : ১৯৯৯ সালে।

আপনার ফার্ম থেকে বর্তমানে মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত টাকা?

মো: বেলাল হোসেন : আমার বাৎসরিক ইনকাম ১২-১৩ লাখ টাকা।

আপনি এই ফার্মের পাশাপাশি অন্য কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন, যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মো: বেলাল হোসেন : আমার লেয়ার খামার, ব্রয়লার খামার, মৎস্য চাষ, ক্যাটাল ফিড, ফিশ ফিড, ব্রয়লার ফিড এবং মেডিসিন ইত্যাদির বিজনেস আছে। আমি একটি কোম্পানির পরিদর্শক হিসেবে আছি।

আপনার বিজনেসের শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: বেলাল হোসেন : আমি সর্বপ্রথম যুব উন্নয়ন থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করেছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

মো: বেলাল হোসেন : আমার ছোটোবেলা থেকে চাকরি করার ইচ্ছে ছিল না। নিজে থেকে কিছু করার ইচ্ছে ছিল। আমার মনে হতো চাকরি করে আর কত টাকা বেতন পাব, তার চেয়ে আমি নিজে একজন আত্মকর্মী হলে, তার থেকে বেশি ইনকাম করতে পারব। পাশাপাশি আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারব। তাই আমার মনে হয়েছে আমার আত্মকর্মী হওয়া উচিত।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন এবং অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মো: বেলাল হোসেন : আমার প্রতিষ্ঠানে ৫ জন স্থায়ী কর্মী এবং ৪ জন অস্থায়ী কর্মী আছে। খামারে অনেক মানুষ কাজ করে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মো: বেলাল হোসেন : আমি নিজেই সবকিছু দেখাশোনা করেছি, কর্মী ছিল না।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে কি?

মো: বেলাল হোসেন : জি, আছে।

আপনার পরিবারের সদস্য অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন কি?

মো: বেলাল হোসেন : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে আপনার খাদ্য তালিকায় কোনো ধরনের পরিবর্তন এসেছে কি না? আগে মাছ, মাংস, ডিম এগুলো খাদ্য তালিকায় কেমন ছিল, আর এখন কেমন?

মো: বেলাল হোসেন : আগে খাদ্য তালিকায় এগুলোর পরিমাণ কম ছিল, রেগুলার খেতে পারতাম না। এখন তো এগুলো নিয়মিত খাই। বিশেষ করে ডিম, দুধ, মাংস খাদ্য তালিকায় থাকেই।

আপনি উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের কোনো ধরনের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন কি?

মো: বেলাল হোসেন : জি। উদ্যোক্তা হওয়ার আগে আমার টিনের ঘর ছিল, এখন বিল্ডিং করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: বেলাল হোসেন : আমার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আমার মেয়ে সাইন্স থেকে এবছর ইন্টার পরীক্ষা দিচ্ছে, এক ছেলে ৫ম শ্রেণিতে পড়ে, আরেক ছেলের ৪ বছর বয়স।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার এলাকার কোনো ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: বেলাল হোসেন : আমি অসহায় মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকি, সহযোগিতা করি। মসজিদ-মাদ্রাসার উন্নয়নমূলক কাজের সাথে আমি জড়িত আছি। সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে আমি যুক্ত আছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে আপনার পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কি?

মো: বেলাল হোসেন : না।

আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মো: বেলাল হোসেন : জি, কিছুদিন আগে আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে আমি প্রায় চারশত শিক্ষার্থীর খাবারের ব্যবস্থা করেছি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মো: বেলাল হোসেন : অবশ্যই আমি যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং না নিলে হয়তো আমি এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতাম না। আমার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেত না।

❒ [মো: বেলাল হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন লক্ষ্মীপুরে। গ্রাম : শিক্ষাগ্রাম, পোস্ট : আলেকজান্ডার, ওয়ার্ড : ৮, উপজেলা : রামগতি। তিনি ১৯৯৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স ফ্রেন্ডস পোল্ট্রি ফার্ম। ব্যবসা করে নিজের পাশাপাশি আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। বেলাল হোসেন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ জেলা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮১

আপনি তো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে। কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: জাকির হোসেন : আমি ২০০১ সালে এক মাসের মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম। পরে বায়োগ্যাস ট্রেনিংটি নিয়েছি।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

মো: জাকির হোসেন : এই ট্রেনিংটি নিয়েছিলাম মৎস্য চাষ করব এজন্যই।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: জাকির হোসেন : আমার দুটি প্রতিষ্ঠান, নোয়াখালী এগ্রো ফার্ম এবং নোয়াখালী পোল্ট্রি এন্ড ফিশ ফিড।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী কাজ হচ্ছে?

মো: জাকির হোসেন : আমার প্রতিষ্ঠানে চার হাজার লেয়ার মুরগি এবং ১০ হাজার ব্রয়লার মুরগি আছে। ২৯ একর জমির মধ্যে মৎস্য চাষ করছি। চারটি ফিড কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর এবং দুইটি বায়োগ্যাস প্লান্ট আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা কবে এবং কীভাবে শুরু হয়েছে?

মো: জাকির হোসেন : ২০০১ সাল থেকেই ধীরে ধীরে কাজ শুরু করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তারটি কীভাবে ঘটল?

মো: জাকির হোসেন : ২০০১ সালে ট্রেনিং নেওয়ার পর আমি কাজ শুরু করি এবং প্রথমবার আমার লস হয়। দ্বিতীয়বারেও ক্ষতির সম্মুখীন হই। তৃতীয় বারে আমি লাভের মুখ দেখি। দুই দুইবার ক্ষতি হওয়ার পরেও আমি এর পিছু ছাড়িনি। পরবর্তীকালে আমি চতুর্থবারে শতভাগ লাভ করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা কীরকম?

মো: জাকির হোসেন : উন্নতি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আমার প্রতিষ্ঠান ১৫০ জন যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ব্যবসার শুরুতে কতজন কর্মী কাজ করেছে?

মো: জাকির হোসেন : শুরুতে ২-৩ জন কাজ করেছে।

এর পাশাপাশি আপনি অন্য কোনো কাজের সাথে জড়িত আছেন?

মো: জাকির হোসেন : না, অন্য কোনো কাজ করছি না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজ করছেন?

মো: জাকির হোসেন : হ্যাঁ, বিভিন্ন দিবসগুলো পালন করি এবং খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি বিতরণ করে থাকি। বিশেষ করে শীতকালে কম্বল দিয়ে থাকি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মো: জাকির হোসেন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ থেকেই শুরু করেছি। তবে বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করছি।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মো: জাকির হোসেন : প্রথম দিকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি এবং ২০১৯ সালে করোনাকালে প্রায় এক কোটি টাকার মতো ক্ষতির সম্মুখীন হই।

প্রথম দিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের আয় কেমন ছিল? আর বর্তমানে আয় কেমন?

মো: জাকির হোসেন : প্রথম দিকে আয় কম ছিল। এখন বাড়তে বাড়তে আলহামদুলিল্লাহ ভালো। বর্তমানে প্রতিমাসে আয় ২০ লক্ষ টাকা।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মো: জাকির হোসেন : আমার ইচ্ছে ছিল আমি কখনো কারো চাকরি করব না। এই চিন্তা নিয়েই আমি আমি শুরু করেছি এবং কখনো পিছপা হইনি, লেগে থাকার চেষ্টা করেছি। অন্যের চাকরি করব না এই প্রেরণা থেকেই আত্মকর্মী হয়েছি।

আপনার পরিবারের সদস্যরা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: জাকির হোসেন : আমার ছেলেমেয়ে পড়াশোনার সাথে যুক্ত।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: জাকির হোসেন : হ্যাঁ, আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারা সবাই তো আত্মকর্মী হওয়ার চেষ্টা করবেই। কিন্তু যারা শিক্ষা গ্রহণ করে নাই বা কম শিক্ষা গ্রহণ করেছে আমি মনে করি তাদেরও আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ আছে? যেমন– মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, টেলিভিশন ইত্যাদি আছে?

মো: জাকির হোসেন : জি, আছে।

পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটি আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? অর্থাৎ পরিবারের সবাইকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মো: জাকির হোসেন : হ্যাঁ, এখন তো চিকিৎসা দিতে পারছি। আগে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারতাম না।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন থাকে?

মো: জাকির হোসেন : আগের তুলনায় অবশ্যই পরিবর্তন এসেছে। আগে অভাবের সংসার ছিল তাই মাছ, মাংস খেতে পারতাম না। কিন্তু বর্তমানে আমরা সবসময় খেতে পারছি।

ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?

মো: জাকির হোসেন : আগে আমার কোনো সম্পদ ছিল না। এখন আমার সাত একর জমি আছে আর সেখানেই প্রজেক্ট করেছি। এ ছাড়াও এক কোটি টাকা দিয়ে আমি একটি ফ্লাট কিনেছি। ঢাকায় ৭০ লাখ টাকা দিয়ে জমি কিনেছি। ৪৭ লাখ টাকা দিয়ে একটি গাড়িও কিনেছি।

আপনার সামাজিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন এসেছি কি? এলাকার সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: জাকির হোসেন : এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে পৌরসভার অনুষ্ঠান পর্যন্ত আমাকে ডাকে। আগে আমাকে চিনত না এবং ডাকত না। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, বিয়ে, প্রোগ্রাম ইত্যাদি অনুষ্ঠানে তারা আমাকে আমন্ত্রণ করে।

বর্তমানে যে সব হতাশ কর্মপ্রত্যাশীরা রয়েছে তাদের সম্পর্কে কিছু বলেন।

মো: জাকির হোসেন : হতাশ কর্মপ্রত্যাশীদের উদ্দেশে বলতে চাই, একটি বাড়ি একটি খামার হিসেবে যদি বাংলাদেশের বেকার যুবকেরা প্রতি ইউনিয়ন থেকেই কাজ করে তাহলে দেশে কোনো বেকার থাকবে না। তাই বলব নিজ নিজ জায়গা থেকে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, বাড়ির পাশে যতটুকু ফাঁকা আঙিনা সেখানেই কাজ শুরু করুন। কেননা ছোটো থেকে শুরু করলেই বড়ো হওয়া সম্ভব।

সবশেষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মো: জাকির হোসেন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০০১ সালে আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে ট্রেনিং দিয়েছিল। এখন যুব উন্নয়ন খুবই বৃহৎ পরিসরে বেকার যুবকদের নিয়ে কাজ করছে। আমি আজীবন যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

❒ [মো: জাকির হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন লক্ষ্মীপুর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী। তিনি ২০০১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : নোয়াখালী এগ্রো ফার্ম, নোয়াখালী পোল্ট্রি এন্ড ফিশ ফিড। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব তা প্রমাণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। জাকির হোসেন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮২

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: আমিরুল ইসলাম : আমি ২০০৭ সালে মাছ চাষের উপর এক সপ্তাহ ধরে ট্রেনিং করেছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: আমিরুল ইসলাম : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম আলী ওসমান বহুমুখী মৎস্য খামার।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী কার্যক্রম হচ্ছে?

মো: আমিরুল ইসলাম : বর্তমানে আমাদের এখানে মাছ চাষ হচ্ছে, একটি গরুর খামার রয়েছে এবং একটি ছাগলের খামার রয়েছে। এ ছাড়াও কলার বাগান করেছি। সব মিলিয়ে অনেকগুলোই কার্যক্রম চলছে।

এরপর আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তারটি ঘটল কীভাবে?

মো: আমিরুল ইসলাম : আমি ২০০৪ সালে একটি পুকুর দিয়ে আমার ব্যবসা শুরু করি। সেই একটি পুকুর থেকে শুরু করে একশো কাঠা জমির উপরে বর্তমানে খামার এবং কলার বাগান এসব কার্যক্রম হচ্ছে। আমি যুব উন্নয়নের অধীনে দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান কেমন?

মো: আমিরুল ইসলাম : বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো।

এর বাহিরে অন্য কোনো কাজ যা থেকে আপনার ইনকাম হয় এরকম কোনো কাজের সাথে যুক্ত আছেন?

মো: আমিরুল ইসলাম : না, এরকম আর কোনো কাজ করছি না।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুর দিকে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কি আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মো: আমিরুল ইসলাম : জি, যুব উন্নয়ন থেকে প্রথম ঋণ নিয়েছি ৬০ হাজার টাকা। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক থেকে সহযোগিতা পেয়েছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মো: আমিরুল ইসলাম : প্রথমে আমি পাসপোর্ট করেছিলাম বিদেশ চলে যাওয়ার জন্য। আব্বা-আম্মা বাধা দিয়ে বললেন দেশে থেকে কিছু করার জন্য। পরে আত্মকর্মী হওয়ার পেছনে ছুটলাম। আত্মকর্মী হওয়া মানে কারো চাকরি না করে

মানুষকে চাকরি দেওয়া। নিজের স্বাধীনতা থাকে আত্মকর্মী হলে যা চাকরিতে সম্ভব না।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংখ্যা কতজন? আর প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কতজন ছিল?

মো: আমিরুল ইসলাম : শুরু করেছিলাম একজন কর্মী নিয়ে। এখন তো মাছ ধরতে গেলে ২০ থেকে ৩০ জন লোক লাগে যা অস্থায়ী কর্মী। স্থায়ীভাবে কাজ করছে ১৫ জন।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার, তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: আমিরুল ইসলাম : অবশ্যই প্রয়োজন। আমিও তো খুব একটা পড়াশোনা করতে পারিনি। তারপরও আল্লাহর রহমতে স্বাবলম্বী হয়েছি। চাকরির পেছনে না ছুটে আত্মকর্মী হওয়া উচিত।

প্রথমদিকে আপনার প্রতিষ্ঠানে আয় কীরকম ছিল?

মো: আমিরুল ইসলাম : প্রথম দিকে আয় খুবই কম ছিল। মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা আয় হতো। বর্তমানে খরচ বাদে দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা আয় হয়।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মো: আমিরুল ইসলাম : জি, অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। যেমন ২০০৪ সালের বন্যায় পুকুর ডুবে গিয়েছিল। ২০২০ সালের বন্যায়ও পুকুর ডুবেছিল।

ক্ষতিটি সামলিয়ে বিজনেসকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় কীভাবে নিয়ে এসেছেন?

মো: আমিরুল ইসলাম : এটি তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সারাদেশ এই দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে তাই এটিকে মেনে নিতেই হবে। তারপর করোনার সময় আমার প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে।

আপনার পরিবারে কি বিনোদন লাভের সুযোগ রয়েছে? যেমন টেলিভিশন, কম্পিউটার, স্মার্টফোন ইত্যাদি আছে?

মো: আমিরুল ইসলাম : জি, আছে, টেলিভিশন আছে তবে কম্পিউটার নেই।

আপনি কি আপনার কর্মীদের নিয়ে কখনো ভ্রমণে গিয়েছেন?

মো: আমিরুল ইসলাম : জি, আমি যাই।

আপনার ছেলেমেয়েরা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: আমিরুল ইসলাম : জি, তারা স্কুলে পড়ছে।

পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটি কীরকম? আগে কীরকম ছিল আর ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার পরে কতটা উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়?

মো: আমিরুল ইসলাম : জি, ইনশাআল্লাহ। আগের তুলনায় অনেক ভালো। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? যেমন আদর্শ বা পুষ্টিকর খাবার আগে কেমন খাওয়া হতো আর এখন কেমন খাওয়া হয়?

মোঃ আমিরুল ইসলাম : আমি যে খাদ্যগুলো উৎপাদন করি সবই নিরাপদ খাবার। আমার খাবার তালিকায় সবই পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার থাকে। নিজের চাষ করা খাবারই খেয়ে থাকি।

ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?

মোঃ আমিরুল ইসলাম : জি, আগে টিন শেড বাড়ি ছিল বর্তমানে পাকা বাড়ি বা দালান করেছি।

আগের তুলনায় আপনার সামাজিক অবস্থানে কীরকম পরিবর্তন হয়েছে?

মোঃ আমিরুল ইসলাম : আগে আমার আব্বাকে দাওয়াত দিত কিন্তু বর্তমানে আব্বাকে দাওয়াত না দিলেও মানুষ এখন আমাকে দাওয়াত দেয়। সামাজিক কার্যক্রম যেমন বিচার-আচারেও আমাকে মূল্যায়ন করে।

পারিবারিক বা সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটি আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে কীরকম? মানে কখনো হয়রানির শিকার হয়েছেন কি?

মোঃ আমিরুল ইসলাম : হ্যাঁ, এখনো হয়রানি হচ্ছি। উদ্যোক্তা হিসেবে ছাগল, ভেড়া পালন করতে গিয়ে অনেক মানুষ আমার পিছু লাগে। অনেকেই অনেক ক্ষতি করে, বিষ দেয় এবং ছাগল মেরে ফেলে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলবেন।

মোঃ আমিরুল ইসলাম : সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে। আজকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমার পাশে থাকার কারণে সাধারণ আমিরুল ইসলাম থেকে হয়েছি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত আমিরুল ইসলাম। আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ ও দশের জন্য কাজ করছি। আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মোঃ আমিরুল ইসলাম : সামাজিক কিছু কার্যক্রমে জড়িত আছি। যেমন নিজের অর্থায়নে একটা মাদ্রাসা স্থাপন করেছি, হাওড়ের শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করেছি এবং বৃক্ষরোপণ করে যাচ্ছি। সবশেষে বেকার যুবকদের স্বাবলম্বী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

❒ [মোঃ আমিরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন নেত্রকোনা জেলায়। গ্রাম : পেরীরচর, পোস্ট : মাঘান, উপজেলা : মোহনগঞ্জ। তিনি ২০০৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : আলী ওসমান বহুমুখী মৎস্য খামার। চাকরি না করেও স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে নিজেকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আমিরুল ইসলাম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য, ডেইরি, হাঁস-মুরগি পালনের উপর ট্রেনিং করেছি।

এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল : ট্রেনিং নেওয়ার মূল কারণই হচ্ছে আত্মকর্মী হওয়ার বাসনা। খামার করার আগে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি কেননা খামার করতে হলে ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন, জানার প্রয়োজন আছে। না জেনে তো আসলে কিছু করা সম্ভব না। জানার জন্যই আমি ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

যুব উন্নয়ন থেকে প্রথম ট্রেনিং কবে নিয়েছিলেন?

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল : ২০০৩ সালে সর্বপ্রথম মৎস্য ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল : আহমদ পোল্ট্রি খামার এবং আহমদ পোল্ট্রি, ডেইরি এন্ড মৎস্য।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল : প্রতিষ্ঠানের যাত্রা বলতে ২০০৩ সাল থেকেই মৎস্য শুরু করি। পাশাপাশি ২০০৭ সালে এসে পোল্ট্রির খামার করি এবং বরাবরই গরু ছিল। তবে ২০০৯/১০ এবং ২০13 সাল থেকে ব্যাপকভাবে পোল্ট্রির খামার করি যেখানে ১৮ হাজার পোল্ট্রি আছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কীরকম স্বাবলম্বী হয়েছে?

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল : পোল্ট্রির বাজার তো সব সময় সমান থাকে না। সেক্ষেত্রে এভারেজ আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা থাকে কর্মচারী এবং সকল খরচ বাদ দিয়ে।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহিরেও অন্য কোনো কিছুর সাথে জড়িত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল : জি, বরাবরই অংশগ্রহণ করি। সমাজে বাল্যবিবাহ রোধে যথেষ্ট ভূমিকা রাখি এবং মাদক বিরোধী কর্মকাণ্ড, কেসিনো জুয়া যেগুলোর ফাঁদে যুব সমাজ ধ্বংস হয় সেসব বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে থাকি। অসময়ে

দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াই, যেমন– রিসেন্টলি হতদরিদ্র কয়েকটি মেয়ের পরীক্ষার ফর্মফিলাপের টাকাগুলো আমি দিয়েছি। দরিদ্র মানুষের বিয়ে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সহযোগিতা করে থাকি। শীতকালে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং ঈদের সময় সহযোগিতা এগুলো নিয়মতোই করে থাকছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : ছোটোবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে আমি নিজে কিছু করব। অন্যের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার থেকে নিজের প্রতিষ্ঠানে নিজে কাজ করব– সেজন্য আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

ব্যবসার শুরুতে আপনার ইনকাম কেমন হয়েছে?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : যখন প্রথম শুরু করি তখন বেশি ইনকাম হয়নি।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : করোনার সময় সব থেকে বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হই আর শুরুতে কয়েকটি ধাক্কা এসেছিল। তবে করোনার ধাক্কাটি ছিল সবচেয়ে বড়ো ধাক্কা।

তখন কীভাবে ব্যবসাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে এসেছেন?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : আমি প্রায় ছয় মাস ব্যবসা বন্ধ রেখেছিলাম।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী কাজ করে?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : এখন স্থায়ীভাবে সাতজন কাজ করে।

প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কতজন কর্মী কাজ করত?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : শুরুতে আমি নিজেই কর্মী ছিলাম।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য ল্যাপটপ, কম্পিউটার, স্মার্টফোন ইত্যাদি আছে?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : জি, ডেস্কটপ কম্পিউটার আছে কিন্তু বাড়িতে টেলিভিশন চালানো নিষেধ আছে কারণ আমার চাচা মাওলানা মানুষ।

আপনার ছেলেমেয়ে কতজন এবং তারা কি লেখাপড়ার সাথে যুক্ত?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে ক্লাস থ্রিতে পড়ে আর ছেলের বয়স মাত্র তিন বছর।

পারিবারিক চিকিৎসা লাভের দিক থেকে বলছি, আগে পরিবারের সদস্য কেউ অসুস্থ হলে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন আর এখন কীরকম দিচ্ছেন?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : আগে বাবার উপর নির্ভরশীল ছিলাম। আর বর্তমানে সবার চিকিৎসা আমিই দেখি আর সবাইকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বলছি, আগে মাছ, মাংস, ডিম এগুলো খাদ্য তালিকায় কীরকম ছিল আর বর্তমানে কীরকম থাকছে?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : আসলে অভাবের সংসারে মাছ, মাংস খাবার তালিকায় সেরকম থাকে না। মেহমান আসা ছাড়া আগে কখনো মাছ, মাংস কেনা হয়নি। আমি স্বাবলম্বী হওয়ার পরে মোটামুটি রেগুলার এখন মাছ, মাংস থাকে খাবার তালিকায়।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : জি, আগে শুধু টিনের বাড়ি ছিল আর এখন আধা-পাকা বাড়ি করেছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে কি সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : অনেক বেড়েছে। আগে এলাকায় আমাকে সেভাবে চিনত না। বর্তমানে দুলাল নাম বললেই সবাই চিনে। আমি সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে যুক্ত এবং মানুষের পাশে দাঁড়াই।

এলাকার কোনো অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : এলাকার বেশির ভাগ অনুষ্ঠানেই সম্মানিত অতিথি হিসেবে থাকি।

সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তা বর্তমানে কীরকম– কোনো হয়রানির শিকার হয়েছেন?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : না, আগেও ছিল না আর এখনো নেই।

আপনি কি মানুষকে আত্মকর্মী হতে উৎসাহিত করবেন এবং তাদের প্রতি কী পরামর্শ আপনার?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : সর্বদাই এলাকার যুব সমাজের কাছে চাওয়া তারা যেন চাকরির পেছনে না ঘুরে আত্মকর্মী হয়। এটি আমার চাওয়া এবং এটা আমার স্বপ্ন।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা, মূল্যায়ন কীরকম?

মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা করি। আমি চিরকৃতজ্ঞ কেননা আমার জীবনের মান বৃদ্ধি এবং গড়ার ক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অনেক বড়ো ভূমিকা রেখেছে।

❒ [মো: গোলাম মোস্তফা দুলাল জন্মগ্রহণ করেছেন রংপুর জেলায়। গ্রাম : বাহগিলি, পোস্ট : মীরবাগ, উপজেলা : কাউনিয়া। তিনি ২০০৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : আহমদ পোল্ট্রি খামার, আহমদ পোল্ট্রি ডেইরি এন্ড মৎস্য। চাকরি না করে নিজে কিছু করে স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা থেকে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। গোলাম মোস্তফা দুলাল সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ লুৎফর রহমান : মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ লুৎফর রহমান : আরাফাত মৎস্য খামার।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমগুলো কীরকম?

মোঃ লুৎফর রহমান : বর্তমানে মাছ চাষ হচ্ছে। আমার চারটি পুকুর তার মধ্যে দুইটি বড়ো এবং দুইটি ছোটো। একটি খাল আছে সরকারের থেকে লিজ নেওয়া।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় কবে এবং কীভাবে?

মোঃ লুৎফর রহমান : প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সালে শুরু হয়। প্রথমদিকে আমি শুরু করেছি তারপর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিই। আস্তে আস্তে তারপর স্বাবলম্বী হই যুব উন্নয়ন থেকে পরপর তিনটি লোন নিয়ে।

অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কি আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মোঃ লুৎফর রহমান : না, ওইরকম আর্থিক সহায়তা পাইনি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার কীভাবে ঘটালেন?

মোঃ লুৎফর রহমান : বিস্তার ঘটেছে নিজের প্রচেষ্টা এবং যুব উন্নয়নের স্যারদের সহযোগিতায়।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সাথে আপনি যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়।

মোঃ লুৎফর রহমান : আমি কৃষির সাথে যুক্ত আছি। যেমন– সিজনের ধান, তরমুজ এসব চাষ করি। গরু আছে এসব কাজ করে থাকি। আমার একটি দোকানও আছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করছেন?

মোঃ লুৎফর রহমান : জি, করি। তবে বর্তমানে ব্যস্ততার কারণে ঐরকম সময় দেওয়া হচ্ছে না।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ লুৎফর রহমান : আমার ছেলেমেয়ে আছে তাদের জন্য এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমি চেষ্টা করেছি এবং আল্লাহর রহমতে আত্মকর্মী হয়েছি। আমি প্রথমত বেকার ছিলাম।

প্রথম দিকে আপনার প্রতিষ্ঠানে কীরকম আয় ছিল আর বর্তমানে কীরকম আয় হচ্ছে?

মোঃ লুৎফর রহমান : শুরুতে খুব কম ছিল এবং লসও হয়েছে। তারপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি একটু সফলতা পেয়েছি। প্রথম দিকে তো খুবই খারাপ ছিল। শুরুর ছয় মাস পর থেকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাভ হতে শুরু হয়। বর্তমানে মাসিক ৭০ বা ৭৫ হাজার টাকা থাকছে।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মোঃ লুৎফর রহমান : জি, করোনার সময়। তারপর দক্ষিণাঞ্চলে যে বন্য হলো তখনও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। বন্যায় খাল থেকে দুই/তিন লাখ টাকার মাছ বেরিয়ে গেছে।

ক্ষতির পর স্বাভাবিক অবস্থায় আসলেন কী করে?

মোঃ লুৎফর রহমান : স্বাভাবিক অবস্থা বলতে ধারদেনা করেছি। আসলে আমাদের একটি বড়ো লোনের প্রয়োজন যা পাচ্ছি না কোনো জায়গা থেকে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংখ্যা কতজন আর শুরুতে কতজন ছিল?

মোঃ লুৎফর রহমান : শুরুতে তিনজন কর্মী ছিল তারপর পাঁচজন নিয়েছিলাম। বর্তমানে আমার কর্মচারী সংখ্যা পাঁচজন তবে অস্থায়ীভাবে আরও বেশ কয়েকজন আছে।

আপনি কি মনে করেন যাদের তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বা বেকার, যারা কর্মপ্রত্যাশী, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোঃ লুৎফর রহমান : জি, সকলেই তো আর আত্মকর্মী হতে পারে না কেননা অর্থের একটা বিষয় আছে। সবাই আর সমানভাবে সহযোগিতা পায় না। তবে আমার মনে হয় সকলের অবশ্যই আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ আছে কি, যেমন– মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি আছে?

মোঃ লুৎফর রহমান : জি, মোবাইল আছে। কম্পিউটার দরকার তবে এখনো কিনতে পারি নাই।

আপনার ছেলেমেয়ে কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ লুৎফর রহমান : জি, সবাই পড়াশোনা করছে।

আগে চিকিৎসা লাভের কীরকম সুযোগ ছিল আর বর্তমানে কীরকম। মানে সবাইকে কী সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মোঃ লুৎফর রহমান : জি, আল্লাহর রহমতে সবাইকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কী না? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম খাদ্য তালিকায় আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন থাকছে?

মোঃ লুৎফর রহমান : জি, আগের তুলনায় বর্তমানে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার খাচ্ছি।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না?

মোঃ লুৎফর রহমান : জি এসেছে। আগে টিনের বাড়ি ছিল তবে এখন পৌরসভার একতলা বাড়ি করেছি।

আপনার সামাজিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে কি?

মোঃ লুৎফর রহমান : জি, সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন এসেছে। তারা গুরুত্ব দিচ্ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হচ্ছে। যুব পদক পাওয়ার পর থেকেই গুরুত্বটি বেশি বেড়েছে।

আপনার সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? কখনো হয়রানি হয়েছেন কি না?

মোঃ লুৎফর রহমান : হয়রানি বলতে খাল লিজ নিয়েছি সেটি নিয়েই বেশি হয়রানির মধ্যে পড়েছি। খালের মধ্যে বেশ কিছু অসুবিধা আছে। কিছু মানুষ তারা নিজেরাও কাজ করবে না আবার আমাকেও করতে দিবে না।

বর্তমানে যে সকল হতাশ কর্মপ্রত্যাশী রয়েছে, তাদের আপনি আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দেবেন?

মোঃ লুৎফর রহমান : তাদের জন্য বলব, তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা করুক যাতে আত্মকর্মী হতে পারে। সবাই তো আর চাকরি পাবে না তাই দেশের এবং দশের ভালোর জন্য আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মোঃ লুৎফর রহমান : প্রথমত, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আমি অনেক খুশি। দ্বিতীয়ত, সবাই যেন যুব উন্নয়নের লোন পায়। লোন পেলে তাদের কাজ করতে সুবিধা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম ধাপে মাত্র ৫০ হাজার টাকা দিয়ে থাকে, আমার মনে হয় এক লক্ষ টাকা দিলে কিছু একটা করা যায়। লোনের টাকার সংখ্যাটা বাড়ানো উচিত।

❒ [মোঃ লুৎফর রহমান জন্মগ্রহণ করেছেন বরগুনা জেলায়। গ্রাম : খোন্তাকাটা, পোস্ট : আমতলী, উপজেলা : আমতলী। তিনি ২০১০/২০১১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : আরাফাত মৎস্য খামার। বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। লুৎফর রহমান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ আকির হোসেন : আমি ২০০৫ সালে যুব উন্নয়ন থেকে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন, অন্য ট্রেনিং কেন নেননি?

মোঃ আকির হোসেন : আমি আর কোনো ট্রেনিং নেইনি তার কারণ হলো সময়ে কাভার করতে পারি নাই সেজন্য। ডেইরি ফার্মে অনেক সময় দিতে হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ আকির হোসেন : প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স আকিব ডেইরি ফার্ম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ আকির হোসেন : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু ১৯৯৮ সালে।

এখন তো ২০২৪ সাল। আপনার প্রতিষ্ঠানের এ পর্যন্ত বিস্তার কীভাবে ঘটল?

মোঃ আকির হোসেন : পর্যায়ক্রমে ফার্মের গাভীগুলো বড়ো হয়েছে আর সেগুলো বিক্রি করেই আমি জমি কিনেছি। বর্তমানে ২০২৪ সালে একটা টাটা গাড়ি নিয়েছি প্রতিষ্ঠানের জন্য।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহিরে অন্য কিছুতে আপনি জড়িত আছেন যেখান থেকেও ইনকাম হয়?

মোঃ আকির হোসেন : প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কৃষি জমি আছে। আর এখন তো গাড়িটি হয়েছে। এগুলো দিয়েই আমার ইনকাম চলছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন?

মোঃ আকির হোসেন : জি, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করি। আমার সময়ের মধ্যে হলে সেখানে সময় দেই। যেমন– যুব প্রশিক্ষণ, ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ। তারা যখন আমাকে কল করেন তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাদের সময় দেওয়ার জন্য।

আমাদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেও যদি কল করা হয় সেখানেও অংশগ্রহণ করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ আকির হোসেন : প্রথম আর্থিক সহায়তা পেয়েছি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে। তারপর পূবালী ব্যাংক থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকেও কয়েকবার ঋণ নিয়েছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মো: আকির হোসেন : আমার আত্মকর্মী হওয়ার পেছনের গল্প হচ্ছে, আমি যদি একজন সফল আত্মকর্মী হই বা উদ্যোক্তা হই তাহলে আমার মতো আরও ১০ জন বেকার ছেলের কর্মসংস্থান করে দিতে পারব। ১০টি পরিবার উপকৃত হবে।

পাশাপাশি আমার ডেইরি ফার্ম সেখানে দুধ উৎপাদন হলো, গরু মোটাতাজাকরণ এগুলো সব মিলিয়ে মানুষের উপকারে আসবে। সাথে আমিও উপকৃত হবো।

আপনার ব্যবসা শুরুর প্রথম দিকে কীরকম ইনকাম হতো?

মো: আকির হোসেন : প্রথম যখন শুরু করেছি তখন গরু কম ছিল তবে মোটামুটি ভালোই ইনকাম হতো। আল্লাহর রহমতে এখন ভালো ইনকাম হচ্ছে।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মো: আকির হোসেন : আমার প্রতিষ্ঠান তিন সময়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমত ক্ষুরা রোগে অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তারপর দ্বিতীয়বার আবারও ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত হয় তখন গাভী মারা গেছে। কিছুদিন আগেও আমার দুটি গাভী মারা গেছে।

এই ক্ষতির পরে কীভাবে আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে এসেছেন?

মো: আকির হোসেন : আসলে এগুলো মেনে নিতে হয়। এরকম ক্ষতির মুখে পড়লে আবার অনেক পরিশ্রম করা লাগে। অনেক পিছিয়ে পড়া হয়। দুটি গাভী মারা গেছে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী কাজ করে?

মো: আকির হোসেন : আমার প্রতিষ্ঠানে ছয়জন কর্মী আছে।

তারা স্থায়ী নাকি অস্থায়ী?

মো: আকির হোসেন : তারা অস্থায়ী।

শুরুর দিকে কতজন কর্মী ছিল?

মো: আকির হোসেন : দুইজন ছিল এবং আমি।

আপনার বাসায় বিনোদন লাভের জন্য টেলিভিশন আছে?

মো: আকির হোসেন : জি, টেলিভিশন আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন?

মো: আকির হোসেন : আমার তিন ছেলে।

তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মো: আকির হোসেন : আমার বড়ো ছেলের বয়স নয় বছর। মেজো ছেলের বয়স ছয় বছর আর ছোটো ছেলের বয়স চার বছর চলছে। বড়ো দুই ছেলেকে হেফজখানায় দিয়েছি সেখানে বাংলা, ইংরেজি, আরবি সব এক সাথেই পড়ানো হয়।

আপনার পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারেন?

মো: আকির হোসেন : আগে আমার অবস্থাটা আসলেই খুব খারাপ ছিল। আর্থিকভাবে দুর্বল ছিলাম আর সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাও দিতে পারিনি। এখন আল্লাহর রহমতে পরিবারের সঠিক চিকিৎসা এবং খাবার সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো আছি।

মাছ, মাংস, ডিম এগুলো খাদ্য তালিকায় এখন কীরকম আছে আর আগে কীরকম ছিল?

মো: আকির হোসেন : হাওড় অঞ্চলের মাছগুলো এখন তো আর পাওয়া যায় না। এখন সব চাষ পদ্ধতি হওয়াতে আগের থেকে বেশি পাওয়া যায়। আগের তুলনায় এখন তো পর্যাপ্ত পরিমাণে এগুলো থাকে। আগে তো এমনটা ছিল না কারণ আমার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এখন তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো খেতে পারি।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোন ধরনের পরিবর্তন এনেছেন উদ্যোক্তা হওয়ার পরে?

মো: আকির হোসেন : আগে আমার ছিল কাঁচা বাড়ি। মানে ছন বাঁশের ঘর। এখন আধা পাকা বাড়ি করেছি। কিছু জমি এবং গাড়ি কিনেছি।

এই গাড়ি কি আপনার ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য?

মো: আকির হোসেন : এটা আমার ডেইরি ফার্মের কাজে লাগে আবার ভাড়াও খাটে। যখন ডেইরি ফার্মে দরকার তখন ডেইরি ফার্মে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কি আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মো: আকির হোসেন : জি, স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিকভাবে যথেষ্ট মূল্যায়ন বা মর্যাদা বেড়েছে।

এলাকার কার্যক্রমে বা কোনো অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মো: আকির হোসেন : জি, এলাকার প্রোগ্রামে আমাকে দাওয়াত করে।

এখন সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা কীরকম?

মো: আকির হোসেন : সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা ভালো। আমার পাড়াতে মাদক বা হয়রানি এ জাতীয় কিছু নেই। মোটামুটি যথেষ্ট নিরাপদ।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার বা যাদের তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তবে কর্মপ্রত্যাশী তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: আকির হোসেন : জি, অবশ্যই যারা বেকার তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। আমি অনেক সময় অনেক সেমিনারে বলি, আমরা আসলে লেখাপড়া করি চাকরির জন্য আসলে সেটা প্রকৃত কথা নয়। আমরা লেখাপড়া করব মানুষ হওয়ার জন্য এবং নিজে নিজের আত্মকর্মস্থান তৈরি করার জন্য। চাকরির পেছনে না দৌড়ে যদি উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনে দৌড়াই তাহলে অবশ্যই সফল হবো।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মো: আকির হোসেন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে অনেক বেকার ছেলে স্বাবলম্বী হয়েছে। আগে বেকার ছেলেমেয়েরা কর্মসংস্থান খুঁজে পেত না। এখন যুব উন্নয়নের বিভিন্ন ট্রেনিং এর মাধ্যমে অনেকেই অনেক কর্মসংস্থান খুঁজে পাচ্ছে। তাই আমি মনে করি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মতো প্রতিষ্ঠান দরকার।

❒ [মো: আকির হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন হবিগঞ্জ জেলায়। গ্রাম : সুলতান মাহমুদপুর, পোস্ট : হবিগঞ্জ, উপজেলা : হবিগঞ্জ সদর। তিনি ২০০৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স আকির ডেইরি ফার্ম। সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আকির হোসেন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮৬

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মো: ওমর ফারুক : মেসার্স বেপারী পোল্ট্রি ফার্ম এন্ড ফিড।

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মো: ওমর ফারুক : আমি তিন মাস মেয়াদি গবাদি পশু পালন, এবং কৃষি কাজ এসবের উপরেই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

যুব উন্নয়ন থেকে এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

মো: ওমর ফারুক : এটির প্রতি আমার আগে থেকেই আগ্রহ ছিল। ছোটো থেকেই কৃষি কাজের উপর আগ্রহ থাকার কারণেও বলতে পারেন এই আগ্রহ সৃষ্টি। ট্রেনিং নেওয়ার ফলে আল্লাহতায়লা আমাকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বোধ করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

মো: ওমর ফারুক : সার্বিক কার্যক্রম আছে মোটামুটি ভালোই, বিভিন্ন লোকবল নিয়ে কাজ করি। এখন আমার প্রতিষ্ঠানে ডিম উৎপাদন, মাংস উৎপাদন, মুরগির বাচ্চা উৎপাদন এইসব কার্যক্রম চলছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মো: ওমর ফারুক : ২০০৬ সালে।

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন কত সালে?

মো: ওমর ফারুক : ২০০৫ সালে নভেম্বরের শেষ দিক থেকে।

২০০৬ থেকে ২০২৪ এই যে লম্বা একটা সময়, এই লম্বা সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার কীভাবে ঘটালেন?

মো: ওমর ফারুক : এটি মূলত পারিবারিক আর্থিক সহযোগিতা এবং আরও বিভিন্ন আত্মীয়ের সহযোগিতায় আমার বা আমার প্রতিষ্ঠানের উঠে আসা।

এখন আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্যবান হয়েছে?

মো: ওমর ফারুক : আছি আলহামদুলিল্লাহ, মোটামুটি ভালোই, খারাপ বলব না।

এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো কাজের সঙ্গে আপনি জড়িত? যেখান থেকে অর্থনৈতিক আয় বা উপার্জন আসে?

মো: ওমর ফারুক : হ্যাঁ, আমি একজন চিকিৎসক, গবাদি পশুপাখি চিকিৎসা করে থাকি।

সামাজিক উন্নয়নমূলক কোনো কাজে কখনো অংশগ্রহণ করেছেন?

মোঃ ওমর ফারুক : হ্যাঁ, সামাজিক উন্নয়নমূলক অনেক কাজেই আমি অংশগ্রহণ করেছি অনেক স্থানে। অনেক প্রশিক্ষণ দিয়েছি, অনেক ফ্রেশারকে দক্ষ করে তুলেছি। আমার হাত ধরে প্রায় ২০০-৩০০ লোক কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন। জীবনে ফার্ম কী বুঝতোও না, এখন তারা প্রতিষ্ঠিত খামারি।

প্রতিষ্ঠানের যাত্রার দিকে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থেকে ঋণ অথবা আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মোঃ ওমর ফারুক : যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি, এছাড়া আর কোনো জায়গা থেকে আমি ঋণ পাইনি বা নিইনি।

কেন মনে হলো যে আপনার একজন আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোঃ ওমর ফারুক : এটি পারিপার্শ্বিক অবস্থান থেকে মনে হয়েছিল। আসলে কর্মসংস্থান তৈরি করাও বেশ কষ্টসাধ্যকর একটা ব্যাপার। 'চাকরি করব না, চাকরি দেব' এই কথাটিই ছিল আমার মূল লক্ষ্য।

প্রশ : প্রথম দিকে আপনার ব্যবসায় আয় কেমন ছিল?

মোঃ ওমর ফারুক : চাকরি হলে একটা নির্দিষ্ট ইনকাম মাস শেষে বলার মতো হয়। ব্যবসায় তেমন হয়ে ওঠে না। তাই আয়ের অংক বলা মুশকিল। তবে সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল?

মোঃ ওমর ফারুক : হ্যাঁ, অনেক বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন আমি হয়েছি কয়েকবার। ২০০৭ সালে যখন ধস শুরু হলো তখন, ডিম বিক্রি হয়েছি ৩.৯০ পয়সা পিস, প্রত্যেক দিন আমার অনেক টাকা লস হয়েছে। এরকম অনেক ক্ষতির সম্মুখীনই আমাকে হতে হয়েছে।

এই ক্ষতিগুলো কীভাবে মোকাবিলা করলেন?

মোঃ ওমর ফারুক : দেখা গেছে একটি সাইড লসের মুখোমুখি হয়েছে, অন্য সাইড এ মোটামুটি লাভ, এইতো এভাবেই আমি এসবের মোকাবিলা করেছি। লাভ-লস মিলিয়ে মোটামুটি মাঠে টিকে থাকার সমস্যা সমাধান করেছি এবং এখনো টিকে আছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানে মোট কতজন কর্মী?

মোঃ ওমর ফারুক : এখন আমার প্রতিষ্ঠানে আছে মোট ১৬ জন স্থায়ী কর্মী। অস্থায়ী আরও বেশি আছে।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ ওমর ফারুক : শুরুর দিকে আমি এবং আরও দুজন এক্সট্রা কর্মী ছিল।

পারিবারিক আধুনিকতা কেমন? মানে টিভি, ফ্রিজ, ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহার করে?

মোঃ ওমর ফারুক : না, ব্যবহার করে না।

তাহলে পরিবার কীভাবে কী দ্বারা বিনোদন করে?

মোঃ ওমর ফারুক : মোবাইল ফোন দিয়ে আনন্দ-বিনোদন ইত্যাদি এসব জোগান হয়।

আপনার ছেলেমেয়ে কজন? তারা কী লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত?

মোঃ ওমর ফারুক : দুই ছেলে। দুজনেই পড়ালেখা করে। বড়ো ছেলে মাদ্রাসায় পড়ে, ওর বয়স দশ বছর। ছোটো ছেলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে।

পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন বলে মনে হয়?

মোঃ ওমর ফারুক : কেউ অসুস্থ হলে অবশ্যই চিকিৎসা দিতে হবে। আমি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও, আগে থেকেই আমার আব্বা পারিবারিকভাবে সচ্ছল ছিলেন। কারণ উনিও ছিলেন ব্যবসায়ী। ফলত এগুলো আমরা আগেও যেমন এখনো তেমনই।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কিছু বলুন। আগে খাবার তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম, দুধ কেমন ছিল? আর এখন কেমন থাকছে?

মোঃ ওমর ফারুক : আমাদের খাদ্য আসলে তালিকাভিত্তিক না, আগের থেকে এখন আমরা ডেভলপ ও হয়েছি। আগে মানে যখন ছোটো ছিলাম, একটি ডিম আমরা তিন ভাই ভাগ করে খেতাম, এখন আলহামদুলিল্লাহ দিন পরিবর্তন হয়েছে। এখন ভালো খাবারই খাই সবাই।

আপনি যে বাসস্থানে থাকেন, সেটির অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন কি?

মোঃ ওমর ফারুক : আগের থেকে ভালো। নতুন জায়গা কিনে নতুন বাড়ি করেছি। আগে টিনের ঘর ছিল, সেটা ভেঙে এখন দোতলা একটা বিল্ডিং করেছি। লেয়ার মুরগির সংখ্যাও আগের তুলনা অনেক বেশি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পর মানুষ আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোঃ ওমর ফারুক : এলাকার লোক, মানে আমি যখন উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম, নানা লোক নানানভাবে আমার নামে কুটনামি করেছে। এটা বলা মুশকিল। তবে আমি নিজে থেকে অনেক কিছু করি। এখন সব স্থানেই মূল্যায়ন পাই।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গা কীরকম?

মোঃ ওমর ফারুক : আল্লাহর রহমতে আমাদের তেমন কোনো অসুবিধে নেই। হবেও না আশা রাখছি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিয়ে সবশেষে কিছু বলুন।

মোঃ ওমর ফারুক : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনন্য একটা মাধ্যম। ঋণের পরিমাণ বাড়ানো দরকার, বোর্ড বা সেন্টার বাড়ানো

দরকার। আমরা যখন ট্রেনিং দিয়েছি, তখন দেখা গেছে ১৫ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছি, একটা গরু সেসময় অবশ্য কেনাই যেত। কিন্তু এখন একটা গাভী কিনতে লাগে দুই থেকে তিন লাখ, তাই ঋণের পরিমাণ বাড়ানো উচিত বলে মনে করি। সবাইকে ঋণ দেওয়া উচিত নয়, সেইসব বেকারদের যাচাই-বাছাই করে ঋণ দেওয়া উচিত, যারা সবকিছুতে মনোযোগী এবং কর্ম-উদ্যমী।

❒ [মোঃ ওমর ফারুক জন্মগ্রহণ করেছেন মাদারীপুর জেলায়। গ্রাম: রাজারচর চৈতা মোল্লাকান্দি, পোস্ট: মাতবরের চর, উপজেলা: শিবচর। তিনি ২০০5 সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: মেসার্স বেপারী পোল্ট্রি ফার্ম এন্ড ফিড। 'চাকরি করবো না, চাকরি দেব' এ লক্ষ্য পূরণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। ওমর ফারুক সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ আবু হাসান : আমি ২০১২ সালে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

কেন এই ট্রেনিংগুলোই নিয়েছিলেন?

মোঃ আবু হাসান : আমি দেখলাম বগুড়ায় ট্রেনিং হচ্ছে। তখন ভাবলাম তাহলে ট্রেনিংটা নিয়ে শুরু করি পরে চাকরি-বাকরি হলে হবে। এজন্যই আবেদন করেছিলাম আর সুযোগ তৈরি হলো। আমার পড়াশোনাও শেষ হলো আর ট্রেনিং শেষে ফার্মটা শুরু করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী কার্যক্রম হচ্ছে?

মোঃ আবু হাসান : আমার ফার্মে লেয়ার মুরগি আছে ১৬/১৭ হাজার। দুটি গাভী আর পাঁচটি মাছ চাষের পুকুর আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটল কীভাবে?

মোঃ আবু হাসান : প্রথমে ২৫০টা মুরগি উঠাই। তারপর আস্তে আস্তে ৫০০ এবং ১ হাজার এভাবেই বিস্তার ঘটাতে থাকি।

যুব উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ আবু হাসান : ব্র্যাক ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থাটা কেমন?

মোঃ আবু হাসান : খুবই উন্নতি হচ্ছে। আমার এখানে ১৭-১৮ জন প্রতিনিয়ত কাজ করছে। এছাড়াও বছরে ২-৩টা করে গরু বের হচ্ছে। আর মুরগি প্রতি বছরই ১ হাজার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কোনো কাজের সাথে জড়িত আছেন?

মোঃ আবু হাসান : জি, এলাকায় বাল্যবিবাহ, মাদক, সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত আছি। এসব সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ আবু হাসান : ছোটোবেলা থেকেই আমার শখ প্রাণী পোষা। শখ আর প্রাণিদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই আত্মকর্মী হয়ে উঠা।

প্রথম দিকে আয় কেমন ছিল?

মোঃ আবু হাসান : প্রথম দিকে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার মতো থাকত।

বর্তমানে আপনার মাসিক আয় কীরকম?

মোঃ আবু হাসান : বর্তমানে আমার আয় খরচ বাদে ৯-১০ লক্ষ টাকার মতো।

খরচ বাদে মাসে এরকমই হয়, তবে কমও থাকে কোনো কোনো মাসে। এমন মাস আসে তখন আবার ২-৩ লক্ষ টাকা ইনকাম হয়।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মোঃ আবু হাসান : আমি ১২-১৪ বছরের ভেতরে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হইনি। বিভিন্ন ঝামেলা সৃষ্টি হয় তবে সেটা আবার ঠিক হয়ে যায়।

করোনার সময় কী ক্ষতি হয়নি?

মোঃ আবু হাসান : না, করোনার সময় ক্ষতি হয়নি, তবে মুরগির বাজার কম ছিল। লাভ তখন হয়নি, চালান থেকেছে এই আরকি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংখ্যা কতজন আর শুরুতে কতজন ছিল?

মোঃ আবু হাসান : শুরুতে আমি একাই কাজ করেছি। বর্তমানে ২০/২৫ জনের মতো আমার কর্মী আছে।

বর্তমানে আপনাদের পারিবারিক অবস্থা কেমন?

মোঃ আবু হাসান : আমাদের যৌথ পরিবার। আমার ভাই এবং ছেলেমেয়ে সবাই মিলে একত্রে বাস করি।

আপনার ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার পরে পারিবারিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না?

মোঃ আবু হাসান : জি, হয়েছে। আগে আমাদের জমিজমা কম ছিল এখন বেশ কিছু জমাজমি কিনেছি। আগে ঘর ছিল টিন শেড আর এখন তিনতলা ফাউন্ডেশন করে বিল্ডিং করেছি।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোঃ আবু হাসান : জি, তারা যদি কোনো চাকরির দিকে লক্ষ্য না রেখে উদ্যোক্তা হওয়ার মনোনিবেশ করে তাহলে সম্ভব, তারা আত্মকর্মী হতে পারবে। আমি যুবকদের সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক যদি কেউ আত্মকর্মী হতে চায়। আমার বাসায় থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে হলেও তাদের শিক্ষা দিতে রাজি আছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি আছে কি না?

মোঃ আবু হাসান : জি, রয়েছে। এছাড়াও বিনোদনের জন্য পিকনিকের ব্যবস্থা করে থাকি। প্রত্যেক বছরই আমি দুইবার সমুদ্র দেখতে কক্সবাজার যাই। শীতের আগে একবার যাই আবার শীত শেষ হওয়ার আগে আরেকবার সমুদ্রে যাই।

আপনার ছেলেমেয়ে আছে?

মোঃ আবু হাসান : না, এখনো হয়নি।

পরিবারের সবাই তো পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ আবু হাসান : জি, সবাই যুক্ত। পড়াশোনা সবারই প্রায় শেষ। ছোটো ছোটো ভাতিজা তাদের লেখাপড়া অব্যাহত।

পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটা আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে কতটুকু উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন? সবাইকে কি সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মোঃ আবু হাসান : জি, সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি। যদি কারো জ্বরও আসে তাহলে পাশের উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেখান থেকে পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা দিয়ে থাকি। আর তার থেকেও বড়ো কিছু হলে বগুড়া থেকে চিকিৎসা নিয়ে থাকি। চিকিৎসাতে কারো কোনো কমতি নেই।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? মাছ, মাংস, ডিম এগুলো খাদ্য তালিকায় কেমন যুক্ত হয়েছেন?

মোঃ আবু হাসান : জি, পরিবর্তন আসছে। আমার অল্প কিছু জমি আছে, সেখানে বিষ মুক্ত টমেটো, বেগুন, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদি তরকারি চাষ হয়। তাই কখনো কিনতে হয় না।

সামাজিক অনুষ্ঠানে এলাকাবাসী আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোঃ আবু হাসান : অনেক ভালো মনে করে এবং গুরুত্বসহকারে দেখে। সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজেও আমি জড়িত।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম, কোনো হয়রানির শিকার হয়েছেন কখনো?

মোঃ আবু হাসান : না, কোনো হয়রানির শিকার হইনি। তবে হয়রানি বলতে আমার একটা জমি আমার প্রতিবেশীর দখলে আছে সেটা ছাড়ছে না। এটাই একটু ঝামেলা বলা যায়।

বর্তমানে যারা হতাশ কর্মপ্রত্যাশী রয়েছে তাদের সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মোঃ আবু হাসান : হতাশ কর্মপ্রত্যাশী যারা তাদের জন্য বলব হতাশ না হয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্ম শুরু করুক। দরকার হলে যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে হলেও তারা ব্যবসা শুরু করতে পারে। এতে তাদেরই ভালো হবে।

সর্বশেষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মোঃ আবু হাসান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি আজীবন কৃতজ্ঞ। কেননা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর না থাকলে আমি আজ এই পর্যায়ে আসতে পারতাম না। কখনোই সম্ভব হতো না যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর না থাকলে।

❐ [মোঃ আবু হাসান জন্মগ্রহণ করেছেন বগুড়া জেলায়। গ্রাম : বাকশাপাড়া, পোস্ট : নাটাবাড়ি, উপজেলা : ধুনট। তিনি ২০১২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : বাবু পোল্ট্রি এন্ড ডেইরি ফার্ম। শখের বশে শুরু করলেও পরবর্তীকালে পশুপালনকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। আবু হাসান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮৮

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর তিন মাসের ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিংটিই কেন নিয়েছিলেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : গবাদি পশু পালনের উপর ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে এ ট্রেনিং নিয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী কার্যক্রম হচ্ছে?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : এখন খামার থেকে একটা শপ তৈরি করেছি। যেখানে দই, মিষ্টি ইত্যাদি তৈরি হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা কবে শুরু হয়েছিল?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : আমি ফার্মটা শুরু করেছি ২০১২ সালে।

পরে এটার বিস্তার কীভাবে ঘটেছে?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : প্রথমে খামার করেছি, তারপর ট্রেনিং করেছি ২০১৬ সালে এবং ট্রেনিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণা এবং শিক্ষা নিয়েছি কীভাবে পশু পালন করতে হয় এভাবেই বিস্তার ঘটেছে।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজে জড়িত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : না, অন্য কাজে জড়িত না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজের সাথে যুক্ত আছেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : হ্যাঁ, সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত আছি। আমাদের সংগঠন আছে সেখান থেকে যত সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ আছে আমরা করে থাকি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : ছোটোবেলা থেকেই গরু পালন তথা পশুর প্রতি ভালোবাসা বা শখ ছিল, সেখান থেকেই আত্মকর্মী হয়ে উঠা।

প্রথমদিকে আপনার প্রতিষ্ঠানে আয় কীরকম ছিল? আর বর্তমানে কীরকম আয় হচ্ছে?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : প্রথমদিকে মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা আয় হতো। বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ ২ লক্ষ টাকার মতো আয় থাকছে।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : হ্যাঁ, করোনার সময় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।

তখন কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থানে এসেছেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : পরিশ্রম করে এবং ঋণ করে বিষয়টা পুষিয়ে নিয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংখ্যা কতজন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : বর্তমানে আমার কর্মী সংখ্যা ১২০ জন।

শুরুতে কতজন কর্মী নিয়ে শুরু করেছিলেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : শুরুতে ১৫ জন কর্মী ছিল।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থা কেমন? কোন কোন জায়গায় উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : আগের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে কষ্ট করে চলতে হতো, পরিবার থেকে সহযোগিতা নিয়ে চলেছি, কিন্তু বর্তমানে নিজের ইনকামে চলছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি আছে কি না?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : জি, আছে।

আপনার ছেলেমেয়েরা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : হ্যাঁ, যুক্ত।

পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গা আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে কতটা উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন? সবাইকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : হ্যাঁ, এখন খুব ভালো আগের তুলনায়।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? মাছ, মাংস, ডিম এগুলো খাদ্য তালিকায় কীরকম যুক্ত হয়েছে?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : হ্যাঁ, এখন আগের তুলনায় বেশি খাওয়া হয়। দুধ, মাংস এগুলো তো নিজে উৎপাদন করি তাই বেশিই খাওয়া হয়।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার পরে?

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী : বাসস্থানে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তবে

আগের বাড়িই আছে, শুধু ভেতরের আসবাবপত্র পরিবর্তন হয়েছে। সময়োপযোগী যা যা প্রয়োজন সবই আছে।

আপনার সামাজিক অবস্থানে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার পরে? এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা কার্যকলাপে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে এবং তারা কী আপনাকে গুরুত্ব দিচ্ছে?

মো: আমজাদ হোসেন চৌধুরী : হ্যাঁ, অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে অনেকেই আমাকে চিনত না, বর্তমানে সবাই চিনে এবং অনেক অনুষ্ঠানেই দাওয়াত দেয়।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, যাদের তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, কর্মপ্রত্যাশী তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মো: আমজাদ হোসেন চৌধুরী : জি, অবশ্যই। আমি মনে করি কেউ যদি পরিশ্রম করে তাহলে সে অবশ্যই সফল হবে। নিজে আত্মকর্মী হলে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব, কিন্তু অন্যের অধীনে কাজ করলে তাকে সারাজীবন একই অবস্থানে থাকতে হবে।

বর্তমানে যেসব হতাশ কর্মপ্রত্যাশী রয়েছে তাদের নিয়ে কিছু বলেন।

মো: আমজাদ হোসেন চৌধুরী : আসলে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম না করে হতাশ হয়ে বসে থাকলে হবে না। সফলতা পেতে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে।

সর্বশেষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মো: আমজাদ হোসেন চৌধুরী : প্রাথমিকভাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েই আমার ফার্ম শুরু করি এবং সেখান থেকেই আস্তে আস্তে আমার উন্নতি হয়েছে। সেজন্য আমি যুব উন্নয়নের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যুব উন্নয়নের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক এবং আমি সেখানে ক্লাসও নিয়েছি। মাসে দুই-তিনটা ক্লাস নিয়ে থাকি।

❒ [মো: আমজাদ হোসেন চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছেন সিলেট জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: ১৬ অন্তরঙ্গ ইলেকট্রিক সাপ্লাই রোড, উত্তর কাজী টুলা, সিলেট। তিনি ২০১৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: আজহান ডেইরি ফার্ম। তিনি শখের বশে পশুপালন শুরু করলেও পরবর্তীকালে এটাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে আত্মকর্মী হয়েছেন। আমজাদ হোসেন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৮৯

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

মোঃ আক্তার হেসেন : ২০২০ সালে বেসিক কম্পিউটারের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোঃ আক্তার হেসেন : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'বিসমিল্লাহ মৎস্য ও এগ্রো-ফার্ম', 'বিসমিল্লাহ বীজ ভান্ডার' এবং

'বিসমিল্লাহ টেলিকম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোঃ আক্তার হেসেন : ২০২৩ সালের জুলাই মাসে আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মোঃ আক্তার হেসেন : বর্তমানে আমার দুটি মৎস্য খামার, একটি বরই বাগান এবং উপজেলা সদরে একটি সারের দোকান আছে। আমার প্রতিষ্ঠানে মাছ উৎপাদন, ফল চাষ, কীটনাশক বিক্রির কাজ চলছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোঃ আক্তার হেসেন : বর্তমানে সবকিছু মিলিয়ে আমার প্রতিষ্ঠান থেকে মাসিক প্রায় ৬০ হাজার টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোঃ আক্তার হেসেন : আমি মিডিয়াতে কাজ করি এবং একটি কোম্পানির আন্ডারে কৃষি এবং কৃষকদের নিয়ে কাজ করি। এখান থেকে আমি কিছু টাকা কমিশন পাই।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোঃ আক্তার হেসেন : বিজনেস শুরুর সময় আমি যুব উন্নয়ন থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা পেয়েছি। অন্য ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা পাইনি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোঃ আক্তার হেসেন : আমার বাবা একজন কৃষক ছিলেন। তিনি ধান চাষ ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না। আমার বাবা আমাকে কাজের জন্য ১০ হাজার টাকাও মূলধন দিতে পারেননি। আমার মনে হয়েছে আমি আত্মকর্মী হলে আমার নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আরও কিছু মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারব।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মোঃ আক্তার হেসেন : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে ২ জন স্থায়ী এবং ২ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোঃ আক্তার হেসেন : শুরুতে বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোঃ আক্তার হেসেন : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মোঃ আক্তার হেসেন : জি, পারছি। তবে বড়ো ধরনের কোনো চিকিৎসা প্রয়োজন হলে আমাকে বেগ পেতে হবে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোঃ আক্তার হেসেন : ২০১৬ সালেও আমরা পুরো রমজান মাসে একদিনও মাছ খেতে পারিনি। আমি উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আমার পরিবারের বিভিন্ন দিক থেকে পরিবর্তন এসেছে। আমার পরিবারের খাদ্য তালিকায় এগুলোর পরিমাণ আগের থেকে এখন অনেক বেড়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়ি কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মোঃ আক্তার হেসেন : না, আমার বাড়ির কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। সব আগের মতোই আছে। তবে ঘরের ভেতর পাকা এবং বারান্দা করেছি।

আপনি কি বিবাহিত?

মোঃ আক্তার হেসেন : না, আমি বিয়ে করিনি।

আপনারা ভাই-বোন কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত? আপনি কি তাদের পড়াশোনায় আর্থিক সহায়তা করেন?

মোঃ আক্তার হেসেন : আমরা চার ভাই-বোন। আমার বড়ো ভাই মাস্টার্স পাশ করেছে। আমার ছোটো বোন অনার্সে এবং ভাই রাঙামাটি সরকারি কলেজে পড়ে। আমার প্রতিষ্ঠানের টাকায় আমার পুরো পরিবার পরিচালিত হয়।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি? এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোঃ আক্তার হেসেন : এলাকার সবাই এখন আমাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মোঃ আক্তার হেসেন : জি, আমি আমার এলাকার বৈষম্য বিরোধী সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য আমি বিভিন্ন মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা কালেক্ট করে ইউএনও স্যারকে দিয়েছি, যাতে এটির সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করি। সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য এলাকার মানুষের কাছে আমার গ্রহণযোগ্যতা আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মোঃ আক্তার হেসেন : জি, উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এমনকি উদ্যোক্তা হওয়ার পরেও আমাকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। উদ্যোক্তা হওয়ার আগে পড়াশোনার পাশাপাশি আমি স্থানীয় একটি পত্রিকায় লেখালেখি করতাম। ২০১৮ সালে বিদ্যুৎ বিভাগের একটি অফিসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে গেলে তারা এটি অন্য কোনো দলের এজেন্ডা হিসেবে বিবেচনা করে। আমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমার মুক্তির জন্য আমার বাবার কাছে টাকা দাবি করে। মায়ের স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় করে আমাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। পরবর্তীকালে বিষয়টি জানাজানি হলে প্রশাসন থেকে তা পুনরায় বিবেচনা করা হয় এবং আমার টাকা আমাকে ফেরত দেওয়া হয়। উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আমি একজনকে যুব উন্নয়নের লোনের টাকা থেকে তাকে কিছু মাল দিয়েছিলাম, কিন্তু ৩ মাস হয়ে গেলেও সে আমার টাকা ফেরত দেয়নি। পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীকে অবগত করে আমি সেই টাকা উদ্ধার করতে পেরেছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোঃ আক্তার হেসেন : যুব উন্নয়নের স্যারদের পরামর্শে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিই এবং তারা আমাকে কাজ শুরু করার জন্য ৬০ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। আমার মায়ের মানসিক সাপোর্ট এবং যুব উন্নয়নের অর্থনৈতিক সাপোর্টের কারণেই আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি।

❐ [মোঃ আক্তার হেসেন জন্মগ্রহণ করেছেন খাগড়াছড়ি জেলায়। গ্রাম : বেতছড়ি, উপজেলা : দীঘিনালা, জেলা : খাগড়াছড়ি। তিনি ২০২০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : 'বিসমিল্লাহ মৎস্য ও এগ্রো-ফার্ম ', 'বিসমিল্লাহ বীজ ভান্ডার' এবং 'বিসমিল্লাহ টেলিকম'। অসচ্ছলতা দূর করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আক্তার হোসেন আত্মকর্মী হয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-৯০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমি ২০০৬ সালে হাস-মুরগি ও গবাদিপশু পালনের উপর ৩ মাসের ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'মোল্লা এগ্রো ফার্ম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় ২০০৬ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটিয়েছেন কীভাবে? এখন আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমি খুব হত-দরিদ্র অবস্থায় ছিলাম। ট্রেনিং শেষে আমার একজন আঙ্কেলের থেকে কিছু টাকা নিয়ে একটি গবাদিপশুর খামার করি। তখন থেকে আমার বেকার জীবনের সমাপ্তি। এ পর্যন্ত আমি শাক-সবজি, গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ, মাশরুম চাষ, হারবাল-সহ ৮টি বিষয়ের উপরে ট্রেনিং করেছি। ২০০৬-২০২৪ পর্যন্ত এ ১৮ বছরে আমার প্রতিষ্ঠান বিস্তৃত হয়েছে। এখন আমার ৪টি মাছের খামার, একটি ছাগলের খামার, চার বন্ধুর সাথে শেয়ারে একটি খরগোশের খামার আছে। আমি শরীয়তপুর জেলায় টার্কি পালনের উপর প্রায় ৬০০ খামারি তৈরি করেছি। ২০১৮-২০১৯ সালে টার্কি পালনের জন্য আমি জেলা থেকে পুরস্কার পেয়েছি। আমি অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : বর্তমানে আমার ৪টি প্রজেক্ট চলমান। এখন বাৎসরিক প্রায় ২০-৩০ লাখ টাকা ইনকাম হয়। তবে করোনার সময় বিজনেসে কিছুটা লস হয়েছে।

করোনাকালীন আপনার প্রতিষ্ঠানের এই ক্ষতি কীভাবে সামলেছেন?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : করোনাকালীন সময়ে আমার প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এক বছর মাছ পুকুরে রাখার পরে আমি সে মাছ ঢাকা কিংবা চাঁদপুরে পাঠাতে পারিনি। তখন বাধ্য হয়ে অনেক কম দামে নিজ জেলায় মাছ বিক্রি করতে হয়েছে। আবার টার্কির খামারে সমস্যা হওয়ার কারণে কম দামে বিক্রি

করে দিতে হয়েছে। মধুও বিক্রি করতে পারিনি। তবে করোনার সময় আমার মাশরুমের বিজনেস অনেক ভালো চলেছে। মানুষ খামারে এসে মাশরুম কিনে নিয়ে যেত। মাশরুমের বিজনেসের মাধ্যমে আমি মূলত আমার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করেছি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমি এবং আমার খালু একসাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। খালু দেশের বাইরে ছিলেন। ব্যবসা শুরু করার জন্য তিনি আমাকে কিছু টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিইনি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমরা ৪ ভাই-বোন ছিলাম। আমার মা ব্লাড ক্যান্সারের রোগী ছিলেন। মায়ের চিকিৎসার জন্য আমাকে ঢাকা পিজি হাসপাতালে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। আমি ঢাকাতে স্বল্প বেতনের একটি চাকরির পাশাপাশি ফেরি করে চানাচুর বিক্রি করতাম। কিন্তু এভাবে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। তখন আমি গ্রামে চলে আসি এবং আমার খালুর মাধ্যমে যুব উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারি। তারপর যুব উন্নয়নের ১১তম ব্যাচে ভর্তি হয়ে ট্রেনিং নিয়ে খামার শুরু করি। মনের মতো চাকরি না পেয়ে আমি আত্মকর্মী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : প্রথমে আমি বকনা বাছুর দিয়ে শুরু করি। কিন্তু পদ্মা পাড়ের মানুষ হওয়ায় আমাদের বাড়ি বেশিদিন থাকে না। এরপর আমি বিভিন্ন জাতের মুরগি পালন শুরু করি। তখন টার্কির বেশ চাহিদা ছিল। আমার ভালো ইনকাম হয়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমার মাছের খামারে ৬ জন, মৌমাছির খামারে ২ জন, মাশরুমের খামারে ৪ জন স্থায়ী এবং মাছের খামারে বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমার আব্বা হজে যাওয়ার পর থেকে আর আমাদের বাসায় টেলিভিশন রাখা হয়নি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : জি, পারছি। সবকিছু মিলিয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আগে দেখা যেত শুধু কোরবানির সময় গরুর মাংস খেতাম। আর এখন ফ্রিজে ৩-৪ কেজি গরুর মাংস সবসময় থাকে। আর মাছ-মাংস যেহেতু আমি নিজেই উৎপাদন করি, সেক্ষেত্রে খাদ্য তালিকায় এগুলোর পরিমাণ বেড়েছে। আমি মাছকে ফিড না খাইয়ে কচুরিপানা, খৈল, মাশরুমের উচ্ছিষ্ট অংশ খাওয়াই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আগে আমার বাড়িতে টিনের ঘর ছিল। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আমি ৪ তলা ফাউন্ডেশন করে ১ তলা কমপ্লিট করেছি। আমি আমার নিজস্ব জমিতে বাড়ি, ২ টি খামার ও ১টি পুকুর করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমি ২০১৭ সালে বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পাশ করে এখন ইন্টার্নি করছে। এখনো আমাদের সন্তান হয়নি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : হ্যাঁ, বেড়েছে। বিভিন্ন সময়ে ডিসি মহোদয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে মিটিং করেছি।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমার এলাকায় আমি বেকার যুবক ও নারীদের মাশরুমের ট্রেনিং করিয়েছি। এলাকায় আমার বেশ প্রভাব আছে। আমি যুব উন্নয়নেও ক্লাস নিই। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে আমার স্টুডেন্ট সংখ্যা প্রায় ১৪০০। আমি বিভিন্ন জেলাতেও মাশরুমের প্রশিক্ষণ দিতে যাই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : আমার এলাকায় বেশ কিছু সংগঠন আছে। বন্যার্তদের সহায়তা করার জন্য উদ্যোক্তাদের থেকে টাকা কালেকশন করে এবং নিজে বেশ কিছু টাকা দিয়ে তাদেরকে ত্রাণ দিয়ে ছাগলনাইয়ায় পাঠিয়েছি। আরও ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আমি শরীয়তপুর জেলা যুব উদ্যোক্তা সংগঠনের সভাপতি। এছাড়াও আমি রক্তদান কর্মসূচি, বিনামূল্যে চোখের ছানি কাটা এবং ঠোঁটকাটা, ফ্রি মেডিসিন ক্যাম্প, মাশরুম চাষের উপকারিতা বিষয়ক ক্যাম্পেইন ইত্যাদিতে কাজ করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মোল্লা জসীমউদ্দিন : না, আমার সংগঠন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। আমাকে কখনো কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়নি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোল্লা জসীমউদ্দিন : যুব উন্নয়নের কারণেই আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। আমি যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম বলেই আজ যুব উন্নয়নের মহাপরিচালক মহোদয়ের টেবিলে বসে চা খেতে পারি এবং যুব উন্নয়নে খণ্ডকালীন টিচার হতে পেরেছি। যুব উন্নয়নের স্যারেরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এবং আমাকে তৈরি করে দিয়েছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

❒ [মোল্লা জসীমউদ্দিন জন্মগ্রহণ করেছেন শরীয়তপুর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : হাউজ নং- ৫০৪, ওয়ার্ড নং- ২, নড়িয়া, শরীয়তপুর। তিনি ২০০৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : মোল্লা এগ্রো ফার্ম। স্বল্প বেতনের চাকরি ছেড়ে নিজে স্বাবলম্বী হতে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মোল্লা জসীমউদ্দিন একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে ২০১৮ সালে জেলা শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা পুরস্কার পেয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-৯১

আপনিতো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কোন ট্রেনিংটা নিয়েছিলেন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : আমি বেশ কিছু ট্রেনিং নিয়েছি। এর মধ্যে তিন মাসব্যাপী পশুপালন মাছচাষ, পশু চিকিৎসা, নার্সারি এগুলোই নিয়েছিলাম।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী কাজ চলমান?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : মাছ চাষ, গরু আছে, ভেড়া আছে, নার্সারি আছে, এরপর মাল্টা চাষ, বিদেশি কিছু ফলও চাষ করি। মাছচাষ, ছাগল পালন, গরু পালন প্রধান।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু কবে থেকে?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : ২০১৪ সালের শেষের দিকে আমার যাত্রা শুরু। আমি নিজেই পারিবারিকভাবে শুরু করেছিলাম। গরু পালন শুরু করি। এরপর আম গাছ, লিচু গাছ রোপণ করি। ড্রাগন, মাল্টা এগুলো চাষ শুরু করি। পুকুরে মাছ চাষ ও ছাগল পালন করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এত বিস্তার ঘটল কীভাবে?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : '১৪ থেকে '১৮ সাল অবধি আমাদের পারিবারিকভাবে রূপগ্রাম এগ্রো ফার্মটি পরিচালনা করা হত। এরপর বিভিন্ন সময় টাকা ইনভেস্ট করে উন্নত করার চেষ্টা করি। '১৮ সাল থেকেই বরেন্দ্র এগ্রো ফিড শুরু করা হয়। এভাবেই বিস্তার বলা যায়।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : না, এর বাইরে আর কিছু করা হয় না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : হ্যাঁ, করি। আমাদের একটা রক্তদাতা সংগঠন আছে। এছাড়া আমাদের বরেন্দ্র কৃষি প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র আছে। এখানে বিভিন্ন কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বৃক্ষ রোপণ ট্রেনিং, প্রয়োজনীয় বৃক্ষ কীভাবে রোপণ করবে সে বিষয়ে ধারণা দেওয়া। এছাড়া গাছের চারা বিতরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকি।

আপনার যাত্রার শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : শুরুর দিকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ নিয়েছিলাম

দেড় লাখ টাকা। কৃষি ব্যাংকে আমার এক আত্মীয় চাকরি করে তার থেকে কিন্তু টাকা লোন নিয়েছিলাম।

কেন মনে হলো যে আত্মকর্মী হবেন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : পড়াশোনা করে অনেকেই চাকরিজীবী হতে চায় এবং পরিবারও সেই প্রেশার ক্রিয়েট করে একজন স্টুডেন্টের উপর। আমি মনে মনে নিয়ত করেছিলাম চাকরির পরিবর্তে কৃষি কাজে নিয়োজিত হব। অনেকেই কৃষি কাজকে ছোটো করে দেখে। আমি বেছে নিই কৃষি কাজ। এখান থেকেই স্বপ্ন দেখি নিজেই কিছু করার এবং অন্যকে কর্মসংস্থান করে দেওয়ার। আমার ইচ্ছে ছিল একটি দোকান দেওয়ার। সেখানে গোখাদ্য, ভুসি ইত্যাদি থাকবে। কিন্তু যদি আমি চাকরি করতাম এবং নিজের পরিবার নিয়ে নিজেদের মতো থাকতাম তাহলে আজকের দৃশ্য তৈরি হতো না। কারণ আমার এখানে এখন প্রায় ৫০ জনের মতো কাজ করে। আমার হাত ধরেই প্রথম আম রপ্তানি শুরু হয়েছে বিদেশে ২০২১ সালে। এসবের জন্যেও শিক্ষা দরকার। আমি চাই শিক্ষিতরাও আত্মকর্মী হতে আগ্রহী হোক।

প্রথমদিকে আপনার আয় কেমন ছিল?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : প্রথমদিকে বছরে লাখ তিনেক আয় হতো।

তাহলে বর্তমানে আপনার আয় কেমন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : এখন আমার বাৎসরিক ইনকাম ৪৫ থেকে ৫০ লাখ টাকা।

কখনো কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : হ্যাঁ, হয়েছি। আমি যখন কমলা চাষ করেছিলাম, তখন থেকে করোনা শুরু হলো। প্রায় দেড়-দুবছর কমলা বিক্রি করতে পারিনি। করোনার সময়টাই ক্ষতি বলতে গেলে। এছাড়া শিলাবৃষ্টি, ঝড় এগুলোতেও কখনো কখনো ছোটো ছোটো ক্ষতি হয়েছে।

এসব ক্ষতি সামলিয়ে নিজেকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় আনেন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : কৃষি কাজ যেহেতু প্রকৃতিনির্ভর, ঝড় বৃষ্টি এগুলো মেনে নিতেই হবে। তাই মাইন্ডসেট এমন থাকে। আসলে কৃষক তার বুকভরা আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। এ বছর না হোক আগামী বছর ভালো কিছু হবে এভাবেই নিজেকে স্বাভাবিক রাখে। আমার অনেক রকমের ফলফলাদি, একটা না একটাতে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সময় মিলিয়ে এখনো ভালোই আছি। আমাদের এলাকা তারপরও অনেক এলাকার থেকে সেভ। শিলাবৃষ্টি কিংবা ঝড়। এসব খুব কম হয়। আবার প্রখর রোদের এলাকা আমাদের। বলা চলে ওয়েদার সার্ভিস ভালোই। কিন্তু আমাদের আশপাশেও এবার আমচাষিরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত, যা আমাদের এখানে নেই।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী কতজন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : সবমিলিয়ে ৪০ জন হবে।

শুরুতে কতজন ছিল?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : তিনজন।

আপনার পারিবারিক অবস্থান কেমন? মানে আগের তুলনায় কেমন পরিবর্তন এসেছে?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : আগের থেকে ভালোই। সামাজিকভাবে অনেক মর্যাদা পাচ্ছি। সবাই সম্মান করে এবং অর্থনৈতিকভাবেও উন্নত।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

কেন প্রয়োজন আছে?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : আত্মকর্মী হলে একজন মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। কারণ চাকরির পেছনে ছুটে একসময় চাকরি না পেয়ে সে হতাশ হয়ে যাবে। কেননা চাকরিতো সবাই পায় না। আবার দেখুন চাকরির সময়সীমা আছে। আর কেউ যদি আত্মকর্মী হয় বা উদ্যোগ নেয়, সে নিজের জন্য একটি সুপরিকল্পিত ভবিষ্যৎ গড়তে পারবে এবং অন্য যারা বেকার তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

আপনার পরিবারের বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, ল্যাপটপ আছে কি না?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : এগুলো সবই আছে।

আপনার পরিবারের সদস্যরা কী পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত? আপনি কি বিবাহিত?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : হ্যাঁ, আমি বিবাহিত। আমার দু-ছেলে, দুজনেই পড়াশোনা করে।

পারিবারিক চিকিৎসা ক্ষেত্রের জায়গাটা কেমন? অর্থাৎ আগের তুলনায় এখন সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : হ্যাঁ, দিতে পারছি।

ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর পরিবর্তন এসেছে?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : হ্যাঁ, আগের তুলনায় অনেকটাই পরিবর্তিত।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় কীরকম যুক্ত হয়েছে?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : এখন প্রতিনিয়ত আমরা পুষ্টিকর খাবার খাই। আগেও খেয়েছি। তবে তুলনামূলকভাবে এখন বেশি।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোয় কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? এলে সেগুলো কীরকম?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : আগেতো মাটির বাড়ি ছিল। এখন সদরে এসেছি, একটা জায়গাও কিনেছি। বিল্ডিং ছিল, ওটা ভেঙে নতুন করে আবার গড়েছি।

সামাজিকভাবে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? অর্থাৎ এখন সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : হ্যাঁ, সবাই আমাকে মূল্যায়ন করে। আমাকে সরকারি বিভিন্ন প্রোগ্রামে ডাকে।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? কখনো কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেছে?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : আসলে কেউ ভালো করলে তার পেছনে অনেককে খারাপ বা ক্ষতি চায়। তারপরও আমি বা আমাদের এমন ঘটনা নেই।

আপনি বললেন, সরকারি প্রোগ্রামে আপনাকে ডাকা হয়। মানে সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে কেমন মূল্যায়ন বা গুরুত্ব দেওয়া হয়?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : হ্যাঁ, দেয়। অনেকেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ডাকে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঘিরে আপনার কৃতজ্ঞতার জায়গা কীরকম?

মোহাম্মদ সোহেল রানা : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাছে চির কৃতজ্ঞ। তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ শেষে লোন নিয়ে আমি আত্মকর্মী হয়েছি। কৃষি যে একটা সম্মানিত পেশা সেটা আমাকে পুরস্কার দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। আমি তাদের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ সারাজীবন থাকব। কারণ তারা আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, আমি কাজ করছি এবং আমার এখানে আরও অনেকেই কাজ করে উপকৃত হচ্ছে। তাদের এই উদ্যোগ ভালো। তারা এগিয়ে যাক। আগামীদিনে বিশাল যুব গোষ্ঠী তারা যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়ে নিজেরা আত্মকর্মী হবে আশা রাখছি।

❐ [মোহাম্মদ সোহেল রানা জন্মগ্রহণ করেছেন নওগাঁ জেলায়। মহল্লা : জয়পুর, পোস্ট: সাপাহার, উপজেলা : সাপাহার। তিনি ২০১৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: বরেন্দ্র এগ্রো ফিড ও রূপগ্রাম এগ্রো ফার্ম। চাকরি না করে কৃষির উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। সোহেল রানা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৯২

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কী বিষয়ে ট্রেনিং নিয়েছেন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : প্রথমবার ট্রেনিংয়ে আমি সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ নিই, পরেরবার গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ, এরপর মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ, সর্বশেষ আমি বিউটি পার্লারের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে।

এই ট্রেনিংগুলো নেওয়ার কারণ কী ছিল?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আসলে আমার চিন্তার কোনো শেষ নেই। মূলকথা হলো আমি কাজ শিখতাম, ব্যবসা করতাম এটাই আমার আগ্রহ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আমি সংগঠন শুরু করি ১৯৯৮ সালে এবং সেটার রেজিস্ট্রেশন পাই ২০০০ সালে। সংগঠন শুরুর পরপরই আমি যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিই বিভিন্ন বিষয়ে।

আপনার বিউটি পার্লার ও টেইলার্সের বর্তমান কার্যক্রম কেমন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আমারতো দু-ধরনের দোকান বিউটি পার্লার ও টেইলার্স। করোনা ও বন্যার ধাক্কায় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আমি হাল ছাড়িনি, এখনো মাঠে টিকে আছি আলহামদুলিল্লাহ।

কীভাবে টিকে আছেন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : কীভাবে টিকে আছি বলতে গেলে কিছু এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছি। এমনকি আমার নিজেরও একটা ছোটোখাটো এনজিও আছে যেখান থেকে ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হয়। এই এনজিও আমার নিজস্ব। ৩০ জনকে নিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম, এখন ১২০ জনের মতো সদস্য আছে।

কবে থেকে আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়? আর কী দিয়ে শুরু করেন? বিউটি পার্লার না অন্যকিছু...?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : দু'হাজার সাল থেকে আমি ব্যবসা শুরু করি।

২০০০ থেকে ২০২৪, এই ২৪ বছরে কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠান বড়ো করলেন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : এইতো ধীরে ধীরে যাচ্ছি। মাঝে করোনা আর বন্যার প্রভাবে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আমি এখনো ভালোভাবেই পরিচালনা করতে পারছি আমার প্রতিষ্ঠানগুলো। মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি। করোনা আর বন্যার পর নতুন কিছু মালামাল আনলাম, দোকান নতুন করে সাজালাম। এইতো এভাবেই ব্যবসা আগাচ্ছে, এভাবেই চলছে এখনো সবকিছু।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠন থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : শুরুর দিকে ব্র্যাক, গ্রামীণ, আশা ইত্যাদি সংগঠন থেকে ঋণ নিয়ে আমার যাত্রা শুরু হয়। আমি ব্র্যাকের সভানেত্রী ছিলাম। ব্যাংক লোন নেওয়া হয়নি। দু'বছর হবে প্রায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলাম। বন্যার কবলে পড়েই সোনালী ব্যাংক থেকে অল্প কিছু ঋণ নিয়েছিলাম।

কেন মনে হলো যে আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আমি ছোটো থাকতেই মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভালোবাসতাম, সেবা করতে ভালোবাসতাম। আসলে এই মানসিকতা থেকেই নিজের মধ্যে আত্মকর্মী হওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়। আমাদের একটা মৎস্যজীবী সংগঠন আছে, এইসব কাজের মধ্য দিয়ে নিজের বোধ জাগ্রত হয়। নিজেও কিছু করার ভরসা জোগাই। এভাবেই আত্মকর্মী হয়ে উঠি।

প্রথম দিকে আপনার ব্যবসায় আয় কেমন ছিল?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : প্রথম দিকে ব্যবসার আয় ভালোই ছিল। মাঝখানে করোনা আর বন্যায় কিছুটা লসের মুখোমুখি দাঁড় হলাম। এখন আবার আগের অবস্থানেই ফিরে এসেছি। এজন্য অনেক পরিশ্রমও করেছি।

তাহলে তো আপনার ব্যবসার অবস্থা বর্তমানে বেশ ভালো। প্রশ্ন হলো এই ব্যবসা থেকে আপনি অর্থনৈতিকভাবে কেমন উন্নতি করেছেন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : করোনা আর বন্যার সময় যে লস হয়েছিল, পূর্বের লাভ থেকে আমাকে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। মোটামুটি লাভ কিংবা লস কোনোটাই নেই। চলছে এখন, এই চলমান অবস্থাটাই অনুপ্রাণিত করে আমাকে।

আপনার প্রতিষ্ঠানে এখন কতজন কর্মী কাজ করে?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আমার বিউটি পার্লারে কাজ করে ৩ জন। ভুসির দোকানে ৩ জন। আরও দু'জন অন্যান্য কাজে নিয়োজিত। এইতো মোট প্রায় ৮-৯ জন হবে। এরা বেতনভুক্ত না, প্রতিদিন হাজিরায় কাজ করে।

যখন শুরু করেছিলেন তখন আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : শুরু যখন করেছিলাম আমার পার্লারে ছিল দু'জন, ভুসির দোকানে দু'জন। এর সঙ্গে আমি আর আমার আপা। মোট ছয়জন।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থান কেমন? আগের থেকে ভালো অবশ্যই?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আগের থেকে এখন মোটামুটি ভালো। বাড়িতে এখন টেলিভিশন, কম্পিউটার, ওয়াইফাই, স্মার্টফোন, প্রিন্টার ইত্যাদি আছে। বলা চলে আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালোই। হ্যাঁ, এছাড়া আমার নিজের চারটি রিকশাও আছে।

আপনার ক'জন ছেলেমেয়ে?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : না, নেই।

আপনারা কয় ভাইবোন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আমরা ছয় বোন, কোনো ভাই নেই।

কোনো বোনের পড়াশোনার খরচ আপনি বহন করেন? অথবা এখন আপনার কোনো বোন পড়াশোনায় জড়িত আছে?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আসলে এখন আর কেউ পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত নেই, সবারই বিয়ে হয়ে গেছে।

আপনি আর আপনার স্বামী একত্রিত একটা সংসার?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : না, আমার স্বামী নেই। বিয়ে করিনি। একাই থাকি। বাবা-মাও নেই।

আপনি যখন অসুস্থ হন, আগে কেমন চিকিৎসার ব্যবস্থা হতো, সেই তুলনায় এখন কেমন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আসলে আমার তেমন অসুখই হয়নি।

আগে আপনার খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম কেমন ছিল, আর এখন কেমন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আগেও যেমন খেতাম, এখনো সেরকমই খাই। তেমন চেঞ্জ আসেনি।

আপনি যে বাড়িতে বসবাস করছেন। এর আগের অবস্থা এবং চলমান অবস্থান সম্পর্কে বলুন।

মোছাঃ শিল্পী বেগম : ঘরবাড়ি আগের মতোই। আগে যেমন ছিল এখনো তাই।

আগে কী টিনের ঘর ছিল? নাকি বিল্ডিং?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : না, টিনের ঘর তবে হাফ বিল্ডিং।

আপনি তো এখন একজন সফল উদ্যোক্তা। সামাজিক মর্যাদা কি আগের থেকে বেড়েছে?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : আমিতো এলাকার সেবা করি। বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ রোগীর পাশে আমি সবসময় থেকেছি। আমি নিজেও একজন দাই, বাচ্চা ডেলিভারি করি। এখন সমাজের মানুষ আমাকে ভালো চোখেই দেখে।

এলাকার কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান, ধরেন খেলাধুলা, উন্নয়নমূলক কোনো অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে আপনি কী দাওয়াত পান?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : হ্যাঁ, দেয়। দাওয়াতে না গেলে তারা রাগ গোসসা করে। সবরকমের দাওয়াতই পেয়ে থাকি।

সামাজিক আর পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? আপনার জীবনে কোনো হয়রানিমূলক ঘটনা আছে?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আমি কাজ করি। থানার সাহায্য নিই এইসব বিয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং সমাজের সকলে মিলে সমস্যা সমাধানে

এগিয়ে আসি। সামাজিকভাবে আমি এটার জন্য সবার কাছ থেকে সাহায্য পাই। ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধেও আমি কাজ করি। মানে মেয়েদের নিরাপত্তা বিষয়ে আমি সব ধরনের স্টেপ ব্যবহার করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে যদি কিছু বলেন?

মোছাঃ শিল্পী বেগম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আমি বেশ ভালো সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের মাধ্যমে আমি একটা পুরস্কারও পেয়েছি। তারা সবসময় আমাকে সাহায্য করে, করেছে। আমার কাজ দেখে, সবকিছু জেনেশুনে আমাকে পুরস্কার দিয়েছে। আমাদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এসেছিলেন। আমাদের কাজের প্রশংসা করেছেন।

❒ [মোছাঃ শিল্পী বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন সুনামগঞ্জ জেলায়। গ্রাম: উত্তর আরপিন নগর, পোস্ট: সুনামগঞ্জ, উপজেলা: সুনামগঞ্জ সদর। তিনি ১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: অপরূপা বিউটি পার্লার, শিল্পী টেইলার্স। নিজে স্বাবলম্বী হয়ে মানুষের সেবা করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। শিল্পী বেগম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৯৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আমি অবশ্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে অনেকগুলো প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এর মধ্যে প্রথমে নিয়েছি গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ। অনেকগুলো প্রশিক্ষণই নিয়েছি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে। এছাড়াও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ যেগুলো গ্রামভিত্তিক হয় সেগুলোও নিয়েছি। আমি ট্রেইনার হিসেবেও অনেকদিন কাজ করে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : সার্বিক কার্যক্রম বলতে আমি তিন ধরনের জৈব সার তৈরি করি। যেটা কেঁচো সার বলে সেটা প্রতিমাসে উৎপাদন করি ১০০ টনের কাছাকাছি। ট্রাইকো কম্পোস্ট বেশি উৎপাদন করা যায় যেটা প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ টন উৎপাদন করা যায়। এর পাশাপাশি গরুর খামার আছে যেখানে ২০টি গরু আছে। গরুগুলো ঈদের জন্য রেডি করছি। গাভী আছে দুধ দেয়। এছাড়াও পনেরো-ষোলটা ছাগল আছে, ভেড়া আছে। দেশি হাঁস-মুরগি এবং কবুতর আছে। পুকুরে মাছ চাষ করি আর নিরাপদ সবজি চাষ করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কবে?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আসলে ২০১৪ সালে যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে থেকেই একটু একটু করে শুরু। যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ নিয়ে একটা গরু এবং একটা ছাগল কিনেছিলাম। ওখান থেকেই আমার শুরুটা হয়েছে।

আপনার ফার্মের বিস্তারটা কীভাবে ঘটল?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : শুরু করার পরে যখন শুনলাম কেঁচো সার উৎপাদন করা যায়। আমার তখন মনে হলো আমাকে কেঁচো সার উৎপাদন করতে হবে। আমার লক্ষ্য ছিল আমাকে কিছু একটা করতে হবে, নিজের একটা পরিচয় তৈরি করতে হবে। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার জীবনীটা বলতে পারি।

অবশ্যই বলতে পারেন।

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আমি ছোটোবেলা থেকেই মায়ের সাথে নানির বাড়ি থাকতাম। আমার বাবার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারপর বেশি লেখাপড়াও করতে পারি নাই, মাত্র অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি।

ছোটোবেলায়ই আমার বিয়ে হয় তবে সেখানে গিয়েও টিকতে পারিনি। অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছিল যার কারণে বাধ্য হয়ে ওখান থেকে চলে আসতে হয়। তখন আমি আবার মায়ের নানির বাড়ি চলে আসি। গ্রামে থাকার কারণে যখন যেখানে যাই সবাই জিজ্ঞেস করত বাবা কি করে, স্বামী কি করে। তখন আমি জানতাম না বাবা কি করে। ফলে বলতে পারতাম না বাবা কি করে। আর যদি বলতাম স্বামী নাই, তখন তো আরও সমস্যা। নানান ধরনের প্রশ্ন করত, স্বামী কেন নাই, কি কারণে নাই এমন। একটা সময়ে মানুষের সাথে মেশাই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। শুধু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভয়ে। যেখানে বেশি লোকজন থাকত সেখানে আমি যেতামই না শুধু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার ভয়ে। সেখান থেকেই আমার মনে হয়েছে, জীবনে এমন কিছু করতে হবে যাতে করে মা-বাবা অথবা স্বামীর কোনো পরিচয় দেওয়া না লাগে। আমি যেন নিজের পরিচয়ে বাঁচতে পারি, এটাই ছিল আমার লক্ষ্য। আসলে করবটা কী? অর্থের প্রয়োজন আছে, আমার লেখাপড়াও ছিল না। প্রথমত যুব উন্নয়নের সাথে পরিচিত হই। সেখান থেকে একটা প্রশিক্ষণ নিই আর এভাবেই শুরু করি একটু একটু করে। তারপর গরু ছাগল এগুলো দিয়ে স্টার্ট হয়। পরে কেঁচো সার করব মনে মনে ঠিক করলাম। তখন কেঁচো সার কেনার মতো টাকা ছিল না আমার কাছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের থেকে একটা ঋণ চেয়ে নিয়েছিলাম। সেই ঋণ নিয়ে এবং আরেকজনের থেকে কেঁচো চেয়ে নিয়েই শুরু করছিলাম। কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করছিলাম ২০১৭ সালে। সেখান থেকেই আজকের এই অবস্থানে এসেছি।

এগুলোই কি আত্মকর্মী হওয়ার পেছনের গল্প?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : জি, এগুলোই পেছনের গল্প।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কী রকম?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আসলে বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে যা কিছু আছে সবই তো আমার নিজেরই। প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু জমাজমি কিনেছি। শেড বানিয়েছি। বর্তমানে আমার চার, পাঁচটা শেড আছে। আল্লাহর রহমতে লোকজনকে বিল দেওয়ার পরেও মাসে তিন লক্ষ টাকার মতো ইনকাম থাকে।

তাহলে আপনার বাৎসরিক ইনকাম কত হয়?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ লক্ষ টাকার মতো। আগে কম ছিল, মাসে দুই লক্ষ এরকম ইনকাম হতো। ইদানীং আমার ক্যাপাসিটি, উৎপাদন বাড়ছে তাই এখন বেশি হবে।

যে যে কাজগুলো বললেন উদ্যোক্তা হিসেবে এর বাহিরেও কী অর্থনৈতিক ইনকামের জন্য অন্য কোনো কাজে জড়িত আছেন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আসলে আমি এর বাহিরে কোনো কাজের সাথে জড়িত না। কৃষিক্ষেত্রে যা যা করা যায় সেটাই করছি। আগামীতে আরও করব সেটার পরিকল্পনা করছি। নিরাপদ সবজি চাষ, বিষ মুক্ত সবজি চাষ যেন সাকসেসফুলি করতে পারি সেটার পরিকল্পনা নিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান শুরুর সময়ে কোন কোন প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছিল?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়া আর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা পাইনি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রথমদিকে আয় কীরকম ছিল?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : প্রথমদিকে তেমন আয় হতো না। কারণ হলো, একটা গরু আর একটা ছাগল ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : অস্থায়ীভাবে ৩০-৩৫ জন শ্রমিক কাজ করে আর স্থায়ীভাবে সব সময় ১৫-২০ জন শ্রমিক কাজ করছে। সব সময় ১৫-২০ জন লাগেই আর বাহিরে তো আছেই।

আপনি কখনো কী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আল্লাহর রহমতে সে-ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে গত বছর ঝড়ে একটা শেড-এর টিন উড়ে গিয়েছিল। পরে বৃষ্টির পানি হাউজে ভরে গিয়েছে এবং সারারাত জেগে পানিগুলো ছাড়তে হয়েছে। তারপর আর কোনো বড়ো ধরনের ক্ষতি হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য করলে তো একটু ক্ষতি হবেই।

প্রতিষ্ঠানের শুরুতে আপনার কতজন কর্মী ছিল?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : শুরুতে কোনো কর্মী ছিল না, আমি একাই কাজ করতাম।

বর্তমানে মোট কতজন কর্মী কাজ করছে?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : ৩০-৩৫ জন কাজ করে, তবে আগামীতে হয়তো আরও বেশি লাগবে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আল্লাহর রহমতে যতটুকু সম্ভব করি। আশেপাশে যারা গরিব-দুঃখী তাদের যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করি। ঈদের সময় লোকজনকে জামাকাপড়, সেমাই চিনি দেওয়া, তারপর মসজিদ মাদ্রাসায় দান। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করি আবার খাবার বিতরণ এগুলো নিজের হাতেই করি।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থা কীরকম? আগের থেকে কোন কোন জায়গায় উন্নতি হয়েছে?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আল্লাহর রহমতে এখন হাজার গুণ ভালো আছি। একটা সময় ছিল যখন আমরা খুব কষ্ট করেছি। আমার মা, নানি খুব কষ্ট করেছেন। আমার নানা মারা গেছেন যখন আমার বয়স দুই মাস। আমার আব্বাও

আমার যখন দুই মাস বয়স তখন চলে গেছে আমাদের রেখে। আমাদের গ্রাম অঞ্চলে ধান কাটার পরে যাদের ক্ষেতে ধান দীর্ঘসময় থাকত সেই ধান বৃষ্টির কারণে অনেক সময় ঘোলাটে হয়ে যেত। মানে চাল হতো লালচে। আমরা খুঁজতাম কাদের বাড়িতে আছে অগ্রহায়ণ মাসের ঘোলাটে চাল। সেই চাল এনেই আমরা রান্না করে খেতাম। এরকম দিন গেছে আমাদের। বর্তমানে আমরা ১০-২০ জনকে খাওয়াতে পারি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টেলিভিশন, মোবাইল, ট্যাব এগুলো আছে কি না?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : টেলিভিশন আছে, তবে দেখি না। ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারি না। মোবাইল আছে।

টেলিভিশন কেন দেখেন না?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : টেলিভিশন দেখার মতো ঐরকম সুযোগ পাই না। সব সময় কাজের চাপেই থাকি। লোকজন কাজ করলে তাদের সাথে আমিও ফুলটাইম কাজ করি। রাতে একটু সময় পাই তখন সেলাইয়ের কাজ করি। আর এখন তো মোবাইলেই সব কিছু দেখা যায়।

আপনার ছেলেমেয়ে কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আমার ছেলেমেয়ে বা স্বামী কোনোটাই নাই। আমি যখন বিয়ে করেছিলাম সেখান থেকে ২০০৮ সালে চলে আসছি। তারপর কাজের সন্ধান করতে করতে এই কাজটা পেয়েছি। তার বিয়ে সাদি করি নাই, এখন এসবের চিন্তাভাবনাও করছি না।

আপনি যখন অসুস্থ হন তখন তো সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা নিতে পারেন, তাই-না?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ নিতে পারি। আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমার কোনো অসুখবিসুখ নেই।

আপনার বাবা-মা বেঁচে আছেন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আমার বাবা এখন বেঁচে নেই, মারা গেছেন। বাবা ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখ মারা গেছেন। মা আছেন, মায়ের সাথেই একই বাড়িতে থাকি।

মায়ের চিকিৎসাও তো আপনিই দেখেন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : হ্যাঁ, পুরো ফ্যামিলিটাই এখন আমি দেখি।

আপনার মা কোথায় চাকরি করেন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : মা ফ্যামিলি প্লানিংয়ে চাকরি করেন।

আপনার সাথে খালাতো ভাই, তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা থাকে। তারা কী আপনার সাথে কাজ করেন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আমার সাথে কাজ করে না। ভাবি বাড়িতে

থেকে রান্নাবান্না করেন। তিনি নিজের চেয়ে বেশি আপন ভেবে কাজগুলো করেন। বাচ্চাকাচ্চাগুলোও নিজের মতোই। আল্লাহ অনেক শান্তিতে রাখছেন। ভাইয়ের ছোট্ট একটি দোকান আছে, তবে দোকান থেকে সংসারের খরচ দিতে হয় না। দোকান থেকে যা কিছু হয় সেটি ওদেরই থাকে।

তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন কি?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : ছেলে নাই তবে মেয়ে আছে। বড়ো মেয়েটা দশম শ্রেণিতে পড়ে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিবে। মেজো মেয়েটা ক্লাস ফাইভে পড়ে। একদম ছোটো যে মেয়ে তার বয়স আট মাস। সব কিছুই আমি দেখাশোনা করি, মানে সবাই এক ফ্যামিলি।

আপনাদের খাদ্য তালিকাটা জানতে চাচ্ছি। মাছ, মাংস, ডিম খাদ্য তালিকায় আগে কেমন ছিল আর বর্তমান সময়ে কেমন যুক্ত হয়েছে?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : মানুষের যখন অভাব থাকে, টাকা না থাকে তখন তো ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্যে হয় না। এখন আল্লাহর রহমতে টাকা আছে, যখন যা ইচ্ছে হয় খেতে পারছি। চলতে পারছি, দশজনকে খাওয়াতে পারছি। এটা বলতে ভুলে গেছি, আমার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ করাই। জৈব সার বিষয়ক প্রশিক্ষণে দেশের ৬৪ জেলা থেকেই লোকজন আসে। এখনো প্রশিক্ষণ করাই, এ পর্যন্ত ২৭টা ব্যাচ আমি প্রশিক্ষণ করিয়েছি। তাদের থেকে কোনো পারিশ্রমিক না নিয়েই আমি তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি।

পারিশ্রমিক কেন নেন না আর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কারণটা কী?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আমি রেশমা তো চিরদিন থাকব না। হয়তো আজকে আছি কাল নাও থাকতে পারি। সেজন্য আমি হাজার হাজার উদ্যোক্তা তৈরি করতে চাই আর তাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে চাই। তারা দেশের কাজে লাগুক, দেশের মাটি ভালো থাকুক আমি এটাই আশা করি।

প্রতি ব্যাচে কতজন করে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : প্রতি ব্যাচে কখনো ২০-২৫ জন আবার কখনো ৩০ জনও থাকে। এই ব্যাচগুলো ছাড়াও অনলাইন অনেক মানুষকে পরামর্শ দিয়ে থাকি। অনেকেই আসেন আমার এখানে। চট্টগ্রাম থেকে আসেন আবার ঠাকুরগাঁও থেকেও আসেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসে শেখার জন্য, জানার জন্য। আমি তাদের পরামর্শ দেই যতটুকু জানি, আমার যতটুকু সম্ভব আমি তাদের প্রশিক্ষণ দেই। যদিও আমার পড়াশোনা কম তারপরও কাজ করে করে যতটুকু শিখেছি ততটুকুই মানুষকে শেখানোর চেষ্টা করি।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আসছে কি না। আগে যেখানে ছিলেন সেখানে কেমন ছিল আর বর্তমান সময়ে কীরকম পরিবর্তন এসেছে?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আমাদের আগে খড়ের ঘর ছিল তারপর অবশ্য টিনের ঘর হয়েছিল। বর্তমান সময়ে তো পাকা ঘর। চারপাশে দেওয়াল আর উপরে টিন করা। যদি আল্লাহ রহমত করেন তাহলে আরও পরিবর্তন হতে পারে।

সামাজিক অবস্থানগত মর্যাদা এখন বেড়েছে?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : জি, বেড়েছে। এখন অনেকেই সম্মান করে।

সামাজিক অনুষ্ঠান বা কার্যকলাপে আপনাকে কী ডাকা হয়?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : হ্যাঁ, ডাকে। যখন মসজিদের সভা হয় তখন সেখানে দাওয়াত করে। মহিলা সভা হয় সেখানে দাওয়াত করে। তারপর খেলাধুলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে এবং সেগুলোতে অংশগ্রহণ করি।

সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা থেকে এখন কীরকম নিরাপদ অনুভব করেন আর আগে কীরকম ছিল? হয়রানির মতো কোনো ঘটনা ছিল কি না?

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : হয়রানি বলতে মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে একটা খারাপ কথা বলবে সেটা কখনো পাইনি। তবে পেছনে অনেক সমালোচনা করেছে।

আমরা মানুষকে তো সব সময় সেবাও দেই। যে-কোনো সমস্যায় আমরা পাশে দাঁড়াই। যেমন কেউ যদি অসুস্থ হয় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, ভর্তি করা এবং চিকিৎসা দেওয়া। একটা রোগী যদি গ্রাম্য ডাক্তারে হাসপাতালে নিয়ে যায় তাহলে একটা পার্সেন্টেজ নেয় কিন্তু আমরা একটা রোগী একটা জায়গায় দিলে এক থেকে দুই হাজার টাকা ছাড় পাই। সেজন্য অনেক দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে আমাদের কাছে। এই চিন্তা করেই তারা আসেন আর যাদের কাছে আমরা পাঠাই তারাও সে অনুযায়ী নিয়ে থাকে। আমরা যতটুকু পারি চেষ্টা করি সহযোগিতা করার।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা : আসলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আমি স্যারদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা যিনি আছেন বগুড়ার, উনি খুবই ভালো একজন মানুষ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণেই আমি কিন্তু এতদূর আসতে পেরেছি।

❐ [মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা জন্মগ্রহণ করেছেন বগুড়া জেলায়। গ্রাম : বোংগা, পোস্ট : নগরহাট, উপজেলা : শেরপুর। তিনি ২০১৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : রেশমা কৃষি উদ্যোগ। বাবা কিংবা স্বামীর পরিচয়ে নয়, সমাজে নিজের পরিচয়ে পরিচিত হতে এবং নিজেকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। সুরাইয়া ফারহানা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৯৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : ১৯৯৭ সালে ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং-এর উপরে ছয় মাস মেয়াদি ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে এই ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : তখন আমার জীবনের পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। আমার এক আত্মীয়ের থেকে শুনতে পারি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং দিচ্ছে। আমি আগেও টেইলারিং কিছু পারতাম। তারপরই আমি ট্রেনিং গ্রহণ করি। ট্রেনিং গ্রহণের পরে কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে একটা সুপার মার্কেটে প্রথম মহিলা ব্যবসায়ী হিসেবে দোকান নিয়েছিলাম। আত্মীয়স্বজন সবাই আমাকে নিষেধ করেছিল কিন্তু তাদের কথা উপেক্ষা করে দোকান ভাড়া নিয়েছি। প্রথম ছয় মাস কোনো ইনকাম হয়নি, বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে দোকান ভাড়া দিতে হয়েছে। ছয় মাস পরে আয় হতে থাকে।

ট্রেনিং গ্রহণ করার পরে আপনার প্রতিষ্ঠানের কী নামকরণ করেছিলেন?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : 'তামান্না টেইলার্স'। পরে আরেকটা দোকান করেছিলাম সেটা 'লেডিস টেইলার্স' নামে।

আপনার দুটি প্রতিষ্ঠান কত সালে প্রতিষ্ঠা করেন?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : ১৯৯৭ সালে নভেম্বর মাসের ২০ তারিখে ব্যবসা শুরু করি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : কোনো মাসে ১৫ হাজার আবার কোনো মাসে বেশিও হয়। আমার হাসবেন্ড নেই, আমার বাচ্চার যখন ১৪ বছর বয়স তখন তিনি মারা যান। আর আমার বাচ্চার যখন দেড় বয়স তখন তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করে। তখন থেকেই আমার জীবন যুদ্ধ শুরু হয়।

আপনি শুধু ট্রেইলার্সের কাজই করেন?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : টেইলারিং করি আর থ্রী পিসের ব্যবসা করি।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকেও নিয়েছিলাম।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : জীবন ও জীবিকার তাগিদেই আত্মকর্মী হয়েছি।

আপনি যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন কেমন আয় ছিল?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : প্রথম ছয় মাস কোনো আয় হয়নি। বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আমার দোকান ভাড়া দিতে হয়েছে। দোকান ভাড়া যদিও ৮শত টাকা ছিল। আস্তে আস্তে ইনকাম বেড়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী আছে?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : সব মিলিয়ে আমার পাঁচজন কর্মী।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : শুরুতে আমি একাই কাজ করেছি।

বিনোদন লাভের জন্য বাড়িতে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : হ্যাঁ, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন? আর স্বাবলম্বী হওয়ার আগে চিকিৎসা সেবাটা কীরকম ছিল?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : আমার বাড়িতে আমি একাই আর আমার ছেলে ঢাকায় থেকেছে। যদিও ছেলে এখন রংপুরে জয়েন করেছে। চিকিৎসা সেবায় কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থাকছে যদি তুলনামূলক বলেন।

মোছাঃ ফরিদা বেগম : আগে তো মানুষের উপর নির্ভর করেছি। ১৯৯৮ সাল থেকে আমি স্বাবলম্বী। খাবার তালিকা অবশ্যই আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : আমার যখন টানাপোড়েন ছিল তখন সদর হাসপাতালের কোয়ার্টারে আমার বোন থাকত। সেখানে একটা চালা ঘরে ছিলাম। বর্তমানে জমি কিনে ছাদ করে বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : আমার এক ছেলে। সে পড়াশোনা শেষ করে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : হ্যাঁ, সামাজিক মর্যাদা অবশ্যই বেড়েছে। আমি মার্কেটে ছিলাম সেখানেও অনেক মর্যাদা পেয়েছি। আমার বাড়িতেও, আশেপাশে মানুষজন

আমাকে অনেক সম্মান করেন। এসে যদি কখনো খোঁজ নেন তাহলে বুঝতে পারবেন আসলে কতটা সম্মানের সাথে থাকছি। আমার তো তেমন কোনো চাহিদা নেই, তাই মানুষের জন্য কাজ করি। বিভিন্ন ট্রেনিং হয় সেখানে সাহায্য করি। আমি মানুষের সেবা করতে ভালোবাসি। সেজন্যই আমি সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : না। আমরা পাঁচ বোন। আমি সবার ছোটো আর আমার ইমিডিয়েট বড়ো একজন ভাই ছিল সে মারা গেছে। আমার পরিবারে আমাকে ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। আমি যা সিদ্ধান্ত নেব সেটাই তারা গ্রহণ করে। পাড়াপ্রতিবেশীরাও আমার কথার অনেক প্রাধান্য দেয়। বিভিন্ন সমস্যায় তারা পরামর্শের জন্য আসেন।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী, তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোছাঃ ফরিদা বেগম : হ্যাঁ, আমি তাদের আত্মকর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেই। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আমি মেয়েদের নিয়ে যাই।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মোছাঃ ফরিদা বেগম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যুব উন্নয়ন আমাকে যখনই ডাকে তখনই আমি তাদের মিটিংগুলোতে অংশগ্রহণ করি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণেই আজ আমার এত সামাজিক মর্যাদা।

❒ [মোছাঃ ফরিদা বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন রংপুর জেলায়। গ্রাম : তিলকপাড়া, শুকুরেরহাট, থানা : মিঠাপুকুর। তিনি ১৯৯৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : তামান্না টেইলার্স, লেডিস টেইলার্স। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। ফরিদা বেগম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৯৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন?

মোছাঃ নাজমা বেগম : আমি ১৯৯৮ সালে সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

অন্য প্রশিক্ষণ না নিয়ে সেলাইয়ের উপরেই কেন নিয়েছিলেন?

মোছাঃ নাজমা বেগম : সেলাই প্রশিক্ষণ আমার কাছে সুবিধাজনক মনে হয়েছে। কেননা মেয়ে মানুষ, তাই বাসায় বসেই কাজ করতে পারব।

ট্রেনিং গ্রহণের পরে আপনার প্রতিষ্ঠানের কী নামকরণ করেছিলেন?

মোছাঃ নাজমা বেগম : 'নাজমা বেগম প্রকল্প'।

'নাজমা বেগম প্রকল্প' কত সালে শুরু করেন?

মোছাঃ নাজমা বেগম : ১৯৯৪ সালে শুরু করেছিলাম। প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম ১৯৯৭ সালে, তবে প্রজেক্ট শুরু করেছিলাম ১৯৯২ সালে। আস্তে-ধীরে কাজ শুরু করি। পরবর্তীকালে মেশিন বাড়িয়েছি এবং কাজ করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

মোছাঃ নাজমা বেগম : মাসিক ইনকাম সেরকম হিসাব রাখি না। ২০-২৫ হাজার টাকার মতো ইনকাম হয়।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোছাঃ নাজমা বেগম : না। অন্য কিছুতে যুক্ত নেই।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোছাঃ নাজমা বেগম : একটা এনজিও থেকে কিছু ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যখন যুব পুরস্কার পেয়েছি তখন পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মোছাঃ নাজমা বেগম : ছোটোবেলা থেকেই শুনেছি পরিশ্রমের ফল অবশ্যই কিছু না কিছু আছে। সেই হিসেবেই সাহস করেছি আর আমি পেরেছিও। যতটুকু চাহিদা সেটুকু চেষ্টা করেছি মেটানোর। পরের উপর নির্ভরশীল থাকার চেয়ে নিজে কিছু করা ভালো। ২০০৫ সালে স্বামী মারা গেছেন, তারপরও তিনটা সন্তান নিয়ে চলতে পারছি।

আপনি যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন কেমন আয় ছিল?

মোছাঃ নাজমা বেগম : প্রথম দিকে ভালো ইনকাম হতো। তবে একটা সমস্যাও ছিল। সে সময় বিক্রি করাটা ছিল অনেক কঠিন। বর্তমানে তো খুব সহজেই বিক্রি করা যায়, বিভিন্ন কোম্পানি সহযোগিতা করে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী আছে?

মোছাঃ নাজমা বেগম : বর্তমানে বেশি নেই। তিনজন স্থায়ী কাজ করে। এ ছাড়াও বাহিরে অস্থায়ীভাবে কাজ করে ১০/১৫ জন। যখন ঈদ আসে তখন কর্মীও বাড়াতে হয়। বাহিরের কর্মী নির্দিষ্ট না, অর্ডার যেরকম আসে সেরকম কর্মী সংখ্যা থাকে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোছাঃ নাজমা বেগম : শুরুতে পাঁচজন নিয়েছিলাম।

বিনোদন লাভের জন্য বাড়িতে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

মোছাঃ নাজমা বেগম : হ্যাঁ, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন? আর স্বাবলম্বী হওয়ার আগে চিকিৎসা সেবাটা কীরকম ছিল?

মোছাঃ নাজমা বেগম : হ্যাঁ, চিকিৎসা নিতে পারছি। তবে চিকিৎসার খরচ বহন করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমার কিডনি সমস্যা তাই ডায়ালাইসিস করতে হয়। দুই তিন মাস যাবৎ কাজকাম পুরোপুরি বন্ধ। চলছে এভাবেই।

স্বাবলম্বী হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থাকছে?

মোছাঃ নাজমা বেগম : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে তো সচ্ছলতা পেয়েছি। যখন ভালো ব্যবসা চলছিল তখন ভালো চলেছি। তবে কখনো ব্যয়বহুল চলিনি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

মোছাঃ নাজমা বেগম : বাসস্থানের তেমন কোনো পরিবর্তন করিনি। সামান্য একটু পরিবর্তন করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোছাঃ নাজমা বেগম : আমার তিন মেয়ে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমার ইনকামের টাকা দিয়েই তাদের বিয়েশাদি দিয়েছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মোছাঃ নাজমা বেগম : সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। সবার কাছেই পরিচিত স্বাবলম্বী হিসেবে। যা করেছি নিজে কাজ করেই করেছি, কারো কাছে ১০ টাকার জন্য হাত পাততে হয়নি। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে নতজানুও হতে হয়নি।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোছাঃ নাজমা বেগম : সবাই আমাকে মূল্যায়ন করে। যতটুকু প্রয়োজন তারা অবশ্যই করে।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মোছাঃ নাজমা বেগম : আগে হয়রানির ঘটনা ছিল। যখন স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেছি তখন নানান জনের নানান কথা ছিল। সমাজের নানান কিছুই মোকাবিলা করতে হয় যখন একটা মেয়ে স্বাবলম্বী হতে চায়। বর্তমানে সেরকম কিছু নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

মোছাঃ নাজমা বেগম : না, আমি সামাজিক কার্যক্রমে তেমন অংশগ্রহণ করিনি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মোছাঃ নাজমা বেগম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভালো একটা উদ্যোগ। কেননা সবারই তো টাকাপয়সা থাকে না বা চাকরি করার যোগ্যতা থাকে না। হাতের কাজের শিক্ষাটা কিন্তু কম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও করা যায়। তাই বলব সরকার ভালো একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যুব উন্নয়নের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমেই আমি শিখেছি। যুব উন্নয়ন অনেক সাহস যুগিয়েছে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য।

❐ [মোছাঃ নাজমা বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন জামালপুর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানাঃ সাং- উত্তর কাছারীপাড়া, জামালপুর। তিনি ১৯৯৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : নাজমা বেগম প্রকল্প। একজন নারী হিসেবে পরনির্ভরশীল না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। নাজমা বেগম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার।]

সফল আত্মকর্মী-৯৬

আপনিতো যুব উন্নয়ন থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : সেলাইয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছি ২০১০ সালে।

এই ট্রেনিং ছাড়া যুব উন্নয়ন থেকে অন্য কোনো ট্রেনিং কেন নেননি?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : আমি অনেক ট্রেনিং নিয়েছি। বুটিক্স অন্যান্য। পরে আমি নিজেও অনেককেই ট্রেনিং দিয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী ধরনের কাজ হয়ে থাকে?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : আমার এখানে বুটিক্স এর কাজ, নকশিকাঁথা, ড্রেস প্রিন্ট, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, থ্রিপিস ইত্যাদি প্রিন্ট ও নকশার কাজ করা হয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা কবে শুরু হয়েছিল?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : শুরু হয়েছে অনেকদিন আগেই। আমার ট্রেনিং নেওয়ার পরে ব্যবসা আরও জমে ওঠে এবং তখন থেকে সাফল্যের ছোঁয়া পাই। আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা ২০১০ নাগাদ হবে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটল কীভাবে?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : এটা আসলে জায়গা, প্রচার, মার্কেটিং, যোগাযোগ সবকিছুর মধ্য দিয়েই বিস্তার ঘটেছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান কেমন? মানে উন্নতি অবনতি...

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : আলহামদুলিল্লাহ, আমার এখানে অনেকেই কাজ করে এখন স্বাবলম্বী হচ্ছে পারিবারিক দিক থেকে এবং আমার ব্যবসাটি এখনো দারুণভাবে সচ্ছল আছে।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজ করেন বা জড়িত আছেন?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : আমার মূল কাজ হচ্ছে আমার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া আমাদের উপজেলা থেকে যদি কখনো ট্রেনিং দেওয়ার কথা হয় সেগুলো দেই। তারা যেখানে যখন ট্রেনিং নিতে যেতে বলে, আমি যাই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করছেন?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : হ্যাঁ, অবশ্যই কাজ করছি। আমার এখানে যে সকল মেয়েরা কাজ করে তাদের যে-কোনো সমস্যায় পাশে থাকি। নারী নির্যাতন বা মানহানি যে-কোনো সমস্যায় আমি স্যারদের বলে কাজটি উদ্ধার করার চেষ্টা করি। UNO স্যারকে জানাই এই বিষয়টি, তার সহযোগিতায় আমাদের সমস্যার সমাধান করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : আর্থিক সহযোগিতা আসলে আমি কোনো দিক থেকেই পাইনি। যা পেয়েছি তা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই পেয়েছি।

প্রথমদিকে মাসিক আয় কেমন ছিল প্রতিষ্ঠানের?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : তখন খুবই কম ছিল। এখন আল্লাহর রহমতে ৫০-৬০ হাজার কখনো বা এক লাখেরও বেশি ইনকাম হয়।

কখনো কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন কী?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : ক্ষতি বলতে ব্যবসা করলে ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। করোনার সময় কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল। তবুও আমরা বসে ছিলাম না। পাশাপাশি কিছু কাজ করার চেষ্টা করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী কতজন? এবং শুরুতে কতজন ছিল?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : শুরুতে ৬০ জন নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। এখন প্রায় ৫০০ জনের উপরে কর্মী আছে।

কেন মনে হলে আত্মকর্মী হবেন?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : এই কারণেই যে, আমার সংসারের যতটুকু অভাব বাবা চলে যাওয়ার পর। আমি উদ্যোক্তা না হলে সেই অভাব ঘুচত না। ভাইবোনকে দেখা, তাদের লেখাপড়ার দায়িত্ব। আমি যদি নিজেই লেখাপড়া করতে যেতাম তাহলে বাকিদের আর লেখাপড়ার খরচ জোগানো যেত না। তাই নিজেই কাজ শুরু করি, আর উদ্যোক্তা হতে গেলে একটু শ্রম দরকার হয়। একটু শ্রম দিলেই আয়ের পথ আছে। সেলাই করে প্রিন্ট করে আমি যে আয় করে আসছি। চাকরি করে হয়তো এতদূর এগোতে পারতাম না। ইচ্ছে ছিল যে, আমি একজন উদ্যোক্তা হবো। আর বেকার যারা আছে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাদেরকে বলতে পারি কাজের কথা। যারা সাহায্য পাচ্ছে আমার এখানে থেকে, এই পাওয়াটাই বা কম কীসে? এখানে কাজ করে কেউ কেউ সংসার পরিচালনা করছে, বাচ্চাদের পোশাক কিনে দিচ্ছে আবার কেউ কেউ টাকা সেভিং করছে। এসব দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। নিজেকে সফল মনে হয়।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি আছে?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : হ্যাঁ, আছে।

আপনার তো ছেলেমেয়ে আছে। তারা কোথায় পড়াশোনা করছে?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : জি এক ছেলে এক মেয়ে। হ্যাঁ, লেখাপড়া করে ওরা।

পারিবারিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন? আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন পরিবর্তন এসেছে?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : এখন আগের চেয়ে অনেক উন্নত।

সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : হ্যাঁ, দিতে পারছি।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে? মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খাদ্য তালিকায় কীরকম যুক্ত করেছেন?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : সবকিছুরই দাম বেড়েছে। তবে আমার আগের থেকে এখন ইনকামও বেড়েছে। এখন ভালো খাবার খাওয়ার চেষ্টা করি।

এই খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে আপনার উদ্যোক্তা হওয়ার পর?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : হ্যাঁ, সব পরিবর্তন এসেছে আমার উদ্যোক্তা হওয়ার পর। আমি উদ্যোক্তা না হলে এগুলো কিছুই হতো না।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোয় কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? পরিবর্তন হলে সেটা কীরকম পরিবর্তন?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : আমার শ্বশুর বাড়িতে যা ছিল ৯৫ ভাগই পরিবর্তন হয়েছে। তারা দেখে আমি বিজনেস করি আমার সঙ্গে এতজন মানুষ আসা যাওয়া, নেওয়া দেওয়া। এতে আমি সম্মান পাচ্ছি। স্বামীর বাড়ির লোকেরাও এতে মতামত সুন্দর করে দেয়। স্বামী, দেবর সবাই আমাকে আলাদা সম্মান করে।

আপনার সামাজিক অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না? সমাজের কোনো অনুষ্ঠান বা উন্নয়নমূলক কাজে এলাকাবাসী কীভাবে আপনাকে মূল্যায়ন করে?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : হ্যাঁ, মূল্যায়ন অনেক করে। আমাকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য ডাকে। অনেক জায়গায় যাই। আমি বক্তব্য দেই, অনেক বিষয় তুলে আনি তাই আমাকে ডাকা হয়। আমার খুব ভালো লাগে। একজন সাধারণ উদ্যোক্তা হওয়ার ফলে লোকে আমাকে যে সম্মান করে যতটুকু আমি পাই, এটা আমার ভালো লাগে।

কখনো কোনো হয়রানির শিকার হয়েছেন কি না। সামাজিক কিংবা পারিবারিকভাবে?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : এখন হয়রানি বলতে কিছুটা আমার বিজনেসে হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর রহমতে কোনো হয়রানির ঘটনা নেই।

শেষ প্রশ্ন, আপনিতো যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। ঋণ সহায়তা পেয়েছেন এবং একজন সফল উদ্যোক্তাও হয়েছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতার জায়গা কীরকম?

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা : তাদের সম্পর্কে আমি বলব যে, তারা না থাকলে

আমি এখানে আসতে পারতাম না। তারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাদের কারণে আমি এগিয়ে যেতে পেরেছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল স্যারকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

❐ [মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা জন্মগ্রহণ করেছেন নীলফামারী জেলায়। গ্রাম: দর্জিপট্টি, মুন্সিপাড়া, উপজেলা: সৈয়দপুর। তিনি ২০১০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: শাহনাজ হস্তশিল্প। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের হাল ধরতেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। শাহানাজ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৯৭

আপনি যুব উন্নয়ন থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : আমি হাঁস-মুরগি পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিংটাই কেন নিলেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : আমি এই ট্রেনিংটা নিয়েছিলাম কারণ অন্য ট্রেনিংগুলোর থেকে আমার কাছে এটাই ভালো লেগেছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কীরকম কার্যক্রম হচ্ছে?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : ব্রয়লার মুরগি পালন করা হচ্ছে যেগুলো এক মাস অথবা দুই মাস রেখেই বিক্রি করা যায়।

আপনার প্রতিষ্ঠান কবে শুরু হয়েছে?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : ২০১১ সাল থেকে শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তারটা কীভাবে ঘটল?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নেওয়ার ফলে বুঝে শুনে কাজ করতে থাকি এবং বিস্তার ঘটতে থাকে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এবং অবনতির জায়গাটা কীরকম?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : হ্যাঁ, ভালো।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : আমার একটা দোকান আছে। পোল্ট্রি বিক্রয় কেন্দ্র।

আপনি কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : আগে ছিলাম তবে বর্তমানে সময় সুযোগ না থাকায় ব্যস্ততার কারণে যুক্ত নেই।

ব্যবসার শুরুতে আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহযোগিতা নিয়েছি তাছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করিনি। নিজের ইনকাম থেকেই সব করেছি।

প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুতে আপনার আয় কেমন ছিল?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : প্রথম দিকে আয় কম ছিল তারপর ধীরে ধীরে বেড়েছে। মাসে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা আয় থাকত শুরুর দিকে।

বর্তমানে আপনার আয় কীরকম?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : বর্তমানে দুই-তিন লাখ টাকার মতো আয় হচ্ছে।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : ক্ষতির সম্মুখীন তো হতেই হয় প্রতি মাসেই।

স্বাভাবিক অবস্থানে আসেন কীভাবে?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : ব্যবসায় তো লাভ লস থাকবেই।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী কতজন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : বর্তমানে তো ব্রয়লার মুরগি পালন করছি তাই তিন চার জন কাজ করে। আগে অনেক বেশি ছিল।

শুরুতে কর্মী সংখ্যা কতজন ছিল?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : শুরুতে পারিবারিকভাবে নিজেরাই কাজ করেছি।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থা কেমন? ব্যবসা শুরুর পর থেকে কোন কোন জায়গায় উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : দোকান, ফার্ম সব জায়গায় উন্নতি হয়েছে। পারিবারিক দিক থেকেও ভালো। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ করতে পেরেছি। মেয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে এ প্লাস পেয়েছে। ছেলেও পড়াশোনা করছে।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর জন্যই আত্মকর্মী হতে চেয়েছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ আছে? যেমন টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি আছে?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : জি, কম্পিউটার আছে।

ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার পরে পারিবারিক চিকিৎসা লাভের জায়গাটা কীরকম পরিবর্তন হয়েছে? এখন কি সবাইকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : জি, আলহামদুলিল্লাহ দিতে পারছি।

আপনার সন্তানেরা তো পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : জি, পড়াশোনার সাথে যুক্ত।

আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না? পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার খাচ্ছেন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : আগের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : না, আগের মতোই আছে।

আপনার সামাজিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা গুরুত্বের সাথে দেখে?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : জি, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে অনেক জায়গায় আমাকে ডাকে কিন্তু আমি যেতে পারি না ব্যস্ততার কারণে।

কখনো হয়রানির শিকার হয়েছেন কি? পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটি কেমন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : নিরাপত্তা মোটামুটি ভালো।

আপনি কি মনে করেন যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : হ্যাঁ, মনে করি। তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। কেননা পরের উপর নির্ভরশীল থাকার চেয়ে নিজের কাজ নিজে করা উত্তম। হতাশ হলে চলবে না। যারা সফল হচ্ছে তাদের দেখে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে হলেও আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কেননা যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং নিয়েই আমি আমার ব্যবসাটা শুরু করি এবং সফল হয়েছি।

❒ [মোছাঃ জিলুফার ইয়াসমিন (জলি) জন্মগ্রহণ করেছেন বাগেরহাট জেলায়। গ্রাম : সোতাল, পোস্ট : ভট্রপ্রতাপ, উপজেলা : সদর। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : এশা পোল্ট্রি ফার্ম। নিজে কিছু করে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। জিলুফার ইয়াসমিন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৯৮

আপনি যুব উন্নয়ন থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে নিয়েছিলেন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : ১৯৯৭ সালে প্রথম পোশাক তৈরির উপর আমি ট্রেনিং করেছিলাম।

এই ট্রেনিং নেওয়ার পেছনের কারণ কী?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : এই ট্রেনিং নেওয়ার পেছনের কারণ বলতে, আমার ছোটোবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল নিজের জন্য নিজে কিছু করব।

ট্রেনিং শেষে আপনি নিশ্চয় একটি প্রতিষ্ঠান খুলেছেন? সেটির নাম কী?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : সূচিশৈলী হ্যান্ডিক্যাপ।

সূচিশৈলী হ্যান্ডিক্যাপ কত সালে চালু করেন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : এটি আমি ১৯৯০ সালে শুরু করেছিলাম।

১৯৯০ থেকে ২০২৪ এই দীর্ঘ সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার কীভাবে ঘটেছে?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : প্রথম অবস্থায় ট্রেনিং নিয়েছিলাম নিজে কিছু করব বলে। আবার জীবনের তাগিদে এটি নিয়ে কাজ করেছিলাম। তিলে তিলে জমা করা নিজের টাকা দিয়ে কিছু কাপড় কিনেছিলাম। হাতের কাজ করতাম। তখন তো এত মার্কেটিং ছিল না। এসব নিয়ে অনেকভাবেই সামাজিক পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা শুনতে হয়েছে বা সামনাসামনি দাঁড়াতে হয়েছে। প্রথম প্রথম নিজেদের লোকদের কাছ থেকে অর্ডার নিতাম, বিক্রি করতাম। এর পাশাপাশি মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এছাড়াও টানা সাত বছর যুব উন্নয়নে এই কাজের ট্রেনিং করিয়েছি। জেলা শহরে আমার স্বামীর সহযোগিতায় একটি টেইলার্স এর দোকান করেছিলাম। মাঝখানে আমি অসুস্থ ছিলাম। দুবছর ঘরেই থেকেছি। অসুস্থ হওয়ার পর আমার যাত্রা আবার শুরু নিজ বাসাতেই। আবার প্রশিক্ষণ দিই নারীদের।

আপনার প্রতিষ্ঠানে এখন বাৎসরিক বা মাসিক ইনকাম কেমন হয়?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : আগে যে ইনকাম হতো এখন সেই তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। যেহেতু আমি এখন বাসা থেকেই কাজ করি। কোনো মাসে এক লাখ টাকা, আবার কোনো মাসে ৫০ হাজার। মানে সেলের উপর পরিমাণ বেইজ করা যায়।

এর পাশাপাশি অন্যকোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : আমি শুধু ট্রেইনার হিসেবেই কাজ করে থাকি।

বিজনেস শুরু দিকে যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ পেয়েছিলেন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : হ্যাঁ, আমি ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম।

আত্মকর্মী হওয়ার পেছনে কোনো গল্প আছে?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : আমার স্বপ্নই ছিল নিজে কিছু করব। আমার সঙ্গে অনেক নারী কাজ করবে। তারাও স্বাবলম্বী হবে। পাশাপাশি নিজের পারিবারিক কিছু কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে।

প্রথম দিকে বিজনেসে ইনকাম কেমন ছিল?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : প্রথম দিকে ইনকাম ভালোই ছিল। ইনকামের টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া, কারখানা ভাড়া এবং নিজের সংসার পরিচালনা করেছি। পাশাপাশি সমাজের আরও দশজন নারীর জন্য কিছু করতে পেরেছি।

কোন কোন ধরনের সামাজিক কাজ করেছেন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : আমি বিধবা নারী, ডিভোর্সি এবং অসহায় নারীদের পাশে থেকেছি। তাদের কাজ দিয়েছি। প্রশিক্ষণ করিয়েছি এবং তাদের সহযোগিতা করেছি। আমি বিকশিত নারী সমিতির সভানেত্রী এবং আরও বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি মহিলা পরিষদের একজন সদস্য। আমরা করোনার সময় অনেক কাজ করেছি। এরপর যারা শিশু এবং নারী আমরা তাদের নিয়ে কাজ করেছি। তাদের সমস্যার কথা শুনেছি এবং সেই সমস্যা থেকে তাদের বের করে আনার চেষ্টা করেছি।

এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা অনেক বেড়েছে?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : হ্যাঁ, তা বেড়েছে অনেক। কারণ একজন নারী যখন নিজের আত্মকর্মস্থান করতে পারে তখন সে নিজের পরিবারেও সম্মান পায় এবং সামাজিকভাবেও সম্মান পায়। একটা সময় দেখা গেছে যখন শুরু করি ব্যাংক আমাদের লোন দিতে চাইত না। এখন যখন আমরা স্বাবলম্বী তখন ব্যাংক এসে বলে আপা লোন নিন আমাদের থেকে।

আপনার প্রতিষ্ঠানে এখন স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : স্থায়ী কর্মী এখন চার থেকে পাঁচজন আছে। আর অস্থায়ী কর্মী আছে অনেক।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : শুরুতে আমার কর্মী ছিল তিনজন।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : বিয়ের আগে আমার অবস্থান ছিল একরকম এবং বিয়ে হওয়ার পর আমার অবস্থান অন্যরকম। বিয়ের পর আমরা ছিলাম জয়েন্ট ফ্যামিলি। স্বামীর বাড়ির সবাই একসঙ্গে থাকতাম। একসময় সবাই আলাদা হয়ে গেল। আমরা নিজেদের মতো বিল্ডিং দিলাম। এই বিল্ডিংয়ের নিচেই আমার

শো-রুম। এখানেই সবকিছু পাবেন টিভি এবং আমার কাজের জন্য যা যা দরকার।

আর কোন কোন ধরনের অবকাঠামোগত পরিবর্তন এনেছেন? এই বাড়িতে থাকেন এবং ব্যবসাও করেন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : হ্যাঁ।

ক'তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং করেছেন এটা?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : পাঁচতলার ফাউন্ডেশন করা। আমরা উপর তলায় থাকি। আর নিচে শো-রুম করেছি।

এই বিল্ডিং কি আপনার বিজনেসের টাকা দিয়েই করেছেন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : আমার বিজনেসের টাকা এবং বাকিটা আমার স্বামীর টাকা।

পরিবারের কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে এখন সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে অসুবিধা হয়?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : এখানে আমি, আমার এক মেয়ে আর আমার স্বামী থাকি। আমরা তিনজন বসবাস করি। আমরা ভালোই আছি। অসুখ-বিসুখ হলে দ্রুত চিকিৎসা নিই।

আপনার মেয়ে কি লেখাপড়া করে?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : আমার মেয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে এবং আগে খাদ্য তালিকা কীরকম ছিল? মানে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি এগুলো আগে কেমন খেতেন আর এখন কেমন খাচ্ছেন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : আগের তুলনায় এখন আমাদের খাদ্য তালিকা ভালো। আমি যেহেতু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আগে দেখা যেত সপ্তাহে এক দু'দিন ভালো খাবার খাওয়া যেত। কিন্তু এখন সেই তুলনায় বেশ ভালো।

সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিংবা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : আমার নিরাপত্তার জায়গাটা অনেক ভালো। আমি যে কাজ করি এটি একটি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ। আমাকে সবাই সাহায্য করে।

আপনি কি অন্যদের আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দেবেন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : হ্যাঁ, দিব। পরামর্শ তো আমরা প্রতিনিয়ত দিয়ে থাকি। আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেমিনার বা প্রশিক্ষণ করাতে যাই তখন প্রতিটি নারীকে আমি বলি, আপনারা যে যে-কাজেই পারদর্শী সে সে-কাজেই লেগে থাকুন। ঘরের বাহিরে আসতে হবে না। আপনার ঘরের ভেতর থেকেই কাজ করুন। আমি এমন অনেক নারীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছি। এমনকি তাদের সফল আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তুলেছি।

আপনার যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতার জায়গাটা কেমন?

মোছাঃ শামসি আরা জামান : আমি অবশ্যই যুব উন্নয়ন এর প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ তারা আমাকে একটি জাতীয় পুরস্কার দিয়েছে এবং সম্মানিত করেছে। কিন্তু আমি যুব উন্নয়নকে বলতে চাই আমাদের মূল্যায়নের জায়গায়টি নিশ্চিত করতে। আমাদের নিয়ে আলাদাভাবে জাতির কাছে তুলে ধরা হোক।

❒ [মোছাঃ শামসি আরা জামান জন্মগ্রহণ করেছেন রংপুর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: বাসা নং-১৩, রোড নং-১, দক্ষিণ গুপ্তপাড়া, রংপুর। তিনি ১৯৯৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: সূচীশৈলী হ্যান্ডিক্যাপ। নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি সমাজের নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। শামসি আরা জামান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-৯৯

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথমে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে নিয়েছিলেন?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : আমি ১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পোশাক তৈরির উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার পোশাক তৈরির প্রতিষ্ঠানটি কত সালে শুরু করেছিলেন?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং শেষ করার পরে ২০০০ সাল থেকে পোশাক তৈরির প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করেছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী দিয়েছেন?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : 'উপশহর মহিলা কল্যাণ সংস্থা'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : মূলত হস্তশিল্পের প্রজেক্ট নিয়ে আমি কাজ করছি। আমি নকশিকাঁথা, শাড়ি ভারত, জাপানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে রপ্তানি করতাম। এখনো আমি ভারতে নকশিকাঁথা ও প্রুফের শাড়িগুলো পাঠাই।

১৯৯৯ সালে থেকে এই পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বছরে কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানটির বিস্তার ঘটেছিল?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : জি, প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে। এখন আমার প্রতিষ্ঠানটির দুইটি শাখা আছে। যশোর সদরে একটি এবং অভয়নগরে আমার শ্বশুর বাড়ি সেখানে আরেকটি শো-রুম আছে। তখন আমি পড়াশোনা করতাম যশোর সদরে। এরপরে আবারও আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছি। পরবর্তীতে গবাদি পশু ও কম্পিউটারের ট্রেনিং নিয়েছিলাম। কম্পিউটার ট্রেনিং এ দক্ষতার সুবাদে আমি একটি কলেজে শিক্ষকতা করি। ট্রেনিং নেওয়ার পাশাপাশি আমি পড়াশোনাও করেছি। বর্তমানে আমার একটি করে মৎস্য খামার, গরুর খামার এবং ছাগলের খামার আছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে আপনি সামর্থ্য লাভ করেছেন, এখন আপনার মাসিক ইনকাম কত টাকা?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : প্রায় ৫০,০০০ টাকা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শুরু করার জন্য আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : আমি সবসময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ

সহায়তা পেয়েছি এবং আমার আম্মা আমাকে ৪ লক্ষ টাকা দিয়ে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন।

আপনার কেন মনে হয়েছে আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : আমার বাবা ছিলেন না, তখন আমাদের তিন ভাই-বোনকে এসএসসি পর্যন্ত আমার মা অনেক কষ্টে পড়িয়েছিলেন। সামাজিক নানা বাধা অতিক্রম করে একজন নারী হয়েও আমার মা কীভাবে পরিবারের হাল ধরেছিলেন সেটি আমি দেখেছি। আমি অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করি এবং এইচ এস সি পরীক্ষার পরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিই। সেখানে স্যারদের কথা শুনে মনে হতো চাকরির পেছনে ঘুরাঘুরি না করে আমি নিজে আত্মকর্মী হবো এবং অন্যদের চাকরি দিব। তাদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যবসা শুরু করে এখন আমি একজন সফল আত্মকর্মী।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসের আয় কেমন ছিল?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : ২০-৩০ হাজার টাকা।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী এবং অস্থায়ী কর্মী কত জন?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : আমার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী ৮-৯ জন এবং অস্থায়ী কর্মী প্রায় ১, ৫০০।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কত জন কর্মী ছিল?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : প্রায় ৩০০ জন কর্মী ছিল।

আপনার এই বিজনেস ছাড়াও অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন, যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : আমি পেশায় শিক্ষক।

আপনার প্রতিষ্ঠান কি কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল? তখন এই ক্ষতি কীভাবে সামলে উঠেছেন?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : জি, করোনার সময় অনেক অর্ডার ছিল, বর্ডার বন্ধ থাকায় এবং রপ্তানি না করতে পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম। এটি আমার জন্য একটি বড়ো ধাক্কা ছিল। আমার ব্যক্তিগত পুঁজি থেকে আস্তে আস্তে কর্মীদের বিল দিয়েছি। ফলে অন্যদের মতো আমার উপর এত চাপ পড়েনি। তবে নগদ পুঁজিতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে কি?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : জি, টেলিভিশন আছে।

আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার আগে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে কেমন চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে সক্ষম ছিলেন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনি কেমন চিকিৎসা দিতে সক্ষম?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : আগে আমার পরিবারে অর্থ উপার্জনকারী না

থাকার কারণে আমাদের অনেক কষ্ট করে চলতে হয়েছে। কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আমার মাসিক ইনকাম মোটামুটি থাকায় আমি পরিবারের সদস্যদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আমার বাবা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন, আম্মা ২০০৯ সাল থেকে ৩ বার স্ট্রোক করেছেন, তাকে আমি আমার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে এসে তার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন এবং সেবাযত্ন করেছি। তিনি ২০১৯ সালে মারা গেছেন। আমি স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এ বিষয়ে আমাকে কথা শোনাতে পারেনি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : হ্যাঁ, আমি স্বাবলম্বী হওয়ায় যখন যা করার ইচ্ছে হয়েছে তা করতে পেরেছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : হ্যাঁ, পরিবর্তন ঘটেছে। আগের চেয়ে বাড়িঘরের উন্নতি হয়েছে। আমি প্রায় ২ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রয় করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তার কি পড়াশোনা সাথে যুক্ত?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। উভয়ে পড়াশোনা করে, মেয়ে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এবং ছেলে নবম শ্রেণিতে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : সমাজের সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছি। নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজের মানুষ আমাকে অনেক সম্মান দেয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কি আপনার সাথে?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : ছোটোবেলা থেকে আর্থিক সমস্যা থাকায় আমাকে সব করতে হয়েছে। এস এস সি পরীক্ষার পরে যখন আমার বিয়ে হচ্ছিল না তখন সমাজের মানুষের অনেক কথা শুনতে হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কাজ করতে হয়েছে। সমাজের মানুষ ভালো চোখে দেখত না। এখন আমাকে কেউ কিছু বলার সাহস পায় না।

আপনি কি কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছেন?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : জি, পেশায় আমি একজন শিক্ষক। নারীদের নিয়ে কাজ করি এবং মানবাধিকারের সাথে যুক্ত সমাজের বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি কোনো ঘটনা ঘটলে আইনি সহায়তার মাধ্যমে সমাধান করে থাকি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার যাদের কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া উচিত?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : অবশ্যই, একজন মানুষের আত্মকর্মী হওয়া

উচিত। শুধু শিক্ষিত হলেই আত্মকর্মী হতে পারবে বা শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়া মানুষ আত্মকর্মী হতে পারবে না, বিষয়টি এমন নয়। আত্মকর্মী হয়ে যে যার কর্ম করলে একদিন সফল হবেই।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন?

মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মতো এত স্বচ্ছতা দেশের আর কোনো প্রতিষ্ঠানে নেই। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্যারেরা অনেক বিনয়ী। ট্রেনিং দেওয়ার সময় তারা তাদের সুন্দর আচার-আচরণ দিয়ে ভালোভাবে চাকরির পেছনে না ছুটে মানুষকে আত্মকর্মী হতে উৎসাহিত করে থাকেন। এখানে ঘুষ বা দুর্নীতির কোনো জায়গা নেই। স্যারেরা অনেক বেশি আন্তরিক ছিল বলেই আমি আজ এই অবস্থানে আসতে পেরেছি।

❐ [মোছাঃ জুবাইদা নাজনীন (ডলি) জন্মগ্রহণ করেছেন যশোর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানাঃ নতুন উপশহর, ই ব্লক, বাসা নং-১৪০, যশোর। তিনি ১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপশহর মহিলা কল্যাণ সংস্থা। চাকরির পেছনে না ছুটে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, জয়িতা পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১০০

যুব উন্নয়ন থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : প্রথমে পোশাক তৈরির উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম...

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : ১৯৮৩ সালে। তখন তাদের কোনো অফিস ছিল না। প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট নামক একটি প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং করাত।

ট্রেনিং শেষে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী দিয়েছিলেন?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'নারী কল্যাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' আরেকটা 'মৌসুমি টেইলারিং হাউজ'।

এটি কত সালে শুরু হয়?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : ১৯৮৪ সালে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী কাজ চলমান?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : এখন বেশির ভাগ কাজই বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে দেওয়া। আর যারা ট্রেনিং নিতে আসে তাদের ট্রেনিং দেই। আমি নকশিকাঁথা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারি, এসব কাজ করাই।

এখন মাসিক ইনকাম কেমন হয়?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : আছে মাসিক ইনকাম ভালোই আছে। ট্রেনিং পাই। আর বাসায় যে হাতের কাজগুলো করাই সেগুলো থেকেও ভালো ইনকাম হয় ইনশাআল্লাহ।

আপনার 'নারী কল্যাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' ও 'মৌসুমি টেইলারিং হাউজ' বাদে অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত আছেন? যেখান থেকে টাকা ইনকাম হয়?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : আগে বিসিকের যত ট্রেনিং আমিই করাতাম।

আপনার ব্যবসা শুরুর সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা অনুদান পেয়েছিলেন?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : আমি শুধু যুব উন্নয়ন থেকেই ঋণ নিয়েছিলাম।

কেন মনে হলো যে আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : আমার ইচ্ছে ছিল এগুলো দিয়েই এগুবো। আমি যেহেতু চাকরি-বাকরি করলাম না। আমার প্রয়োজন ছিল, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার তাড়া ছিল। তাই আত্মকর্মী হওয়ার দরকার পড়েছিল।

প্রথম দিকে যখন আপনি বিজনেস শুরু করলেন তখন ইনকাম কেমন ছিল?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : তেমন ছিল না। সেলাইয়ের মজুরি ছিল খুব কম।

আসলে তখন আমার প্রয়োজন ছিল। সংসার চালানো কষ্ট হয়ে পড়েছিল। আমি রাত জেগে সেলাইয়ের কাজ করেছি।

এখন এই মুহূর্তে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ও অস্থায়ী কতজন কর্মী আছে?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : স্থায়ী কর্মী এখন কম। তবে বাড়ি থেকে কাজ নিয়ে যায় মেয়েরা আবার কাজ শেষ হলে বাড়ি এসে জমা দিয়ে যায়, তারা অস্থায়ী কর্মী।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : শুরুতে আমার কর্মী ছিল ৩০ জন।

প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : না, কখনো ক্ষতির মুখোমুখি হইনি।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : হ্যাঁ, আছে।

পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকায় কীরকম পরিবর্তন এনেছেন? অর্থাৎ উদ্যোক্তা হওয়ার আগে মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : খাদ্য তালিকা আগের মতোই আছে। এখন জিনিসের দাম বেশি। হিসেব করে চলতে হয়।

আপনি উদ্যোক্তা হওয়ার পরে, আপনার বাসস্থানের কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছেন?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : হ্যাঁ, এনেছি। আমার বাড়ি টিন শেড ছিল। বর্ষার দিনে পানি পড়ত। আমি সেটি ভেঙে নতুন করে ঘর দিয়েছি।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন? তারা কি পড়ালেখার সঙ্গে যুক্ত?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : আমার বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ছোটো মেয়ে প্যারামেডিক্যাল এবং জব করে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর অবশ্যই সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : ইনশাআল্লাহ অনেক বেড়েছে। অনেক কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছি। এগুলো সবাই বলে। ছেলেমেয়েরা যখন থ্রি-ফোরে পড়ে তখন থেকে আমি এই কাজে নিয়োজিত।

এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : হ্যাঁ, এলাকার সকল অনুষ্ঠানে আমি যাই। সবাই আমার প্রশংসা করে। বলে ভালো ব্যবহার করে।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : না, তেমন হয়রানির ঘটনা নেই। কাজের জন্য দিনাজপুর যেতে হয়েছে আবার আসতে হয়েছে। এগুলো একজন নারীর জন্য অবশ্য বিশাল ব্যাপার।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : হ্যাঁ, করেছি। এনজিও থেকে ডাকলে আমি ট্রেনিং করিয়ে আসি। এছাড়া আমার এখানেও অনেককে ফ্রি-তে ট্রেনিং করাই।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার বা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম এবং যারা কর্মপ্রত্যাশী, তাদের আত্মকর্মী হওয়ার প্রয়োজন?

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি তাদের উৎসাহ দেই। যেহেতু তারা বেকার, আমি সবসময় তাদের উৎসাহ দেই। পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকি। এবং ট্রেনিং দিয়ে লোনের ব্যবস্থাও করে দেই কখনো কখনো।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন...

মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমার কাছে অনেক সম্মানের। তারা আমাকে একটি পুরস্কার দিয়েছে। যুব উন্নয়নের জন্য আমার সুনাম চারিদিকে। তাদের জন্য আমি এখানে এসেছি।

❒ [মোসাঃ লুৎফন নাহার (মিনি) জন্মগ্রহণ করেছেন দিনাজপুর জেলায়। গ্রাম : টিউবমল ব্যারাক, পোস্ট : ইসলামপুর, উপজেলা : পার্বতীপুর। তিনি ১৯৮৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : নারী কল্যাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং মৌসুমি টেইলারিং হাউজ। চাকরি না করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। লুৎফন নাহার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১০১

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথমে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

মিজানুর রহমান : আমি ২০০৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য চাষ, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগির পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য চাষের ট্রেনিংই কেন নিলেন, অন্য ট্রেনিংগুলো কেন নেননি?

মিজানুর রহমান : আমার বাবা মৎস্য চাষ করতেন। তার কাছে থেকে আমি উৎসাহিত হয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি মৎস্য চাষের ট্রেনিং নিয়েছি। আমি ট্রেনিং নিয়ে আমার বাবার কিছু পরিত্যক্ত জমিতে মৎস্য চাষ করেছি এবং সফল হয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মিজানুর রহমান : রউশনী সাইন্টিফিক হ্যাচারি এন্ড ফিশারি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কার্যক্রম কী?

মিজানুর রহমান : বর্তমানে আমাদের ফিশারির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। এখানে প্রায় ১০০-১৫০ মানুষ একসাথে কাজ করছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কত জন আছে?

মিজানুর রহমান : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫ জন স্থায়ী কর্মী, আর প্রায় ১৩০ জন অস্থায়ী কর্মী আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মিজানুর রহমান : ২০০৫ সালে।

শুরুতে কত জন কর্মী নিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠান যাত্রা করে?

মিজানুর রহমান : ১০-১৫ জন।

২০০৫ থেকে এই পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ বছরে ধীরে ধীরে কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটিয়েছেন?

মিজানুর রহমান : আমার প্রবল আগ্রহ এবং সততার সাথে চেষ্টা করেছি বলে এই পর্যন্ত বিস্তার ঘটাতে পেরেছি এবং সফল হতে পেরেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের ইনকাম কত টাকা?

মিজানুর রহমান : সব খরচ বাদে নিট ইনকাম ৫ লক্ষ টাকা।

আপনি এই প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন? যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মিজানুর রহমান : না, অন্য কিছুর সাথে আমি যুক্ত নই।

আপনার প্রতিষ্ঠান শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মিজানুর রহমান : আমি শুরুতে যুব উন্নয়ন থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ এবং পরে রূপালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলাম। আমি প্রণোদনাও পেয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

মিজানুর রহমান : বাবার কাছে থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আমার নিজের মৎস্য চাষ করার ইচ্ছে জাগে। আমিসহ আমার ভাইয়েরাও মৎস্য চাষ করি। আর এ কাজে সফলতা পাওয়ায় আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কত টাকা ইনকাম ছিল?

মিজানুর রহমান : প্রায় এক-দেড় লাখ টাকা ইনকাম ছিল। তখন সব কিছুর দাম কম ছিল। দীঘি লিজ নিতে হতো এবং খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে। তখন ইনকাম ভালো ছিল। আমার ফিড এজেন্ট আছে, আমি পুরো চাঁদপুর জেলা কাভার করে থাকি। এগুলো সব আমার হ্যাচারির সাথে যুক্ত।

আপনার প্রতিষ্ঠান কি কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল?

মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, জনবলের সমস্যার কারণে আমার হ্যাচারিটা প্রায় বন্ধের দিকে। তবে মাছ চাষ বা কালচার চলছে।

আপনার বাসায় কি টেলিভিশন আছে?

মিজানুর রহমান : জি, আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে পরিবারের সদস্য অসুস্থ হলে ও পরে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা প্রধান করতে সক্ষম হয়েছেন?

মিজানুর রহমান : আমি একজন পল্লি চিকিৎসক। আগে আমি চিকিৎসা করতাম। এখন স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আমি বা পরিবারের সদস্য কেউ অসুস্থ হলে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নিয়ে আসি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকায় কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?

মিজানুর রহমান : না, আগের মতোই আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে?

মিজানুর রহমান : আমাদের পরিবার আগে থেকেই ধনী পরিবার। আগে আমাদের বাড়ি ছিল টিন শেড বিল্ডিংয়ের। এখন পুরো বিল্ডিং করা হয়েছে। আমি আমার ইনকামের টাকায় চাঁদপুরে জমি ক্রয় করেছি, মোহাম্মদপুরে বাসা করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয় জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মিজানুর রহমান : আমার এক মেয়ে দুই ছেলে। বড়ো মেয়ে ৮ম শ্রেণিতে পড়ে, এক ছেলে ৩য় শ্রেণিতে পড়ে এবং আরেক ছেলে ছোটো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, আগেও ছিল। এখন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্রের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। আমার বাবার মতো আমাদেরও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কি আপনার সাথে?

মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, আমি আমার বাসা থেকে ১০-১৫ কি.মি. দূরে একটি দীঘিতে মাছ চাষ করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছি, পরে আইনের সহায়তায় সমস্যার সমাধান পেয়েছি।

আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, মসজিদ-মাদ্রাসায়, গরিব মানুষের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকি।

আপনি কি মনে করেন যাদের তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই, বেকার, তাদের আত্মকর্মী হওয়া উচিত?

মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, অবশ্যই আমি মনে করি। শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ বা ছাড়া সবার আত্মকর্মী হওয়া উচিত। শহর থেকে অনেকে আমার কাছে আসে ট্রেনিং নেওয়ার লক্ষ্যে। বর্তমানে তারাও সফল উদ্যোক্তা। আমার বাবা এখনো সকাল হলে সাইকেলে করে মাছ নিয়ে বিক্রি করেন।

আপনার পরামর্শ কী তাদের জন্য?

মিজানুর রহমান : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তাদের পরিবার নিয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করবে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাবে। অসহায় হত-দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন?

মিজানুর রহমান : যুব উন্নয়নের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছি বলে আজকে সফল উদ্যোক্তা হতে পেরেছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে একটি অজপাড়াগাঁ থেকে সারা বাংলাদেশের সামনে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তুলে ধরেছে।

❐ [মিজানুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছেন চাঁদপুর জেলায়। গ্রাম : বড়গাও, পোস্ট : সুবিদপুর, উপজেলা : ফরিদগঞ্জ। তিনি ২০০৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : রউশনী সাইন্টিফিক হ্যাচারি এন্ড ফিশারি। বাবার অনুপ্রেরণায় তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মিজানুর রহমান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১০২

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মিজানুর রহমান : আমি ২০১২ সালে বেসিক কম্পিউটারের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

বেসিক কম্পিউটারের উপরেই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

মিজানুর রহমান : আমার বড়ো ভাই ছিলেন, তাঁর কথায়ই ট্রেনিং নেওয়া হয়। বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং নিলেই হার্ডওয়্যারিং ও নেটওয়ার্কের উপরে ট্রেনিং নেওয়া যায়।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মিজানুর রহমান : বর্তমানে আমরা একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি রান করছি। আমার প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং এই কাজগুলো করা হচ্ছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে এখন প্রায় ৪০০ অধিক এমপ্লয়ি এবং ১৬টি শাখা আছে।

৪০০ অধিক এমপ্লয়ির মধ্যে স্থায়ী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

মিজানুর রহমান : স্থায়ী কর্মী ২৫০ জন। অস্থায়ী ১২০-১৩০ জন হবে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মিজানুর রহমান : Seo expate Bangladesh Ltd

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করেছিলেন কত সালে?

মিজানুর রহমান : ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করি।

অর্থনৈতিক জায়গা থেকে আপনার প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কতটুকু সামর্থ লাভে সক্ষম হয়েছে? এখন মাসিক ইনকাম কীরকম?

মিজানুর রহমান : মাসিক ৬০-৭০ লাখ টাকা টোটাল ইনকাম হয়।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন, যেখান থেকে ইনকাম হয়?

মিজানুর রহমান : না।

আপনার ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মিজানুর রহমান : ঋণ বা আর্থিক সহায়তা কোনো প্রতিষ্ঠানই করেনি। বড়ো ভাই ছিলেন, তিনি আমাকে সহায়তা করেছেন।

কেন মনে হয়েছে যে, আত্মকর্মী হবেন?

মিজানুর রহমান : শুরু থেকেই ইচ্ছে ছিল নিজে কিছু করবো।

প্রথমদিকে ব্যবসায় ইনকাম কীরকম ছিল?

মিজানুর রহমান : শুরুতে তেমন ইনকাম ছিল না। শুরুতে নিজের কস্টিং উঠাতে পারিনি। তারপর আস্তে আস্তে উন্নতি করেছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন, স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ওয়াই-ফাই কানেকশন ইত্যাদি অবশ্যই আছে?

মিজানুর রহমান : হ্যাঁ আছে।

পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে আগে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পেরেছেন আর বর্তমানে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মিজানুর রহমান : তুলনামূলক বললে, বর্তমানে অনেক ভালো। আগে সরকারি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হতো কিন্তু বর্তমানে প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিতে পারছি।

খাদ্য তালিকায় উদ্যোক্তা হওয়ার আগে মাস, মাংস, ডিম কীরকম ছিল আর বর্তমানের খাদ্য তালিকায় এগুলো কীরকম থাকছে?

মিজানুর রহমান : খাদ্য তালিকায় সেরকম কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগে যা খেয়ে অভ্যস্ত ছিলাম, এখনো সেরকমই খাচ্ছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মিজানুর রহমান : আমার এক ছেলে। তার বয়স দুই বছর।

আপনি কি আপনার ভাই-বোনদের পড়ালেখায় এফোর্ট দিয়েছেন?

মিজানুর রহমান : আমার বড়ো একজন ভাই ছিলেন। আমি উদ্যোক্তা হওয়ার পরেই তিনি মারা যান। তাঁর দুইটি বাচ্চা আছে, তাদের পুরো দায়িত্বই আমার উপর।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

মিজানুর রহমান : হ্যাঁ অনেকটাই বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যকলাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মিজানুর রহমান : এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত থাকি।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

মিজানুর রহমান : না, হয়রানির ঘটনা নেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মিজানুর রহমান : হ্যাঁ, এতিমখানায় মাসিক সহায়তা করি। বিভিন্ন বয়স্ক লোকদের আমরা ভাতা প্রদান করি এবং অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি। মেয়ের বিয়ে জন্য এলাকার মানুষ সহায়তার জন্য এলে তাদের সহযোগিতা করি। এছাড়াও বৃক্ষরোপন নিয়ে আমরা কাজ করেছি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার, যাদের তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তবে কর্মপ্রত্যাশী তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

মিজানুর রহমান : অবশ্যই। সে যদি আত্মকর্মী হয় তাহলে নিজের ও পরিবারের অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

মিজানুর রহমান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই আমার হাতেখড়ি। আমার প্রতিষ্ঠান শুরু করার পরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনেক স্যার আমার এখানে এসেছেন, দেখা করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। সেজন্য অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি।

❒ [মিজানুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন বগুড়া জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানাঃ শাহজাহানপুর, বগুড়া। তিনি ২০১২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নামঃ Seo expate Bangladesh Ltd। নিজে কিছু করার প্রত্যয় থেকেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মিজানুর রহমান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার।]

সফল আত্মকর্মী-১০৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

মিজানুর রহমান (মিলন) : আমি ২০২০ সালে গবাদিপশু ও হাস-মুরগি পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

মিজানুর রহমান (মিলন) : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'জোহরা এন্ড শামসুন্নাহার পোল্ট্রি ফার্ম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

মিজানুর রহমান (মিলন) : ২০১১ সালে আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে আমি পুরোদমে কাজ শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

মিজানুর রহমান (মিলন) : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে গবাদিপশু ও লেয়ার মুরগি পালন এবং মাছ চাষ হচ্ছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

মিজানুর রহমান (মিলন) : আমার প্রতিষ্ঠান থেকে মাসিক প্রায় দেড় লাখ থেকে দুই লাখ টাকা ইনকাম হয়।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

মিজানুর রহমান (মিলন) : জি, আমার সবজি এবং ফলের বাগান আছে।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

মিজানুর রহমান (মিলন) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেই ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

মিজানুর রহমান (মিলন) : নিজেকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

মিজানুর রহমান (মিলন) : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে ৫ জন স্থায়ী এবং ২ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

মিজানুর রহমান (মিলন) : শুরুতে আমিসহ ২ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন, স্মার্টফোন আছে?

মিজানুর রহমান (মিলন) : বাচ্চারা পড়াশোনা করে, সেজন্য বাসায় টেলিভিশন নেই, তবে স্মার্টফোন আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

মিজানুর রহমান (মিলন) : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

মিজানুর রহমান (মিলন) : আগের তুলনায় খাদ্য তালিকায় এগুলোর পরিমাণ বেড়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

মিজানুর রহমান (মিলন) : জি। আমার বাবা ২০০৪ সালে মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর আমি টুকটাক সবজি চাষ করতাম। তারপর ২০১১ সালে মাছ চাষ শুরু করি। আমার ভাই, মা, স্ত্রী, সন্তান সবকিছু মিলিয়ে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

মিজানুর রহমান (মিলন) : আমার দুই ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেরা মাদ্রাসায় পড়ে এবং মেয়ে ছোটো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

মিজানুর রহমান (মিলন) : হ্যাঁ, বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

মিজানুর রহমান (মিলন) : এলাকার মানুষ আমাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে। স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কোনো অনুষ্ঠানে তেমন একটা দাওয়াত পেতাম না। এখন এলাকার প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে তারা আমাকে দাওয়াত দেয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

মিজানুর রহমান (মিলন) : আমার বাবার মৃত্যুর পর চাচারা কিছুটা হয়রানি করার চেষ্টা করেছে। ভালো কাজে বাধা ও সমালোচনা থাকবেই। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল আমি সামনে এগিয়ে যাব, ভালো কিছু করে দেখাব।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

মিজানুর রহমান (মিলন) : জি। আমার এলাকার কেউ চিকিৎসা করতে না পারলে

বা টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে আমার কাছে আসে, আমি সাধ্যমতো সাহায্য করি। অনেকে টিউবওয়েল দিতে না পেরে আমার কাছে এলে তাদের সাহায্য করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মিজানুর রহমান (মিলন) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণেই আজকে আমি এ পর্যায়ে আসতে পেরেছি। আমাকে সার্বিক সহায়তা করার জন্য যুব উন্নয়নকে ধন্যবাদ।

❒ [মিজানুর রহমান (মিলন) জন্মগ্রহণ করেছেন রাজবাড়ী। গ্রাম : বাগমারা, উপজেলা : রাজবাড়ী সদর। তিনি ২০২০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : 'জহুরা এন্ড নাহার পোল্ট্রি ফার্ম'। নিজেকে স্বাবলম্বী করতে মিজানুর রহমান আত্মকর্মী হয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-১০৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

যুথি বেগম : আমি ২০১৬ সালে ড্রেস মেকিং বা পোশাক তৈরির উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

যুথি বেগম : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'অপরাজিতা যুব ও নারী সংগঠন'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

যুথি বেগম : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় ২০১১ সালে।

এখন আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

যুথি বেগম : আমার প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হয়। আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার প্রতিষ্ঠানের কোলাবোরেশান হয়েছে, সেখানেও কিছু মালামাল সাপ্লাই দেই। আমি নিজে ট্রেনিং দিয়ে প্রায় ১০০ জন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করতে পেরেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকেকতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

যুথি বেগম : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠান থেকে মাসিক প্রায় ৫০ হাজার টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি অন্য কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

যুথি বেগম : জি, আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ট্রেইনার হিসেবে কাজ করি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

যুথি বেগম : শুরুতে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

যুথি বেগম : নিজের চাহিদা পূরণ করতে স্বামীর কাছ থেকে যাতে হাত পেতে টাকা নিতে না হয় এবং যাতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, সেজন্য আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

যুথি বেগম : প্রথম দিকে মাসিক ১০-২০ হাজার টাকা ইনকাম হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

যুথি বেগম : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে প্রায় ৩০ জন স্থায়ী এবং প্রায় ২০০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

যুথি বেগম : শুরুতে কর্মী ছিল না। তখন আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা কাজ করতাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

যুথি বেগম : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

যুথি বেগম : জি, দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

যুথি বেগম : আগে এগুলো খাদ্য তালিকায় কম ছিল। তবে বর্তমানে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস ও ডিমের পরিমাণ বেড়েছে। এখন আমি পরিবারের চাহিদা পূরণ করতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

যুথি বেগম : স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আমার বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। আমার বিয়ের পরে আমার স্বামী ভাড়া গাড়ি চালাতেন। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আমাদের দুজনের ইনকাম দিয়ে আমরা চারটি গাড়ি কিনেছি, শহরে জমি কিনেছি, আমার কারখানার জন্য উন্নত মেশিন কিনেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

যুথি বেগম : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। আমার ছেলে দশম শ্রেণিতে পড়ে এবং মেয়ে ছোটো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি? এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

যুথি বেগম : হ্যাঁ, বেড়েছে। আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিলে পরিবারের সদস্যরা আমার সিদ্ধান্তকে সম্মান করে। এলাকার মানুষ জানে যে, আমি যুব প্রশিক্ষণ দেই। এলাকায় সবাই আমাকে এক নামে চেনে এবং সম্মান করে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

যুথি বেগম : আমার এলাকায় আমি বাল্যবিবাহ রোধে কাজ করি। পলিও প্রতিরোধে এলাকার মানুষকে সচেতন করি। এলাকায় কারো কোনো সমস্যা হলে সেটি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের চেষ্টা করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

যুথি বেগম : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

যুথি বেগম : যুব উন্নয়ন অধিপ্তরে যাওয়ার আগে আমি শুধু একজন গৃহিণী ছিলাম, কিন্তু এখন আমি একজন সফল উদ্যোক্তা। যুব উন্নয়নের কারণে আমি আমেরিকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশান করতে পেরেছি। আমি আজ এ অবস্থানে আসতে পেরেছি বলেই আমি আরও কিছু মানুষকে সাহায্য করতে পারছি। যুব উন্নয়ন আমাকে পথ দেখিয়েছে। আমি যুব উন্নয়নের প্রতি কৃতজ্ঞ।

❒ [যুথি বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন কুড়িগ্রাম জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। তিনি ২০১৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : 'অপরাজিতা যুব ও নারী সংগঠন'। আত্মনির্ভরশীল হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। যুথি বেগম সফল আত্মকর্মী হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা পুরস্কার পেয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-১০৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

রওশনারা বেগম : আমি ২০০৮ সালে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন ?

রওশনারা বেগম : আমি স্কুলে জব করতাম। আমার বেবি হওয়ার পর স্কুলের পাশাপাশি বেবিকে তেমন একটা সময় দিতে পারছিলাম না। তখন তো সবকিছু এত সহজ ছিল না। সেজন্য ভেবেছি যে, ঘরে বসে নিজে কিছু করব। তাই আমি সেলাই, ব্লক ও বাটিকের উপর বেশ কয়েকটি ট্রেনিং নিয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

রওশনারা বেগম : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'প্রিয় বুটিক্স এন্ড ফ্যাশান'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

রওশনারা বেগম : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০০ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কী?

রওশনারা বেগম : আমি মূলত হ্যান্ডিক্রাফটের উপর কাজ করছি। অনলাইনেও আমার কার্যক্রম চলে। আগে আমি গার্মেন্টস থেকে অর্ডার এনে সেগুলো আমার কর্মীদের দিয়ে করাতাম। কিন্তু এমব্রয়ডারির জন্য আমার কাজ এখন কমে গেছে। সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। সেজন্য আমি এখন একটু ভিন্নভাবে ভাবার চেষ্টা করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

রওশনারা বেগম : প্রাপ্য মুজুরি না পাওয়ার কারণে এখন কাজ অনেক কমে গেছে। এ ব্যবসা থেকে এখন ইনকামও কম।

এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

রওশনারা বেগম : জি, আমি গত ১০ বছর ধরে আমার পারিবারিক ৫টি পুকুরে মাছ চাষ, কৃষিকাজ ও সবজি চাষ করছি। এখান থেকে আমার ভালো ইনকাম হয়। আমি গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কাজ করছি। আমার গ্রামের মানুষের অনাবাদি যে জমিগুলো আছে, সেগুলো চাষ উপযোগি করার চেষ্টা করছি। আমি চাই কর্মক্ষম কোনো মানুষ যাতে ঘরে বসে না থাকে।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

রওশনারা বেগম : আমি একটি এনজিও থেকে প্রথমে ৫০ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলাম। তারপর আর কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিইনি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

রওশনারা বেগম : আমার হাসব্যান্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন কিন্তু পারিবারিক কিছু কারণে তিনি তেমন কিছু করতে পারেননি। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তার পরিবার বেশ কয়েকবার রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়। বিয়ের দিনই আমার হাসব্যান্ড এরেস্ট হোন। এর ফলে আমাকে অনেক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও মামলার কারণে আমার স্বামী চাকরির দিকে মনোযোগী হতে পারেননি। আমার বড়ো ছেলে জন্মের পর আমি একটি স্কুলে চাকরিতে জয়েন করি। কিন্তু এত অল্প বেতন এবং দীর্ঘ সময় কাজ করে আমি সংসারে সময় দিতে পারছিলাম না। সেজন্য নিজে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রথম দিকে ঘরোয়াভাবে রান্না, ব্লক, বাটিক ও সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করি এবং পরবর্তীকালে যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি পুরোদমে কাজ শুরু করি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

রওশনারা বেগম : প্রথম দিকে ইনকাম খুবই ভালো ছিল। তখন আমার বয়স কম ছিল, এনার্জিটিক ছিলাম, কাজের চাপও ছিল অনেক।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

রওশনারা বেগম : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে প্রায় ৭০ জন স্থায়ী এবং অল্প সংখ্যক অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

রওশনারা বেগম : শুরুতে কোনো কর্মী ছিল না। আমি একাই কাজ করতাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন, স্মার্টফোন, ফ্রিজ আছে?

রওশনারা বেগম : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

রওশনারা বেগম : জি, সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি। কিছুদিন আগে আমার শাশুড়ীর কিডনিতে সমস্যা হয়েছিল, তার চিকিৎসা করিয়েছি। আমার ছোটো ছেলের পায়ের চিকিৎসার জন্য গত বছর ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

রওশনারা বেগম : খাদ্য তালিকা প্রায় আগের মতোই আছে। যখন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

রওশনারা বেগম : না, আমার বাড়ি প্রায় আগের মতোই আছে। আমি আমার ছেলেদের পড়াশোনা করিয়েছি এবং রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের পেছনে খরচ করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

রওশনারা বেগম : আমার ২ ছেলে। বড়ো ছেলে সিএসই-তে পড়ছে এবং ছোটো ছেলে কলেজে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

রওশনারা বেগম : হ্যাঁ, অবশ্যই বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

রওশনারা বেগম : তারা আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আমাকে ডাকে, আমি অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

রওশনারা বেগম : জি। আমি সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এ বছরে এক লাখ টাকার শীত বস্ত্র, ঈদে প্রায় দুই লাখ টাকার কাপড় বিতরণ করেছি। বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করে আমি বিভিন্ন স্কুলে প্রায় পাঁচ হাজার বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। 'মায়ামি' নামে আমার একটি সংগঠন আছে। এর মাধ্যমে আমি যৌতুক বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করি। বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করতে আমি কাজ করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

রওশনারা বেগম : আমার যেহেতু হ্যান্ডিক্রাফটের বিজনেস সেহেতু দশ বছর আগে যে দাম দিত, এখনো সেই দামই আছে। আবার তারা কমিশনও দাবী করে। সেজন্য কাজ করা টাফ হয়ে গেছে। আবার সব জায়গাতেই সমন্বয়হীনতা আছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা এগিয়ে গেলে অনেকে সেটি ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এছাড়া আর কোনো হয়রানির শিকার হতে হয়নি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

রওশনারা বেগম : জি, আমি অবশ্যই মনে করি প্রত্যেকের আত্মকর্মী হওয়া

প্রয়োজন। বিশেষ করে যারা নারী তাদের নিজের কিছু না কিছু করতেই হবে। দারিদ্র্য বা বেকারত্ব দূর করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আত্মকর্মী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

রওশনারা বেগম : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগে আরও অনেক জায়গা থেকে ঘরোয়াভাবে ট্রেনিং নিয়েছিলাম এবং কাজ করেছিলাম। তবে যুব উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিং গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমি পুরোদমে কাজ শুরু করতে পেরেছি এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

❒ [রওশনারা বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন চট্টগ্রাম জেলায়। তিনি ২০০৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রিয় বুটিক্স এন্ড ফ্যাশান। স্বল্প বেতনের চাকরি ছেড়ে সংসারে হাল শক্ত হাতে ধরতে নিজে কিছু করার তাগিদ থেকে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-১০৬

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে?

রুবি বিশ্বাস : আমি ২০১৫ সালে পোল্ট্রি ফার্মের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

রুবি বিশ্বাস : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'অগ্রগামী যুবকল্যাণ সংস্থা'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

রুবি বিশ্বাস : প্রশিক্ষণের পরপরই ২০১৫ সালে আমার পোল্ট্রি ফার্মের কার্যক্রম শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

রুবি বিশ্বাস : পোল্ট্রি ফার্মের পাশাপাশি আমার একটি ছোটো গার্মেন্টস আছে। সেখানে প্রায় ৬০টি সেলাই মেশিন চলে। আমি প্রশিক্ষণার্থীদের নিজে ট্রেনিং ও সেলাই মেশিন দিয়ে কাজের ব্যবস্থা করে দেই। আমি দেশি মুরগি পালন করি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

রুবি বিশ্বাস : সব খরচ বাদ দিয়ে আমার মাসিক প্রায় এক লাখ টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

রুবি বিশ্বাস : না।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

রুবি বিশ্বাস : ব্যবসা শুরুর সময় মহিলা অধিদপ্তর থেকে আমাকে আট হাজার টাকা লোন দেওয়া হয়েছিল।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

রুবি বিশ্বাস : আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলাম। তবে আমার শ্বশুরবাড়ি খুব বেশি সম্ভ্রান্ত ছিল না। নিজেকে তৈরির ক্ষেত্রে আমার স্বামী আমাকে অনেক হেল্প করেছেন। আমার সব কাজে তিনি সাপোর্ট করেছেন। আমার মনে হয়েছে চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে না ছুটে আমি যদি নিজে কিছু করি তাহলে নিজে বাঁচব, পাশাপাশি আরও কিছু মানুষকে বাঁচাতে পারব। সেজন্য শুরু থেকেই

চাকরির পেছনে না ছুটে আমি আমার ফার্ম ও এনজিও নিয়ে কাজ করেছি এবং আত্মকর্মী হয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

রুবি বিশ্বাস : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে প্রায় ১০০ জন স্থায়ী এবং সেলাইয়ের কাজে বেশ কিছু অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে। তারা বাড়িতে বসে কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

রুবি বিশ্বাস : শুরুতে আমি একাই কাজ করতাম। তারপর আস্তে আস্তে কর্মী নিয়োগ দিয়েছি।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

রুবি বিশ্বাস : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

রুবি বিশ্বাস : জি, আমার বাসা থেকে হাসপাতাল অনেক কাছে। যেকোনো সমস্যায় সহজে চিকিৎসা নিতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

রুবি বিশ্বাস : আমার পরিবারের সদস্যরা আমিষ পছন্দ করে না। আগে যাও খেতাম, এখন কম খাওয়া হয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

রুবি বিশ্বাস : জি, শুরুর দিকে আমি ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। এখন আমি নিজে বাড়ি করেছি। আমার প্রতিবন্ধী যে স্কুলটি আছে, সেখানেও জমি দান করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

রুবি বিশ্বাস : আমার দুই ছেলে। বড়ো ছেলে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে এবং ছোটো ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

রুবি বিশ্বাস : হ্যাঁ, বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

রুবি বিশ্বাস : এলাকার যেকোনো প্রোগ্রামে তারা আমাকে ইনভাইট করে, নেতৃত্ব দিতে বলে। এলাকায় কারো কোনো সমস্যা হলে প্রথমেই আমাকে স্মরণ করে। আমি সাধ্যমতো সাহায্য করতে চেষ্টা করি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

রুবি বিশ্বাস : আমি আমার এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে একটি প্রতিবন্ধী স্কুল করেছি। সেখানে আমি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আমি নিজেকে সমাজকর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

রুবি বিশ্বাস : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

রুবি বিশ্বাস : যুব উন্নয়নের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যুব উন্নয়নের কারণে আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। যুব উন্নয়নই এই রুবিকে তৈরি করেছে। তাদের হাত ধরেই আমার পথচলা।

❐ [রুবি বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেছেন গোপালগঞ্জ জেলায়। গ্রাম : বাগান উত্তর পাড়া, পোস্ট : কোটালীপাড়া। তিনি ২০১৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : অগ্রগামী যুবকল্যাণ সংস্থা। নিজের পাশাপাশি আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে তিনি অর্জন করেছেন শ্রেষ্ঠ জয়িতা পুরস্কার।]

সফল আত্মকর্মী-১০৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে নিয়েছিলেন?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমি ২০০২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সেলাইয়ের ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানটির নাম কি?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : 'জীবিকা বহুমুখী বুটিক্স হাউজ' নামে ২০০২ সালে আমি এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু করি এবং ২০০৪ সালে অনুমোদন পেয়েছি। এছাড়া 'জীবিকা বহুমুখী ট্রেনিং সেন্টার' এবং 'জীবিকা বহুমুখী সমাজ কল্যাণ সংস্থা' নামে আরও প্রতিষ্ঠান আছে।

২০০২ সাল থেকে দীর্ঘ ২২ বছরে ধীরে ধীরে আপনি কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটিয়েছেন?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : প্রথমে ২০০৭ সালে আমাকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মেলাতে পাঠিয়েছিল। সেই থেকে শুরু। আমি দেশে এবং দেশের বাহিরের সব মেলায় যোগদান করতাম। ইন্ডিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড এবং লন্ডনের মেলাগুলোতে আমার প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিয়ে মেলায় যোগদান করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কেমন?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অত্যন্ত ভালো।

আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক ইনকাম কত টাকা?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমার মাসিক ইনকাম কমে গেছে, করোনা ভাইরাসের কারণে আমার প্রতিষ্ঠানে ধস নেমেছে। আগে আমার অনেক বড়ো দোকান ছিল। কিন্তু এখন আমার ছোটো একটি দোকান আছে আর বাসায় কিছু কাজ করি।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল কি?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : করোনার কারণে ব্যবসায় এই ধস মোকাবিলা করে উঠতে না পারার কারণে আমার ১৭ জন কর্মীদের বেতন, ঘর ভাড়া, বিদ্যুৎ বিলের খরচ ইত্যাদির জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিয়েছি। আমি হাল ছাড়িনি। বাড়িতে এবং দোকানে কিছু কিছু কার্যক্রম আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতি থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমি প্রতিষ্ঠানকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য

ব্যাংক এশিয়া থেকে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি। আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে আমি ৫০ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছি।

আপনি এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন, যেখান থেকে ইনকাম হয়?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমি এখন সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছি।

বিজনেসের যাত্রা শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমি বিভাগীয় পুরস্কার পাওয়ার পরে ১০ হাজার টাকা ও সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ১০ হাজার টাকা অনুদান পাই। আমার পারিবারিক সম্পত্তি ছিল সেগুলো বিক্রি করে বিজনেস শুরু করি। এছাড়াও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৩০ হাজার এবং অনুদানের পেয়েছি ১০ হাজার টাকা, এর পাশাপাশি নিজের কিছু জমানো টাকা নিয়ে বিজনেস শুরু করেছিলাম।

আপনার বিজনেসের শুরুতে কত টাকা ইনকাম ছিল?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : ৫-১০ হাজার টাকা।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মী কত জন?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমার প্রতিষ্ঠানে ৪ জন স্থায়ী কর্মী এবং অনেক জন অস্থায়ী কর্মী আছে। আর প্রতিষ্ঠানের শুরুতে ২৭ জন কর্মী নিয়ে শুরু করেছিলাম।

আপনার বাসায় কি টেলিভিশন আছে?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : হ্যাঁ।

পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার আগে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার পরিবারের সদস্যদের সময়মতো সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন কি?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমি স্বাবলম্বী হওয়ার আগে আমার স্বামীর উপরে নির্ভরশীল ছিলাম। আমি আত্মকর্মী হওয়ার পরে সেটি চেঞ্জ হয়েছে। এখন তো আমি নিজেই খরচ বহন করতে পারি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকায় কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : জি, স্বাবলম্বী হওয়ার আগে আমার হাজবেন্ডের উপর নির্ভরশীল ছিলাম। আমি স্বাবলম্বী হওয়ার পরে যখন যা মন চায় তাই খেতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? এতে আপনার কোনো ভূমিকা আছে?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমার বাসস্থানে অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু আমার ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : আমার তিন জন সন্তান এক ছেলে, দুই মেয়ে। আমার ছেলে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করে স্কলারশীপ নিয়ে স্পেন চলে গিয়েছে। মেয়ে বড়ো অনার্স ৩য় বর্ষে এবং আরেকজন অনার্স ১ম বর্ষে পড়াশোনা করে।

আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : হ্যাঁ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমাকে ইনভাইট করত। আমি সেখানে যেতাম। আমাকে মানুষ সম্মান করে। আমাকে খুঁজে বের করে তারা আমার ট্রেনিং সেন্টার থেকে তারা ট্রেনিং নিত।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কি আপনার সাথে?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : না।

আপনি কি কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছেন?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : জি, আমি বন্যার সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করি, বিভিন্ন দিবসে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি এবং বস্ত্র ও খাদ্য বিতরণ করে থাকি। বাল্যবিবাহ, শিশু ও নারী নির্যাতন করলে সেখানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার, তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া উচিত?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : অবশ্যই, আমি মনে করি। যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তারা ভালো চাকরি পায় না। তারা কোনো স্থান থেকে কোনো একটি বিষয়ে ট্রেনিং করলে ভালো কিছু করতে পারবে এবং সফল হবে। তাই যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে এবং যাদের নেই সবারই আত্মকর্মী হওয়া উচিত।

সর্বশেষ আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন?

রাবেয়া আক্তার রিয়া : মূলত আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলাম বলে আজকে আমি সফল হতে পেরেছি। যুব উন্নয়ন না থাকলে আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না। আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া এবং যুব উন্নয়ন দীর্ঘজীবী হোক।

❒ [রাবেয়া আক্তার রিয়া জন্মগ্রহণ করেছেন সিলেট জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ১০৫ সোনার বাংলা আ/এ, পশ্চিম কাজলশাহ, সদর, সিলেট। তিনি ২০০২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : জীবিকা বহুমুখী বুটিক্স হাউজ। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, মাদার তেরেসা, শের-ই-বাংলা এওয়ার্ড-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১০৮

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

রেজাযুনুল ইসলাম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আমি মাছ চাষ ও সমন্বিত কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে এই ট্রেনিংগুলো নেওয়ার কারণ কী ছিল?

রেজাযুনুল ইসলাম : কৃষিকে ভালোভাবে জানার জন্যই মূলত ট্রেনিং নিয়েছিলাম। যেহেতু আগে আমি কৃষি নিয়ে কাজ করেছি সেহেতু কৃষির উপরেই ট্রেনিং নিবো, এটিই স্বাভাবিক।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী কার্যক্রম হচ্ছে?

রেজাযুনুল ইসলাম : আমাদের প্রতিষ্ঠানটি একটি সমন্বিত কৃষি ফার্ম। এখানে রিসার্স হয়, ল্যাবও আছে। আমরা মাছ, সবজি, নার্সারি এরকম আরও কিছু সেক্টর নিয়ে কাজ করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

রেজাযুনুল ইসলাম : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম: গ্রিন ওয়ান।

কত সালে আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়?

রেজাযুনুল ইসলাম : ২০১০ সালে আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

২০১০ সাল থেকে আজ ২০২৪ সাল। এ দীর্ঘ সময়ে আপনার খামারের বিস্তার নিয়ে কিছু বলুন।

রেজাযুনুল ইসলাম : ২০১০ সালে শুরুতে মাছ চাষ করি। তার কিছুদিন পরে মরিচ চাষ করি যাকে বগুড়ার ঐতিহ্য বলা হয়। মরিচ চাষের পরে গরুর ফার্ম করেছি। পরবর্তীকালে ল্যাবরেটরি ও জৈবসার নিয়ে কাজ করছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থা কীরকম? অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্যবান হতে পেরেছেন?

রেজাযুনুল ইসলাম : ২০১০ সালে ১৬ হাজার টাকা দিয়ে আমার প্রতিষ্ঠান শুরু করি। বর্তমানে ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার মতো আমার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী সম্পত্তি রয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানের উপরেই কি আপনার সমস্ত উপার্জন? এর বাইরেও অন্য কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

রেজাযুনুল ইসলাম : আমরা একটিই প্রতিষ্ঠান। এখান থেকেই আমার সকল উপার্জন।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

রেজাযুনুল ইসলাম : ব্যবসার শুরুতে আমার বন্ধুবান্ধব আমাকে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছে। তারপরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ট্রেনিং করেছি এবং পরপর ৩ বার ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

কেন মনে হলো যে, আত্মকর্মী হবেন?

রেজাযুনুল ইসলাম : আমার স্বপ্ন ছিল আরডি'র মতো একটি প্রতিষ্ঠান করার। আরডি'কে দেখেই আমার মূলত আত্মকর্মী হওয়ার ইচ্ছে জেগেছে। আমার আন্ডারে অনেক মানুষ কাজ করবে। তারপর যত অসহায়-বাস্তুহারা আছে, তারেকেও আমি কাজ দিব। এরকম স্বপ্ন থেকে আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

আপনি যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন আপনার প্রতিষ্ঠানের কেমন আয় ছিল?

রেজাযুনুল ইসলাম : প্রথম দিকে দিন এনে দিন খাই- এরকম চলেছে।

বর্তমানে আপনার খামারে কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী আছে?

রেজাযুনুল ইসলাম : ৩০ জন স্থায়ীভাবে কাজ করে এবং ২০ জন চুক্তিভিত্তিক কাজ করে।

শুরুতে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

রেজাযুনুল ইসলাম : শুরুতে ৩ জন কর্মী ছিল।

পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য বাড়িতে টেলিভিশন, মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার এগুলো আছে?

রেজাযুনুল ইসলাম : হ্যাঁ, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছেন? আর স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন?

রেজাযুনুল ইসলাম : পারিবারিক অবস্থা বর্তমানে এমন একটি পর্যায়ে এসেছে যেখানে চিকিৎসা সেবা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে হয় না। বর্তমানে আমাদের একটি সার্কেল তৈরি হয়ে গেছে। আমরা যেহেতু গার্ডেন নিয়ে কাজ করি সেহেতু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এসপি, ডিসি সবার কাজই করি। তাই হাসপাতালে গেলে সর্বোচ্চ সেবা পাই।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থাকছে? আর স্বাবলম্বী হওয়ার আগে খাদ্য তালিকায় এগুলোর পরিমাণ কেমন ছিল?

রেজাযুনুল ইসলাম : আগে বাজার থেকে কিনে খেয়েছি। মোটামুটি ৬ বছর ধরে নিজের খামারে উৎপাদিত ফলমূল, মাছ, মাংস ইত্যাদি নিরাপদ খাবার খাচ্ছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

রেজাযুনুল ইসলাম : আগে টিনের ঘরে থেকেছি। গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। অনেক কষ্ট করে আমার গ্রাম পর্যন্ত বিদ্যুৎ নিয়েছি। গ্রামে এখনো সেভাবে বাড়ি করা হয়নি। তবে শহরে প্রথম শ্রেণির ভাড়া বাসায় থাকছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

রেজায়ুনুল ইসলাম : আমার এক মেয়ে। বয়স ১৯ মাস। আমার স্ত্রীর পড়াশোনা করছেন এগ্রিকালচার নিয়ে। আমার এমপ্লয়িরাদের অনেকেই পড়াশোনার সাথে যুক্ত।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কি সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

রেজায়ুনুল ইসলাম : এগুলো খুবই ভালো। সামনে তো সবাই অনেক ভালো বলে। তবে পেছনে আবার অনেকেই হিংসা করে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

রেজায়ুনুল ইসলাম : আমার বয়স বেশি না। তা সত্ত্বেও আমাকে মসজিদের সেক্রেটারি বানানো হয়েছে। যত সভা-সমাবেশ হয় সবখানেই মোটা অক্ষরে আমার নামে দাওয়াত আসে।

২০১০ সালে যখন আপনি প্রতিষ্ঠান চালু করলেন তখন আপনার বয়স কত ছিল?

রেজায়ুনুল ইসলাম : তখন আমি নাবালক ছিলাম। প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ট্রেনিংও আমাকে দেয়নি। যুব উন্নয়নে আমাকে একদম পেছনে বসতে দিয়েছিল।

পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা আছে?

রেজায়ুনুল ইসলাম : আগে তেমন কোনো হয়রানির শিকার হইনি। আর বর্তমানেও তেমন কোনো হয়রানির শিকার হচ্ছি না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেন?

রেজায়ুনুল ইসলাম : আমাদের এলাকার হাফিজিয়া মাদ্রাসা থেকে যারা কোরআনের হাফেজ হয়, আমি তাদের একটি ক্রেস্ট ও সার্টিফেকেট এবং নগদ ৫ হাজার টাকা দিয়ে থাকি। আমার ফার্মে অনেক অসহায়, প্রতিবন্ধীও কাজ করে। তাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করি। এছাড়াও কিছু কিছু পরিবারে টিউবওয়েল দেই।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

রেজায়ুনুল ইসলাম : বর্তমান ডিডি স্যার আমাদের এখানে জয়েন করার পরে যুবরা একদম জেগে উঠেছে। আগে বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে আমরা তেমন মূল্যায়ন পেতাম না। ডিডি স্যার আমাদের জোর গলায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আত্মকর্মী হিসেবে। এটি আমাদের জন্য অনেক বড়ো পাওয়া। আজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আছে বলেই আমাদের মতো যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে।

❐ [রেজায়ুনুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন বগুড়া জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: শাহজাহানপুর, বগুড়া। তিনি ২০১৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: গ্রীন নার্সারি। তার স্বপ্ন বড়ো একটা প্রতিষ্ঠান করা যেখানে বাস্তহারা মানুষদের কাজ দিবেন, এমন স্বপ্ন থেকেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। রেজায়ুনুল ইসলাম সফল আত্মকর্মী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত।]

সফল আত্মকর্মী-১০৯

প্রথমে আপনার নাম, জেলা শহর এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে শুরু করবেন।

রিমা আক্তার : আমি রিমা আক্তার, জেলা কিশোরগঞ্জ, আমার প্রতিষ্ঠানের নাম রিমি ফ্যাশন।

আপনি তো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কোন প্রশিক্ষণটি নিয়েছিলেন?

রিমা আক্তার : ব্লক বাটিক ও সেলাই এবং বিউটিফিকেশন।

এগুলো ছাড়াও অন্য কোনো ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

রিমা আক্তার : অন্য ট্রেনিং বলতে, 'ফ্যামিলি লাইফ এডুকেশন অনলাইন আর্নিং' নিয়েছি সাভার থেকে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কী কী কাজ হয়ে থাকে?

রিমা আক্তার : আমার বর্তমানে দুইটা পার্লার আছে আর বুটিক্সের কাজগুলো চলছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা কবে এবং কীভাবে শুরু হয়েছিল?

রিমা আক্তার : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরেই শুরু করি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে প্রথম উন্নয়ন মেলা হয়, সেখানে আমি অংশগ্রহণ করি। আগেও টুকটাক কাজ করতাম তবে মেলার মাধ্যমে আমার পরিচয়টা বাড়ে। পরিচয় বৃদ্ধির কারণে অর্ডার আসে এবং কাজগুলো করতে থাকি।

বিস্তার তাহলে কীভাবে ঘটল?

রিমা আক্তার : এরপরে আমি আরও অনেকগুলো মেলায় অংশগ্রহণ করি এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করি। অর্ডার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এলাকার মহিলাদের নিয়ে গ্রামে গিয়ে আমি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মী সংখ্যা বাড়াই। অনলাইনে একটা পেইজ খুলি তার মাধ্যমেও অর্ডার আসতে থাকে। এভাবেই বিস্তার ঘটেছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি, অবনতির অবস্থাটা কেমন?

রিমা আক্তার : এখন বিউটিফিকেশনটা ভালো চলছে। তবে বুটিক্সটা আস্তে আস্তে চাহিদা কমে গেছে। তারপরও ধরে রাখছি, যেটুকু চাহিদা আছে সেটাই বাড়ানোর চেষ্টা করছি। বর্তমানে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাটা একটু খারাপই যাচ্ছে বলা

যায়। তাই আমাদের বেচা বিক্রিও আগের তুলনায় একটু কম। তবুও চালিয়ে যাচ্ছি। দেশের বাহিরের মেলাগুলোও করেছি, তবে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহিরের মেলাগুলোর আগ্রহও কমে গেছে। ২০১৮/১৯ সালে আমাদের ব্যবসাটা ভালো গেছে, অনেক কর্মী নিয়ে কাজ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সুসময় আবার আসবে, তাই ব্যবসা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। ব্যবসা মানেই তো ভালো দিন আবার খারাপ দিন আসবেই। নিরাশ হওয়া যাবে না। ২০১৬ সালে শুরু করে ২০২১ সালেই একটা জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি। তাই বলা যায় আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না। কীভাবে ওভারকাম করা যায় সেটার চেষ্টা করতে হবে।

আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছেন?

রিমা আক্তার : জি, আমি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছি। মানুষকে সাধ্যমতো সহযোগিতা করছি। এ ছাড়াও আমার সংগঠন আছে, সেটা নিয়ে কাজ করছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা নিয়েছিলেন?

রিমা আক্তার : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়াও 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক' থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি। এখনো তাদের থেকে ঋণ পাচ্ছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

রিমা আক্তার : আমার বড়ো বোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। মা-বাবার ইচ্ছে ছিল বড়ো বোনের মতো আমারও একটা সরকারি চাকরি হবে। তবে আমার ইচ্ছে ছিল আমি এমন একটা কাজ করব যেখানে নিজে আয় করা যাবে এবং সেই সাথে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সেই ভাবনা থেকেই মাথায় আসছে উদ্যোক্তা হলেই কেবল সম্ভব, নিজে আয় করা এবং অন্য মানুষকে আয়ের সুযোগ করে দেওয়া।

প্রথমদিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের আয় কীরকম ছিল?

রিমা আক্তার : প্রথম দিকে একটা প্রশিক্ষণের ভাতা পেয়েছিলাম। সেটা দিয়েই শুরু করি। ছোটোবেলায় আমি কুশিকাটা কাজ শিখেছি। তাই কুশিকাটা দিয়েই আমার কাজ শুরু করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, তখন ভালো ছিল। কুশিকাটার হাতা তৈরি করে ছয়শো টাকা বিক্রি করি। অল্প পুঁজিতে বেশি পরিশ্রম দিয়ে ভালোই ইনকাম করা যেত।

বর্তমান আপনার ইনকাম কেমন?

রিমা আক্তার : বর্তমানে মাসে লাখ টাকার মতো ইনকাম হচ্ছে।

কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

রিমা আক্তার : হ্যাঁ, করোনাকালে সময়ে তো আমাদের সব বন্ধ ছিল।

ক্ষতির সময় নিজেকে বা ব্যবসাকে কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

রিমা আক্তার : তখন অনলাইনে ব্যবসা করার চেষ্টা করেছি। পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করেছি। হাতের কাজ বর্তমানে আবার চলছে না, তাই যে কাজের চাহিদা সেটা করার চেষ্টা করছি। পেইন্টিং এর চাহিদা আছে বর্তমানে। চাহিদা, পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। একটা সময় আমার শুধু বুটিক্স শপ ছিল। তারপর বিউটিফিকেশন শুরু করলাম। এভাবেই পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংখ্যা কতজন আর শুরুতে কতজন ছিল?

রিমা আক্তার : শুরুতে অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল আর স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ছিল পাঁচজন। বর্তমানে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু অস্থায়ী কর্মীদের ব্যাপকভাবে কাজ দিতে পারছি না। অর্ডার পেলে মাঠে কাজ দেওয়া হয়। আগে অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ছিল তিনশো জনের মতো। বর্তমানে অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা কমে একশো জনে এসেছে আর স্থায়ী কর্মসংখ্যা পাঁচ জন থেকে বেড়ে ১৫ জন হয়েছে।

বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থা কেমন? আগের তুলনায় কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন!

রিমা আক্তার : পারিবারিক অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ ভালো। পারিবারিকভাবে আমার ভাইকেও আমি সহযোগিতা করতে পারছি।

আপনি কী মনে করেন যাদের তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বা কম এবং কর্মপ্রত্যাশী তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

রিমা আক্তার : হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি মনে করি কেউ যদি কাজ জানে তাহলে তাকে কখনো বেকার বসে থাকতে হবে না। বাংলাদেশে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে ভাবা হতো পড়াশোনা করলেই চাকরি আর কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু বর্তমানে কারো যদি কোনো কাজের প্রতি দক্ষতা না থাকে তাহলে সে কাজ পাবে না। দক্ষতা থাকলে তাকে কখনো বেকার বসে থাকতে হবে না।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ আছে কি না? যেমন– মোবাইল, ট্যাব, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

রিমা আক্তার : জি, আছে।

আপনার পরিবারের সদস্যরা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

রিমা আক্তার : হ্যাঁ, আমার ভাইয়ের মেয়ে সে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে।

পারিবারিক চিকিৎসা লাভের সুযোগ আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে কতটুকু উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন?

রিমা আক্তার : পারিবারিক চিকিৎসা এখন ভালো।

আগের তুলনায় আপনি উদ্যোক্তা হওয়ার পরে খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন আসছে কি না যেমন– মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদিতে?

রিমা আক্তার : হ্যাঁ, পরিবর্তন এসেছে।

আপনি উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোয় কোনো পরিবর্তন আসছে কি না?

রিমা আক্তার : জি, পরিবর্তন আসছে। আমাদের আগে টিনের বাড়ি ছিল আর বর্তমানে ফাউন্ডেশন করে বাড়ি করেছি।

আপনার সামাজিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না। যেমন, সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

রিমা আক্তার : হ্যাঁ, অবশ্যই। শুধু আমার গ্রামে না, পুরো কিশোরগঞ্জেই উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকে উপস্থাপন করেন এবং আমার জীবনী বলার জন্য ডাকা হয়। আমাদের পুরো জেলা শহরেই এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কোনো প্রোগ্রামে গেলে সবাই বলে 'রিমা আপু আপনার কথা শুনছি, আপনি অনেক ভালো কাজ করেন' অনেকেই আছে যাদের আমি চিনি না কিন্তু আমাকে চিনে।

কখনো হয়রানির শিকার হয়েছেন কি না? সামাজিক বা পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কী রকম?

রিমা আক্তার : কখনো ওইরকম হয়রানির শিকার হইনি।

বর্তমানে যে সকল হতাশ কর্মপ্রত্যাশীরা রয়েছে তাদের উদ্দেশে কিছু বলেন।

রিমা আক্তার : আমার মনে হয়, সঠিকভাবে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। লেগে থাকতে হবে। খারাপ সময় আসবেই, তাই বলে বেশি হতাশ হওয়া যাবে না। চিন্তাভাবনা করে সঠিক পথে আগাতে হবে। খারাপ সময় আসবেই আর খারাপ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের জেনে বুঝে আস্তেধীরে কাজ করা উচিত।

সর্বশেষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

রিমা আক্তার : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যুব পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে আমাদের যে সম্মান দিয়েছেন এটা আমাদের জন্য অনেক বড়ো পাওয়া। যদিও আমরা পুরস্কারে জন্য কখনো কাজ করি নাই। আসলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব সেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমরা এখন বলতে পারি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে একটা পুরস্কার পেয়েছি। একটা জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার। পুরস্কারটা না থাকলে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে বলতে পারতাম না। তখন হয়তো বলতে হতো আমরা ব্যবসা করছি, এই এই ব্যবসা ইত্যাদি। এক কথায় বুঝানো যেত না তবে, বর্তমানে আমরা বলি জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ প্রাপ্ত। এইটুকু বললেই মানুষ এখন বুঝতে পারে। এটা আমাকে অর্থনৈতিক, সামাজিকভাবে অনেক সম্মানিত

করেছে। সে জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। নতুন যারা, তাদের পাশেও যেন এভাবেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থাকে। আসলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না।

❒ [রিমা আক্তার জন্মগ্রহণ করেছেন কিশোরগঞ্জ জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ৬ নং ওয়ার্ড, বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ সদর। তিনি ২০১৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : রিমি ফ্যাশন। চাকরি ছাড়াও যে ব্যবসা করে অনেক কিছু করা সম্ভব তা প্রমাণের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। রিমা আক্তার সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

লায়লা আরজুমান ভানু : আমি ২০০০ সালে সেলাইয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে হাঁস-মুরগি পালনের ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

সেলাইয়ের উপরই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন, অন্যান্য ট্রেনিংগুলো কেন নয়?

লায়লা আরজুমান ভানু : তখন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এই ট্রেনিংগুলোই ছিল। সে সময় বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের বেশি চাহিদা ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

লায়লা আরজুমান ভানু : 'দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ সংস্থা'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

লায়লা আরজুমান ভানু : ১৯৯৮ সালে শুরু করেছিলাম তবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছি ২০০০ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

লায়লা আরজুমান ভানু : বর্তমানে আমি মৎস্য চাষ, সেলাই, কুটির শিল্প ইত্যাদি নিয়ে কাজ করছি।

১৯৯৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে ধীরে ধীরে কীভাবে আপনার ব্যবসার বিস্তার ঘটিয়েছেন?

লায়লা আরজুমান ভানু : হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষ করেছি। আবার কুটির শিল্পের কাজ করে ২০১০ সালে আমি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নারী নেত্রী পুরস্কার পেয়েছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

লায়লা আরজুমান ভানু : করোনার আগে অনেক ভালো ছিল। করোনার পরে আয় অনেক কমে গেছে। তবে এখন আবার আয় কিছুট বাড়ছে।

করোনার এই ক্ষতি কীভাবে সামলে নিয়েছেন?

লায়লা আরজুমান ভানু : এখন আমরা সবাই মিলে কাজ করছি।

আপনি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

লায়লা আরজুমান ভানু : করোনার আগে আমার ১০টি গাভী ছিল।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

লায়লা আরজুমান ভানু : আমি ঋণ নেইনি। আমার কাছে যা পুঁজি ছিল সেটা দিয়েই আমি ব্যবসা শুরু করেছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

লায়লা আরজুমান ভানু : কারণ, আমার মনে হয়েছে আমি নিজে স্বাবলম্বী হতে পারলে আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদেরকেও স্বাবলম্বী করতে পারব।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

লায়লা আরজুমান ভানু : তখন ইনকাম ভালোই ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

লায়লা আরজুমান ভানু : আমার এখানে ১৫ জন স্থায়ী এবং প্রায় ২৫ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

লায়লা আরজুমান ভানু : শুরুতে প্রায় ১৫ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

লায়লা আরজুমান ভানু : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা কতটা সহজতর হয়েছে?

লায়লা আরজুমান ভানু : আমি হার্টের রোগী। আমার স্বামী মারা গেছেন। আমার একার ইনকামে উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন থাকছে?

লায়লা আরজুমান ভানু : আগে তো ভালোই ছিল। তবে এখন মোটামুটি উন্নত হয়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার কি কোনো ভূমিকা আছে? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

লায়লা আরজুমান ভানু : জি, আগে টিনের ঘর ছিল, এখন বিল্ডিং বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

লায়লা আরজুমান ভানু : দুই ছেলে, এক মেয়ে। তারা পড়াশোনা করেছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

লায়লা আরজুমান ভানু : হ্যাঁ, মানুষ আমার জন্য আলাদা সম্মান দেখায়। নারী উদ্যোক্তা হিসেবে মানবাধিকার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করেছি। আমার সামাজিক পরিচিতি আছে।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

লায়লা আরজুমান ভানু : তারা আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

লায়লা আরজুমান ভানু : না, সবাই আমাকে সম্মান করে, ভালোবাসে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

লায়লা আরজুমান ভানু : হ্যাঁ, অনেক করেছি। নারী নির্যাতন ও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করেছি। অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি।

আপনি কি মনে করেন যারা বেকার এবং তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

লায়লা আরজুমান ভানু : জি, আমি মনে করি। কারণ নিজে স্বাবলম্বী না হতে পারলে অপরজনকে সাহায্য করা যায় না। নিজে স্বাবলম্বী হলে অপরকে সহযোগিতা করার মানসিকতা তৈরি হবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

লায়লা আরজুমান ভানু : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে জাতীয় পুরস্কার এনে দিয়েছে। গাভী পালনের জন্য টাকা অনুদান দিয়েছে। আমি একটি গাভী থেকে ১০টি গাভী পালন করছি। এছাড়াও সেলাইয়ের কাজ, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আমি ট্রেনিং নিয়েছি এবং তাদের সহযোগিতায় প্রায় ৫০ জন মহিলাকে ট্রেনিং দিয়েছি। তাদেরকে স্বাবলম্বী করতে তাদের লোন দিয়েছি।

❒ [লায়লা আরজুমান ভানু জন্মগ্রহণ করেছেন ভোলা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : গাজীপুর রোড, ভোলা পৌরসভা, ভোলা। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : দুস্থ মহিলা কল্যাণ সংস্থা। নিজে স্বাবলম্বী হয়ে অন্য নারীদের স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করার ইচ্ছা থেকেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। লায়লা আরজুমান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, জয়িতা পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১১

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন ট্রেনিংটি নিয়েছিলেন?

লেমুনুজ্জামান : আমি ২০১০ সালে গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপরেই ট্রেনিংটি কেন নিয়েছিলেন?

লেমুনুজ্জামান : গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখেই অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। ভালো ইনকাম ছিল গ্রাফিক্স ডিজাইনে তাই অন্য কোনো ট্রেনিং গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়েনি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী এবং এটি কত সালে প্রতিষ্ঠা করেন?

লেমুনুজ্জামান : 'নিউ সান ইনস্টিটিউট অফ আইটি'। এটা ২০১২ সালে শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাক্রমগুলো কী?

লেমুনুজ্জামান : এখানে স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর বিভিন্ন কোর্স করানো হয় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে।

২০১২ সাল থেকে ২০২৪। গত ১২ বছরে কোন ধরনের বিস্তার ঘটালেন আপনার প্রতিষ্ঠানের?

লেমুনুজ্জামান : বিস্তার বলতে, যখন শুরু করি তখন ৪ থেকে ৫টা কম্পিউটার দিয়ে শুরু করি। এখন ৪০টার উপরে কম্পিউটার। আগে ট্রেইনারের সংখ্যা ছিল দুইজন। বর্তমানে আমার ট্রেইনারের সংখ্যা ১০ জন।

অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে আপনার প্রতিষ্ঠান কতটুকু সামর্থ্যবান হয়েছে? অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক ইনকাম কত?

লেমুনুজ্জামান : মাসিক ইনকাম এক লক্ষ টাকার মতো আছে।

এর পাশাপাশি অন্য কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

লেমুনুজ্জামান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ক্লাস নিয়ে থাকি। এছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিয়েছি।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

লেমুনুজ্জামান : আমি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করিনি। স্ব-উদ্যোগেই শুরু করেছি।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

লেমুনুজ্জামান : চাকরি করতে ভালো লাগেনি। বেতন সেলারি ভালো ছিল না তাই আত্মকর্মী হয়েছি।

ব্যবসার শুরুতে আপনার আয় কীরকম ছিল?

লেমুনুজ্জামান : প্রথম দিকে লাভ লস সমান সমান ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

লেমুনুজ্জামান : স্থায়ী কর্মী আটজন আর অস্থায়ী কর্মী দুইজন।

শুরুতে প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী ছিল?

লেমুনুজ্জামান : শুরুতে দুইজন ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল?

লেমুনুজ্জামান : করোনার সময়।

ক্ষতিটা কীভাবে সামলিয়েছেন?

লেমুনুজ্জামান : করোনাকালে অনলাইন ট্রেনিং করিয়েছি।

আপনার বাসায় বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

লেমুনুজ্জামান : জি, আছে।

আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার আগে এবং পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসা সেবা কীরকম দিতে পারছেন?

লেমুনুজ্জামান : বাবা ক্যান্সারের রোগী ছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসা করাতে হয়েছে। আমি যেহেতু পরিবারের বড়ো ছেলে তাই আমাকেই সব করতে হয়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে কীরকম থাকছে?

লেমুনুজ্জামান : উদ্যোক্তা হওয়ার আগে আমাকে কিছু কিনতে হয়নি। আগে বাবা ছিল তিনিই কিনতেন। এখন যেহেতু বাবা নেই তাই আমাকেই সব কিনতে হয়। সত্যি কথা বলতে এখন এগুলো সবই আমি কিনতে পারি। কারো থেকে ধারদেনা করতে হয় না। আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালোই চলছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

লেমুনুজ্জামান : আগে বাড়ি ছিল না। এখন নিজ উদ্যোগে বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত আছে?

লেমুনুজ্জামান : আমার এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে ক্লাস থ্রিতে পড়ে। ছেলে ছোটো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা কী বেড়েছে?

লেমুনুজ্জামান : আলহামদুলিল্লাহ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। অনেক জায়গায় আমাকে ডাকে। যেমন সাভার যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে গত বৃহস্পতিবারেও ওয়ার্কশপ ছিল।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

লেমুনুজ্জামান : শুরু থেকেই ছিল। তবে জাতীয় যুব পুরস্কার পাবার পর থেকে এখন আর ঐরকম হয়রানি করে না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

লেমুনুজ্জামান : সামাজিক কর্মকাণ্ড বলতে আমরা বৃক্ষরোপণ করি। গরিব দুঃখী মানুষদের বিভিন্ন ট্রেনিং করিয়ে থাকি। তারপর কেউ যখন উদ্যোক্তা হতে চায় তাকে আর্থিক সহযোগিতা না করতে পারলেও বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করি। রক্তদান কর্মসূচি করি, সচেতনতামূলক বিভিন্ন জায়গায় সেমিনার করে থাকি।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

লেমুনুজ্জামান : চাকরির বাজার তো আমাদের দেশে খুব একটা ভালো না, নতুন কর্মসংস্থান তো বাংলাদেশে হচ্ছে না। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। অনেকে অনার্স, মাস্টার করে বেকার বসে আছে। ছোটোখাটো ব্যবসা দিয়ে শুরু করে প্লানপরিসরে আগানো উচিত। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরেও অনেক ভালো ভালো কোর্স হচ্ছে। নিউ বিজনেস ক্রিয়েশন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এরকম কোর্স হচ্ছে তাই, এই কোর্সগুলো গ্রহণ করলে তাদের উদ্যোক্তা হওয়া সহজ হয়ে যাবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলবেন।

লেমুনুজ্জামান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তো আসলেই বড়ো মাপের একটা অর্গানাইজেশন। বিশেষ করে যারা বেকার যুবক তাদের নিয়ে কাজ করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিয়ে কথা বলে শেষ করা যাবে না। আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রথম অবদান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। আমাকে স্বাবলম্বী করেছে, আমাকে সম্মানিত করেছে। আমি আর্থিকভাবেও এখন সচ্ছল।

❒ [লেমুনুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ৩০/৩, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা। তিনি ২০১০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : নিউ সান ইন্সটিটিউট অফ আইটি। স্বল্প বেতনের চাকরির পরিবর্তে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে মানুষের উপকার করার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। লেমুনুজ্জামান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১২

আপনি তো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন। প্রথম কোন ট্রেনিংটি নিয়েছিলেন?

লিটন চন্দ্র দাস : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য, গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা, কম্পিউটার ট্রেনিং ইত্যাদি নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠান 'ভাই ভাই ফিশারিজ' এ কোন ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে?

লিটন চন্দ্র দাস : ফিশারিজের সাথে ফিশারিজ আছে। পাশাপাশি খাদ্য ফিডের ব্যবসা করছি। এরপর গরুর খামার করেছি। মৎস্য চাষ করছি। গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসার সাথেও জড়িত আছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

লিটন চন্দ্র দাস : প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে ২০০৮ সালে।

২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল। এই সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানে কীরকম বিস্তার ঘটেছে?

লিটন চন্দ্র দাস : ২০০৮ সালে একটা পুকুর নিয়ে শুরু করেছিলাম। এরপর ধীরে ধীরে উন্নতি করেছি। এখন পুকুরের সংখ্যা ১০টি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মাসিক ইনকাম কীরকম?

লিটন চন্দ্র দাস : বাৎসরিক ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকার মতো ইনকাম হচ্ছে।

আপনি কী এই প্রতিষ্ঠান বাদেও অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

লিটন চন্দ্র দাস : প্রাথমিক চিকিৎসার সাথে যুক্ত আছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

লিটন চন্দ্র দাস : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

লিটন চন্দ্র দাস : তখন বেকার ছিলাম, কোনো চাকরিবাকরি ছিল না, সেজন্যই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আত্মকর্মী হবো। তাছাড়াও ছোটোবেলায় ভেবেছি নিজের একটা প্রতিষ্ঠান করব। কেননা নিজের ব্যবসায় স্বাধীনতা থাকে এবং আত্মতৃপ্তিও থাকে। আমি ২০০৮ সালে ডিগ্রি পাশ করেছি। ডিগ্রি পাশ করে কিন্তু চাকরির পেছনে ছুটি নাই। ছোটোবেলা থেকেই যেহেতু ব্যবসা করার কথা চিন্তা করেছি তাই ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়ে যাই। মাছ চাষ দিয়েই শুরু করেছিলাম। তারপর

ট্রেনিং করি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রথম দিকে আপনার ব্যবসায় ইনকাম কেমন ছিল?

লিটন চন্দ্র দাস : প্রথম দিকে একদমই কম ছিল। মাসে এক থেকে দুই হাজার টাকা ইনকাম হতো। নিজে চলতে পেরেছি আরকি!

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন এবং অস্থায়ী কর্মী কতজন?

লিটন চন্দ্র দাস : বর্তমানে মাসিক বেতনে কাজ করে ১২ জন। অস্থায়ীভাবে দুই-চার জন কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

লিটন চন্দ্র দাস : শুরুতে নিজেই কাজ করেছি। কোনো কর্মী ছিল না।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

লিটন চন্দ্র দাস : আমার প্রতিষ্ঠান আল্লাহর রহমতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পরে ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পরে আমি ডে বাই ডে উন্নতি করছি।

আপনার বাড়িতে বিনোদন লাভের জন্য টেলিভিশন আছে নিশ্চয়ই?

লিটন চন্দ্র দাস : হ্যাঁ, টেলিভিশন আছে।

পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারেন?

লিটন চন্দ্র দাস : হ্যাঁ, দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকায় কোন ধরনের পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করেন?

লিটন চন্দ্র দাস : খাদ্য তালিকায় অবশ্যই পরিবর্তন এসেছে। কেননা ইনকাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো। মাছ, মাংস, ডিম এগুলো তো প্রতিদিনই থাকে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের কোনো পরিবর্তন এসেছে?

লিটন চন্দ্র দাস : আগে ছনের বাড়ি ছিল তারপর টিনের। তারপর আধাপাকা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন?

লিটন চন্দ্র দাস : আমার একটা মেয়ে। তার বয়স তেরো মাস।

স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে কী সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

লিটন চন্দ্র দাস : হ্যাঁ, অবশ্যই, অনেক বেড়েছে। আগে আমাকে অনেকেই চিনত না। কিন্তু এখন মৎস্যচাষি থেকে শুরু করে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালনকারী সবাই আমাকে চিনে। ট্রেনিংও করিয়েছি অনেককে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে অথবা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

লিটন চন্দ্র দাস : হয়রানি তো হয়েই থাকি। একটা মানুষ যখন উপরে উঠতে থাকে তখন তো মানুষ নানান ভাবেই হয়রানি করে। সেগুলো ওভারকাম করেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

লিটন চন্দ্র দাস : হ্যাঁ, অবশ্যই করি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে মানুষের পাশে দাঁড়াই। বন্যার সময় গরিব অসহায় মানুষদের সহযোগিতা করা।

আপনি কী মনে করেন যাদের তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই অথচ কর্মপ্রত্যাশী তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

লিটন চন্দ্র দাস : হ্যাঁ, মনে করি। আত্মকর্মী হওয়ার বিকল্প কিছু নেই। বেকার মানুষকে সামাজিকভাবে সবাই হেয় করে। পারিবারিকভাবেও কেউ তাকে পছন্দ করে না। আত্মকর্মী হলে সমাজের মানুষ এবং পরিবার সবাই পছন্দ করে। নিজেকে ব্যস্ততার মধ্যে রাখা যায়। আত্মকর্মী হয়ে উঠলে খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। আত্মকর্মী হলে দেশ, সমাজ, পরিবার এবং নিজের জন্যেও ভালো। তাই মনে করি যারা বেকার আছে তাদের প্রত্যেকেরই স্বাবলম্বী হওয়া দরকার।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

লিটন চন্দ্র দাস : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ট্রেনিং নিয়ে যুব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নেওয়ার ফলে কাজের আগ্রহটা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। যুব শ্রেণিকে প্রতিষ্ঠিত করার অভিভাবক হচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

❒ [লিটন চন্দ্র দাস জন্মগ্রহণ করেছেন নেত্রকোনা জেলায়। গ্রাম : বড়বাড়ি (রামেশ্বর), পোস্ট : অভয়পাড়া, উপজেলা : আটপাড়া। তিনি ২০০৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : ভাই ভাই ফিশারিজ। চাকরির পেছনে না ছুটে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার জন্য তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। লিটন চন্দ্র সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১৩

প্রথমে আপনি আপনার নাম এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম বলুন।

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : আমি শাহনাজ আক্তার তুলি। আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'স্বপ্নজয়ী নারী উদ্যোক্তা যুব সংগঠন'। এটি একই সাথে আমার প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন।

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : আমি ২০২১ সালে ব্লক, বাটিকের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : ২০২১ সালের ২ নভেম্বর আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। এর আগে আমি রেজিস্ট্রেশনকৃত কোনো কার্যক্রম করিনি। তবে করোনার পর ২০২০ সাল থেকে আমি অনলাইন বিজনেস করতাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কী?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : আমরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বেসরকারি এনজিও থেকে নারীদের ট্রেনিং দিয়ে থাকি। ট্রেনিংয়ের পর যে যে বিষয়ে পারদর্শী, তাকে সেই কাজের সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্লক, বাটিকের কাজ করি। আমার এখানে ৬-৭ জন মেয়ে আছে। আমার প্রধান কাজ হচ্ছে উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : ব্লক, বাটিক, সেলাই এবং খাবার– এ তিনটি মিলিয়ে আমার মাসিক ইনকাম প্রায় ২৫ হাজার টাকা। পিরোজপুরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে আমার তৈরি খাবার সাপ্লাই হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : না। আসলে আমি স্টুডেন্ট ছিলাম। মাত্র পড়াশোনা শেষ করেছি। এগুলো ব্যতীত আমি আর কিছুর সাথে যুক্ত নই।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : শুরুতে আমি বিসিক এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : পড়াশোনা শেষ করার পর চাকরি পেতে যে পরিমাণ সময় লাগে, আমি সে সময়টা অযথা বসে থাকতে চাইনি। তাছাড়া ২০২০ সালে আমার আব্বু মারা যাওয়ার পর পরিবারের বড়ো মেয়ে হিসেবে আমার উপর সংসারের পুরো দায়িত্ব চলে আসে। তখন মনে হয়েছে যে, আমার কিছু একটা করতে হবে। সেজন্যই আমার বিজনেস শুরু করা। প্রথমে দুই হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে কাঠের জুয়েলারি তৈরির মধ্য দিয়ে আমি বিজনেস শুরু করি। তারপর আস্তে আস্তে আমার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটেছে।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : আমি করোনা শুরুর পরপরই বিজনেস শুরু করি। তখন আমি বিজনেসে অনেক সময় দিতে পেরেছি। সেজন্য প্রথম ৩ মাসেই আমার প্রায় ৩-৪ লাখ টাকা ইনকাম হয়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে প্রায় ৭ জন স্থায়ী এবং ১৪-১৫ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : শুরুতে আমি একাই কাজ করতাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : যেহেতু আমি পরিবারের বড়ো মেয়ে, আমার ভাইবোন ছোটো। তাই দায়িত্ব নিয়ে কিছু করতে গেলে আর্থিক ও মানসিকভাবে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো ২০২০ এর আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : খাদ্য তালিকায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি। আগে যেরকম ছিল, এখনো প্রায় সেরকমই আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : আমি আমার বাসস্থানের কোনো পরিবর্তন করিনি। তবে আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য ছোটো পরিসরে হলেও একটি কারখানা করেছি।

আপনি কি বিবাহিত?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : না।

আপনারা কয় ভাই-বোন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : আমার ছোটো ভাই এবং বোন আছে। আমার ভাই এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং বোন অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে।

আপনি কি এখন নিজেকে স্বাবলম্বী মনে করেন?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : ২০২০ সালের পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজেকে স্বাবলম্বী মনে করি। কারণ এখন আমি নিজের খরচ নিজে চালাতে পারি এবং আমার ভাই-বোনকেও আর্থিক সাপোর্ট দিতে পারি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : হ্যাঁ, আগে আমাকে তেমন কেউ চিনতো না। যারা চিনতো, তারা আমার আব্বুর পরিচয়েই আমাকে চিনতো। কিন্তু এখন আমার নিজের একটি পরিচয় হয়েছে। আমি কিছু মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং তারাও আলাদাভাবে বিজনেস শুরু করতে পেরেছে। ডিসি স্যারও আমাকে বেশ স্নেহ করেন। সবদিক থেকেই ভালো পরিবর্তন এসেছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : এলাকার অনুষ্ঠানগুলোতে তারা আমাকে বেশ ভালোভাবেই মূল্যায়ন করে। প্রায় সব অনুষ্ঠানে বিশেষ করে নারীদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের চেষ্টা করি। আমার কাজ যেহেতু নারীদের নিয়ে। সেজন্য এ ধরনের অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : আগে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তার কাছে কোনো হেল্প বা কাজের জন্য গেলে আমাকে নির্দিষ্ট একটা সময় বেধে দেওয়া হতো, অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু এখন যেহেতু আমার পরিচিতি আছে, এখন কোনো কাজের জন্য গেলে তারা অনেক সাপোর্ট করার চেষ্টা করে।

আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : জি, আমি বিভিন্ন জাতীয় দিবস, নারী দিবস পালন এবং নারীদের জন্য বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

শাহানাজ আক্তার (তুলি) : যুব উন্নয়নের স্যারদের হাত ধরেই আমার পথ চলা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বলে শেষ করা যাবে না। যদি যুব উন্নয়ন না থাকত, তাহলে কাজ শেখা এবং কাজ করা দুটোই আমার জন্য টাফ হয়ে যেত।

❒ [শাহানাজ আক্তার (তুলি) জন্মগ্রহণ করেছেন পিরোজপুর জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ৯৩/১ উত্তর, ভাইজোড়া, পিরোজপুর। তিনি ২০২১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : 'স্বপ্নজয়ী নারী উদ্যোক্তা যুব সংগঠন' এবং 'জে.এস.ক্রিয়েশন'। পরিবারের দায়িত্ব নিতে গিয়ে পড়াশোনা শেষ করে চাকরির পেছনে না ছুটে শাহনাজ আক্তার আত্মকর্মী হয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-১১৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

শামসুল আবেদীন : আমি গবাদিপশু পালনের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে কেন এই ট্রেনিংই নিয়েছিলেন?

শামসুল আবেদীন : আমি আগে থেকেই গরু পালন করেছি। তাই ভেবেছি আমি যদি গরু পালনের উপর ট্রেনিং গ্রহণ করি তাহলে আরও ভালো হবে।

ট্রেনিং গ্রহণ করার পরে আপনার খামারের কী নামকরণ করেছিলেন?

শামসুল আবেদীন : আমার খামারের নাম: আবেদীন ডেইরি ফার্ম।

আপনার খামারের যাত্রা শুরু কত সালে?

শামসুল আবেদীন : ১৯৯২ সালে আমার খামারের যাত্রা শুরু করি।

১৯৯২ সাল থেকে আজ ২০২৪ সাল। এই দীর্ঘ সময়ে আপনার খামারের বিস্তার কীভাবে ঘটিয়েছেন?

শামসুল আবেদীন : আমার খামারের দুধের মান ভালো থাকার কারণে দুধের চাহিদা বাড়তে থাকে। আমার উৎপাদিত পণ্যের ভালো চাহিদা দেখে আমি খামারের উপর গভীর মনযোগ দেই এবং আস্তে আস্তে আজকের এই অবস্থানে এসেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের কতটুকু অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে?

শামসুল আবেদীন : ভালো আলহামদুলিল্লাহ। আমার খামারে প্রতিদিন ১ হাজার লিটার দুধ উৎপন্ন হচ্ছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

শামসুল আবেদীন : আমি ঋণ সহায়তা গ্রহণ করিনি। নিজের টাকা ছিল সেগুলো দিয়েই খামার শুরু করি।

খামার ব্যাতিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা পেশার সাথে আপনি যুক্ত আছেন? যেখান থেকে ইনকাম হয়?

শামসুল আবেদীন : না। তবে পৈতৃক জমি আছে, দোকান আছে, সেখান থেকে দোকান ভাড়া পাই।

কেন মনে হলো যে, আত্মকর্মী হবেন?

শামসুল আবেদীন : আমার খামারের মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে

পেরেছি। শতভাগ খাঁটি ভালো মানের দুধ সরবরাহ করি। এটি থেকে আমার পেশা ও নেশা উভয়ই সফল হচ্ছে। আমার খামারটি বাড়ির পাশের পরিত্যক্ত জায়গায় করেছি। খামার করার কারণে জায়গাটাও কাজে লাগছে।

আপনি যখন প্রতিষ্ঠান শুরু করেন তখন কেমন আয় ছিল?

শামসুল আবেদীন : প্রথম দিকে আয় কম ছিল।

বর্তমানে আপনার খামারে কতজন কর্মী আছে?

শামসুল আবেদীন : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে নয় জন কর্মী কাজ করছে। নয় জনই স্থায়ী কর্মী।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

শামসুল আবেদীন : শুরুতে কর্মী ছিল না। তবে আমাদের বাড়িতে একজন কেয়ারটেকার ছিলেন, তিনিই কাজ করেছেন।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য টেলিভিশন, মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি আছে?

শামসুল আবেদীন : হ্যাঁ সবই আছি। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সব পাকিস্তান আমল থেকেই আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন? আর স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন?

শামসুল আবেদীন : হ্যাঁ, সবাইকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি। আমি উচ্চ চিকিৎসার জন্য বিদেশেও গিয়েছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থাকছে, আর আগে কীরকম ছিল?

শামসুল আবেদীন : খাদ্য তালিকা এখন ভালো। আগের তুলনায় খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি বেড়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

শামসুল আবেদীন : না। আগের মতোই আছে। পৈত্রিক বাড়ি। আমি আমার ব্যবসাকে বড়ো করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

শামসুল আবেদীন : আমার দুই সন্তান। একজন সরকারি আজিজুল হক কলেজে পড়ে, আরেকজন হাই-স্কুলে পড়ছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কি সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

শামসুল আবেদীন : আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেড়েছে। যেমন– আমার কাছে থেকে ডাক্তার দুধ নেয়। ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য গেলে সে টাকা নেয় না।

আমার থেকে ব্যবসায়ী, পুলিশ অফিসার, ডিসি সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সবাই দুধ নেয়। তাঁদের কাছে কোনো প্রয়োজনে গেলে সবাই সহযোগিতা ও সম্মান করে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

শামসুল আবেদীন : হ্যাঁ। আমাকে সবাই গুরুত্বের সঙ্গেই দেখে।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

শামসুল আবেদীন : না। সেরকম কোনো হয়রানির ঘটনা নেই। তবে স্থানীয়ভাবে কিছু তো থাকেই।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

শামসুল আবেদীন : হ্যাঁ। সামাজিক কাজে আমি সব সময় অংশগ্রহণ করি। গরিব-অসহায় মানুষকে বিভিন্ন সময় সাহায্য সহযোগিতা করি। বৃদ্ধ, বয়স্ক যারা আছেন তাদের খাওয়ার জন্য খামার থেকে বিনামূল্যে দুধ দেই। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সংকটময় মুহূর্তে ত্রাণ সহযোগিতা করেছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

শামসুল আবেদীন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর খুবই ভালো একটি উদ্যোগ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণের মাধ্যমে অনেক উদ্যোক্তা উঠে এসেছে। আমি ব্যাক্তিগতভাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ।

❒ [শামসুল আবেদীন জন্মগ্রহণ করেন বগুড়া জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: বগুড়া উপজেলার ১০ নং ওয়ার্ড, রহমান নগর। তিনি ২০১২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: আবেদীন ডেইরি ফার্ম। বেকারদের কর্মসংস্থান ও ভেজালমুক্ত খাঁটি পণ্য সরবরাহ করার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। শামসুল আবেদীন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১৫

আপনি তো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন, কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছেন?

শামসুন্নাহার পলি : আমি প্রথমে আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা এই ট্রেনিংটি নিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে নিয়েছি, নিত্যনতুন নকশিকাঁথা ডিজাইনের উপর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এই ট্রেনিংটাই কেন নিলেন, এই ট্রেনিংয়ের উপর মনোনিবেশ কেন করলেন?

শামসুন্নাহার পলি : আসলে, আমি মূলত আত্মনির্ভরশীল একজন মানুষ। নিজের কাজের পাশাপাশি অন্যের কর্মস্থল গড়ে দিতে ভালোবাসি। উদ্যোক্তা হওয়া মানে, এই যে ট্রেনিং নেওয়া এটাও মূলত অন্যের কর্মস্থল গড়ে তোলার একটি আগ্রহও বলতে পারেন। আর নকশিকাঁথা ডিজাইনের উপর ট্রেনিং নেওয়ার কারণ হলো, বাজার সবসময় রূপ পরিবর্তনশীল একটি কেন্দ্র, মার্কেটিং বুঝে কাজ এগোতে হয়। সেইজন্য এই ট্রেনিংটা নেওয়া।

এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আপনার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কর্ম-সহায়ক কীভাবে হয়েছে?

শামসুন্নাহার পলি : এই ট্রেনিংটা নেওয়ার ফলে আমার কর্মসংস্থানের যে সুযোগটা হয়েছে, বিভিন্নরকম ডিজাইন, নতুন নতুন ডিজাইনের নকশা করে বাজারের মার্কেটটা ধরতে পেরেছি। বেশ পরিচিতিও পেয়েছি, অর্ডার পেয়েছি, পাচ্ছি। এভাবেই আগ্রহ বেড়েই চলেছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

শামসুন্নাহার পলি : স্থানীভাবে আমার এখানে কাজ করে আটজন। বাদবাকিদের অস্থায়ীই বলব তার কারণ হলো তারাও উদ্যোক্তা, আমি কাপড় কেটে কালার ম্যাচিং করে দিই, বাকিরা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বাড়িতে কাজ করে। ওদের আন্ডারে আবার ১০০/৮০ কর্মী আছে। ওরা গ্রাম থেকে সেই কাপড় সেলাই করে রেডিমেড করে নিয়ে আসে, এখান থেকে আমি বিক্রি করি। এভাবেই চলে সবকিছু।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় কত সাল থেকে?

শামসুন্নাহার পলি : কাজ আগে থেকেই করতাম, তবে পরবর্তী সময় ২০০০ সাল থেকে যাত্রা শুরু বলা চলে।

কলকাতাতে আপনার কাজ যাচ্ছে, কলকাতাতে আপনার কাজ যাওয়ার গল্পটা শুনতে চাচ্ছি...

শামসুন্নাহার পলি : আসলে আমার অনলাইন একটা পেইজ আছে 'বর্ষা নকশি পল্লী' সেখানে আমি মুখটা দেখাই না শুধু হাত দেখিয়ে লাইভ করি। প্রথম

ফেসবুক লাইভ দেখে কলকাতা থেকে একজন ২০ পিস নকশিকাঁথা অর্ডার করেন, এরপর কুরিয়ারের মাধ্যমে তাকে পাঠাই। পেমেন্ট পদ্ধতি ক্লিয়ার থাকায় তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্কটা অটুট আছে, এবং থাকবে।

আপনার আত্মকর্মী হওয়ার গল্পটা কেমন?

শামসুন্নাহার পলি : আমি প্রথমে যখন হালকা হালকা কাজ শুরু করি, দেখা গেল আমার আশেপাশের মহিলাগুলো অনেক অসহায়, তাদের দুঃখের কথা শুনে মনে হলো যদি একটা নারী দেশ চালাতে পারে, আমাদের স্পিকার সে যদি সংসদ ভবনের দায়িত্ব নিতে পারে, এদিকে এসিল্যান্ড মহিলা, ইউএনও মহিলা, তারা যদি পারে আমি কেন পারব না? ওই গরিব মেয়েদের গল্প শুনে আমার মনে ইচ্ছে জাগল তাদের জন্য কিছু করি। প্রথমে তাদের নিয়েই যাত্রা শুরু করি। তাদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে নিজেকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার আগ্রহ জাগ্রত হয়।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান কীরকম?

শামসুন্নাহার পলি : বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে কর্মী আছে ১৬০ জন। আর আমি বর্তমানে সিইও কোম্পানিতে কাজ করছি। আমার কিছু প্রোডাক্ট থাইল্যান্ড পাঠিয়েছি, দেখা যাক অর্ডার আসে কি না। পাশাপাশি ইন্ডিয়ার কাজগুলো করছি, এবং খুচরা বিক্রিতো আছেই।

ব্যবসা থেকে আপনার বাৎসরিক কেমন লাভ হয়?

শামসুন্নাহার পলি : আমার মাসিক ইনকাম ৪০-৫০ হাজার হয়।

উদ্যোক্তার কাজের বাইরে সামাজিক উন্নয়নমূলক কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

শামসুন্নাহার পলি : জি আছি, আমি আমাদের এখানে প্রাইমারি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে যুক্ত আছি প্রায় ছয় বছর ধরে। এছাড়া আমাদের হাইস্কুল কমিটিতে দু'বছর ধরে আছি। আমাদের এখানে স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা স্বেচ্ছাসেবী যে কাজগুলো হয় সেগুলোও করছি। আর পাশাপাশি আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান এমপি মহোদয়, তারপর আমাদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা এমপি ফেরদৌস ইসলাম জেসি যিনি ছিলেন, তিনি আমাকে বেশ আর্থিক সাহায্য করেছেন। সেটা আমি দুঃখীদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার চেষ্টা করি, অসহায়দের কাপড় লুঙ্গি দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করি, আমার সাধ্য অনুযায়ী। আসলে আমি সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি এবং করি।

আপনার প্রতিষ্ঠান যাত্রার দিকে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো সংগঠন থেকে সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন?

শামসুন্নাহার পলি : আমি প্রথম কারো কাছ থেকে ঋণ পাইনি। কারণ ব্যাংকের ফর্মুলা পূরণ করার মতো ক্রেডিট আমাদের ছিল না। অন্যদিকে এনজিওগুলোতে চড়া সুদের জন্য সেখান থেকেও ঋণ গ্রহণ করতে পারিনি। ঋণের ক্ষেত্রে আমার পরিবার আমাকে সাহায্য করেছে, আমার মা, আমার ভাই, আর আমার টাকা মোট ৮০ হাজার মূলধন নিয়ে আমি আমার ব্যবসা শুরু করি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আপনাকে কখনো ঋণ দিয়েছে?

শামসুন্নাহার পলি : হ্যাঁ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাকে ঋণ দিয়েছিল। প্রথম ৪০ হাজার, আর এখন যেটা উদ্যোক্তার জন্য ঋণ দিয়েছে সেটা হলো দেড় লক্ষ টাকা।

ব্যবসা শুরুর দিকে আপনার আয় কেমন ছিল?

শামসুন্নাহার পলি : ব্যবসা শুরুর দিকে মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার আয় হতো। এখন ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং আশা করা যায় এই আয় বাড়বে ইনশাআল্লাহ।

প্রতিষ্ঠান শুরুর দিকে কতজন কর্মী ছিল?

শামসুন্নাহার পলি : দশজন।

বর্তমান পারিবারিক অবস্থা আগের থেকে কেমন উন্নতি করেছেন বা কীরকম হয়েছে বলে মনে করেন?

শামসুন্নাহার পলি : আগের থেকে আমি বলব যে, আর্থিকভাবে উন্নয়ন করেছি। যেটা আমার প্রথম দিকে সংসার চালাতে কষ্ট হতো সেটা এখন আর হচ্ছে না। বাচ্চা এবং পুরো পরিবার আমি সামাল দিতে পারছি। ব্যবসার ক্ষেত্রেও আরও উন্নতি হচ্ছে।

মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, টিভি ইত্যাদি আছে কি না?

শামসুন্নাহার পলি : হ্যাঁ, টেলিভিশন আছে, তবে আধুনিক না আগের মডেল। ল্যাপটপ নেই, কাজ করার জন্য সেলাই মেশিন আছে দুটো।

আপনার পরিবারের সদস্যরা কী পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত? কে কোন ক্লাসে পড়ে?

শামসুন্নাহার পলি : হ্যাঁ, যুক্ত, আমার মেয়ে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিলো, আর আমার ছেলে ক্লাস সেভেনে পড়ে।

পারিবারিক চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে আগে কীরকম স্টেপ ব্যবহার করা হতো আর এখন কীরকম ব্যবহার করা হয়? মানে সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন?

শামসুন্নাহার পলি : হ্যাঁ, সেটা গ্রহণ করতে পারছি। কারণ আমাদের পাশেই হচ্ছে নবাবগঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল আছে, সেখানে আমরা যাই এবং চিকিৎসা নিই। পাশাপাশি ক্লিনিকও আছে। হয়ে যায় আরকি!

খাদ্যাভ্যাসে কীরকম পরিবর্তন এসেছে? মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

শামসুন্নাহার পলি : আগে বলতে গেলে কমই ছিল, এখন দুধ, ডিম রেগুলার খাচ্ছি। মাছ, মাংসও খাচ্ছি। হ্যাঁ, আগের তুলনায় খাদ্যাভ্যাসে অনেকটা পরিবর্তন এসেছে।

বাসস্থানে কেমন পরিবর্তন এনেছেন? সেটা সম্পর্কে কিছু বলুন।

শামসুন্নাহার পলি : আসলে আমাদের আগে এধরনের বাড়ি ছিল না, টিন শেড ঘর

ছিল। সেসব ভেঙে আমি এই নতুন দোতলা বাড়ি করেছি। বাড়ির সম্পূর্ণ খরচ আমার ব্যবসার প্রফিট থেকে করা।

সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান বা বিশেষ প্রোগ্রামে আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হয় বা করে?

শামসুন্নাহার পলি : স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে আছি আগেও বলেছি। আসলে বলতে গেলে আমি বিভিন্ন স্কুল প্রোগ্রামে দাওয়াত পাই, যেতে হয়। এবং আমি যাই সেসব প্রোগ্রামে। তারপর গ্রামের বিভিন্ন বিচার সালিশ এগুলোতে সমস্যা হলে যেতে হয়। এছাড়া উপজেলা অনুষ্ঠান ধরে নারী দিবস, অন্যান্য বিভিন্ন কাজে আমি অংশগ্রহণ করি। উপজেলার অনুষ্ঠানগুলোতে আমাকে চিঠি দিয়ে দাওয়াত করেন এবং আমি সেই অনুযায়ী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হই।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? ২০০০ সাল থেকে এই ২০২৪ সাল এই সময়টাতে কোনো হয়রানিমূলক ঘটনা ঘটেছে কি?

শামসুন্নাহার পলি : আগে সামাজিক নিরাপত্তা তেমন ভালো ছিল না। মানে আমাকে কেউ একটা কিছু বললে আমি বিচার চাইতে পারতাম না বা সেই জায়গাটা আমার ছিল না। এখন যেহেতু আমি চেয়ারম্যানকে চিনি এমপিকে চিনি, এবং ডিসি স্যারকেও চিনি, এসব মিলিয়ে এখন আমার নিরাপত্তা বেশ শক্তপোক্ত। এবং দেখা গ্যাছে আমি আমার সমস্যাগুলোর সমাধান অনায়াসে পেয়ে থাকি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলবেন?

শামসুন্নাহার পলি : যুব উন্নয়নের আমাদের ডিবি আব্দুল মান্নান স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাব সব সময় এবং যুব উন্নয়নের যেসব আরও অফিসার আছে তাদের আচার-ব্যবহার মুগ্ধকর। তারা আমাকে প্রতিটা কাজে সাপোর্ট দেয় এবং প্রতিটি কাজে উৎসাহিত করে। মানে ভুলভ্রান্তিতে সবসময় পাশে থাকে। বিশেষ করে আমাদের আব্দুল মান্নান স্যার আমার প্রতিটি কাজে এমনভাবে উৎসাহিত করে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় উনি আমার বাবার মতো একজন মানুষ। উনাকে অনেক ভালো লাগে, এবং আমার মনে হয় আমি সম্ভবত স্যারের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এতদূর এগোতে পেরেছি। স্যারের জন্য মন থেকে সবসময় দোয়া করি, করব, তার সুস্থতা কামনা করি।

❒ [শামসুন্নাহার পলি জন্মগ্রহণ করেছেন চাপাইনববাবগঞ্জ জেলায়। গ্রাম : পলসা, পোস্ট : পলসা। তিনি ২০২০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : বর্ষা নকশি পল্লী। হতদরিদ্র নারীদের উন্নয়নের জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। শামসুন্নাহার পলি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১৬

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : আমি ১৯৮৯ সালে ড্রেস মেকিং বা পোশাক তৈরির উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিংগুলো না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : আমি শৈশবে সুনামগঞ্জে ছিলাম। আমার মা মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং মহিলা সংস্থার সেক্রেটারি ছিলেন। ছোটোবেলা থেকে আমি মাকে দেখেছি। আমার বাবা বিজনেসম্যান ছিলেন। তারপর আমরা ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ছিলাম। ছোটো থেকে ব্যবসার প্রতি ঝোঁক ছিল। সেজন্য আমি অনেক বিষয়ে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছিলাম। মূলত প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেটের জন্য আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'অনন্যা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প'। তবে 'অনন্যা প্রকল্প' নামে সবাই চেনে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : ১৯৮৯ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : এখানে সেলাই, ব্লক-বাটিক, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। আমার প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে এখন। ১৯৯২ সাথে আমি 'অনন্যা ট্রেনিং সেন্টার' শুরু করেছিলাম। ১৯৯৪ সালে আমি যখন অ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেলাম তখন 'অনন্যা সমাজকল্যাণ সংস্থা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করি। সিলেটের বিভিন্ন এরিয়াতে আমরা অনেক দিন যাবৎ কাজ করেছি। ঢাকার ধানমণ্ডিতে আমার একটি ব্রাঞ্চ আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো টাকা গ্রহণ করি না, আমার কখনো প্রয়োজনও হয়নি। এগুলো থেকে যা ইনকাম হয় সব উন্নয়নমূলক কাজে দান করে দেওয়া হয়।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : আমি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করিনি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : আমার পরিবারের সবাই উচ্চ শিক্ষিত। আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক ভালো। একটি এক্সিডেন্টে আমার চোখ ইফেক্টেড হয় এবং অপারেশন করার পরে ডাক্তারের পরামর্শে আমাকে পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়। আমার পরিবারে কেউ বেকার না, আমাকে যাতে বসে থাকতে না হয় সেজন্য আমার মা আমাকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিতে বলেছিলেন। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য আমি আত্মকর্মী হতে চেয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : প্রথম দিকে খুব ভালো ইনকাম ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : সবমিলিয়ে আমার এখানে ৫ জন কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : শুরুতে আমি একা সব কাজ করতাম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আমি অনেক হেল্প পেয়েছি যা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আমি পাইনি। আমার দাঁড়ানোর পেছনে তাদের অবদান অনেক বেশি। আমি আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি কিনেছি। এখন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভবন করব। আমার ভাই-বোন আমাকে আর্থিক সহায়তা করতে চায় কিন্তু আমি তা গ্রহণ করি না। কারণ আমার ইচ্ছে আমি নিজে কিছু করব।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : হ্যাঁ, সাধ্যমতো চিকিৎসা করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : আমার পরিবার সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল ছিল আগে থেকেই। আমার হাসবেন্ড দেশের বাইরে থাকতেন, তিনি সরকারি অফিসার ছিলেন। খাদ্য তালিকায় এগুলো সবসময়ই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকত।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : আমার তিন মেয়ে। আমার বড়ো মেয়ে বিয়ে দিয়েছি,

সে দেশের বাইরে থাকে। মেজো মেয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স ২য় বর্ষে পড়ছে। ছোটো মেয়ে কলেজে পড়ে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : নিজে বাড়ি করেছি। আমার বোন ইংল্যান্ডে থাকে, বাড়ি দেখাশোনা করার জন্য আমি আমার বোনের বাড়িতে থাকি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : হ্যাঁ, অবশ্যই। সিলেটে অনেক বার সাংবাদিক সম্মেলন ও মতবিনিময় সভা হয়েছে, আমাকে অনেক ক্রেস্ট দেওয়া হয়েছে। তখন সিলেট চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি প্রথম নারী হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : তারা আমাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইনভাইট করে।

আপনার সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : না, সবাই আমাকে সম্মান করে। সবাই আমাকে অন্য চোখে দেখে, খুব প্রাউড ফিল করছি। শুরুতে আমাকে কিছুটা সমস্যা ফেইস করতে হয়েছে। আমি সিলেটের যে জায়গায় কাজ করতাম, সেখানকার মানুষের মধ্যে গোঁড়ামি ছিল। আমার এখানে প্রতি সপ্তাহে ১৭ জন মেয়ে আসত, আমি কাপড় কেটে দিতাম, ওরা বাসায় সেলাই করে পরের সপ্তাহে আমার কাছে জমা দিত এবং আমি দোকানে সাপ্লাই দিতাম। পাশে একটি মসজিদ ছিল। তারা খুবই বাজে মন্তব্য করেছিল, তখন আমি সাংবাদিক ডেকেছিলাম। আরও কিছু টেকনিক অবলম্বন করেছিলাম। প্রশাসন আমার সাথে ছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে হেয় করতে পারেনি, উল্টো তাদের মেয়েদের আমার এখানে ভর্তি করিয়েছিল।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : জি, অনেক কাজ করেছি। লায়ন্স ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি যাই। আমাকে তারা সম্মান করে। আমার একটি চোখে সমস্যা থাকার পরও আমি নিজে আত্মকর্মী হয়ে আরও কিছু মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছি। সিলেটের মানুষ আমাকে একটি এক্সাম্পল হিসেবে দেখে।

আপনি মানুষকে আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দেবেন কেন?

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : বর্তমানে বাংলাদেশের যে অবস্থা, সেখানে ছেলেমেয়ে উভয়েরই আত্মকর্মী হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। নিজের আইডেন্টিটি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেকের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী : আমার পরিবার সম্ভ্রান্ত ছিল। সবাই চাকরি করত। কিন্তু আমার মতো ব্যতিক্রমী কিছু করা এলাউড ছিল না। আমার প্রতিবন্ধকতার কারণে আমার পরিবার আমাকে সাপোর্ট করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সব স্যার আমাকে কাজ করতে উৎসাহিত করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

❒ [শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছেন সিলেট জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: শুভেচ্ছা ১২১/১, পূর্ব সুবিদবাজার, সিলেট। তিনি ১৯৮৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : অনন্যা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে শামীমা ফেরদৌস চৌধুরী আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১৭

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে একটা ট্রেনিংই নিয়েছিলাম সেটা হলো পোশাকের উপর।

কত সালে ছিল সেটা?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : চার মাসের ট্রেনিং ছিল। ১৯৯৯ সালে নিয়েছিলাম।

এই ট্রেনিংই কেন নিলেন?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : আসলে আমরা যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের তারা অন্যকিছু চিন্তা করতে পারি না। মহিলা মানুষ মানে ঘরে থেকে কীভাবে কাজ করা যায়। যে সময় আমি ট্রেনিংটা নিয়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম যে, মহিলা মানে হাতের কাজে দক্ষতা থাকলে ঘরে বসে ইনকাম করা যায়। সেসময় ভাবিনি কখনো সংগঠন করব। আমি এমনিতেই আগে থেকেই কাজ পারতাম। ট্রেনিংটা নিয়েছিলাম যেন আরও পারদর্শী হই, হাতের মাপ ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য। ইনশাআল্লাহ আমি সেটা পেরেছি।

ট্রেনিং শেষে অবশ্যই একটি প্রতিষ্ঠান খুলেছেন? তো সেই প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : 'আকাঙ্ক্ষা শিল্প সমিতি' এবং 'আকাঙ্খা শিল্প ঘর'।

এই প্রতিষ্ঠানগুলোর যাত্রা কত সালে?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : ২০০১ সালে।

২০০১ থেকে ২০২৪ দীর্ঘ ২৩ বছরে আপনার প্রতিষ্ঠানের কীভাবে এত বিস্তার ঘটল?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : আমি যখন প্রথম ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলাম, আমার বাসার আশেপাশের আরও সাতজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম ট্রেনিংয়ের জন্য। চার মাস পর যখন আমাদের রেজাল্ট দিলো, সেসময় একসঙ্গে ৬৪ জনের ট্রেনিং হয়েছিল। সত্যি বলতে আমরা সাতজনই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এভাবে সাত পর্যন্ত ছিলাম। আমিসহ আমার বাকি ছজন যে সহযোগী ছিল, তাদের সঙ্গে করে আমি একটা সংগঠন চালু করি। তখন আমরা আরও কিছু মানুষকে সঙ্গে করে মোট ২৫ জন মিলে যাত্রা শুরু করি। সেই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছি, মহিলাদের ট্রেনিং করিয়েছি। তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য আমরা কাজ করেছি। এখন পর্যন্ত আমি প্রায় ৫ হাজার নারীকে হাতেকলমে কাজ শিখিয়েছি। আমরা সবাই যেহেতু ট্রেনিং নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। নির্দিষ্ট কোনো বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারিনি। কিংবা আমি নিজেও নিজের মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে

তুলতে পারিনি। ফলে আমাদের বিক্রি যা হতো ওই মাঠ পর্যায়ে। বড়ো কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ার মতো আমরা সুযোগ পাইনি।

এখন আপনার মাসিক ইনকাম কেমন হয়?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : বাৎসরিক হিসেব করতে গেলে দু'লক্ষ তো হবেই।

আপনি এসবের পাশাপাশি অন্যকোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : হ্যাঁ, আমি ছোটোখাটো একটা খামার করেছি। যেখানে গরু, হাঁস-মুরগি পালন করি। আর এর পাশাপাশি আমরা একটা বৃদ্ধা আশ্রম করেছি। যেখানে বৃদ্ধ মায়েদের রাখা হয়। ১২০ জনকে রাখার প্রকল্প আমরা করেছি। তবে এখন ১০ জন আছে।

এটা তাহলে সামাজিক কাজ তাইতো?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : হ্যাঁ।

এরকম আর কী কী সামাজিক কাজ করেছেন?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : বাল্যবিবাহ নিয়ে কাজ করেছি। মাদক বিরোধী কাজ করেছি। এরপর মহিলাদের নিয়ে তামাক বিরোধী কাজ করেছি।

প্রতিষ্ঠান শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : অনুদান পেয়েছিলাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে। এছাড়া ঋণ নিইনি। মানে ঋণের প্রয়োজন পড়েনি।

কেন মনে হয়েছিল যে আত্মকর্মী হবেন?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : স্কুল জীবন থেকেই অনেক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। অনেক প্রতিবাদী কাজ আমরা করেছিলাম। নারীদের উপর অনেক অনিয়ম অত্যাচার দেখেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম দেশের জন্য আগে নিজের এলাকা, পরিবার, গ্রাম এদের জন্য কিছু করতে হবে। কারণ এরা উন্নত হলেই দেশ উন্নত হবে। আমরা চেয়েছিলাম মানুষকে নির্যাতন মুক্ত করব। বিশেষ করে সমাজের সকলশ্রেণির নারীদেরকে। এরকম মনোভাব থেকেই হয়তো একজন আত্মকর্মী হতে পেরেছি।

প্রথম দিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের ইনকাম কীরকম ছিল?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : ২০০১ সালের দিকে সেসময় খুব একটা হতো না। মাসিক দেখা যেত ৫ হাজার টাকা।

এখন আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন? আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : স্থায়ী কর্মী আছে ১০৮ জন। এবং অস্থায়ী কর্মী আছে ৩০০ জনের মতো।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : শুরুতে ২৫ জন ছিলাম।

১০০ জন কর্মী মানে অনেকেই। তাদের বেতন কীভাবে দেন?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : এদের আমরা বিনামূল্যে ট্রেনিং করিয়েছি। এখন এরা আমাদের এখানে কাজ করে। পাশাপাশি নিজেদের কাজও করে। মানে এখানে কেউ বেতনভুক্ত নয়। যে যতটুকু কাজ করবে, সে অনুযায়ী টাকা পাবে।

আপনার বাসায় অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : জি, আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং উদ্যোগ হওয়ার পরে চিকিৎসা ব্যবস্থায় কেমন পরিবর্তন হয়েছে?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমনটা হয়। আগে আমাদের লোকের মুখে তাকিয়ে থাকতে হতো। কারো সাহায্য প্রয়োজন হতো। কেউ অসুস্থ হলে কীভাবে সমাধান করব এই চিন্তায় সারাক্ষণ থাকতে হতো। এখন ইনশাআল্লাহ এটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি। নিজের একক উদ্যোগে এসব সমস্যা এখন সমাধান করার চেষ্টা করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এনেছেন? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি আগে এবং বর্তমানে খাদ্য তালিকায় কেমন আছে?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : এসবও উদ্যোক্তা হওয়ার পরে পরিবর্তন এসেছে। মানে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি। এক কথায় বলা যায় যে, আগে যেটা দুর্লভ ছিল এখন সেটা নিজের চেষ্টায় হাতের নাগালে চলে এসেছে।

আপনি যে বাড়িতে বসবাস করছেন? সেই বাড়ির অবকাঠামোর পরিবর্তনে আপনার কোনো ভূমিকা আছে উদ্যোক্তা হওয়ার পরে?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : হ্যাঁ, আছে।

কীরকম?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : আগেতো আমরা একান্নবর্তী পরিবার ছিলাম। জায়গা খুব কম ছিল। ভাগ হওয়ার পরে, নিজের প্রচেষ্টায় বাড়ি করেছি। বিল্ডিং করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন? তারা কি পড়ালেখার সঙ্গে যুক্ত?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : আমার শুধুমাত্র তিনটি ছেলে। ওরা এখন চাকরি করছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর অবশ্যই সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : জি, বেড়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে বেড়েছে?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : পারিবারিকভাবে মূল্যায়ন যথেষ্ট আছে। এছাড়া নিজের এলাকা পাড়া মহল্লায়ও। এমনকি যে-কোনো অফিসে গেলেও অনেক সম্মান করে। যেমন ডিসি অফিস, আদালত, হাসপাতাল, যেখানে আমার দরকার সেখানে গেলেই যথেষ্ট সম্মান পেয়ে থাকি। কাউকে নিয়ে সুপারিশ করলে সে কথা রাখে।

আবার কারো কোনো সমস্যার বিচার চাইতে গেলে সেটাও সমাধান করে দেয়। হাসপাতালে গেলে রোগীর সেবা করে।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

শাহীন সুলতানা (মিলি) : এগুলো মোটামুটি ভালো। কোনো হয়রানির ঘটনা নেই এখন পর্যন্ত।

আপনি কি অন্যকে আত্মকর্মী হতে বলবেন? কেন বলবেন? সেই সম্পর্কে বলুন...

শাহীন সুলতানা (মিলি) : আমি সবসময় বলব। প্রত্যেকটা পরিবারের সদস্য যদি আত্মকর্মী হয়, তাহলে তারা নিজেরাই তাদের পরিবারের, সমাজের সমস্যা দূর করতে পারবে। বিশেষ করে একজন নারী যদি তার পরিবারের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক ক্রিয়েট করে অবশ্যই তার সম্মান এবং মূল্যায়ন থাকে। একজন নারীর তার নিজের জন্য এই সমাজের মাঝে আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে আপনার কৃতজ্ঞতার জায়গাটা একটু বলুন...

শাহীন সুলতানা (মিলি) : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০০৩ সালে আমি জাতীয় যুব পুরস্কার পেয়েছিলাম। তারপর টানা ২০২২ সাল পর্যন্ত কেউ আর এই পুরস্কার পায়নি আমাদের এখানে। আমি যখন পুরস্কার পেলাম, আমার বাড়িতে বিটিভির অনুষ্ঠান হলো। এবং ঢাকা থেকে একের পর এক সাংবাদিক এবং অন্যান্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পুরস্কার পাওয়ারা এসেছিল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সবসময় দক্ষ মানুষ গড়ার কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রতি আমার অনেক কৃতজ্ঞতা। তাদের পদক্ষেপ হচ্ছে, একজন মানুষকে আত্মকর্মী করার জন্য যা যা দরকার সেই সেই সহযোগিতা তারা করবে। আমি আমার জীবনে সে-সকল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারী পেয়েছিলাম, আমার সবসময় মনে হয়েছে তারা আমার অবিভাবক। আমি যদি ১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ না নিতাম। তাহলে হয়তো আমি এতদূর এত সম্মান পেতাম না। সবার সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে কথাও বলতে পারতাম না। আমি চিরকাল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাছে ঋণী।

❒ [শাহীন সুলতানা (মিলি) জন্মগ্রহণ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : পলাশপুর, চুয়াডাঙ্গা। তিনি ১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : আকাঙ্ক্ষা শিল্প সমিতি ও আকাঙ্ক্ষা শিল্প ঘর। নারীমুক্তি ও নারীদের জন্য কাজ করতে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। শাহীন সুলতানা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, শেখ রাসেল পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১৮

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে কোন ট্রেনিংটি নিয়েছিলেন?

শাহ্ আলম : আমি ২০০৯ সালে মাছ চাষের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম ও হাঁস-মুরগি পালনের উপরে।

এই ট্রেনিংটিই কেন নিয়েছিলেন?

শাহ্ আলম : স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা কত সালে শুরু হয়েছে?

শাহ্ আলম : ২০১১ সালের দিকে শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী?

শাহ্ আলম : বর্তমানে মাছ চাষ করছি আর সোনালি মুরগি আছে।

২০১১ সালে শুরু করে আজ ২০২৪ সাল। মাঝের বছরগুলোতে কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটল যদি একটু বলেন।

শাহ্ আলম : পরিশ্রম করেছি। ধীরে ধীরে এগিয়েছি। প্রথমে ছিল ২ হাজার মুরগি তারপর ৪ হাজার। এভাবেই ৩০ থেকে ৪০ হাজার সোনালি মুরগি হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২৯ হাজার সোনালি মুরগি আছে।

অর্থনৈতিক জায়গা থেকে আপনার প্রতিষ্ঠান কতটুকু স্বাবলম্বী হয়েছে? মাসিক ইনকাম কীরকম?

শাহ্ আলম : এখন মাসিক ইনকাম খারাপ না, ভালো।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

শাহ্ আলম : পাশাপাশি আমার বাসার নিচে ছোটো একটা দোকান আছে। আমাদের একটা পৈতৃক ব্যবসা আছে সেটাও চলছে।

আপনার ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

শাহ্ আলম : প্রথম ঋণ পেয়েছি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে। তারপরে সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছি।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

শাহ্ আলম : ছোটোবেলা থেকেই সবার পড়ালেখা শেষ করে চাকরি করার স্বপ্ন থাকে। কিন্তু আমার ছোটোবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল উদ্যোক্তা হবো। আমার বাসার সামনেই যেহেতু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস ছিল তাই তাদের থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে আজ এ পর্যন্ত চলে এসেছি।

প্রথম দিকে আপনার আয় কীরকম ছিল?

শাহ্ আলম : প্রথম যখন ২ হাজার মুরগি উঠাই তার ১৪ মাস পরেই আমি ৮৭ হাজার টাকা লাভ করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মী কতজন? আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

শাহ্ আলম : স্থায়ী কর্মী আছে সাতজন। অস্থায়ী কর্মী যখন প্রয়োজন পড়ে তখন নিতে হয়। মাসে ৮-১০ জন লাগেই।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

শাহ্ আলম : শুরুতে তিনজন কর্মী ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

শাহ্ আলম : করোনার সময় ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও ব্লাড ফ্লু রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

ক্ষতির পরবর্তী সময় কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থানে এসেছেন?

শাহ্ আলম : আবার মুরগি তুলেছি। লাভ লস করেই এগিয়েছি।

আপনার পরিবারের বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন আছে?

শাহ্ আলম : হ্যাঁ, আছে।

পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে আগে কীরকম চিকিৎসা সেবা নিতে পেরেছেন আর স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

শাহ্ আলম : বর্তমানে তো ভালো চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে খাদ্য তালিকায় কোন ধরনের পরিবর্তন এনেছেন? মানে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আগে কীরকম ছিল আর বর্তমানে কীরকম থাকছে?

শাহ্ আলম : আগে থেকেই ভালো তবে বর্তমানে আরও বেশি ভালো হয়েছে।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না স্বাবলম্বী হওয়ার পরে?

শাহ্ আলম : আমি আমার বাবার বাড়িতেই থাকি। বাবার পাঁচতলা একটা বাড়ি আছে। গ্রামের বাড়িতে আগের থেকে বেশি জায়গা কিনেছি এবং বাড়িটা আগের তুলনায় বড়ো হয়েছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কতজন এবং তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

শাহ্ আলম : আমার একটা মেয়ে। সে ক্লাস এইটে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা কী বেড়েছে?

শাহ্ আলম : হ্যাঁ, শতভাগ বেড়েছে। গ্রামের মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাকে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

শাহ্ আলম : হ্যাঁ, সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে যুক্ত আছি। বর্তমানে একটা

স্কুলের সভাপতি হিসেবে আছি। বৃক্ষরোপণ করি, তাছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন আসে তাদের বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকি।

সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

শাহ আলম : না, এখন ভালো অবস্থানে আছি।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

শাহ আলম : হ্যাঁ, তাদের ১০০% আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। যদি টাকাপয়সা না থাকে তাহলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হোক অথবা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে হলেও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন। দেশের জন্যও এটা ভালো এবং নিজেও স্বাবলম্বী হতে পারবে। বেকার বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা শুরু করা ভালো।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

শাহ আলম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তো এখন আমার প্রাণের একটা অধিদপ্তর। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং অন্য সব লোকদেরও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাই। যুব পুরস্কার পেয়েছি সেজন্য আমার মর্যাদাও বেড়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যদি না থাকত তাহলে হয়তো আমি এ পর্যায়ে আসতে পারতাম না এবং মানুষজনও আমাকে সেভাবে চিনত না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আরও কিছু নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া যুক্ত করে নতুন কিছু প্রশিক্ষণ যুক্ত করা প্রয়োজন। আমি আন্তরিকভাবে আবারও ধন্যবাদ জানাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে। আগের স্যার ছিলেন তারপর বর্তমান যে ডিডি স্যার আসছেন তিনিও আমাদের খোঁজখবর রাখেন।

❒ [শাহ আলম জন্মগ্রহণ করেছেন জয়পুরহাট জেলায়। গ্রাম : সুন্দরপুর, পোস্ট : আমদই, উপজেলা : সদর। তিনি ২০০৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবল বাসনা থেকেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। শাহ আলম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১১৯

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

শিখা সাহা : অনেকদিন আগে নেওয়া তো তেমন মনে নেই। হস্তশিল্প এর উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম সম্ভবত। জামালপুরে আমরাই প্রথম এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

শিখা সাহা : আমি তো ১৯৯৬ সালে জাতীয় যুব পুরস্কার পেয়েছি। শুরু করেছি তার কিছু বছর আগে। সঠিক সালটি আমার মনে নেই। তবে পুরস্কার পাওয়ার কয়েক বছর আগে থেকে কাজ আরম্ভ করি।

আপনি ট্রেনিং নেওয়ার পরে, আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী দিয়েছিলেন?

শিখা সাহা : সৃজন হ্যান্ডিক্যাপ।

প্রতিষ্ঠান যাত্রার সাল মনে আছে? কত সালে শুরু করেন?

শিখা সাহা : এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯০ সাল থেকে। এবং ১৯৯২ সালে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। ১৯৯৪ সালে এনজিও করি।

প্রতিষ্ঠান শুরু করলেন, দীর্ঘ এতগুলো বছরে আপনার প্রতিষ্ঠান কীভাবে এত বিস্তার ঘটল বা ঘটালেন? এই গল্প বলবেন?

শিখা সাহা : এটা মূলত রেজিস্ট্রেশন করার পর থেকে ফান্ডিং করা শুরু করলাম। প্রতিষ্ঠান শুরুর দিকে ৩০/৩৫টা ফান্ড পেয়েছিলাম। শিক্ষার উপরে বেশি ফান্ড ছিল। আরও অনেককিছুর উপরেই ফান্ডিং ছিল। ট্রেনিং সিস্টেম ছিল। হ্যান্ডিক্যাপ এর কাজ ছিল। এরকম বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান এখনো চলমান। এছাড়া আমরা বিভিন্ন মেলা, অনুষ্ঠানে স্টল করে থাকি।

এত পথচলার পর আপনার প্রতিষ্ঠান নিশ্চয় আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে? তাহলে এখন আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কেমন হয়?

শিখা সাহা : আমার এখানে শুধু হ্যান্ডিক্যাপ থেকেই ইনকাম হয়। তাছাড়া এনজিও এসব থেকে ইনকাম হয় না। কারণ এনজিও তো মানুষের উপকারের জন্য। হ্যান্ডিক্যাপ আমার নিজের ফান্ড।

হস্তশিল্প থেকে আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কেমন হয়?

শিখা সাহা : এখন একটু কমিয়ে দিয়েছি। আগে অনেক কাজ করতাম। এখন বয়সের কারণেই কাজ অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি। আর মার্কেট আগের চেয়ে অনেক স্লো হয়ে গেছে। তাই আগের তুলনায় এখন অতটা ইনকাম হয় না। আমি নতুন একটা কাজ ধরেছি পুষিকাঁথা। এই কাজটাও আমি ট্রেনিং করেছি। নিজে নিজে শুরু করেছি। আশা রাখছি এই পুষিকাঁথায় ভালো কিছু হবে।

বিজনেস শুরু করার সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পেয়েছিলেন?

শিখা সাহা : হস্তশিল্পের উপর আমি কোনো অনুদান পাইনি এবং কোনো ঋণও গ্রহণ করিনি।

কেন মনে হলো যে আত্মকর্মী হতে হবে?

শিখা সাহা : আত্মকর্মী কেন হয় মানুষ? আমি একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তবু আমার ইচ্ছে হতো আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবো। এবং আরও অনেক মানুষকে কাজের সন্ধান করে দেব। আমি ভাবতাম যারা কাজের জন্য বেকার বসে আছে বা থাকবে আমি তাদের কাজ দিব। তারা আমার এখানে কাজ করবে। তাদেরকে কাজের সুযোগ দেওয়া, ইনকামের পথ খুলে দেওয়া এমনকি নতুন করে তাদের আত্মকর্মী বানানোর প্রয়াস চালানো। মানুষ বেশি শিক্ষিত না হলে আসলে সরকারি চাকরি করতে পারে না। আমার উদ্দেশ্য ছিল আমি নিজে কিছু করব এবং আমার আশেপাশের মানুষের জন্যেও কিছু করব।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে ইনকাম কেমন হতো?

শিখা সাহা : শুরুর দিকে তো অনেক টাকা ইনকাম হতো। ৫-১০ লাখ টাকা ইনকাম করা কোনো ব্যাপারই ছিল না।

এখন আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

শিখা সাহা : কর্মী আপ-ডাউন করে। যখন অর্ডার হয়, তখন দেখা যায় পাঁচ হাজার কর্মী হলে ভালো হয়। আর যখন অর্ডার থাকে না, তখন ৫০০ হলে ভালো হয়। আসলে কর্মী বিষয়টি রেগুলার না। নতুন একটি কাজ ধরেছি বাইরের। এখন আমি যে লোকগুলোকে কাজ শিখিয়েছি ওদের আন্ডারে আবার গ্রামে গ্রামে ৫০-৬০ জন করে লোক থাকে। আমি আমার শেখানো লোকের দ্বারা ওই ৫০-৬০ জন মানুষের কাছে কাজ বন্টন করে দেই। এভাবেই আমার কর্মী বাড়ে-কমে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

শিখা সাহা : অনেক কর্মী ছিল। মানে সারারাত সারাদিন কাজ চলত। ছেলেরা গ্রামে গ্রামে কাজ দিয়ে আসত। এবং শেষ হলে নিয়ে আসত। আমিই প্রথম কোনো উদ্যোক্তা সম্ভবত এত কাজ করেছি। আমি নিজে ডিজাইন করতে পারতাম। আর আমার ডিজাইন ভালো চলত।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে? তখন নিজেকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় এনেছেন?

শিখা সাহা : হয়ইতো। তবে সেরকম না। অনেক সময় দেখা যায় মাল বিক্রি হয় না। আবার কখনো মাল জমা হয় না। এরকম কত সমস্যা আছে। আর ভালো মানুষেরও অভাব এই পৃথিবীতে। কেউ কাজ করে দিতে ভালোবাসে, কেউ ধ্বংস করে দিতে ভালোবাসে। এসব নিয়ে বসে থাকলে আর চলবে না। তাই আমার মতো আমি কাজ চালিয়ে যাই।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

শিখা সাহা : হ্যাঁ, আছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে কীরকম চিকিৎসা দিতে পারছেন?

শিখা সাহা : আগে তো অত বড়ো বড়ো রোগও ছিল না। লোকালেই ট্রিটমেন্ট করতাম। আমার একটা ছোটো ভাই লোকাল ট্রিটমেন্ট করে মারা গেছে। আর এখন আমার মোটামুটি সামর্থ্য আছেই। এখন ঢাকা না হলে ইন্ডিয়ায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্যোক্তা হওয়ার পর খাদ্য তালিকায় কীরকম পরিবর্তন হয়েছে? আর আগে কীরকম ছিল? যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি আগে এবং পরে কীরকম? তুলনামূলক বলুন!

শিখা সাহা : আগে তো তেমন জানাও হতো না কোন খাদ্যে কতটুকু প্রোটিন আছে। আগে এসব ভেবেচিন্তে খাইনি। এখন কোনটা খেলে শরীর ভালো থাকে। কোনটা ভালো খাবার। সব জেনেশুনে খেতে হয় বা খাই।

আপনার উদ্যোক্তা হওয়ার পর আপনার বাড়ির কোনো পরিবর্তন এসেছে? মানে আগে একরকম ছিল, এবং এখন অন্যরকম?

শিখা সাহা : আমার সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়ি পরিবর্তন করা হয়েছে।

আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন তারা কি পড়ালেখার সঙ্গে যুক্ত?

শিখা সাহা : আমার তো বিয়ে শাদি করার ইচ্ছে ছিল না। তবে ১৫-১৬ বছর আগে পরিবারের জোরাজুরিতে বিয়েটা করেছি। কিন্তু বাচ্চাকাচ্চা নেই।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

শিখা সাহা : সামাজিক মর্যাদা একেবারে তুঙ্গে। এসব নিয়ে আলাদা কিচ্ছু বলার নেই, মানে কি আর বলব।

তবু একটু বর্ণনা করে বলুন? কেমন মর্যাদা পান?

শিখা সাহা : আমার শত শত কর্মী ছিল এনজিওতে। আমার কর্মী থেকে শুরু করে আমি এখন যেখানেই যাই, আলহামদুলিল্লাহ সেখানেই সবার কাছ থেকে মূল্যায়ন, মর্যাদা এবং সম্মান পেয়ে থাকি।

সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটা কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কিংবা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটেছে?

শিখা সাহা : হয়রানি আলাদা বিষয়। আর নিরাপত্তা বেশির ভাগ পরিবার থেকেই দেয়। আগে তেমন দিত না। যখন একটি ব্যবসা দাঁড় করালাম। নিজে নিজে কিছু করলাম, টাকার মানুষ হলাম তখন থেকে নিরাপত্তার বিষয়টি নজরে এলো সবার। আমার এখানে অনেক বিদেশি ফান্ডের মানুষ আসে। আমার ব্যবসা তাদের সঙ্গে অনেকদিনের। কানাডার, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ইত্যাদি জায়গার মানুষ আমার

এনজিওতে আসত। এসব দেখে আমার অঞ্চলে আমার সামাজিক মর্যাদা অনেক বেড়েছে। এলাকার এমপি থেকে অন্যান্য যত নেতারা আছে সবাই সম্মান করে।

সামাজিক অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

শিখা সাহা : হ্যাঁ, করেছি। বাংলাদেশের সকল স্পেশাল ডে-গুলোতে আমরা শ্রদ্ধা এবং উদ্‌যাপন করেছি। বাল্যবিবাহ, বৃক্ষরোপণ এরকম অনেক সামাজিক কাজ করেছি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন?

শিখা সাহা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমার জীবন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমার এত ভালোলাগার একটা জায়গা। কাউকে বললে সে হয়তো ভাববে এটা একটা পাগলামি টাইপের কথাবার্তা। সে সময় আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সঙ্গে একদম ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিলাম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিসাররা আমার এখানে আসত। কাজ দেখত। তারপর আমার কাজের প্রশংসা দেখে আমার কাজের মূল্যায়ন করে আমাকে যুব পুরস্কার দিলো। নানাবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমার আত্মীয়স্বজন। তাদের অফিসে আমার নিয়মিত যাওয়া হতো। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অধীনে আমি অনেক মেলা করেছি।

❒ [শিখা সাহা জন্মগ্রহণ করেছেন জামালপুর জেলায়। গ্রাম : মুকুন্দ বাড়ি, পোস্ট : জামালপুর সদর, উপজেলা : জামালপুর সদর। তিনি ১৯৯৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : সুজন হ্যান্ডিক্যাপ। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হয়েও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যেই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। শিখা সাহা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ স্থানীয় পর্যায়ে আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১২০

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

সামিউল ইসলাম : নার্সারির উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে এ ট্রেনিংই কেন নিয়েছিলেন?

সামিউল ইসলাম : সিডলিং যে বাংলাদেশে একটি বিজনেস আইডিয়া হতে পারে এই কনসেপ্ট নিয়ে আমরা ২০১৬ সালে নার্সারির নিয়ে কাজ শুরু করি। আমি নিজেও একজন এগ্রিকালচার ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ এবং পাশাপাশি এই ইন্ডাস্ট্রিজে আছি ১৫ বছর। আগে রিসার্চ, তারপর ডেভেলপমেন্ট এবং এরপর মার্কেটিং। মার্কেটিং শেষে প্লানিং, তারপর উদ্যোক্তা হয়েছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের কী কী কার্যক্রম হচ্ছে?

সামিউল ইসলাম : আমরা উচ্চ মূল্যের ফসল নিয়ে কাজ করি। যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, মরিচ, বেগুন, ক্যাপসিকাম- এ ধরনের ফসলের প্রোডাকশন টেকনোলজি, অর্থাৎ ওয়ান স্টক সলিউশন প্রোভাইড করি। সিডলিং, ফার্টিলাইজার, আফটার সেল সাপোর্ট এই জিনিসগুলো আমরা একই ফ্লোর থেকে সরবরাহ করি। কৃষির সাথে কল সেন্টার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সমন্বয় করা হয়েছে। সারাদেশে আমাদের চারটি পয়েন্ট আছে সেখান থেকে আমরা সিডলিং (চারা) উৎপন্ন করি। চারা মাটির স্পর্শ ছাড়া প্লাস্টিক পলির মধ্যে তৈরি করা হয়।

আরেকটি পার্ট হচ্ছে চারা উৎপাদনের বীজগুলো সারাদেশের উদ্যোক্তাদের মাঝে আমরা ডাকযোগ বা সরাসরি দিচ্ছি। পাশাপাশি কেঁচো সার, টাইটোকমপোজ এগুলো রোড পর্যায়ের ছোটো ছোটো উদ্যোক্তা তৈরি করে, সেগুলো তাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্রান্ডে মার্কেটিং করি।

আপনার প্রতিষ্ঠান 'এগ্রো ওয়ান' কত সালে যাত্রা শুরু করে?

সামিউল ইসলাম : এর যাত্রা শুরু করা হয়েছে ২০২০ সালে, করোনার ঠিক দুই মাস আগে।

অর্থনৈতিক জায়গা থেকে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা বর্তমানে কীরকম?

সামিউল ইসলাম : বর্তমানে মাসিক আড়াই থেকে তিন কোটি টাকার মতো ইনকাম হচ্ছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন?

সামিউল ইসলাম : আমি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেই ঋণ সহায়তা পাইনি।

কেন মনে হলো যে, আত্মকর্মী হবেন?

সামিউল ইসলাম : প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ইচ্ছে থাকে। আমি মূলত স্বাধীনচেতা মানুষ। আমাকে কেউ পরিচালিত করবে এটি কখনো চাইনি। সেই জায়গা থেকে মনে হয়েছে যে কাজ করছি সেটা যদি নিজের মনে করতে পারি তাহলে হয়তো আরও ভালো করতে পারব। সেখান থেকেই আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করি। আমার আত্মকর্মী হওয়া।

আপনি যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন আয় কেমন ছিল?

সামিউল ইসলাম : শুরুতে মাসে ৫০ থেকে ৮০ হাজার টাকার মতো আয় হয়েছে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী কাজ করছে?

সামিউল ইসলাম : বর্তমানে ১২৫ জন স্থায়ী কর্মী কাজ করছে। এছাড়াও আরও অস্থায়ী ৬০-৭০ জন কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

সামিউল ইসলাম : শুরুতে আমি একা কাজ করেছি।

আপনি কি সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

সামিউল ইসলাম : হ্যাঁ, আমরা বিভিন্ন অসহায়, হতদরিদ্র, বিধবা মহিলাদের চাকরি দিচ্ছি। আবার যাদের অর্থনৈতিক সংকট আছে তাদের আর্থি সহায়তা দিচ্ছি। এছাড়াও বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে সবাইকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য বাড়িতে টেলিভিশন, মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার ইত্যাদি আছে?

সামিউল ইসলাম : হ্যাঁ, এগুলো সবই আছে।

বর্তমানে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

সামিউল ইসলাম : হ্যাঁ, বর্তমানে চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি। শুধু আমার পরিবার না, আমার পরিবার ছাড়াও আরও ১০-১২টি পরিবারের সাপোর্ট দিচ্ছি। আমার আত্মীয়দের মধ্যে যারা অসচ্ছল আছে তাদের দেখাশোনার দায়িত্বও আমি নিয়েছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থাকছে, আর আগে কীরকম ছিল?

সামিউল ইসলাম : আগেও ভালো ছিল, আর এখনো আছে। তবে আগে সপ্তাহে একবার ছিল, আর বর্তমানে প্রতিদিনই থাকে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

সামিউল ইসলাম : ঢাকাতে বাসা নেওয়া আছে, আবার বগুড়াতে একটি ভাড়া বাসা আছে। গ্রামের বাড়ি আগের মতোই আছে, কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

সামিউল ইসলাম : আমার তিন মেয়ে। একজনের বয়স নয় বছর, সে ক্লাস টু-তে পড়ে। বাকি দুজন ছোটো।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

সামিউল ইসলাম : হ্যাঁ, বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

সামিউল ইসলাম : আমার এলাকার কোনো কার্যকলাপে আমিই প্রধান হিসেবে থাকি। আমার এলাকার ওয়াজ মাহফিল থেকে শুরু করে সব ধরনের অনুষ্ঠানে আমি এখন চিফ গেস্ট। এছাড়া বন্ধুবান্ধব, কলিগ, এক্স কলিগ সবার কাছে ফাস্ট প্রায়োরিটি পাচ্ছি।

আগে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করত?

সামিউল ইসলাম : খুব তাচ্ছিল্যভাবে দেখত। আলাদা কিছু না।

সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা কীরকম? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

সামিউল ইসলাম : জি, চাঁদাবাজির শিকার হতে হচ্ছে। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর আশেপাশে অনেক সমস্যা হচ্ছে, তারা প্রভাব খাটাতে চাচ্ছে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

সামিউল ইমলাম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকেই আমি সব সময় পাশে পেয়েছি। তাই সে জায়গা থেকে সব সময়ই আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে মূল্যায়ন করি। এ পর্যায়ে আসা পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে পাশে পাইনি।

❒ [সামিউল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন নওগাঁ জেলায়। বর্তমান ঠিকানা : বগুড়া উপশহর, বগুড়া সদর, বগুড়া। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম: এগ্রো-১। স্বাধীনচেতা মানুষ হওয়ায় চাকরির মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে বন্দী রাখতে চায়নি বলেই আত্মকর্মী হয়েছে। সামিউল ইসলাম সফল আত্মকর্মী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

সফল আত্মকর্মী-১২১

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

সুফিয়া বেগম : আমি ২০০০ সালে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসার উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিংগুলো না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

সুফিয়া বেগম : আত্মকর্মী হিসেবে নিজে কিছু করার চিন্তাভাবনা থেকে আমি এই ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

সুফিয়া বেগম : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'সুফিয়া পোল্ট্রি হাউজ'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

সুফিয়া বেগম : ২০০৫ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কীরকম?

সুফিয়া বেগম : এখন আমার প্রতিষ্ঠানে হাঁস, মুরগি, মাছ, গরু-ছাগল সব নিয়েই কাজ করা হচ্ছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

সুফিয়া বেগম : মাসিক প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

সুফিয়া বেগম : না।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

সুফিয়া বেগম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

সুফিয়া বেগম : ১০-১২ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়ে, যে টাকা বেতন পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর। তাই আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

সুফিয়া বেগম : শুরুতে মোটামুটি ভালো ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

সুফিয়া বেগম : সব মিলিয়ে আমার এখানে ৩ জন স্থায়ী এবং ১-২ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

সুফিয়া বেগম : শুরুতে ১ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

সুফিয়া বেগম : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

সুফিয়া বেগম : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

সুফিয়া বেগম : কথায় আছে 'মাছ, মাংস, ডিম, খাদ্যের উৎস তিন'। আলহামদুলিল্লাহ, আগের থেকে এখন বেশ ভালো খাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

সুফিয়া বেগম : আগে মাটির বাড়ি ছিল, এখন পাকা বাড়ি করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

সুফিয়া বেগম : আমার ছেলেমেয়ে ৪ জন। সবাই পড়াশোনা করে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি?

সুফিয়া বেগম : হ্যাঁ, বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

সুফিয়া বেগম : এলাকার মানুষ আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে ডাকে। আমি বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেই।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

সুফিয়া বেগম : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

সুফিয়া বেগম : জি, করি। যুব দিবস, মৎস্য দিবস, বৃক্ষরোপণ দিবসের অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করি এবং মানুষকে আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দেই।

আপনি মানুষকে কেন আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দেবেন?

সুফিয়া বেগম : বাংলাদেশে এখন ছোটো-খাটো একটি চাকরি নিতে গেলে ১০-১৫ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয় অথচ বেতন সর্বসাকুল্যে মাত্র ২০ হাজার টাকা। এ যুগে ২০ হাজার টাকা দিয়ে ফ্যামিলি ভালোভাবে চলা যায় না। কিন্তু কেউ যদি ১৫ লাখ টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসা করে তাহলে মাসে সে প্রায় ১ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবে। সৎভাবে উপার্জন করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র উপায় হলো ব্যবসা করা।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

সুফিয়া বেগম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণে আমি সফল আত্মকর্মী হতে পেরেছি, নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করতে পেরেছি। আমার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

❐ [সুফিয়া বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন দিনাজপুর জেলায়। গ্রাম : মমিনপুর, পোস্ট : যশাই, উপজেলা : পার্বতীপুর। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : সুফিয়া পোল্ট্রি হাউজ। ঘুষ দিয়ে চাকরি না নিয়ে হালালভাবে ব্যবসা করে স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপনের জন্য তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। সুফিয়া বেগম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ খামারি পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১২২

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

সুলতানা পপি : ১৯৯৬ সালে ব্লক, বাটিকের উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে এই ট্রেনিংই কেন নিলেন?

সুলতানা পপি : আমি তখন স্টুডেন্ট লাইফে, আড়ং এ জব করি। আড়ং এর পাঞ্জাবি সেকশনে কাজ করেছি আর সেখান থেকেই মূলত বাটিকের প্রতি উদ্বুদ্ধ হই। কাজ শিখেই আমি অর্ডারে কাজ শুরু করি। ছোটো ছোটো লিফলেট করে বাসার আশেপাশে দিয়েছি যার কারণে কিছু স্টুডেন্ট পেয়েছিলাম, যারা শিখতে আসছে আমার কাছে। তারপরই আমার প্রতিষ্ঠানের 'রংধনু একাডেমি' নামকরণ করি। চাকরির পাশাপাশি আমি আমার প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করাই।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কী?

সুলতানা পপি : আমি এখন ব্লক, বাটিক, টেইলারিং প্রশিক্ষণ দেই। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আন্ডারে আমার এখান থেকে প্রতি মাসে ৮০ জন করে স্টুডেন্ট প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হচ্ছে।

১৯৯৬ সালে 'রংধনু একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করলেন। এখন তো ২০২৪ সাল। এই দীর্ঘ সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের কীভাবে কতটুকু বিস্তার ঘটল?

সুলতানা পপি : চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা শুরু করি। একটা সময় গিয়ে, মানে ২০০১ সালে চাকরি একদমই ছেড়ে দেই। ২০০১ সালের পরে থেকে আমি ফুল টাইম রংধনু একাডেমিতে সময় দিতে থাকি। আগে সকল কার্যক্রম বাসায়ই হতো। পরবর্তীকালে মিরপুর ১০ এ অফিস নিয়েছিলাম। অফিস নেওয়ার পরেই ট্রেড লাইসেন্স করি, আইনগত যা যা লাগে ব্যবসা করতে। তারপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি করতে থাকি। আস্তে আস্তে ট্রেড বাড়তে থাকে। এভাবেই আজকের অবস্থানে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ আজকে একটা ইন্সটিটিউট দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ভিত্তিটা কীরকম? এখন মাসিক ইনকাম কীরকম?

সুলতানা পপি : প্রতিষ্ঠান বড়ো হলে তো সব কিছুই বাড়ে। সেক্ষেত্রে যে খুব বেশি লাভবান জায়গায় আছি সেরকম না। এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা আমার অফিস ভাড়ায় চলে যাচ্ছে। টোটাল খরচ আছে দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা। বর্তমানে আমি লাভবান নই, সমান সমান আছি।

আপনি কী 'রংধনু একাডেমি' এর বাহিরে অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

সুলতানা পপি : আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ট্রেইনার হিসেবে কাজ করি। আমি প্রায় ১৫ বছর যাবৎ ২০০৮ সাল থেকে দেশ টিভির 'দূরপাঠ' অনুষ্ঠান করছি। ওই প্রোগ্রাম আমিই রান করিয়েছি। ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটির আইএসসির একজন ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করছি।

আপনার বিজনেস যখন শুরু করেন তখন কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

সুলতানা পপি : তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পাইনি। আমি যা ইনকাম করেছি সেটা দিয়েই এগিয়ে এসেছি। তবে যুব পুরস্কার পাওয়ার আগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৫০ হাজার টাকার একটা ঋণ নিয়েছিলাম।

কেন মনে হলো আত্মকর্মী হবেন?

সুলতানা পপি : আমি মূলত এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি ১৯৮৮ সালে। আমি লালবাগ, ঢাকার মেয়ে। আমার কাছে মনে হয়েছে আমি কেন আমার বাবার থেকে টাকা নেব? আমি কলেজে যাচ্ছি, আমি বাবার থেকে টাকা চাইনি। এসএসসি পরীক্ষার দিয়েই একটা চাকরিতে ঢুকেছিলাম। পরে কলেজে ভর্তি হয়ে সেই চাকরিটা ছেড়ে দেই। তারপর আড়ংয়ে গিয়েছিলাম। পড়াশোনার পাশাপাশি তো অন্য কোনো জব করা যায় না। তাই কলেজ সকালে করি আর বিকেলে জব করতাম। সেখানে চাকরি করেই আমি বিভিন্ন ধরনের কাজ দেখেছি। পরবর্তীকালে ১৯৯১ সালে সেলস্ এ ভালো করার জন্য আমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। মূলত আমি যখন প্রথম চাকরি করেছি তখনই বুঝেছি নারীরা কতটা অসহায়। তখনই আমার মনে হয়েছে মেয়েদের জন্য কিছু করব। আড়ং এর কাজগুলো দেখে আরও বেশি উৎসাহিত হয়েছি। একটা সময় তো নিজে চিন্তাই করলাম, নিজেই কিছু করব। সেই সিদ্ধান্ত থেকে আমার প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করিয়েছি। আমি জানি চাকরির একটা পর্যায়ে গিয়ে মানুষ রিটায়ার্ড করে কিন্তু আমি চেয়েছি, আমার যেন কখনো রিটায়ার্ডমেন্ট না হয়। আমার মেইন উদ্দেশ্য নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বর্তমানে শুধু নারীদের না, আমরা পুরো যুব সমাজটাকেই এগিয়ে নেওয়া চেষ্টা করছি। যা দেশের অর্থনীতিতে বড়ো ধরনের অবদান রাখছে। আমাদের এখানের ছেলেমেয়েরা ফুডের ওপর ট্রেনিং নিয়ে দেশের বাহিরে যাচ্ছে আবার দেশের ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। নারীরা ঘরে বসেই সংসার সামলানোর পর ক্যাটারিং এর কাজ করে আর্থিকভাবে বেনিফিটেড হচ্ছে। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় মনোযোগ দিয়েছি। কেননা ব্যবসা না করলে মানুষকে এভাবে সহযোগিতা করা সম্ভব না। আমার লক্ষ্য ছিল মানুষের জন্য কাজ করব।

প্রথম দিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের আয় কীরকম ছিল?

সুলতানা পপি : প্রথমদিকে আমাদের খুব বেশি আয় ছিল। ২০১৬ সালে ভালো ইনকাম হচ্ছিল। বাংলাদেশে যেভাবে প্রজেক্টগুলো ফ্রিতে এসে গিয়েছে তাই

প্রজেক্টে কাজ করলে লাভবান হওয়া যায়। প্রজেক্ট পেতে হলেও কম্পেইনসটা ঐভাবেই করতে হয়। কম্পেইনস যদি সেভাবে করতে চাই তাহলে কিন্তু খরচ অনেক বৃদ্ধি পায়। তাই প্রজেক্টের আশায় কম্পেইনসে আসতে হয়েছে যার কারণে আয়টা একটু ভালোই ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

সুলতানা পপি : বর্তমানে আমাদের অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা বেশি। স্থায়ী কর্মী আছে আটজনের মতো। অস্থায়ী কর্মী হিসেবে প্রতিটা ট্রেডে দু'জন করে প্রশিক্ষক আছে। ১৫-১৬ জন আছে যারা অস্থায়ী ভাবে কাজ করে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

সুলতানা পপি : ২০০৬ সালে অফিসটা বাহিরে নিয়েছি। একদম শুরুতে দুজন হেল্পিং হ্যান্ড ছিল আর আমি। ২০১৬-১৭ সালের দিকে আমার কর্মী ছিল অনেক বেশি। পারমানেন্ট স্টাফ ছিল ১৬-১৭ জনের মতো। সে সময় আমার একটা পার্লারও ছিল। তখন পার্টটাইম কর্মীও ছিল ১০ জনের মতো। বর্তমানে তো পার্টটাইম কর্মীর সংখ্যা বেশি।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

সুলতানা পপি : ক্ষতির সম্মুখীন বলতে করোনাকালে দুই বছর বসে ছিলাম। দুই বছরে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা অফিস ভাড়া দিতে হয়েছে যেখানে কোনো ইনকামই ছিল না।

এই ক্ষতি থেকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছেন?

সুলতানা পপি : করোনার শেষের দিকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমেই পদ্মাসেতুর কাজ পেয়েছিলাম। ফরিদপুর, শিবচর প্রতিদিন গিয়ে পদ্মাসেতুতে ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের ট্রেনিং দিয়েছি। সকাল সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে পদ্মার ওপাড়ে ক্লাস নিয়েছি। আবার বেলা ১টায় রওনা দিয়েছি, পৌঁছে আমার অফিসে ক্লাস নিয়েছি। এভাবেই আমার ক্ষতিটা কাভার করেছি। আমার অ্যাডভান্স ছিল সেগুলো দিয়েও কিছুটা কাভার করেছিলাম। বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থানে এসেছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন তো নিশ্চয়ই আছে?

সুলতানা পপি : হ্যাঁ, আছে।

এখন কিছু তুলনামূলক জানতে চাইব। আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার আগে বা পরে আপনার পরিবারের সদস্য কেউ অসুস্থ হলে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারতেন?

সুলতানা পপি : আসলে আমার পরিবারে আমার ইনকামের টাকা দিতে হয় না। আমার হাসবেন্ডের ইনকাম দিয়েই পরিবার চলে। তাই এটা নিয়ে আমার তেমন টেনশন নেই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার পরিবারে আপনার ভূমিকার জায়গাগুলো নিয়ে কিছু বলবেন।

সুলতানা পপি : আমি উদ্যোক্তা হওয়ার ফলে আমার আশেপাশে বা প্রতিবেশীদের অনেক পরিবর্তন আনতে পেরেছি। আমি নিজেও স্বাবলম্বী হয়েছি। জীবনের শুরু থেকেই আমি কারো প্রতি ডিপেন্ডেট না। আমার সংসারের সকল কিছু আমার হাসবেন্ড মেইনটেইন করে। তবে আমার ছেলেমেয়ে, কোথাও ঘুরতে যাওয়া এসবে আমি কন্ট্রিবিউট করি। আমি যখন চাই, আমি এটা করব, তখন এটা করতে পারি। আমি এখানে খুব গর্ববোধ করি, কেননা আমি আমাকে চালাতে পারছি। মেয়েরা সব সময় স্বামীর উপর নির্ভর করে কিন্তু আমি সেটা হইনি। আমি যদি নিজের জন্য একটা মোবাইল কিনি তাহলে আমার হাসবেন্ডের জন্যও একটা কিনি। আমি কখনো আমার স্বামীকে বলি না আমাকে একটা কাপড় কিনে দাও। আমি উল্টো করার চেষ্টা করি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন এবং তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

সুলতানা পপি : আমার এক মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়ে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেরিয়েছে। বর্তমানে আমেরিকান একটা কোম্পানিতে চাকরি করছে সাথে মাস্টার্স করছে। ছেলে কানাডাতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।

আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে আপনার ভূমিকা আছে?

সুলতানা পপি : আমার হাসবেন্ডের বাড়িতেই থাকি যা বিয়ের আগেই কেনা।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী আপনার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

সুলতানা পপি : হ্যাঁ, অনেকগুণ বেড়েছে। পরিবারে ও সমাজে সবখানেই মর্যাদা বেড়েছে। একটা হাউজওয়াইফের কিন্তু ও-রকম কোনো ভ্যালু থাকে না, ডিসিশনের জায়গাগুলোতে। তাদের তেমন কোনো গুরুত্বও থাকে না। সেই জায়গাগুলোতে আমরা দুজনে মিলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। আত্মীয়স্বজনেরাও বিভিন্ন পরামর্শের জন্য আসে। আমি যদি উদ্যোক্তা না হতাম, নিজেকে যদি এভাবে অ্যাডভান্স না করতাম তাহলে তো কেউ আমাকে এভাবে গুরুত্ব দিত না।

আপনি কী সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

সুলতানা পপি : হ্যাঁ, কাজ করি। আমি আইএসসি টুরিজমের ডিরেক্টর তাই ওখানে তো পুরোটাই সামাজিক কার্যক্রম করছি। এ ছাড়াও বৃক্ষরোপণ, নারী নির্যাতনরোধে বিভিন্ন সভা সেমিনার, মাদক বিরোধী আন্দোলন এসব আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের নিয়ে প্রোগ্রাম করে থাকি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

সুলতানা পপি : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিশেষ করে যুবদের জন্য খুবই উপকারী একটা জায়গা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমেই যুবক শ্রেণি আজ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এখানেও কিছু সমস্যা আছে, যেমন ফান্ডিং। ফান্ডিং এখানে সঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হয় না। এই জায়গাগুলো ঠিক হলে দেশ বা জাতির

আরও উন্নয়ন সম্ভব। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ। কেননা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমেই প্রথম সামাজিক মর্যাদা পেয়েছি। যুব পুরস্কারের কারণে আমার সামাজিক মর্যাদাও অনেকগুণ বেড়েছে।

❒ [সুলতানা পপি জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ৬৭৮/৫/সি উত্তর কাফরুল, ঢাকা। তিনি ১৯৯৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : রংধনু একাডেমি। আত্মনির্ভরশীল হয়ে মানুষের জন্য কিছু করার মানসিকতা থেকে চাকরি না করে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। সুলতানা সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১২৩

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক-বাটিক এবং বিউটিফিকেশনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন, অন্যান্য ট্রেনিংগুলো কেন নয়?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : আমি আগে থেকেই ব্লক-বাটিকের কিছু কিছু কাজ পারতাম। আমার কাজগুলো করতে ভালো লাগত। আমি কিছু ড্রেস বানিয়ে বিক্রি করে লাভবান হতে পারিনি। তাই পরবর্তীতে বিউটি পার্লারের কাজ শুরু করি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'নিউ অঙ্গনা বিউটি পার্লার'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : ২০০০ সালে শুরু করেছি।

২০০০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে আপনি আপনার বিজনেসের বিস্তার ঘটিয়েছেন কীভাবে?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : আমার বিজনেস খুব বেশি বিস্তৃত হয়নি, প্রায় আগের মতোই আছে। ২০১০ সালে এক ছেলে, এক মেয়ে রেখে আমার স্বামী মারা যান। সে সময় সন্তানদের নিয়ে একা হাতে সংসার চালিয়ে বিজনেস করা কষ্টকর ছিল। আমার স্বামী অনেক সাপোর্টিভ ছিলেন। তার মৃত্যুর পরে আর ব্যবসা বাড়াতে পারিনি। যেভাবে ছিল, সেভাবেই চলছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : মাসিক ২০-২৫ হাজার টাকা ইনকাম হতো। তবে আগে মাসে প্রায় ৪০ হাজার টাকা ইনকাম হতো। এখন বিভিন্ন অধিদপ্তর থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর ট্রেনিং করানো হচ্ছে, অনেক মানুষ কাজ শিখছে, কাজ করছে, তাই এখন ইনকাম কিছুটা কমে গেছে।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন কী যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : ২০২১ সাল পর্যন্ত আমি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ১১ বছর ট্রেইনার হিসেবে কাজ করেছি। ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিংগুলোতে আমাকে ট্রেইনার হিসেবে পাঠানো হয়।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : শুরুতে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : আমার মনে হয়েছিল নিজে ইনকাম করলে নিজের ইচ্ছে মতো খরচ করা যায়, আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করা যায়, স্বাবলম্বী হওয়া যায়। সেজন্য আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : বিজনেস শুরুর ১ বছর পর্যন্ত তেমন ইনকাম হয়নি। তারপর আমি আমার স্বামীর পরামর্শে স্কুল-কলেজে লিফলেট বিতরণ করি। তারপর থেকে আমার বিজনেস দাঁড়িয়ে যায়।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : আমার এখানে প্রায় ২ জন স্থায়ী এবং ৩ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : শুরুতে ৩ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারি না। ২৫০ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ডাক্তার দেখাই।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : উদ্যোক্তা হওয়ার পরে বাচ্চাদেরকে মাছ, মাংস, ডিম পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে পারছি। খাদ্য তালিকায় অবশ্যই পরিবর্তন এসেছে। আগে খাদ্য তালিকায় এগুলো সীমিত পরিমাণে ছিল।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : না, আগের মতোই আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে বড়ো, মেয়ে পড়াশোনা করে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : জি, তারা আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। উদ্যোক্তা হওয়ার আগে আমার হাসব্যান্ডের নামে শুধু কার্ড আসত, আমি স্বাবলম্বী হওয়ার পরে দুজনের নামে কার্ড আসত।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : না। তবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১৫ দিনের একটি ট্রেনিং করিয়েছিলাম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আরেকজন স্যার ৬ দিনের আরও একটি ট্রেনিং করিয়েছিলেন। আমি এ বিষয়ে জানতাম না। কিন্তু স্যার দেখিয়েছিলেন যে সেই ট্রেনিং আমি করিয়েছি, অথচ আমি করাইনি। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছিল এবং আমাকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : জি, করেছি। আমার একটি এনজিও আছে, সেটার মাধ্যমে আমি বিভিন্ন সামাজিক কাজ করি।

আপনি অন্য কাউকে আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ কেন দেবেন?

সুলতানা পারভীন (রজনী) : কেউ আত্মকর্মী হলে সে স্বাবলম্বী হতে পারে। ফলে তার সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সবাই সম্মান করে, পরিবারে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার মতামতের প্রাধান্য থাকে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

সুলতানা পারভীন (রজনী) : আমি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১৫ দিনের একটি ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিং নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। তখন পার্লার এত প্রচলিত ছিল না। সে সময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যদি আমার পাশে না দাঁড়াত, তাহলে আমি কাজ করতে পারতাম না। তারা আমার নানা অসঙ্গতির কথা শুনে আমাকে ঋণ সহায়তা দিয়েছিল, তখন আমি পুরোদমে আমার বিজনেস শুরু করি। আমার মধ্যে উদ্যম ছিল। আমি কাজ করে নিজের যোগ্যতায় জাতীয় যুব পুরস্কার পেয়েছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণে আমার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

❐ [সুলতানা পারভীন (রজনী) জন্মগ্রহণ করেছেন খুলনা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: ২৬, শেরে বাংলা রোড, খুলনা। তিনি ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : নিউ অঙ্গনা বিউটি পার্লার। নিজে কিছু করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যই তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। সুলতানা পারভীন সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার, ইউএনডিপি থেকে পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১২৪

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কত সালে কোন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

সেলিম আহমদ : ২০০৮ সালে পোল্ট্রি ফার্মের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

কেন মনে হলো পোল্ট্রি ফার্মের উপরেই ট্রেনিং নিতে হবে?

সেলিম আহমদ : ওই সময় আমি বেকার ছিলাম। পোল্ট্রি ফার্মের উপরে প্রশিক্ষণ নিয়েই ব্যবসা শুরু করি আর আজকে আমি স্বাবলম্বী।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম কী কী?

সেলিম আহমদ : পোল্ট্রির ফার্ম নিয়েই আছি। আমার প্রায় ১০-১২ হাজার মুরগি আছে। আগে আরও বেশি ছিল তবে বর্তমানে কিছু কমেছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

সেলিম আহমদ : ২০০৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এর আগে মুরগি কেনা-বেচার ব্যবসা করেছি। ট্রেনিং নেওয়ার পরেই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল। এই দীর্ঘ ১৬ বছরে কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটেছে, এটা নিয়ে আমাদের কিছু বলেন।

সেলিম আহমদ : অনেক কষ্টের বিনিময়ে বিস্তার ঘটেছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

সেলিম আহমদ : মাসিক ইনকাম দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার মতো হচ্ছে।

এর পাশাপাশি অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছেন? যেখান থেকে ইনকাম হয়?

সেলিম আহমদ : আমার নিজস্ব মুদির দোকান আছে। মুদির দোকান থেকে ইনকাম হয় আর ফার্মের মুরগিও দোকানে এনে বিক্রি করি।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন?

সেলিম আহমদ : শুরুতে পূবালী ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়েছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেও ৫০ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা পেয়েছিলাম।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

সেলিম আহমদ : আমরা চাকরি করে তো এত টাকা রোজগার করতে পারব না। আমার লেখাপড়াও কম ছিল তাই এই পথটাই বেছে নিয়েছিলাম।

প্রথমদিকে আপনার ব্যবসায় আয় কীরকম ছিল?

সেলিম আহমদ : কম ছিল। দুই হাজার মুরগি দিয়ে আমার ব্যবসা শুরু করি।

মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা ইনকাম হয়েছে। পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে ৩০ হাজার মুরগি পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম আমি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

সেলিম আহমদ : স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে ১০ জন কর্মী আছে।

শুরুতে আপনার কতজন কর্মী ছিল?

সেলিম আহমদ : শুরুতে তিনজন কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

সেলিম আহমদ : বার্ড ফ্লুর সময় অনেক বড়ো ক্ষতির মুখোমুখি হয়ছিলাম।

পরবর্তীকালে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থানে এসেছেন?

সেলিম আহমদ : আবার ঋণ নিয়েছিলাম। ঋণ নিয়ে ধীরে ধীরে আবার এগিয়ে আসছি।

আপনার পরিবারে বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন আছে?

সেলিম আহমদ : হ্যাঁ, আছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

সেলিম আহমদ : আমার দুই ছেলে, এক মেয়ে। দুই ছেলের একজন ক্লাস এইটে পড়ে আরেক জন নাইনে পড়ে। মেয়ে পড়ে ক্লাস সেভেন এ।

পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে স্বাবলম্বী হওয়ার আগে বা পরে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পেরেছেন যদি একটু তুলনামূলক আলোচনা করেন।

সেলিম আহমদ : বর্তমানে মোটামুটি ভালো চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি। যা আগের তুলনায় অনেক ভালো।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্য তালিকায় কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? যেমন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি...

সেলিম আহমদ : অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে তো সেরকম দিতে পারিনি। বর্তমানে যা প্রয়োজন সেটাই দিতে পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের কোনো পরিবর্তন এসেছে কী? যদি এসে থাকে তাহলে সেটা কীরকম?

সেলিম আহমদ : আগে আমার টিনের বাড়ি ছিল। বর্তমানে নিজের বিল্ডিং, পাকা বাড়িতে থাকি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে কী সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে?

সেলিম আহমদ : জি, অনেক বেড়েছে। স্বাবলম্বী হওয়ার ফলেই সমাজে এখন মাথা উঁচু করে চলতে পারছি।

এলাকার কোনো অনুষ্ঠান বা কার্যক্রমে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

সেলিম আহমদ : বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকে, আপ্যায়ন করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে বা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে কি না?

সেলিম আহমদ : না, হয়রানি নেই।

আপনি কী সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন?

সেলিম আহমদ : হ্যাঁ, করি। আমরা যুব সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন অনুদান দেই। সংগঠনের মাধ্যমে সামর্থ্য অনুযায়ী সেখানে কন্ট্রিবিউট করি।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, কর্মপ্রত্যাশী, তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই– তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

সেলিম আহমদ : হ্যাঁ, অবশ্যই প্রয়োজন। বর্তমান সরকার আমাদের যেভাবে ট্রেনিং করার সুযোগ করে দিচ্ছেন, তাই আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। ট্রেনিং নেওয়া উচিত। আমি মনে করি সকলের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

সেলিম আহমদ : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে আমি ধন্যবাদ দেব। ২০০৮ সালে আমি যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করতাম তাহলে আজকের এই অবস্থানে আসতে পারতাম না। অনেক ব্যাংক আমাকে অফার দেয় ব্যবসা ভালোর জন্য। করোনার সময় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যাংক আমাকে লোন দিয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ। যুব উন্নয়ন না থাকলে আমি যে ১০ জনের কর্মসংস্থান করেছি, এটাও কিন্তু করতে পরতাম না। ১০ জনের পরিবারও কিন্তু আমার সাথে আছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগে আমি নিজেই বেকার ছিলাম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে নিজে স্বাবলম্বী হতে পেরেছি এবং মানুষকে সহযোগিতা করতে পারছি।

❐ [সেলিম আহমদ জন্মগ্রহণ করেছেন মৌলভীবাজার জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা: পুরাতন হাসপাতাল সড়ক, গুলবাগ, সদর, মৌলভীবাজার। তিনি ২০০৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় চাকরির পেছনে না ছুটে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। সেলিম আহমদ সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১২৫

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কত সালে প্রথম কোন ট্রেনিংটি নিয়েছিলেন?

সৈয়দা জহুরা বেগম : সালটা সঠিক মনে নেই। আমি প্রথম পোশাক তৈরির উপরে ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিং না নিয়ে পোশাক তৈরির উপরেই কেন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

সৈয়দা জহুরা বেগম : অনেক দুঃস্থ মহিলা আছে যারা জীবন চালাতে পারছে না। তাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমি পোশাক তৈরির উপরে ট্রেনিংটি নিয়েছিলাম।

আপনি নিশ্চয়ই পোশাক তৈরির উপরে ট্রেনিং নিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠানের একটা নাম দিয়েছেন? সেই নামটা কী?

সৈয়দা জহুরা বেগম : 'বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা'। এটাতেই মহিলাদের ট্রেনিং করিয়ে থাকি। পোশাকও তৈরি এখানেই। বিক্রিও করি এখান থেকে। তারপর যে লাভ হয় সেই লভ্যাংশ তারা পায়।

কত সালে আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়?

সৈয়দা জহুরা বেগম : ১৯৯৪ সালে শুরু করি।

১৯৯৪ থেকে আজকে ২০২৪ সাল। এই দীর্ঘ সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার তারপর কীভাবে এতদূর এগিয়ে নিয়ে আসলেন? আমাদের যদি একটু বলেন।

সৈয়দা জহুরা বেগম : সবাইকে ট্রেনিং দিয়েছি তারপর তারা কাপড় তৈরি করেছে। কাপড় বিক্রি করেছে। এভাবেই ধারাবাহিক কাজ করেছি।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে মাসিক ইনকাম কীরকম হচ্ছে?

সৈয়দা জহুরা বেগম : এখন সব খরচ বাদ দিয়ে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার মতো থাকে।

বাহ, খুব ভালো। আপনি কী আপনার প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা' এর বাহিরেও অন্য কোনো কাজের সাথে যুক্ত আছেন? যেখান থেকে ইনকাম হয়?

সৈয়দা জহুরা বেগম : হ্যাঁ, আছি। তাঁতিদের বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কাজ করি। তাঁতিদের মেশিন, সুতা এগুলো আমিই কিনে দেই। যার কারণে প্রতি বছর তারা তিন লক্ষ টাকা দেয়। গরিবদের উন্নয়ন করিয়ে থাকি।

ব্যবসার শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা অনুদান পেয়েছিলেন?

সৈয়দা জহুরা বেগম : শুরুতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পেয়েছি।

কেন মনে হয়েছে আত্মকর্মী হবেন?

সৈয়দা জহুরা বেগম : আত্মকর্মী হয়েছি যারা সমাজের মধ্যে লাঞ্ছিত হয় তাদের টেনে তোলার জন্যই।

প্রথম দিকে আপনার প্রতিষ্ঠানের ইনকাম কীরকম ছিল?

সৈয়দা জহুরা বেগম : প্রথম দিকে ৮-১০ হাজার টাকার মতো। আস্তে আস্তে আজকে এই পর্যায়ে এসেছি। আমার আন্ডারে এখন ৩০ থেকে ৩৫ জন মহিলা কাজ করে।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

সৈয়দা জহুরা বেগম : স্থায়ী আছে ১০ জন। অস্থায়ীভাবে আছে প্রায় ২৫ জনের মতো।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

সৈয়দা জহুরা বেগম : শুরুতে দুই-তিন জন ছিল।

আপনার প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

সৈয়দা জহুরা বেগম : হ্যাঁ, একবার লস হয়েছিল। তারপর সেগুলো ধীরে ধীরে কাজ করে উতরে গিয়েছি।

আপনার বাড়িতে বিনোদন লাভের জন্য অবশ্যই টেলিভিশন আছে?

সৈয়দা জহুরা বেগম : হ্যাঁ, আছে।

পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে বা আগে কীরকম চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন? যদি একটু তুলনামূলক বলেন।

সৈয়দা জহুরা বেগম : আমি নিজেও চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি। সবাইকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারছি। আমার প্রতিষ্ঠানেও একটা ডাক্তার নিয়োগ দিয়েছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে ও পরে খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কীরকম থাকে বা থেকেছে?

সৈয়দা জহুরা বেগম : এখন ইনশাআল্লাহ ভালো থাকে। আমাকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যখন যুব পুরস্কার দেওয়ার হয় তরপর সেই পুরস্কারের প্রাইজমানি দিয়ে আমি একটা জমি কিনেছি। সেখানেই বর্তমানে আমার তিনতলা বাড়ি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কী পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

সৈয়দা জহুরা বেগম : আমার চার ছেলে। বড়ো ছেলে যমুনা টিভির সাংবাদিক। সেজো ছেলে ব্যাংকার, মেজো ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। ছোটো ছেলেও সাংবাদিক।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিক মর্যাদা কীরকম বেড়েছে?

সৈয়দা জহুরা বেগম : আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেড়েছে।

এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে?

সৈয়দা জহুরা বেগম : তারা সবাই আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। দাওয়াত করে। প্রধান অতিথি বানায়। সবাই কথা শুনতে চায়, বক্তব্য চায়।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে বা পরে কোনো হয়রানির ঘটনা আছে?

সৈয়দা জহুরা বেগম : না, কোনো হয়রানির ঘটনা নেই।

আপনি বলেছেন যে, আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডমূলক কাজ করেন। সেই কাজগুলো কী কী?

সৈয়দা জহুরা বেগম : ফ্রি চিকিৎসা দিয়ে থাকি। তাঁতিদের সুতা, মেশিন এসব কিনে দেই।

আপনি কী মনে করেন যারা বেকার, তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন?

সৈয়দা জহুরা বেগম : হ্যাঁ, প্রয়োজন। অভাব অনটন থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই তাদের আত্মকর্মী হওয়া প্রয়োজন। আত্মকর্মী হলে পরিবার নিয়ে সুন্দরভাবে চলতে পারবে। কারো কাছে হাত পাততে হবে না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলেন।

সৈয়দা জহুরা বেগম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমেই আজ আমি এত বড়ো হতে পেরেছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়া এটা সম্ভব হতো না।

❒ [সৈয়দা জহুরা বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন কুষ্টিয়া জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : ৯২, আর, সি রোড, কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া। তিনি ১৯93/১৯৯৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পোশাক তৈরির উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা। দুস্থ নারীদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। সৈয়দা জহুরা বেগম সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার-সহ আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১২৬

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন? কত সালে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : আমি ২০০১ সালে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

অন্য ট্রেনিংগুলো না নিয়ে আপনি এই ট্রেনিং কেন নিয়েছিলেন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : আত্মকর্মী হিসেবে নিজে কিছু করার চিন্তাভাবনা থেকে আমি এই ট্রেনিং নিয়েছি এবং নিজের ফার্ম শুরু করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : শুরুতে আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'সৈয়দ মাহমুদ হাসান পোল্ট্রি ফার্ম' ছিল। ২০০২ সালের দিকে আমার প্রতিষ্ঠানের নাম করা হয় 'মেসার্স মাহমুদ পোল্ট্রি ফার্ম'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : ২০০১ সালে।

২০০১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আপনার প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটিয়েছেন কীভাবে?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং শেষে আমি একটি ছোটো ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। তারপর আরও কিছু লোন এবং নিজের পুঁজি নিয়ে আস্তে আস্তে বিজনেস বড়ো করেছি। এখন আমার ফার্মে প্রায় সাড়ে সাত হাজার লেয়ার মুরগি আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক ইনকাম কত?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : বর্তমানে মাসিক প্রায় ২ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : জি, লিজ নেওয়া জমিতে আমার একটি মাছের ঘের আছে। এটি আমার শেয়ার বিজনেস। এখান থেকে আমার বাৎসরিক প্রায় ৪ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

আপনার কেন মনে হয়েছে যে আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : বর্তমানে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পাওয়া কঠিন। চাকরির বাজারে ক্রাইসিস চলছে। তাই চাকরি হবে– সেটার উপর ডিপেন্ড না করে আমি নিজে কিছু করতে চেয়েছি।

প্রথমদিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : প্রথমদিকে বিজনেস ছোটো পরিসরে শুরু করেছিলাম। তখন মোটামুটি আয় হতো।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী কতজন আর অস্থায়ী কতজন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : আমার এখানে প্রায় ৫ জন স্থায়ীকর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : শুরুতে ২ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : জি, আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন? স্বাবলম্বী হওয়ার আগে কেমন ছিল?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : স্বাবলম্বী হওয়ার আগে চিকিৎসা সেবা নিতে একটু অসুবিধা হলেও এখন কোনো অসুবিধা হয় না। এখন কেউ অসুস্থ হলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : আগে একটু কম খাওয়া হতো। আর এখন যেহেতু নিজেই উৎপাদন করি, তাই এগুলো খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : একটু পরিবর্তন হয়েছে। আগে সেমি পাকা ছিল, এখন সেটা একটু মডিফাই করেছি। আমি আমার ব্যবসায় অধিক বিনিয়োগ করেছি।

আপনি কি বিবাহিত?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : না, আমি এখনো বিয়ে করেনি।

আপনার ভাই-বোনদের পড়াশোনার ব্যয় কি আপনি বহন করেন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : জি, আমার ভাই-বোন সবাই মাস্টার্স পাশ করেছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কোন কোন জায়গায় বেড়েছে?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : আমার এলাকার ছেলেমেয়েদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়ে স্বাবলম্বী করতে আমি আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : তারা আমাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

আপনার সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার জায়গাটি কেমন? উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : আমি সামাজিক কাজ করার চেষ্টা করি। আমি মানুষকে স্বাবলম্বী হতে উৎসাহিত করি।

আপনি মানুষকে আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দেবেন? তাদের আত্মকর্মী হওয়া কেন প্রয়োজন বলে মনে করেন?

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : বর্তমানে পড়াশোনা করে চাকরি পাওয়া দুষ্কর। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি কেউ যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়ে নিজে কিছু করে তাহলে সে স্বাবলম্বী হতে পারবে।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

সৈয়দ মাহমুদ হাসান : আমি সব সময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নেওয়ার ফলে আমি আজ এই অবস্থানে আসতে পেরেছি। আমার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে আরও ভালো কিছু করতে পারি, সে আশাবাদ ব্যক্ত করি।

❐ [সৈয়দ মাহমুদ হাসান জন্মগ্রহণ করেছেন বাগেরহাট জেলায়। গ্রাম : রনবিজয়পুর, পোস্ট : কেয়ালিদরগা, থানা : বাগেরহাট সদর। তিনি ২০০১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স মাহমুদ পোল্ট্রি ফার্ম। অনিশ্চিত চাকরির পেছনে না ছুটে নিজে কিছু করে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে তিনি আত্মকর্মী হয়েছেন। মাহমুদ হাসান সফল আত্মকর্মী হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার ও সম্মাননা।]

সফল আত্মকর্মী-১২৭

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

হানিফ খালাসী : আমি ২০২১ সালে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ২০২৩ সালে গবাদিপশুর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

হানিফ খালাসী : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'হানিফ গবাদিপশু খামার।

আপনার প্রতিষ্ঠানের এখন সার্বিক কার্যক্রম কী?

হানিফ খালাসী : আমার খামারে গবাদিপশু ও মাছ আছে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

হানিফ খালাসী : ২০১5 সালে খামার শুরু করলেও আস্তে আস্তে যুব উন্নয়নের হাত ধরে আমি এখন প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত?

হানিফ খালাসী : বাৎসরিক প্রায় ৭ লাখ টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে ইনকাম হয়?

হানিফ খালাসী : জি, আমার একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার আছে।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

হানিফ খালাসী : আমি শুধু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ নিয়েছি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি একজন আত্মকর্মী হবেন?

হানিফ খালাসী : আমার পরিবার অসচ্ছল ছিল। আমাদের ৩-৪টি গরু ছিল। আমি গরুর জন্য ঘাস কাটতাম। ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়ার সামর্থ্য আমার ছিল না। তখন আমার বাবা আমাকে আত্মকর্মী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারপর আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আজ এ পর্যন্ত এসেছি। আমার ইচ্ছে ছিল আমি চাকরি করবো না, আমি নিজে মানুষকে চাকরি দেব। সেজন্য আমি আত্মকর্মী হয়েছি।

প্রথম দিকে আপনার বিজনেসে আয় কেমন ছিল?

হানিফ খালাসী : প্রথমে তিন মাসে আমার আয় ছিল প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

হানিফ খালাসী : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে ৪ জন স্থায়ী এবং প্রায় ৪ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

হানিফ খালাসী : শুরুতে ২ জন কর্মী ছিল।

আপনার বাসায় টেলিভিশন, স্মার্টফোন, ফ্রিজ আছে?

হানিফ খালাসী : টেলিভিশন ও ফ্রিজ নেই, স্মার্টফোন আছে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

হানিফ খালাসী : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

হানিফ খালাসী : এখন খাদ্য তালিকায় মাছ ও ডিম সবসময় থাকে, মাঝে মাঝে মাংস থাকে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

হানিফ খালাসী : আমার বাড়িঘর আগের মতোই আছে, কিছু জিনিস সংস্কার করেছি। আমার ফার্মের জন্য জমি কিনেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

হানিফ খালাসী : আমার এখনো ছেলে-মেয়ে হয়নি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

হানিফ খালাসী : হ্যাঁ, বেড়েছে। এলাকার মানুষ আমার কাছে বিভিন্ন পরামর্শের জন্য আসে। আমার কাজ সম্পর্কে জানতে আসে, কীভাবে সফল আত্মকর্মী হওয়া যায়– এ বিষয়ে পরামর্শ নেয়।

এলাকার বিভিন্ন কার্যকলাপ বা অনুষ্ঠানে তারা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে?

হানিফ খালাসী : আমাকে তারা সবসময়ই সম্মানের চোখে দেখে। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে তারা আমাকে ডাকে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

হানিফ খালাসী : না।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

হানিফ খালাসী : আমি লেখাপড়া শেষে চাকরির পেছনে না ছুটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। যুব উন্নয়নের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

❒ [হানিফ খালাসী জন্মগ্রহণ করেছেন নড়াইল জেলায়। গ্রাম: কালুখালী, পোস্ট: মধ্যপল্লী, উপজেলা: নড়াইল সদর, জেলা: নড়াইল। তিনি ২০২১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার ফার্মের নাম : হানিফ গবাদিপশু খামার। চাকরির পেছনে না ছুটে নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে হানিফ খালাসী আত্মকর্মী হয়েছেন।]

সফল আত্মকর্মী-১২৮

আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রথম কোন বিষয়ের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কত সালে?

হোসনে আরা বেগম : আমি ২০২১ সালে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের উপর ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

হোসনে আরা বেগম : আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'গাইবান্ধা যুব নারী উন্নয়ন সংস্থা'।

আপনার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে?

হোসনে আরা বেগম : আমার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে ২০২১ সালে, তবে নিবন্ধন করা হয়েছে ২০২৩ সালে।

আপনার প্রতিষ্ঠান ২০২১ সালে শুরু করে এই তিন বছরে আপনি নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে কীভাবে প্রমাণ করেছেন?

হোসনে আরা বেগম : যুব উন্নয়নের সাথে তিন বছরের সম্পৃক্ততা থাকলেও আমি কাজ করছি মূলত পাঁচ বছর ধরে।

আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? বর্তমানে আপনার মাসিক বা বাৎসরিক ইনকাম কত?

হোসনে আরা বেগম : আলহামদুলিল্লাহ, এখন বাৎসরিক দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা ইনকাম হয়।

আপনি এর পাশাপাশি আরও কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম হয়?

হোসনে আরা বেগম : আমি বিভিন্ন সংস্থায় ট্রেইনার হিসেবে কাজ করি। আমার পার্লার আছে। আমি সেলাইয়ের কাজও করি।

ব্যবসা শুরুর সময় আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন?

হোসনে আরা বেগম : শুরুতে আমাকে আমার একজন খালা কিছু টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। তারপর আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছি।

কেন মনে হয়েছে যে, আপনি আত্মকর্মী হবেন?

হোসনে আরা বেগম : ২০২১ সালের আগে আমার ট্রেনিং নেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। আমি আমার স্বামীর বাড়িতে ছিলাম। সে আমাকে ট্রেনিং নিতে দিত না। আমার উপর অত্যাচার করত। আমার স্বামী চারটি বিয়ে করেছে। তখন আমি এক

কাপড়ে আমার সন্তানসহ বাবার বাড়ি চলে আসি এবং যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করি। আমি এত বেশি লাঞ্ছিত হয়েছি যে, আমার পক্ষে স্বামীর কাছে থাকা সম্ভব ছিল না। আবার আমার বাবার পক্ষে আমি-সহ আমার সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া কষ্টকর ছিল। সেজন্য আমি নিজেকে স্বাবলম্বী করতে দিনরাত পরিশ্রম করেছি। বর্তমানে আমার একটি শো-রুম এবং একটি পার্লার আছে। আমার আত্মকর্মী হওয়ার জার্নি খুবই কষ্টকর ছিল।

বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আর অস্থায়ী কর্মী কতজন?

হোসনে আরা বেগম : সবকিছু মিলিয়ে আমার এখানে দশ জন স্থায়ী এবং চল্লিশ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করছে।

শুরুতে কতজন কর্মী ছিল?

হোসনে আরা বেগম : আমি ঘরোয়াভাবে কাজ শুরু করেছিলাম। তখন আমি, আমার বোন এবং আমার মেয়ে কাজ করতাম।

আপনার বাসায় টেলিভিশন, স্মার্ট ফোন, ফ্রিজ আছে?

হোসনে আরা বেগম : আমার বাসায় টেলিভিশন এবং ফ্রিজ নেই। আমি টিভি দেখি না। আর আমার মায়ের বাসা কাছাকাছি হওয়ায় ফ্রিজ না কিনে আমি সেই টাকা সংগঠনের কাজে লাগিয়েছি।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেন?

হোসনে আরা বেগম : জি, পারছি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম এগুলো আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন?

হোসনে আরা বেগম : স্বাবলম্বী হওয়ার আগে তো ঠিকমতো ভাতই খেতে পারতাম না। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে এখন যতটুকু পারি মেইনটেইন করার চেষ্টা করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পরে আপনার বাসস্থানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? আগে বাড়িঘর কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন?

হোসনে আরা বেগম : স্বামীর বাড়ি ছেড়ে আসার পর আমি আমার বাবার বাড়িতে আসি। আমাদের যৌথ পরিবার হওয়ায় সেখানে থাকতে বেশ সমস্যা হতো। এখন আমি তিন রুমের একটি ফ্ল্যাটে আলাদা থাকি এবং কিছু জমি কিনেছি। সামনের বছর সেখানে তিন তলা ফাউন্ডেশন করে বাড়ি করব। সেখানে আমি নিচ তলায় ২০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার এবং তৃতীয় তলায় বৃদ্ধাশ্রম করার প্ল্যান করেছি।

আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা কি পড়াশোনার সাথে যুক্ত?

হোসনে আরা বেগম : আমার দুই মেয়ে। আমার বড়ো মেয়ে ক্লাস টেনে এবং ছোটো মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে।

স্বাবলম্বী হওয়ার পরে আপনার সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?

হোসনে আরা বেগম : হ্যাঁ, বেড়েছে। এখন এলাকার মানুষ আমার কথা মানে। কোনো জায়গায় অন্যায় হলে, আমি গিয়ে যদি বলি এটি অন্যায় তাহলে তারা সেটি মানে। তারা আমার কাছে পরামর্শের জন্য আসে। স্বাবলম্বী হওয়ার পরে সামাজিকভাবে আমার গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।

উদ্যোক্তা হওয়ার আগে এবং পরে কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটেছে আপনার সাথে?

হোসনে আরা বেগম : উদ্যোক্তা হওয়ার আগে তো অহরহ হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। উদ্যোক্তা হওয়াও আমার জন্য সহজ ছিল না। অত্যাচারের কারণে স্বামীকে ছেড়ে আসার পর আমার কোনো আর্থিক ব্যাক আপ না থাকায় আমি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছিলাম না। মামলা করতে গেলেও অনেক টাকার ব্যাপার। আমার স্বামী আমার মাথায় বাড়ি মেরেছিল, সেখানে ১২টি সেলাই দিতে হয়েছিল। কিন্তু তারপরও তার পক্ষের কিছু মানুষ আমাকে স্বামীর কাছে ফেরত যাওয়ার জন্য অনেক ধরনের কথা বলেছে, এমনকি আমার সাথে অন্য কারো সম্পর্ক আছে বলেও তারা প্রচার করেছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণমূলক কাজ করেছেন?

হোসনে আরা বেগম : আমি প্রায় প্রতিটি সামাজিক কাজেই অংশগ্রহণ করি। আমরা বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন, মাদকবিরোধী আন্দোলন, সহিংসতা রোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজ, বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণসহ প্রায় প্রতিটি সামাজিক কাজে যথাসম্ভব শরিক হওয়ার চেষ্টা করি।

সবশেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে কিছু বলুন।

হোসনে আরা বেগম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারণেই আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। আমার কাজের প্রতি প্রচুর আগ্রহ এবং শেখার চেষ্টা ছিল। এজন্য যুব উন্নয়রের স্যারেরা আমাকে অনেক সহায়তাও করেছেন। আমার যেকোনো সমস্যা সমাধানে তারা আমাকে সাহায্য করেছে। আমি অনেককে যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দিয়েছি। আমার দেখাদেখি গাইবান্ধাতে আমার মতো আরও প্রায় ১০টি নতুন সংগঠন তৈরি হয়েছে। যুব উন্নয়নের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

❒ [হোসনে আরা বেগম জন্মগ্রহণ করেছেন গাইবান্ধা জেলায়। তার বর্তমান ঠিকানা : উত্তর ধানঘড়া, চারমাথা, বল্লোমঝাড় রোড, গাইবান্ধা সদর। তিনি ২০২১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম : গাইবান্ধা যুব নারী উন্নয়ন সংস্থা। স্বামীর অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে হোসনে আরা নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আত্মকর্মী হয়েছেন।]

দশম অধ্যায়

অন্যান্য কার্যক্রম

যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং পরিচালনা

যুব সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫' প্রণীত হয়েছে। আইনটি কার্যকর করার জন্য 'যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়। 'যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫'-এর আওতায় যুব সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

জাতীয় যুবনীতি

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে অনুমোদিত যুবনীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন যুবনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব যুব সংগঠন বিওয়াইএলসি-কে প্রদান করা হয়। বিওয়াইএলসি বিভিন্ন পর্যায়ের যুবদের সাথে মতবিনিময় ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করে। প্রণীত খসড়ার উপর সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন এবং সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় জাতীয় যুবনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৭ সালে অনুমোদন পায়। জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন এবং ইয়ুথ ইনডেক্স প্রণয়ন করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাস্তবায়িত ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহ

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এটুআই প্রোগ্রাম-এর সহযোগিতায় NISE (National Intelligence for Skills, Education, Employment & Entrepreneurship প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ২৭টি জেলায় অনলাইনে প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি ও অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে ৬৪ জেলায় বাস্তবায়িত হবে।

খ. ঋণ কার্যক্রমের ই-সার্ভিস সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, নড়াইল, মেহেরপুর এবং মাদারীপুর– এই পাঁচ জেলায় পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে ৬৪ জেলায় বাস্তবায়িত হবে।

গ. অনলাইন যুব সংগঠন নিবন্ধন সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে যুব সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে বোয়ালিয়া (রাজশাহী), সদর (গাজীপুর) এবং সীতাকুন্ডে (চট্টগ্রাম) এই সফটওয়্যারের পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এটুআই-এর সহযোগিতায় মুক্তপাঠ প্ল্যাটফর্মে নিম্নোক্ত ০৬টি ট্রেডের ই-লার্নিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে–

১। স্বল্পপুঁজিতে কোয়েল পালন
২। গরু মোটাতাজাকরণ
৩। ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি
৪। স্ক্রিন প্রিন্টিং
৫। মাছের মিশ্র চাষ
৬। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ

এছাড়া কম্পিউটার বেসিক, গ্রাফিক্স, ইংরেজি লার্নিং বিষয়ে ৫১টি ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যা থেকে সারা দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবরা ঘরে বসে প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

স্থাপন

ক. উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী যুবদের উদ্যোগ (Entrepreneurship) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ. অবৈধ পথে বিদেশ গমনের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা;
গ. মানবপাচারের করুণ পরিণতি সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা
ঘ. যুব উদ্যোক্তদের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা;
ঙ. যুব উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ (যুবপণ্য ডিসপ্লে ও যুব মেলার আয়োজনসহ)।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ক. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সর্বজনীনভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা।
খ. ফ্রিলান্সিং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ-সহ সুসজ্জিত মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবদেরকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

স্বাস্থ্য ও বিনোদন

এইচআইভি/এইডস-সহ সকল যৌনবাহিত ও অন্যান্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও বিনোদন

ক. যুবদের চিত্তবিনোদন ও মানবিক বিকাশ সাধনের জন্যে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটানো;
খ. সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখা।

পরিবেশবান্ধব কৃষি ও শিল্পায়ন

ক. প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্ভাবনী ব্যবহারের প্রতি যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ;

খ. Green Technology ভিত্তিক জ্বালানী ও শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে যুবদেরকে প্রণোদনা-সহ উদ্বুদ্ধকরণ। এক্ষেত্রে ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম।

দেশপ্রেম ও নৈতিকতা

ক. জাতীয় জীবনের ক্রান্তিকালে যুবসমাজের আত্মত্যাগের ইতিহাস যুব প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন;

খ. দেশের সংবিধান, আইন শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, নাগরিক দায়িত্ব পালন এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণে যুবদের সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলা;

গ. গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ে যুবদের সচেতনতা বাড়ানো এবং এসব অপরাধবিরোধী মনোভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত করা।

যুব সংগঠন ও যুবকর্ম

ক. যুব সংগঠনকে যুবদের ক্ষমতায়নের অন্যতম সোপান হিসেবে বিবেচনা করা;

খ. যুবদের কর্মোদ্যম ও পরোপকারী মনকে গঠনমূলকভাবে চালিত করার জন্যে তাদেরকে যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া;

গ. যুবদেরকে স্বেচ্ছাসেবায় উদ্বুদ্ধ করা;

ঘ. যুবকর্ম সম্পাদনে যুব সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা;

ঙ. বিভিন্ন দেশের সাথে যুব বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

চ. দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অন্যান্য দেশের যুবদের কাছে উপস্থাপন করা এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে যুব বিনিময় কর্মসূচি পরিচালিত করা।

এসডিজি বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়, যার মূলমন্ত্র হচ্ছে 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)' নীতি অনুসরণ।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সে ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে।

এসডিজি-এর ১৭টি গোলের মধ্যে ১, ৩, ৪, ৮ ও ১১ গোলগুলোর সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। তন্মধ্যে গোল ৮-এর ৮.৬ লক্ষ্যমাত্রা– 'কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবদের অনুপাত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা' এবং

খ লক্ষ্যমাত্রা '...যুব কর্মসংস্থানের জন্য একটি বৈশ্বিক কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বৈশ্বিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন'-এ দুটিতে

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মূল দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে ৭ম, ৮ম ও ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে লক্ষ্যমাত্রা এ্যালাইনমেন্ট করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে:

১. প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা : ১৬ লক্ষ জন যুব।

২. ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা লক্ষ্যমাত্রা : ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩০০ জন যুব।

৩. আত্মকর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা : ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৬০ জন যুব।

উল্লেখ্য, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬ লক্ষ ৯ হাজার ৪৩৭ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ যুব আত্মকর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছে। অন্যান্য অনেক যুব দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছে। 'কোভিড-১৯' পরবর্তী পরিস্থিতিকালীন দেশের বেকার ও কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি সামনে রেখে সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) ১৬ লক্ষাধিক যুবর প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে ২৭০৮৮০ জন। ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৫০৫টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তন্মধ্যে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং, গ্রাফিক ডিজাইন, সুসজ্জিত মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে যুবদেরকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ অন্যতম।

উল্লেখ করা যাচ্ছে, যুব উন্নয়নের অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের জন্য ভর্তি ফি মওকুফ করার পাশাপাশি প্রতিবন্ধীবান্ধব প্রশিক্ষণ পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবিলিটি বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ সেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

যুব প্রশিক্ষণ মডিউলে নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জনের উপর চূড়ান্তকরণ–এর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চেতনা, প্রজনন, স্বাস্থ্য, জীবন, দক্ষতা ও শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণের সাথে এসবের উপর গুরুত্বারোপও করা হয়েছে। 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা ২০২১' যুবদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন এবং গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে যুবদের নিয়োজিত করার নিমিত্তে গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এতদসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়। Centre of Excellence হিসেবে জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে, যার একাডেমিক কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে চালু হয়েছে ২০২১-২০২২ অর্থবছর থেকে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

প্রশিক্ষিত যুবদের অধিকহারে ঋণ সুবিধা প্রদান ও যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক

স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক ও NRBC ব্যাংক অন্যতম। এখান থেকে আমাদের প্রশিক্ষিত যুবরা বিনা জামানতে ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা startup capital হিসেবে ঋণ সুবিধা পাচ্ছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে এ পর্যন্ত ৮৫ হাজার ১৯৬ জন প্রশিক্ষিত যুবকে ৯ শত ৭১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট প্রকল্প

পচনশীল জৈবপদার্থ থেকে বায়োগ্যাস সৃষ্টি হয়। পশু পাখির বিষ্ঠাকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এই গ্যাস তৈরি করা যায়। বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও উন্নতমানের জৈবসার তৈরি ও জমির উর্বতা তৈরিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব জনগোষ্ঠী যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন কর্মসূচি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। এসব খামারের বর্জ্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না করা গেলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হবে, ঠিক তেমনই চারদিকে নানান রকম রোগবালাই ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা রয়েছে। তাই বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করলে খামারের বর্জ্যের যেমন বিজ্ঞানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হবে তেমনই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ এবং জৈবসার উৎপাদন করা যাবে। দেশের যুব জনগোষ্ঠীরও হবে নতুন কর্মসংস্থান। বায়োগ্যাস প্লান্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে আক্রান্ত রোগ থেকে মুক্তি পাবে গৃহিনীরা। বায়োগ্যাস প্লান্টে উৎপাদিত জ্বালানি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে রান্না করা সম্ভব, যার ফলে গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে যুক্ত হয়ে পরিবারের স্বচ্ছলতা নিয়ে আসতে পারে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামারে দুর্গন্ধ ও দূষণমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নতমানের জৈবসার তৈরি এবং পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খামার স্থাপনের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপান সরকারের জেডিসিএফ অর্থায়নে এ প্রকল্প গৃহীত হয়। জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় এবং যুব জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বায়োগ্যাস প্লান্ট প্রকল্প।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে রান্না এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচন করা।
২. ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তার করা।
৩. বায়োগ্যাস প্লান্টে পচনশীল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
৪. রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং বন উজাড় রোধ করে দেশের ইকো-সিস্টেমের উন্নয়ন করা।

৫. খামারে বায়োগ্যাস পদ্ধতি প্রবর্তনের সুবিধা সম্পর্কে ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারি, স্থানীয় নেতা ও যুবনেতাদের সচেতন করা।
৬. জৈব বর্জ্যের চক্রায়নের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন করা।
৭. গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তারা এ অতিরিক্ত সময় অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতে পারেন।

সবল দিক

গ্রামীণ মহিলাদের সনাতন পদ্ধতির কষ্টদায়ক রান্না থেকে মুক্তি দেওয়ার ভাবনা এবং প্রচেষ্টা, যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধি জাতীয় কাজের সুযোগ তৈরি করা, অন্যদিকে পরিবেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা যা প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং প্রশংসনীয়।

দুর্বল দিক

প্রকল্পের নামকরণ, কার্যাবলী ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো যৌক্তিকভাবে সুবিধাভোগী শ্রেণিসহ উন্নয়ন ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা নেই, সুফলভোগী গ্রুপ সুনির্দিষ্ট না করা, প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের চেয়ে পরিচালনা ব্যয় বেশি, বায়োগ্যাস প্লান্টগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে উপকারভোগীদের করণীয় কী হবে, সে বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ না করা, ডিপিপি-তে আবর্তক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অর্থাৎ আবতর্ক তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন না থাকা, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নকশা বা লে-আউট অনুসরণ না করা।

সুযোগ

সুফলভোগীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, গ্রামের বেকার যুবকদের ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং-এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কারণে মহিলাদের ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে তারা অবসর সময়ে বিভিন্ন আয়বর্ধক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারছে।

ঝুঁকি

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন একটি লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে পরিলক্ষিত না হলে জনগণ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহ হারাতে পারে, সময় মতো এবং নিয়মিত কাঁচামালের যোগান না থাকলে বায়োগ্যাস প্লান্ট বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, দক্ষ জনবল ও উপযুক্ত স্থানের অভাবে ত্রুটিপূর্ণ প্লান্ট স্থাপন করার ফলে প্লান্টে ফাটল ধরার ঘটনা ঘটছে এবং বন্যার সময় পানিতে ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, সঠিক কর্ম-পরিকল্পনার অভাবে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সমুদয় আবর্তক ঋণ উপকারভোগীদের কাছ থেকে উত্তোলন না করার ঝুঁকি রয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

SWOT Analysis ও গুচ্ছ তথ্য

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালনার কাজ সহজে বুঝার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা ছক কল্পনা করা হয়। একে SWOT Analysis বলা হয়। ছক আকারে উপস্থাপন করলে দাঁড়ায় :

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের SWOT Analysis

Strengths (সবলতা)	**Weaknesses (দুর্বলতা)**
• জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী যুব কার্যক্রমের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক; • ২২ হাজারের অধিক যুব সংগঠন রয়েছে; • প্রশিক্ষিত যুবদের অনেক সফলতা আছে; • বাংলাদেশের যুবরা সাহসী, পরিশ্রমী ও সক্রিয়; • জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব শক্তি রয়েছে।	• বাজেটের অপ্রতুলতা; • পুরাতন ও সংস্কারযোগ্য অবকাঠামো; • ডাটাবেজের অভাব; • প্রশিক্ষণ উপকরণের অভাব; • যানবাহনের অভাব; • প্রশিক্ষণ মান স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের অভাব; • বিপুল পরিমাণ পদ শূন্য রয়েছে।
Opportunities (সুযোগ)	**Threats (ঝুঁকি)**
• যুবরা প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাময়; • যুবদের সংখ্যার বিশালত্ব; • ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবদের নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময়।	• যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্মসূচি প্রণয়ন না করা; • কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা; • যুবদের চাহিদা উপলব্ধি না করা।

S (Strength)

এখানে Strength বা শক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাফল্যের জায়গাগুলোকে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ৭১,৮৩,২৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

এ পর্যন্ত ২৪,৩৩,৭৫৬ জন আত্মকর্মী তৈরি করেছে।

এ পর্যন্ত ৫০১৫টি যুব সংগঠন নিবন্ধিত হয়েছে।

এছাড়াও জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী যুব কার্যক্রমের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, ২২ হাজারের অধিক যুব সংগঠন রয়েছে, প্রশিক্ষিত যুবদের অনেক সফলতা, বাংলাদেশের যুবরা সাহসী, পরিশ্রমী ও সক্রিয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব শক্তি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাফল্যের জায়গাগুলো বিভিন্ন সেক্টরে বিস্তৃত। এর

মধ্যে একটি হলো ঋণ কার্যক্রম। ঋণ প্রকল্পে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাফল্য খুবই ভালো। যেখানে বড়ো বড়ো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপি হয়ে যাচ্ছে সেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ রিটার্ন আসা একটা সাফল্য। এটা একটি বড়ো শক্তি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আরও একটি সাফল্যের জায়গা হলো বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে তারা যুব সমাজের Skill development করে থাকে।

O (Opportunities)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাফল্য যেমন দৃশ্যমান তেমনি এখানে ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের সম্ভাবনাও রয়েছে। মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১.৮৩ কোটি যুব নিট জনগোষ্ঠীর আওতায় রয়েছে। অর্থাৎ তারা পড়াশোনা, ইনকামিং সোর্স বা প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তারা নিজেরা অর্থ উর্পাজন করতে পারবে, মাথাপিছু আয় বাড়বে, এসডিজি অর্জনের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।

তাছাড়া ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবদের নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময়, কেননা যুবরা সংখ্যায় অধিক এবং প্রতিশ্রুতিশীল।

W (Weakness)

এ অধিদপ্তরের এত সফলতা এবং শক্তির মধ্যেও কিছু কমতি বা ঘাটতি রয়েছে। যেমন, লোকবল থাকার পরেও দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কোনো কর্মী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে শিথিলতা করে। যার ফলে জনগণের সাথে প্রতিষ্ঠানেরও দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আবার কিছু অসাধু কর্মী মাঝেমধ্যে সরকারি টাকা আত্মসাতের মতো অপরাধে জড়ায়। এছাড়া বাজেটের অপ্রতুলতা, পুরাতন ও সংস্কারযোগ্য অবকাঠামো, ডাটাবেজ, প্রশিক্ষণ উপকরণ, যানবাহন ও প্রশিক্ষণ মান স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের অভাব, বিপুল পরিমাণ শূন্য পদ অধিপ্তরের দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

T (Threat)

Threat বলতে বোঝানো হচ্ছে, এত উন্নয়ন এবং পরিকল্পনার মাঝেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যদি এই উন্নয়নমূলক কাজগুলো করতে ব্যর্থ হয় তাহলে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হবে এবং মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হবে। এ পর্যায়ে এসে যুব শ্রেণির যারা আছে তাদের যদি স্বপ্নভঙ্গ হয় তাহলে তারা সহজেই মাদক সেবনসহ বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে। এর ফলে সামাজিক অবনতিসহ বিভিন্ন আইনি বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

তাছাড়া যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্মসূচি প্রণয়ন না করা; কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা, যুবদের চাহিদা উপলব্ধি না করাও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

এর ফলাফল পর্যায়ে বলা যায়, Strength কাজে লাগিয়ে weakness এবং Threat দূর করে যদি opportunities অর্জন করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, তাহলে এর মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি মাইলফলক স্থাপিত হবে।

এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি

নং	কার্যক্রম	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
১।	মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	১৬৬৫২.২০ লক্ষ টাকা
২।	মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	২৫৬০.৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা
৩।	মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০৭৫০৬৯ জন
৪।	মূল ঋণ তহবিল থেকে আদায়কৃত প্রবৃদ্ধি	২৯৪৩৮.৬৯ লক্ষ টাকা
৫।	আদায়কৃত প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	৪৬০৯০.৮৯ লক্ষ টাকা
৬।	ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	৯৫.৯৩%
৭।	মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	২৪৩৩৭৫৬ জন
৮।	মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৭১,৮৩,২৭৬ জন
৯।	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা (আবাসিক)	৭১টি
১০।	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা (অনাবাসিক)	৭৪টি
১১।	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডের সংখ্যা	৪১টি
১২।	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডের সংখ্যা	৪২টি
১৩।	যুবকল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	৩৬৩৫.২৬ লক্ষ টাকা
১৪।	যুবকল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৬,৫১৮টি
১৫।	যুবকল্যাণ তহবিলের মূলধনের পরিমাণ	৩৬ কোটি টাকা
১৬।	অনুন্নয়ন খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা
১৭।	অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	২,৫৩৬টি
১৮।	যুব সংগঠন তালিকাভুক্তি	১৮,৪৫৮টি
১৯।	নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৭৪৩৮টি
২০।	জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৫৩১ জন
২১।	যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ	১৭৫ জন
২২।	কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	১৯ জন
২৩।	সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	০২ জন
২৪।	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন

নং	কার্যক্রম	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
২৫।	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন
২৬।	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪৮৭৬ জন
২৭।	চাকুরী নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৭ জন
২৮।	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৯৭টি
২৯।	পদোন্নতির সংখ্যা	৭২৬ জন
৩০।	নিয়োগের সংখ্যা	৫৭৩৬ জন

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ শতকের আশির দশকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত যুবদের কল্যাণে নানামুখী কাজ করে যাচ্ছে। এ অধিদপ্তর কীভাবে সৃষ্টি হলো ও এর কীভাবে বিস্তার ঘটল এবং সবশেষ অবস্থা কী– প্রথম অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইতিহাস উঠে এসেছে। এছাড়াও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয় সৃষ্টি, অবকাঠামো ও কার্যক্রম সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, ভিশন, মিশন ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রশাসন উইংয়ের কার্যক্রম, চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থ উইংয়ের কার্যক্রম, পঞ্চম অধ্যায়ে পরিকল্পনা উইংয়ের কার্যক্রম, ষষ্ঠ অধ্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের কার্যক্রম, সপ্তম অধ্যায়ে প্রশিক্ষণ উইংয়ের কার্যক্রম, অষ্টম অধ্যায়ে বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন উইংয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে সফল আত্মকর্মীর অন্তরালের গল্প উঠে এসেছে। অর্থাৎ তাদের সংগ্রামময় জীবনের ঘটনাপ্রবাহ এ অধ্যায় থেকে জানা যাবে।

দশম অধ্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আরও যেসকল কার্যক্রম রয়েছে সেসব উল্লেখিত হয়েছে। SWOT Analysis ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সূচনালগ্ন থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার যুক্ত হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যুবদের উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যাপকভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এসেছে। তাদের এই কার্যক্রম বর্তমানেও সচল রয়েছে। সাফল্যের অধ্যায়ও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা ধারণ করে।

বিশ শতকের আশির দশকের সূচনাতেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অভিযাত্রা শুরু হয়। কালের পরিক্রমায় চার দশকে প্রায় সত্তর লক্ষ যুব নারী ও যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করে আত্মকর্মী হতে সহযোগিতা করে এসেছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুগের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এ অধিদপ্তর জীবনমুখী, প্রযুক্তি নির্ভর ও আধুনিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে তৎপর।

বাংলাদেশের যুবদের সামগ্রিক কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিরলস কার্যক্রম অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আশা করা যায়।

'যুব বৃত্তান্ত' গ্রন্থটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রমের নির্যাস। এ গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলোঃ যুব কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশ, নির্মোহ পরিবেশনা ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। গ্রন্থটি পাঠে বাংলাদেশে যুবদের উন্নয়ন অভিযাত্রা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার রূপায়ণ সম্পর্কে অভিহিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
এ গ্রন্থটি পাঠের মধ্য দিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্লেষণী সাহিত্যপাঠের আনন্দ লাভ করা সম্ভব হবে।